সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৪৩

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

[পরিষৎপুথিশালায় সংগৃহীত]

তৃতীয় খণ্ড-প্রথম সংখ্যা

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
সঙ্কলিত
ও
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩৩০

মূল্য—পরিষদের সদস্য পক্ষে— শাখা সভার সদস্য পক্ষে
সাধারণ পক্ষে—

৬৮, মানিকতলা ষ্ট্রীট বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এ ১ হইতে ২০ ফর্ম্মা এবং
১১১।৪এ, মানিকতলা ষ্ট্রীট কোহিনুর প্রেসে কভার, টাইটেল,
নিবেদন ও সূচী মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথি সংগ্রহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। পরিষদের পত্রিকায় ও অধিবেশনাদিতে প্রাচীন পুথির আলোচনার ফলে বঙ্গদেশের নানা স্থানে প্রাচীন পুথি সংগ্রহের কার্য্যে বহু মাতৃভাষানুরক্ত ব্যক্তিকে আত্মনিয়োগ করিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহাদের অনেকের সাহায্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মন্দিরে এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পাঁচ হাজারের অধিক পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা সম্বন্ধে কত অজ্ঞাতপূর্ব্ব কথা এই সকল দুষ্প্রাপ্য পুথির ভিতর রহিয়াছে, তাহার আভাস স্বর্গীয় পূজ্যপাদ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যার ভূমিকায় দিয়া গিয়াছেন। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে পরিষদের পুথিশালার ভূতপূর্ব্ব ভারপ্রাপ্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পরিষদের সংগৃহীত পুথিগুলির বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিয়া ১৭৪ খানির বিবরণ লিখিয়া শেষ করেন। তৎপরে বর্ত্তমান ভারপ্রাপ্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবশিষ্ট পুথির বিবরণ লিখিতেছেন। তিনিও এ পর্য্যন্ত প্রায় ৩৫০খানি পুথির বিবরণ লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবুর সঙ্কলিত বিবরণগুলির মধ্যে এই গ্রন্থে মাত্র ১০০ খানি পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট বিবরণ পরবর্ত্তী খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। পরিষদের সদস্যগণের অবগতির জন্য এই সকল বিবরণের ১ হইতে ৯৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৯শ ভাগ তৃতীয় সংখ্যা হইতে ৩০শ ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে, উহাতে ১ হইতে ৬০ খানির বিবরণ সম্পূর্ণ এবং ৬১ সংখ্যক পুথির বিবরণের কতকাংশ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। অবশিষ্ট ৬১ সংখ্যক পুথির বিবরণের শেষাংশ হইতে ১০০ পুথির বিবরণ একত্রিংশ ভাগ পত্রিকায় দেওয়া হইবে।

এই সকল পুথির বিবরণে যে সকল ভ্রম প্রমাদ ছিল, মূল পুথির সহিত মিলাইয়া সেগুলি পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংশোধন ও সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে এক্ষণে পুথিশালার কার্য্যাদি সম্পাদিত হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বহু আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের চল্লিশ বৎসরের অধিককাল তিনি তাঁহার এই অতিপ্রিয় আলোচনায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। আমরা আশা করি, তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল তাঁহার সঙ্কলিত অবশিষ্ট পুথির বিবরণ প্রকাশের সময় ভূমিকারূপে লিপিবদ্ধ করিয়া দিবেন।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি ধরিয়া পরিষৎ চারি খণ্ড প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রকাশ করিলেন। ১ম খণ্ড ১ম ও ২য় সংখ্যা মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের সঙ্কলিত ; ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যার সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র। এই উভয় সঙ্কলয়িতাই তাঁহাদের নিজগৃহে

সঞ্চিত পুথিগুলির বিবরণ দিয়াছেন। বর্ত্তমান ৩য় খণ্ডের ১ম সংখ্যায় যে সকল পুথির বিবরণ দেওয়া হইল ও পরে পরবর্ত্তী সংখ্যায় যে সকল পুথির বিবরণ দেওয়া হইবে, সে সমস্ত পুথিই পরিষদের সম্পত্তি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
বঙ্গাব্দ ১৩৩০, ১৫ই চৈত্র।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রকাশক।

সূচী

পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

১। ডাকচরিত্র।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১০১/২ × ৪১/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১২.; মধ্যে ছিদ্র। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, ১০৯০ সাল। অসম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

শিশুশুশ্রূষা, ধর্ম্মকর্ম্ম, রন্ধন, ভোজন, বাসস্থাননির্ণয়, সুগৃহিণী-কুগৃহিণীলক্ষণ, বর্ষা-লক্ষণ, বিবাহ-গণনা, লগ্ন-নিরূপণ এবং ক্ষুদ্র ব্যাধির চিকিৎসাদি সম্বন্ধীয় পদ্যনিবদ্ধ সারগর্ভ উপদেশ।

আরম্ভ,— শ্রীশ্রীরাম ॥ ডাকচরিত্র ॥

জর্ন্ম মাত্র বলে ডাক।
পো এড়িয়া পোআতি রাখ ॥
ধুইআ পোঁছিআ দিহ কোলে।
তবে ফুল লাম্বিবেক কোলে[১] ॥
নাড়ি ছেদিআ দিহ জয়।
ডাক বলে এই হএ ॥
সুখান কাষ্ট জত্নে দেখ।
মাঝা বুঝিআ দিহ সেক ॥
এক কাষ্ঠে নাড়ি ঝাড়ি।
দুই কাষ্ঠে ফোঁক পাড়ি ॥
তিন কাষ্ঠে করিআ এক।
চারি কাষ্ঠে দিহ সেক ॥
দ্বিতির উপবাসে দিহ আড়গড়া।
তবে ভাল হবেক পোয়াতির মাঝা ॥
বিবচনা করিয়া দিহ পত্য।
তবে ভাল হবেক পোয়াতি গত্য ॥
জত্নে দুইয়ার রাখিহ জিব।
সক্তি করিআ ওসধ পীব ॥
ওসধ দিহ সময় বুঝি।
ঝাটীর মুল বিরতির বি[ ]চ ॥
অপরাজিতা ইসর মুল।
পাঁচন দিহ দসমুল ॥
পর পরতা না দেখিব।
কোলের ভিতর ছাওআল থোব ॥
কোথায় না থোব পরের বোলে।
রাত্রি হইলে সোআইব কোলে ॥
লয় দিবসে হরিদ্রা দিহ।
একইষ দিবসে মন করিহ ॥

অর্থ ধর্ম্মপ্রকারন ॥

ধর্ম্ম করিতে জে জন জানে।
পুখর দিয়া পানি য়ানে ॥
অস্বদ রোপে জিবন ধন।
মণ্ডপ দেএ অসেষ পুন্ন ॥
জাহা দেই তাহা পাই।
পরলোকে সুখে খাই ॥
অতিত জনাকে না বঞ্চিহ।
আতি উৎকট ব্রাহ্মনে না বলিহ ॥
অন্ন বিন্দু নাহি দান।
ইহার পর ধর্ম্ম নাহি আন ॥

অর্থ রন্ধনপ্রকারন ॥

সুকুতার পাস্তা কাসন্দির ঝোল।
তেলে ওপর দিয়া তোল ॥

১। 'তালে' হইবে বোধ হয়।

পলতা সাক রুহি মাছ।
বলে ডাক বেঞ্জন সাজ॥
মদ্গুর মৎস্য দাএ কুটীয়া।
হিঙ্গ আদা নবন দিয়া॥
তেল হলদি তাহাতে দিব।
বলে ডাক বেঞ্জন খাব॥
পোনা মাছ জামিরের রসে।
কাসন্দি দিআ জে জন পরষে॥
তাহা খাইলে অরুচ্য পালাএ।
আছুক মানবির দেবের লোভ জাএ॥
ইলিসা মাছ তৈলে ভাজিয়া।
পাতি লেবু তাতে দিয়া॥
জাহাতে দেই তাতে মেলে।
হিঙ্গ মরিচ দিহ ঝোলে॥
চালু দিহ জত তত।
পানি দিহ তিন সুত॥
ভাত উতলাইলে দিহ কাঠী।
তবে দিহ জাল ভাটী॥
তবে জদি থাকে চালু।
তবে জানিহ ডাক আউল॥
বড় ইচিলা দাএ কুটী।
হিঙ্গ দিয়া তেলে ভাজি॥
উলটী পালটী দিহ পীট।
হই খাইলে জোজোন দিট॥
রৌদ্রের বেলা বুলিআ আইসে।
আম্বল ভাত কাসন্দি চোষে॥
পোড়া মাছে নবন প্রচুর।
আর বেঞ্জনে পেলাহ দুর॥
পাকা তেতলি ব্রদ্ধ বোয়াল।
অধিক করিআ দিহ জাল॥
কাটী দিআ করিহ ঝোল।
খাবার বেলা মাথা নাহি তোল॥

মধ্য,—

অর্থ সিমা প্রকারন॥
ছাগল পাএরা পোসে হাঁষ।
সিমার মাঝে পোতে বাঁস॥
তারা নিত্য কন্দল করিতে চাএ।
ডাক বলে আমি কি করিব তাএ॥
নৌকা থাকিতে জে জন সাঁতারে।
সে জন আপনি মরে॥
মিছা কাজে গাছে চড়ন।
প্রমাত্রি থাকীতে তাহার মরন॥
পরের বোলে লাগা হএ।
সুদ্র হইআ ব্রাহ্মনি লএ॥
সিন্ধদ্বারে উঠে কাষ।
তাহার হএ জিবনের নাষ॥
ব্যাসা[1] লাজালে পুরুস নিধন।
মুখ পুড়ি তাহার দিআ আগুন॥
চোর গাই বাঁজা ছাগলি।
ঘরে আছে দুষ্টা মেলি॥
খল পড়সি পুত্র মুরখ।
ডাক বলে এ বড় দুখ॥
বিনি খদিরে গুআ খাএ।
সভা মধ্যে ধাইআ জাএ॥
ঘাট এড়িআ কুঘাটে নাএ।
মাগু না [থা]কিতে সসুরবাড়ি জাএ॥
হইল ভাতে করে উপবাস।
সে জন মইলে কাহাকে নাহি দোস॥
ইতর হইআ করে হাষ।
গাবুর বএসে জার কাষ॥
গুরু জনকে করে পরিহাস।
ডাক বলে তার নরকে বাস॥

১। ব্যাসা = বেশ্যা।

চুর কর জে গুরু মারে।
চুর কর জে পরের স্ত্রি হরে॥
চোর সেবক চোর গাই।
বাঁজা স্ত্রি দুষ্ট ভাই॥
বুড়া গরু বস্ত্র পুরান।
জে বেচে সে সেআন॥ (পৃ° ৫।২-৬।১)

অন্ত,—

অর্থ নষ্টপ্রকারন॥
সুজন নষ্ট দুরজনের সঙ্গে।
পুত্র নষ্ট পরস্ত্রির সঙ্গে॥
লবন সঞোগে নষ্ট ঘি।
বাপের ঘরে নষ্ট ঝি॥
আখর নষ্ট দসে পাঁচে।
ঘর নষ্ট গ্রিনি সাঁচে॥
জীবন নষ্ট জলে ঝাপ।
দেহ নষ্ট দেই নাফ॥
গারি নষ্ট যথা চুরি।
ধন নষ্ট জথা দারি॥
ঘর নষ্ট রাঁতের বাস।
ভূক্ষি লষ্ট দামড়ার চাষ॥
মাগু নষ্ট ঘন রোসে।
কুলবধু নষ্ট পরের বাসে॥
আদর নষ্ট নিত্য গমনে।
রোগ নষ্ট লঘু ভোজনে॥
নষ্ট সুয়া চিলের বাএ।
নষ্ট ঝি দোচারিনি মাএ॥
বন্ধু নষ্ট বাপের ঘরে।
পুত্র নষ্ট প্রদার করে॥
সতি নষ্ট অসতির সঙ্গে।
কুলবধু নষ্ট হাস্যতরঙ্গে॥
বলে ডাক এই সাঁচা।
আপনি দড় সকল মিছা॥
অর্থ চিকীস্যা প্রকারন॥
ভৃঙ্গরাজ কেসিরা ঝাঁটী।
সকল তুলিআ করিহ গুটী॥
সুটী পীপলি বনমরিচা॥

সন ১০৯০ ৩ অগ্রায়ন।

ডাক। তন্ত্রে অনেক প্রকার সিদ্ধি আছে; তাহার মধ্যে দুই প্রকার প্রধান। বামাচারে যাঁহারা সিদ্ধ হন, তাঁহাদিগকে বীর বলে। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান হন, তাঁহাদিগকে বীরেশ্বর বলে এবং বীরেশ্বরদের যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদের দেশী নাম ডাক। যে সকল স্ত্রীলোক বামাচারে চরম সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের নাম ডাকিনী। ডাকিনী—ডাকের স্ত্রী, তাহা নহে। 'ডাকিন্', 'ডাইন্' ও 'ডাইনী' শব্দ 'ডাকিনী'রই রূপ-ভেদ। ডাক ও ডাকিনীগণ অলৌকিক কাণ্ড করিতে পারিতেন। বৃক্ষচালনাদি ব্যাপার, যাহা আমরা অদ্ভুত মনে করি, তাঁহাদের পক্ষে তাহা অতি সহজ। এ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধগণের লিখিত।

২। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩১/২×৩১/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২০, ২২—৩৬; মধ্যে ছিদ্র। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—শ্রীশ্রীভগবতে বাসুদেবায় নমঃ

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।
নমো বন্দো নমো বন্দো দেব শ্রীহরি।
সংখ চক্র গদা পদ্ম সারেঙ্গধারি॥

ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দো দেব গনপতি।
পরম ভকতি দেবী শ্বরস্বতী॥
কীর্ত্তিবাষ পণ্ডিত বন্দো এক মন চিত্তে।
সাত কাণ্ড রামায়ন গাঁঞা দিল্ল গিতে॥
সাত কাণ্ড রামায়ন আগু কাণ্ড প্রথম।
সুনিলে বুলিতে কেবল অমৃতের সমান॥
আগু কাণ্ড পোথী জেবা জনে সুনে।
য়মৃত পান করে হেন বাশে মনে॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিত রচিল পাচালি।
আগুকাণ্ডে গাঞা দিল রামের বংশাবলি॥
প্রথমে ব্রহ্মার পুত্র মারিচ রাজা ষর্ব্ব লোকে জানি।
তাহার পুত্র হইল কশ্যেব মহামুনি॥
তার পুত্র স্থ[র্য্য] লোকের প্রধান।
অঙ্গিরা তাহার পুত্র গুনে অনুপাম।
তাহার পুত্র মনু রাজা বিদিত বংশারে।
শ্বেত্ত নামে তাহার পুত্র হইল সংশারে॥
তাহার পুত্র অক্ষাকু [ইক্ষ্বাকু] রাজা হইল প্রখর।
প্রথমে সাধিলেন তেঙ অজোধ্যা নগর॥
ভিক্ষু নামে তাহার পুত্র বড় রূপবান।
হেমচন্দ্র তাহার পুত্র গুনের বাথান॥
হেমচন্দ্রের পুত্র হইল সুচন্দ্র নাম।
মহাগুনবন্ত তেঙ অভিনব কাম॥

বলা বাহুল্য, উদ্ধৃতাংশের প্রথম ১২ পঙ্‌ক্তি কৃত্তিবাসের রচনা হইতে পারে না। পরবর্ত্তী অংশও অন্য পুথির সহিত মিলে না।

শেষ,—

চন্দ্রের কলা জেন দিনে দিনে বাঢ়ে।
দিনে দিনে চারি পুত্র কোলেশীঞা চড়ে॥
লক্ষন সত্রুঘন দুই শহোদর।
দুই ভাই বিশম্বাদ করে নিরন্তর॥
জথা রাম তথা গীঞা মিলিলা লক্ষন।
ভরথের পাছু গীঞা মিলীলা সত্রুঘন॥
রাম লক্ষন দুই ভাই পরম পীরিতি।
ভরথ সত্রুঘন দুই জনে হইলা একমতি॥
ছাওলে ছাওলে জেন পরম পিরিতি।
সমুদ্রের জলে জেন চন্দ্র একমতি॥
অন্যে অন্যে বিশম্বাদ নাহি ভ্রাতি (ভ্রাতৃ) মুখে।
দুই দুই এক মতি দেখে শর্ব্ব লোকে॥
নানা বিদ্যা শিখে দুহে হঞা তৎপর।
নদ নদী বহে জেন পাইল শাগর॥
জে জে বিদ্যা গুরুর ঠাঞি শিখে নিরন্তর।
সেই বিদ্যা শিখে হঞা তৎপর॥
মুনির সাঁপ দযরথের পড়িঞা গেল ... ন।
কোন পৃত না পায় রাজা শ্রীরাম দরশনে॥
এক দীন না পায় রাজা শ্রীরাম দরশন।
পুরি অন্ধকার হয় হেন লয় মন॥
রামের মুখ দেখিতে রাজার বড় রষ;
আগুকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কী[ ]র্ত্তবাষ॥ *॥
নারায়নের জন্মকথা স্থনীল সর্ব্ব জনে।
লক্ষী ঠাকুরানির জন্ম সুনহ বিশেষ॥
ইতি আগুকাণ্ড রামায়ন শম্পুর্ন্নমস্তু॥ *॥

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি। ইতি পুস্তক লিখিতং শ্রীমনীরাম দেবশর্ম্মণ সকলম সহি পুস্তক শ্রীআত্মারাম গন্ধবনীকের সমাপ্ত লিখন হইল /৪মাঘ বৃহস্পতিবার মুক্লা চতুর্থী শকাব্দা ১৬২২ সন হাজার এগার শহ ছয় শাল নীবাশ রুকুনপুর আমল সাহজাদা মোকাম রাজমল কবোরি গুলাব রায় শীকদার শ্রীবসন্ত রায়ঃ বৃহস্পতি বারের এক প্রহর বেলা থাকিতে সমাপ্ত হইল পুস্তক ইতি শমাচার হাতিসালার শ্রীমনীরাম ঠাকুরতার সহি

পুথির শেষে আস্তকাণ্ড সম্পূর্ণ বলিয়া লিখিত হইয়াছে; কিন্তু আছে, শ্রীরামাদির জন্মবিবরণ পর্য্যন্ত।

৩। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১১½ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৮৪। প্রতি পৃষ্টায় ১০—১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৯১ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের।

শেষ পত্রে 'রঘুনন্দন দেব সা° প° মহাম্মদাবাদ' লিখিত আছে। সম্ভবতঃ পুথিখানি রঘুনন্দনের অধিকারে ছিল।

আরম্ভ,—৭ নম গনেসায় নম।

অথ আদিকাণ্ট।

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।

শ্রীগুরুর চরনে আমি করিয়া ভকতি।
লেখিবার সাদ করে আদিকাণ্ঠ পুথি॥
রামায়ন পুথী এই রাম অবতার।
পড়িলে সুনিলে ভবসিন্ধু হয় পার॥
রাম নাম দুই অক্ষর লয় মুখ ভরি।
বিসম সমন ভয় জেই নামে তরি॥
জয় রঘুনন্দন রাম গুনের সাগর।
মহিমা অনন্ত তার ভুবন ইশ্বর॥
ত্রিজগতনাথ সেই প্রভু জনার্দ্দন।
তাহার মহিমার অন্ত নাহিক ভুবন॥
ব্রর্হ্মাণ্ড ভরিয়া জত আছে চরাচর।
সকল ব্যাপিত আছে জগত ইশ্বর॥
হয় বিরিঞ্চি ধ্যানে নাহি পায় জারে।
আমি অল্পবুদ্ধি হৈয়া কি জানিমু তারে॥
চ্যৈবনের পুত্র বার্ম্মিক মুনিবরে।
রামায়ন করিলেক লোক তরিবারে॥
ব্রর্হ্মার বচনে তবে সেই মুনিবরে।
স্লোকবন্দে রচিলেক পুথা রামায়নে॥
স্লোক ভাঙ্গি পদবন্দ করিয়া প্রকারে।
কির্ত্তিবাস করি কহে বুঝিতে সংসারে॥
প্রনমহ নারায়ন রাম ভগবান।
জার নাম স্মরি লোক পায় পরিত্রান॥
হেন প্রভু সিরে বন্দি সর্ব্ব লোকে গতি।
তান দুই ভার্য্যা বন্দি লক্ষি সরেস্বতি॥
শ্রীরাম লক্ষন বন্দি রাবননিধন।
করজুড়ে প্রনমহ রাম নারায়ণ॥
এক চির্ত্তে সুন লোক রামের কথন।
হেলাএ জিনিয়া জাইব যে দারুন সমন॥
আদিকাণ্ডে রামের জর্ম্ম বিহা কৈলা সিতা।
অজধ্যাতে রার্যোভ্রষ্ট সর্গে গেল পিতা॥
বনবাসে গেলা রাম অজধ্যার কাণ্ডে।
অরন্যেত সিতা হরি নিল দসমুণ্ডে॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রামচন্দ্রে পাইয়া অপচয়।
কিস্কিন্দাতে মিত্র লাব কটক সঞ্চয়॥
সুন্দরাতে সেতু বান্দি কটক হৈলা পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবন রাজা সবংশে সংহার॥
উর্দ্ধরাতে রাজা হৈলা কমললোচন।
চারি ভাই মিলি রার্জ্জো করিল পালন॥
এগার হাজার বৎ[স]র রার্জো ভুগ করি।
চারি সহদর মিলি গেলা সর্গপুরি॥
রামের চরিত্রকথা অতি সুধাময়।
রামের চরিত্র কির্ত্তিবাস কবি কয়॥
ভক্তি করি সুন লোক হৈয়া একমন।
রাম নাম সম পুন্য নাহি ত্রিভুবন॥
শ্রদ্ধাএ অশ্রদ্ধাএ জেই রাম নাম লয়।
সংসার তরিয়া জাইতে নাই কুল ভয়॥

এক দিন বার্ম্মিক মুনি মনেত ভাবিয়া।
ব্রহ্ম্মায় সাক্ষাতে মুনি মিলিলেক গিয়া॥
ব্রহ্ম্মারে প্রনাম করি বসিলা আসনে।
করজোড়ে জিজ্ঞাসিলা প্রজাপতি স্থানে॥
আপনে করিলা দেব সকল সংসার।
মহা ঘোর পাতকেত কি গতি এবার॥
দিনে দিনে অল্প ধন অল্প আউ হৈব।
জঞ্জালেতে লিন হৈয়া তপ না করিব॥
কেমতে নিস্তার হৈবা এ সকল জন।
কৃপা করি আমাতে জে করিবা আপন॥
মুনির বচন ব্রহ্ম্মা সুনিয়া তখন।
আজ্ঞা দিলা কর তুমি পুথা রামায়ন॥
রামায়ন শ্রবনে পাতক দুর হৈব।
সংসারসাগর তরি বৈকণ্ঠেত জাইব॥
ভবের দুর্ল্লভ জান রামনামখানি।
জে জনে জপএ তার জর্ম্ম নহে পুনি॥
এতে রামায়ন তুমি করহ প্রচার।
জে জনে সুনিব তার সর্গ্গে হয় বাস॥
এত জদি প্রজাপতি বোলিলা বচন।
সুনি হরসিত হৈলা বার্ম্মিকের মন॥
ব্রহ্ম্মাকে প্রনাম তবে করিয়া তখন।
আপনার আশ্রমে মিলিলা তপধন॥
অবতারের পুর্ব্ব সাইট হাজার বছর।
রামায়ন বর্ন্নিলেক বার্ম্মিক মুনিবর॥
রাম অবতার মুনি করিলা প্রকাস।
পয়ার প্রবন্ধে তারে গাইল কির্ত্তিবাস॥

শেষ,—

পরসুরামের ধনু রামে তুলি লৈলা হাথে।
বাম আঠু পৃষ্ঠে দিয়া গুন দিলা তাতে॥
রামে বোলে বান আমি ছাড়িমু নির্চ্চয়।
এই বান হনে কিবা ব্রহ্মবধ হয়॥
খেত্রিবংসে আমার জর্ম্ম তুমি ত ব্রাহ্মন
তুমারে করিলু রক্ষা ব্রাহ্মন কারন॥
ত্রিভুবনে বের্থ নহে আমার সন্ধান।
কথাএ এড়িমু বান কহ মর স্থান॥
দেখিয়া পাইলা ভয় রাম দ্বিজবর।
জোড়হাথে স্তুতি করে শ্রীরাম গোচর॥
সংসারের সার তুমি অনাথের গতি।
তুমারে জনিব প্রভু কাহার সকতি॥
ত্রিলক্ষের নাথ তুমি সুন মহাশয়।
ব্রহ্মা আদি দেবে তুমা ধ্যানে নাহি পায়॥
তুমি বিনে ত্রিভুবনে গতি নাহি আর।
বান মারি বন্দি কর মর সর্গ্গদ্বার॥
সর্গ্গবাসে জাইতে মর নাহি অভিলাস।
তুমা দেখি মুক্ত হৈলাম এই সর্গ্গবাস॥
বৈকণ্ঠের পতি রাম জানে নানা সন্ধি।
পরসুরামের সর্গ্গদ্বার কৈলা বন্দি॥
সর্গ্গদ্বার বন্দি করি উঠিল আকাসে।
সর্গ্গদ্বার রুন্দিয়া আইল রাম পাসে॥
পুত্রের বিক্রম দেখি বোলে দসরথ।
পুনর্ব্বার জর্ম্ম হইল পরুসরামের হাথ॥
জত রাজা দসরথের আছিল সংহতি।
জোড়হাথে শ্রীরামরে করে নানা স্তুতি॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব খেত্রি পলায় জার ভয়।
হেন পরসুরামে পাইল পরাজয়॥
সমস্তে মিলিয়া তবে করে অনুমান।
মনুস্য না হয় রাম দেব ভগবান॥
বিদায় হইয়া রাম গেলেন তখন।
অপমান পাইয়া প্রবেসিলা তপবন॥
পরসুরাম জিনি রাম সানন্দিত মনে।
অজদ্ধাতে গেলা রাম সানন্দিত মনে॥
রথের পতাকা দ্ধজ দেখি সতে সতে।
সর্ব্বলোক চলি আইলা অনুব্রজি নিতে॥

বেলা অবসেসে প্রবেসিলা অন্তপ্পুরি।
হরসিত সর্ব্বলোক অজদ্ধা নগরি॥
প্রতি ঘরে ঘরে লোকে করিলা মঙ্গল।
নানা নির্ত্ত গিত বাদ্দ করে কুলাহল॥
সুভক্ষনে সিতা দেবি প্রবেসিলা পুরি।
তান রূপে দিপ্তি করে অজদ্ধা নগরি॥
জত ধন আনিছিলা অনেক প্রকার।
তারে দিয়া ভরিলেক সতেক ভাণ্ডার॥
চারি পুত্রবধু লৈয়া রাজা গেলা ঘরে।
সন্তসিত হৈয়া রাজা সুখে রার্য্য করে॥
শ্রীরামের মৈদ্ধে রাজার কেবল সারিল।
না দেখিলে থাকিতে না পারে এক তিল॥
চারি পুত্র লৈয়া রাজা সুখে ঘর করে।
কুন অর্থে চিন্তা তার নাহিক সংসারে॥
রার্য ভুগ করে রাজা পরম সন্তসে।
আদিকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কিত্তিবাসে॥*॥
আদিকাণ্ডে রামের জর্ন্ম বিহা হৈলা সিতা।
অজদ্ধাতে বনে গেলা হারাইয়া সিতা॥
(ইহার পর পুথির অক্ষর অস্পষ্ট)

৪। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩, ৪, ৬—১৫৭, ১৬০—২০৯, ২১১—২১৪, ২১৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পুথি খণ্ডিত ও কীটদষ্ট। রুক্মাঙ্গদ প্রভৃতি সূর্য্যবংশীয় রাজাদের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

মধ্য,—

জত জত মহারাজা হৈল সুর্য্যবংসে।
রঘুকে জিনিঞা কেহ পৃথিবি না সাসে॥
ইন্দ্রকে জিনিঞা কির্ত্তি থুইল অনুমান।
রঘু হৈতে দিগুন সুর্য্যবংষের বাখান॥
অজ নামে মহারাজা রঘুর তনয়।
অজের নন্দন দষরথ মহাসয়॥
ইন্দ্র সম রাষ্য করে অজ নরপতি।
রানি মহাদেই তার নাম ইন্দ্রবতি॥
ইন্দ্রবতি কন্যা সেই বড়ই রূপিসি।
ত্রিনবিন্দু মুনির সাঁপে হইয়াছে মানুসি॥
চিত্রহারিনি নামে ছিল বিদ্যাধরি।
তৃনবিন্দু মুনির আগে নানা নৃর্ত্ত করি॥
কন্যা দেখি তপভঙ্গ হৈল মুনিবরে।
তে কারনে সাঁপ মুনি দিলাত সত্তরে॥
সাঁপভ্রষ্টা হয়্যা তুমি জাহত পৃথিবি।
ভোজবংসে জর্ম্মি হবে অজের মহাদেবি॥
অজের সঙ্গে ক্রিড়া করিবে কথোক দিবসে
পারিজাত দরষনে আসিবে স্বর্গবাসে॥
হেন ইন্দ্রবতি লয়্যা অজ কৃড়া করে।
কথো দিনে গর্ত্ত তার রহিলা উদরে॥
বিষ্ণু অংশে জর্ম্ম হৈল বিষ্ণুতেজ ধরে।
দসরথ বলিয়া নাম থুইল পুত্রবরে॥
মহারাজা মহাদেবি পুষ্পবনে বুলে।
বর্ছরেকের পুত্র দষরথ লয়্যা কোলে॥
নিদ্রায় দষরথ পুত্রে খাটে সোয়াইয়া।
দুইজনে কৃড়া করে আনন্দ হইয়া॥
কৃড়া করি স্রমে নিদ্রা গেলা দুই জনে।
হেন কালে নারদ জান আকাষগমনে॥
বিনার অগ্রেতে ছিল পারিজাত মালে।
বায়ে উড়াইয়া মালা পেলে ভুমিতলে॥
অন্তরিক্ষে মালা পেলে কেহো নাঞি দেখে।
আচম্বিতে পড়ে মালা ইন্দ্রবতির বুকে॥
নিদ্রা ভাঙ্গিল ইন্দ্রবতি হৈল সচেতন।
পারিজাত দ্রসনে গেলা স্বর্গভুবন॥

ইন্দ্রকন্যা ইন্দ্রবতি গেলা ইন্দ্রপুরি।
স্ত্রীর সোকে বিকল হৈল অজ অধিকারি॥
ইন্দ্রবতি ছাড়ি গেল রাজার অন্ত নাঞি
মনে।
স্ত্রির সোকে অজ রাজা মৈল কথো দিনে॥
পুত্রে রাঝ্য দিয়া স্বর্গে গেলা নরপতি।
আত্মকাণ্ড রচিল কির্ত্তিবাষ মহামতি॥
(পত্র ৯৩।২-৯৪।১)

৫। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১০½ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৭—১৩৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—১১ পঙ্ক্তি। পুথি জীর্ণ ও খণ্ডিত; অক্ষর অস্পষ্ট।

মধ্য,—

ইন্দ্রে বোলেন মেঘগন সুনহ বচন।
দষরথের রাঝ্যে গিআ কর বরিষন॥
ইন্দ্রের বচনে মেঘ করিল পয়ান।
কাল উচিত বিষ্টি করিল বিদ্যমান॥
যম্পুর্ন্ন হইল যস্য দষরথের দেষে।
হরষিত হইআ লোক অজল্যাতে বৈষে॥
কোন দুঃখ নাহি রাজার অধিকারে।
পরম ধার্ম্মিক রাজা সুখে রাজ্য করে॥
মৃগয়া করিতে গেল রাজা গহন কানন।
কোন জন্তুর সহিত রাজার নহিল দরষন॥
রাজা বোলে মৃগ পষু আছে বোনের
ভিতর।
এন বিচারন করে রাজা নৃপোবর॥
মৃগের পদচিহ্ন দেখিআ দষরথে।
রাজা বোলে মৃগগন গেছে এই পথে॥
সেই পথে গেলা রাজা বোনের ভিতরে।
অন্ধ মুনির পুত্র কলষিত লাগিছে জল
ভরিবারে॥
(পত্র ১৯।১)

ধনুক ভাঙ্গিতে যব্দ হইল অতিষয়।
যব্দ সুনি যর্ব্ব লোক পাইল বড় ভয়॥
বশুমতি কম্পমান নদ নদি ষাগর।
তরাষ লাগিল গিয়া পর্ব্বতষিথর॥
অষ্ট লোকপাল আদি দেব রিষিগন।
ধনুর যব্দে ভয়ঙ্কর হইল যর্ব্বজন॥
ভয়ে পাইয়া দেবগন গেলা ব্রাহ্মার গোচর।
আচম্বিত হইল কেনে মোহা ঘরতর॥
এতেক উৎপাত গোষাঞি কিষের কারণ হয়ে।
তোমা হতে হয়ে তর্ত্ত কহো মহাষয়ে॥
ব্রহ্মা বোলেন দেবরাজ সঙ্কা নাহি মোনে।
মহাষব্দ করিছেন রাম ধনুর ভাঙ্গনে॥
বিষ্ণু অবতার রাম জনকের ঘরে।
ভাঙ্গিয়া ষিবের ধনু মোহাযব্দ করে॥
ষর্গ মত্য পাতালে লাগিছে তরাষ।
সুনিয়া দেবগণের হরিষ অপার॥
(পত্র ১১৮।২)

ভণিতা,—

যর্ব্বসিদ্ধি করিয়া রাজা আইল হাপন দেষে।
আত্মকাণ্ড গাইল পণ্ডিৎ কির্ত্তিবাষে॥
পাত্র মিত্র হরষিত রাজার সন্তোষে।
সুস্ত হইল রাজা গাইল কির্ত্তিবাষে॥

৬। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯—১১ পঙ্ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।
গণপতি শিবা শিব সর[স্ব]তি মাতা।
লক্ষ্মিনারায়ন বন্দ বিশ্বরূপ ধাতা॥
মহামুনি বালিমিকে পুজিয়ে চরন।
জাহার প্রশাদে সুখে বাচে সর্ব্বজন॥
অবধানে যুন শবে হৈয়া একমন।
সুর্জ্যবংশের কথা অপুর্ব্ব কথন॥
ঋষি শৈল্য হতে মহানদী রামায়ন।
রাম সাগরেতে আশি হইল মিলন॥
অবিরথ সে অমৃত পান করে যুধি।
দশরথ করে মাত্র ভুঞ্জ নিরাবধি॥
ইহার উপায় মনে হইল উদয়।
অনাআশে শুনে জেন রচিব ভাশায়॥
বামন হইয়া চাঁদে হাত বারায় জেমন।
ভেলা করি সমুদ্র পার হতে করে মন॥
সুর্জ্যবংশের কির্ত্তীক অশখ্য বর্ন্ননা।
তেমতি আমার হয় মনের বাশনা॥
তথাপি শিদ্ধান্ত কহেন মহামনি আদি।
একবার সে পদ স্মরন কর জদি॥
পঙ্গুতে লংঘায় গিরি বোবা কথা কয়।
বানরে সঙ্গিত গায় জাহার কৃপায়॥
হেন রামচন্দ্রপদ হৃদে করি ধ্যান।
রচিব ভাষায় গ্রন্থ জেবা [এক] থান॥
সসাগরা পৃথিবীমুণ্ডল রাজ্য জার।
মুনি আদি বংশ কৃত্তি আছয়ে অপার॥
সগর নামেতে পুর্ব্ব পুরুষ বাথানি।
উদ্ধারিয়া সাগর কিত্তি রাখিলেন জিনি॥
জদি হয় ফনিপতি সমান রশনা।
ঈক্ষাকুবংশচরিত্র না হয় বর্ন্ননা।
আমি অতি মুঢ়মতি না জানি ভজন।
কৃপা করি শুনহ কিঞ্চিৎ রামায়ন॥

সাতকাণ্ড রামায়ন প্রথমে আদ্যকাণ্ড।
শুনিলে অদ্ভুত কথা অমিতের ভাণ্ড॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম আর আর বর্গ হয়।
মনোবাঞ্ছা পুন্ন আর অমঙ্গল ক্ষয়॥
কৌশল্য নামেতে দেশ জনপদে খ্যাত।
সরজুর তিরেতে সর্ব্বশর্য্য সমন্নিত॥
তাহার মধ্যে বিরাজিত অজোধ্যানগরি।
নয় ভাগ মধ্যে উদ্ধ অতি সোভা করি॥ (?)
বিংশতি জোজন দির্ঘে প্রস্থেতে অদ্ধেক।
মধ্যে মধ্যে রম্য হৈম্য আছয়ে অনেক॥
মনিবন্দ্রে (মানবেন্দ্র) মনু পুর্ব্বে
করিলা নির্ম্মাণ।
তুলনা নাহিক দিতে তোমার সমান॥
যুবিভক্ত জলশিক্ত রেনু রাজপথে।
নানা বস্ত্র শোভে তথা রত্ন বিভুশিতে॥
গভীর পরিখা গড় নানা অস্ত্র জুত।
রথ গজ অশ্ব শৈন্য আছে কত সত॥
শর্ব্বত্র শমান শোভা সুমঙ্গল নিধি।
পুরির তুলনা নাহি হেন অনুমানি॥
সে পুরি পালেন নিত্ত দশরথ রাজা।
সুর্জ্যবংশে জন্মে রাজ্য সুর্জ্যে সম তেজা॥
ভুপাল জতেক আছে পৃথিবি ভিতর।
সুর্জ্যেবংশে রাজা সবার ঈশ্বর॥
মহারাজাপালিতা শে অজোধ্যে নগরি।
দেবেন্দ্র পালিত যথা দেবেন্দ্রের পুরি॥
মাতা পিতা নাহি রাজার ভাই শহদর।
কুলে শিলে ধর্ম্মে রাজা বড়ই তৎপর॥
রাজা দশরথের গুন কি বলিতে জানি।
তার গৃহে নারায়ন জন্মিলা আপনি॥

উদ্ধৃত অংশের শেষ কএক পঙক্তি বাল্মীকীয় মূলের অনেকটা অনুগত (বালকাণ্ড, ৫ম সর্গ)।

শেষ,—

অম্বরিশ নামে রাজা জন্মে শুর্জ্যবংশে।
নরমেধ জজ্ঞ করি জাবে সর্গবাশে॥
জজ্ঞ করিবারে রাজা মনুশ কিনে আনে।
ইন্দ্র লুকাইয়া তারে রাক্ষে অন্য স্থানে॥
জজ্ঞ সাঙ্গে সর্গে লবে ইন্দ্র অধিকার।
ত্রাশে জজ্ঞ নয়(নর?) ইন্দ্রে রাখে বারে বার॥
মনুষ্য হারায়া রাজা জজ্ঞ করে কিশে।
মনুষ্য কিনিতে রাজা বেরায় দেশে দেশে॥
দেশে দেশে বেরায় রাজা পাইয়া বহু ক্লেশ।
বষিষ্ট মুনির কাছে পাইল উদ্দেশ॥
বির.ট নামো.ত মুনি পরম পবিত্র।
দেবদোশে হইল মুনির দুশ্চরিত্র॥
দইবের ঘটনে মুনি সদত দরিদ্র।
সংশার ভবনেতে জিবিকা অতি ক্ষুদ্র॥
ত্রিন পুত্র আছে তার সর্ব্বলোকে জানে।
এক পুত্র কিনিবারে গেল তার স্থানে॥
অম্বরিষ নাম মোর জন্ম সুর্জ্যবংশে।
নরমেধ জজ্ঞ করি জাবে সর্গবাশে॥
এক লক্ষ্য সম্নর্মুদ্রা দিবত তোমারে।
এক পুত্রে দেহ জদি জজ্ঞ করিবারে॥
মুনি বলে জ্যেষ্ট পুত্র আমার ভক্ত বড়।
তারে দিতে নারিব আমি মন কৈল দড়॥

(ইহার পর পুথিতে আর তিন পঙ্ক্তি আছে)।

ভণিতা,—

কিত্তিবাশ ভনে সর্গে গেলেন শোদাশ।
আদ্রকাণ্ডে বিশ্বামিত্রের মহিমা প্রকাশ॥

৭। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। অকার, ১৩¼ × ৫¼ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—২৬, ২৮—৩৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১২ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আদি,—

আপদানপহন্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং।
গুণাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহং॥

শরঙ্গ রাগেণ গীয়তে।

বন্দহুঁ জানকিজিবন রাম।
শুর নর মুনিগন ভব চতুরানন
পুজিত পদনখ রাম॥

শর্ব্বানির নন্দন বন্দ দেব বিঘ্নরাজ।
মহামনু জিন্যা তনু দেবের সমাঝ॥
দিপচর্ম্ম পরিধান করে জাপ্যমালা।
তনুভাসে তিমির নাষে জেন চন্দ্রকলা॥
বিচিত্র মুকুট সোভে যুগন্ধি চন্দন।
রম্য ফুলে অলি বুলে মধুর কারন॥
খব্ব তনু লম্বোদর চতুভুজধারি।
অহন্নিসি মুখে সদা বলেন হরি হরি॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত কহে বিনায়কের পায়।
বিষ্ণুভক্তি তুমি মুজি দিবে গণরায়॥
স্বরসতি দেবি বন্দ পদ্ম আসনে।
গাইব শ্রীরামকথা বর সাধ মনে॥
ত্রৈলক্যতারিনি মা তোমারে সভে পুজে।
তোমার দয়া হইলে বৈসি পণ্ডিতসমাজে॥

গৌরিরাগেণ গিয়তে।

রঘুকুলে শ্রীপাদ রাম ধন্ন হয়ে।
ব্রহ্মা মহেশ জারে না পায় ধেয়ানে।
এমন দয়াল রাম ভজিব কেমনে॥
নাসা আগে গজমতি তিলক কপালে।
কটিতে পিতবাস বোনমালা গলে॥

চরনে নুপুর বাজে ঝুনু ঝুনু সুনি।
হরিল জগির জ্ঞান ধ্যান ছারে মুনি॥
পদনখ সোভা করে নিন্দিত কতো সসি।
দেখিয়া মোহিত হয় জোগি আর ঋসি॥
ইন্দ্রের অমরাবতি কোন সুখ ফলে।
কতো ইন্দ্রপদ প্রভু চরনকোমলে॥
করুনার সাগর বন্দ বৈষ্ণব গোসাঞি।
কলি ভব তরাইতে আর কেহ নাঞি॥
বন্দ পুভু গৌরচন্দ করুণার সিন্ধু।
নবদ্বিপবাসি সচিসুত দিনবন্ধু॥

উদ্ধৃত অংশে 'শ্রীপাদ' ও 'বৈষ্ণব গোসাঞি' শব্দ পাওয়া যায় এবং গৌরচন্দ্রের বন্দনা আছে। পদটিতে ভণিতা নাই।

* * *

মুনিত তপোষি জতো চরন সেবিয়ে।
মুক্ত পদ পায় তারা তোমার গুন গাইয়ে॥
ব্রাহ্মন ক্ষেত্রিয় বস্য সুদ্র চারি জাতি।
তোমার স্বরির হইতে সভার উৎপতি॥
শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় আপনি মহাসয়।
সভার আধার তুমি করুনা দয়াময়॥
পিপিলিকা আদি করে জতো জিব বৈসে।
কেহ তোমার ভিন্ন নহে সব
তোমার অংসে॥
গহন কানন আদি লতা পতা তরু।
তুমি পষু পক্ষী আদি সভাকার গুরু॥
তু[মি] শ্রীষ্টি তুমি স্থিতি প্রলয় কারন।
দুষ্টের দমন তুমি শ্রেষ্টের পালন॥
ভুভার খণ্ডায় প্রভু অখিলের পতি।
তোমার চরন বিনে আর নাহি গতি॥

মধ্য,—

হেন কালে নারদ মুনি জোড় কৈল হাত।
নিবেদন করি সুন অখিলের নাথ॥
গানের বিবাদ মোয়া করে দুই জন।
ছোট বড় বুঝে তুমি দেহ নারায়ন॥
প্রভু বলেন আগে দোহে আলাপহ রাগ।
ছোট বড় এখনি পাইব তার লাগ॥
প্রথমে নারদ মুনি রাগ আলাপিল।
চারি চরনে রাগ পুরিতে নারিল॥
তাহার পশ্চাতে তম্বুর কৈল শ্রুতি।
ততধিক কৈল দোহে রাগের দুর্গতি॥
কার হস্ত পদ ভাঙ্গিল কারু ভাঙ্গিল মাথা।
প্রভুর চরণ ধরিয়া করিছে বাগ্রতা॥
প্রভু বলে সুন সুন দেব ত্রিলোচন।
তুমি কিছু গান কর সুনি সর্ব্বজন॥
জে আজ্ঞা বলিয়া শিব রাগ আলাপিল।
ছয় রাগ ছতিষ রাগিনি মুর্ত্তিমন্ত হৈল॥

(পৃ০ ১৫।২-১৬।১)

ইহার পর রাগরাগিণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। অনন্তর সদাশিবের সঙ্গীতালাপে নারায়ণ দ্রবময় হয়েন এবং তাহা হইতে গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

শেষ,—

বসিতে আনিয়ে দিল কুসের আসন॥
হেন কালে মুনি বলে সুন মহারীসি।
অন্তের আসনে মোরা কভু নাহী বসি॥
বিচিত্র আসনে তবে বসে সর্ব্বজন।
এইরূপে আনন্দে আছএ নারিগন॥
ফল এন্যা দিল মুনি বেস্যার অগ্রেতে।
খাও খাও বলিয়ে ডারাল জোর হাতে॥
বিষ্টু বিষ্টু বলে বুড়ি হাথ দিল কানে।
বিষ্টু না পুজিলে জল খাইব কেমনে॥
বিষ্টু না পুজিলে নহেত জল পান।
দেব অশ্চনা করিব মোরে দেহ স্থান॥

মানা দূর্ব্বা জোগাইয়া দিছে নারিগন।
ভাবট করিয়া বুড়ি পুজে নারায়ন ॥
উপহার দির্ব্ব সব থুইল থরে থর।
বেদ নাহী জানে সুধ নারিছে অধর ॥
হেনকালে নানা রঙ্গ করে নারিগন।
মর্দ্ধে কর্যে নিল সঙ্গে মুনির নন্দন ॥
কেহ কেহ গিত গায় নানা রঙ্গ তালে।
ভাবট বুড়ির সাঙ্গ হইল হেন কালে ॥
পুজা সাঙ্গ কর্যে বুড়ি কৈল শঙ্খধ্বনি।
বুড়ি বলে মহাপ্রসাদ লহ এসে মুনি ॥
পুশ্প মধু হাতে বলে সুন মুনিবর।
মোর দেসের ধর গঙ্গাজল মনহর ॥
কুসাগ্রে বিন্দু জল করয়ে খেপন।
সহস্র জর্ম্মের হয় [পাপ] বিমচন ॥
মুনিঞা ভকতি কথা মুনির নন্দন।
সেই পাই মুনিরাজ করয়ে ভক্ষন ॥
মদক মধু দিয়ে তবে দিলেক মোহিনি।
নানা গান বাস্ত রঙ্গ নাচে মহামুনি ॥
গাছের ফল বলে খাওায় সির্দ্ধের লাড়ু।
গঙ্গাজল বলে মধু খাওায় গারু গারু ॥
মিষ্ট পাইয়া তুষ্ট হইল মুনিরাজের মুন।
প্রকল্পিত হই মুখ রাতুল লোচন॥
বির্দ্ধ বেউস্যা বলে মুনির হরিলাম মুন।
তোমরা জুবতি সব দেহ আলিঙ্গন ॥
কেহ গায় (বায়?) কেহ নাচে কেহ গায় গিত।
সভার পায়ে নুপর বাজে ধুনি সুললিত ॥

৮। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১৭×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২—৩৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। হরপের ছাঁদ অনেকটা পূর্ব্বদেশীয়।

আরম্ভ,—

ব্রহ্মবধ দেখী ব্রহ্মা চিন্তে মনে মন।
সন্ন্যাসির বেসে ব্রহ্মা কৈল আগমন ॥
নানা রত্ন ধন লৈয়া গেল ততক্ষন।
সেই তপোবনে দিয়া তাহার গমন ॥
দেখিয়া মুনির পুত্র ধাইয়া আইল ডরে (রড়ে)
দারুন মুসল আছে কান্ধের উপরে ॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া মুনি হরসিত মন।
ইহারে মারিয়া আজি বিস্তর পাব ধন ॥
মুনির কুমারে বোলে বধিব জিবন।
তোরে বধ করিয়া করি উদর ভরন ॥
মুসল লইয়া জাএ ব্রহ্মা মারিবারে।
হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মা বোলে ধিরে ধিরে ॥
ব্রহ্মা বোলেন সুন মুনির কুমার।
কোনখানে আমা তোমি করিবা সংহার ॥
মুনিপুত্রে বোলে সন্যাসি সুনহ বচন।
এইখানে তোমারে আমি বধিব জিবন ॥
হেন কালে সন্যাসি বোলে সুনহ বচন।
আমার চাপনে হবে জিবের মরন ॥
সুনিয়া মুনির পুত্র লাগে চমৎকার।
সন্যাসির তরে তবে বোলে আর বার ॥
আপনে মরিবা তোমি তাতে নাহি মন।
তোমা বধ লাগীবেক কহত কারন ॥
সন্যাসি বোলে মুনিপুত্র বলিএ তোমারে।
আমা তরে প্রানিবধ লাগীব তোমারে ॥
সুনিয়া জে ভয় পাইল মুনির কুমার।
লক্ষ লক্ষ প্রানি আমি করিএ সংহার ॥
ধন লইয়া আমি পুসি মাও জে বাপেরে।
বোল দেখি এ পাপ লাগে কার তরে ॥

সন্ন্যাসি বোলে মুনিপুত্র সুনহ বচন।
ই সকল পাপ তোর হইব ঘটন॥
সন্ন্যাসির কথা সুনি বাল্মিক কোপে জলে।
মহাক্রোধ করি তবে সন্ন্যাসিরে বোলে॥
স্ত্রি পুত্র পুসি আমি বির্দ্ধ মায় বাপ।
এত পুন্ন করি আমি কি করিব পাপ॥
সন্ন্যাসি বোলে ভাল কথা কহিলা আপনি।
স্ত্রি পুত্র মাও বাপ জিজ্ঞাস আপনি॥
তারা জদি হএ পাপ পুন্যের জে ভারী।
তবে তোমারে আমি দোষ দিতে নারি॥
সন্ন্যাসি বোলে মুনিপুত্র সুনহ বচন।
মাও বাপ জিজ্ঞাসিয়া আইষহ এখন॥
মুনির কুমারে বোলে বুঝিল তোমা মন।
আমারে পাঠাইয়া তোমি পলাবে এখন॥
এড়াইতে চাহ তোমি এই সে কারনে।
প্রান লইয়া জাইবার এই আছে মনে॥
সন্ন্যাসি বোলে মুনিপুত্র আমি সত্য করি।
সত্য নাস হএ জদি এথান হোতে লড়ি॥
ব্রহ্মা বোলে এই মতে চল তোমি ঘর।
পাপ পুন্য জিজ্ঞাসিয়া আইষহ সত্তর॥
এত ষুনি চলিলেক মুনির কুমার।
মাও বাপ জিজ্ঞাসিল করি পরিহার॥
বাপ নমস্করি বন্দে মাএর চরন।
সত্য কথা মাও বাপ কহিবা এখন॥
পাপ পুন্য করি আমি তোমা সব পুসি।
আর কোন দোসের জে আমি নহি দোসি॥
জত করি পাপ আমি তোমরা নি ভারি।
এই সব কথা আমি তোমাতে গোচরি॥
জত প্রানি বধ করি বনের ভিতরে।
তাহা বধ পাপ জত লাগে নি তোমারে॥
মাও বাপে বোলে পুত্র সুনহ বচন।
প্রানিবধ পাপ মোরে না লাগে কখন॥
গর্ব্ভে ধরি স্তন দিয়া পুসিল তোমারে।
নানা কর্ম্ম করি তোমি পুসিবা আমারে॥
জত বধ কর বাপু তোমা সব দায়।
মাও বাপ বচনে সে হইল বিস্ময়॥
এতেক সুনিয়া তবে গেল অন্তষপুরে।
আপনার ব্রাহ্মনিরে জিজ্ঞাসে সত্তরে॥
স্ত্রি পুত্র ঠাঞী তবে বোলে সিগ্রগতি।
আমা পাপ পুন্য তোমরা হইবা সংহতি॥
জত প্রানি বধ করি বনের ভিতর।
তোমাতে নি কিছু লাগে কহত সত্তর॥
ক্রোধ করি স্ত্রি পুত্রে বোলে মুনি তরে।
তোমা সম অবোধ জে নাইক সংসারে॥
মুনিপত্নি বোলেন করিয়া পরিহার।
আমার সরিরে নাই পাপের সঞ্চার॥
আমাকে এখন তোমি কৈলা পানিগ্রহন।
মোতে পাপ নাই লাগে কহিল এখন॥
স্ত্রি পুত্র কথা সুনি হইল চিন্তিত।
মাথাএ জে হানে সুনি লোটাএ ভুমিত॥
স্ত্রি পুত্রের কথাএ ত্রাষ পাইল মনে মনে।
কাতর হৈয়া গিয়া পড়ে সন্ন্যাসির চরনে॥
সন্ন্যাসিকে মুনিপুত্রে করে পরিহার।
কোন মতে হইবেক আ[মা]র নিস্তার॥
সন্ন্যাসি বোলেন সুন মুনির কুমার।
রাম নাম জপিলে পাইবা প্রতিকার॥
মুনির কুমারে বোলে সুনহ সন্ন্যাসি।
ও বাক্য বলিতে আমি বড় ভয় বাসি॥
এতেক বলিল জদি মুনির কুমার।
সন্ন্যাসি বোলেন তোমি পাইবা নিস্তার॥
সন্ন্যাসি বোলে জত বধ কর তপবনে।
তাহা কি বলিব আমি কহত এখনে॥
কাতর হইয়া মুনিপুত্র হাত করি জোড়া।
জত বধ করি গোসাই তারে বলি মরা॥

সন্যাসি বোলে মরা জপিলে পাইবা পরিত্রান।
এত বলিয়া ব্রহ্মা হইল অন্তর্ধান॥

পূর্ব্ববঙ্গে জিজ্ঞাসা অর্থে 'নি'র ব্যবহার সাধারণ। উদ্ধৃত অংশে কি-অর্থে 'নি'র প্রয়োগ দেখিয়াও অনুমান হয় যে, পুথিখানি পূর্ব্বাঞ্চলের।

পুথির শেষের দিকে পাওয়া যায়, রাজর্ষি জনক যজ্ঞ করিতে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আসেন এবং রামচন্দ্রের বীরত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হন। আরও আছে, দেশে ফিরিবার সময় জনক রামের নিকট সীতার কথা তুলিতে বিশ্বামিত্রকে অনুরোধ করিয়া যান। ইহার পর,—

রাম লক্ষন বিস্বামিত্র এক ঠাই বসি।
সিতার জে কথা কহে বিস্বামিত্র রিসি॥
মুনি বোলে রাম লক্ষন বলি তোমা তরে।
অজোনিসম্ভবা কন্যা জনকের ঘরে॥
কন্যারূপ দেখিয়া জে মনে অনুমানি।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষি আসিছে আপনি॥
রামে বোলে মুনি জে বিস্বয় করি চিত্যে।
অজোনিসম্ভবা কন্যা জন্মীল কেমতে॥
মুনি বোলে বিধাতাএ কি করিতে নারে।
জেমতে জন্মিল কন্যা বলিএ তোমারে॥
লক্ষির জনম সুন মিথিলা নগরে।
জেমতে জন্মিল লক্ষি মিথিলা নগরে॥
অজোনিসম্ভবা আগে ছিল বেদবতি।
হিমাল [?]য় তপ করে বিষ্ণু হৈতে পতি॥
ত্রিভুবন জিনি বেড়াএ লঙ্কার রাবন।
লক্ষিরূপ দেখিয়া হইল অচেতন॥
লক্ষিরূপ দেখিয়া জে রাবন মোর্চ্চিত।
দেখিয়া রাবন রাজা ধরিতে নারে চিত॥
কামে অচেতন রাবন ধরিতে জাএ বলে।
রাবনের সাপ দিয়া সামাইল পাতালে॥
তপভঙ্গ আমার জে করিলি রাবন।
আমা লাগি হৈব তোর সবংসে মরন॥
মিথিলা নামে আছে দেস উত্তাম সমাজ।
সেই দেসেত রাজা জনক মহারাজ॥
বার বৎসর চাস চসে আব্দ পরিমিত।
তবে যজ্ঞ করে রাজা সাস্ত্রের বিহিত॥
যজ্ঞ করিতে রাজা জজ্ঞভুমি চসে।
মেনকা নামে অপ্সরা জাএত আকাসে॥
অন্তরিক্ষে জাএ কন্যা বাএ কাপড় উড়ে।
দেখিয়া জনক রাজা বির্জ্জ টলি পড়ে॥
সেই বির্জ্জে পৃথিবি হইল গর্ব্ববতি।
অজোনিসম্ভবা লক্ষি জন্মিলেক তথি॥
চাসভুমে কন্যা পাইল জনক মহারিসি।
পৃথিবি জে আলো করে কন্যা ত মানসি॥

ভণিতা,—

আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস।
সর্ব্বাএ বোল হরি পাপ জাউক নাষ॥

(পত্র ১৫।১)

৯। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী কাগজ। আকার, ১৬×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৯—৩০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। খণ্ডিত ও কীটদষ্ট।

আরম্ভ,—

লক্ষ লক্ষ মুনি আসি অযোধ্যা পুরি।
যজ্ঞ করিবারে সবে বৈসে সারি সারি॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মহামুনি স্রুপ নিল হাতে।
যজ্ঞে ঘৃত দিল মুনি শ্রীফলের পাতে॥

দশরথ কৌশুল্যা আইল যজ্ঞস্থানে।
জোড়হাতে পুত্র বর মাগে দুই জনে॥
আচম্বিতে আকাশবানি সুনি চমৎকার।
বিষ্ণু জন্মিবেন রাবন করিতে সংহার॥
হেন বেলায় রাজায় তবে বলে সব মুনি।
পুত্র হইবে রাজা সুন আকাশবানি॥
হেন কালে অঙ্গে রাজা দেখে সুলক্ষন।
দক্ষিন বাহু নৃত্ত করে দক্ষিন লোচন॥
এই মত দশরথ আসি যজ্ঞস্থানে।
বিধাতার নিবন্ধ হইবে জেমনে॥

ং,—

পাত্র মিত্র লয়ে রাজা বৈশেন সভাস্থানে।
অষ্ট প্রহর যুক্তি করেন সুমন্তের সনে॥
রার্জ্জাভোগ আমি করিলাম অধিক কাল।
নানা অমঙ্গল আমি দেখিলাম জঞ্জাল॥
রক্ত সন্ধ্যা দেখি আমি দুই ...... ।
চালের উপরে গিধিনী উড়িছে ঘনে ঘনে॥
চন্দ্র সূর্য্য খসিয়ে পড়িছে আকাশে।
বিপরিত শব্দ সুনি রা[ত্রি] অবশেষে॥
দিন দুই প্রহরে দেখি কৃষ্ণবর্ণ বুড়ি।
রথ হতে পাড়ে আমায় গলায় দিয়ে দড়ি॥
আপনি পণ্ডিত আমি সকল শাস্ত্র জানি।
মরন নিকট আমার মনে অনুমানি॥
অন্ধ মুনির শাপ আমার না জায় খণ্ডন।
পুত্রশোকে [হবে] আমার নিকট মরন॥
জাবত শরিরে প্রান এ দেহেতে আছে।
রাম রাজা করি আমি জে হউক পাছে॥
ভরথ বিগ্যমানে রামে দিব ছত্র দণ্ড।
ইহাতে কেকুই আসি করে পাছে ভণ্ড॥
ভরথ পাঠায়ে দিব পড়িবার ছলে।
গিরিরার্য্যে থাকুক গিয়া হয়ে কুতুহলে॥

রাজা বলে শুনহ ভরথ শত্রুঘ্ন।
মাতামহোর বাড়ি গিয়ে পড় দুই জন॥
হস্তি ঘোড়া নানা রত্ন পাইবে বিস্তর।
বিদাই হইয়া জান দুই সহোদর॥
দুই ভাই চলি জান মাতামহো দেশে।
তবে দশরথ রাজা বসীলেন হরিষে॥
অষ্ট প্রহর যুক্তি করে সুমন্তের সনে।
শ্রীরামেরে রার্য্য দিব এই আমার মনে॥
রামকে রার্য্য দিতে রাজা দৃঢ় কৈল মন।
নিবড়িল আগ্যকাণ্ড গিত রামায়ণ॥

এইখানে পুথি শেষ হইয়াছে; কিন্তু ভণিতা নাই। অন্যত্র ভণিতা এইরূপ,—

কীর্ত্তিবাস গাইল গিত আগ্যকাণ্ডের সার।
প্রথমে করিলেন রাম তাড়কা সংহার॥
(পত্র ১৬৷১)

আগ্যকাণ্ডের গান কির্ত্তিবাস কন
শ্রবনেতে পাপ বিমোচন॥
(পত্র ২০৷১)

১০। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

পত্রসংখ্যা ৩৮—৫৫। একখানি পুথিই বিচ্ছিন্ন হইয়া ৮ ও ১০ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। ৫৫৷২ পত্রে আদিকাণ্ডের শেষ এবং অযোধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ পর্য্যন্ত আছে।

আরম্ভ,—

কন্যারূপে আলো করে মিথিলা নগরি।
আচম্বিত পুষ্পবৃষ্টি হৈল দেবপুরি॥
সকল দেবতা কৈল পুষ্প বরিসন।
জনককে ডাক দিয়া বোলে দেবগন॥

ভাষাগত পার্থক্য থাকিলেও দশরথের অরিষ্ট দর্শন অংশে ৯ সংখ্যক পুথির সহিত কিছু কিছু মিল আছে।

শেষ,—

রামের সত্রু কেকই রাজা এ সব জানে।
বিরলে জে জুক্তি করে পাত্র মিত্র সনে॥
ভরথ বিগ্যমানে জদি দেই ছত্র দণ্ড।
তবেত কেকই তরে হইব পাসণ্ড॥
ভরথ পাঠাইয়া দেই পড়িবার ছলে।
রাজগিরি থাউক গিয়া মাতামহ ঘরে॥
রাজা বোলে সুনহ ভরথ সত্রুঘন।
মাতামহের বাড়ি গিয়া পড় দুই জন॥
বিভা জে করিয়া আইলা তারা নাহি জানে।
নমস্কার কর গিয়া তাহার চরনে॥
রাজাতে বিদায় মাগে ভরথ কুমার।
আজ্ঞা কর জাই মাতামহ দেখিবার॥
রাজা বোলে জায় পুত্র না করিয় ব্যাজ।
তোমি চারি ভাই বিনে সুন্য মোর রাজ॥
ঘোড়া হস্তি রথ দিল বহুমূল্য ধন।
বাপ ঠাই বিদায় হইয়া দুই জন॥
শ্রীরাম চরনে ধরি বোলেন ভরথ।
মাতুল দেখিতে আজ্ঞা কর মহাসত॥
রামে বোলে জায় ভাই আসিয় সত্তর।
একই সরির জান চারি সহোদর॥
নমস্কার করি দুই চলিল হরিসে।
উত্তারিল দুই ভাই গিরিরাজ দেসে॥
মাতামহ বাড়ি গিয়া রৈল দুই জন।
রামেরে রাজ্য দিতে রাজা চিন্তে সর্ব্বক্ষণ॥
কির্ত্তিবাস কবিত্ত্য জে অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত জে পোথা আন্থকাণ্ড॥
ইতি শ্রীরামচন্দ্র আন্থকাণ্ড সমাপ্ত॥
সুর্জ্জবংস জন্মকথা সুধারস জিনি।
মন দিয়া সুন কহি অজোধ্যা কাহিনি॥
হৃদয়হৃদয় রাম সর্ব্বলোকে দয়া।
সর্ব্ব কার্জ্জ সিদ্ধি হএ লৈলে পদছায়া॥
রাম রাজা হৈত্তে প্রজা আনন্দ বিসেস।
অজোধ্যার রাজ জুগ্‌গ রাম হৃসিকেস॥
এতেক ভাবিয়া প্রজা গেল সিংহদ্বারে।
সুমন্তে জানাইল গিয়া রাজার গোচরে॥
সিংহদ্বারে আসিয়াছে জত প্রজাগন।
প্রজা আনিবারে আজ্ঞা করিল রাজন॥
আজ্ঞা পাইয়া সাক্ষাতে আসিল প্রজাগন।

১১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১৯$\frac{3}{8}$×৬$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৮, প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রথম দুই পত্র কীটদষ্ট। প্রাপ্তিস্থান, কলিকাতা।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।
রামকল্পতরুতলে জে থাকে বসিয়া।
কি করিতে পারে জম আপনি আসীয়া॥
রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন।
জে রাম সোঁওরনে হয় পাপ বিমোচন॥
রাম রাম বল ভাই রাম বল মুখে।
অবস্য জাইব দিন দুখ আর সুখে॥
সাতকাণ্ড রামায়ন প্রথমে আন্থকাণ্ড।
সুনিতে অদ্ভুত গিত অমৃতের ভাণ্ড॥
যাহাতে হইল গিত পোথা রামায়ণ।
যাহার প্রসাদে লোক সুনে সর্ব্বজন॥
চ্যোবনের পুত্র বালম্মিক মহামুনি।
অন্ত করিয়া তারে সর্ব্ব লোক যানি॥
দষ সহস্র বৎসর আছে হইতে অবতার।
অনাগত করিল গিত মুহিল সংসার॥

দষরথ নামে রাজা জর্ম্ম শুয্যকুলে।
অস্ত্রে সাস্ত্রে পণ্ডিত রাজা ধর্ম্মে রাজা পালে॥
সুর্য্যবংশে দষরথ সবে একেশ্বর।
নাহি রাজার ভাই সহোদর॥
রাজচক্রবর্ত্তি রাজা সভার উপরে।
বাহুবলে সাষে রাজা সব নৃপবরে॥

ইহার পর দশরথের সহিত কৌশল্যার বিবাহ।

শেষ,—

শুনিঞা পরশুরাম করিছে উর্ত্তর।
জোড়হস্ত করি স্তুতি করিছে বিস্তর॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আছ নারায়ন।
ব্রর্ম্মা বলিতে নারে তোমার কারণ॥
আগম পুরাণ বেদ সকল জে জাণে।
তোমার চরন সে ভাবে একমণে॥
সর্ব্ব জিবের নাথ তুমি অনাথের গতি।
তব গুন বলিতে পারে কাহার সকতি॥
তুমি তো সকল জান তোমারে কে জানে।
ব্রর্ম্মা মহেশ্বর তোমাএ না পাএ ধেয়ানে॥
মুক্ষ শুক্ষ তুমি হও জগতের সার।
দিব্য জ্ঞান দেহ তুমি ঘুচুক অহংকার॥
আমি ছার কি বলিব তোমার চরণে।
জে কর আপণে তুমী আপনার গুণে॥
স্বর্গ বহি লোকের গতি নাহি আর।
বাণে বন্দি করি রাখ স্বর্গের দুয়ার॥
স্বর্গে জাইতে প্রভু মোর নাহি অভিলাষ।
তোমা দেখি মুক্ত হৈনু ব্যের্থা স্বর্গবাষ॥
রণপণ্ডিত রাম জানেন বাণের সন্ধি।
পরশুরামের স্বর্গের দুয়ার বাণে কৈল বন্দি॥
সহস্রমুখ হৈয়া বাণ রহিল আকাষে।
পথ বন্দি হৈল তার না গেল স্বর্গবাষে॥
পুণর্ব্বার জর্ম্ম হৈল পরশুরামের হাতে।
রাম জয় দেখি সীতা হরিষমনেতে॥
রাম হেন স্বামি পাইলাম বহু পুর্ণফলে।

ভণিতা,—

কির্ত্তিবাষ পণ্ডিত রচিলা আত্যকাণ্ড।
শুণিতে অদ্ভুত গিত অমৃতের ভাণ্ড॥

১২। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩$\frac{3}{8}$×৫$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—১৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১৩ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রামের অনুজ বন্দো ভরত সতুর্ঘন।
রামের কুলপুরহিত বন্দো বসিষ্ট ব্রহ্মান॥
লক্ষ প্রনামে বন্দো পবনকুমার।
আসরে আসিয়া হনুমান করো ভর॥
জতোক্ষন আমরা শ্রীরামগুন গাই।
আসর ছাড়হ প্রভু রামের দোহাই॥
প্রনামে বন্দিব মনি বাল্মিকচরন।
জে মুনি রচিল্য সপ্তকাণ্ড রামায়ন॥
রাম জর্ম্ম লভিতে ছিল সাটি সহোশ্র বৎসর।
তখন রচিল মুনি পাইআ ব্রহ্মার বর॥
রাম না জন্মিতে রামনাম অবতার।
হেন মুনির চরনে ক্রোটি লক্ষ নমস্কার॥
পিতা বনমালি মাতা মেনকার উদরে।
জর্ম্ম লভিলা কির্ত্তিবাস ছয় সহোদরে॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর।
নিত্যানন্দ কির্ত্তিবাস ছয় সহোদর॥
পঞ্চ ভাই পণ্ডিত কির্ত্তিবাস গুনসালি।
অনেক সাস্ত্র পড়্যা রচে শ্রীরামপাঁচালি॥

সুনিতে অমৃতধার লোকেত প্রকাস।
ফুলিয়াতে বৈসেন পণ্ডিত কির্ত্তীবাস॥
প্রনামে বন্দিব সরস্বতির চরন।
জগাতে আছয়ে গ্রহস্থ হউক স্বরন॥
দিক্ষাগুরু সিক্ষাগুরুর চরন বন্দিআ।
গাইব পুরানকথা রাম ধিয়াইয়া॥
তৎপর বন্দিব দেবী গঙ্গা ভাগিরতি।
জাহার পরস মাত্র সুভ হয় গতি॥
আছিল সৌদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া।
স্বর্গে গেল গঙ্গাজল বিন্দুমাত্র পাইআ॥
লঙ্কায় রাজা বন্দিব ধার্ম্মিক বিভিসন।
সুগ্রীব আদি করিআ বন্দিব জতেক বানরগণ॥
বন্দনা গাইতে মর হইবে অনেক্ষন।
একত্রে বন্দিব মাথে জতেক দেবগন॥
বন্দনা গাইতে জেবা দেবতা এড়ায়।
সতো লক্ষ প্রনাম করিলাম তার পায়॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্য বিচক্ষন।
হরির্দ্ধনি করো সভে পাপবিমোচন॥

উদ্ধৃত অংশে কবির পরিচয় আছে।[১] কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে গীত হইত, তাহাও বলা হইয়াছে।

শেষ,—

রাজা বোলে সব্যা সুন আমার বচন।
তুমি রানি হও রুহিতাষ্য নন্দন॥
আমি হরিশ্চন্দ্র রাজা দিলাম পরিচয়।
রানির হাত ধরিআ তখন মহারাজা কয়॥
আমি বেচিয়াছিলাম তোমায় দক্ষিনার তরে।
দাশী হইয়া ছিলা তুমি ব্রাহ্মনের ঘরে॥
আমি নফর হইয়াছিলাম বিরবরের ঘরে।
কহিলাম তর্ত্তকথা বুঝহ অন্তরে॥
সব্যা রানি বোলে রাজা পাইলাম পরিচয়।
কান্দিয়া পড়িল রানি মহারাজার পায়।
রাজা বোলে সব্যা রানি সুনহ উত্তরে॥
কতো কাল থাকিলা বান্ধা ব্রাহ্মনের ধারে॥:
রানি বোলেন নিবেদন সুনহ বচন।
ব্রাহ্মনের ধারে থাক্যা দিলাম কঙ্কন॥
দক্ষিন হাতের কঙ্কন আমি দিলাম ব্রাহ্মনে।
বাম হাতের কঙ্কন আমি রাখ্যাছি রাজনে॥
বাম হাতের কঙ্কন রানি দিলেন খুলিয়া।
বিরবরের স্থানে আইস বিদায় হইয়া॥
ভ[illegible]ল বলিয়া রাজা কঙ্কন নিল হাতে।
বিদায় হইতে জান সুর্য্যবংসের নাথে॥
আসি উপস্তিত হইল বিরবরের সমাজ।
আমাকে বিদায় দেহো বোলে মহারাজ॥
অনেক দিবস আমি ছিলাম তোমার ঘরে।
এখন আমাকে বিদায় দেয় বোলে নৃপবরে॥
ভাল ভাল বলিয়া কথা বোলে বিরবর।
বিদায় দিলাম তুমি জায়ো নিজ ঘর॥
জে আজ্ঞা বলিয়া রাজা কঙ্কন লইল হাতে।
ভিতু হইয়া বোলেন কিছু সুর্য্যবংষের নাথে॥
সপ্ত ক্রোটি কাঞ্চন আমায় দিয়াছিলা তুমি।
ধারে থাকিয়া তোমাকে কঙ্কন দিলাম আমি॥
বিরবর বোলে সোধ গেল আমার ধার।
তোমাকে খালাস দিলাম চলিয়া জায়ো ঘর॥

১। প্রবন্ধান্তরে—
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস।
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে গুষি।
শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী।

বিরবরের স্থানে রাজা বিদায় হইয়া।
জমুনার কুলে রাজা প্রবেসিল গিয়া॥
রাজা বোলে করো রানি চিতার নির্ম্মান।
রুহিতাষ্য কোলে দোহে ত্যাগ করি প্রান॥
চিতা সর্য্যা করিল রাজা জমুনার কুলে।
চন্দনের কাষ্ঠ দিলা চিতার উপরে॥
রুহিতাষ্য সোয়াইল লইয়া

মুদ্রিত পুস্তকে আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র বারাণসীস্থ কালু হাড়ির নিকট আপনাকে বিক্রয় করেন; কিন্তু আলোচ্য পুথিতে ব্রহ্মার উপদেশে যম বীরবর পাটনীর বেশে আসিয়া রাজাকে ক্রয় করেন, এইরূপ বর্ণনা আছে। কাশীতে যমুনার উল্লেখ বুঝা গেল না।

১৩। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৮ × ৭ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০২ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষর পূর্ব্বদেশীয়।

আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি শ্লোক।
আদিকাণ্টে রামের জর্ম্ম সিতা দেবির বিহা।
অরণ্যকাণ্ডে গেল রাম রার্য্য হ ... য়া॥
রার্য্য হারাইয়া জদি রাম ... বন।
অরণ্যকাণ্টে সিতা হা ... নলেক রাবন॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রামচন্দ্রে পাইল অপচয়।
কিস্কিন্দা কাণ্টে মিত্রলাভ কটক সঞ্চয়॥
সুন্দরা কা[ণ্টে] সেতুবন্ধ কটক হইল পার।
লঙ্কাকাণ্টে রাবন মারি সিতার উদ্ধার॥
উর্ত্তরকাণ্টে রামচন্দ্র চলি আইল দেসে।
এহি মত্তে সাত কাণ্ট ভনে কির্ত্তিবাসে॥
সাত কাণ্ট রামায়ন প্রথম আদি কাণ্ড।
সুনিতে অপুর্ব্ব রস অমৃতের ভাণ্ড॥
জাহার প্রসাদে গিত হইল রামায়ন।
জাহার প্রসাদে গিত সুনে সর্ব্বজন॥
চ্যাবনের পুত্র হইল বার্ম্মিক মহামুনি।
আদি কবি বোলে তানে সর্ব্বলোকে জানি॥
দস সহস্র বৎসর আছে হইতে অবতার।
... ... কারনে কবির্ত্ত মোহিত সংসার॥
দসরথ নামে রাজা জর্ম্ম সুর্য্যবংসে।
সর্ব্বসাস্ত্রে পণ্ডিত রাজা জর্ম্ম ধর্ম্ম অংসে॥
সুর্য্য বংসে-দসরথ ... ... এহে শ্বর।
বাপ নাহি মাও নাহি নাহি সহোদর॥
রাজচক্রবর্ত্তি রাজা সভার উপরে।
তিন সত বৎসর রাজা বিহা নাহি করে॥

প্রথম দুই পাতার অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শেষ,—

পরসুরাম জিনি রাম চলে কুতুহলে।
অজধ্যাএ চলে রাম সন্যদল বলে॥
রথের পতকা রাম দুরে থাকি দেখে।
অনুমানে আইল লোক পরম কৌতুকে॥
বেলি অবসেসে প্রবেস কৈল পুরি।
আনন্দিত সর্ব্বলোক অজধ্যা নগরি॥
সুবর্ন্ন কলসি আর পুরিয়া পসার।
গুআ নারিকেল বান্ধি হইল অপার॥
ঘরে ঘরে আলিপনা বিচিত্র সুন্দর।
উপরেত চন্দ্র তারা সোভে মনোহর॥
কুলবধু জত আছে প্রজার জে নারি।
ঘৃতের প্রদিপ লইয়া হইল সারি সারি॥

কৌসর্ল্যা কেকৈ আর সুমিত্রা সতিনি।
আর জত আইসে রাজার সতে সতে রানি॥
উদ্ধ সোয়াসে আইসে উড়লে লড়ে।
স্ত্রি পুরুস ধাএ ঠেলাঠেলি পড়ে॥
সিতারে দেখিতে লোক অতিক জতন।
রাম: সতা দুই জন লক্ষিনারায়ন॥.
সুভক্ষ সিতাদেবি প্রবেসিল পুরি।
সিতা . প আলো করে অজধ্যা নগরি॥
সিতারূপ দেখি লোকে করে কানাকানি।
জনকে [র] ঘরে লক্ষি জর্ন্মিল আপনি॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত খাইল আর খাইল কলা।
চারি বধুর কাছে নিয়া দিল চারি থালা॥
নানা সন্দে বাদ্য বাজে অনেক বাজন।
জয় জয় কোলাহল দিল নারিগণ॥
কৌসর্ল্যা কেকৈ তারা সুমিত্রা সুন্দরি।
চারি বধুর পরিছেদ করাএ সেই পুরি॥
জত ধন জন রাম পাইল অলঙ্কার।
সেই ধনে হইল রামের অধিক ভাণ্ডার॥
জতেক জতুক পাইল তবে সিতা সুন্দরি।
লক্ষির ভাণ্ডার সব লঙ্গিতে না পারি॥

ইহার পরের অংশ ৯ সংখ্যক পুথির সহিত অনেকটা মিলে। 'উড়লে' শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত।

১৪। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{1}{4}$ × ৫$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৩০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭-৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ। পুথিখানিতে তিন হাতের হরপ পাওয়া যায়।

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি শ্লোক।
আদর করিয়া বন্দিব বাল্মিকের চরন।
স্লোকছন্দে সপ্তকাণ্ড রচিল রামায়ন॥
রামায়ন বৃক্ষ কৈলা সাতকাণ্ড ডাল।
চব্বিস হাজার গ্রন্থফল উত্তম রসাল॥
স্লো[ক] ছন্দে রামায়ন পণ্ডিতে প্রবেসে।
রচনা করিলা পুরান পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে॥*॥
কির্ত্তিবাসের কথা সুন অমৃতের ভাণ্ড।
প্রথকে প্রথকে পুথি রচিলা সাত কাণ্ড॥
আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সীতাদেবির বিভা।
অজোধ্যায় বনবাস ভরথে রার্য্য দিয়া॥
হরি হরি বলরে সকল বন্দুজন।
আদ্যকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন॥
অখিল ভুবনপতি দেবা আধিদেবা।
গোল্লকে ধরিলা রূপ কিবা রূপের সোভা॥
রামরূপ হৈলা সৃষ্টী রাখিতে ব্রহ্মার।
পঞ্চম পাতকি নামে হইব উদ্ধার॥
পুর্ন্ন ব্রহ্ম সনাতন হল্যা নারায়ন।
রাম লক্ষান হইলা আর ভরথ সত্রুর্ঘন॥
রত্নসিংহাসনে প্রভু কিবা রূপের সোভা।
দক্ষিনে ভরথ বামে অজোনিসম্ভবা॥
সিরে ছত্র ধর্য্যাছেন ঠাকুর লক্ষন।
চামর ঢুলায় অঙ্গে ঠাকুর সত্রুর্ঘন॥
সুললিত মৃণাল জিনিয়া ভুজদণ্ড।
দক্ষিনে অক্ষয় তুন বামেতে কোদণ্ড॥
কুন্তলে বকুল মালা মল্লিকা মালতি।
নিবিড় নিলীম দেহ চন্দ্রকান্তি জোতি॥
সিংহপুচ্ছ জিনি উচ্চ মধ্যদেস সোভা।
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদনের আভা॥
বাহুদণ্ড জিনি সুণ্ড মাতঙ্গ আকার।
দুর্ব্বাদলশ্যাম তনু নাভিত বিস্তার॥

দক্ষিণ পার্সে সুগ্রিব বামে জাম্বুবান।
সম্মুখেতে স্তব করে বির হনুমান॥
রামরূপ হৈলা প্রভু মুকুন্দ মুরারি।
গন্ধর্ব্বে গান করে নাচে বিদ্যাধরি॥
চারি বেদে স্তব করে জথা ভগবান।
অপসরা নাচয়ে কিন্নরে করে গান॥
রামরূপ হল্যা হরি বৈকুণ্ঠনগরে।
সিব ব্রহ্মা নারদ জান বিষ্ণু দেখিবারে॥
জয় বিজয় দ্বারেতে আছেন দুই ভাই।
দ্বার ছাড়্যা দিতে প্রভুর আজ্ঞা নাঞি॥
সুনিয়া তিন জনে করেন মনস্তাপ।
সেই ক্ষেনে জয় বিজয়েরে দিলা অভিসাঁপ॥
গোলকে আসিয়া না দেখিতে পাল্যাম
পুর্নব্রহ্ম।
গোলক ছাড়িয়া দোহে লহ গিয়া জন্ম॥
সুনিয়া স্তব করেন ভাই দুই জন।
কত দিনে হব প্রভু সাঁপ বিমোচন॥
মৈত্রভাবে সাত জন্ম ভাব দুই ভাই।
সাত জন্ম বই পাবে সুন মোর ঠাঞি॥
সত্রুভাবে তিন জন্ম নারায়নে ভাব দুই
ভাই।
তিন জন্মে পাবে হরি সুন মোর ঠাঞি॥
দ্বারিকে অভিসাঁপ দিয়া তিন জন জায়।
গোলকে অপুর্ব্ব সভা দেখিবারে পায়॥
রাম অবতারে হয়্যা হরি আছেন বস্যা।
অপুরূপ অবতার দেখিছেন আস্যা॥
একদৃষ্ট করিয়া তবে তিন জনে চায়।
একা হরি চারি অংস দেখিবারে পায়॥
রূপ দেখে তিন জনে হইলে বিভোল।
প্রান [পণে] নয়নে রাখিতে নারে জল॥
নারদ বলেন সিবকে জোড় কর্যা হাথ।
এক কথা বলি সিব তোমার সাক্ষাত॥
ভুত ভবিস্বতি কথা জান ত্রিপুরারি।
বিস্বয় ঘুচাহ মোর তোমার পায়ে ধরি॥
এমন রূপ কেন ধর্যাছেন প্রভু ভগবান।
মুর্ত্তি ধর্যাছেন জেন দুর্ব্বাদলস্যাম॥
অপরূপ লক্ষ্মি কেন বস্যাছেন বামে।
সোনার ছত্র কে ধর্যাছে দক্ষিনে॥
কোন জনা চামর ঢুলাইছে গায়।
সকল কথা বল সিব ধরি তোমা পায়॥
এতেক কথা সুনিয়া সিবের হৈল হাস।
এইরূপে হৈব হরি জনম প্রকাস॥
পরম নিগুড় কথা রাখিয় জতনে।
অবতির্ন হইবেন অজোধ্যা ভুবনে॥
চারি অংস হইয়া জন্মিবেন ভগবান।
পঞ্চম পাতকি নামা হবে পরিত্রান॥
এতেক সুনিয়া প্রনাম করেন সিবেব পায়।
সিব ব্রহ্মা নারদ তিনে হইলা বিদায়॥
এই নামে উদ্ধার হইব জত জিব।
আনন্দে পুস্বিত হয়্যা আস্যান সদাসিব॥
বিষ্ণু সম্ভাসিয়া সিব আইলা কৈলাসে।
আদিকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে॥ * ॥
বিষ্ণু সম্ভাসিয়া সিব বসিলা কৈলাসে।
স্নান কর্যা পার্ব্বতি বসিলা সিবের পাসে॥
গলে বস্ত্র দিয়া গৌরি জোড় করেন হাথ।
বিষ্ণুর সহস্র নাম মোরে সুনায় প্রাননাথ॥

মধ্য,—

দেবগনের স্তব স্তুনি বলেন ভগবান।
ভারথে জন্মিলে পাব নানা অপমান॥
কিরূপে জন্মিব কোথা হব স্থিতি।
কোন বংসে জন্মিব হইব কোন জাতি॥
বর দিয়া রাবনেরে সকলে বাড়ালো।
শান্তি থাকিতে আমায় কোথায় না দিলে॥

ভারথে জন্মিলে হয় পঞ্চম অবস্তা।
কত কাল থাকিব ব্রহ্মা কহ মোরে কথা॥
ব্রহ্মা বলেন সুন প্রভু গদাধর।
অজোধ্যায় থাকিবে এগার হাজার বৎসর॥
বিষ্ণুজজ্ঞ দষরথ কর‍্যাছে আরম্ভ।
সুর্য্যবংসে জর্ম্ম প্রভু না কর বিলম্ব॥
তপস্যা করিল রাজা থিরদের কুলে।
তোমা পুত্র পাল রাজা তপস্যার ফলে॥
চারি বেদে প্রভু তোমার দিতে নারে সিমা।
আমরা কি বলিতে পারি তোমার মহিমা॥
কে বলিতে পারে নাথ তোমার চরিত্র।
তপস্যাতে পেল রাজা তোমা হেন পুত্র॥
রঘু নামে রাজা ছিল দিলিপনন্দন।
বলাছ তোমার কুলে হইব নন্দন॥
অণ্যারণ্য নামে রাজা ছিল সুর্য্যবংসে।
ধর্ম্ম রায্য করিল কাহাকে নাহি হিংসে॥
অবিচারে রাবন তারে বানেতে মারিল।
মরনকালেতে সেই রাবনে সাপীল॥
মোর বংসে মহাপুরুষ হব অবতার।
সবংসে তোমারে রাবন করিবেন সংহার॥
মহারাজার বাক্য কভু নহে আন।
দষরথের পুত্র হয়্যা জন্মিবে ভগবান॥
রানি আরাধন কর‍্যা পুজি সঙ্কর ভবানি॥
ভগবান পুত্র হবেন বড় পায়্যাছে রানি॥

(পৃ০ ৬৪।২-৬৫।১)

শেষ,—

ভৃগুরাম বলে ষুন রাম গুনমুনি।
না জানিয়া তোমারে বলিনু কটুবানি॥
মনে কিছু না করিহ সে সব বচন।
অপরাধ ক্ষেমা কর রাজিবলোচন॥
রাম বলে ব্রহ্মবাদ আমরা না করি।
ব্রাহ্মনের অপরাধ সকলি সম্বরি॥
মোর ঠাই আইলে তুমি জুঝিবার তরে।
এড়িলে মরিবে তুমি অস্ত্রের প্রহারে॥
ব্রহ্মহত্যা না করিব পুরিয়া সন্ধান।
কিন্তু বের্থ নহে বিষ্ণু অবতার বান॥
ধর্ম্মপথ সর্গপথ দুই পথ হয়।
কোন পথ রুর্দ্ধ করি কহত নিশ্চয়॥
ভ্রগুরাম বলে ষুন কমললোচন।
সর্ব্বকাল ধর্ম্মপথে আছে মোর মন॥
ধর্ম্মপথ মোর নাহি করিহ বিনাস।
সর্গপথ রোন্দ জদি

এইখানে কএক পঙ্‌ক্তি ছাড় হইয়াছে।

সকল ব্রাহ্মনে তুষ্ট কৈল দান দিয়া।
সনতুষ্ট হইল সভে নানা ধন পেএ॥
কুটম্ব বান্ধব জত নানা দেসে দেসে।
সভাই সনম্মান পেএ গেল নিজ দেসে॥
আর জত পাত্র মিত্র রাজার দুয়ারি।
মহানন্দে পুরবাসি আপনা পাসরি॥
দিবানিসি অন্ত[ঃ]পুরে আনন্দ উর্দ্ধ্ব।
দিনে দিনে বধুগনের বাড়ান গৌরব॥
সভা অনুগতা সিতা ভুবনমোহিনি।
জানকিরে সভে রত জত রাজরানি॥
সিতার রূপেতে সোভা রাজার আআস।
লক্ষীর সহিত রাম করেন বিলাস॥
হোথা দসরথ রাজা আনন্দিত মনে।
রাজকার্য্য করে রাজা আনন্দিত মনে॥
দেয়ানেতে রাজকায্য করে অনক্ষন।
অন্তঃপুরে পুত্রবধু করে নিরক্ষন॥
সিতা রাজবধূ পুত্র রাম গুননিধি।
দিনে দিনে বাড়ে সুখ নাহিক অবধি॥
রচিলেন কিত্তিবাস ভরথ বিয়ারে (?)।
আদ্যকাণ্ড সমাপ্ত হইল এত দুরে॥

১৫। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৬১/৪×৫১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪—১৮৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, হুগলী।

আদি,—

ছবান মুনি অত্রিক মুনির নন্দন।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক মুনি তপে তপোধন॥
স্তুতজাত রাজার কন্যা নামে জসোমতি।
চ্যাবান মুনি বিভা কৈলা পরম জুবতি॥
দুইজনে ক্রিড়া করে পরম পিরিতি।
কথো দিনে মুনিপত্নি হইলা ঋতুবতি॥
ঋতুস্নান কর‍্যা স্বামিসনে ক্রিড়া করে।
এক অংসে বিষ্ণু আসি জন্মিল উদরে॥
দিনে দিনে গর্ভ বাড়ে দিনে দিনে আন।
জথাজগ্য মাসে দিল পঞ্চামৃত দান॥
মাঘ মাসের সুক্ল পক্ষের অষ্টমি।
রাত্রিসেসে প্রসবিলা মুনির ব্রাহ্মনি॥
সুন্দর পুত্র হইল জে মুনির কুমার।
লক্ষনে জানিল পুত্র বিষ্ণু অবতার॥
চতুর্দ্দিগে মুনি সব পড়ে মন্ত্র বেদ।
কুসহস্তে কন্যা সব কৈল নাড়িছের্দ॥
অনেক মুনি আইলেন দেখিবার তরে।
সভা লয়্যা বিষ্ণুজজ্ঞ করে মুনিবরে॥
সাস্ত্রমতে জজ্ঞ জবে হইল সমাধান।
পুত্র কোলে কর‍্যা আনে সভা বিদ্যমান॥
চ্যবান বলেন সভে কর অবধান।
সভে মেলি আমার পুত্রের থুহ নাম॥
চাব্যান মুনির এত সুনিঞা বচন।
আপুনি বক্তা হইল নারদ তপোধন॥
তোমার পুত্রের গুন কহিব কোন জন।
জাহার কিত্তি ঘুসিবেক এ তিন ভুবন॥
কোন জন ঘুসিব তোমার পুত্রের জে নাম।
রত্নাকর নাম তার থুইল অনুপাম॥
মেলানি করিয়া দেবগন গেল ঘর।
দিনে দিনে বাড়ে এথা মুনির কোঙর॥
চুড়াকর্ন্ন কর্ম্ম কৈলা বেদের বিহিত।
সাত বৎসরেতে দিলা জজ্ঞ জে পবিত॥
দ্বাদস বৎসর মুনি প্রথম জৌবন।
কোথা বিভা দিব মুনি চিন্তে মনে মন॥
পর্ব্বত মুনির কন্যা পরমসুন্দরি।
রত্নাকর মুনি সেই কন্যা বিভা করি॥
দুইজনে ক্রিড়া করে পরম পিরিতি।
প্রলম নামেতে পুত্র প্রসবিলা সতি॥
প্রলম নামেতে পুত্র বাড়ে দিনে দিনে।
দ্বাদস বৎসর হইল প্রথম জৌবনে॥
আদিত্য মুনির কন্যা নাম পদ্মাবতি।
প্রলম মুনি বিভা কৈল পরম জুবতি॥
পুত্রে পৌত্রে চ্যবান মুনি করে অনুমান।
আমার বসতিজগ্য আছে কোন স্থান॥
বাপের বোল সুনিঞা বলেন রত্নাকর।
বড়ই উত্তম স্থান আছে মনোহর॥
কৈলাসের নিকট পুরি আছে সুস্তিবতি।
দক্ষিন দিগেতে বহে গঙ্গা ভাগিরথি॥
উত্তরে কৌসিক বহে মদ্ধেতে তমসা।
অনেক মুনি আছএ করিয়া তথা বাসা॥
নানা ফল মুল মিলিব তমসার জল।
আমরা বসিতে পিত্যা সেই জগ্য স্থল॥
পুত্রির বচনে মুনি দিলা অনুমতি।
পরিবার সঙ্গে মুনি চলে সিঘ্রগতি॥
গঙ্গাকে দেখিআ সুখি চ্যবান মহাঁমুনি।
গঙ্গা নিকটে তপবন সৃজিলা আপনি॥

গঙ্গার নিকটে মুনি বান্ধিলেন কুড়্যা।
সারি সারি বসাইলা ব্রহ্মশ্চজ্য পাড়া॥
পুত্রে পৌত্রে চ্যবন মুনি সেইখানে বৈসে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কিত্তিবাসে॥ * ॥
চ্যাব্ধ্যন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর।
ধর্ম্মপথ তক্ক হইল বসত ভিতর॥
মুনিব্রত ছেড়্যা হইল বড় দুরাচার।
পরস্ত্রিকে বলে ধর‍্যা করয়ে শৃঙ্গার॥
ভাল ভাল সুন্দর স্ত্রিকে মুনি জথা দেখে।
সধ্যার সময়ে মুনি তার ঘর ঢুকে॥
সন্ধ্যা পূজা ছাড়ি মুনির নারিপৃতি মন।
পুত্রের কারনে মুনি চিন্তে মনে মন॥
মুনিধর্ম্ম ছাড়ি মুনি বড় দুরাচার।
সধ্যা জপ ছাড়ি কেন কর অবিচার॥
অধর্ম্ম ছাড়িআ বাপু ধর্ম্মে দেহ মন।
পিত্যা জত বলে নাঞি সুনেত বচন॥
বাপের বচন মুনি কিছু নাই ধরে।
দুই চারি পাঁচ সঙ্গে দস্যবির্ত্তি করে॥
আক্ষটির রূপে জখন সাস্তায় গিয়া বনে।
তিন চারি পাঁচ মৃগ বানে বিন্ধি আনে॥
মৃগমাংস ঘরে লইআ করএ রন্ধন।
মৃগপক্ষমাংস মুনি করএ ভক্ষন॥
অনেক দস্য আসি তবে মিলিল প্রচুর।
সকল দস্যের মুনি হইল ঠাকুর॥
সকল দস্য লইয়া মুনি করেন মন্ত্রনা।
নানা দেস ভাঙ্গিতে পাঠায় থানা থানা॥
আপনি চলিলা মুনি দস্য অধিকারি।
নানা দেস ভাঙ্গিলেন দিআ ডাকাচুরি॥

যথা,—

ভোভট্ট রাজার কন্যা পরমসুন্দরি।
সভাকে জিনিঞা কন্যা রূপে বিদ্যাধরি॥
তার সনে অজ রাজ সদা করে রতি।
কথো দিনে রাজরানি হইল গর্ব্ভবতি॥
নয় মাস গর্ব্ভভার ধরিলা উদরে।
প্রসবিল পুত্র লোমপাদ নাম ধরে॥
বসিষ্ট পুরোহিত আর জত পাত্রগন।
পুত্রচ্ছেঁাব জজ্ঞ করে দেব আবাহন॥
জজ্ঞে পূর্ন্না দিল রাজা সুভক্ষোন বেলে।
সুজ্য অঘ্য দিআ রাজা পুত্র কৈল কোলে॥
পুত্র দেখি হরসিত হইল রাজন।
নানা অলঙ্কার কৈল পুত্রের ভূসন॥
অর্ন্নপ্রাসন কর্ন্নবেদ সাস্ত্রের বিহিত।
চুড়াকর্ন্ন করা্যা দিল জজ্ঞপবিত॥
অস্ত্র সাস্ত্র জত বিদ্যা নাই অগোচর।
সকল বিদ্যা সিখিলেন দুই সহোদর॥
দসরথ জেষ্ট ভাই লোমপাদ কনেষ্ট।
বিদ্যাধর জিনি দুহে রূপে গুনে স্রেষ্ট॥
মালা লিলা অমলা কমলা বিমলি।
পঞ্চরানি সঙ্গে অজ সদা করে কেলি॥
এক দিন ক্রীড়া করিলেন মধুবনে।
ইন্দুমতির তরে রাজা কান্দে সকরুনে॥
রাজ্য করে দসরথ পাত্র মিত্র সনে।
অজ রাজা সোকে কান্দে দসরথ নাজানে॥
সভাকে মেলানি দিআ দসরথের ভোজন।
সয়নমন্দিরে গিয়া করিল সয়ন॥
সুনন্দা সনে দসরথের ভালমন্দ কথা।
দসরথের বিবাহ না হয় সুনন্দা পায় বেথা॥
সুনন্দা বলেন সুন তুমি জুবরাজ।
তোমার বিভা না দেয় রাজা ভাল নহে কাজ॥
রাজকাজ্য না করে রাজা কামে হইল ভোলা।
আপন কাজ্য পায়্যা রাজা তব কাজ্যে হেলা॥

দসরথে বুঝাইল সুনন্দা জুবতি।
অজ রাজা স্থানে সুনন্দ গেল সিগ্রগতি॥
রানিগন সঙ্গে রাজার হাস পরিহাস।
সুনন্দার গমন গাইল কির্ত্তিবাস॥

(পৃ০ ৯৫।১-৯৫।২)

পুথির বিশিষ্টতা বর্ণনাবাহুল্যে এবং নূতন নূতন বিষয়ের সন্নিবেশে। আকারেও পুথিখানি অপেক্ষাকৃত বড়।

১৬। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১২৳ × ৪৳ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—৪০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৪ সাল। অসম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আরম্ভ,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি শ্লোক।
আর্দ্দি অস্ত নাহি জখন সৃষ্টে গতি।
জার তর্ত্ত নাহি জানে ব্রহ্মা প্রজাপতি॥
প্রথমে হইলেন প্রভু মিন অবতার।
মিনরূপে চারি বেদ কোরিল উদ্ধার॥
দিতিএতে হইলে প্রভু কুর্ম্ম অবতার।
কুর্ম্মরূপে ধরা ধরিলে পিষ্টপর॥
তিতিএতে হইলে প্রভু বরাহ অবতার।
দন্তে উথাড়ে পৃথিমির করিলে উদ্ধার॥
চতুর্থ্যে হইলে নিসিংহ অবতার।
বিদারিলেন হিরন্নকস্বপ ছুরাচার॥
পঞ্চমে বাম্নন মুর্ত্তি হইলে শ্রীহরি।
বলিকে ছলিএ নিলে রসাতল গিরি॥
সষ্টমে হইলেন ভ্রগুরাম অবতার।
নিক্ষেত্রি করিলে প্রভু তিন সপ্ত বার॥
সপ্তমে হইলে প্রভু রাম অবোতার।
রাম নামে ত্রিজগত কোরিলে উদ্ধার॥
অষ্টমে বলরাম মুর্ত্তি হাল ধরিলেন হাথে।
দলিলেন অসুর মুণ্ড মুসলের ঘাতে॥
নবমে হইলেন প্রভু বর্দ্ধ অবতার।
দসমে কলিক্ক্য হইবেন অস্তের উপর॥
জতো জতো কোহিলাম অবতারের নাম।
কেহো নহে তুল্য রাম নামের সোমান॥
কিত্তিবাষ পণ্ডিতের কবিত্র পাচালি।
আর্দ্দিকাণ্ড গাইল গিত প্রথম সিকলি॥*॥
আর্দ্দি অস্ত নাহি জথন সৃষ্টে গতি।
বটপত্রে ভর কোরি বেড়ান লক্ষিপতি॥
ছিষ্টি কোরিতে তখন বিষ্টুর হইল মন।
বিষ্টুর নাভিপদ্মে হইল ব্রহ্মার জনম॥
প্রভুর কর্ন্নে হইতে মলা পড়িল ছুইখান।
ছুই গোটা অসুর হইল মহা বলবান॥

শেষ,—

রাজ্জ লয়ে দুস্থ্যু পান বিস্তামিত্র মুনি॥
দুস্থ্যু পান মুনি গোসাই মনেতে ভাবিল।
সিগ্র করি মুনিবর রাজার নিকটে গেল॥
জেথানে বসিয়ে আছে রাজা আর রানি।
হেন কালে এলো তথা বিস্বামিত্রে মুনি॥
রাজার হস্ত ধরে মুনি কহিতে লাগিল।
মুনি বলে রাজা তোমার রাজ্জ নিতে হল॥
রাজা বলে না লইব অজর্দ্ধা নগর।
রুহিদাসে রাজা কয় [মুন] মুনিবর॥
সুমন্ত্র সারথি আসি হইল উপস্থিত।
বসিষ্ট মুনি আইল কুলের পুরহিত॥
রাজসহি জজ্ঞ করিল হরিষচন্দ্র।
দেবলোক রাজলোক হইল আনন্দ্র॥
স্থানে স্থানে দিলো লোক দিঘি স্বরবর।
দেউল জাঙ্গাল দিল দেখিতে মোনহর॥

সগ্যে হইতে য়েসে রথ হরিষচন্দ্র লইতে।
সকল সহিতে রাজা চড়ে জেয়ে রথে ॥
পাত্র মিত্র কটক বসিল রাজার পাষে।
কটক সহিতে রাজা জায় সগ্যবাষে ॥
তাহা দেখি ভাবেন ব্রহ্মা গোসাই।
এতো কটক আইলে সগ্যে ঠাই হবে নাই॥
জায় জায় নারদ মুনি কহগা এই কালে।
ব্রহ্মার বাক্য পাইয়ে নারদ মুনি চলে ॥
কটক সমুখে তখন নারদ মুনি বলে।
সগ্যবাষে জায় তোমরা কোন পূন্যফলে ॥
সব্বে রানি বলে যুন নারদ মহামুনি।
কোন কম্ম করিছী কিছুই না জানি ॥
আর এক রথে য়োহে দিল তোলাইয়ে।
পাত্র মিত্রগনে নারদ কহে ডাক দিয়ে ॥
পুনুর্ব্বার নারদ মুনি তাদিগে জে বলে।
সগ্যবাষে জায় তোমরা কোন পুণ্যফলে॥
নারদের বাক্য যুনি কহিছে উত্তর।
স্থানে স্থানে দিয়েছি আমরা দিঘি স্বরবর॥
দেউল জাঙ্গাল দিয়ে পূন্য করিয়ে।
সগ্যবাষে জাই আমরা এই ধম্ম লয়ে॥
আপনি করিয়ে ধম্ম উস্চারন করে।
সগ্যে হইতে রথখান নাবে ধিরে ধিরে ॥
য়েহো লোক পরলোক কিছুই না পাইল।
হরিষচন্দ্রের কটক মদ্ধে পথেতে রহিল ॥
সগ্যে থাকিয়ে ভাবে জতো দেবগোন।
রাজার কটক কিবা করিবে ভক্ষন ॥
নউতুন বস্ত্র কাটিয়ে রাখিবে কোন স্থান।
রাজার কটক তাহা করিবে পড়িধান॥
ভোমেতে সজ্জে নটিয়ে পারিবে।
রাজার কটক তাহে স্বরন করিবে॥
তিথি ভুলে স্রাদ্ধ করিবে জেই জন।
রাজার কটক তাহা করিবে ভক্ষন॥
হরিষ্চন্দ্রে উপক্ষনা যুনে জেই জন।
সকল পাপ নষ্ট হয় পায় নারায়ন॥
হরিশ্চন্দ্র সগ্যে গেল কটক মৰ্দ্ধে পথে।
রুইদাস রাজা হলো রাজ্জ অজদ্ধাতে॥
কিত্তিবাষ পণ্ডিতের কবিত্ত বিচক্ষন।
রামের পিরিতে হরি বল বন্ধুজন॥
সোমাপ্তঃ ॥ * ॥

১৭। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১১৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি।
বাল্মিকের চরনে কোরিএ প্রনাম।
সপ্তকাণ্ড রামাঅন জাহার বাক্ষান॥
সাটি হাজার বৎসর বাকি ছিল অবতার।
পুর্ব্বেতে কোরিল মুনি গ্রেন্থের সঞ্চার॥
অত্রিক নামেতে মুনি তনয় ব্রেহ্মার।
চবন নামেতে হৈল তাহার কুমার॥
তেজপুঞ্জ তপে বড় হৈল মুনিবর।
তাহার তনয় হৈল নাম রত্নাকর॥
ব্রহ্ম বিত্তি জপ তপ অগ্নী দিএ তাথে।
দুষ্টবুদ্ধি হৈল তার সিষুকাল হৈতে॥
নাহি যুনে তাহার বাক্য নাহি ধম্মজ্ঞান।
পরবিত্ত হিংসা বিনু মনে নাহি আন॥
রত্নাকর পাপে পূর্ন্ন হৈল বোযুমোতি।
এক দিন অন্তরে চিন্তিলেন জগৎপতি॥
উর্দ্ধারিব রত্নাকর ভাবি জগতপোতি।
সন্ন্যাসির বেস ধোরি গেলা সিঘ্রগতি॥

প্রসর্ন্য হোইএ তারে প্রভূ দিলা বর।
মরা মন্ত্র জপে সাটি হাজার বৎসর॥
সিদ্ধি দেহ বালিমিকের প্রভূ জানি মনে।
আজ্ঞা কোরি গেলা তারে পূরান রচনে॥
এক দিন বালিমিক সিস্ব সমিভ্রারে।
শ্চান কোরিবারে গেলা কান্ধ সরবরে॥
বক আর বোকিনি তথা কোরিছে বেহার।
আকস্মাত ব্রাধি এক কোরিল প্রহার॥
শ্চান করে বাল্মিকি সে সকল দেখে।
মুর্চ্ছন্দ সোলক এক নির্গত হইল মুখে॥
বিস্ময় বাল্মিকী হইলা স্বরোবর তটে।
হেন কালে ব্রহ্মা এলেন তাহার নিকটে॥
বাল্মিকি প্রনাম করে বস্ত দিয়া গলে।
কবিতা বির্ত্তান্ত কথা বি[রি]ঞ্চিকে বলে॥
ব্রহ্মা কহে স্লোক ইহা করিলা বর্ম্ন।
সোলোক নিঞা ইহা কবে সর্ব্বজন॥
রামায়ন গ্রহন্ত কর আমার য়াজ্ঞাতে।
ইহা সুনি বাল্মীকি সুধায় জোড়হাতে॥
কেমন প্রকারে গ্রন্থ করিব নির্ম্মান।
কহ দেখি মহামুনি ইহার সন্ধান॥
ব্রহ্মা কহে যয় বিজয় বৈকণ্ঠের দ্বারি।
ব্রহ্মসাপে জন্মিব দ্বার পরিহরি॥
ঐরি ভাবে বিষ্টু তারে করিতে উর্দ্ধার।
সুর্য্যবংসে হবেন রাম বিষ্টু য়বতার॥
অবতার পুর্ব্বে গ্রন্থ করহ বর্ম্ন।
নারদে পাঠাব য়ামী তোমার সদন॥
লইবে তাহার স্থানে বিষেস সন্ধান।
ইহা কহি বি[রি]ঞ্চি হইলা অন্তধ্যান॥

মধ্য,—

রথে চাপি দসরত মনের হরিসে।
উপনিত নৃপতি হইল বঙ্গ[১] দেসে॥
লোমস্পাদ মুনিল আইল দসরথ।
গমন করিল আগে বাড়াইএ পথ॥
বহু সমাদর করি নিল অন্তস্পুরে।
মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসিল ভোজনের পরে॥
দসরথ কহে সথা করি নিবেদন।
রিসিস্রিঙ্গে নিতে এলাম তোমারি ভুবন॥
জজ্ঞ আরম্ভিব আমি পুত্রের কারনে।
লমস্পাদ কহে কিছু আনন্দিত মনে॥
সান্ত নামে তুআ কন্যা আমি এনাছিলাম।
রিসিস্রিঙ্গে এনে সেই কন্যা দান দিলাম॥
ঝি জামাতা লএ সিত্র চল মহাসয়।
রিসিস্রিঙ্গে জজ্ঞ কৈলে কার্য্য সিদ্ধি হয়॥
ইহা যুনি দসরথ মুনিকে লইএ।
অজর্দ্ধা প্রবেস করে জয়র্দ্ধনি দিএ॥
(পৃ০ ৫৪।১)

অন্ত,—

হেন কালে দুত গিএ কহিছেন পাসে।
চারি ভাই বিভাহ করিএ এল্য দেসে॥
কৌসল্যার আনন্দ কথা কে করে বর্ম্ন।
হস্ত বাড়াইএ রানি পাইলা গগন॥
বেরারে নগরের লোক যুত্ত দিন হল্য।
জানকি করিএ বিবা রাম ঘরে এল্য॥
জতেক অজর্দ্ধার লোক আনন্দিত হএ।
রামকে আনিতে চলে জোতুক লইএ॥
হস্তেতে কাঞ্চন থাল জতেক যুন্দরি।
মুসয্যা হইএ সভে দাণ্ডালা সারি সারি॥
কত পূর্ন্ন কুম্ব দ্বারে দ্বারে অম্বসাখা তাথে।
সারি সারি করে রাথে রামচন্দ্রের পথে॥
পূর্ন্ন কুম্ভ কক্ষে কত ব্রাহ্মনের নারি।
দক্ষিনেতে বৎস পূর্ন্ন গাভি সারি সারি॥
মুমঙ্গল দেখে তবে ভাই চারি জন।
প্রবেস কোরিল এসে অজধ্যা ভুবন॥

১। 'অঙ্গ' হইবে।

জতেক অজধ্যার নারি জতুক লইএ।
সিতার বদন দেখে অঞ্চলেতে দিএ॥
নানা ধন দেয় লোক পুন্নিত আনন্দ।
আপনার দ্বারেতে দাণ্ডাল রামচন্দ্র॥
আইলা কেকুই রানি সিতা লএ কোলে।
আপনার গজমতি হার দিলা গলে॥
দসরথ রামচন্দে কোলেতে কোরিএ।
কেকুই সিতাকে লয় হাসিএ হাসিএ॥
অঙ্গনে পিড়ার পর দাণ্ডাইলা রাম।
কিবা সোভা পাইলা জনকযুতা বাম॥
উলর্থিএ রামচন্দ্র লইলেন মন্দিরে।
বসিলেন রামচন্দ্র আনন্দ অন্তরে॥
তারপর দসরথ সুমিত্রা সহিতে।
বধু সহ নামাইএ আনিলা ভরথে॥
উলর্থিএ মন্দিরে বসিলা দুইজনে।
দসরথ কোলে গিএ কোরিলা লক্ষনে॥
উল্মীলা করিএ কোলে কৌসল্যা লইএ।
লক্ষনেরে গ্রিহেতে লইলেন উলর্থিএ॥
তার পর রাম সিতা বসি দুই জন।
সক্রভ্রনে গ্রিহে লএ করিল গমন॥
দসরথ রাজা তবে আনন্দিত মনে।
নানা ধোন বস্ত দিল বাদ্যকারগনে॥
সকল ব্রাহ্মনে রাজা করাল ভোজন।
ভোজন করিলেন সব লএ বন্ধুগন॥
প্রভাতে আসিএ সব নৃপতির পাসে।
বিদায় হইএ গেল জার জেবা দেসে॥
রাম সিতা বঞ্চে যুখে অজধ্যা ভুবনে।
তিন ভাই বঞ্চে রাম আনন্দিত মনে॥
দিনে দিনে দসরথ মনেতে উল্লাস।
আস্তকাণ্ড সমাপ্ত রচিল কিত্তিবাস॥

১৮। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

(হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৬—২২ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

অথ হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ॥

পয়ার॥

সভা করি বসীছেণ রাম কমললুচণ।
হেন কালে আসীলেক মনি তপুধন॥
মনিকে দেখীআ রাম উঠীল স[ং]ভ্রমে।
পাদ্য অড়্র্গ দিয়া রাম পুজিল আপণে॥
পাদ্য অড়্র্গ দিয়া মনির বন্দিল চরন।
বসীতে আসন দিল রত্ন সীঙ্গাসন॥
রামে আসীর্ব্বাদ করি বৈসে তপুধন।
রামে মনিঠাকুর কুণ অর্থে আগমন॥
মুনি বলে স্থন রাম কমললুচণ।
দেখীতে আসছি তোমার অজস্থা ভুবন॥
শ্রীরাম বলেন মনি কহ মোর স্থাণে।
হরিশ্চন্দ্রে পাইল দুক্ষ কিসের কারণে॥
পুর্ব্ব বিবরন স্থনি তোমার প্রসাদ।
কিমতে রাজার তবে ফলীল প্রমাদ॥
মোনি বলে ভাল জিজ্ঞাসীলা নারায়ন।
পুর্ব্বকথা কহি আমি তাথে দেয় মন॥
জিজ্ঞাসিলা কহি কথা স্থন নারায়ন।
কহিব সকল কথা তোমার সদন॥
রাজসহি জজ্ঞ কৈল হরিশ্চন্দ্র নৃপবরে।
সাইট সহস্র রাজা আইল রাজদ্বারে॥
রাজা বহি কেহ না করে জজ্ঞের কাম।
রাজা সব মিলি কার্জ্য করে অভিপ্রাম॥

পুষ্প দুর্ব্বা তোলে কেহ কেহ যুগায় ধুতি।
গোময় দিয়া স্থাণ করে কুণ নৃপতি॥
কাষ্ট আনিআ কেহ যুগায় সর্ত্তর।
জজ্ঞঘৃত আনি দেয় কুণ:নৃপবর॥
কলসী ভরিয়া কেহ আনি দেয় জল।
স্থাণ সুর্দ্ধ করে কুণ নৃপতি সকল॥
তণ্ডোল পাখালি কেহ রাখে রাসী রাসী।
প্রস্তোত করিআ রাখে কাটী মেষ খাসী॥
বেঞ্জণের সর্জ্জা করে কুণ নৃপবর।
রাজার আজ্ঞায় কর্ম্ম করএ সর্ত্তর॥
ভারারি হইআ কেহ নানা দির্ব্ব রাখে।
কুণ রাজা জজ্ঞদ্বারে দ্বারি হৈয়া থাকে॥
কুণ রাজা রহিল জজ্ঞের সন্নিধাণে।
রাজার আজ্ঞায় কর্ম্ম করে একমণে॥
জজ্ঞের কার্জ্য করে কুণ নৃপবর।
জজ্ঞ রক্ষা করে কেহ লৈয়া ধনুসর॥
হরসীত হৈয়া কেহ করে নির্ত্ত গীত।
জারে জে কর্ম্মেতে রাখে তাথে নিযুজিত॥
নানা দেষ হৈতে মনি আসীল সর্ত্তর।
জজ্ঞ করিতে গেল রাজা জজ্ঞসালা ঘর॥
কুসণ্ডীকা করিলেক মন্ত্র পরিয়া।
জজ্ঞ করেন রাজা সুর্দ্ধ ঘৃত দিয়া॥
প্রতি দিন দেণ রাজা সহস্র আহুতি।
এহিরূপে জজ্ঞ তবে করেন নৃপতি॥
সমোদায় জজ্ঞ করে এক জে বৎসর।
পরম সানন্দে জজ্ঞ করে নৃপবর॥
স[ং]পুর্ন[১] করিয়া যজ্ঞ দিলেক আহুতি।
দাণ দিতে বৈসে রাজা হরসীত মতি॥
কুটী কুটী সুবর্ন্ন মনিরে দিল দাণ।
জার জে বাঞ্চীত রাজা না করিল আণ॥
প্রতি রাজাকে দিল এক নব দণ্ড।
বিবর্গ করিআ দিল প্রতি রার্জ্যখণ্ড॥
পাত্র মিত্রেকে দিল রাজা বস্ত্র অলঙ্কার।
কারে কারে দিল রাজা অমোর্ল্ল ভাণ্ডার॥
সুনা রূপা তামা কাসা না রাখীল ঘরে।
দাণ করিয়া রাজা গৃহ সুর্ন্ন করে॥
রাজার দাণে দারিদ্রগন হৈলেক সুকি।
এমত দাতা রাজা কবু নাহি দেখী॥
আচরিতে পাত্র নাহি দিলেক সকল।
মৃর্ত্তীকার পাত্রে রাজা আচোরএ জল॥
হেন মত হইল হরিশ্চন্দ্র মহাবল।
বসীতে আসন রাখে গাছের বাকল॥
দাণ করি গ্রহ সুর্ন্ন করিল নৃপতি।
হেন কালে প্রজাপতি করেন যুগতি॥
ধন থাকিলে দাণ করে সর্ব্বজণ।
না থাকিলে দাণ করে সেহি সে ভাজণ॥
হেণ কালে বোজি হরিশ্চন্দ্রের সর্কতি।
কেনমতে দাণ করে বোজি তার রিতি॥
দেবগন লৈয়া ব্রর্ম্মা মনে অণুমানি।
আপণে ধরিল বেস বিশ্বামিত্র মনি॥
বেসধারি হৈয়া গেল রাজার দ্বারে।
দ্বারিকে বলিল জাটে জানাহ রাজারে॥

হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে অনন্য-সাধারণ দান এবং ব্রহ্মার বিশ্বামিত্র-বেশে রাজাকে ছলনা নূতন।

শেষ,—

ত্রিপদী॥

রাজরানি সুকানলে মরা পুত্র করি কুলে
চলি জায় জান্নবির তিরে।
ঘোর নিসী অন্দকার দিগাদিগ চিনা ভার
ভয় পায় দেবতা অন্তরে॥

১। 'পুর' হইবে বোধ হয়।

হেন স্থানে রাজদারা স্বকে হৈয়া জ্ঞানহারা
উপনিত স্বসাণ মাজেতে।
মরা পুত্র করি কুলে বসীল জার্ন্নবির কুলে
নাহি ফেলে মায়ার জর্ন্নেতে॥
জখণ রাত্র দণ্ড ছয় হরিশ্চন্দ্র মহাসয়
ঘাটে ঘাটে ফিরে চকি দিএ।
সেহি কালে কান্দে রানি স্বর[১] হতে নৃপমনি
কহে বানি চরেরে চাহিএ॥
স্থন অহে অনুচর জায় সবে সীগ্রতর
কে আসীছে ফেলীবার মরা।
তথাতে জাইয়া সবে আমারে খবর দিবে
এক জন আসীয়া জে ত্বরা॥
নৃপতি আদেস পাইয়া চরগন জায় ধাইয়া
জেহি স্থাণে আছে রাজরানি।
দেখে জার্ন্নবির জলে মরা পুত্র করি কুলে
পরস্পর করে কানাকানি॥
সীগ্র জায় এক জণে কহ গীয়া কর্ত্তার স্থাণে
এহি জে সকল বিবরণ।
হেন কালে মহাশয় হরিশ্চন্দ্র নররায়
সেহি স্থাণে দিল দরসন॥
রাজারে দেখীয়া চর কহে করি যুরকর
দেখ আগে আপনি নয়ন।
এক স্ত্রি চোরা আইসে জলেতে দারেতে বসে
চোরি করি ফেলিবার সন্তাণ॥
স্থনি রাজা ক্রোধভরে রানির বৎসা করে
অতিসয় রাগান্নীত হৈয়া।
কুথা তোর হয় বাড়ি নির্ত্য নির্ত্য কর চোরি
আসী বোজি জায় ফেলাইয়া॥
আজি সাস্তি দিব তরে জেণ না এমণ করে
মরা ফেলী জায় পলাইয়া।
রানি বলে হায় হায় স্থন অহে মহাসয়
কটু কহ কিসের লাগীয়া॥

১। "দুর" হইবে বোধ হয়।

কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতের বানি স্থণ স্থক[১] রাজরানি
সান্ত কর পরিচয় দিয়া।
না জানিয়া নররায় তেহি তোমা কটো কয়
স্থনি রাজা মরিবে কান্দীয়া॥

পয়ার॥

ফাফর হইয়া দেখি কান্দে সকরূণে।
মৃতা দাহণের কাষ্ট দিব কুণ জণে॥
জত মৃতা পুরা কাষ্ট ফেলাইছে কুলে।
জত্ন করি আণে রানি আপনার বলে॥
আহা গোসাই মরে কি কৈল বিদাতা।
অধিক জতণে রানি সাজাইল চিতা॥
রানি বলে অহে দানি কেণ দেহ দুক্ষ।
পুত্রসুক কাতরে ফাটীয়া জায় বোক॥
কুথা হতে আইলে তোই কথা তর ঘর।
না জাণহ এহি ঘাটে আমি লই কর॥
রানি বলে একি আর ঠেকীল আপদে।
কুণ দেসে কুণ জণে মরার করি সাদে॥
নাহি মরা ফেলাইব নিব অন্ন স্থাণে।
করি লইতে বোজি করিয়াছ মণে॥
রাজা বলে ঘাটে আইলে নিয়ম আমার।
পঞ্চাস কাহণ কৈরি প্রথেক মরার॥
রানি বলে অহে দানি ছারি দেয় মরে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তিনটি ত্রিপদীর পদ আছে। রামায়ণের অন্যান্য পুথির উপাখ্যান ভাগের সহিত উদ্ধৃত অংশের মিল নাই।

১৯। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

(গঙ্গার জন্মকথা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৬। প্রতি পৃষ্ঠায়

১। 'স্থণ' হইবে বোধ হয়।

৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

অথ গঙ্গার জন্ম ॥

এক দিন দুর্ব্বাসা মুনি ভাবিয়া যন্তরে।
উপনিত হইল আসি যজধ্যা নগরে ॥
মুনি দেখি ভগিরথ উঠি দাণ্ডাইল।
জোড়হাথে মুনিবর প্রনাম করিল ॥
মুনিবর বসিতে দিলেন সিংহাসন।
তাহাতে বসিল মুনি পাতি কুসাসন ॥
মুনি বলে স্তন যহে ভগিরথ রাজন।
কোপিলের কোপে ভস্ম সাগরনন্দন ॥
তা সভাকার কিছু না হইল প্রতিকার।
গঙ্গা যানিয়া কর সভার উর্দ্ধার ॥
ভগিরথ বলে তবে যুন মহামুনি।
উর্দ্দেস পাইলে গঙ্গা আমি জে যানি ॥
মুনি বলেন গঙ্গা যাছেন ব্রহ্ম কুমণ্ডলে।
গঙ্গারে পাইবে তুমি ব্রহ্মাকে সেবিলে ॥
রাজা বলে গঙ্গা কোথা পাইল বিধাতা।
কোথা বা হইল গঙ্গা তার জন্ম কোথা ॥
মুনি বলে সুধাবানি স্তন হে রাজন।
জন্মকথা কহিলে হয় পাপ বিমোচন ॥
তম্বরা নারদ গায়ক বহুতর।
দুই জনে বিবাদ করয়ে নিরন্তর ॥
নারদ বলে তম্বরা তোমারে কই দড়।
তোমাকে অধিক আমি গায়ক বড় ॥
তম্বুরা বলে একথা কেনে কহ তুমি।
তোমাকে অধিক গায়ক বটি আমি ॥
নারদ বলে পঞ্চ মুখে সিব ভাল জানে।
... ... জাইয়া বুঝিব তার স্থানে ॥
চলিলা নারদ তম্বুরা মহামতি।
কৈলাসেতে গেলেন জেথানে পস্তুপতি ॥
বিবাদ করিয়া গোসাঞি যাইলাম দুই জনে।
আপনি কহিয়া দাও কে কমন গায়নে ॥
সিব বলেন গায়ন না বুঝি দুই জন।
চল জাই গোলকে যাছেন নারায়ন ॥
তিন জন যাইল জথা লক্ষি গদাধর।
নারায়নে লক্ষিকে বন্দিলে মহেস্বর ॥
তম্বুরা নারদ কৃষ্ণে বন্দে করপুটে।
দুই জনে দাণ্ডাইল গোবিন্দ নিকটে ॥
আমরা বিবাদ করি যাইলাম দুই জন।
তোমরা বুঝহ দোহে কেমন গায়ন ॥
আপনে বুঝহ বুঝন তিন জন।
প্রভু বলে দুহে তবে কর যালাপন ॥
প্রথমে নারদ মুনি রাগ যালাপিল।
চারি চরন রাগ পুরিতে নারিল ॥
তাহার পশ্চাতে তম্বুরা কৈল স্তুতি।
ততোধিক কৈল দোহে রাগের দুর্গতি ॥
রাগ রাগিনি আরম্ভ কৈল দুই জন।
প্রমাদ ভাবিয়া তারা করিছে ক্রন্দন ॥
হস্ত পদ ভাঙ্গিল ভাঙ্গিল কার মাথা।
প্রভুর চরনে ধরি করিছে বেগথা ॥
ছয় রাগ যাছে জুথ ছত্তিস রাগিনি।
প্রভুর বচনে গান করে যুলপ্রানি ॥

২০। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

(গঙ্গার মাহাত্ম্য)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২—১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।

গঙ্গার মাহাৰ্ত্য কথা সুন সর্ব্বজণ।
জে কথা সুনিলে হয় পাপ বিমোচণ॥
অপূর্ব্ব গঙ্গার কথা সুন সাধু ভাই।
সুনিলে সে সব কথা আপদ ছারাই॥
সাবদাণে সুণে জেবা গঙ্গার চরিত্র।
সুনিলে পাতক নাসে সরির পবিত্র॥
বিশ্বামিত্রে জজ্ঞ করে অরণ্য ভিতরে।
রাক্ষসে আসীয়া মুনির জজ্ঞ নষ্ট করে॥
রাক্ষসে কারণে মোনি বর ভয় পাইয়া।
অজধ্যাতে মহামনি গেলেন চলিয়া॥
মোনি দেখী আনন্দীত দসরথ রাজা।
পার্দ্য অড়্গ দিয়া মোনির করিলেক পুজা॥
অসেসপ্রকারে রাজা মোনিকে পুজিল।
কি কারণে আগমন রাজা জিজ্ঞাসীল॥
মোনি বলে মর কথা সুনহ রাজণ।
মর জজ্ঞ করে আসী রাক্ষসে লঙ্গন॥
সুনিআছি পুত্র জন্মিআছে জে তোমার।
রাম লক্ষন দেহ আমার জজ্ঞ রাখীবার॥
এত সুনি দসরথে পুত্র আনি দিল।
রাম লক্ষন লৈয়া মোনি হরিসে চলীল॥
ভাগীরথীর তিরে গেল তিন মাহাজণ।
গঙ্গা দেখী সানন্দীত কমললুচণ॥
মন্দ মন্দ নিস্রেতে তরঙ্গে রহে নির।
গঙ্গা দেখী রঘুনাথ পুলকে সরির॥
মনি বলে মর কথা সুন রঘুনাথ।
ভগীরথে গঙ্গাকে আনিছে প্রথীবিত॥
ব্রর্ম্মা আদি দেবে স্তোতি করে নিরান্তর।
পরিত্রাণ হেতু গঙ্গা আনিছে নৃপবর॥
রামে বলে কহ মোনি তোমার মোথে সুনি
বিস্তার করিয়া কহ মনি অপূর্ব্ব কাহিনী॥
বিস্তার করিয়া কহ মোনি অপূর্ব্ব কথন।
গঙ্গাদেবির জর্ম্ম আদি সাগরসঙ্গম॥
মনি বলে সুন রাম কমললুচণ।
কহিব গঙ্গার জর্ম্ম অপূর্ব্ব কথন॥
তোমার দক্ষীণ পদে গঙ্গার জে জর্ম্ম।
জে কথা সুনিলে লুকের রহে ধর্ম্ম॥
ভৃকু আর নারদ মনি ব্রর্ম্মার নন্দণ।
একত্রে বসীয়া করে গীত আলাপন॥
বিরাগে গাহিল গীত দুই মহামনি।
নবিন সির্জ্যণ হৈল জত রাগ রাগীনি॥
পড়িয়া রহিল রাগ চলীতে না পারে।
নারদে বলএ ভৃকু না পার গাহিবারে॥
বিরাগে গাহিলা গীত ক্ষেমা দেহ আপণে।
সুনিয়া বলীল তবে ভৃকু তপুধণে॥
আমি মন্দ তোমি আসী কর হে গাহেণ।
কি মত গায় তোমি সুনিব এখন॥
এত সুনি নারদ মোনি বলিল বচণ।
চল জাই জথা আছে দেব ত্রিলুচণ॥
সিব বিণে রাগ ব্যাক্ষা অন্ত[১] নাহি জাণে।
চলহ আমরা জাই মহাদেব স্থাণে॥
ভাল ভাল বলীয়া কহিল মহামনি।
সত্তরে চলীআ গেল জথা সুলপানি॥

ইহার পর দুই মুনি মহাদেবের নিকট গিয়া আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তদুত্তরে মহাদেব বলিলেন, এ বিষয়ে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকর্ত্তা। যেমন কথা, তেমনি কাজ; তিন জনে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। সদাশিব বিষ্ণুকে তাঁহাদের আগমনের কারণ বলিলেন। বিষ্ণু মুনিদিগকে গান করিতে অনুমতি দিলেন। মুনিরা আলাপ করিলেন; বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া এইরূপ একটা মীমাংসা করিয়া দিলেন।

১। 'অন্ন' (অন্ত) হইবে;

পঞ্চমেতে ভুকু তাল রাগে নারদ মোনি।

অতঃপর বিষ্ণু শিবকে আলাপ করিতে অনুরোধ করিলেন।

বিষ্ণুর বচণে সীব হরিস অপার।
পঞ্চমে আলাপে গীত রাগের সঞ্চার॥
সর্গ মর্ত্ত পাতালেত এক রাগ ধরিল।
সুনিআ মোহিত সব ধরনি পরিল॥
দেবঋসি মোনিঋসী জত সমোদীতে।
সুনিয়া গীতের ধ্বনি পরিল ভুমিতে॥
ব্রহ্মার মোখে বেদ নাহি গদগদ স্বর।
অচেতন হৈয়া পরে দেব পুরন্দর॥
আদিত্যাদি দিকপাল আদি সর্ব্বগণ।
চারি ভিতে পরে সবে হৈয়া অচেতণ॥
বিষ্ণুর স্বরির হৈতে ঘাম নিস্বরিল।
ব্রর্ম্মাণ্ড ছারিয়া গঙ্গা তাথে উপজিল॥
সর্ব্বাঙ্গে তিথীল ঘাম ধারা বহে স্রোতে।
জর্ম্মীল জে গঙ্গাদেবি বিষ্ণুর পদেতে॥
মস্তক হতে নিস্বরিল ঘাম বাম পায়।
কনীষ্ট অঙ্গুলীএ গঙ্গা জর্ম্মীল তথাএ॥
এহি মতে গঙ্গাদেবি মোর্ত্তিমাণ হৈল।
মোর্ত্তীমাণ দেখী গঙ্গা মহেসে ধরিল॥
জটা মর্দ্ধে গঙ্গাকে রাখীলা সুলপানি।

ইহার পর,—

কথক্ষণে চৈতণ্য পাইল দেবগন॥
বিষ্ণু বলে সুন সিব আমার বচণ।
কভু নাহি সুনি হেণ অপূর্ব্ব কথণ॥
ত্রিভুবন মোহিত তোমার অপুর্ব্ব গাহেণ।
না সুনিছি হেন গীত আমার শ্রবন॥
সর্গ মর্ত্ত পাতালেত এক রাগ ধরি।
ধন্ন ধন্ন মহাদেব দেব ত্রিপুরারি॥
বিষ্ণুর বচণে তোষ্ট দেব মহেস্বর।
পঞ্চ মোখে স্তব করে বিষ্ণুর গুচর॥
সীবে বলএ বিষ্ণু সংসারের সার।
অণন্ত ব্রর্ম্মাণ্ড স্রীষ্টী তোমার অধিকার॥
তুমার স্বরির হণে ঘাম নিস্বরিল।
ব্রর্ম্মাণ্ড ছারিয়া গঙ্গা তাহে উপজিল॥
এত বলী মহাদেব জটা বিস্তারিলা।
জটা হণে গঙ্গা দেবি ভুমিতে রাখীলা॥
ধবল বরন গঙ্গা জেণ চন্দ্র আভা।
বৈথণ্ড প্রকাস হৈল মোক্তিপদ পাবা॥
তবে গঙ্গাএ বলে সুন নারায়ন।
তোমার পদেতে হৈল আমার জনম॥
দেখীয়া গঙ্গার রূপ হরিস অন্তর।
ভাবিলা গঙ্গার বর দেব মহেস্বর॥
বিষ্ণু বলে প্রজাপতি সুন দিয়া মন।
গঙ্গাদেবির যুগ্য বর দেব পঞ্চানন॥
বিষ্ণোর বচণ সুনি ব্রর্ম্মা হরসীত।
মহাদেব যুগ্য বর নহে অণুচিত॥
ব্রর্ম্মা বলে মর কথা সুন নারায়ন।
কঙ্গা দাণ কর যুক্ত বর ত্রিলুচণ॥
গঙ্গা দেবি আর সিব হৈয়া হরসিত।
নানা য়লঙ্কারে গঙ্গা করিল ভুসিত॥
বিগ্যাধরি নাচে গন্ধর্ব্ব গায়ে গিত।
গঙ্গা বিবা করে সিব হৈয়া হরসিত॥
পুরহিত জত কর্ম্ম কহিল জানি।
সোভক্ষেনে বিবা করে দেব সোলপানি॥
জামাতারে জৌতক দিলা নানা রত্নধন।
সিব স্থানে কৈণ্যা দান কৈলা নারায়ন॥

২১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪¾ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪—১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩—১৪ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

রত্নাকরের পাপক্ষয় হইতে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানের কিয়দংশ পর্য্যন্ত আছে।

২২। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

(যযাতির পালা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—৩, ৫—৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্ক্তি। পুথি সুপ্রাচীন।

শেষ,—

রথে নঞা কুসধ্বজ চলিল সুমন্ত।
ব্যালিস বাজানা বাজে সুখের নাহি অন্ত॥
কেহ বলে সিদ্ধার্থের মুণ্ডে পড়ুগ বাজ।
কেহ ধিক্করে জজাতি মহারাজ॥
সুনিঞা সকল লোক ধিক ধিক বলে।
পবন সমান রথ সুমন্তের চলে॥
মুনি মুক্তা বিমানে সোভিছে ঝিলিমিলি।
ব্যালিস বাজনা বাজে পড়ে দামাসালি॥
সুমন্ত আইলা দেসে বেলা অবশেষ।
ঘোর ঘটা বাজনাতে পুর্ন্ন হৈল্য দেস॥
বাউবেগে বিমান সরজু হৈলা পার।
সমাচার পাইল রাজা লজ্বুস কুমার॥
বাদ্যভাণ্ড সহিত আইল মহিপতি।
দীর্ঘ হঞা কুসধ্বজে করিল প্রনতি॥
আনন্দিত হৈল রাজা সুমন্ত দেখিঞা।
আলিঙ্গন দিল রাজা বাহু প্রসারিঞা॥
রথ হৈতে কোলে কর্য্যা নামাইল রাজা।
ভক্তিভাবে করিল মমিপুত্রের পুজা॥
কুসধ্বজে নেহালিঞা দেখে ভট্টারক।
দেখিঞা সিসুর রূপ লাগিল টাটক॥
সোনার পুতলি জেন সিদ্ধার্থের পুত্র।
চন্দ্রের সমান কান্তি কান্দে জজ্ঞসুত্র॥
ললাটের উপরে সুন্দর সুভ্র ফোটা।
ঝলমল করে সিরে তাম্রবর্ন্নের জটা॥
চঞ্চল নয়ন দুটি চতুর্দ্দিগে ছুটে।
ঝলকে ঝলকে অগ্নি মুখে হৈতে উঠে॥
সুকোমল তনু তৈল্য তাম্বুল বিহিনি।
পরিধান করিয়াছে ... জিনি॥
বয়েস বৎসর আট জানে চারি বেদ।
সতত্ত করন সিসু বড়ই আবোদ॥
সুন্দর সরিরখানি বড়ই নির্ম্মল।
দেখিঞা রাজার আখি করে ছলছল॥
বাসা নিঞা ভূপতি দিলেন কুসধ্বজে।
আপুনি করিল পুজা মাল্য গন্ধরাজে॥
ভক্ষন করিতে দিল মিষ্টান্নসকল।
পান করিতে দিল পঞ্চ তির্থের জল॥
সিংহাসনে বসাঞা দিলেন নানাফুল।
আপুনি জোগায় রাজা কর্পুর তাম্বুল॥
গলায় দিলেন রাজা মুনি মুক্তা হার।
অঙ্গে অঙ্গে পরাইল নানা অলঙ্কার॥

* * * *

কৃতাঞ্জলি হৈল রাজা বসিষ্ঠের আগে।
কত জজ্ঞ সাঙ্গ হৈল আর বিধি মার্গে॥
বসিষ্ঠ বলেন পুর্ন্না দিব মহিপাল।
মুনিপুত্র নঞা কালি আসিবে সকাল॥
এত সুনি জজাতি গেলেন নিকেতন।
কির্ত্তিবাস গাইল আদ্যকাণ্ড রামায়ন॥*॥
ভবনে ভূপতি আস্যা বঞ্চিল রজনি।
অঙ্গখানি প্রভাতে উঠিলা নৃপমুনি॥
স্নান সন্ধ্যা করি রাজা সরজুর জলে।
পবিত্র হইঞা রাজা আইলা জজ্ঞসালে॥
একে একে মুনিগনে ভূপতি সম্ভাসে।
আসন করিল রাজা বসিষ্ঠের পাসে॥

কিঙ্করে আনিঞা দিলেন আগুজন।
জজ্ঞকুণ্ডে মুনিগন করেন হবন॥
জব তিল মধু ঘৃত বস্ত্র পুষ্প গন্ধ।
হেম নারিকেল দিল জজ্ঞের নির্ব্বন্ধ॥
অনলে অ'হুতি মুনি ঢালে ঘনে ঘনে।
হন হন কর‍্যা অগ্নি উঠিল গগনে॥
দসদণ্ড নিবড়িল পুর্ন্নার শময়।
রাজাকে বলেন বানি মুনি মহাশএ॥
এই বেলা আন রাজা মুনির তনয়।
আসি জেন জজ্ঞকুণ্ডে সাম্ভায় নির্ভয়॥
এত সুনি রাজা সুমন্তে আজ্ঞা দিল।
কুসধ্বজে আনিবারে সুমন্ত চলিল॥
সুমন্ত সারথি গিঞা বলে জোড়করে।
প্রবেস করহ আস্তা অগ্নির ভিতরে॥
সুনিঞা ত কুসধ্বজ হৈলা আনন্দিত।
সরজুর জলে স্নান করিল তুরিত॥
সুর্দ্ধতা হইঞা সন্ধ্যা করিলা তর্প্পন।
পাড়ে উঠিঞা পরিল দ্বিজ উত্তম বসন॥
গঙ্গামৃত্তিকার ফোটা করিলেন ভালে।
তুলসিপত্রের মালা পরিলেন গলে॥
একান্ত হইঞা বিষ্ণুপদে দিঞা চিত।
জজ্ঞসালে কুসধ্বজ হল্যা উপনিত॥
আচম্বিতে অজোধ্যাতে হৈলা ধাওাধাই।
কুসধ্বজে দেখিবারে আইলা সভাই॥
নগরিয়া লোক কাঁন্দে মুখপানে চাঞা।
পিত্যা পুত্রে দিঞাছে আপন চক্ষু খাঞা॥
মরুগ সে মাতাপিতা বড়ই নির্দ্দয়।
কোন মতে হেন বাছা কর‍্যাছে বিক্রয়॥
এইরূপ কেহো কান্দে মায়াজালে।
তনু দিতে কুসধ্বজ চলে জজ্ঞসালে॥
হুমহনি অগ্নির দেখিঞা লাগে ডর।
কুসধ্বজ ভাবেন গোবিন্দ গদাধর॥

কির্ত্তিবাস পণ্ডিত জিউন জুগে জুগে।
জার কির্ত্তি সুনিলে লোকে চমৎকার লাগে॥
(পৃ° ৭।১—৮।২)

যযাতির পালাটি প্রায়শঃ পৃথক্ পুথির আকারেই পাওয়া যায়।

২৩। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১২ × ৪১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০৫ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষর, পূর্ব্বাঞ্চলের। আদি,—

দসরথ মহারাজা সুর্য্যোকুলে খ্যাত।
তেজ বির্য্য পরাক্রম জগতে বিক্ষাত॥
দান জর্জ্জ সিল ব্রত অজদ্ধার পতি।
চারি পুত্র সনে দসরথ নৃপতি॥
ইন্দ্র সম বিক্রম পালএ প্রজাগন।
মহাসুখে বৈসে লোক অজদ্ধা ভুবন॥
ধনু ভাঙ্গি বিহা করি জনকের দেস।
চারি ভাই নিজ রার্য্যে করিলা প্রবেস॥
কসল্যা সুমিত্রা কেকই গন লইয়া।
চারি পুত্রবধু মিলা মঙ্গল করিয়া॥
চারি পুত্রবধু গেলা আপনার ঘর।
জয় মঙ্গলদ্ধনি অজধ্যা নগর॥
মনে বড় আনন্দিত রাজা দসরথ।
নানা রত্ন দিয়া দ্বিজ সম্বাসে সমস্ত॥
রাজাগন প্রজাগন করিয়া বিদায়।
কেকই মন্দিরে তবে রাজা চলি জায়॥
সিতা রামচন্দ্র হৈলা আনন্দিত মন।
বৈকণ্ঠ ভুবনে জেন লক্ষি নারায়ন॥

হেন কালে ভরথে বোলএ রাজা স্থানে।
মাতামহ সম্বাসিতে লৈয়া আছে মনে॥
রাজা বোলে জায় তুমি না কর ব্যাজ।
তুমি চারি ভাই বিনে সুন্য মর রাজ॥
শ্রীরামের পাএ ধরি ভরথে বোলয়।
মাতুল আশ্রমে আজ্ঞা কর মহাসয়॥
রামে বোলে জায় ভাই আসিব সত্তরে।
একই সরির আমি চারি সহদরে॥
মাতামহ দেশে গেলা ভরথ সত্রুঘন।
বিদ্ধ রাজার সেবা করে শ্রীরাম লক্ষন॥
ভকত বছ্‌ছলা রাম কমললোচন॥
ধন্য ধন্য বোলে জত পাত্রমিত্রগন॥
সর্ব্ব রার্য্যোখণ্ডে মিলিয়া ধরি নাম।
সর্ব্ব কার্য্যো সিদ্ধি তবে হৈল মনস্কাম॥
প্রতি ঘরে সুবর্ন্নের কুম্ভ সারি সারি।
ইন্দ্র সম রার্য্যো দেখি অজধ্যা নগরি॥
স্থানে স্থানে সর্ব্ব রার্য্যে বান্ধিল তরুন।
নানা বাদ্য বায়ে তাতে সুনিতে অতুল॥
সঙ্ক সিংহনাদ বায়ে আর ঘনে ঘন।
গগন ভরিয়া উঠে ঘণ্টার বাযন॥
শ্রীরামের পুরি তবে দেখিতে সুন্দর।
বড় বড় ঘর সব সুভিছে বিস্তর॥
তিন সত ঘর আছে পুরির ভিথর।
চিত্রে বিচিত্রে ঘর সুভে মনোহর॥

এইথানে ভরতাদি ভ্রাতৃত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ পুরীর বর্ণনা আছে। তাহার পর,—

তিন কোটি ঘর সুভে অজদ্ধানগর।
পর্ব্বত সমান গড়ে বেড়িছে নগর॥
আছউক লংহিব কেও দেখি লাগে ভয়।
সত্রুর অভেদ স্থান বড়ই দুর্দ্ধর্ষ॥
আনন্দে আছএ রাজা পরম সন্তসে।
অহনিসি রঘুনাথ থাকে তান পাসে॥
অনুক্ষন রামমুখ করে নিরক্ষন।
রামচন্দ্র বিনে তান আন নাহি মন॥
মন্ত্রনা করিয়া তবে সব প্রজাগনে।
হস্ত জুড় করি কহে নৃপতির স্থানে॥
বিদ্ধ বএস তুমার কহিল এখন।
রার্য্যো অধিকার তুমার কুন প্রয়জন॥
এতেকে আমারা সবে করি নিবেদন।
রঘুনাথ রাজা কর দেখি সর্ব্বজন॥
এত সুনি দসরথ আনন্দিত মনে।
প্রজাগন প্রসংসা করিলা ততক্ষনে॥
প্রজাগনের বাক্য রাজা হরসিত মনে।
কসল্যার পুরে রাজা গেলেন তথনে॥
কসল্যা সুমিত্রা আর কেকইর স্থানে।
জিজ্ঞাসা করিলা রাজা হরসিত মনে॥
শ্রীরামরে রাজা করিবারে লয় মন।
ধন্য ধন্য বোলি তারা বোলিলা তথন॥

মধ্য,—

নাচাড়ি॥

প্রানি দহে সদায় বনবাসে রাম জায়
পাথরে বান্ধিমু মর হিয়া।
মতি মর হৈল নাস পুত্র দিলু বনবাস
এই দুঃক্ষে মরিমু পুড়িয়া॥১॥
হাহা রে দারুন বিধি রামচন্দ্র হেন নিধি
দিয়া কেনে নিলে অকস্মাত।
হেন হৈল মর বুদ্ধি স্ত্রির বাক্যে হইলু বন্দি
আচম্বিত হৈল বজ্রাঘাত॥ ২॥
কি ক্ষেনে পাপিনি ঘরে কুন বুদ্ধি দিল মরে
কেমে সত্য কৈলু তাইর সনে।
কি মর বসতি বাস জিবনের নাহি আস
জথনে শ্রীরাম গৈলা বনে॥ ৩॥
কিবা হৈল মরে দিয়া কেমনে ধরাইমু হিয়া
কেনে মর হৈল মতিনাস।

আমার কর্ম্মের ছিন বুঝিলু তাহার চিহ্ন
নাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস ॥ ৪ ॥
(পৃ° ২৬১—২৬২)

ইহার পর রামচন্দ্রের বনগমন, গুহক-সমাগম, ভরদ্বাজ-আশ্রম-দর্শন, চিত্রকূটপর্ব্বতে অবস্থান, কাকের এক চক্ষু বিদ্ধকরণ এবং দশরথের মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর কৌশল্যার বিলাপ,—

উঠ উঠ আরে প্রভু রে
উঠ প্রভু শ্রীরামজনক।
রামসোকে মৈলা তুমি কি কর্ম্ম করিমু আমি
কুন বুদ্ধি দিয়া জায় মক ॥ ১ ॥
উঠ প্রভু অজধ্যার নাথ।
সতিনির পুত্র জতেক কেকইরে পালিবেক
আমারে সপিলা কার হাথ ॥ ২ ॥
উঠ প্রভু প্রানের ইস্বর।
বিধি তুমা হৈলা বাম বনেতে পাঠাইলা রাম
এই বদ কেকই উপর ॥ ৩ ॥
উঠ প্রভু সুর্য্যবংসমনি।
তপস্যার কারন পুত্র পাইলা মহাজন
তার হস্তে না পাইলা আগুনি ॥ ৪ ॥
উঠ প্রভু বৈস সিংহাসনে।
রাজকাজ জথুচিত কেকইর কর হিত
আমি সব পালিবেক কুনে ॥ ৫ ॥
উঠিয়া শ্রীরামের কথা সুন।
হৈল দুক্ষ এত বড় মুই ত অভাগি দড়
মর দুক্ষ হইল দ্বিগুন ॥ ৬ ॥
উঠিয়া না কহ কেনে কথা।
তিন গৃহে তিন নারি গেলা প্রভু পরিহরি
আমি সব মরিমু সর্ব্বথা ॥ ৭ ॥
মহাসোকে করএ কান্দন।
সুমিত্রা লক্ষনের মায় কান্দে করি দির্ঘরায়
কির্ত্তিবাসে ভনে রামায়ন ॥ ৮ ॥
(পৃ° ৩৮১)

অন্ত,—

প্রজা সম্বদিয়া পুনি রামচন্দ্রে বোলে ॥
চল চল প্রজাগন না করিয় ব্যাজ।
আমার সপত জদি বোল আর কাজ ॥
রামবাক্যে প্রজা সবে তুলিলেক গায়।
শ্রীরাম লক্ষন সিতার বন্দিলেক পায় ॥
ভরথ সক্রঘনে তবে শ্রীরাম বন্দিয়া।
সিতার চরন বন্দে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
রামচন্দ্রে লইলা বসিষ্ঠ পদধুলি।
সম্বাসিলা ব্রাহ্মনে আপনা গায় তুলি ॥
বিদায় করিলা তবে রাম ক্রিসিকেস।
কান্দিয়া কান্দিয়া প্রজা চলে নিজ দেস ॥
কত দিনে সর্ব্ব সুন্য গেলা অজদ্ধাত।
পাত্র মিত্র পুরহিত মিলিলা সভাত ॥
ছত্র নিয়া রাখিলেক সিংহদ্বারেতে।
নমস্কার ছত্রেতে করএ প্রজা জতে ॥
সিংহাসন রাখিলেক সোভা বিদ্যমান।
উপরে পানাই থৈল রাজার সমান ॥
পানাইতে প্রজাগনে করে নিবেদন।
এই মতে রার্য্যে আছে কেকইনন্দন ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের কণ্ঠে সরস্বতি।
অজধ্যাকাণ্ডের কথা হইল সমাপ্তি ॥

২৪। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩—৭৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আদি,—

মাএ মেলানি করি লড়ে দুই সহোদর।
রামে বিদায় হৈতে গেলা শ্রীরামের ঘর॥
দেখিলেন রামচন্দ্র জানকি সহিত।
নমস্কার হৈল ভরথ সান্তবিহিত॥
দুই ভাইকে দিলা রাম বসিতে আসন।
সিতা দেবি দিলা তাথে আসিষ বচন॥
আপনার কথা ভরথ কহেন রামের পাসে।
মাতামহের ঘর জাই বাপের আদেসে॥
মেলানি মাগিতে আমি আল্যাঙ তোমার স্থান।
আপনে জানিঞা কর আমার কল্যান॥
রামে বলেন জনকবাক্য কেহো নাহি ঠেলে।
পরম হরিসে জায় আসিহ কুসলে॥
জাইবারে রামচন্দ্র দিল অনুমতি।
লক্ষ্মন সম্ভাসে তখন ভরথ মহামতি॥
জত দিন থাকিব আমি মাতামহের দেসে।
তাবদ থাকিহ তুমি শ্রীরামের পাসে॥
একচিত্তে ভাব্য তুমি রামের চরন।
আমার সংহতি জাব বির সত্রুর্ঘন॥
রামে প্রনমিঞা ভরথ করিল গমন।
পশ্চাতে নিলেন নাগ সুমিত্রানন্দন॥
হরিসে বিদায় কৈল রাজা দসরথে।
প্রভাতে মেলানি হয়্যা চড়ে গিয়া রথে॥
রথেতে চাপিয়া বির নড়ে সিগ্রগতি।
কেকুএর দেস জান ব্রাহ্মনসংহতি॥
সত্রুর্ঘন কোঙর জান ভরথের দোসর।
পাছু লাগ নিল তবে জত অনুচর॥
পবনবেগে জায় রথ তারা হেন ছুটে।
কত নদ নদি পর্ব্বত এড়াল্য গুটে গুটে॥
কত দুর গিয়া পাইল কেকুইর পুর।
পাহাড় জঙ্গম ডাঙ্গা এড়াল্য প্রচুর॥
আনন্দে করিল মাতামোহ দরসন।
তা দেখিয়া তুষ্ট হল্য জত পাত্রগন॥
রাজ অন্তপুর তবে গেলা দুই ভাই।
তোথা গিয়া সম্ভাসিল রাজ মহাদ্দাই॥
ভরত দেখিয়া খণ্ডে সভাকার দুখ।
দিনে দিনে ভরথ তোথা করে নানা সুখ॥
মাতামোহের দেস গেলা ভরথ সত্রুর্গন।
সকল বাত্রা পায় হোথা আকাসে দেবগন॥
মারিব রাবন রাম পাঠাইব বন।
ভরথ থাকিলে কায্য নহে সুষোভন॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত সকল বুঝে কাজ।
রাবন মারি তুষ্ট করিব দেবের সমাঝ॥

মধ্য,—

রাগ পাহিড়া॥

মুছিয়া আখির পানি সুমিত্রা রাজার রানি
লক্ষনে আসিঞা কৈল কোলে।
চান্দ্র মুখ হেরি হেরি বদনে চুম্বন করি
নিস্বাস ছাড়িয়া কিছু বলে॥
পরিহরি জগজনে জাবে হে রামের সনে
ই সব সম্পদ থুয়্যা ঘরে।
নিছনি জাইএ তোর সফল জিবন মোর
তুমা পুত্র ধরিঞা উদরে॥
মনে না করিহ তাপ ছাড়্যা জাই মা বাপ
না দেখিব অজোধ্যা ভুবন।
জে তুমার বাপ মা তার সনে বন জা
অজোধ্যা হইব সেই বন॥
জেখানে করিবে বাসা ছাড়িয়া জিবনের আসা
রামের কহিল আবরন।
* * *
এই সর্ত্য করিহ পালন॥
পড়িয়া মঙ্গলবানি সুমিত্রা রাজার রানি
লক্ষনে দিলেন আসির্ব্বাদ।

মেলানি দিলাঙ বনে [জাহ] বাপু রাম সনে
ইথে মোর নাহিথ বিসাদ ॥
সুমিত্রার বোল সুনি আর [আর] জত রানি
সুমিত্রার বদন সভে আর[১] ।
বানিকণ্ঠ মনে মনে ... ইহা ভাবি রাত্রিদিনে
প্রানের লক্ষন ছাড়্যা জায় ॥ (পৃ° ৪৩।২)

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথিতে মাঝে-মাঝে বাণীকণ্ঠ, মধুকণ্ঠ প্রভৃতির ভণিতা পাওয়া যায়।

অন্ত,—

দিঘল দা হাথে করি জত বনঝোড়া।
লেখা জথা নাহি জত চলে হাথি ঘোড়া ॥
সাল পিয়াল লোধ পথে জাইতে ঝুড়ে।
ডালে মুলে বৃক্ষ কত সিকড় উপাড়ে ॥
খালি জুলি ভাঙ্গিয়া পথ করিল সোসরে।
লক্ষ লক্ষ লোক বাছে পথের ঝিকর ॥
সন্ন্য সামন্ত জায় আজ্ঞা সেনাপতি।
রাউত মাহুত আজি পাইক পদাতি ॥
ঢালি ধনুকি লড়ে প্রচণ্ড প্রতাপ।
বড় বড় বির চলে জেন কাল সাপ ॥
সাজ সাজ বলিঞা হইল গণ্ডগোল।
না জানি নিশ্চয় বাজে কত ঢাক ঢোল ॥
দুন্দুবি কাহাল বাজে দামায় ঘন কাঠি।
উঠের পিঠে নানা জন্ত্র চলে কোটী কোটী ॥
সুবর্ন্ন কলস তাহে পতকা উড়্যা জায়।
নর্ত্তকে নিত্য করিছে গাএনে গিত গায় ॥
অষ্টসত রানি জায় ছাড়িয়া অন্তপরি।
ছোট বড় লড়ে জত অজোধ্যা নগরি ॥
কৌসল্যা সুমিত্রা লড়িল দুই জন।
কৈকৈ না জ্যাতে চাহে লজ্জার কারন ॥
বসিষ্ট আদি চলিল জতেক মুনিগন।
ব্রাহ্মনি সহিতে [জায় কতে] ক ব্রাহ্মন ॥
সুভক্ষনে রথে চড়ি ভরথ দেস ছাড়ে।
ত্রিস জোজনের পথ দিঘে জুড়ে ॥
কথক দুর গিয়া ভরথ বসিল দেয়ানে।
হেন কালে বসিষ্ট কহে ভরতের স্থানে ॥
আপনে আসিয়া জদি বিধাতা ... ।
... ... এই দেসে ॥
রার্য্য সন্ন্য কর্য্যা জাহ আপনার মনে।
সন্ন্যকার পায়্যা পাছে লেই অন্য জনে ॥
বাপের সত্য পালিতে রাম ফিরে বনে বন।
আনি [তে] নারিবে কেহু দুখের ভাজন ॥
ভরত বলেন তুমি কিসের পুরহিত।
রাম আনিবারে কথা কহ অনোচিত ॥
তোমার চরনে আমি করি পরিহার।
ই হেন কুচ্ছিত বোল না বলিহ আর ॥
জুক্তি দিয়া ভরথের নারিল রাখিতে।
শ্রীরাম আনিতে তখন লড়িল তুরিত ॥
কৌসল্যা সুমিত্রা সঙ্গে নয়া সত্রুঘ্নন।
শ্রীরাম আনিতে সভে চলিল কানন ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের সরষ বচন।
রামচরিত্র সুনিলে পাপ হয় বিমোচন ॥

২৫। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, হুগলী

১। 'চায়' হইবে।

আদি,—

অজোর্ধ্যাকাণ্ডো লিক্ষ্যতে।
বের্দ্ধকালে দসরথের পাকেছে মাথার কেস।
সুক্ল মাল্য পরে রাজা সুক্ল সর্ব্ব বেস॥
হস্তি ঘোড়া নানা রত্ন দিয়া নানা ধন।
বিভার জৌতুক লয়্যা আইল দেবগন॥
রামের তরে জৌতুক দিলান দেবগন।
মহারাজা দসরথ অজোধ্যা ভুবন॥
জতো জতো রাজা আছে ভারথ ভিতর।
রাজচক্রবর্ত্তি তুমি সভার ভিতর॥
এক ভিক্ষ্যা চাহি আমরা তোমার ঠাঞি।
শ্রীরাম রাজা করিলে সভে তুষ্টু হইয়া জাই॥
পঞ্চদস বৎসরে রাম নানা বুর্দ্ধি ধরে।
তাড়কা রাক্ষসি বধ করে একশ্বরে॥
সকল রাক্ষস আসি মুনিকে করে নাস।
এক বানে হেন রাক্ষস করিলা বিনাস॥
মহাদেবের ধনুক ছিলা জনকের ঘরে।
তাহা দেখি দেব দানব সভে কাঁপে ডরে॥
সংসারের রাজা আইল তাহে গুন দিতে।
গুন দিবার কাজ থাকুক না পারে লাড়িতে
শ্রীরামচন্দ্র আসি গুন দিলেন ধনুকে।
কন্ন্যা দান কৈল জনক পরম কৌতুকে॥
ত্রিভুবন কাঁপে রাজা পরুসরামের বানে।
হেন পরুসরাম শ্রীরাম জিনিলেক রনে॥
জার বানে ত্রিভুবন কম্পিত বাসুকি।
হেন রাম রাজা হইলে নির্ভয়েতে থাকি॥
দেবগনের বাক্য সুনি হরিস অন্তরে।
জোড়হস্তে দেবগনে পরিহার করে॥
আজ্ঞা হউক রাজা করি দেহ সুভাক্ষনে।
শ্রীরাম রাজা হউক দেখি আপন নয়ানে॥
হেন কালে বসিষ্ট করিল সুভাক্ষান।
পুষ্যা নবমি বসন্ত মধুমাস নিয়ম॥
এতেক সুনিঞা সভে দিল অনুমতি।
অজুধ্যায় রাজা হন রঘুবংসের পতি॥
রাজা বলে অধিবাসের জত দির্ব্ব লাগে।
সকল দির্ব্ব আনিঞা জুগায় পাত্রভাগে॥
মঙ্গল দিব্য জত সাস্ত্রের বিধান।
সকল দির্ব্ব আনি দেহ বসিষ্টের স্থান॥
রাজা বলে কহি সুন সুমন্ত সারথি।
রথে চড়ি রামচন্দ্রে আন সিঘ্রগতি॥
রাজ আজ্ঞায় সারথি গেল রামের স্থানে।
তোমারে দেখিতে রাজা ডাকিলেন আপনে॥
রথে চড়ি রামচন্দ্র পিতার পদ বন্দে।
রামেরে নিহালে রাজা পরম সানন্দে॥
সিংহাসনে বসিলা রাম পরম কৌতুকে।
চন্দ্র সুর্য্য উদয় জেন দেখে সর্ব্বলোকে॥
রাজা বলে সুন বাপু রাজিবলোচন।
রাজা হইয়া করো বাপু রার্য্যের পালন॥
সহস্র বৎসর রার্য্য কৈনু কুতুহলে।
তোমা হেন পুত্র পাইলাম বহু তপের ফলে॥
মনেতে জানিল রাজা নিকট মরন।
মনের কথা কার তরে না কহে রাজন॥

মধ্য,—

তিন দিন ছিল রাম চণ্ডালের দেসে।
পাতকালে গঙ্গাপার জান বোনবাসে॥
প্রাতকাল নৌকা গোহা করিল সাজন।
পার করি দিল কুলে উঠিল তিন জন॥
মধে সিতা আগে পাছে জায় দুই বির।
দুই কোস পথ বাহি জান গঙ্গার তির॥
গঙ্গাপার কর্য়া গুহা হৈয়্যা করপুট।
ভরদ্বাজের আশ্রম পর্ব্বত চিত্রকুট॥
রাম লক্ষন দুই ভাই দুর্জ্জয় বিক্রম।
উত্তরিলা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম॥

কোলাকুলি আলিঙ্গন দুই সহদরে।
রাম লক্ষন সিতা বন্দি গুহা আইল ঘরে॥
ভরদ্বাজের আশ্রমে শ্রীরাম উপনিত।
দুরে হইতে রূপ দেখি হইলেন চিন্তিত॥
অনুমান করে জত মনিকন্যাগন।
এমত অপূর্ব্ব রূপ না দিখি কথন॥
আগে পাছে পুরুস রূপের নাঞি সিমা।
মধ্যখানে কন্যা জেন সোনার পিৃতিমা॥
ভিক্ষুক ভিক্ষারি বুঝি আইসে বনপথে।
ভিখারি হইলে স্ত্রি আনিবে কেন সাথে॥
তিতিক্ষা করিয়া বুঝি প্রবেসিলে বন।
সে হইলে থাকিবে কেন হাথে শ্বরাসন॥
রাজপুত্র হবে হেন দেখি রূপের ছটা।
সে হইলে থাকিবে কেন মস্তকেতে জটা॥
অরন্যে ভ্রময়ে ব্যাধ সহিত বনিতা।
তা হইলে থাকিবে কেন গলায় পইতা॥
মুনির আশ্রম পুন্যস্থল অনুপাম।
কে আইসে লখিতে নারি নবঘনস্যাম॥
মানকন্যাগন সভে করে অনুমান।
ভরদ্বাজের পুরে রাম বিষ্ণু অধিষ্ঠান॥
ভরদ্বাজ বন্দি রাম কহেন বিনয়।
মনি গোসাঞি সুনহ আমার পরিচয়॥
অজুধ্যায় স্থিতি আমার দসরথ পিতা।
অনজ লক্ষন সঙ্গে আর প্রিয়া সিতা॥
বাপের সত্য পালিতে আসিছি মুনিবর।
অরন্যে বঞ্চিতে হবে চোদ্দ বৎসর॥

(পৃ০ ২৭।২-২৮।১)

অন্য,—

বটবৃক্ষে ডাকিয়া বলেন লক্ষন ধানুকি।
তুমি জান পিণ্ডি দিলা সিতা চন্দ্রামুখি॥
বট বৃক্ষ্য বলেন সুন ঠাকুর লক্ষন।
অমন সাক্ষি প্রভু আমি না দিব কখন॥
রামের বামে সিতা ডাড়ান আমি দেখিব নয়ানে।
তবে আমি তাহার সাক্ষি দিব বিদ্যমানে॥
বৃক্ষের কথা সুনিঞা সিতার আনন্দিত মন।
রামের বামেতে সিতা ডাড়াইল্যান তখন॥
জুগল রূপ বটবৃক্ষ দেখিয়া নয়ানে।
জোড়হস্তে বৃক্ষ্য বলে রাম বিদ্যমানে॥
তোমার চরনে প্রভু মোর নিবেদন।
চিন্তামনি নাম তুমি ধর কি কারন॥
দয়াময় নাম তোমার সর্ব্ব লোকে কয়।
দুখি দারিদ্রে তরায়্যা নাম দয়াময়॥
স্থাপর জঙ্গম আদি জতো জিবগন।
সর্ব্ব জিবেতে তুমি আছ নারায়ন॥
জগৎ সংসারের চিন্তা কর নাম চিন্তামনি।
সিতা পিণ্ড দিলা কিনা না জান রঘুমনি॥
চিন্তামনি নামে তোমার কলঙ্ক রহিল।
আজি হৈতে চিন্তামুনি নামটি তোমার গেল॥
আপ্তবিখ্যাতি রাম হয়্যাছ আপনি।
মায়ায় মানুস হৈয়্যা কিছু নাঞিকো জানি॥
বালির পিণ্ড দিল সিতা আসিয়া এই স্থানে।
পিণ্ড খাইয়্যা গেল রাজা সর্গ ভুবনে॥
বৃক্ষের কথায় লজ্জ্যা পাইলান রঘুবর।
চিরজিবি হয় বট অক্ষয় অমর॥
বৃক্ষেরে বর দিলা সিতা পরম পিরিতি।
সুসিতল সুন্দর থাকুক তোমার জুতি॥
রাম বলে ধন্য ধন্য সিতা ত সুন্দরি।
তোমা হৈতে পিতা আমার গেল স্বর্গপুরি॥
এক রাত্রি বঞ্চিল রাম সেই তরুতলে।
প্রাতকালে তিন জন দক্ষিন দিগ চলে॥
পঞ্চবটি নামে তির্থ আছে বোনের ভিতর।
সেইখানে গেলা তবে রাম রঘুবর॥
পঞ্চবটিতে কুড়ে বন্দিলা লক্ষন।
বোনবাসে সেইখানে রহিলা নারায়ন॥

কিত্তিবাস পণ্ডিতের জর্ম্ম সুভাক্ষন।
অজুধ্যাকাণ্ড সংপুর্ন্ন গাইলা রামায়ন॥
দুই কাণ্ড সুনিলে সকল বন্ধুজন।
ত্রিতিয় কাণ্ডে অরন্ন্যে সুনিহ সর্ব্বজন॥
ইতি অজুধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত॥

২৬। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ৯½×৩½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৪২, ৪৫-৫১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৮৮ সাল (পৃ° ৩১।১)। খণ্ডিত।

আদি,—

সুমন্ত আনিয়া রাজা বলিলা বচন।
সিগ্রগতি আনহ বসিষ্ঠ তপধন॥
দেসে দেসে বার্ত্তা দেও জানাও সব প্রজা।
অদ্য রামের অধিবাস কল্লি হবেন রাজা॥
রাজা হইতে জে জে দির্ব্য লাগে আর।
সকল আনাও তুমি সাক্ষাতে আমার॥
জেন মতে আদেস করিলা নরপতি।
সকল কর্ম্ম করিলা সুমন্ত সারথি॥
আসীলা বসিষ্ঠ মুনি ব্রহ্মার নন্দন।
প্রনাম করিয়া রাজা দিলা সিঙ্গাসন॥
জোড়হস্তে নরপতি কহে মুনিপাষ।
কল্লি রাম হবেন রাজা [অদ্য] অধিবাস॥
এ কথা সুনিয়া মুনি হরসিত মন।
দেব(বেদ)ধনি তখনে করিলা তপধন॥
শ্রীরাম আনিয়া রাজা বোলিলা বচন।
রাজা হইয়া কর বাপু রার্জ্যের পালন॥
রাজার বচনে রাম হরসিত মন।
সত্তরে চলিয়া গেলা মাত্রী দরসন॥
জোড়হস্তে রঘুনাথ কহে সব কথা।
রাজা হইতে আর্জ্ঞা মোরে করিছেন পীতা॥
শুনিয়া হইল রানির প্রসন্ন বদন।
শ্রীরাম ধরিয়া রানী দিলা আলিঙ্গন॥
আপনার শ্রী রাজা দিয়াছেন তোমায়ে।
রাজা হইয়া রাজ্য রক্ষ্যা কর সাবহিতে॥
এতেক সুনিয়া রাম প্রসর্ন্ন বদন।
লক্ষনেরে সম্মোদিয়া বলিলা বচন॥
আমি রাজা হইব ভাই তুমী যুবরাজ।
ভরত ভাই করিবেন জত রাজকাজ॥
কনিষ্ট সক্রঘন ভাই প্রানের দোসর।
সর্ব্বক্ষন থাকীবা ভাই আমার গোচর॥
এতেক বলিলা রাম লক্ষনের পাষ।
সত্তরে চলিলা রাম সিতার সাক্ষাত॥
(পৃ° ২।২-৩।২)

অন্ত,—

শ্রীরাম বোলেন মাতা স্থীর কর মন।
মির্থা ক[া]জে এত সোক পাও কি কারন॥
বিধবা লক্ষন মাতা কেন দেখা তোমারে।
বাপুর তত্য মাতা কহক আমারে॥
এতেক শুনিয়া রানী রামের উর্ত্তর।
তোমার কারনে রাজা মিত্তু কলেবর॥
এতেক শুনিয়া রাম হইল মুশ্চিত।
বাপু বাপু বলিয়া রাম পরিলা ভুমিত॥
আর না দেখীলাম বাপু তোমার চরন।
আর না শুনিলাম তোমার মধুর বচন॥
আমার কারন বাপু ছাড়িলা জিবন।
আমা দিয়া না হইল বাপু শ্রার্দ্ধ দাহন॥
পুত্রের আসা মুনিস্যে করে কি কারন।
আমি পুত্র হেতু কেবীল তেজীলা জীবন॥
এতেক বুলিয়া রাম হইলা অচেতন।
সান্ত করিলা তবে বসিষ্ট তপধন॥

স্থির কর মহাপ্রভু না কর ক্রন্দন।
বিধাতা নির্ব্বন্দ কিছ না জাএ খণ্ডন॥
বিধির বিধাতা তোমী দেব নারায়ন।
আপু বিস্মতি তোমী না জান কারন॥
মায়া ছাড়ি কর রাজার শ্রার্দ্ধ তর্পন।
তোমী পুত্র হেতু হউক সর্গে আগমন॥
(পৃঃ ৫০।২-৫১।১)

—

২৭। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৬×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৪১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ ১২ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ।

আদি,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাশে।
অজোধ্যাকাণ্ড রচিতে করিল অভিলাশে॥
অজোধ্যাকাণ্ড যুনিলে ভাই পাসান বিদুরে।
জেই সন্তাপে রাজা দসরথ মরে॥
প্রাতস্রান করিল দসরথ রাজা।
দেবলোকের পিত্রিলোকের করিলেন পুজা॥
গৌর বর্ণ ধরে রাজা যুক্ল উত্তরি।
চন্দনে ভুশিত রাজা যুক্ল বস্ত্র পরি॥
বৃর্দ্ধকালে রাজার পাকিল মাথার কেশ।
সুক্ল মাল্য পরে রাজা যুক্ল সকল বেশ॥
রাজ্য রক্ষ্যা করে রাজা বশি সিংহাশনে।
চতুর্দ্দিগের রাজা আইল নৃপতি সম্ভাশনে॥
হস্তি ঘোড়া নানা দৃব্য রাজ অভরন।
রামে বিভার জৌতুক আনিল রাজাগন॥
দসরথে প্রনাম করে করি জোড়হাত।
মহারাজা দসরথ তুমি সভার নাথ॥
জত জত রাজা আছে পৃথিবি ভিতরে।
রাজচক্রবর্ত্তী তুমি সভার উপরে॥
এক দান মাগিতে রাজা বড় ভয় বাশী।
শ্রীরাম [রা]জা হইলে নিলয় হইয়া বশি॥
দসরথ বির্দ্ধমানে রাম পঞ্চঝুটি ধরে।
তারকা রাক্ষশি মরে শ্রীরামের সরে॥
রাক্ষশ সব আশিয়া মুনির যজ্ঞ করিত নাশ
হেন সব রাক্ষশে রাম করিল বিনাশ॥
মহাদেবের ধনুক ছীল জন[ক] রাজার ঘরে।
তাহা দেখিঞা দেবতা গন্ধর্ব্ব…ডরে॥

এই পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রথম পাতাখানি এক হাতের এবং বাকী সমস্ত পুথিখানি অপর হাতের লেখা। ইহার পর,—

সংসারের রাজা আইল তাহাতে গুন দিতে।
গুন দিবার কাজ থাকুক নারিল নাড়িতে॥
শ্রীরাম আসিয়া গুন দিলেন ধনুকে।
কন্যা দান করেন জনক পরম কৌতুকে॥
ত্রিভুবনের ক্ষেত্রি কাপে পরসুরামের নামে।
হেন পরসুরাম রাজাএ জিনিল শ্রীরামে॥
মনে আসয় করি সভে শ্রীরাম রাজা
করিয়া রাখি।
রামের নামে ত্রিভূবন কম্পিত বাসুকি॥
অন্তরে হরিস রাজা সুনিঞা সভার বচন।
বাক্য ছলে বুঝিল রাজা সভাকার মন॥

অন্ত,—

বিসিস্ট বিদায় হইলা শ্রীরামের স্তানে।
তিনজন নমস্কার হইলা মুনির চরনে॥
রায্যখণ্ড লয়্যা ভরথ আইলা নিজ দেসে।
অজোধ্যাকে আইলা ভরথ চারি দিবসে॥
অজোধ্যাকে আইলা ভরথ দিন অবসান।
উপবাসে রহিলা ভরথ নাঞি স্রান দান॥

পুরি সমেত কান্দিয়া পুহাইল রজনি।
প্রভাত সমএ ভরথ পাত্র মিত্র আনি॥
ভরথ বলেন বসিস্‌ট মুনি করহ অবধান।
জেস্‌ট থাকিতে কনেস্টে রাজা নাঞিক বিধান॥
চরনপাদুকা রাম পাঠাইলা দেসে।
দুই পাদুকা রাজা করি যুক্তি মোর আইসে॥
বসিস্‌ট বলেন ভাল যুক্তি করিয়াছ মনে।
দুই পাদুকা রাজা করি রাখ্য কর সাবধানে॥
রত্ন সিংহাসনে পাতিলেন নেতের বসন।
ছত্র চামর তাতে করিল সাজন॥
চিত্র বিচিত্র তাতে সাজন নানা বেস।
তাহার উপর পাদুকা থুয়্যা করিল অভিসেক॥
সকল মুনি লয়্যা করিল বেদধ্বনি।
অজোধ্যা নগরে তখন রামজয় সুনি॥
দণ্ডবত করিল ভরথ রাখ্য সমেতে।
পাদুকা রাজা করিয়া রাখ্য করিল ভরথে॥
রঘুনাথ করিয়াছেন জেমন আচার।
গাছের বাকল পরিয়া রহিল সংসার॥
অজোধ্যার জত লোক তপস্বির বেস ধরি।
চৌদ্দ বৎসর রহিলা গাছের বাকল পরি॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত করিল লোকের হিত।
লোক তরাইতে করিল রামায়ন গিত॥

২৮। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—পুথির আড়া ও কাগজ দুই রকম; ২-১৭ পত্র পর্য্যন্ত ১১$\frac{3}{4}$×৪$\frac{1}{2}$ এবং ১৮-৩৬ পত্র পর্য্যন্ত ১৩$\frac{3}{4}$×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—৩৬, প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—১১ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আদি,—

প্রবাল পাথর দিল না জায় গনন।
নানা সামিগ্র দিল কৈকৈ রাজন॥
বিদায় করিয়া দেন পুরাধা ব্রহ্মন॥
বিদায় হইয়া দ্বিজ জান নিজ ঘরে।
এস্যা উপস্তিত হল্যা অজুধ্যা নগরে॥
সিংহাসনে বস্যে আছে অজের নন্দন।
রাজার দুয়ারে বিপ্র দিলা দরসন॥
মাধব নামেতে দুয়ারি আছে রাজার দুয়ারে।
হেন কালে ব্রাহ্মন গেল তাহার বরাবরে॥
ব্রাহ্মন বলেন দ্বারি সুন জে বচন।
এই কথা কহগা রাজার দরসন॥
এই কথা কহগা রাজার বরাবরে।
কৈকৈ রাজার পুরহিত আইল তোমার দুয়ারে॥
মাধব নামেতে দ্বারি রাজায় নয়াঁয় মাথা।
কৈকৈ রাজার পুরহিত আইল তার সুন কথা॥
এ কথা সুনিয়া রাজা করিছে আদেষ।
কি হেতু আইল দ্বিজ জানহ বিসেষ॥
এ কথা সুনিয়া দ্বারি করিল গমন।
সেই ব্রাহ্মনের নিকটে জায়্যা দিল দরসন॥
গলে বস্ত্র দিয়া রাজা বন্দিল চরন।
কোথা হইতে মহাশয় করেছ গমন॥
আমারে পাঠাইলেন জে কৈকৈ রাজন।
চারি বংসে তোমার ঘরে জন্মিয়াছেন ভগবান॥
তাঁহাকে দেখিবেন কৈকৈ বলবান॥
দস সহস্র ঘোড়া দিল সিন্দুর বরন।
অমুল্য পাথর দিল না জায় গনন॥
সুধাও আদি জতেক দিল বন্ধুজন।
সভাকার কল্যান কহিছেন ব্রাহ্মন॥

দরসথ বলে তবে যুন মহাবলে।
সম্বুর সাস্তুড়ি আমার আছেন কুসলে॥
কুসলে আছেন তোমার সম্বুর সাস্তুড়ি।
ব্রাহ্মন বলেন রাজা নিবেদন করি॥
কুসলে আছেন তাঁর বন্ধুবান্ধবগন।
এ কথা যুনিয়া রাজার আনন্দিত মন॥
আমার হিয়ার হিয়া রাম নয়ানের [তারা]।
এক তিল না দেখিলে রাম হই হারা॥
রামের লাগিয়া হর গৌরি আরাধিল।
অনেক জতনে আমি রামধন পাইল॥
সম্বুরের বাক্য অন্যথা করিতে নারি।
ভরথ দিয়া তোষগা কৈকৈ অধিকারি॥
ভরথে ডাকিয়া রাজা করিছেন আদেষ।
মাতামহের দেষ জাও করিয়া যুবেষ॥

ভরথ ও শত্রুঘ্ন সকলের নিকট বিদায় লইয়া কেকয় প্রদেশে যাত্রা করিলেন। জরা-বার্দ্ধক্য জন্য দশরথ অনেক সময় অন্তঃপুরে থাকেন। রাম লক্ষ্মণের সাহায্যে সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইত্যবসরে এক দিন প্রজারা রামকে রাজা করিতে হইবে বলিয়া মহারাজকে জড়াইয়া ধরিল। দশরথ সানন্দে স্বীকৃত হইলেন এবং অনুরূপ আয়োজনের আদেশ দিলেন।

অন্ত,—

এ কথা সুনিয়া রাম ক্রোধে সাত তাল।
বনেতে আসিয়া ভরথ বাড়ালি জোনঞ্জাল॥
ক্রোধ জেই মাত্র করিলেন নারায়ন।
নিসব্দে রহিলেন তবে ভরথ বিচক্ষন॥
রাম বলেন সুন ভরথ রাজরিসি।
চন্দ বৎসরকে আমি চন্দ দণ্ড বাসি॥
পালন করিহ তবে জত মাতৃগন।
পালন করিহ জে অজুধ্যার প্রজাগন॥
বিদায় হইয়া চলিয়া জাও দেস।
এ স্থান ছাড়িয়া আমি জাই বনবাস।
এই কথা জেই মাত্র রামচন্দ্র বলে।
কান্দিতে লাগিলা রামের মাতৃ সকলে॥
একে একে বিদায় হইছেন মুনিগন।
বিদায় হইছেন ভরথ সত্রুঘন॥
রথেতে চড়েন সভে রামকে দেখিয়া।
কান্দিতে লাগিল সবে রামকে বেড়িয়া॥
অন্তরিক্ষে আইল রথ উপর গগন।
রাম বগ্যা কেন্দে জান ভরথ সত্রুঘন॥
জে দিন জেথানে রাম কর‍্যাছেন বিশ্রাম।
বিদায় হইয়া জান ভরথ বলবান॥
আসিয়া উত্তরিলেন অজুধ্যা নগর।
পাদুকা করিল রাজা রার্য্যের উপর॥
অনুক্ষন তাহাতে ভরথ ঢুলান চামর।
অনুচর হইয়া কার্য্য করেন নিরন্তর॥
রামের লাগিয়া ভরথ সদাই বিকল।
মিষ্ট দিব্য না খায় ভরথ বলবান॥
মিষ্ট দিব্য খাইলে পাছে পাসরিব রাম।
তিন অঙ্গুলে জব চুর্ন্ন গোমুতেতে মাথে।
তাহাই খাইয়া ভরথ আপন প্রান রাখে॥
ভরথ সত্রুঘন আইলা নিজ দেসে।
রাম লক্ষন সিতা তবে বনেতে প্রবেসে॥
বাল্মীক বন্দিয়া গান কিত্তিবাসে গায়।
অজুধ্যা কাণ্ড পুথি এত দুরে সায়॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব অধিকারি।
বদন ভরিয়া সভে মুখে বল হরি॥

২৯। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৩১।

প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২১২ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

জানকি অযোধ্যা আনি প্রভু রঘুবর।
আনন্দেতে রামচন্দ্র বঞ্চেণ বাসর॥
একত্রে সিতার সহ প্রভু রঘুনাথ।
অঙ্গনে বেড়ান ধরি জানকির হাথ॥
কিবে সে রামের রূপ নবিন জৌবন।
নব দূর্ব্বাদল জিনি উর্জ্জল কিরণ॥
কর পদ কোকনদ রামরম্ভা উরু।
অঞ্জন[১] জিনিঞা নেত্র ইন্দ্রধনু ভূরু॥
পক্ক বিম্বুফল জিনি সুরঙ্গ অধর।
গরুড় জিনিঞা নাশা অতি মনোহর॥
শুমেরুর শৃঙ্গ জিনি বক্ষ মনোহর।
কেশরি জিনিঞা কটী নাভি জে গভির॥
বাম দিগে কিবা সোভা জনককুমারি।
নব জলধর জেন পড়িছে বিজুরি॥
নিল বস্ত্র পরিধান নানা অভরণ।
কটাক্ষে হেরিঞা হরিছেন রামের মন॥
জতেক রামের মাতা ঝরকার পথে।
আনন্দ হইঞা সভে রামরূপ দেখে॥
স্বর্গ করতল হয় শ্রীরাম দেখিঞা।
দেখিছে রামের রূপ নঞান ভরিঞা॥
তিল আধ রাজা নাই রামে দেখি বাঁচে।
সারা দিন রামচন্দ্রে রাখে নিজ কাছে॥
অবন্তি নগরে হোথা কৈকৈ রাজন।
সুনিল রামের কির্ত্তি ধনুক ভঙ্গন॥
দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইল অন্তরে।
ডাকিঞা য়ানিল রাজা আপন কুমারে॥
সুনিলাম রাম নাকি ধনুক ভেঙ্গেছে।
পদরেণু দিঞা নাকি অহল্যা তেরেছে॥
সুনিলাম ভৃগুর দর্প হরিঞাছেন রাম।
কাষ্ঠকে কাঞ্চন কৈল দুর্ব্বাদলস্যাম॥
বৃদ্ধ হইলাম বাছা জাইতে নারিব।
রামকে আনগা বাছা নয়ানে দেখিব॥
দশরথে পত্র লেখে কৈকৈ রাজন।
কল্যান করিঞা পত্রে করিল লিখন॥
আমি সে শশুর তোমার তুমি সে জামাতা।
গুরু জনার বাক্য কভু না কর অন্যথা॥
শ্রীরাম দেখিতে মোর বাঞ্ছা আছে মনে।
তিন দিনের তরে পাঠাইবে নারায়ণে॥
পত্র দিঞা পুত্রে সেহ বিদায় করিল।
দ্বাদস দণ্ডেতে সেহ অযোধ্যাকে আল্য।
রাজসভায় উপনিত হইল জাইঞা।
বসাইল দসরথ আদর করিঞা॥
পত্র দিঞা রাজপুত্র সভাতে বসিল।
পত্র পড়ি মহারাজা বিরস হইল॥
হেন কালে সভাতে আইল রঘুনাথ।
মাতুলে প্রণাম করেণ ভরথের সাঁথ॥
আসীর্ব্বাদ করে রামে রাজার নন্দন।
ইকি ভাগ্য মাতুল আল্যে আমাদের ভবন॥
কৈকৈ রাজার পুত্র প্রতি দশরথ কয়।
রামকে পাঠাতে আমি নারিব নিশ্চয়॥
ভরথ শত্রুঘ্ন বরং জান তোমার সাথে।
দিন কত বই পাঠাইব রঘুনাথে॥
সুনিঞা ভরথ হইল বিরস বদন।
বিরলেতে রাম সঙ্গে কহিছে বচন॥
না দেখি তোমারে ভাই রহিতে নারিব।
কদাচিত মাতামহো গৃহে নাহি জাব॥
শ্রীরাম কহেন ভাই সুনহ বচন।
নাহি গেলে কহ দেখি কহিবে কেমন॥

১। 'খঞ্জন' হইবে।

ভরথ কহে কুশপ্ন দেখিছি রঘুবর।
সেই হত্যে স্থির নয় আমার অন্তর॥
জেন য়েক রাজার দেশে এক রাজার নন্দন।
অধিবাস হইল জেন পাইতে রত্ন সিংহাসন॥
সুত্র করে বান্ধা গেল হইল উল্লাস।
বিমাতা তাহার জেন দিলেক বনবাস॥
রাম কি জানি ফল পাছে হয় আপনা প্রিতি।
অতেব জাইতে মোর না হয় আমার মতি॥

মধ্য,—

সমস্ত দিবস গেল প্রবেশ রজনি।
সরজুর তিরেতে বসিলা রঘুমনি॥
কুশাসন বিছাইঞা দিলেন লক্ষণ।
কার্ম্মুক সিয়রে রাম করিলা সয়ন॥
রামের চরণ সেবে জনকনন্দিনি।
চরনতলেতে সোন জনমদুখিনি॥
কতক্ষণে নিদ্রাগত হইল প্রজাগণ।
ধনুহাথে দাণ্ডাইঞা গোউরবরণ॥
হেনকালে লক্ষ্মণেরে নিদ্রা আকর্ষিল।
এল্যায় মাথার কেশ কার্ম্মুক খসিল॥
সচকিত হঞা বির আপনা সম্বরে।
ভুমে হত্যে কার্ম্মুক তুলিঞা ধরে করে॥
কোপেতে হইল বির অরুনলোচন।
অলস নিদ্রার আজি বধিব জিবন॥
ইহা কহি কার্ম্মুক ধরি জুড়িলেক বান।
নিদ্রা অলস আসি হইলা মুর্ত্তিমান॥
সম্বরহ কোপ তুমি গোউরবরন।
আমাদিগ্যে বধিবারে পারে কোন জন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে করি অধিকার।
নারি জাতি হই মোরা সুমিত্রাকুমার॥
তুষ্ট চিত্র হল মোর সর্ত্ত গুনে।
বর মাগ গোউরবরন জেবা লয় মোনে॥
লক্ষ্মন কহেন জদি বর দিবে মোরে।
ক্ষেমা দিতে হল্য তবে চোদ্দ বৎসরের তরে॥
নিদ্রা অলস কহে সুন সুমিত্রাকুমার।
আজ্ঞা কর কথন করিব অধিকার॥
লক্ষ্মন কহেন জথন সাঙ্গ করি বোন।
অজোধ্যায় রাজা হইবেন রাজিবলোচন॥
সেত ছত্র জথন ধরিব রাম সিরে।
সেই কালে অধিকার করিবে আমারে॥
নিদ্রা অলস্য ক্ষেমা দিয়া গেল।
চোর্দ্দি বৎসর লাগি বির নিস্কণ্টক হল॥
(পৃ° ১৫১২-১৬১১)

অন্ত,—

রাজনিত ভরথে সিখায় রঘুনাথ।
ভরথ শ্রবন করে জুড়ি দুটি হাথ॥
পুত্র সম প্রজাগনে করিবে পালন।
ছেষ্টের পালন কর্য্য দুষ্টের দবন॥
কদাচিত লোভ না করিহ পরধনে।
কদাচিত হতশ্রদ্ধা না কর্য্য ব্রাহ্মণে॥
মজ্যাদার অমজ্যাদা না কর্য্য কথন।
দারিদ্রে করিহ দয়া রাজার লক্ষণ॥
মায়ে হত্যে অধিক দেখিঅ পরনারি।
পালন করিহ প্রজা এই মত করি॥
ইহা কহি রামচন্দ্র প্রজাগন লঞা।
ভরথের হাথে হাথে দিলেন সুঁপিঞা॥
মিদু মন্দ হাসিয়া কহিল রঘুবর।
ভরথে লইঞা বঞ্চ এ চোর্দ্দি বৎসর॥
প্রজাগন কহে রাম তাহা নাঞি জানি।
পাদুকা হইল রাজা তোমার তুল্য গুনি॥
কেবল ভরথ মাত্র করিব পালন।
ইহা বলি বিদায় হইল সব প্রজাগন॥
সুমিত্রা কৌসল্যা কেকোই প্রভিতি।
পবোধিয়া বিদায় করিল রঘুপতি॥

বসিষ্ঠাদি মুনিগন ফিড়ে বাহুড়িঞা।
ভরথ বিদায় হইল কান্দিঞা কান্দিঞা॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম সুভক্ষন।
লক্ষি কৃপা করেন জেই সুনে রামায়ন॥*॥
জাত্রা কৈল সর্ব্বজন রাখি রঘুনাথে॥
প্রবেস করিল সভে পুরি অজোর্দ্ধাতে॥
রাজসিংহাসন তবে ভরথ য়ানিঞা।
পাদুকারে রাজা করে প্রজাগন লঞা॥
সেতছত্র ধরে সেই পাদুকা উপরে।
প্রজাগন প্রনমিল দিয়া রাজকর॥
পাদুকারে রাজা করি য়জোধ্যা ভুবনে।
ভরথ করিল বাস নন্দিগ্রামের বনে॥
বাকল পরিল যার জটা ধরে সিরে।
আসন সয়ন হৈল মির্ত্তিকা উপরে॥
বনচারি হঞা রহে ভরথ শক্রঘ্নন।
নন্দিগ্রাম হত্যে করে প্রজার পালন॥
অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত কথা কির্ত্তিবাস কয়।
হরিধ্বনি বল সভে কাণ্ড হইল সায়॥

৩০। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫$\frac{1}{2}$×৫$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২৮। প্রতি-পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৫ সাল। সম্পূর্ণ। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয়ের সংগ্রহ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আদি,—

সদত আনন্দময় অযোধ্যা নগরী।
ইন্দ্রের অমরাবতী তাহা তিরস্করী॥
রাজা প্রজা পুরজন সুখী নিরন্তর।
এক তিল সম জার শতেক বৎসর॥
ত্রিদশ ঈশ্বর রাম যুবরাজ হয়্যা।
প্রজার পালন করেন পৃথিবী সাসিয়া॥
পুরবাসী প্রজাগণ ইষ্ট মিত্র সনে।
রাম প্রতি অনুরক্ত অন্য নাহি জানে॥
সত্যবাদী জীতেন্দ্রিয় গুণের আলয়।
মধুময় রামচন্দ্র করুণাহৃদয়॥
অদ্ভুত লক্ষণ রামের অদ্ভুত চরিত্র।
দয়াবন্ত সত্যবন্ত পরম পবিত্র॥
গুনের মহিমা জত কে কহিতে পারে।
রূপের তুলনা নাহি এ তিন সংসারে॥
ভুবনমোহন রূপ প্রথম যৌবন।
শাস্ত্রবিদ্যা জত আছে সকল জ্ঞাপণ॥
যোগ্য পুত্র দেখি রাজা আনন্দহৃদয়।
রামে রাজা করিবেন ভাবিলেন নিশ্চয়॥
বশিষ্ঠ আনিতে দুত পাঠালেন আপনে।
সত্বরে লিখিলেন পত্র ইষ্ট মিত্র স্থানে॥
মনেতে ভাবয়ে রাজা রাম অভিষেক।
অবিরত দান রাজা দেন অতিরেক॥
সর্ব্বভূতকর্ত্তা প্রভু রাম নারায়ণ।
রাম রাজা হইবেন ভাবে সর্ব্বজন॥
দেশের জতেক লোক ভাবেন মনে মনে।
রামচন্দ্র মহারাজা হবেন কত দিনে॥
পুরোহিত প্রজাগণ ভাবি মনে মন।
মন্ত্রনা করিয়ে গেলেন রাজার সদন॥
রামচন্দ্র পুত্র তোমার পুজিত জগতে।
ত্রিদশের ভাগ্যোদয় জানিহ মনেতে॥
নিজ বলে সাগরন্ত পৃথিবী সাসিলে।
বেদবিধি দান ধর্ম্ম সকল করিলে॥
মনে লয় রামে রাজ্য কর সমর্পণ।
প্রজার বাঞ্ছা সিদ্ধ হয় শুনহ রাজন॥
পুরোহিতের বাক্য রাজা হৈল হরষিত।
তুমি সবে কহিয়াছ মনের বাঞ্ছিত॥

অবিলম্বে সুভক্ষণে সুভলগ্ন কর।
অভিষেক কর সবে রাম গুণাকর॥
আজ্ঞা পায়ে পাত্রগণ হরষিত মনে।
আনন্দিত হয়ে পড়ে রাজার চরণে॥

মধ্য,—

কেকই বলিল শুন ধর্ম্মশীল রাম।
সুমন্ত রাজারে কৈল তোমার প্রণাম॥
সত্য বাক্যে বদ্ধ হয়ে রাজা মহাশয়।
তোমার বিচ্ছেদে হৈলেন ব্যাকুলহৃদয়॥
রাজ্য ছাড়ি সীতা লক্ষ্মণ তুমি বনে জাবে।
আপনার মুখে রাজা কেমনে বলিবে॥
বিরলে বসিয়ে রাজা দুঃখ ভাবেন চিত্তে।
কি কারণে জাবে রাম রাজার সাক্ষাতে॥
তবে তোমার ইচ্ছা নহে রাজ্য ছাড়ি জাইতে।
বৃদ্ধকালে পিতৃসত্য বিফল করিতে॥
অধর্ম্ম অজস চাহ রাখিতে সংসারে।
তবে গিয়ে দরশন করহ রাজারে।
কেকইর নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়ে শ্রীরাম।
পিতার চরণে কৈলেন সহস্র প্রণাম॥
রাজগৃহ প্রদক্ষিণ করি তিনজনে।
পুনরপি প্রণাম করিলেন সাবধানে॥
কেকই মাতারে প্রণমিয়ে বারে বারে।
চলি গেলেন তিন জন সুমিত্রার পুরে॥

(পৃ০ ১২।১)

জয় রঘুনন্দন অযোধ্যার প্রাণধন
তিলে আধ না দেখিলে মরি।
নয়নপুথলি রাম রূপ দুর্ব্বাদলশ্যাম
এবে কি না হলে বনচারি॥
অগ্রে আমি জদি জানি বৈরি মোর কেকই রাণী
তবে কেনে জাইব বিশ্বাস।
প্রকারে সত্য করাইল ধন প্রাণ সব নিল
রামেরে পাঠালে বনবাস॥
তুমি পুত্র গেলে বনে কি করিবে সিংহাসনে
রাজ্যখণ্ডে কোন প্রয়োজন।
এত বলি নৃপবর খেদান্বিত অন্তর
ঘন বলে না রহে জীবন॥
শ্রীরাম পাঠায়ে বনে কান্দে রাজা রাত্রিদিনে
প্রবোধ না মানে কোন মতে।
কৌশল্যা সুমিত্রা রাণী কহিয়ে মধুর বাণী
নিবেদন লাগিলেন করিতে॥
পূর্ব্বে না চিন্তিলেন ধর্ম্ম ঘটিল এমত কর্ম্ম
বনে পাঠাইলেন রামধন।
বিধাতার মনে জাহা অবশ্য ঘটয়ে তাহা
শান্তনা করুণ নিজ মন॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে কয় রাম কেনে বনে জায়
রাবন দুরন্ত অতিশয়।
রাবনের বংশ জাবে ত্রিভুবনে জশ রবে
এই ভেবেছেন দয়াময়॥

(পৃ০ ১৪।২-১৫।১)

অন্ত,—

তস্য পর তুলসীকানন তথা হেরি।
জিজ্ঞাসিলেন রঘুনাথ কও দ্রুত করি॥
পিণ্ড প্রদানের কথা জান বিবরণ।
তুলসী কহিলেন জেমন কয়েছেন ব্রাহ্মণ॥
ক্রোধ করিয়ে সীতা কহিলেন তাহায়।
তব পত্র নারায়ণের বাঞ্ছিত সদায়॥
অপবিত্র স্থানে রবে দুঃখিত হইবে।
শ্রকাল কুক্কুর মুত্র পুরিষ তেজিবে॥
অবশিষ্ঠ বটবৃক্ষ আইলেন নিকট।
ভাবিয়ে বুঝিলেন সতী দেবীর শঙ্কট।
জথার্থ বচন সে কহিল বার বার।
পিণ্ড লইয়ে গেলেন জনক তোমার॥
ধনলোভে মিথ্যা প্রথম কহিলেন ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের অনুরোধে কহিলেন দুইজন॥

আমি জদি মিথ্যা কই ভালো কর্ম্ম নয়।
অন্তর্যামি নারায়ণ জানেন তাহায়॥
শত কোটি জন্ম তপ করয় জে জন।
সত্যবাদী সম সে না হয় কথন॥
এত শুনি জানকী হরিষ হইলেন।
সন্তোষ হইয়ে দেবী তাহাকে কহিলেন॥
চিরকাল সুশীতল হইবে এমন।
নিপত্র না হবে শাখা তোমার কথন॥
সুশীতলে রাখিবে জে জাবে তব তলে।
আনন্দেতে থাকিবে সর্ব্বদা পত্র ফলে॥
এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিয়ে তাহায়।
বিদাই দিলেন তারে আনন্দ হৃদয়॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে কন অমৃত বচন।
মন দিয়ে শুন সবে গীত রামায়ণ॥

৩১। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪ৡ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৫৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ।

আদি,—

আত্মকাণ্ডে রামের জর্ম্ম সিতা দেবির বিভা।
অজধ্যায় বনবাস ভরথের রাজ্য দিয়া॥
হরি হরি বলরে সকল বন্ধু জোন।
অজধ্যাকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন॥
রামচন্দ্র তুবরাজ[১] দসরথ রাজা।
পুত্রের সোমান জে পালন করে প্রজা॥
অকাল মৃত্যু নাহি রাজ্যে জসের[২] নাহি ডর।
লোকের পরমাই দস হাজার বৎসর॥
মহারাজ দসরথ বড় পুন্নবান।
জার পুত্র আপুনি জর্ম্মেছেন ভগবান॥
অবতিন্ন হইয়াছেন ছাড়িয়া গোলোক।
রঘুনাথের জস কিত্তী ঘোসে তিন লোক॥
নয় বৎসরের কালে তাড়কাবধ করেন রাম।
পদরেণুতে মুক্ত কৈলেন অহল্যা পাসান॥
রাক্ষ্যস মারিয়া রাম মুনি জজ্ঞ্য রাখি।
ধনু[ভঙ্গ] করি বিভা করিলা জানকি॥
পথেতে ভৃগুর তেজ রাম নিলা হর‍্যা।
রামের জস কিত্তী লোক দেখে নয়ান ভর‍্যা॥
হস্তীনা নগরে রাজা কেকৈই নরবর।
অজধ্যা পাঠাইয়া দিল আপন কোঙর॥
রাজারে কহিও বাছা আমার আশীর্ব্বাদ।
বোলো তোমার পুত্র দেখিতে রাজা
করেছেন সাধ॥
বহুমুল্য ধন দিয়া পাঠাইল দুত।
জত্ন করিয়া তার আনিবে চারি সুত॥
বিদায় হইল দুত রাজার সাক্ষাতে।
রথে আরোহন হয়্যা চলিল তুরিতে॥
অজধ্যাতে হস্তীনাতে তিন দিনের পথ।
পবন গমনে সারথী চালাইল রথ॥

মধ্য,—

পাত্র প্রজালোক জত করে হায় হায়।
অজধ্যা আন্ধার করে রাম বনে জায়॥
বালক বির্দ্ধ জুবা সব ছাড়য়ে নিশ্বাষ।
কোন বিধি করিলেক রামের বনবাস॥
সভে বলে কেকৈয়ের মাথায় পড়ুক বজ্জর।
রাম বনে পাঠাইল এ চোর্দ্দ বৎশ্বর॥
অজধ্যার ঘর দ্বার ফেলাব ভাঙ্গিয়া।
রাজ্য করুক দসরথ কেকৈইকে লয়্যা॥
আর কেহ বাস না করিব এই দেসে।
রামের সঙ্গেতে সভে জাব বনবাসে॥

১। তুবরাজ=যুবরাজ; তু পশ্চিম রাঢ়ে প্রচলিত।
২। 'দস্যুর' হইবে বোধ হয়।

সম্বরিতে নারে কেহ নয়ানের জল।
নদনদি সরবরে শুখাইল জল॥
হস্তি দানা ত্যাগ কৈল ঘোড়ায় না খায় ঘাস।
রাম সোকে কান্দে সবে নিত্য উপবাস॥
পক্ষ সব ডালে বস্যা করয়ে ক্রন্দন।
হায় রাম লক্ষন ডাকিছে সর্ব্বক্ষন।
কিত্তিবাশ গান মহামুনির পুরান।
শুনিতে অপুর্ব্ব কথা সুধার সমান॥
রাম কোন বনে জাবে রে কি হবে রে॥
আদিবাস করিলাম কাল শ্রীরামেরে দিতে ভাল
এই ছত্র নব দণ্ড।
কুজির সঙ্গে কুমন্তনা করি
কেকৈ হল পাশণ্ড॥
আনন্দিত প্রজা রাম হবে রাজা
পাত্র লোকের উল্লাস।
কেকৈ পাসণ্ডি পাসণ্ড হইল
রামকে পাঠায় বনবাস॥
এক পুত্র না ছিল চার পুত্র হল
দেব মুনি সভার বরে।
পাতিএ হাটখানি বসাতে নাহি পেলাম
দারুন কেকৈয়ের ডরে॥
রামকে দেখিতে বড় সাধ লাগে রে
* * * ।
এ ঘর সরবস সকলি দিব জে
মোর রামকে রাখিবে॥
আরে মোর রাম গুনের নিধিরে।
না ভাবি পরিনাম হারাইলাম রাম
বিবাদ লাগিল বিধিরে॥

ফের ধুয়া॥
আরে মেরে রাম চলেঙ্গে বনবাসে
হে ধিক জিবনং ধিক জিবনং॥

জো সিরমে হেম মুকুট বিরাজে
ঝলকত মুকুতাকি দাম।
সো সিরমে হাম তাত বহেঙ্গেহু
জটা বন. . ঙ্গে মের রাম॥
জো মুখমে পান মিঠাই না রুচে
ভোজন ময়রিত বিলাস।
শো মুখমে কেশে ফল ফুল রুচঙ্গে
কেশে সহেঙ্গে . . আশ॥
জো কটিতটমে হেম পাটি শোহে
নষ্ট মুরতি জুতি জাল।
শো কটিতটমে কেশে পরেঙ্গে রাম
বিপিনাক্রমিকা খাল॥
জো পগে হেম পুঞ্জনি শোহে
মৃণাল ক্রমেন্দু (?) লাজ।
শো পগনে রাম কেশে ফেরেঙ্গে হো
বিপিন কণ্টক বনমাঝ॥ *॥

নাচাড়ি॥
রানি ধরিয়া রাজার পায় শোকে গড়াগড়ি জায়
বনবাস জায় বাছা রাম।
তোমার কঠিন হিয়া দয়া নাহি মুখ চায়া
কেমনে ধরিবে নিজ প্রান॥
জানকি জনকসুতা কনক কমল লতা
দেখে প্রান ধরিতে না:পারি।
ভরথে রাজত্ত দেহ সম্পদ সকল লেহ
বাছারে না কর বনচারি॥
আমি জপি কাত্যায়নি রাজা হব রঘুমনি
তাহে বিধি হইলা নৈরাশ।
আমার মাথাটি খায়্যা কেনে সত্য বন্দি হয়্যা
কেন রাম পাঠাও বনবাশ॥
দুখের উপরে দুখ না দেখিব রামমুখ
পিতা মুখ না দেখি . আর।

আমার করম দোশে রাম জাবেন বনবাশে
অজধ্যা করিয়া অন্ধকার ॥
রানি পড়িয়্যা ধরনিতলে ভাশে নয়ানের জলে
উচ্চাশ্বরেতে কান্দে রানি।
নয়ানে বহিছে লোর বুন্ন হইল কোল
কিবা লম্ব্যা বরিব[১] রজনি ॥
রাম হেন গুননিধি দিয়া বঞ্চিত কৈল বিধি
শোকে রানি ছাড়েন নিশ্বাষ।
বাল্মিকের চরন শিরে করি বন্দন
নাচাড়ি রচিল কিত্তিবাশ ॥
(পৃ° ২১।২—২২।২)

৩২। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{1}{8}$×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া। সর্ব্বাংশ ২৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

৩৩। রামায়ণ— অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{1}{8}$×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৯ সাল। সম্পূর্ণ।

২৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

১। বঞ্চিব' হইবে বোধ হয়।

৩৪। রামায়ণ—অযোধ্যাকা ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৩-২৭,৩০-৩৮, ৪৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রাচীন পুথি।

আদি,—

বাপকে বৈল রাম মুনির বেস হঞা।
অন্তর পুড়এ রাজার শ্রীরাম দেখিঞা ॥
ধার্ম্মিক শ্রীরামচন্দ্র পরিল বাকল।
তভু প্রান আছে মোর সরির ভিতর ॥
ক্ষেনে ২ কান্দে রাজা ক্ষেনে করে ধ্যান।
রামের বিজোগে মোর দগধে পরান ॥
কৈকৈর কার্য্যে রাম গেলা বনবাসে।
সারথি সাজিল রথ আথির নিমিসে ॥
রাজাএ গোচরে সারথি রথ সাজিয়া।
রাজা বলে রথ জাহ শ্রীরাম বহিয়া ॥
ভাণ্ডারিকে বৈল আন দিব্য বসন।
সিতার তরে আনহ নানা অভরন ॥
তাহা পরিঞা বন জাবেন জনকঝিয়ারি।
রাজার আদেসে অভরন আনিল ভাণ্ডারি ॥
সিতাকে সমর্পিল রত্ন রাজার আদেসে।
নানা রত্ন পরিয়া সিতা জিন হেন বাসে ॥
একে সুন্দরি সিতা অধিক সোভে বেসে।
পুর্ন্নিমার চন্দ্র জেন হইল আকাসে ॥
সিতার মায়ামোহে রাজা সিতা কৈল কোলে
আতি স্নেহ হইল রাজা প্রিত বাক্য বলে ॥
রামকে দেখিহ সিতা চন্দ্র সমান।
রার্য্যহিন ধনহিন না কর‍্য অল্প জ্ঞান ॥
শ্বামি ছাড়িয়া স্ত্রির গতি নাহি আর।
শ্বামি সেবা করিহ পালিহ বচন আমার ॥

রাজার বচন সিতা বন্দিলেন মাথে।
কৌসল্যাকে বলে গিঞা জোড় করি হাথে।
বৃদ্ধ গুরুজন তুমি বিসেসে তপস্মিনি।
তোমার অগ্রেতে আমি কি বলিতে জানি॥
সোক না ভাবিহ মনে ভাবিহ দেবতা।
ইহলোকে পরলোকে স্বামি দেবতা॥
কি করিব পুত্র ভ্রাতি কি করিব বাপে।
স্বর্গ নরক হএ আপন পুন্য পাপে॥
বাপ ভাই পুত্র ধন দিলে লেখা করে।
স্বামি জত দেই তত কেহো দিতে নারে॥
পতি স্ত্রিএ এক কায় ইথে নহে আন।
সুখে সুখ দুঃখে দুখ মৈলে ছাড়ে প্রান॥

মধ্য,—

ঘুচাঞা সকল লোক রাজা সুইলা খাটে।
কৌসল্যা বসিঞা আছে রাজার নিকটে॥
কৌসল্যা বলে কৈকৈর হৈল মনে সুখ।
আমার হইল ইবে আস্বারিস (?) দুখ॥
একে সৌভাগ্যা আরে রাজার জননি।
দুর্ভাগ্য হইলাঙ আমি অনাথিনি॥
ভরথ হইথ রাজা রাম থাকিথ ঘরে।
ভিক্ষা করিঞা পুত্র পুসিত আমারে॥
সব অধিকার নিলেক বন পাঠালেক রাম।
জিবন না রহে প্রান নাহিক বিশ্রাম॥
জনকনন্দিনি গেলা গেলেন লক্ষন।
জুড়াইতে ঠাঞি নাঞি সদাই তপ্ত মন॥
কবে দেখিব রাম কমললোচন।
মহাবলবান বাহু গজেন্দ্রগমন॥
ফলকালে বিধাতা কাটিলেক মুল।
রামের সোকে মরিলাঙ হইলু আকুল॥
এড়িয়া গেলা রাম মোকে দেখিব কত দিনে।
সকল সুখ এড়িয়া জুড়াইব কোন বনে॥

স্ত্রিগন লঞা ঘরকে আইলা রাজন।
রামের পাছে স্ত্রি পুত্র লঞা গেলা প্রজাগন॥
উলটীয়া চাহে রাম প্রজা সব দেখে।
রাম বলেন প্রজা কেন আস্তে এক মুখে॥
ধর্ম্ম ভএ রাম প্রজাকে দিলা দরসন।
রামের পাএ ধরি কান্দে সব প্রজাগন॥
নেউট নেউট রাম বলে প্রজাগনে।
ভরথ অনেক তোমার করিব পালনে॥
কল্যান চরিত্র ভরথ সুমতি সুস্থির।
অজানু বাহু ভরথ সুন্দর সরির॥
পৃতে ভরথ সভার করিব সন্তোষ।
লোক অপ্রমাদি ভরথ নাহি কোন দোস॥

শেষ,—

ক্রড়া করি বুলে রাম লইঞা সিতায়ে।
লক্ষন হোথা আছেন অস্থ চিন্তায়ে॥
দস কৃষ্ণ মৃগ মারি আনিলা লক্ষন।
ক্রড়া করি আইলা দোঁহে আপন সদন॥
জোড়হাথে লক্ষন বলে শ্রীরাম স্থানে।
মাংস দেখি শ্রীরাম তুষ্ঠ হইলা মনে॥
সিতাকে বলিলা মাংস করহ রন্ধন।
দেবতা পূজিয়া মাংস করিব ভক্ষন॥
রামের বোলে সিতা দেবি করিলা রন্ধন।
মধু সংজোগে মাংস খাইলা রামলক্ষন॥
সেস মাংস কাককে দিলেন সুন্দরি।
লোটীঞা নিলেক এক কাক কামাচারি॥
সিতা দেবি নিবারে কাকে খায়ে মাংস।
আর সব কাক কেহো না পাইল অংস॥
সিতাকে কোপ করিঞা গেল নিজ বাসে।
ভোজন করি সিতা নিদ্রা গেলা রাম পাসে॥
তা দেখিঞা কাক আইল কোপমনে।
গাছের ডালে উড়িঞা বসিল ততক্ষনে॥

সিতার স্তন বিদারে কাক মাংস লোভি হঞা।
কোপ করিঞা উঠিলা রাম স্তন দেখিঞা॥
নখাঘাত দেখিলা রাম স্তনের উপর।
সাত পাঁচ চিন্তেন রাম সিতা ফাঁফর॥
লাজে অধোমুখি হইলা জনকঝিয়ারি।
চতুর্দ্দিগে চাহেন রাম রোস বড় করি॥
কাক দেখিঞা বলেন ইহার কর্ম্ম নিশ্চয়ে।
সন্ধান পুরিঞা বান এড়েন রাম মহাশয়ে।
মন্ত্র পড়িঞা বান এড়েন সন্ধান পুরিঞা॥
ব্রহ্মার সদনে কাক গেল পলাইঞা॥
তথা না খণ্ডিল রামের বানের ভয়।
তথা হইতে কাক গেল ইন্দ্রের আলয়॥
তাহাঁ পাছু গেল শ্রীরামের বান।
তবে পালাইল কাক বরুনের স্থান॥
তথাহো না খণ্ডে রামের বানের ডর।
জমের ঠাই গেল কাক হইয়া কাতর॥
তথাহো না ঘুচে ডর সান্তাল্য পাতালে।
তথাহো দেখিঞা বান আইল রামের স্থানে॥
রামের সরন পসিল পড়িঞা রামের পায়ে
কাতর বোল বলে কাক হরিস্য সিতায়ে॥
কাতর বোল বলে মোকে হয় কৃপাবান।
তুমি কোপ কৈলে মোকে কোথাহ নাহি স্থান॥
জে কর সে কর আমি কৈল অপ্রমাদ।
চরনে পড়িঞা বলোঁ ক্ষেম অপরাধ॥
রাম বলেন হইলে তুমি আমাএ সরন।
আমার ঠাঞি তোমার নাহিক মরন॥
কোপে বান এড়িল বের্থ নহে মোর বান।
এক অঙ্গ দিঞা রাখ আপন পরান॥
মনে গুনিঞা বলে কাক তেজিব লোচন।
এক আখিতে থাকীব স্থন কমললোচন॥
এড়িলেন বান রাম কাকের বোল স্থনি।
কাকের এক আখি নিল হাসে সিতা গোসানি॥

মেলানি মাগি গেল কাক আপনার স্থান।
বনে বুলে রাম লক্ষ্মন হাথে ধনুক বান॥
এক দিগে বনে স্থনি বড় উত্তরোল।
মহাসব্দ হইল জেন সাগরে কল্লোল॥
রাম বলেন লক্ষ্মন কিসের রোল স্থনি।
রামের বচনে বির লড়িলা তখনি॥
পোথাখানের কথা স্থনিলে সর্ব্বপাপ খণ্ডে।
হেন কবি[ত্ব] বারি হইল কিত্তিবাসতুণ্ডে॥

৩৫। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১১$\frac{১}{২}$ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪২, ৪৪-১০৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬—৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। হস্তাক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের।

আদি,—

৪২, ৪৪ পাতার অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৪৫।১ পত্রের আরম্ভ এইরূপ,—

বিনে রত্নে নাহি হএ মেদিনির দিপ্তি।
রাম বিনে অজধ্যার কি ছার বসতি॥
মুই ছার নারির বচনে হৈলু বন্দি।
বুঝিতে নারিলু মুই কার্য্যের সন্ধি॥
আর দরসন নাহি রামের সহিতি।
কহে কবি কিত্তিবাস মধুর ভারতি॥
এ বলিআ কান্দে রাজা রাম জাইতে পথে।
মহা স্থখে[১] বিলাপ করয়ে দসরথে॥

নাচাড়ি। রাগ জথা॥

প্রান মর ধরাইতে না পারিল প্রানেশ্বরি॥
বনবাসে পুত্র গেল তেব প্রানি কণ্টে রৈল
পাথরে বান্ধিলু মর হিআ।

১। 'দুখে' হইবে।

মতি মর হৈল নাস পুত্রে দিলু বনবাস
এই দুক্ষে মরিমু পুড়িআ ॥ ধু ॥
হা হা রে দারুন বিধি রাম হেন গুননিধি
দিআ কেনে নিলে অকস্মাত।
হত হৈল মর বুদ্ধি স্ত্রির বার্ক্যে হৈলু বন্দি
আচম্বিত হৈল বজ্রাঘাত ॥১ ॥
কি ক্ষেনে পাপিনি ঘরে কুন বিধি নৈল মরে
কেনে সত্য করিলু তাইর সনে।
কি মর বসতি বাস জিবন মর নৈরাস
জেই ক্ষনে রাম গেলা বনে॥ ২ ॥
কিবা হৈল মরে দিআ কেমনে ধরাইমু হিয়া
কেনে মর মতি হৈল নাস।
মতি মর হৈল হিন বুঝিলু তাহার চিন্য
মধুরস গায় কিত্তিবাস ॥ ৪ ॥
মধ্য,—
নাচাড়ি ঝপলহরি॥
সুন মাও দুর্ব্বাদিনি কেনে হেন কৈল্যে জানি
কেনে মর কৈলে সর্ব্বনাস।
দসরথ হেন পিউ তাহান লইলে জিউ
রামচন্দ্র দিলে বনবাস॥ ১ ॥
আপনা জননি হতে ততে ভক্তি রঘুনাথে
কিবা সীতা লক্ষন তাতে ভিন্য।
সত্যে রাজা কৈলে বন্দি রার্য্য লইলে করি সন্ধি
দেস হনে খেদাইলে জন তিন॥ ২ ॥
পঞ্চ সতে সত নারি তুই মৈদ্ধে পাটেস্বরি
কে তুরে না চায় তরে পাইআ।
কি তর দারুণ মতি বদ কৈলে হেন পতি
বসীআছ তিন কুল খাইআ॥ ৩॥
রাম লক্ষন সীতা দসরথ হেন পিতা
বদ কৈল্যে এই চারিজন।
সুন মাও চাণ্ডালিনি কেনে হেন কৈলে জানি
কুন মুখে বলিলে দারুন॥ ৪ ॥
তর বুদ্ধিএ ⋯রিলে কর্ম্ম কেও নহি জানে মর্ম্ম
অপজস রাখিলে আমার।
সংসারেত বাখান রামচন্দ্র মর প্রান
তারে তুই কৈল্যে বনাচার ॥৫ ॥
কসল্যা জে বড় রানি লক্ষনের জননি
তারা সে মরিবা পুত্রসোকে।
পতি পুত্র ঘাতিনি স্ত্রি বদ কৈল্যে জানি
খাইবা তকে নরকের পুকে ॥ ৬॥
কিত্তিবাস কবি বলে দৈবের নিবন্দ ফলে
সুন সুন ভরথ সত্রুগন।
অনুতাপ সব হর রাজার সংহার[১] কর
এই সব পুর্ব্ব নিবন্দন॥ ৭ (পৃ°৭৫।১-২)
অন্ত,—
শত্রুগন আশীআ তবে রামের চরনে।
প্রনতি ভথতি করি বন্দিল তখনে॥
রাম রাম স্বরে বির অশ্রু হয় পাত।
প্রনমহু রামচন্দ্র রঘুকুলনাথ॥
শত্রুগন দেখী রাম শজলনয়ানে।
দুই হস্থ পশারিআ তুলি লৈলা কুলে॥
না কান্দ না কান্দ ভাই প্রানের শত্রুগন।
স্বরির পুড়িব ভাই তুমার কারন॥
শবের কনেষ্ট তুমী প্রান শহদর।
ভরথ লক্ষন হনে বেথিত তুমী মর॥
জায় জায় আরে ভাই না কর বিলাপ।
তুমার বিরহে মর হ্রিদএ বাড়ে তাপ॥
তর্ম্মী আচার হইল ভরথ কুমার।
তুমার উপরে হইল অজদ্ধার ভার॥
পিরিতিপুর্ব্বকে জদি কহিলা বচন।
রামের চরন বন্দি চলে শত্রুগন॥
লক্ষণ দেখীআ বির করিল প্রনাম।
আজ্ঞা কর প্রান ভাই অজদ্ধাতে জাম॥

১। 'সংকার' হইবে।

লক্ষনে বলএ সুন ভাই বিরবর।
রাজাসুর্য্য হইআছে অস্তদ্ধানগর ॥
ভরথ শত্রুগন গোহ অস্তদ্ধাতে জায়।
শত্রুগনে পানাই রামের লইয়া মাথাএ ॥
গোহএ শ্রীরাম বান্দ চলিলা .... ।
(পৃ° ১০৫।২—১০৬।১)

এই খণ্ডিত অযোধ্যাকাণ্ডের পুথিখানিতে ১৬টী ত্রিপদীর পদ আছে ; তন্মধ্যে ৪৭।২ পত্রে রামদাসের, ৫২।২, ৭৮।২, ৮১।১, ৯৪।২, ৯৯।১, ১০০।২ পত্রে ভক্তদাস বা ভক্তদাস দত্তের এবং ৮৩।১ পত্রে অনন্ত আচার্য্যের ভণিতা পাওয়া যায়।

৩৬। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১২½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১,২৫,২৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। মাত্র তিনটি পাতা। সেই জন্য ইহা হইতে কিছু উদ্ধার করিলাম না।

৩৭। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩¾ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ ; শেষের পাতার অর্দ্ধাংশ নাই। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি।
অথ আরন্যকাণ্ড লিক্ষতে ॥
ভরথে বিদায় দিয়ে রাজিবলোচন।
চিত্রকুট্ট পর্ব্বতে রহিলা তিন জন ॥
প্রথম চোইত্র মাস বসন্ত সময়।
সুস্থ বিক্ষগনেতে নবিন পল্লবময় ॥
নানা জাতি পুষ্প ফুটে গন্ধে আমোদিত।
কোকিল কুহুরে কত অলি গায় গিত ॥
ভ্রমর ঝংকারে সব পুষ্পের উপরে।
সুগন্ধি মলয়া বাউ বনের ভিতরে ॥
দেখিএ বনের সোভা হরসিতমনে।
বেহার করেন রাম জানকির সনে ॥
কভু বিক্ষমুলে কভু পর্ব্বতগভরে।
কভু সন্ত মাঝে কভু সিংঙ্গের উপরে ॥
কথন গাণ্ডিব হাথে লঞা রঘুনাথ।
ভ্রমন করেন ধরি জানকির হাথ ॥
সন্ধাকালে বিক্ষমুলে আইল্যা দুর্ব্বাদল।
লক্ষন আনিল বনে দির্ব্ব পক্ক ফল ॥
সেই ফল তিন অংস করিলা নারায়ন।
এক ভাগ দিল বোলে ধররে লক্ষন ॥
হস্ত পাতি নিলা ফল জে আজ্ঞা বলিয়া।
দণ্ড চারি রহিলেন মুখ নিরখিয়া ॥
খায় বলি আজ্ঞা নাই দিলেন নারায়ন।
তুনের ভিতরে ফল রাখিলা লক্ষন ॥
কথো দুরে গিয়া কহেন লক্ষন ধনুকি।
খুধানলে প্রান জায় রাখ মা জানকি ॥
জানকি স্বরনে তার ওদর পুরিল।
সুমিত্রাতনয় মনে আনন্দ হইল ॥

মধ্য,—

বরিসা সময় হোল্য কৌসল্যাকুমার।
পক্ষ আদি কৈল সব বাসার সঞ্চার ॥
কিছুমাত্র আশ্রয় না কৈলে রঘুমুনি।
শ্রীরামের আগে কহেন জনকনন্দিনি ॥
জানকির বাক্য সুনি কন নারায়ন।
কুঠির বান্ধিবার জন্ত জানে কোন জন ॥
রাজার তনয় আমি আছিলাম বনে[১]।
কপাল হইল ভগ্ন আইল নির্জ্জনে ॥
কোন জন্ত নাহি জানি জনকের ঝি।
আশ্রয় জন্নে তোমারে[২] কৈলে হবে কি ॥

১। 'আছিলাম ভুবনে' হইবে। ২। 'আমারে' হইবে।

শ্রীরামের বাক্যে কন জনকের ঝি।
কুঠি বান্ধিবার জন্ত আমি সিখেছি ॥
দেখিএ আইলাম জত মুনির কুঠির।
সেই মতে আশ্চর্য করিব রঘুবির ॥
জানকির বাক্যে রামের আনন্দিত মন।
কাষ্ট আনিবারেতে চলিলা দুই জন ॥
আনিলা অপূর্ব্ব কাষ্ট শ্রীরাম ধনুকি।
কুঠির বান্ধিতে গিএ বসিলা জানকি ॥
করিলা অপূর্ব্ব কাষ্টে কুঠির নিম্মান।
দেখিএ কুঠির সোভা আনন্দিত রাম ॥
নিরক্ষিএ কুঠিরখান করেন নিরক্ষন।
জানকি জানেন জন্ত সুনহ লক্ষন ॥
লক্ষন কহেন সিতা লক্ষি অবতার।
বুদ্ধির সুধায় কি কৌসল্লাকুমার ॥

অন্ত,—

সঙ্কটে আছেন সিতা নিবেদি তোমাতে।
একক নারিবে প্রভু সিতা উদ্ধারিতে ॥
উপদেস কহি সুন রাজিবলোচন।
রিস্বমুখ পর্ব্বতে আছে সুর্জের নন্দন ॥
বালি রাজার ভাই সেই সুগিব নামেতে।
পর্ব্বতে আছএ তিহু বালির ভএতে ॥
তাহারে স্বহায় করে কোস্বল্লাকুমার।
তবে সে হইব প্রভু সিতার উদ্ধার ॥
সম্প্রতিক মিত্তুকাল উপনিত মোর।
পাদপর্দ্ম দেহ প্রভু মস্তক উপর ॥
পক্ষজাতি জ্ঞানহিন স্তুতি নাহি জানি।
আপনার গুনে কৃপা কর রঘুমুনি ॥
পুর্ব্ব পুন্ন ফল আর সিতার কৃপাতে।
বিরিঞ্চিবাঞ্চিত পদ দেখিল সাক্ষাতে ॥
জটাউর মাথে রাম দিলেন চরন।
সোকেতে হইলা রাম লোহিতলোচন ॥
অভয় চরন পর্দ্মে নেত্র স্থির হয়্যা।
জটাউ তেজিল প্রান শ্রীরাম বলিয়া ॥
সুর্জ্জ্য সম জোতি উঠে গগনমণ্ডলে।
চতুর্ভুজ হোএ গেল বৈকণ্ট নগরে ॥
আনিয়া অগোর কাষ্ট কৌসল্ল্যাকুমার।
জটাউ পক্ষের রাম করিলা সৎকার ॥
শ্চাদ্ধ কৈল্যা রাম বিবিদ বিধানে।
সোকাকুল দয়াময় জানকি বিহনে ॥
ভাই সঙ্গে করি রাম ছাড়িলা নিস্বাস।
আরন্ন্য কাণ্ডের কথা রচিল কির্ত্তিবাস ॥ * ॥
তার পর লক্ষনেরে কন রঘুবর।
জটাউ বলিল ভাই জে সব উত্তর ॥
চল ভাই লক্ষন সন্ধান করিয়া।
সুগ্রিব ভেটিব ভাই রিস্বমুখে গিয়া ॥
জে আজ্ঞা বলিয়া উঠেন সুমিত্রানন্দন।
দুই ভাই বনে বনে করিলা গমন ॥
পম্পা নদির তিরে উত্তরিলা রাম।
বিক্ষমুলে বসিলেন দুর্ব্বাদলস্তাম ॥
জলেতে কমল কত হয় বিকসিত।
নানা জাতি পক্ষ জত অলি গায় গিত ॥

(পৃ০ ৫৩।১-২)

৩৮। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫২/৩ × ৪২/৩ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, ময়মনসিংহ।

আদি,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমেত্যাদি
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত সুরচন।
অরণ্যকাণ্ডে সিতা দেবী হরিল রাবন ॥

সর্পনখার নাক জদি কাটীল লক্ষন।
বার্ত্তা পাইয়া হতাস হইল দসানন॥
সর্পনখা দেখি রাজা আগ্ন সম হইল।
সিগ্রগতি পাত্র মিত্র ডাকিয়া আনিল॥
মহুদর মহুপার্স আসিল সর্ত্তর।
ভিবিস্বনে আসিয়া ভেটিল লঙ্কেস্বর॥
অতিকায় ইন্দ্রজিত আইল দুই বির।
জার ভয়ে দেবতা গন্দর্ব্ব নহে স্তির॥
দেবান্তক নরান্তক আইল দুই জন।
কুম্ভ নিকুম্ভ আইল কুম্ভকর্ণের নন্দন॥
মাল্যবান আশীল রাক্ষস সেনাপতি।
খরের পুত্র মকরাক্ষ্য আইল সিগ্রগতি॥
পিতৃসুকে মকরাক্ষ্যের স্তির নহে মন।
সুকে তনু দহে বরি কান্দে অনুক্ষন॥
বিরভাগ মন্ত্রিভাগ জত লঙ্কাপুরে।
রাজার আজ্ঞায় সব মিলিল সর্ত্তরে॥
মন্ত্রিগন লৈয়া বৈষে রাজা দযানন।
মন্ত্রি সম্ভোদিয়া তবে বোলিল রাজন॥
রাবনে বোলোহে মন্ত্রি কহত সর্ত্তর।
কুন বোর্দ্ধি করি আমি বোল মন্ত্রিবর॥
দসরথের দুই পুত্র স্রীরাম লক্ষন।
বাপে খেদাইয়া দিছে ফিরে বনে বন॥
তপসির বেসে ফিরে ভাই দুই জন।
সর্পনখার নাক তবে কাটীল লক্ষন॥
এত অপমান আমা কেহ নাহি করে।
ভগনির দুঃক্ষ মর না শয় শরিরে॥
কুলবতি নারি সবে দেখীব করিয়া।
লাজে অপমানে থাকে নাকে কাপড় দিয়া॥

মধ্য,—

আর কত দুর গেলা কমললুচন।
চক্রবাক দেখি রাম পুছিলা তখন॥
তুমি নি দেখিছ নিতে জনকনন্দিনি।
রামের বাক্য সুনি পক্ষি বোলিলেক বানি॥
জনকনন্দীনা কেবা ভারে নাহি জানি।
মর্ম্ম কথা বিবেচিয়া কহ পুন সুনি॥
পক্ষির বচন সুনি বোলে চক্রপানি।
জনকনন্দিনি সিতা আমার ঘরনি॥
মৃগ মারিবারে গেলাম স্রীহেত রাখিয়া।
আস্বিয়া না পাইল পুনি কৈল বিবেচিয়া॥
রামের কথায়ে পক্ষির উপহাস্ত হইল।
উপহাস্ত করি তবে কহিতে লাগিল॥
এক স্রি দুই জনে রাখিতে না পার।
স্রির উর্দ্দেসে দুই হইছ দেসান্তর॥
পক্ষিরূপে জর্ম্ম মর বিক্ষডালে থাকি।
একাস্বর পক্ষি আমি দুই স্রি রাখি॥
জিজ্ঞাসীলে কি বোলিবা ক্ষেত্রির সমাজ।
স্রি হারাইয়া পুছ নাহি বাষ লাজ॥
পক্ষির বচন সুনি কমললুচন।
মহাক্রোধ হইয়া রাম বোলিলা বচন॥
স্রি হারাইয়া আমি পুছিলাম তোমাতে।
উপহাস্ত করিতে তুমার লইলেক চিত্য॥
স্রি সঙ্গে বসীয়া আমা কর উপহাস।
স্রিগর্ব্ব রতিরস আজি হউক নাস॥
রজনিতে আহার করিবা দুই জনে।
কারে কেহ না চিনিবা আমার বচনে॥
উর্দ্দেস না পাইবা কেহ রাত্রির ভিতর।
রাত্রিতে বিছ্‌ছেদ হৈয়া থাকিয় অন্তর॥
রতিক্রিড়া করি পক্ষি উড়িয়া আকাস।
ভুমিতে পড়িলে হৈয় রতি সঙ্গে নাস॥
সাপ পাইয়া পক্ষি তবে হইল মুসর্চিত।
রাম কম রাম কম পক্ষি বোলিল তুরিত॥
সাপ পাইআ পক্ষিবর চিন্তাজোক্ত হৈয়া।
রামেকে স্তবন করে ভুমিত পড়িয়া॥

না জানিয়া প্রভু আমী অপরাধ কৈল।
জেমত বোলিছি প্রভু তার সাস্তি হৈল॥
ভকতবৎসল প্রভু দয়ার নিধন।
পাতকি তরাইতে তুমার নাম নারায়ন॥
অপরাধ ছিল জত আমার অন্তর।
তোমা দরসনে গেল সুন গদাধর॥
পক্ষির স্তবনে রামের দয়া হৈল মনে।
পুনরপী বোলে প্রভু পক্ষিবর স্তানে॥
জে কথা বোলীছি আমী নাহিক খণ্ডন।
দ্বাপর জোগেত হইব ইহার মুচন॥
জাল দিআ ব্যাধে তুমা করিব বন্ধন।
সেহি হনে হইবেক পাপ বিমুচন॥
এহি মতে সাপ পাইয়া চক্রবাক রইল।
পুনরপী রঘোনাথ গমন করিল॥
পর্ব্বত কন্দর মাজে চাহিল বিচারী।
উদ্দেস না পাইল সিতা জনককুমারী॥
জেখানেত মহাঅরন্য দেখয়ে বিস্তর।
সেহিখানে বিচারহে দুই সুহদর॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত সুরচন।
কাতর হৈয়া কান্দে কমললুচন॥

(পৃ০ ১৭। ২-১৮।২)

সূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন ও খর-দূষণের মৃত্যু সংবাদে রাবণের পাত্র-মিত্র লইয়া মন্ত্রণাতে পুথির আরম্ভ এবং জটায়ুর উদ্ধারে উহার সমাপ্তি। ১৩।১, ১৬।১ এবং ১৭।১ পত্রে অদ্ভুত আচার্য্যের ভণিতা আছে।

৩৯। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৬×৫২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ, কিন্তু কীটদষ্ট।

আদি,—

রাজ্যখণ্ড লয়ে দুঃখে রহিলেন ভরত।
রামচন্দ্র রৈলেন এথা চিত্রকুট পর্ব্বত॥
চিত্রকুট পর্ব্বতে অনেক মুনি বৈসে।
মুনির আশ্রয় হেতু রৈলেন সেই দেশে॥
মুনি সব কহেন কথা নানা বিবরণ।
বিস্ময় হইয়ে রাম ভাবেন মনে মন॥
বৃদ্ধ মুনি আনি রাম জিজ্ঞাসেন কারণ।
মুনি সব দেখি আমায় কহেন কি কথন॥
বিশেষ জিজ্ঞাসি না কহেন বিবরণ।
তথির কারণে আমার চিন্তাযুক্ত মন॥
না করিয়ে অপকর্ম্ম না করিয়ে দোষ।
তবে কেন মুনি সব আমাতে আক্রোষ॥
বৃদ্ধ মুনি হাসি তবে কহিলেন কারণ।
নিকটে রাক্ষস আছে অত্যান্ত দুর্জ্জণ॥
খর নামে রাক্ষস সেই থাকে এই স্থানে।
রাবনের ছোট ভাই সর্ব্বলোকে জানে॥
জে হইতে রাম আসেছ এ দেশে।
সে হইতে রাক্ষস অধিক আসি হিংযে॥
কুচ্ছিত রাক্ষস সব ভ্রমিছে সদায়।
ভক্ষণ করিছে মুনি জখন জারে পায়॥
তপস্যা করিতে না জাই বনান্তরে।
রাক্ষসের ভয় সদা জাগিছে অন্তরে॥
এই বণ তেজি সব জাব অন্য বন।
শূন্য বনে কেমনে থাকিবে তিন জন॥
তোমার সঙ্গেতে দেখি অপূর্ব্ব সুন্দরী।
অতয়েব রামচন্দ্র নিবেদন করি॥
মুনি সব সঙ্গে তুমি করহ গমন।
কি কার্য্য সাধিবে থাকি রাক্ষস ভবণ॥

এত বলি মুনি সব চলিলেন সত্বর।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ রাম ভাবেন অন্তর॥
অরন্য কাণ্ডের কথা অমৃত কথন।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের অপূর্ব্ব রচন॥

মধ্য,—

জটায়ু নামেতে পক্ষি সেই বনে স্থিতি।
রাম সম্ভাষণে আইল শীঘ্রগতি॥
গরুড় নন্দন আমি জটায়ু নাম ধরি।
তোমার পিতার মিত্র পরিচয় করি।
শনির দৃষ্টেতে তার হৈল ঘোর দায়।
স্বর্গ হৈতে পতন হল প্রাণ তাহে জায়॥
শূন্য হৈতে হেরি রক্ষা কৈলাম ততক্ষন।
মিত্র বলি রাজা আমায় কৈলেন সম্ভাষণ॥
এত বলি পক্ষরাজ করিলেন প্রস্থান।
পিতার মিত্র জানি রাম করিলেন সম্মান॥

(পৃ০ ৭।১)

চেড়ী সব ডাকে রাবণ জার জেই নাম।
ধায়ে জায়ে চেড়ি সব করিল প্রণাম॥
নিদ্দয় নিষ্ঠুর আইল দুর্ভাষী দুর্ম্মুখা।
সীতার নাম শুনি ধায়ে আইল সুর্পনখা॥
অশ্বমুখী বজ্রবুকী আইল চিত্তক্ষমা।
ধার্ম্মীক ত্রিজটা আইল রাক্ষসী শরমা॥
ইঙ্গিত করিল রাবণ চেড়ি সবার কানে।
সীতা লয়ে রাত্রি দিন থাক অশোক বনে॥
কর্কশ বাক্য না বলিবে বাড়াবে পিরিতি।
ভালোমতে বুঝাইয়ে লবে অনুমতি॥
সীতার প্রতি জেই চেড়ি করে দুরাক্ষর।
সেই দিন আমি তায় পাঠাব যমঘর॥

(পৃ০ ২০।২-২১।১)

৪০। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫$\frac{1}{2}$×৫$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয়ের সংগ্রহ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভটি ৩৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

অতপর রাবনের সিদ্ধ অভিলাস।
তপস্বী হইয়ে জাবে[১] সীতা দেবীর পার্শ্ব॥
চর্ম্ম পাদুকা পদে কান্ধে বান্ধে ঝুলি।
অঙ্গেতে গারুয়া বসন মাতায় শিখাচুলি॥
এক হাতে কমণ্ডল ছত্র আর হাতে।
তপস্বীর রূপে বেদ্ব পড়িতে পড়িতে॥
ঘরে বসে আছেন তখন সীতা তো সুন্দরী।
সীতার রূপ দেখি রাবন আপনা পাসরি॥
রাবন বলে কন্যা কার কার প্রিয়তমা।
মনুষ্যের মূর্ত্তি দেখি কাঞ্চনপ্রতিমা॥
সুবলিত দুই স্তন শোভা করে হারে।
উত্তম পীত বস্ত্র শোভিত শরীরে॥
মুখ চন্দ্রিমা কিবা সুঠাম গড়ন।
ত্রিভুবন জিনি মুর্ত্তি সহাস্য বদন॥
শতদল ভাবি ভ্রমর ভ্রমে ঘনে ঘন।
মুকুতার পাঁক্তি কিবা শোভিচে শ্রবণ[২]॥
রামরম্ভা জিনি তোমার কিবা উরুদ্বয়।
বনে কেনে একাকিনি কহিবে আমায়॥
বিষম কানন সব সিংহ ব্যাঘ্র বৈসে।
অবোলা হইয়ে আছ কেমন সাহসে॥

(পৃ০ ১৫।২)

১। 'জায়ে' হইবে। ২। 'দশন' হইবে।

রাবনের কোলে সীতা বলিলেন বচন।
তব মুখে বার্ত্তা পাইবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
ব্যর্থ কভু নহে রাম সীতার বচন।
এখনি হইবে রাম আমার মরণ॥
রাম বলেন শুনহ জটায়ু পক্ষরাজ।
তুমি স্বর্গে গেলে আমি পাব বড় লাজ॥
আমার পিতার সহ হবে দরশন।
পিতারে না কবে সীতা লৈলেক রাবন॥
শুনিয়ে করিবেন পিতা আমায় তিরস্কার।
হেন পুত্র কেমনে রাখিবে রাজ্যভার॥
রাম রূপ হেরি পক্ষ তেজিল জীবণ।
পক্ষের কারণে প্রভু করেন ক্রন্দন॥

(পৃ০ ১৯।২)

৪১। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪২ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১২, ১৪-৪৯। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪২ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ, সীতা সহ রামের বন-বিহার প্রভৃতি অংশ ৩৭ সংখ্যক পুথির অনুরূপ। জয়ন্ত কাকের বিবরণটি উভয় পুথিতেই প্রায় একরূপ।

য়রুন উদয় হইল রজনি প্রভাত।
য়লস তেজিয়া গা তুলিলা রোঘুনাথ॥
সান সন্ধ্যা করেন রাম তমসার জলে।
পুনরূপি য়াইলা রাম বটবিক্ষতলে॥
জনকনন্দি[নি গেলা] করিবারে স্থান।
বিক্ষমুলে রহিল টাকুর লক্ষন॥
নামিলা জনকসুতা তমসার জলে।
য়ঙ্গের মার্জ্জনা সিতা করেন কুতুহলে॥
পড়েছে য়ঙ্গের বস্ত সলিল পাইয়া।
জয়ন্ত নামেতে কাক ছিলা বিক্ষেতে বসিয়া॥
সিতার স্তন দেখি তার ভম হইলা মন।
ফল ভমে আসিয়া বিস্তারি বদন॥
মুচ্ছিত হইলা মাতা জনকনন্দিনি।
রূধিরে ভিজিল য়ঙ্গ কান্দেন দুখিনি॥
কান্দিতে কান্দিতে সিতা করিলা গমন।
রামের নিকটে মাতা দিলা দরসন॥
কে করিল এমন জিজ্ঞাসে রোঘুনাথ।
সিতা কহে দুষ্ট কাক কৈল নখাঘাত॥
বাঁম হস্তে ধনু ধরি উঠিলা তখন।
বান পতি কহিছেন রাজিবলোচন॥
সিরাম কহেন সুন ঔসিক নামে বান।
জেই স্থানে পাবে তার বধিবে পরান॥

ইত্যাদি—(পৃ০ ২।২)

কোন কোন পুথিতে কাকের বিবরণটি অযোধ্যাকাণ্ডের শেষে আছে এবং উহা অন্যরূপ। ৩৪ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য।

মধ্য,—

হেথা রাম জানকী সনে বসি পঞ্চবটির বনে
কুসাসন উপরে রোঘুবর।
সীতা কহেন জোড়পানি যুন প্রভু রোঘুমনি
আজি কেন কান্দিছে অন্তর॥
জে দিশে ফিরাই আঁখি সব অমঙ্গল দেখি
দস দিগ দেখি অন্দকার।
কেন প্রভু নারায়ন মন করে উচাটন
চিত্র স্থির না হল্য আমার॥
হেন মোর হয় মনে সারা দিন তুয়া পানে
চায়্যা থাকি না পালটি আঁখি।

নাচিছে দক্ষিন উরূ ফন্দন করিছে ভুরূ
কেনে হয় শ্রীরাম ধনুকি ॥
আজি রাত্রের সপ্নের বানি সুন প্রভু রোঘুমনি
নিবেদিএ তোমার চরনে।
জেন তুয়া সঙ্গ ছেড়্যা গেছি সিন্ধু পার হয়্যা
আছি এক সনায় ভুবনে ॥
সপ্ন দেখি সেই হতে প্রবধ না মানে চিতে
কান্দি কান্দি উঠএ জিবন।
মনে বড় ভয় আছে সঙ্গ ছাড়া হই পাছে
তেঞি মন করিছে এমন ॥
জনম অবধি দুখ কখন নাহিথ সুখ
অধিক কপাল মোর মন্দ।
দাসির বচন রেথ্য নঙন নিকটে থাক্য
দয়া না ছাড়িহ রামচন্দ্র ॥
আমারে বিভাহ করি হৈলে প্রভু জটাধারি
এই সব্ব হৈল অজুধ্যাতে।
প্রবেস করিলা বনে বিবাদ রাক্ষস সনে
আর কিবা আছএ ভাগ্যেতে ॥
বুনিঞা সিতা বানি কহিছেন রোঘুমনি
সুন সুন জনক ঝিআরি।
দুই ভাই য়াছি সাঁথে কান্মুক লইয়া হাথে
ভয় কিসের বুঝিত্তে না পারি।
চিত্র কেন নহে স্থির কহিছেন রঘুবীর
সুন শিতা তাহার বিধান।
বহুদিন আইল্যাম বনে বুঝি অজর্দ্ধা পড়েছে মনে
তেঞি হেন করিছে পরান ॥
ঘুচিল যে যব ক্লেষ বনবাশ হইল শেষ
শিতাকে প্রবোধেন রঘুবির।
হোথা চাপিআ পুষ্পকরথে মারিচে করিআ শাঁথে
হেন কালে আইল দশশির ॥
কুটির নিকটে গীআ বিক্ষ আড়ে দাণ্ডাইআ
রাম পানে ফীরাঅ নয়ন।
দেখে বসে রাম মৃগচামে জানকি লঞিআ বামে
বিশ্বিত হইল দষানন ॥
লক্ষন কিঞ্চিত দুরে ধনুকে নিজুক্ত শরে
বশে জেন শিংহের শমান।
তাহা দেখি লঙ্কেশ্বর ভয় পাএ অন্তর
পেছবাতে মুদিআ নআন ॥
জুক্তি স্থির করে চির্ত্তে কিরূপে হরিব শীতা
মনে বড় পাইল তরাষ।
মারিচের পানে হেরি কহিছে প্রবন্ধ করি
রচিলা পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস ॥
(পৃ০ ৩১।২-৩২।১)

উদ্ধৃত ত্রিপদীটি ৩৭ সংখ্যক পুথিতেও আছে।

তৃষ্টাজুক্ত রামচন্দ্র হইয়া ব্যাকুল।
বৃক্ষমুলে বসিলেন হইয়া আকুল ॥
হেদেরে লক্ষন ভাই সুনহ বচন।
নির দিয়া প্রান রাখ গোউরবরন ॥
ভাঙ্গিয়া তরূর ডাল লক্ষন নিল হাথে।
মন্দ মন্দ বাউ করেন প্রভু রোঘুনাথে ॥
শ্রীরাম কহেন ভাই সুনরে লক্ষন।
জল দিয়া প্রান রাখ সুমিত্রানন্দন ॥
লক্ষন রামের আগে জুড়ি দুটি হাথ।
নির আনিবারে জাই দুদসের নাথ ॥
দ্রুত নির লয়্যা আইস কহেন নারায়ন।
জে আজ্ঞা বলিয়া চলেন ঠাকুর লক্ষন ॥
জল অন্নাসন করি চল্যাছে লক্ষন।
পর্ব্বত উপরে জল করেন নিরক্ষন ॥
নির দেখি হরসিত সুমিত্রা সন্তান।
বৃক্ষপত্র তুলি য়াধার করিলা নির্ম্মান ॥
পত্রে নির নঞিলেন সুমিত্রানন্দন।
বিক্ষ হইতে মৎসরঙ্গ করে নিরক্ষন ॥

মছ্যরঙ্গ পক্ষ তখন দেখিয়া লক্ষনে।
এই জল খাওাইবেন প্রভু নারায়নে॥
জটাউর নাল এই না হয় সলিলে।
অনেক য়পরাধ হবে ইহা না কহিলে॥
এত ভাবি মছ্যরঙ্গ গমন করিল।
আপনার মুখে করি আধার ছিড়্যা দিল॥
দেখিয়া লক্ষন বির কান্দিতে লাগিল।
বিধাতার কর্ম্মে পক্ষে আধার ছিড়িল॥
দেখিয়া লক্ষন বিরের ঝুরে দুনয়ান।
পুনর্ব্বার পত্র আধার করিলা নিম্মান॥
আধার করিয়া পুন জল হস্তে নিল।
পুনরায় মছ্যরঙ্গ আধার ছেড়্যা দিল॥
তাহা দেখি লক্ষনের ধারা দুনয়ানে।
পক্ষ হয়্যা দুষ্‌খ দেই বিধির ঘটনে॥
রামের তরে নির নিলাম যুন দুরাচার।
বারে বারে য়াধার ছিণ্ড এ কোন বিচার॥
তবে রামের অনুজ নাম ধরিএ লক্ষন।
এক বানে লব তোমায় সমনভুবন॥
ধনুকে জুড়িলা বান সুমিত্রাসন্তান।
তাহা দেখি মোছ্যরঙ্গের উড়িল পরান॥
বিক্ষ হইতে লক্ষনের সন্মুখে দাণ্ডাল্য।
কৃতাঞ্জলি হয়ে পক্ষ কহিতে লাগিল॥
এত ক্রোধ খুদ্র পতি হইল তোমার।
অতএব জানিলাম নিধন আমার॥
দোস গুন বিচারহ সুমিত্রাসন্তান।
বিচার করিয়া তবে নিক্ষেপিবে বান॥
সয়ং ভগবান তিনি রাজিবলোচন।
পক্ষের লাল তিনি কেন করিব ভক্ষন॥
নির দেখাইএ য়ামি সুমিত্রাকোঙর।
সেই জল লঞা জায় রামের গোচর॥
সুনিঞা লক্ষন বির সান্ত হইলা মনে।
মৎস্যরঙ্গ জল দেখায় সুমিত্রানন্দনে॥
দিল সরোবরে পক্ষ জল দেখাইল।
পত্র য়াধার করি জল লক্ষন নিঞেন॥
জল নঞা দ্রুতগতি চলিল লক্ষন।
সঙ্গে সঙ্গে মৎস্যরঙ্গ করিল গমন॥
দুরে হৈতে জিজ্ঞাসা করেন নারায়ন।
এতেক বিলম্ব কেন প্রানের লক্ষন॥
সুনিঞা লক্ষন বির জুড়ে দুটি কর।
আধার ছিড়্যা দিল পক্ষ সুন রোঘুবর॥
আগে জল রামচন্দ্র করহ ভক্ষন।
তবে সব বাক্য পিছে করিব নিবেদন॥
জল নঞা রামচন্দ্র করিলা ভক্ষন।
লক্ষনে ডাকিয়া রাম করেন জিজ্ঞাসন॥
তাহা শুনি পক্ষরাজ সন্মুখে দাণ্ডাল্য।
কৃতাঞ্জলি হয়া পক্ষ কহিতে লাগিল॥
মোর অপ্‌রাধ ওহে সুন রোঘুবর।
পক্ষের নাল নঞাছিলেন সুমিত্রাকোঙর॥
সয়ং ভগবান তুমি জিবের জিবন।
পক্ষনাল খাবে তুমি রাজিবলোচন॥
নয়ানে দেখেছি আমি জটাউ সংবাদ।
অতএব য়াধার ছিণ্ডি এই য়পরাধ॥
লক্ষনের পত্র আধার ছিণ্ডিয়াছি আমি।
এই য়পরাধ মোর সুন রোঘুমনি॥
আশ্বাসিয়া রামচন্দ্র কহে পক্ষবরে।
নালের কথা কহ দেখি আমার গোচরে॥
রাম আগে পক্ষরাজ করে নিবেদন।
সিতা নয়্যা জেত্যেছিল লঙ্কার রাবন॥
পথ মর্দ্ধে পক্ষ সনে সংগ্রাম বাজিল।
রাবনের রথখান জটাউ গিলিল॥ ইত্যাদি

(পৃ° ৪৪।২-৪৫।২)

৪২। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২, ৪-২৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৪ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আদি,—

দুই কাণ্ড পুথি গাইলাম রামায়ন ভিতর।
ত্রিতিয়াতে অরন্যাকাণ্ড যুনিতে সুন্দর॥
অমৃত সক্রা[ন ?] জেন খায় ভাণ্ডে ভাণ্ডে।
তাহা চাহিতে সুনিতে লাগে অরণ্যাকাণ্ডে॥
ভরথ সত্রুঘন রহিল নিজ দেসে।
রাম লক্ষ্মন সিতা বনেত্তে প্রবেসে॥
একদিন পুষ্প তুলিতে গেলেন জানকি।
অবিচারা বানরা এস্যা মারিল ভাবকি॥
ভয় পাইয়া তবে সিতা দেবি চলে।
করুনা করিয়া পড়ে রামচন্দ্রের কোলে॥
রাম বলেন প্রানের সিতা সুনহ বচন।
করুনা করিয়া আইলা কিসের কারন॥
করুনা করিয়া তবে বলেন জানকি।
এই যবিচারা বানর মোরে মেরাছি ভাবকি॥
এই কথা জেই মাত্র সিতা দেবি বলে।
অগ্নি ঘৃত দিবামাত্র রামচন্দ্র জলে॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া বলেন গদাধরে।
সিতারে কাড়িলি বা মরিবার তরে॥
এ কথা যুনিয়া তবে অবিচারা চলে।
রামের নিকটে জায়্যা করিছে সিওলে (?)॥
অবিচারা বলেন সুনহ রঘুমুনি।
সিতা লক্ষ্মি বলিয়া আমরা না জানি॥
অপরাধ ক্ষেমা কর যুন গদাধরে।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে॥
এ কথা যুনিয়া তবে হাসেন গদাধরে।
নিচিন্দা থাকগা এই বনের ভিতরে।
অবিচারা বলে তবে যুনহ গোসাঞি।
আমরা থাকিতে তোমার সিতার ভয় নাই॥
বিদায় হইয়া তবে বানোরের গমন।
সেই বনের মুনি লয়্যা সুন বিবরন॥

ইহার পর বিরাধ-বধ, ফল্গুতীরে দশরথ কর্ত্তৃক সীতা-প্রদত্ত বালুকার পিণ্ড গ্রহণ ও রামচন্দ্রের বনান্তরে ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে। ৩৮ ও ৪১ সংখ্যক পুথিতে যথাক্রমে চক্রবাক ও মৎস্যরঙ্গ পক্ষীর উপাখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে। আলোচ্য পুথিতে বক, চক্রবাক ও মৎস্যরঙ্গের বিবরণ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়।

অন্ত,—

বনেতে প্রবেস করেন দুই সহদরে।
জেয়্যা উপস্থিত হইল জয়মুনির ঘরে॥
……জানিলেন তবে জয়মুনি বরে।
জার লাগীয়া তপস্যা করি তিনি এল্যান ঘরে॥
গলায় বাকল দিয়া রামচন্দ্র চলে।
লুটিয়া পড়িল গীয়া মুনির পদতলে॥
জাইয়া জে মুনিরাজ রাম করেন কোলে।
কত সত চুম্ব দেন বদনকমলে॥
জজ্ঞ অবসেসে ফল দিলেন তপধন।
ভক্ষন করিলেন আপনে নারায়ন॥
মুনির ঘরেতে রহিলেন শ্রীরাম।
বিশ্রাম করেন তবে দুর্ব্বাদলস্যাম॥
বালিমিক বন্দিয়া গান কিত্তিবাস গায়।
অরন্যাকাণ্ড পুথি হইল এত দুরে সায়॥
কিত্তিবাসের পুথি অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সম্পুর্ন হইল অরন্যাকাণ্ড॥
ইতি অরন্যাকাণ্ড পুথি সমাপ্ত হইল॥

৪৩। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪½+৪¼ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৬-১৭ পঙ্ক্তি। সম্পূর্ণ। ১ম ও শেষ পৃষ্ঠা কীটদষ্ট।

আরম্ভ ৩৭ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

তিন রাত্র বারানসে করিএ বিশ্রাম।
চলিলা গঙ্গার পথে দুর্ব্বাদলস্যাম॥
কুন্তলে জটার দাম দক্ষিন কপালে।
বেষ্টিত হইলা তাহে কুসুমলতাজালে॥
নিল পদ্ম জিনি রামের সুকমল তনু।
দক্ষিনে বিচিত্র সর বামে দির্ব্ব্য ধনু॥
পরিধান বৃক্ষছাল ফলমুল আহার।
দুর্ব্বাদলস্যাম মুর্ত্তি অতি চমৎকার॥
নবজলধর রাম অঙ্গ অনুপাম।
রবির কিরনে তাহে ঘন বহে ঘাম॥
অরুন কমল পাএ কুসাঙ্কুর ফুটে।
পরিপুর্ন্ন করি তুন বান্ধিআছেন পিঠে॥
শ্রীরামের বেস দেখি জনককুমারি।
দুই নেত্রে বহে ধারা নিবারিতে নারি॥
ধিক ধিক বিধি তব এমন বিচার।
রাম বনগামি ভরথেরে রাজ্যভার॥
এই রামচন্দ্র দসরথের তনয়।
ইহারে এমত তব উপজুক্ত নয়॥
ভুবনে পুজিত দসরথ মহিপাল।
গ্রহরাজ জিনি জেবা ভুঞ্জে ঠাকুরাল॥
পৃথিবিতে জত জত আছএ ভুপতি।
জাহার আশ্রমে [১] আসি করে নিতি নিতি॥

হেন রাজপুত্র রাম কৌসল্ল্যাকুমার।
এমন কঠিন দসা করিলে ইহার॥
এত দিনে কৈকৈইর পুর্ন্ন অভিলাস।
রাজ্য ধন লএ রামে দিল বনবাস॥
এত বলি কান্দে সিতা করি হায় হায়।
করিল এমন দসা ভরথের মায়॥
এতেক অক্ষেমা করি জনককুমারি।
দুই নেত্রে বহে ধারা নিবারিতে নারি॥
এইরূপে জান তিনে অঘোর কাননে।
গাণ্ডার মহিস সিংহ দেখেন নির্জ্জনে॥
লোহে পরিপুর্ন্ন নেত্র জানকির অতি।
ঘোর অন্ধকার বন পথ নাই তথি॥
শ্রীরাম বলেন কর পথের সোধন।
অতি ভয়ঙ্কর এই দেখিএ কানন॥
রাম আজ্ঞা পাইএ লক্ষন ধনুর্দ্ধর।
পথ উর্দ্ধারিলা বির এড়ি দির্ব্ব সর॥
হেথা সে রবির তাপে জনককুমারি।
ঘামে তোল ভোল [১] অঙ্গ সম্বরিতে নারি॥
মুনিকে অধিক অঙ্গ অতি সুকমল।
প্রচণ্ড রবির তাপে হএছে বিকল॥
সুকমল পাদপর্দ্মে পড়িছে রুধিরে।
চলিতে না পারি লক্ষন গোচর প্রভুরে॥
সিতারে প্রবোধ বাক্য কহেন লক্ষনে।
হের দেখ জানকি বসিব ঐথানে॥
এত সুনি লর্ক্ষনের মোধর বচন।
ধিরে ধিরে পদ দুই করিলা গমন॥
লক্ষন কহেন প্রভু বৈস এই স্থানে।
ফুটীল সিতার পদ পথের পাসানে॥
সিরিস কুসুম অঙ্গে কিরন না সয়।
বিধি পৃতিকুল আছে আর কিবা হয়॥

১। 'অশ্রয়' বা 'আশ্রয়ে' হইবে বোধ হয়।

১। 'তোল বোল' হইবে; অর্থ আপ্লুত, স্নাত।

লক্ষনের বচন স্তুনিআ রঘুনাথে।
কোদণ্ড হেলন দিএ দাণ্ডাইলা পথে ॥
সিতার রোদন দেখি কমললোচন।
রামের নঅনের জল না জাএ ধরন ॥
তোমারে কহিলাম সিতা চিত্রকুট পর্ব্বতে।
ফিরে ঘরে জায় তুমি ভরথের সাথে ॥
না সুনিআ বাক্য মোর সঙ্গেতে আইলে।
আর কত দুঃখ বিধি লেখিল কপালে ॥
অতেব বদন তব হইল মলিন।
বিরূপ দেখিএ জেন সিসিরে নলিন ॥
চলিতে না চলে তব চরনকমল।
চলিতে হইল জেন পদ্ম উতপল ॥
কনক চম্পক চারু চরনকমলে।
রঙ্গিম হইল জেন মাখিল হিঙ্গুলে ॥
তাহাতে ঘর্ম্মের জলে ভিজিল বসন।
গয়াভূমি কত দুরে কহ সর্ব্বক্ষন ॥
এতেক নিষ্ঠুর বাক্য সুনিআ জানকি।
ধিরে ধিরে জান মাতা মনে বড় দুখি ॥
মনে দুঃখ ভাবি রাম বাস বিক্ষমুলে।
দুই ধারা বহে রামের নঅনকমলে ॥
শ্রম নিবারনে বৈসেন কমলনআন।
মনেতে বিশুগি প্রভু করিলা বিশ্রাম ॥
দেখিয়া সিতার শ্রম সুমিত্রানন্দন।
জানকির অঙ্গে বাউ দেন ঘনে ঘন ॥
নবিন পল্লব ডাল বাউ দেন অঙ্গ।
শ্রম নিবারিএ সিতা উঠিলা তরঙ্গে ॥
শ্রম দুর গেল সিতা আনন্দ উল্লাষ।
আরন্যকাণ্ডের কথা রচেন কির্ত্তিবাস ॥

(পৃঃ ৪৯২-৫১১)

মস্ত,—

তার পর লক্ষনেরে কন রঘুবর।
জটাউ বলিল ভাই জে সব উর্ত্তর ॥
চল ভাই লক্ষন সন্ধান করিয়া।
সুগ্রিব ভেটীব ভাই ঋষ্যমুখে গিয়া ॥
জে আজ্ঞা বলিয়া উঠেন সুমিত্রানন্দন।
দুই ভাই বনে বনে করিলা গমন ॥
পম্পানদির তিরে উর্ত্তরিলা রাম।
বৃক্ষমুলে বসিলেন দুর্ব্বাদলশ্যাম ॥
জলেতে কমল কত হয় বিকসিত।
নানা জাতি পক্ষগন অলি গায় গিত ॥
ডাহুকা ডাহুকি কত খঞ্জনা খঞ্জন।
গন্ধ লয়্যা মন্দ মন্দ বহিছে পবন ॥
চাহিল্যা জানকিনাথ কমলের পানে।
জানকির মুখপদ্ম পড়্যে গেল মনে ॥
কমল দেখিএ রাম করেন রোদন।
চন্দ্রমুখি কোথা গেল প্রানের লক্ষন ॥
আর মোর হেন ভাগ্য কত দিনে হব।
জানকির মুখপদ্ম নঅনে দেখিব ॥
প্রবোধ করেন রামে সুমিত্রাকুমার।
সুন প্রভু রামচন্দ্র বচন আমার ॥
বসিয়া রোদনে রাম কিবা হবে ফল।
গা তুলহ জাত্রা কর প্রভু দুর্ব্বাদল ॥
অনুমানে বুঝি এই ঋষ্যমুখগিরি।
ইহাতে সুগ্রিব আছে দেখা গিএ করি ॥
ইহা সুনি হাথেতে লইয়া ধনুসর।
উঠিলেন রামচন্দ্র পর্ব্বত উপর ॥
সুগ্রিব বসিএ ছিল পাত্র [চারি সনে]।
[সসঙ্কিত] হৈল দেখি শ্রীরাম লক্ষনে ॥
ভঙ্গ দিয়া উঠে গিয়া স্রঙ্গের উপরে।
নিরক্ষন করিতেছে দুই সহোদরে ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম সুভক্ষন।
আরন্য কাণ্ডের কথা [করিল] রচন ॥

৪৪। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩২/৪×৪৪/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২, ৫-১৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আদি,—

ফগ্‌গ পার হইয়া চলিলে [না] তিন জন।
বোনবাস বঞ্চেন রাম মুনির আশ্রম॥
ভ্রমন করেন রাম মুনির আশ্রমে।
দেখিয়া রামের গুন তুষ্ট মুনিগনে॥
মুনিপত্নি সঙ্গে সিতা থাকেন হরিষে।
মুনিপত্নিগন তখন সিতারে জিজ্ঞাসে॥
মুনিপত্নিগন বলেন সুন দেবি সিতা।
কাহার বহুয়ারি তুমি কাহার দুহিতা॥
রঘুনাথ বিভা তোমায় করিল কেমনে।
বোনবাসে আইলা তুমি কিসের কারনে॥
সিতা বলেন জনক পিতা মাতা তো পিথিবি।
দসরথের বহু আমি রামের মহাদেবি॥
রাজ্য সমেতে গিয়া জনক ঋসির সম্বাদে।
চারি পুত্র বিভা কৈল পরম সানন্দে॥
ভৃগুরাম নামে ক্ষেত্রি জানেত সংসারে।
নিরাহার তপ করে আরাধি সঙ্করে॥
তুষ্ট হইয়া সিব তাকে দিল সরাসন।
গাণ্ডিব লইয়া জেনে ই তিন ভুবন॥
তবে কতো দিনে আইলে মিথিলা নগরে।
জনকের ঘরে আসি দেখিল আমারে॥
আমার পিতাকে সেই জিজ্ঞাসে কারন।
তোমার কন্যার করিব আমি পানিগ্রহন॥
সুনিঞা আমার বাপ দিলা অনুমতি।
শিষু দেখি বিভা না করিল ভৃগুপতি॥
ভৃগুরাম বলে আমি জাই তপোবোনে।
বিভার জুগ্য কন্যা হইলে করিবো গ্রহনে॥
জনক বলেন তুমি তপে কৈলে মন।
কতো দিন রাখিব কন্যা করি নিবেদন॥
অজয় ধনুক তবে দিলা ভৃগুরাম।
ধনুক ভাঙ্গিবে জেই তারে দিবে দান॥
এত বল্যা তপস্যায় গেলা ভৃগুপতি।
অনেক দিন আছিলাম বাপের বসতি॥
কতো দিনে জনক রাজা আনিল দসরথে।
রাজ্যখণ্ড আইল রাজা চারিপুত্র সাথে॥
হরের ধনুক তবে ভাঙ্গিলা শ্রীরাম।
তুসি হইয়া পিতা আমার মোরে কৈল দান॥
উর্মিলা করিলা বিভা দেওর লক্ষন।
শ্রীরাম করিল আমায় পানিগ্রহন॥
কুশধ্বজ খুড়ার ছিল দুই নন্দিনি।
ভরথ সত্রুঘন কৈল বিভা পরমকামিনি॥
চারি পুত্র বধূ লইয়া সযুর আইল গ্রামে।
এইমতে মিলিলা মোরে ঠাকুর শ্রীরামে॥

মধ্য,—

রাত্রি প্রভাত হইল অতি বিহন বেলে।
স্নান করিতে গেলা রাম গে দাবরির কুলে॥
লক্ষন বির মাথে কৈল পানির কলসি।
স্নান কার আইল তবে সিতাত রূপসি॥
সরৎকাল গেল আইল হেমন্ত প্রেবেস।
পঞ্চবটে রহেন রাম ছাড়িয়া নিজ দেস॥
চারি মাস উত্তর দিগে সিত বাতাষ বহে।
নূতন ফল এখন সর্ব্বলোকে খাএ॥
গুরস নারিঙ্গ ফল সুমধুর পানে।
দেবলোক পিতিরিলোক তুষ্ট হয় দানে॥
উত্তর বাতাস বহে সিতল নদির পানি।
চন্দ্র উদয় করে জেন ধবল রজনি॥
পোন্নিমার চন্দ্র করে সংসার উজ্জ্বল।

(পৃঃ ১১।২)

৪৫। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

(গয়ায় পিণ্ডদান পালা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩২ = ৪৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৩ সাল। অসম্পূর্ণ ও কীটদষ্ট। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান। প্রথম পত্রের মাথায় ১২৫৭ সাল লেখা আছে।

নমস্কার শ্লোকের পরে কবিশেখরের ভণিতা যুক্ত একটী ত্রিপদী ; তাহার পর পালা আরম্ভ হইয়াছে। শেষের পাতাখানি জোড়া দেওয়া।

৪৬। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

(গয়ায় পিণ্ডদান পালা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩২ × ৪৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৫ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপুর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।
রাম বলেন তুষথু পাইলু লংঘি সভার বচন।
আমা নিতে ভাই বহু করিলা জতন॥
চিত্রকুট ছাড়িয়া চলিল তিন জন।
গয়াভুমে গিয়া রাম দিলা দরসন॥
বোনে বোনে ভ্রমন করিয়া তিন জন।
আচম্বিতে গয়াভুমে দিলা দরসন॥
রাম বলেন সিতা তুমি থাক য়েইখানে।
সামিগ্রি কিনিতে মোরা জাই দুই জনে॥
পিতাকে পিণ্ড দিব ফাল্গু নদির তিরে।
ইহাতে পিণ্ড দিলে রাজা জাবেন স্বর্গপুরে॥
সিতা বলে সুন প্রভু করি নিবেদন।
পুর্ব্বকথা কহ প্রভু সুনিয়ে কারন॥
কি নিমির্ত্তে গয়াভুম হইল এথানে।
ইহাতে পিণ্ড দিলে জায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
রাম বলেন সুন সিতা আমার বচন।
পুর্ব্বকথা কহি আমি তাহে দেগো মোন॥
পূর্ব্বেতে এথানে নাম ছিলা গয়াসুরে।
অনেক রোন তার সঙ্গে কৈল পুরন্দরে॥
গয়াসুর নাম তার এইথানে ছিল।
ব্রহ্মাদি করিয়া সব দেবতা জিনিল॥
সত্য জুগে গয়াসুর রাজা পিথিবিতে ছিল।
নানা পুন্যজজ্ঞ করি স্বরির তেজিল॥
অস্বমেধ আদি করি নানা যজ্ঞ করে।
তাহার স্বরির হৈইলা অক্ষয় কলেবরে॥
প্রলয় স্বরির তার কাহাকে না মানে।
স্বরির সাধিয়া সেহ জিনল মরনে॥
মহাপ্রতাপ তার কাহাকে না মানে।
একে একে জিনিল সকল দেবগনে॥
অসুর ভয়ে দেবগন রহিতে না পারে।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া সভে স্তব করে॥
অসুর ভয়েতে গোসাঞী নাহি অব্যাহতি।
এই বার রক্ষা কর সুন প্রজাপতি॥
সকল দেবতাগণের প্রভু দেখিয়া কাকুতি।
আপনি আইলা প্রভু লয়্যা পসুপতি॥
অনেক রোন কৈল তেঁহ গয়াসুর সনে।
তবু তো জিনিতে নারে ব্রহ্মা তিলোচনে॥
ব্রহ্মা [বলে] অসুর তুমি বড় বলবান।
তোমার সোমান কেহ নাহি পুন্যবান॥
ব্রহ্মা বলে গয়াসুর সুনহ বচন।
তোমার উপর জজ্ঞ করিব এথন॥
ব্রহ্মার কথা সুনিআ বলিছে গয়াসুরে।
জজ্ঞ করহ দোহে আমার উপরে।

আমার উপর জজ্ঞ কর দুই জন।
তথাপি উহাতে মোর না হবে মরন॥
চিত হয়্যা গয়াসুর পড়িল সেথানে॥
জজ্ঞ করিতে বসিল ব্রম্ম্যা তিনলোচনে।
পিথবিতে পাথর পর্ব্বত জত ছিল॥
গয়াষুরের উপরে সকল চাপাইল।
জজ্ঞ সয্য আনিয়া দেয় সব দেবগনে।
জজ্ঞ করিতে বসিলেন ব্রম্মা তিলোচনে॥
সকল দেবগনে পেয়্যা ব্রম্মা মহেশ্বর।
সভে একমন হয়্যা হৈলা বিস্বম্ভর॥
বিস্বম্ভর মুত্তি হয়া গয়াষুর উপরে।
সব দেবগন লয়্যা বসিলা পুরন্দরে॥
অগ্নি জালি জজ্ঞ করে ব্রম্মা তিনমান।
সিতল হয়্যা অগ্নি উঠে মুত্তিমান॥
অগ্নি মধ্যে ঘৃত ঢালি কলসি কলসি।
মুত্তিমান হয়্যা ব্রম্মা জলে রাসি রাসি॥
অসুর উপরে জজ্ঞ......জে করিল।
তথা অষুর তিলেক ভয় না করিল॥
সভে বলে গয়াষুর ইবে সে মরিল।
জজ্ঞ সাঙ্গ করি ফোটা কপালে পরিল॥
গয়াষুর বলে এই জজ্ঞ সাঙ্গ হৈল।
গা ঝাড়া দিএ বির তথমি উঠিল॥
গাচ পাথর পর্ব্বত পড়িল কত দুরে।
দেখি সব দেবগন হইলা ফাফরে॥
গয়াষুর বলে যুন সকল দেবগন।
তোমাদের হাতে মোর না হবে মরন॥
এতেক যুনিয়া দেবগনে লাগে ত্রাস।
অরন্ন্য কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কিত্তিবাস॥

৪৭। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৯। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৪ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

আরন্ন্যকাণ্ডে সীতা চুরি করিল রাবন।
সীতা খুজি বেড়ান রাম ভাই দুই জন॥
যেমতে হইল হনুমান শঙ্গে দেখা।
কিস্কিন্ধাকাণ্ড সুন জাথে সুগ্রীবসনে শখা॥
শ্রীরামচরিত্র সুন অমৃতের ভাণ্ড।
অবধানে সুন সভে কিস্কিন্ধা জে কাণ্ড॥
কিস্কিন্ধাকাণ্ড সুনিলে রামের পাই বর।
ঋস্যমুখে উঠেন রাম দুই সহোদর॥
দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বত উপরে।
তাহা দেখিয়া ভয় পাইল পঞ্চ জে বানরে॥
সুগ্রীব কহে হনুমান দেখ দুই ধনুকি।
এই স্থান ছাড়ি আস্য অন্য স্থানে থাকি॥
তপস্বীর বেস দুহাঁর দেখিতে সুন্দর।
আমারে বধিতে পাঠায় বালি জে বানর॥
মহাবুদ্ধি বানররাজা নানা যুক্তি ধরে।
আমারে বধিতে পাঠায় দুই তপস্বিরে॥
সুগ্রীবের বোলে ভয় পাইল বানরে।
লাফ দিয়া উঠে উচ্য বৃক্ষের উপরে॥
কোন বৃক্ষ সহিতে নারে বানরের ভার।
ফল ফুলে বৃক্ষ সব ভাঙ্গিছে আপার॥
উচ্য বৃক্ষে উঠি তখন দেখে হনুমান।
নবজলধর মুত্তি বাকল পরিধান॥
নীল মেঘ জিনি রূপ কনকের আভা।
মেঘের উপরে যেন বিজুরির সভা॥
পৃষ্টদেশে তুনভার অতি সোভা করি।
বৈকণ্ঠ ছাড়িয়া বুঝি আইলেন হরি॥
হনুমান বলে রাজা না হবে কাতর।
বালি রাজার চর নহে জাথে তোমার ডর॥

পূর্ব্বে সূর্য্য স্থানে পড়ি পদ্ম জে পুরানে।
এমন কালেতে ব্রহ্মা আইলা সেই স্থানে॥
প্রণমিঞা সব কথা জিজ্ঞাসিলুঁ তাঁথে।
বিষ্ণুকে দেখিবে তুমী ঋস্যমুখ পর্ব্বতে॥
বুঝি সেই দীন রাজা উপনীত হইল।
বৈকণ্ঠনিবাসি হরি উদয় করিল॥
নহিলে এতেক রূপ ধরে কোন জন।
কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য জিনিঞা কিরণ॥
দুর দৃষ্টী করি তুমি দেখহ রাজন।
আলা হল্য ঋস্যামুখ পর্ব্বতের বন॥
কোটি সরত চন্দ্র যেন উদয় করিল।
অঙ্গের ছটাতে সব তম দুর গেল॥
হনুমানের এই সব সুনিঞা বচন।
সুগ্রীবের দক্ষীন নয়ন করয়ে স্ফন্দন॥
সুগ্রীব বলে ধনু ধরে এ নহে তপসি।
তপস্বি হয়্যা ধনু ধরে বড় ভয় বাসি॥
তপস্বি হইয়া হাথে ধরে ধনুর্ব্বান।
কোন কার্য্যে দণ্ডক বনে কর‍্যাছে পয়ান॥
মোর বোলে ধর তুমী তপস্বির বেষ।
নিকটে জিজ্ঞাস গিয়া শকল বিশেষ॥
কহিল সুগ্রীব জদি এতেক উর্ত্তর।
মনে মনে ভাবে তখন পবনকোঙর॥
পুনর্ব্বার বৃক্ষে হনু কৈল আরোহন।
একদৃষ্টী করি করে রূপ নিরক্ষন॥
হনুমান বলে রাজা সুনহ শ্রবনে।
নবজলধর মেঘ নামিঞাছে ভূমে॥
নীল মেঘের পাছে রাজা দেখ এক জন।
কনক চম্পক জিনি তাহার বরন॥
ভুবন মাঝে নাহি দেখি হেন রূপের ছটা।
মেঘের উপরে জেন বিজুরির ঘটা॥
সুন রাজা রবীসুত আমার বচন।
এত দিনে হৈল তোমার দুক্ষ বিমোচন॥
সুন রাজা এত দিনে দুক্ষ সব গেল।
গোলকনিবাসি হরি উদয় করিল॥
হেন কালে বৃক্ষ হৈতে নামি হনুমান।
রামচন্দ্র দেখিবারে করিছে পয়ান॥
তপস্বিরূপ ধরিয়া চলিল হনুমান।
সাহস করিয়া গেলা রাম সন্নিধান॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডীতের জন্ম সুভক্ষনে।
নণ্ডন ভরি করে হনু রাম দরসনে॥

রাগ পটমঞ্জরি॥

হনু দুকর অঞ্জলি করি দোহাঁর বদন হেরি
সকরুণ অরুণ নণ্ডান।
অঙ্গে অঙ্গ শঙ্কোচিয়া বয়ানে বিনয় হয়্যা
পুলক কদম্ব কত বান॥
কিবা অপরূপ দেখি নিমিখে নিধন আঁখি
হেরি ভেল মন মুরচিত।
জারে ভাবী যোগবলে দ্রিদয় কমল দলে
হেন রূপ দেখে আচম্বিত॥
দেখিআ [সে] গুনধাম নব দুর্ব্বাদলস্যাম
শ্রীবর্চ্ছ লক্ষণ চিহ্ন দেখি।
মুখে না নিশ্বরে বানি পুর্ণব্রহ্ম অনুমানি
কত ধারে ঝুরে দুটী আঁখি॥
আহা গোসাঞি মহাশয় কাহাঁ আগমন হয়
দরসন দুর্ল্লভ তোমার।
ই হেন মোহন বেষে আলা বনচর দেশে
ঋস্যমুখে কেনে আগুসার॥
দেখি রাজনিত বেস কি কারণে জটা কেস
বাকল কেন তেজিয়া বসন।
বিসর্গ নলিন আঁখি জলদ মিশাল দেখি
পুন্নিমার চন্দ্রবদন॥
কুবলয়দল জিনি ঢল ঢল তনুখানি
বক্ষে দেখি শ্রীবৎস লক্ষন।

গোলক ছাড়িয়া হরি আইলা ঋষ্যমুখ গিরি
সুগ্রীবের দুঃখ বিমোচন ॥
কি মোর ভাগ্যের লেখা ফলেতে পুষ্পিত শাখা
উদয় হইল কোন তপে।
শিব শুক আদি ব্রহ্মা যেরূপ বুঝিয়ে তোমা
ধ্যান করি সদা রূপ জপে ॥
আজি সুভ দিন অতি সুপ্রভাত হইল রাতি
আসম্ন করিছে মনে মন।
এ মোর লুবুধ আঁখি দুটি পাদপদ্ম দেখি
নিতে চাই চরণে শরণ ॥
সুনিঞা হনুর বোল লক্ষণ হৈল উর্দ্ধরোল
রামের মনে হইল উল্লাস।
পুরিব মনের আস যেন প্রভু তেন দাশ
নাচাড়ি রচিল কীর্ত্তিবাস ॥
(পৃ° ২।১)

অন্ত,—

পক্ষ বলেন সুন তোমরা জত বানরগণ।
মোর পৃষ্ঠে আসী সভে কর আরোহন ॥
পার হয়্যা বধিব লঙ্কার অধীকারি।
রাবন মারী উর্দ্ধারিব রামের সুন্দরি ॥
জাম্বুবান বলেন পক্ষ বুর্দ্ধো বৃহস্পতি।
আমার বচন তুমি সুনহ সম্পাতি ॥
শ্রীবন্ধু নাই দেখ অনেক বৎসর।
বাপে পোয়ে তোমরা দেশ লড়হ সর্ত্তর ॥
হিমালয় পর্ব্বতে তোমার বন্ধু বান্ধব বৈসে।
পিতা পুত্রে জাহ তুমী তাহার উর্দ্দেসে ॥
নৌতন বল হইল পক্ষের নৌতন শরির।
বানরে দেখায়্যা দিল সমুদ্রের তির ॥
বাপে পোয়ে পক্ষরাজ গেলেন উর্দ্ধর।
কটক লয়্যা অঙ্গদ গেল দক্ষীন শাগর ॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডীত কৈল দেবতার বরে।
কিস্কিন্ধাকাণ্ড শাঙ্গ হইল এত দুরে ॥

৩।২,৫।১ ও ১১।২ পৃষ্ঠায় মধুকণ্ঠের ভণিতা আছে।

৪৮। রামায়ণ—কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৬ × ৫১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩০ সাল। সম্পূর্ণ; কীটদষ্ট। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয়ের সংগ্রহ।

আদি,—

দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বতশেখরে।
ভয় পায়্যা বানরগন পলাইল ডরে ॥
সুগ্রিব বলেন দেখ আসাছে ধানুকী।
এ পব্বত ছাড়ি অন্য পর্ব্বতেতে থাকী ॥
হনুমান বলে এখন কী ভাব অন্তর।
বালি রাজা নাহি আইসে কারে তোমার ডর ॥
হইলে চঞ্চল অতি লোকে উপহাসে।
না জানি করিলে কর্ম্ম দুখ পায় শেষে ॥
ভালো মন্দ জানি আমি না হও অস্থির।
স্থির হও রাজা জানি কেবা দুই বির ॥
সুগ্রিব বলে ধনু করে দেখিতে তপস্বী।
তপস্বীর হস্তে ধনু মনে ভয় বাসী ॥
তপস্বীর বেশ ধরে কাহার কুমার।
শীঘ্র করি হনুমান জান সমাচার ॥
কৃর্ত্তবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
মন দিয়ে সুন সবে গিত রামায়ন ॥ * ॥
কামরুপি হনুমান তপস্বী হইল।
তপস্বীর বেশ ধরি সম্ভাষে চলিল ॥
জোড়হাত করি হনু কৈল নমস্কার।
হাতে ধনুর্ব্বান দেখি তপস্বী আকার ॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনি তেজ দেখি দোঁহাকার।
কোথা হইতে আইলেন কহিবেন সারদ্ধার ॥
বিশম দণ্ডক বন সিংহ ব্যাঘ্র বৈসে।
নির্ভয় হইয়া আইলেন কেমন সাহশে ॥

কোন কার্য্যে আইলেন বানরের দেশ।
বানরের দেশে কেনে করিলেন প্রবেস॥
পম্পা নদির কুলে পর্ব্বত ঋর্য্যমুখে।
বাসা করি রহিয়াছে বানর কটকে॥
সুগ্রিব নামে বানররাজা সর্ব্বলোকে জানি।
হনুমান নাম আমার সুন বিরমনি॥
মৈত্রতা করিতে সুগ্রিবের অভিলাস।
তে কারণে আইলাম তোমা দোঁহার পাশ॥
রাম বলেন লক্ষ্মন সুন হনুর বচন।
মম কার্য্য সির্দ্ধ হবে হেন বুঝি মন॥
রাম বলেন হনুমান করহ গমন।
সুগ্রিবের সহিত করাহ দরসন॥

মধ্য,—

তিন দিগের জদি আইল বানরগন।
দক্ষিন দিগেতে বানর করিল গমন॥
দক্ষিন দিগেতে জায় মনে নাহি ত্রাস।
বিন্দু পর্ব্বতে জাইতে হইল এক মাস॥
মাসেক অধিক হৈল ভাবিল অন্তর।
জিবনের আসা ছাড়ে শকল বানর॥
বিসম গহন বন বড়ই দুর্দ্দেশ।
হেন বনে বানর কটক করিল প্রেবেশ॥
সকল বানর গেল বনের ভিতর।
তথা আছে এক রাক্ষস অতি ভয়ঙ্কর॥
ধাইয়ে রাক্ষস আইল বানর মারিবারে।
রোসিল অঙ্গদ বির জায় যুঝিবারে॥
অঙ্গদ বলয়ে এই লঙ্কার রাবন।
তোহর সন্ধানে ভ্রমি জত বানরগন॥
অঙ্গদ রাক্ষস দুই জনে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি ছাড়ি দুই জনে জড়াজড়ি॥
আঁচর কামড়ে দোহে হইল জর্জ্জর।
পদাঘাত করাঘাত হানয়ে বিস্তর॥
বজ্রমুষ্টি মারে অঙ্গদ রাক্ষসের বুকে।
অচেতন হৈল রাক্ষস রক্ত উঠে মুখে॥
রাক্ষস বধিয়ে বানর হৈল সবে সুখি।
বনের মধ্যে নাহি পাইলেন সিতা চন্দ্রামুখি॥
অবশেষে বানর কটক বৈসে বৃক্ষতলে।
সকল বানরের প্রতি অঙ্গদ বির বলে॥
মাসেক অধিক হৈল নহিল গমন।
সিতা দেবি না পাইলে কি ভাবিছ মন॥
জদ্যপি সন্ধান করি সিতা দেবি পাও।
রাজার হস্তেতে তবে মরন এড়াও॥
অতএব সকল বানর করহ সন্ধান।
নতুবা একে একে লব সভার পরান॥
রাজপুত্রের বাক্য শুনি জত বানরগন।
সন্ধান করিতে লাগিল প্রানপন॥
লতা পাতা দেখিতে পাইল বিলদ্বার।
চন্দ্র সুর্য্যের প্রকাশ নাহি মহা অন্ধকার॥
পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি করি তবে সকল বানরে।
হনুমান বির জায় মহা অন্ধকারে॥
বানর সব বলে সুন পবননন্দন।
প্রকাশ পাইব গেলে কত জোজন॥
হনুমান বলে বানর না করিবে ত্রাশ।
অল্পক্ষন পরেতে পাইব প্রকাশ॥
সাত জোজন পথ গেল পাতালপুর।
রত্ন মন্দির দৃষ্টী হৈল কত দুর॥
স্বর্ন অট্টালিকা কিবে অপুর্ব্ব গঠন।
মধ্যে সরোবর হেরি জুড়ায় নয়ন॥
গন্ধে আমদিত বিচিত্র ফুল ফল।
দেখিয়ে বানর হৈল আনন্দিত সকল॥
ঘরের মধ্যেতে এক কন্যা বসি আছে।
কন্যারুপে দিপ্তমান মন্দির হয়েছে॥
সকল বানর বন্দে কন্যার চরন।
জোরহাতে কহে কথা পবননন্দন॥

ক্ষুধিত তৃষিত মাগো যত বানরগন।
অতএব তোমার সবে লইলাম শ্বরণ ॥
কার অট্টালিকা মাগো কার সরোবর।
কার ফুল ফল মাগো কহিবা সত্তর ॥
আপনি হন তুমি কোন দেবতা।
কার পত্নি হও তুমি কাহার দুহিতা ॥
হাসিয়ে কন্যা তখন কহিছেন বানি।
হিমালয় পর্ব্বত আমি তাহার নন্দিনি ॥
সয়ম্বরা নাম আমার হেমা আমার সখি।
সখির বচনে আমি এথা থাকী ॥
ময় দানব রচিলেন এই গৃহবাস।
হেমার সঙ্গে ময় দানব করেন বিলাস।
রুপে গুনে দানবে মোহিত কৈল হেমা।
দিবারাত্র বিলাশ করে নাহি তার ক্ষেমা ॥
দানবের কর্ম্মে হেমা পলাইল ত্রাশে।
ময় দানব গিয়াছে হেমার উর্দ্দেশে ॥
হেন স্থানে আসিতে কে দিল উপদেশ।
এ হেন দুর্গম পথে করিলে প্রেবেশ ॥
কোন কার্জ্যে বল সবে আইলে পাতাল।
ময় দানব আইলে ঘটীবে জঞ্জাল ॥

(পৃ০ ১৩।২—১৪।২)

৪৯। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩¾ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৪ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

মধ্য,—

রামের করুনায় হনুমান হইলা
আপনে কহিল গিয়া রাজার গোচর
সুগ্রীবের আগে জায় পবননন্দন।
ক্রোধজুক্ত হয়্যা কিছু বলিল বচন ॥
সুন্দরি লইয়া রাত্রদিন কর কেলি।
মধুপানে অচে [তো]ন রাজভোগে ভুলি ॥
রাজ্যর চিন্তা এড়িলে রাজ্য হইল সুন্য।
পাত্রমিত্র দেখা না পায় থোয়াইলে আপন মান্য ॥
রামের করুনা দেখি বুকে বাজে চির।
সোকেতে কাতর রাম প্রবধে নহে স্থির ॥
সিয়রে অগ্নি জালিয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রা মন।
মৈত্র করিয়া মৈত্র বধ করে কোন জন ॥
তুমি জবে না জাইবে মারিতে রাবন।
রাম লক্ষন দুই জনে মারিবে বানরগন ॥
রাজা রাজ্যের চর্চ্চা এড়ি রাজ্যের নহে হিত।
জার প্রসাদে রাজ্য পাইলে লঙ্ঘিলে হেন মিত ॥
শৃঙ্গার ছাড় রাম ভজ ছাড়হ কুমতি।
রাম বোধায়্যা কর্ম্ম কর তবে সে অব্যাহতি ॥
সত্য থাইলে মিত অগ্নি করিয়া সাক্ষি।
ইহলোক পরলোক মুক্ত মৈত্র করিলে সুখী ॥
রাজ্য অন্তপুরি পাইলে [illegible] আপন নারি।
সত্রুক্ষয় হইল এবে মৈত্রের উপকার করি ॥
প্রান সংশয় করিয়া করি রামের উপকার।
রামের কার্য্যে হেলা [illegible] বড় অব্যবহার ॥
জত জত [illegible]নর কটক বৈসে [illegible] দেসে দেসে
ঝাট করিয়া পাঠাইয়া দেহ সিতার উদ্দেসে ॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব রামের ডরে ভাগে।
[illegible] জিনিব রাম কোন কার্য্যের লেগে ॥
[illegible] পানি আকা...কিবা পাতাল ভিতর।
[illegible]ঞ্চারিতে পারে গোসাঞি তাহাতে বানর ॥
তোমার আজ্ঞা পাইলে সর্ব্বত্র সঞ্চারি।
আজ্ঞা কর চাহিয়া বেড়াই সিতাত সুন্দরি ॥
নিল বিরে রাজা তবে করিল আদেস।
বানর আনিতে চর পাঠাও দেসে দেস ॥

পঞ্চ দিনের ভিতর জে বানর না আইসে।
বানর বলিয়া তার না থুইব বংসে ॥
রাজার আজ্ঞায় নিল বীর হইল তৎপর।
দেসে দেসে বানর আনিতে পাঠাইল চর ॥
নিল বিরে বলিয়া রাজা গেলা অন্তপ্পুরি।
দুঃসহ বরিসা রাম সহিবারে নারি ॥
সিতা বহি প্রভু রামের আর নাহি মনে।
কিত্তিবাসে গাইল বরিষা অবসানে ॥

(পৃ০ ২৮।২-২৯।২)

রামকিরি রাগিণী

সাগরের পারে রাক্ষসের ঘরে
চিন্তিতে বিসম কাহিনি।
একেত্বর পরবাস সিতার জীবনে আস
চারি মাস বাত্রা নাহি জানি ॥
অহে বানররাজ সাধিয়া দেহ রামের কাজ
ছার তুমি নারিব সমাঝ।
রাত্রি দিনে ক্রন্দন আহার পানি বর্জ্জন
কোন মতে রহিবে জিবন ॥
কোন বোলে স্থির ন[illegible] প্রবধবাক্য দিলে নহে
দেস বলিয়া [illegible]িক গমন ॥
সোকসিন্ধু কর পার [illegible] বারে বার
সিতা দেবি[illegible] [illegible]হ উর্দ্ধ[illegible]
তিন জন [illegible]স্তরি জবে এ[illegible] করি
অজুধ্যাতে হাটী একবার ॥
চতুদোলে ঝাট চড় মিত্র সম্ভাস[illegible]
আপনে দেহ তাহাকে আস্বাস।
কিস্কিন্ধ্যার পাচালি সরস নাচা[illegible]
রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস ॥

(পৃ০ ৩৫।২)

লঙ্কার দুয়ারে আছে দেবি উগ্রচণ্ডা।
বাম হস্তে খর্পর দক্ষিণ হস্তে খাণ্ডা ॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনি দুই নয়ন উজ্জল।
রাঙ্গা মুখখানি জেগ জলন্ত অনল ॥
লোলো জুভা বিকট দন্ত পিষ্টে জটাভার।
হাঁড়িয়া মেঘের বর্ন্ন পর্ব্বত আকার ॥
ব্রাঘ্য চর্ম্ম পড়িধান গলে মুণ্ডমালা।
মানিক কুণ্ডল কর্ন্নে জেন চন্দ্রকলা ॥
চারি খান হস্ত জেন ঐরাবতের শুণ্ড।
সনার মুকুটে অতি সোভা করে মুণ্ড ॥
ভয়ঙ্কর ঘোর মুর্ত্তি খাণ্ডা খর্পর হাথে।
সাবধান হয়ে জেও দেবির সাক্ষাতে ॥

উগ্রচণ্ডার বর্ণনাটি প্রায়শঃ সুন্দরাকাণ্ডে পাওয়া যায়।

৫০। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬-৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৪ সাল। সম্পূর্ণ।

আদি,—

মন্ত্র পেয়া প্রেমে পুলকিৎ হইল হনু।
পুলকে পুষ্পিত হইলা বানরের তনু ॥
কহেন রামের আগে জুড়ি দুটী হাথ।
একথা ভিত্তর রাখহ রোঘুনাথ ॥
আমারে জেমন কৃপা হইলা রোঘুবর।
মোর সঙ্গে আছে এক সুগ্রীব বানর ॥
[illegible]লি রাজার ছট ভাই সূর্য্যের নন্দন।
[illegible]জ্ঞা জদি কর তারে ডাকি [illegible]র্ষন ॥
[illegible] লেন সুন অঞ্জনাকুমার।
[illegible]াম [illegible] করিবে তাহা মোর অঙ্গিকার ॥

হোতা পর্ব্বতের শ্রীঙ্গে সুগ্রিব বসীআ।
বিশ্বয় হএছে সেহ রাঘবে দেখিআ॥
না বুঝিআ ভঙ্গ দিয়া উঠিল পর্ব্বতে।
কে জানে কে জুক্তি করে হনুমানের সাথে॥
এই চিন্তা করে রাজা সুগ্রীব বানর।
ডাকিছে অঞ্জনাসুতা উর্দ্ধ করি কর॥
নাম রে সুগ্রীব রাজা সুভদিন হইল।
বিরিঞ্চি করএ জারে সে ধন আইল॥
চরনে করেছে জে জন অহল্যা তারন।
বাল্মিক আদি ধ্যান করে জে দুটী চরন॥
পালিতে পিতার সত্য আসিআছেন বনে।
রিশ্বমুখে আগমন তব ভাগ্যগুনে॥
আমার পুর্ব্বের পুন্য আছেন সঞ্চয়।
নেত্র ভরি দেখশীয়া কোসল্যাতনয়॥
সুগ্রীব বলেন মোর পত্রয় নহে মনে।
বৃক্ষমুলে কি জুক্তি করিলি কানে কানে॥
সিঅরে দারুন শত্রু বালি মহাবল।
সাগর অন্ত প্রীথিবি জাহার করতল॥
অতেব পত্যয় মোর না জন্মএ মনে।
চক্র করি ফেলে পাছে ব্যালের সদনে॥
হাশীয়া অঞ্জনাসুতা শুগ্রীবেরে কয়।
বুঝিলাম রাজা তোর সুর্দ্ধি চিত্র নয়॥
কল্পনা করিআ জদি কহিএ তোমারে।
অঞ্জনার সপতি তবে আছএ আমারে॥
কন জনা বরে তোরে বিস্বাষঘাতকি।
তাহার সমান তবে নাহিক পাতকি॥
পর্ব্বত হইতে রাজা সুগ্রীব নাম্বিল।
আসিআ হনুর কাছে জিজ্ঞাসা করিল॥
আমারে দক্ষিন কর দেও জদি তুমি।
পত্রয় করিআ তবে সঙ্গে জাই আমি॥
হাসিয়া অঞ্জনাসুতা দেন দক্ষিন হাত।
ডর নাঞী মীলাইয়া দিব রঘুনাথ॥

মধ্য,—

বেল্যের গমন সুনি ডাড়াইল তারারানি
কৃতাঞ্জলি প্রতি প্রীতি কয়।
সয়নকালেতে ছিলাম কুসপন দেখিলাম
প্রাননাথ জুর্দ্ধে জায়া নয়॥
নাচিছে দক্ষিন ভুরু সঘনে কাপিছে উরু
অনল লেগাছে জেন বনে।
আমায় লাগে চমৎকার সব দেখি অন্ধকার
জেই চাহি তব মুখ প্রানে॥
কহিছেন তারা রানি সুন সপনবানি
জে সকল দেখি অকল্যান।
পর্ব্বত চলিয়া বুলে অনল উঠিছে জ[illegible]
প্রিথিবিতে রবির পত্তান॥
কাল নারি দিগাম্বরি বাম ক[illegible] অসি ধরি
বুলে জেমন কিষ্কি[illegible] নগরে।
দেখিলাম চমৎকার [illegible]ভে করে হাহাকার
বজ্রাঘা[illegible] [illegible]ড়াগে[illegible] মন্দিরে॥
সিবারব [illegible]নেতে [illegible] মণ্ডুক রহির মাথে
রুধিরের নদি [illegible] জেন জয়।
এই সব সপ্ন [illegible]দেখি ঝরিছে আমার আখি
ভুপ[illegible] [illegible] দুখে হয় ক্ষয়॥
বলি নাথ [illegible]র পাসে তারাই সপ্ন সেসে
[illegible]অপরূপ করি দরসন।
জটা [illegible]ন দুলে মাথে কোদণ্ড সভিত হাথে
পিষ্ট দেসে বান্ধা জেন তুন॥
[illegible]বা রূপ অনুপাম নবদুর্ব্বাদলস্যাম
কমলনিন্দিৎ দুটী আখি।
শ্রীমুখমণ্ডল মাঝে মন্দ মিহু হাস্য সাজে
মন হয় নিত ভরি দেখি॥
রূপেতে করেছে আলা গলে দুলে পুষ্পমালা
কটীতটে বাকল বেষ্টীত।
নাভি জেন সরোবর রামরম্ভা উরুবর
পাদপদ্ম হিঙ্গুলমণ্ডিত॥

তব্দ আড়ে ডাণ্ডাইয়া সুগ্রিবের শ্বহায় হঞা
কোদণ্ডে ছাড়াছে জেন বান।
সে অস্ত ছাড়িআ দিল তব বক্ষ্য বিদারিল
তুমি জেন তেজাছ পরান॥
তোমার চরন ধরি কান্দি হাহাকার করি
সে পুরুস করেন আশ্বাস।
অতি সে দয়ার সিন্ধ আমি বলি দিনবন্ধ
বৈকণ্ঠে তাহার হবে বাস॥
সুবুদ্ধি পুরুস তুমি অবলা জুবতি আমি
দেখ দেখি বিচার করিআ।
সমরে জে জন ফিরে সে কেনে পালটী ঘোরে
তাহে পুস্প মালা গলে দিআ॥
বলি নাথ তব পাসে সুগ্রিবের কে শ্বহাই আছে
কেহ্নে এত দর্প করি বুলে।
আমার বচন ধর মন্দিরে বসিঞে থাক
সন্ধ জাক [illegible]রমণ্ডলে॥
তারার বচন সুনি [illegible] বালি চুড়ামনি
আ[মা]রে [illegible] জনে।
বলিএ তোমার কাছে [illegible] আছে
মোর সংঙ্গে জি[illegible] রনে॥
ধরা জার করতল [illegible]সিঅ সমুদ্রজল
সুমেরু উপারি বা[illegible]।
ভুপতি তারারে কয় সপ্পন কভু [সত্য] নয়
কেবা আছে আমারে মারিতে॥
জক্ষ্য দক্ষ্য কিন্নর জম বরূন পুরন্দর
কার সার্দ্ধে মোরে জিনে রনে।
বলিআ তোমার স্থান আমার জাবেক প্রা[illegible]
এহ বাক্য মনে কর কেনে॥
বালি কয় সুন সতি ফলিব সুগ্রিব প্রতি
তোমার সপ্ন মিথ্যা কথা নয়।
সংগ্রাম মণ্ডলে জাব একা পদাঘাত দিব
তারে নিব জমের আলয়॥
তারা কয় জোরহাথে জে আজ্ঞা করগা নাথে
অবলার চারা মাত্র নাই।
আমার বচন রাখ এক দণ্ড ঘরে থাক
তর্ত্ত জান দুত পাঠাইআ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত ভনে বালি নাই বাক্য সুনে
দৈব কালে এমনি বুদ্ধি হয়।
তারা বাক না সুনিআ সমর প্রবেসে গিআ
মহাক্রোধে ইন্দ্রের তনয়॥
(পৃ° ১৫।২-১৭।২)

অন্য,—

হেথা তিন দিগের বানর এসাছে ফিরিয়া॥
ভাবএ বানর জত তত্ত না পাইয়া।
কেমনে সুগ্রিবের আগে দাড়াইব জায়া॥
সম্বাদ না নয়া গেলে পরান হারাব।
কি করি সুগ্রিব আগে সমাচার দিব॥
কেহ বলে থাক দেখি হনুর বাট চেয়্যা।
অবস্য আসিব সিতার সংবাদ লইয়া॥
হনু এলে সভে মেলি সেই সঙ্গে জাব।
সংবাদ পাইলে বাত্রা কে য়ার পুছিব॥
এত বলি বাট চেঞা আছে কপিগন।
রাম কাছে জাত্রা করে পবননন্দন॥
আসিঞা জানকিনাথে করিল প্রনাম।
সিতার সম্বাদ সুধ্যান কমলনয়ান॥
কহিছে অঙ্গদ বির সুন কমলআখি।
বিন্ধ্যগিরি পর্ব্বতে পড়িআ এক পাক্ষি॥
কুসসয্যা করি মোরা তেজিথাম জিবন।
সেই কয়া দিল জানকির অন্যাসনে॥
লঙ্কায় অশোক বনে আছেন জনকঝি।
পক্ষের বদনে এই তত্ত পেআছি॥
গড়ুরনন্দন সেই দিলেক পরিচয়।
সম্পাতি তাহার নাম সুন দয়াময়॥

সুর্য্যের তেজে তার পাখা পুড়া গেছে।
অচল হয়া পক্ষ্য তথা পড়ি আছে॥
সুনিআ জানকিনাথের হইল সঙরন।
জটাউর ভাই সুন্যাছিলাম বিবরনে॥
সুগ্রিব প্রিভিতি করি সকলের আনন্দ।
সম্পাতি নিকটে জাত্রা করেন রামচন্দ॥
উঠিল বানরদলে রামজয় ধনি।
রাম সঙ্গে চলে বানর সত অক্ষহিনি॥
ইতি॥ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত॥

৫১। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩১/৪ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৮৫-৯২,৯৪-১১০, ১১২-১১৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। অক্ষর ও ভাষা পূর্ব্বদেশীয়। পুথি সুপ্রাচীন।

পুথিখানিতে আরণ্যকাণ্ডের রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ হইতে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত সুগ্রীবের কটক সঞ্চয় পর্য্যন্ত আছে। ৯২।১ পত্রে আরণ্যকাণ্ড শেষ এবং ৯২।২ পত্রে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ।

আরণ্যকাণ্ডের একটি নাচাড়ী এইরূপ,—

নাচাড়ি॥ পঠমঞ্জরি রাগ॥

সুবর্ন্ন হরিন মারি লক্ষনেরে সঙ্গে করি
রাম আইল আপনা গৃহেত।
না দেখিয়া প্রানপৃয়া মস্তকেত হস্ত দিয়া
ডাকিলেন্ত এ দস দিগেত॥
সোকে সন্তাপিত হইয়া আপনা গৃহেত গিয়া
বিচারিয়া চাহিল মন্দির।
না পাইআ প্রানপ্রিয়া হাহা সিতা বলিয়া
ভুমিত পড়িল রাম বির॥
হাহা পৃয়া সুভদনি মোহোর কন্ঠের মনি
কি হেতু না দেয় দরসন।
মরিমু তোহ্মার সোকে উপায়ে বোলহ মোকে
দেখা দিয়া রাখহ জিবন॥
তোহ্মার বিরহবিসে সকল সরিরে সোসে
কথা কহিতে না আইসে মুখেত।
তোহ্মার বিচ্ছেদ সুলে জাইব আহ্মি রসাতলে
বল বুদ্ধি নাহিক আহ্মাত॥
হাহা আএ প্রানর পৃয়া কথা গেলা ছাড়িয়া
না জানি কি দেখা হয়ে আর।
দারুন বিধাতা নিষ্ঠুর তোহ্মা নিল বহু দুর
দস দিগ দেখম অন্ধকার॥
ফুকারি ফুকারি করি কান্দে রাম নরহরি
পড়ে জল স্যাম তনু ভরি।
জলবিন্দু পড়ে সারি স্যাম বক্ষস্থল ভরি
সিতাসোকে নিবারিতে নারি॥
কান্দে রাম রঘুবির ভুবনে না হয়ে স্থির
নয়নে বহে জলধারা।
দুর্ব্বাদলস্যাম গায়ে ধুলি গড়াগড়ি বাহে
নব মেঘে উদিত জেন তারা॥
তেজি দিব্য ধনু সর রঘুনাথ ধনুর্দ্ধর
ভুবনেত বাহে গড়াগড়ি।
কোন অপরাধ দেখি আয়ে পৃয়া চন্দ্রমুখি
অরন্যেত গেলা মোরে ছাড়ি॥
বাপের আদেস হতে চলি আইলুম বন পঁথে
তাহাতে বিধাতা হইল বাম।
লোকেত কুকির্ত্তি থুইলুম পত্নি রাখিতে না পারিলুম
মুঞিঁ পাপি রঘুবংস রাম॥
হারাইলুম বুদ্ধিবল সকল বৃক্ষের তল
একে একে করিলুম বিচার।
থেনে রাম গৃহে আইসে ক্ষেনে ক্ষেনে দ্বারে বৈসে
নাম ধরি ডাকে বার বার॥

আয়ে মোর লক্ষন ভাই তুহ্মি বিনে বুদ্ধি নাই
কোন হেতু না চাহ জানকি।
না দেখি সিতার মুখ সর্ব্বাঙ্গে জম্মিল দুঃখ
অগ্নি জেন লাগিল সরিরে।
দুই ভাই কোলাকুলি ভূমিত বাহে গড়াগড়ি
বিলাপন্ত রঘুবংস বির॥
ক্ষেনেক চৈতন্য পাইয়া ধনুসর হাতে লইয়া
বিচারিতে লাগিলেক বন।
জেই দিগে পক্ষি উড়ে সেই দিগে ধায়ে লড়ে
চাহিবারে জানকি সুন্দরি।
দুই দিগে দুই জন বেড়িয়া বিচারে বন
না দেখিয়া ডাকে নাম ধরি॥
পসু পক্ষি জাকে দেখে তাতে পুছে রঘুনাথে
তুহ্মি নি দেখিছ মোর সিতা।
রূপে বিদ্যাধরি সমা গুনে বুড় মনোরমা
মহারাজা জনকদুহিতা॥
বিচারিতে বন পঁথ রঘুনাথ মহাসর্ত্ত
জটাউ সহিতে দরসন।
জটাউ জটাউ করি ডাকে রাম নাম ধরি
জটাউয়ে মেলিল নয়ন॥
বার্ত্তা কহে খগপতি সুন রাম মহামতি
রাবনে হরিল তোহ্মার নারি।
জুদ্ধ কৈলুম প্রানপন দেখিলেক দেবগন
হরি নিল কনক লঙ্কাপুরি॥
এহি কথা সম্বিধান জটাউ তেজিল প্রান
না জানিল লঙ্কা কোন দিগ।
বিচারি অগাধ বন দৈবজোগে আগমন
গেলেন পর্ব্বত ঋস্যমুখ॥
হইল নিদাগ কাল রঘুনাথ মহিপাল
জানকির সোকে হৃত চিত্ত।
সুইয়া থাকেন * * * * *
তা দেখিয়া লক্ষন হতাস।

কহেন লক্ষন বির দুনয়নে বহে নির
উঠ উঠ প্রভু রঘুনাথ।
তোহ্মার সিতার তরে সমুদ্র বান্ধিমু সরে
অগ্নিবিষ্টি করিমু লঙ্কাত॥
জদি পাম রাবন লাগ জেহেন খুধার বাগ
লাগ পাইলে ধরিমু তাহারে।
ইন্দ্রজিত আদি করি সকল সংগ্রামে মারি
জানকিরে আনিমু লিলাএ॥
সুনিছি সাস্ত্রের বানি কহিছে বসিষ্ঠ মুনি
কর্ম্মভোগ ভোগিলে সে জাএ।
এ সকল কথা সুনি * * *
কহিতে লাগিল ধিরে ধিরে॥
কুবের বরুন জম সেহ নহে মোর সম
গোষ্ঠির তিলক তুহ্মি বির।
প্রভাত সময়ে গেলা প্রচণ্ড নিদাগ বেলা
জানকির সোকেত হতাস।
প্রচণ্ড ধনুক হাতে বিচারিতে বন পঁথে
চলিলেক রাম হৃসিকেস॥
কহে কির্ত্তিবাস কবি শ্রীরামের পদ সেবি
ভারথি দেবির বরে।
কলিকালে মহামন্ত্র অবতার রামচন্দ্র
কলি ভব তরিতে কারন।

(পৃ° ৮৮।১—৮৯।১)

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ,—

রামায়ন মহাসাস্ত্র বাল্মিকি রচিল।
কির্ত্তিবাস কবিয়ে তাহা প্রচ[া]রিত কৈল॥
লোক তরিবার হেতু পাঁচালি প্রকাস।
যে যে [জ]ন সুনে সর্ব্ব পাপ হয়ে নাস॥
হনুমানে কহিল জদি রামের বিবরন।
উল্লসিত হইল সব বানরগন॥
আহ্মা সমারে এবে প্রসন্ন হইল বিধি।
বড় ভাইগ্যে পাইলা তুহ্মি রাম গুননিধি॥

বানরের [দুঃখ] দেখ বিজুত আকার।
পরম সুন্দর হইল শ্রীরাম অবতার॥
মনুস্য বেস ধরি দেখিতে সুন্দর।
শ্রীরাম সম্বাসা কর সুন নৃপবর॥
পাইদ্যার্ঘ লও তুহ্মি কুল বেবহার।
রাম হতে হৈব তোহ্মার রার্জ্জ অধিকার॥
লইল অনেক দ্রব্য দিব্য পুষ্প ডালি।
শ্রীরাম পাসেত সুগ্রিব করিল সিয়লি॥
(পৃ° ৯২।২)

;—

থর্প পয়ার॥

না কান্দ কান্দ মিতে চির্ত্তে দেও খেমা।
মনুস্য না হও তুহ্মি দেব চন্দ্রিমা॥
কুল সিলে বিক্রম জানহ ভাল মতে।
কোহ্ন দেসে গেলে রাবন না পারে
এড়াইতে॥
জথা তথা জাএ রাবন নাহিক এড়ান।
সংসারের বানর আনি লইমু পরান॥
রার্জ্য হারাইল আহ্মি হারাইল নারি।
বানর জাতি হইয়া আহ্মি সকল পাসরি॥
ত্রিভূবন মৈদ্ধে মিত্র তুহ্মি সে পুজিত।
স্ত্রি লাগি কান্দ মিত্র না হয়ে উচিত॥
আপনে শ্রীরাম তুহ্মি না চিন আপন।
ত্রিভুবনে স্ত্রি তরে কান্দএ কোন জন॥
চিন্তিতে চিন্তিতে মিত্র অধিক সোক বাড়ে।
সোকে পাগল হইলে লক্ষিএ তারে ছাড়ে॥
সত্য করিল আহ্মি অগ্নি করি সাক্ষি।
মুক্তি আনিয়া দিমু সিতা চন্দ্রমুখি॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের পাঞ্চালি নির্ম্মান।
জেই জনে সুনে ভাল পরলোক পরিত্রান॥
(পৃ° ৯৪১-২)

৫২। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{১}{২}$ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩১-৫৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, ১৬৩১ শকাব্দা। অসম্পূর্ণ। হরফের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয়। লিপিকর মুসলমান।

মধ্য,—

নাচাড়ি॥

হনুমন্তে কহে কথা রামক নয়াই মাথা
সুগ্রিব সহিতে কপিগন।
বসি হরসিতমনে সুন প্রভু সাবধানে
কপি সনে দক্ষিনে গমন॥
সকল পৃথিবি চাইল পাত্তালেত প্রবেসিল
না দেখিল জনকনন্দিনি।
পাতাল হোন্তে উঠিয়া সমুদ্রের তিয়ে গিয়া
সমুদ্রের মহাসব্দ সুনি॥
জ্ঞাতির জে সমাজ বুলিলেক যুবরাজ
কোন জনে সাধিবা রাম কাজ।
সতেক জোজন সার কোন মতে হৈবা পার
অঙ্গদের উপজিল লাজ॥
সর্ব্ব মন্ত্রির প্রধান কহিলেক জাম্ভুমান
কার্য্য সির্দ্ধি কর হনুমানে।
জর্ম্ম কথা সুনি সার বিক্রম বাড়ে আহ্মার
লম্পে গেলু লঙ্কার ভুবনে॥
বাইউতে করিয়া ভর উঠিলু গগন পর
পরিক্ষিতে আইল নাগিনি।
অন্যে অন্যে দুই জন সরির বাড়ে অনুক্ষন
সতেক জোজন পরিমানি॥
মুখের ভিতরে গেলু কর্ন্নপথে বাহের হৈলু
আহ্মা দেখি বলিলা বচন।

সুন বির হনুমান রাক্ষসে পাইব অপজান
পরিক্ষিলু ইন্দ্রের কথন ॥
মৈনাক জাই সম্বাসি মিলিলা আসি রাক্ষসি
তবে তারে করিলু সংহার।
তবে লঙ্কা পরবেস চাহিলু সকল দেষ
উর্দ্দেস জে না পাইলু সিতার ॥
রাবনের ঘরে জাই আওয়াসে আওয়াসে চাহি
না পাইলু তোহ্মার বনিতা।
ইন্দ্রজিতের ঘরে গেলু আতকার গৃহ চাইলু
ঘরে ঘরে ফিরি চাইলু সিতা ॥
চিন্তাযুক্ত হইয়া প্রাচিরেত বসিয়া
একস্বর করিএ ক্রন্দন।
রাত্রি জাএ তিন প্রহর চিন্তি আহ্মি একস্বর
চলি গেলু অসোকের বন ॥
বৃক্ষের উপরে রৈলু খুদ্র কপিরূপ হৈলু
মনে কৈলু আইল দসানন।
হেন কালে দসানন মদনে মোহিত মন
দিয়টি ধরিছে নারিগন ॥
বসিলেক দসানন দিব্য এক সিংহাসন
চারি দিগে রমনি বেষ্টিত।
কেহ নাচে কেহ গাহে কেহ নানা বাদ্য বাহে
রাজা হৈল মদনে মুহিত ॥
দসাননে মনে হাসি আদেসিল রাক্ষসি
আন সিতা আহ্মার গোচর।
সিতাকে জে আনিয়া সমুখেত রাখিয়া
জিজ্ঞাসএ মধুর উর্ত্তর ॥
অনেক প্রকারে পুছএ লঙ্কেস্বরে
তুহ্মি সিতা ভজহ আহ্মারে।
সুনি রাজার বচন সিতা হৈল ক্রোর্দ্ধ মন
সুন রাজা কহিএ তোহ্মারে ॥
রাজা হৈয়া কর চুরি হরি আন পরনারি
মর্ষ হৈয়া না কর বিচার।
পাপ মতি সর্বক্ষন আহ্মা কর তাড়ন
রাম ছাড়ি গতি নাহি আর ॥
সিতার দড় বচন নৈরাষ হৈল রাবন
বিসম রাক্ষসি ডাকি আনে।
ঘরে গেল রাবন আদেসিয়া দাসিগন
রাক্ষসিএ মারএ পরানে ॥
সিতাএ করে ক্রন্দন হা হা রাম লক্ষন
স্বামি জার ত্রিভূবনপতি।
নিত্য করে তাড়ন রাক্ষসের দাসিগন
সিতার জে দেখিলু দুর্গতি ॥
ত্রৈম্বর্বত না গনএ দাসি সবে জত কহে
সিতা ভাবে তোহ্মার জে আষ।
ফুলিয়া জে গ্রাম সার নিত্য বহে গঙ্গাধার
পাচালি রচিল কির্ত্তিবাষ ॥
(পৃ° ৩৫।১-৩৬।১)

হনুমান্ আনীত সীতার চূড়ামণি দর্শনে
শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ—
নাচাড়ী ॥

হাতে চুড়ামনি লৈয়া হা হা সিতা বুলিয়া
রঘুনাথ পড়িল ভূমিত।
একত্রে আছিলু দুই তোহ্মা বিধি নিল কই[১]
এ বুলিয়া হৈল মুর্চ্ছিত ॥
কণ্টে হার না রাখিয়া দুই সরির একএ হৈয়া
এবে বিধি করিল অন্তর।
ধরা সিন্ধু অন্তর তুহ্মি রৈলা একস্বর
অনাথ হৈয়া কান্দ নিরন্তর ॥[২]
আএ পৃয়া সুবদনি মোর কণ্টহারমনি
মোরে তুহ্মি হৈলা অপ্রসন।
হা হা পৃয়া সিতা সতি তোহ্মার এত দুর্গতি
চারিভিতে মারে রাক্ষসগন ॥

১। কই—কোথায়।
২। মহানাটকের "হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে" ইত্যাদি শ্লোক তুল°।

সোকাকুলে প্রান দহে মোর প্রান কেন্দে রহে
আর নি হইব দরসন।
কৈন্ন্যা দানের কালে জনক রাজাএ বোলে
জত্নে সিতা করিবা পালন॥
কাপুরুস হাতে পড়ি মহাসোকে পুড়ি মরি
রাক্ষসেরে আনি দিলু ডালি;
সিতার মাথার মনি লৈয়া হৃদের উপরে থুইয়া
দুই ভাই কান্দএ আকুলি॥
রাম সোকাকুল মন সুগ্রিবে করে ক্রন্দন
সর্ব্ব কপি লাগিল কান্দিতে।
কত ক্ষন গণ্ডোগল কপি সঙ্গে করে রোল
সব্দ গিয়া উঠিল স্বর্গেতে॥
ধয্যবন্ত লক্ষ্মন সান্ত করে কপিগন
অকারনে করহ ক্রন্দন।
শ্রীরামেরে সান্ত কৈলা সুগ্রিবেরে বুঝাইলা
সান্ত কৈলা জত কপিগন॥
বার্ত্তা পাইয়া হরসিত চলিলেক ত্বরিত
বানরের নাহি ওর পার।
সুন্দরাকাণ্ডে অতি হিত কিত্তিবাস পণ্ডিত
রচিলেন্ত লাচাড়ি পয়ার॥
(পৃঃ ৩৭।১-২)

শেষ,—

এক লম্ফে দুই [জন] উঠিল গগন।
সেহি লম্ফে পড়ে গিয়া লঙ্কার ভুবন॥
সুভক্ষনে দুই ভাই লঙ্কায় প্রবেস।
রামের পাছে পার হৈল কপি অবশেষ॥
চৌ(রা)সি হাজার রাজা বলবন্ত অতি
পার হৈল লঙ্কাত জতেক সেনাপতি॥
জেই কুলে সিতাদেবি সেই কুলে রাম।
পর্ব্বত সিন্ধু অন্তর ছিল হৈল এক গ্রাম।
গৌড়মণ্ডলে বৈসে ফুলিয়া গ্রামে ঘর।
গঙ্গাকুলে বৈসে জল খাএ নিরন্তর॥
কিত্তিবাসে রচে গিত অমৃতের খণ্ড।
এতদুরে সমাপ্ত সুন্দরার জে কাণ্ট॥
ইতি সুন্দরাকাণ্ট সমাপ্ত॥ লিখিতং শ্রীসাহ মোহাম্মদ সুভমস্ত সকাব্দা ১৬৩১ তেরিখ ২৬ জিলকাজ মাহে ১৭ মাঘ॥

৫৩। রামায়ণ--সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩, × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-১৫, ১৭-৩২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৪২ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

মনে মনে চিন্তে বির গাছের উপর।
কোন উপাএ জাব আমি সিতার গোচর॥
বানর হঞা কহোঁ বানরের কথা।
মোর কথা না বুঝিলে হাসিবেন সিতা॥
বানর হঞা কহোঁ জবে মনস্তের বানি।
রাক্ষস বলিআ ডরাইব সিতা ঠাকুরানি॥
নানা মূর্ত্তি ধরে দারুন নিসাচর।
বানরমূর্ত্তি ধরিয়া বেড়ায় লঙ্কেশ্বর॥
রামদুত লঙ্কাতে সুনিব রাবন।
আমার মরনে হব সিতার মরন॥
নেউটীয়া জাই জবে সিতা অদর্শনে।
সিতা দেবি মরিবেক রাক্ষসের তর্জ্জনে॥
কি বলিয়া সিতা দেবি করিমু সম্ভাসন।
সিতা অসম্ভাসে গেলে সিতার[১] মরন॥
আমার অপিক্ষায় আছে বানর সমুদ্রের তিরে।
সাহস করিয়া আইলাঙ লঙ্কার ভিতরে॥

১। 'রামের' হইবে।

জে হকু সে হকু কহোঁ মনস্তের বানি।
আপনা আপুনি কহিব রামের অপুর্ব্ব কাহিনি॥

মধ্য,—

অহে বানর সুন মোর দুঃখের কাহিনি।
স্ত্রি হঞ্যা এত দুক্ষ কেহ না পায়ছে
জত দুর সঞ্চরে লোন পানি॥
সয়ম্বর কারনে আইল রাজাগনে
কাহাকে না মজিল মোর মন।
উপজিয়া সুর্জ্য বংষে দুই ভাই বান কর্সে
তথা আসি দিল দরসন॥
বিভাহের কৌতুক মহেষের ধনুক
নাড়িতে নারিল দসমুখে।
দেখিয়া কমলমুখ মোর মনে বড় সুখ
হেন রাম ভাঙ্গিল কার্ম্মকে॥
বিসম কঠোর ধনু রাম কমলতনু
মনে আমি চিন্তি নিরবধি।
রূপেতে মজিল মন ভাঙ্গিলেক সরাসন
বিভা কৈল রাম গুননিধি॥
পতিব্রতা নারি হঞ্যা স্বামির বাক্য লংঘিয়া
এখন চিন্তিএ মনে মনে।
পুরি হইতে বারাইতে না লয় প্রভুর চির্ত্তে
না রহিলাঙ প্রভুর বচনে॥
জনমে জনমে পুন্য আরাধিয়া রামচন্দ্র
তেঞি পাইলু হেন পতি।
কেমনে বলিব এথে রাক্ষসের ভয় পথে
কেন আসিব রাক্ষস সংহতি॥
বিভা হইতে প্রভুর বাষে আছিলাঙ দস মাষে
চন্দ বৎসর বনবাস।
বিসম রাক্ষসের চেড়ি সদত মারএ বাড়ি
তাহে মোর নিত্য উপবাস॥
জনকনন্দিনি বিষ্ণুর ঘরনি
কপটে ভাঙ্গিল[১] নিসাচরে।
সুন্দরকাণ্ডে সুন্দরগিত কির্ত্তিবাস পণ্ডিত
রচিল পোতার অনুসারে॥
(পৃ০ ৫।২-৬।১)

কান্দে সিতা করিয়া ব্যাকুলি।
রামের মহাদেবি হঞা লোটাইএ ধুলি॥
সিতা কান্দে উভরায় কেহ নাঞি পাতিআয়
চারিভিতে রাক্ষসগন।
লক্ষ্মনের বচন স্মরি কান্দে সিতা সুন্দরি
বের্থ নহে দেয়রের বচন॥
প্রভু রহিলা সিন্ধু পার দেখা না হইল আর
না দেখিলাঙ কৌসল্যা সাসুড়ি।
সুর্জ্য বংসের বহুআরি আছে তারা ঘাঘরি
অভাগিনি হইল দেসান্তরি॥
সুন্দর বদন না কৈল নিরক্ষন
না সেবিলু প্রভুর চরন।
প্রভুর মধুর কথা আর না সুনিব সিতা
আজি নিশ্চয় সিতার মরন॥
সিতার ক্রন্দনে কান্দে পবননন্দনে
রাম বলি ছাড়এ নিস্বাস।
সরস্বতির চরন সিরে থুঞ্যা অনক্ষন
নাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস॥ (পৃ০ ৭।১)

৯।২-১০।১ পত্রে হনুমানের ফলভক্ষণ উপাখ্যানটি পাওয়া যায়; উহা বাস্তবিকই হাস্যোদ্দীপক।

কমললোচন করি নিবেদন
জেমন পর্ব্বত লঙ্কা।
দুর্জ্জয় রাক্ষষে কৈলাঙ বিনাসে
কাহারে না কৈলাঙ সঙ্কা॥

১। 'ভাঙিল' হইবে।

সাগর তরিল সেনাপতি মাইল
প্রাচিরে কৈলাঙ প্রবেসে।
সুচু কাঞ্চন ঘর পোড়াইলাঙ বিস্তর
সম্পদে সে কোটী রাক্ষসে॥
হাথে মোর ধরি কান্ধে দসগিরি
সুন হে রঘুর নন্দনে।
আপন বিক্রম কথা কহিতে উচিত নহে
সঙ্গে না ছিল অন্য জনে॥
এই পোতার সার রামায়ন অবতার
সুনিসে বাড়এ অভিলাস।
জেই জন সুনে ভনে বর দেন নারায়নে
নাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস॥
(পৃ০ ২৪।১-২)

৫৪। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৮০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৭৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান মেদিনীপুর।

আদি,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি।
পিতাপুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লয়্যা অঙ্গদ গেলা দক্ষিন সাগর॥
তর্জ্জে গর্জ্জে বানরগন ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর পাথার দেখিয়া গুনিলা প্রমাদ॥
দিগবিদি[গ] নাঞি জানি আকাসমণ্ডল।
কল্লোল হিল্লোল করে সাগরের জল॥
জলজন্তু কল্লোল করে সাগরের পানি।
ত্রিভুবনের ছায়া জেন দৈব দাপুনি॥
বড় বড় ঢেউ আইসে পর্ব্বতপ্রমান।
সাগরের জল দেখি উড়িল পরান॥
সাগর দেখিয়া বানর পাইল তরাস।
মহাবির অঙ্গদ কটকে দিছেন আস্বাস॥
বিসাদে বিক্রম টুটে বিসাদে সে মরি।
বিসাদে বিক্রম কৈলে সর্ব্বত্রেতে তরি॥
দেব দানবের পুত্র তোমরা দেব অবতার।
কোন কার্য্যে গন জে সাগরে হব পার॥
সুখে আহার কর সভে নিদ্রায় দেহ মন।
প্রভাতে করিহ সভে সাগর তরন॥

মধ্য,—

পঠমঞ্জরী॥

পবন তোমার বাপ ইন্দ্র সম পরতাপ
বলে তুমী বাপের সমান।
তুমি যদি কর মন হেলে জিন ত্রিভুবন
ডিঞাইবে সতেক যোজন॥
হনুমান কেন নাঞি কর রাজকাজে।
জাতি জনে নহে সুখী লোকে জবে নাহি লেখি
কি করিব বিক্রম তেজে॥
সুগ্রিব বানররাজে নিশ্চিন্দ তোমার কাজে
প্রধান তুমী পবননন্দন।
তুমি বির অবতার বানরের নিস্তার
কিসে গনি শতেক যোজন॥
পৃথিবিতে মহাবির উত্তম পৃথু শরীর
আরে তাহে বিচারে পণ্ডিত।
কর তুমী সাহস ভূবনে থাকুক যস
রাম লক্ষ্মনের কর হিত॥
জাম্বোবানের সুনি বোল বানরের উত্তরোল
হনুমান হইলা হরিসে।
হনুমান কৈল সাহসে নাচে বানর আউদড় কেসে
নাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাসে॥ (পৃ০ ৬।২)

হনুমানের আম্র ভক্ষণ লঙ্কা দগ্ধের পর বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গ্রাম্য কৌতুকের একটু নমুনা আছে। (পৃ০ ৪১।১)

যেন হেতু না ভাব মনে রামের বিসম বানে
সঘনে কাটিব তর মাথা ॥ ৬ ॥
আমারে দেখায় লোভ আচম্বিত পাইবে সুগ
এক গুনে নহে প্রভু সম।
সুন্দরে সুন্দর বর দুসরে কুসমসর
রনে প্রভু অজয় বিক্রম ॥ ৭ ॥
পাসরিলে সর্ব্ব কথা আমার বাপের তথা
রাজচক্র মনের কৌতুক।
মর সয়ম্বর কালে মরি গেলে অপমানে
না পারিলে লাড়িতে ধনুক ॥৮॥
হেন ধনু প্রভু রামে তুমি লইয়া ভুঞ্জ বামে
হেলাএ দিলা তাতে গুন।
ইঙ্গিতে মারিলা টান ভাঙ্গি হৈল দুইখান
তুমি বুঝ কতেক নিপুন ॥ ৯ ॥
হেন জনের স্ত্রি আনি আর বোল দুষ্ট বানি
আপন জিবনে লাগে চলি।
প্রভু বিষ্ণু অবতার সাগর হৈবা পার
দস মুণ্ড কাটি দিবা বলি ॥ ১০ ॥
এত সুনি দুরাক্ষর ক্রোধে কাপে লঙ্কেসর
সিতা তেজিল মৃত্যুভয়।
নারি সবে কানাকানি হাসে মন্দোধরি নারি
কিত্তিবাস পণ্ডিতে কহয় ॥ ১১॥

(পৃ° ২১১২-২১১)

সুন্দরাকাণ্ডের এই পুথিখানিতে দশটি ত্রিপদীর পদ আছে। কৃত্তিবাসী সুন্দরাকাণ্ডের কোন পুথিতে এতগুলি ত্রিপদী দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

শেষ,—

পয়ার ছন্দ ॥

আগে জায় বিভিসন লৈয়া পঞ্চ জন।
বিস্ময় করয়ে রাম দেখি বানরগন ॥
তার পাছে চলিলেক নল বানর।
দস কটি বানর লড়ে তার অনুবল ॥
তার পাছে লড়িল মৈন্দ সেনাপতি।
এগার কটি বানর লড়ে তাহার সংহতি ॥
দিবিধ বানর লড়ে তার সহদর।
দস কটি বানর লড়ে তার অনুবল ॥
ত্রিস কোটি বানর লৈআ নিল সেনাপতি।
একাদস কটি বানর লড়ে তাহার সংহতি ॥
দস কটি বানর লৈআ কুমুদ জুদ্ধাপতি।
নৈ কটি বানর লৈআ চলে সিগ্রগতি ॥
এগার কটি বানর লৈআ গয় সেনাপতি।
দস কটি বানর লৈআ চলে গুবাক্ষ সংহতি ॥
পঞ্চদস কটি বানর লৈআ ধ্রুম্রাক্ষ কর্কসন।
দুই কটি বানর লৈআ চলিলা পবন ॥
সত কটি বানর লৈআ চলে সতাবলি।
বিস কটি বানর লৈআ চলিল কেসরি ॥
ছত্রিশ কটি বানর লৈআ চলে ইন্দ্রজান।
ইত্যাদি ইত্যাদি।
তার পাছে অঙ্গদ চলে বালির কুঅর।
তার পাছে রাম লক্ষন সুগৃব বানর ॥
পার হৈআ রঘুনাতে প্রসংসে নল নিল।
ধন্য বিশ্বকর্ম্মার পুত্রে সাগর বান্ধিল ॥
পার হৈলা রামচন্দ্র সুন্দ সমুচ্চ্যায়।
সর্ব্ব সুক্তে মিলিআ করএ জয় জয় ॥
জয় জয় সব্দ হৈল সগর্গ ভুবন।
রামের উপর পুষ্পবিষ্টি করে দেবগন ॥
সর্গ্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগন।
অখনে দেবের বৈরি হৈব মরন ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের অমৃতের ভাণ্ড।
এই হনে সমাপ্ত হৈল সুন্দরকাণ্ট ॥
ইতি সুন্দর কাণ্ট সমাপ্ত ॥

৫৬। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৭ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫-৩৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৮৫ সাল। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

মোর বাপের মুর্ত্তি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
এক লাফে চড়িলা বাপু হাথির উপর।
দুই চক্ষু খোদে তার নখের আঁচড়ে।
দুই হাথে তার দুই দন্ত উপাড়ে॥
তার দন্ত উপাড়িআ তার পেটে দিল দাঁত।
দাঁতের ঘায়ে হাথির বাহির হৈল্য আঁত॥
হাথি মারি বাপু গেলা মুনির সমাঝ।
মুনি সব বলেন হাথি মাল্য বানররাজ॥
জে হাথি আসিআ মুনি সব মারি।
হেন হাথি মারিলেক বানর কেসরি॥
আপনার সুখে তপস্যা কর মুনিগন।
এক বানর রাখিল সকল মুনিগন॥
এতেক সুনিআ মুনির হরসিত মন।
বর মাগ বানররাজ সুনহ বচন॥
কেসরি বলিল জদি বর দিবে মোরে।
ত্রিভুবন বিজয় হব আমার কুওরে॥
মুনি বলে কেসরি তোমারে দিলাম বর।
সংসার বিজয় হব তোমার কুওর॥
বর পাঞা মোর বাপ হৈল্য নমস্কার।
মলয়া পর্ব্বতে গেলা জথা পরিবার॥
অঞ্জনা বানরি জর্ম্মিলা বানরকুলে।
জত কিছু বল মোর মনে নাহি লয়ে॥
অঙ্গদের তরে দিব অভরন দান।
সুগ্রিবের তরে ঘুচাব অভিমান॥
অন্তরিক্ষে জাব পবনে করি ভর।
এক লাফে পড়িব গিআ লঙ্কার ভিতর॥

'জত কিছু বল মোর মনে নাহি লয়ে' পঙ্‌ক্তিটি লিপিকরের মনে হয়। সম্ভবতঃ হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত তাঁহার ভাল লাগে নাই। এইখানে খানিকটা ছাড় হইয়াছে।

মধ্য,—

করুনা লাচাড়ি॥

পাঁচিরে চড়িল হনু জিনিঞা ত রন।
পুত্রসোকে অচেতন রাজা দসানন॥
অচেতন রাবন রাজা হারাইল ছন্ন[১] মতি।
কোপে কুড়ি আঁখি রাজার লোহেতে বেষ্টিতি॥
ইন্দ্র জিনিতে পারে পুত্র জম ধরিআ আনে।
হেন পুত্র পড়িআ গেল বানর বেটার রনে॥
অক্ষয় করিআ তারে ডাকে লঙ্কেশ্বর।
কোথা আছ পুত্র কেন না দেও উর্ত্তর॥
আমার সংহতি পুত্র আগুআন রনে।
তোমা সংহতি করিআ আমি জিনিলাঙ দেবগনে॥
ইন্দ্রজিত সোসর তুমি জানে তিন লোকে।
পরলোক গেলে পুত্র আমা দিআ সোকে॥
চিন্তিতে চিন্তিতে হিআ নহে পাসরন।
কুড়ি চক্ষুর লোহে রাজার তিতিল বসন॥
সচেতন হৈআ রাজা সভারে নিহালে।
পঞ্চ পাত্র কম্পিত জত আছে সভাতলে॥
ধিক জাউক বৃথা নাম ধরি লঙ্কেশ্বর।
লঙ্কা আসি মজাইল একটা বানর॥
রাজারে না রা কাড়ে কোন পাত্রগন।
মেঘনাদ বলিআ রাজা ডাকিল রাবন॥
মেঘনাদ বলিআ রাজা চাহে চতুর্ভিতে।
জোড়হাথে সমুখে দাণ্ডাইল ইন্দ্রজিতে॥

১। 'ছন্ন' শব্দটি বেশী আছে।

আইস্ত আইস্ত বাপু বলিআ ডাকে লঙ্কেশ্বর।
নিচ্ছিন্তে আছ তোমার ভাইকে মারিলেক বানর॥
বাপের দুলাল তুমি কুমার মেঘনাদ।
সহোদর মরনে তোমার না দেখো বিসাদ॥
দেবগন জিনিলে তুমি সংসারে বিদিত।
ইন্দ্র বন্দি করি তোমার নাম ইন্দ্রজিত॥
হাথে ধরিআ রাবন পুত্র করি কোলে।
কোলে পুত্র করিআ তিতিল আঁখির জলে॥
বিলম্ব না কর বাপু লড় হে সত্তর।
বানর বান্দিআ আন আমার গোচর॥
উঠিআ ইন্দ্রজিত বাপের বন্দিআ চরন।
রথখান সারথি জোগাএ ততক্ষন॥
সুন্দরাকাণ্ডে গাইআ দিল যুন্দর কাহিনি।
ইন্দ্রজিত চলিল বাপকে করিআ মেলানি॥

(পৃ০ ১৯।২-২০।১)

পুথির শেষের দিকের লেখা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

৫৭। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা —কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩১ সাল। সম্পূর্ণ।

আদি,—

চারি কাণ্টে গাইয়া গিত রামায়ন ভিতর।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ট সুনিতে সুন্দর॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উর্দ্ধর।
কটক লইয়া অঙ্গদ গেলেম দক্ষিন সাগর॥
লম্ফ দম্ফ বানরগন ছাড়ে সিংহনাদ।
সুমুদ্রের জল দেখি গুনিছে প্রমাদ॥
দিগাদিগ নাহি জ্ঞান আকাসমুণ্ডলে।
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জলে॥
জলজন্তু ভয়ঙ্কর সুনি দেখি লাগে ডর।
মেঘের হিল্লোল জিনি গর্জ্জিছে সাগর॥
জলজন্তু দেখি যেন পর্ব্বত আকার।
দেখিয়া বানরগন লাগে চমৎকার॥
সাগরের কুলে নিসে রহে সর্ব্বজন।
পর্ব্বতের ফল ফুল করিল ভোজন॥
ফল ফুল খায়্যা বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
সুখে নিদ্রা জায় সভে ঘুচিল বিসাদ॥
হেন মতে নিসি গেল হইল প্রভাত।
উর্দ্ধহাথে বানরগন ডাকে রঘুনাথ॥
সারি দিয়া যোড়হস্তে জত বানরগন।
অঙ্গদে প্রনাম করে এই সর্ব্বজন॥
সারি দিয়া রহে বানর অঙ্গদের আগে।
অঙ্গদ বলেন সুন জত বিরভাগে॥
সিতার উর্দ্ধার হেতু সুগ্রিব আদেসে।
চারিদিগে গেল দুত চলি এক মাসে॥
মাসেক নিয়ম নিয়ম গেল বিরগন।
মাসেক উর্দ্ধেক হইলে সংসয় জিবন॥
খুজিতে দক্ষিন দেশ মোর অঙ্গিকার।
লঙ্কায় খুজিতে হবে সাগরের পার॥
সাগর লঙ্ঘিতে শক্তি ধরে জেই জন।
বিদায় হইয়া শীঘ্র করহ গমন॥
আসি সুর্জ্য হেন তেজ জেই বির ধরে।
ইন্দ্রের হাথের বজ্র পারে আনিবারে॥
চন্দ্রের সিতল রস জেই খাইতে পারে।
ব্রহ্মার হাথের বেদ পারে আনিবারে॥
এত কর্ম্ম করিবারে জাহার শকতি।
লঙ্কাপুরি যাইবেক সেই ব্যাকতি॥

সেই বির সুগ্রিবেরে সত্যে করিবে পার।
সেই বির শ্রীরামেরে[১] করিবেন উর্দ্ধার॥
তাহার প্রসাদে সভে হই সুখি।
তাহার প্রসাদে স্ত্রি পুত্রের মুখ দেখি॥

মধ্য,—

তত্তোক্ষনে দেবগন সভে আনন্দিত মোন
হনুমানে ধরি দেয় কোল।
অলঙ্ঘ্য সাগরে পার তোমা বিনে কেবা আর
জাইতে পারে হেন লয় মন॥
সুগন্ধি কুসুমমালে গাঁথি দিল হনুর গলে
প্রধান রামের জত্তো জন।
হনুমান বলে সুন সকল বানরগন
রামনাম করাহ শ্রবন॥
রামনাম করি সার সাগর হইব পার
কোন ভয় নাহিক আমার।
পিথিবি ভাসেন জলে মোর ভরে কুর্ম্ম টলে
সহিতে নারিবে মহাভার॥
পর্ব্বতে সহিবে ভার পাতালে সিকড় জার
উহাতে উঠিয়া দিব লাফ।
রামনামের ধ্বনি সিংহনাদ শব্দ সুনি
উঠে সবে হইয়া এক চাপ॥
সর্গেতে দুন্দুবি ধ্বনি আনন্দিত সুর মুনি
কৌতুকে দেখিতে আগুসার।
পাতালেতে নাগগন সভে স্ববির্ষয় মন
গন্ধর্ব্ব অসুর চমৎকার॥
হনুমান মহাবির পর্ব্বত উপরে থির
শরির বাড়ায় ততক্ষন।
দিঘেতে জোজন শত হইল পর্ব্বত মত
প্রস্তে আড়ে এগার জোজন॥
পঞ্চাষ জোজন লেজ বাউপুত্র ধরে তেজ
সিংহনাদে ত্রিভুবন কাঁপে।
উর্দ্ধ লেজ সারি কান উঠে বির হনুমান
দক্ষিন মুখে এক লাফে॥
মুখে বলে রাম নাম পবননন্দন ধাম
বাউ ভরে সর্গের উপর।
ক্ষিতি টলমল করে বাসুকি কাপয়ে ডরে
টল টল করয়ে সাগর॥
অঙ্গদ আদি জাম্বুবান একাদেষ্টি সভে চান
বাউ জিনি ধায় মহাবিরে।
দেখি আনন্দিত মন সকল বানরগন
বৈসে সভা সাগরের তিরে॥
কির্ত্তিবাস রটে গান চলে বির হনুমান
আ[কা]সের নক্ষত্র জেমন।
প্রলয় জলদিজলে হনুমান মহাবলে
রাম রাম করএ শ্রবন॥

(পৃ০ ৬১২-৭১১)

হনুমানের ফলভক্ষণ উপাখ্যান অংশে ৫৩ সংখ্যক পুথির সহিত অনেকটা মেলে।

লঙ্কার রাজদরবারে হনুমানের পরিচয়,—

রাবন নিকটে গেল পবননন্দন।
রাজা পাছ করিয়া বির বসিল তখন॥
রাবন বলে বানরজাতি বেড়ায় বনে ডালে।
রাজসভায় বানর বসেছে কোন কালে॥
প্রহস্ত বলে বানরা রে তুই কোন জন।
রাজা পাছু করিয়া বসিলি কি কারন॥
হনুমান বলে রাজা নাম কোন জন ধরে।
শ্রীরাম রাজা পিথিবির অজধ্যানগরে॥
প্রহস্ত বলে বানরা তুই কাহার অনুচর।
কাহার বোলে আইলি হেথা লঙ্কার ভিতর॥
হনুমান বলে তোকে কি দিব পরিচয়।
তোর রাবন রাজা সেই কোথা রয়॥

১। 'সীতারে' হইবে।

১। 'স্মরণ' হইবে বোধ হয়।

দড়ি ধরিয়া প্রহস্ত ফেরায় হনুমানে।
ফিরিয়া দেখ হনুমান রাজা দসাননে ॥
রাবনের পানে চাহিয়া হনুমান বলে।
তুঞি রাবন রাজা দেখেচি কোন কালে ॥
ইন্দ্রের নন্দন ছিল বানরের রাজা বালি।
একবার দেখেআছি তাহার কক্ষতলি ॥
আর বার দেখিআছি য়র্জুনের ঘরে।
হাথে গলায় বান্ধিয়া থুইল ঘোড়াসালে ॥
পৌলস্ত মুনি আসিয়া ঘুচাইল বন্ধন।
আর বার দেখিআছি বলি রাজার ভুবন ॥
সেইরূপ দেখি তোরে করি অনুমান।
দস মুণ্ড কুড়ি আখি হাথ কুড়িখান।
হাসিতে লাগিল রাবন হনুমানের বচনে।
হনুমানেরে জিজ্ঞাসা করেন দসাননে ॥
কাহার বোলে আইলি তুঞি রাক্ষষের দেসে।
দেবত্তা গন্ধর্ব্ব কেবা পাঠায় মানুসে ॥
স্বরূপেতে জদি বল্লিষ তবে ঘুচাইব বন্ধন।
মিথ্যা জদি বলিস তোর বধিব জিবন ॥
হনুমান বলে মোরে পাঠাইল মানুসে।
তার বোলে লঙ্কায় আমি করিলাম প্রবেসে ॥

(পৃ০ ৩০।১-২)

অন্ত,—

পার হইয়া চলিল রাম সহিত লক্ষন।
পশ্চাতে সুগ্রিব রাজা রাক্ষস বিভিসন ॥
ডাহিনদিগের পাছু চলে মন্ত্রি জাম্বুবান।
আগে আগে ধাইয়া চলে বির হনুমান ॥
চলিল অঙ্গদ বির লইয়া সেনাগন।
এক চাপে চলে ঠাট মেঘের বরন ॥
রাম জয় বলিয়া ছাড়য়ে সিংহনাদ।
সুনিঞা রাক্ষসগন গুনিছে প্রমাদ ॥
রাবনেরে কহে গিয়া জত নিসাচর।
আইল শ্রীরাম পার হইয়া সাগর ॥
সুনিয়া রাবন রাজা চারি ভিতে চায়।
ভশ্বলোচন দেখি রাজা ডাকিল তাহায় ॥
শ্রীরাম আইসে লঙ্কায় বানর লইয়া।
সবগুলা ভশ্বস্ত করে দেহো উড়াইয়া ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলিল সত্তর।
চক্ষে ঠুলি দিয়া উঠে রথের উপর ॥
চর্ম্মে ঢাকা রথখান আইসে ধাইয়া।
জাঙ্গালের উপরে রথ লাগিল আসিয়া ॥
বিভিসন বলে প্রভু করি নিবেদন।
জুঝিবারে আইল বির ভশ্বলোচন ॥
শ্রীরাম বলে মিতা কি হবে উপায়।
কেমনে বানরগন ইথে রক্ষা পায় ॥
এতো সুনি বলিলেক রাক্ষস বিভিসন।
ধনুকের গুনে তুমি জোড়হ দর্পন ॥
দর্পনে দেখিতে পাবে আপনার মুখ।
আপনি হইবে ছাই দেখহ কৌতুক ॥
এতো সুনি রঘুনাথ আনন্দিত মোন।
ব্রহ্ম অস্ত্রে কুটি কুটি শ্রজিলে দর্পন ॥
রথ য়াগুলিয়া তার রহিল দর্পনে।
ঘুচাইয়া চক্ষের ঠুলি চাহে চারিপানে ॥
আপনার মুখ দেখে দর্পন ভিতর।
ভশ্ব হয়া উড়ে গেল সেই নিশাচর ॥
দেখিয়া রাক্ষসগন মনে লাগে ভয়।
হইল প্রথম রনে শ্রীরামের জয় ॥*
পার হইয়া লঙ্কায় উঠিলা নারায়ন।
রাম জয় বলিয়া ডাকে জত বানরগন ॥
দুরে ছিলান সিতা দেবি দুরে ছিলান রাম।
দুই জনে আসিয়া হইল এক স্থান ॥
পোহাইতে আছে জখন রাত্রি প্রহর ডেড়।
রামের কটকে লঙ্কাপুরি কৈল বেড় ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত বিচক্ষন।
সুন্দরাতে সুন্দর গিত করিল রচন ॥

এই পঞ্চম সুন্দরাকাণ্ড হইল সমাপ্ত।
তার পরে লঙ্কাকাণ্ড হইবে আরব্ধ॥

বলা বাহুল্য, শেষের দুই পঙ্‌ক্তি লিপিকরের।

৫৮। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫¾×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮-৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল। সম্পূর্ণ, কীটদষ্ট। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

আদি,—

চারিকাণ্ড পুস্তক গাইলাম রামায়ণভিতর।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড সুনিতে সুন্দর॥
পিতাপুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
বানর সব চলি গেল দক্ষিন সাগর॥
তর্জ্জণ গর্জ্জণ করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর গনিল প্রমাদ॥
দিগাদিগ বোধ নহে আকাশমণ্ডল।
কলরব করে সব সাগরের জল॥
বড় বড় ঢেউ আইসে পর্ব্বতপ্রমান।
নিরখিয়ে বানরের উড়িল পরাণ॥
বিসাদ ভাবিয়ে বানর রহিল সে স্থান।
এইরূপে দিবৈরাত্রি হইল অবসান॥
প্রত্যুষে সকল বানর ভাবি মনে মন।
অঙ্গদের নিকট সব করিল গমন॥
অঙ্গদ বলেন শুন সকল সেনাপতি।
অত[ঃ]পর আমাদের হইল এই গতি॥
দৈবে নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না জায় খণ্ডন।
কোন বীর ঘুচাইবে এসব জাতন॥
ব্রহ্মার হস্তের অমৃত আনিবে।
বজ্রধারি হৈতে বজ্র কাড়িয়া লইবে॥
যম হৈতে যমদণ্ড লইতে জে পারে।
সে জন জাইতে পারে সাগরের পারে॥
সীতার বার্ত্তা আনি কে করিবে সব সুখী।
তাহার প্রসাদে স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখি॥

মধ্য,—

রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল কুমার ইন্দ্রজিত।
বানর বান্ধি পিতার নিকট পাঠায় ত্বরিত॥
এতেক বলিয়ে বীর গেল আগুয়ান।
দুই লক্ষ রাক্ষসে বেড়িল হনুমান॥
কোপে তোলপাড় করে হনুর চারিভিতে।
চল্লিস জোজন বীর হইল আচম্বিতে॥
দুই লক্ষ রাক্ষসেতে টানাটানি পাড়ে।
চল্লিস জোজন বীর তিলে নাহি নড়ে॥
হনুমানের মুর্ত্তি দেখি রাক্ষসের ত্রাস।
রাক্ষসের ত্রাস দেখি হনুমানের হাস॥
রক্তচক্ষু করিয়ে রাক্ষস পানে চায়।
পলায় রাক্ষস সব তুলা জেন বায়॥
হনুমান বলে শুন জত নিসাচর।
সকল রাক্ষস তোরা আমায় কান্ধে কর॥
জর জর হয়েছি আমি ইন্দ্রজীতের বাণে।
কান্ধে করি লয়ে চল রাবণ বিদ্যমানে॥
রাক্ষস বল জাইতে বল তোমার গোচর।
এক চাপড়ে পাঠাও পাছে যমের ঘর॥
হনু বলে এখন না মারিব সবাকারে।
বুঝাইতে জাই কেবল রাবণ বর্ব্বরে॥
এই সত্য আমার ভাই সভার গোচরে।
দোহাই শ্রীরামের জদি এখন মারি তোরে॥
তবে জদি আমার কথা না শুনে রাবন।
তখন তোমাদের আমি বধীব জিবন॥
এত শুনি কাছে গেল জত নিসাচরে।
বাঁসেতে বান্ধিয়ে নিল কান্ধের উপরে॥

দুই লক্ষ রাক্ষসেতে কান্ধে করি নিল।
সাঙ্গিতে বসিয়ে বীর আনন্দে চলিল॥
জাইতে জাইতে বির দিতেছে দাবড়ি।
ধীরে ধীরে চলে জেন টলিয়ে না পড়ি॥
মনে মনে হাসে তবে পবনকুমারে।
প্রস্রাব করিয়ে দিল কান্ধের উপরে॥
রাক্ষস বলে দেখ দেখ দেবতা বুঝি বর্ষে।
হনু বলে দেবতা নয় মুতেছী ভাই ত্রাসে॥
আছাড়িয়ে হনুমানে ফেলিল তথায়ই।
হনু বলে আমায় আর কেন মার ভাই॥

(পৃ০ ২৪.২-২৫।১)

দুই লক্ষ্য রাক্ষসে ধরিল হনুমানে।
গড়ের বাহির লয়ে চলিল তখনে॥
পুরের জতেক নারি ধায়িল তখনে।
কেমন বানর গিয়ে দেখিব নয়নে॥
লেজে অগ্নি দিয়ে গলায় দিল ডোরি।
আগে পাছে হনুমানের চলে সারি সারি॥
লঙ্কাপুরেতে তবে চলে গলি গলি।
হনুমানে দেখি নারি দেয় হুলাহুলী॥
হাসি হাসি হনুমানে বলে নারিগন।
চন্দন মালায় কিবে হয়েছে ভুসন॥
হনুমান বলে ইহা নাহি জান নারী।
রাবনের কন্যা আছে পরমসুন্দরি॥
কুলিন ভাবিয়ে বিভা দিবে তো আমারে।
বিভা নাহি করি তেঞি বান্ধে আমা তরে॥
এই দেখ বরমালা দিয়াছে আমারে।
ইন্দ্রজীত শ্যালক আমার হইল তাত পরে॥
এত শুনি হাসি বলে জত নারিগন।
ঠাকুরজামাই হইলে নাচ ত এখন॥
হনু বলে দণ্ড চারি থাক সর্ব্বজন।
নানামত প্রকারে দেখাব নাচন॥

ধুলা কর্দ্দম দেয় হনুর শরীরে।
হাসিতে লাগিল বীর পবনকুমারে॥
গলি গলি লয়ে ফিরে চাতরে চাতরে।
ধায়ে চেড়ি বার্ত্তা কহে সীতার গোচরে॥
জে বানরের সঙ্গে তুমি কহিলো তো বানি।
লেজে অগ্নি দিয়ে তারে করে টানাটানি॥
বার্ত্তা শুনি সীতা দেবী মরণ হেন গুণে।
অগ্নি জালিয়ে পুজেন বিবিধ বিধানে॥
পিতৃকুলে সশুরকুলে জেবা হৈলেন রাজা।
ঘৃত দুগ্ধ দিয়ে তোমায় সবে কৈলেন পূজা॥
সকল ছাড়িয়ে রাম হইলেন ভিখারি।
ভিকারিণী হৈলাম আমি হয়ে রামের নারি॥
একমনে বাক্যে আমি জদি হই সতি।
তোমার ঠাঞি বানর আমার পাবে অব[্যা]হতি॥
এতেক বলিয়ে সীতা করেন ক্রন্দন।
ডাক দিয়ে সীতাকে বলেন দেবগন॥
ডাক দিয়ে বলেন ব্রহ্মা দেবি শিতা।
হনুমানের কারন তুমি না করিহ চিন্তা॥
হনুমানের কারন তুমি না করিবে শঙ্কা।
এখনি পোড়াবে হনু কনক পুরি লঙ্কা॥
কৌতুক দেখিতে আইলাম জত দেবগন।
হরিস বিশাদ তুমি হও কি কারন॥
ক্রন্দন সম্বরেন সীতা ব্রহ্মার আশ্বাসে।
সুন্দরাকাণ্ডে গাইলেন পণ্ডিত কৃত্তবাসে॥

উদ্ধৃত অংশে গ্রাম্য কৌতুকের অবতারণা আছে।

অন্তে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীপূজা বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবধের পূর্ব্বে দেবীর অকাল-বোধন-প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

৫৯। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½×৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৫ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি—

কিষ্কিন্দা হইতে জাত্তা করিলেন রাম।
মাল্যবানেতে থানা দিল দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
রহিল বানরগন পর্ব্ব [ত] ঘেরিয়া।
বিরদর্পে বুলে বানর রাম নাম লইয়া॥
লাঙ্গুড় ঠেকিল সব গগন উপর।
কেসরি গর্জ্জিয়া জেন হুঙ্কারে বানর॥
হেথা মৃগচর্ম্মে বসি কৌসল্যানন্দন।
বাম দিগে জাম্বুবান দক্ষিনে লক্ষ্মন॥
করযোড়ে সুগ্রিব দাণ্ডায়া বামভাগে।
নল নিল কুমদ জত বির ভাগে॥
পিতাপুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
আর জত বীর গেলা দিগদিগান্তর॥
সিতা অন্বাসনে গেলা রাঘবে বন্দিয়া।
সুগ্রিব রাজার ভাগে পতিজ্ঞা করিয়া॥
সপ্ত দিগ সপ্ত সর্গ করিব ভ্রমন।
সপ্ত পাতাল সপ্ত সর্গ এ চোদ্য ভুবন॥
ইথি মর্দ্ধে জানকিরে জেথানে পাইব।
সভার পতিজ্ঞা সিতার বাৰ্ত্তা এনে দিব॥
রাজা বলে সপ্ত দিন জদি হয় পার।
সবংসে মারিবে সভা নাইখ নিস্তার॥
গলায় পাতর বান্দি ফেলাব সাগরে।
এই বাক্য কয়্যা রাজা দিলেক বানরে॥
মন অতি য়ধিক গতি উঠিল বানর।[১]
পবন আস্রয়ে জেন ছুটে জলধর॥
আকাস উপরে ডাকে রাম জয় ধ্বনি।
বরিসা সময়ে জেন গর্জ্জে কাদম্বিনি॥
তারপর অঙ্গদে ডাকেন রোঘুবর।
বিরবংসে জন্ম তুমার বেল্যের কণ্ডর॥
করেছি দারুন কর্ম্ম তোর পিতা বধ।
প্রানের য়ধিক তোরে বাসি রে অঙ্গদ॥
স্বরমে করহ পার সন্যগন লয়্যা।
সিতা অন্বাসন কর আমা পানে চেয়্যা॥
সিতার বিরহে মোর ব্যাকুল অন্তর।
সভার স্বরন নিলাম সুন রে বানর॥
হইলাম জানকিহারা পঞ্চবটির বনে।
বিধুমুখি দিবস রজনি পড়ে মনে॥
হায় কোথা ছাড়ি গেলা জনকদুহিতা।
কে মোর কাড়িয়া নিল চন্দমুখি সিতা॥
উঠিল অঙ্গদ বির জুড়ি দুই কর।
নফর থাকিতে কেন ভাব রোঘুবর॥
সমুদ্র লংঘিয়া জাব লয়া সন্যগন।
অবস্ত করিব জানকির অন্বাসন॥
এত বলি রামচন্দে করিল প্রনাম।
উঠিল বানরগন ডাকি রামনাম॥

মধ্য,—

ত্রিপদি॥

বিরলে অসকবনে ধারা বহে দু নয়ানে
কহিছেন জনকনন্দিনি।
উঠিল দারুন সোক বিদারিয়া জায় বুক
রিদএ উঠে জলন্ত য়াগুনি॥

১। ৬০ সংখ্যক পুথিতে 'মনকে অধিক গতি ছুটিল বানর।'

ওরে বাছা হনুমান জুড়াক আমার প্রান
শ্রীরাম বলিয়া কাছে বৈস্য ।[১]
কৌসল্যা রাজার রানি পূজা করে কাত্তায়নি
মোর মনে হব পাটেশ্বরি ।
বিধি সঙ্গে ছিল বাদ না পুরিল মনে সাদ
প্রাননাথ হৈল বনচারি ॥
জানকিনাথের সাথে আইলাম কাননেতে
মুনিগৃহে করিয়া ভ্রমন ।
আসি পঞ্চবটির বনে কুড়া বান্ধি তিন জনে
মহন মুরতি রাক্ষসেরে দিলাম দান ॥
বিধি মোরে হোল বাম হেলায় হারালাম রাম
হরিনি কন্টক হল্য মোরে ।
সনার কুরঙ্গ দেখি ভুলিল আমার আঁখি
তেঞি সে হারালাম রঘুবরে ॥
বনে কান্দি রাত্য দিনে পিত্যাসা না ছিল মনে
রাম সঙ্গে হব দরসন ।
তোমারে দেখিয়া হনু জুড়াল্য আমার তনু
মিলাইবে সে দুটি চরনে ॥
জনমদুখিনি সিতা নাঞি তার মাতাপিতা
আছিলাম জনকের ঘরে ।
ধনুক ভাঙ্গিলা রাম দুর্ব্বাদলস্যাম
বিভাহ করিলা নাথ মোরে ॥
উঠএ দারুন দুখ বিদরিএ জায় বুক
মনে পড়ে রাজিবলোচন ।
শুন বাপু হনুমান কবে মিলাইবে রাম
জুড়াইবে আমার পরান ॥
ইত্যাদি ইত্যাদি (পৃ° ১৭।১-২)
ত্রৃপদি ॥
মরনসংবাদ পেঞা রাবন মুর্চ্ছিৎ হঞা
পড়ে রাজা অবনিমণ্ডলে ।
বক্ষে মারি করাঘাত কান্দিছে লঙ্কার নাথ
মাল্যবান করে গীআ কোলে ॥
হায় মোর কি হইল বানর কণ্টক হইল
প্রবেশীল অশ্বের কানন ।
উঠএ দারুন দুখ বিদরিএ জায় বুক
কোথা গেলে প্রানের নন্দন ॥
অক্ষয়কুমার বিনে অন্ধকার রাত্র দিনে
কি করিআ বাচিব পরান ।
বদন উজ্জল বিধু গৃহেতে দারুন বধু
কে করে তাহার পরিত্রান ॥
রাজার করুণা শুনি আইল মন্দোদরি রানি
শতিনি করিএ শব শাথে ।
নেত্র বেএ পড়ে ধারা জেন মন্দাকিনির পারা
ধরে আশী রাবনের হাথে ॥
কহে রানি মন্দোদরি হরিলে রামের নারি
কার বাক্য না শুনিলে কানে ।
বৈকণ্ঠ ছাড়িয়া হরি জন্ম নিল জটাধারি
পূর্ন্ন ব্রহ্ম অজোদ্ধা ভুবনে ॥
ধরা জার করতল হরিলা ভৃগুর বল
তাড়কার বধিল জিবন ।
অহল্যারে পদ দিলা পাসান মানব হইলা
হরধনু করিল্যা ভঞ্জন ।
কোদণ্ড করিআ করে মারিচ রাক্ষস মারে
বালিবক্ষ বিদারিল বানে ॥
দুন্দবি পঞ্জর তলে সপ্ততাল বিন্ধে বানে
তার নারি হরিআছ কেনে ॥
সাগর তোমার বল সীন্ধু তার করতল
শরেতে শুশীআ নিল নিরে ।
চৌদলেতে আরোপীআ এই বেলা শীতা লঞা
ফিরিআ দেহ রঘুবরে ॥
শুন্যাছি ত্রিজটার ঠাঞি সিতার মাতাপিতা নাই
জজ্ঞভুমে সিতার জনম ।

১। এই দুই পঙ্‌ক্তি পরবর্ত্তী যোজনা মনে হয়। ৬২ সংখ্যক পুথিতে এই দুই পঙ্‌ক্তি নাই।

নিদ্রাগত শীতা থাকে শ্রীরাম বলিআ ডাকে
পতিব্রতা জানকির ধর্ম্ম ॥
মন্দোদরি কহে ভাশা তোমার ভগ্নীর নাসা
কাটীআছে সিরামের ভাই।
ওহে রাজা দশাননে বিচার করহ মনে
জানকীর কিছু দোশ নাই ॥
সুন রাজা নিবেদী তোমার অভাব কি
দশ হাজার কন্যা জার ঘরে।
অতুল সম্পদ জার এমন দুর্ম্মতি তার
শে কেন পরের নারি হরে ॥
হইবেক সর্ব্বনাশ এশেছে রামের দাশ
আরম্ভ করেছে তেঁহ রন।
কিত্তীবাশ পণ্ডীতে কঅ রাবন বুঝিবার নয়
ভালে উঠে কুড়িট্যা নআন ॥
(পৃ° ২৭।১-২৮।১)

পুথির শেষভাগে বানরসৈন্যসহ শ্রীরামের লঙ্কা প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে।

৬০। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন১২৪৭ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি, মধ্য, অন্ত ৫৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ। কেবল কৃষ্ণমোহনের ভণিতাযুক্ত দুইটি পদ অতিরিক্ত আছে। তন্মধ্যে একটি এইরূপ,—

তৃপদি ছন্দ ॥

বাত্রা কহে হনুমান জুড়াক সভার প্রান
জির্জ্ঞাসেন রাজিবলোচন।
জানকির বাত্রা কহ মিনি মুলে কিনে নেহ
সর্ত্ত কহ পবননন্দন ॥
করজুড়ে হনুমান বাত্রা সুন নারাঅন
সুন রাম জতেক কাহিনি।
পাইআ তুমার বর লঙ্ঘি হেন সাগর
পথে বিপদ সুন রোঘুমোনি ॥
সুরসা সাপিনি বলে সর্গ মর্ত্ত মুখ মেলে
ভাবি রাম তুমার চরন।
সান্তাই সাপিনি পেটে বারি হোই কর্ন্ন বাটে
তুসিলাম সুরসার মন ॥
মৈনাথে অঙ্গুল দিএ গেল পর্ব্বত জুরিয়্যা
সুজ্যাবংযে সাগর সির্জ্জন ॥
মৈনাথে সন্তোস করি সিজ্বিকা রাক্ষসি মারি
দেখি রাম লঙ্কা জে ভুবন ॥
সনার পাচির পরে উগ্রচণ্ডা আসি মোরে
কহে বানি তর্জ্জন বচনে।
পরিচয় দিয়ে তারে শ্রীরাম পাঠাল্য মোরে
খুসি হৈলা রাম নাম সুনে ॥
সমপ্রিঅ্যা লঙ্কাপুরি চলিলা কৈলাসগিরি
মোরে দিঅ্যা আসিস বচন।
সনার আআরি ঘর দেখি অতি মনহর
ভাবি রাম রাজিবলোচন ॥
দস হাজার রানিগনে বান্ধিজটে দুই জনে
বান্ধি রাজা মন্দদরি সনে।
কুম্ভকর্ন্ন আদি করি খুজি সব লঙ্কাপুরি
বসি ভাবি দ্বার দক্ষিনে ॥
অগর্ম্ম ইসান কনে চলিলা অসক বনে
দেখি রাম জনকনন্দিনি।
ব্রিঘত মুরতি হঅ্যা অসক বনেতে রঅ্যা
ডাকেন সিতা রাথ রোঘুমুনি ॥
অস্ব্রবন নিধন করি অক্ষয় কুমারে মারি
বান্ধে মোরে ইন্দ্রজিতার বানে।
ঘ্রিত বস্ত্র নেজ্ঞে দিঅ্যা দিল অগ্নি জালাইঅ্যা
উঠে অগ্নি উপর গগনে ॥

পড়াই সনার লঙ্কা তিল আধ নাই সঙ্কা
পড়াঅ্যা কৱিলাম ছারখার।
অসোক বনেতে গিঅ্যা মাত্র বাত্রা জানাইঅ্যা
নিসানা নইলাঙ রোঘুবর ॥
জানকি দিলেন মুনি লেহ রাম রোঘুমুনি
আনন্দিত শ্রীরামলক্ষনে।
ক্রিষ্ণমোহনের আস বন্দিআ সে কির্ত্তিবাস
মন্ত্রিগন ডাকেন নারাঅনে।।
(পৃ° ৩১।২)

৬১। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ৡ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৬৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫১ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ ৫৪ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

ত্রিপদি ॥

জনকনন্দীনি সিতা শ্রীরামের বনিতা
তুমি গিয়া দেহ ত আশাষে।
ভয়ঙ্কর রাক্ষসি দেখি মনে ভয় বাশী
পাছে সিতা মরেন তরাসে ॥
কে দেয় আহারপানি জাগিয়া পোহান রজনি
জেন ব্যাঘ্রকোলেতে হরিনি।
রামচন্দ্রে কর সুখি সুগ্রিব রাজারে দেখি
জেন সুখে বঞ্চেন রজনি ॥
সাগর হইয়া পার বানরে করে নিস্তার
রাম সুগ্রিব হরিষ অপার।
শাগর হইয়া পার সিতারে কর উদ্ধার
তব জষ ঘুসিবে শংসার ॥
এত বলি কোপিগন সবে আনন্দিত মন
হনুমান ধরি দেয় কোল।১
অলংঘ্য সাগরপার তোমা বিনা কেবা আর
জাইতে পারি বলে হেন বোল ॥
সুগন্ধি কুসুম মালে গাঁথিয়া দিলেক গলে
প্রধান বানর জত জন।
হনুমান বলে সুন সকল বানরগন
রাম নাম করহ স্মরন ॥
রাম নাম করি সার সাগর হইব পার
কোন ভয় নাহিক আমার।
পৃথিবি ভাশএ জলে মোর ভরে কুর্ম্ম টলে
সহিতে নারিবে মহাভার ॥ (পৃ০৯।১-২)

ত্রিপদি ॥

রামের অঙ্গরি পেয়ে সিতা মনে দুখি হয়ে
শোকাকুলে কান্দিয়া বিকল।
কপালে কঙ্কনাঘাত ঘন বলে প্রাননাথ
বুক বহি পড়ে যস্ত জল ॥
আমার প্রানের নাথ কোমললোচন।
বিধি মোরে হৈল বাম মৃগ বধে গেলা রাম
সন্য ঘরে হরিলা রাবন ॥
কান্দি সিতা বলে রঘুমনি।
যোগসিদ্ধ মহারাজা দেবলোকে করে পূজা
আমি সিতা তাহার নন্দিনি ॥
হরধনু ভঙ্গ করি মোরে বিভা কৈলা হরি
বড় ভাগ্যে পাইনু শ্রীরাম।
মোরে বিভা কৈলা রাম আইলেন অজোধ্যাধাম
বিধাতা শ্রীরামে হৈল বাম ॥
সষুর আনন্দমতি রাজা করি রঘুপতি
ত্রিভুবনে জয় জয় ধ্বনি।
কৈকয়ি পাসণ্ড হয়ে বনে দিল পাঠাইয়ে
সত্য পালিবারে রঘুমনি ॥

১। ইহার পর ৫৭ সংখ্যক পুথির সহিত অনেকটা মেলে।

ধনুর্ব্বান লয়ে হাথে লক্ষন আইল সাথে
বাঁসা কৈল পঞ্চবটী বন।
বনে জত দুখ পাই না কহি রামের ঠাই
মুখ হেরি জুড়ায় জিবন॥
তিলার্দ্ধেক জদি রাম না থাকেন নিজ ধাম
মন মোর উচাটন করে।
নিরক্ষিলে চাঁদমুখ হৃদয়ে বড়ই সুখ
সজ্যা করি কুসের উপরে॥
লঙ্কাপুরে অষ্ট মাস না থাকি প্রভুর পাস
হিয়া শুস্ক হইল আমার।
রামপদ না দেখিয়া কান্দয়ে আমার হিয়া
রহিলাম সাগরের পার॥
বল বাপু হনুমান কেমন আছেন রাম
আমার বিরহে পোড়ে মন।
হনু বলে সুন মাতা কি কব রামের কথা
প্রবোধিতে না পারে লক্ষন॥
কি কহিব বিধাতারে সকলি করিতে পারে
মিন নাহি জল ছাড়া বাঁচে।
কিত্তিবাস কহে বানি না কান্দিহ ঠাকুরানি
পুন জাবে শ্রীরামের কাছে॥
পবননন্দন সুনহ বচন
ত্বরায় আনহ রাম।
বহু দিন হৈলে কাতি দিব গলে
সুকাবে জাম্বুকি নাম॥
অশোককাননে চিন্তি রাত্রদিনে
ভূমেতে লিখি শ্রীরাম।
লিখিতে লিখিতে দেখি আচম্বিতে
নবদুর্ব্বাদলশ্যাম॥
প্রভুর অঙ্গরি দেখি চক্ষু ভরি
আজি মোর সুপ্রভাত।
অষ্ট মাস মোরে শাগরের পারে
রাখিলেন রঘুনাথ॥

রাবনের চেড়ি মারে সভে ঘেরি
কেমনে ধরিব প্রান।
রামে জদি দেখি তবে প্রান রাখি
সুন বাপু হনুমান॥
দেবর লক্ষন কিসের কারন
তর্ত্ত নাহি মোর করে।
মোর দুখ শেষ বুঝিনু বিশেষ
বিধি মিলাইল তোরে॥
সুন হনুমান কহি তব স্থান
জত দুখ আমি পাই।
হেন অষ্ট মাস নিত্য উপবাস
কহিও প্রভুর ঠাই॥
রাক্ষসের ঘরে প্রান কাঁপে ডরে
নারির কতেক প্রান।
বিসম রাক্ষস বচন কর্কস
সদা করে অপমান॥
প্রভু নারায়ন বধিয়া রাবন
উদ্ধার করুন মোরে।
শ্রীঅজোধ্যানগরে গিয়া নিজ ঘরে
প্রনাম করিব তারে॥
কিত্তিবাস কয় না করিয় ভয়
লঙ্কাজয়ি হবে রাম।
অশোকের বনে ভাব নারায়নে
মুখে বল রাম নাম॥ (পৃ০ ২৯।২-৩০।২)

শেষ ৫৭ সংখ্যক পুথির অনুরূপ। পুষ্পিকার পর,—

তোমার চরনে এই নিবেদন রাম।
ধন পুত্র লক্ষি দিয়া পুরায় মনস্কাম॥
ইহা বিনে অন্য কিছু নাহি প্রয়োজন।
মনের মানস পূর্ণ কর নারায়ন॥
তব পদে ভক্তি সদা মাগি এই বর।
মরনে স্মরন দিও রাম গদাধর॥

এই স্বহাজ্য কোর রাম বাপের ঠাকুর।
অশেষ পাপে মুক্তি করি লবে নিজ পুর॥
রাম রাম প্রভু রাম কোমললোচন।
কৃপা কর রামচন্দ্র লইলাম স্মরণ॥
তোমা বিনে অকিঞ্চনে নাহি কেহ আর।
অন্তকালে ও পদে মতি রাখিবে আমার॥
এই নিবেদন মোর সুন নারায়ন।
গঙ্গাজলে রাম বলে ত্যজি এ জীবন॥

—

৬২। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩১/২×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৪৯,৫১-৫৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৫ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আরম্ভ,—

করেছি দারুন কর্ম্ম তোর পিতা বধ।
প্রানে[র] অধিক তোরে বাসিরে অঙ্গদ॥
সরমে করহ পার সন্যগন নঞা।
সিতা অন্যসন কর আমা পানে চেঞা॥
সিতা বিরহে মোর ব্যাকুল অন্তর।
সভার স্বরন নিলাম সুন রে বানর॥
হইলাম জানকিহারা পঞ্চবটি বনে।
বিধুমুখি সিতারে মোর তাই পড়ে মনে॥

ইহার পর ৫৯ সংখ্যক পুথির সহিত অনেকটা মেলে।

মধ্য,—

বসিলেন দুই জনে ডাকি নিজ মুণ্ডিগনে
প্রধান প্রধান জুথে জুথে।
সুগ্রিবেরে শঙ্গে করি গমন করিলা হরি
মাল্যবান গিরি করি হাথে॥
চাহিঞা সুগ্রিবের পানে ধারা পড়ে দু নয়নে
কহিতে লাগিলা রঘুবর।
তোমার শহায় মিতা উদ্ধার করিব সিতা
তবে স্থির আমার অন্তর॥
শ্রীরামে[র] করিব কাজ কহে সুগৃব মহারাজ
তুমি জার সঙ্গে রঘুবর।
কপিদল সঙ্গে লব সুমুদ্র তরিঞা জাব
স্ববংশে বধিব লঙ্কেশ্বর॥
প্রভু তোমার চিন্তা কি সিতার তত্ত্ব পেঞাছি
উদ্ধারিব জনকনন্দিনি।
আমার বচন রাখ দিন কর মুস্তি ডাক
উঠে সভে দিঞা জয়ধ্বনি॥
কপিগন লাখে লাখে ব্রহ্মার নন্দন ডাকে
প্রস্তু কর মুণ্ডি জম্ববান (?)।
মান্দি ক্ষেন গুনে দিল কটকে আনন্দ হইল
ধনু লঞা গা তুলিলা রাম॥
জাত্রা করি রঘুবির চলিলা শাগরতির
পরিহরি গিরি মাল্যবান। (পৃ° ৩৮।১)।

অন্ত,—

মান্দি ক্ষেন গননা করিলা জাম্ববান।
কোদণ্ড করিঞা স্কন্দে গা তুলিলেন রাম॥
অজানলম্বিত ভুজ নিলকান্তি তনু।
নিতম্বে বাকল সাজে রামরম্ভা জানু॥
কোকনদ জিনি পদ নোখচন্দ সাজে।
হেরিঞা রামের রূপ বিধু পড়ে লাজে॥
গোউর বরন শঙ্গে সুমিত্রাকিশোর।
হেরিঞা দোহার রূপ আনন্দে বানর॥
সাজিল বানর জত গাছ পাথ[র] হাথে।
ভল্লুক বানর শব চলে চতুর্ভিতে॥
নল নিল প্রভিতি আর হরিতাল বরন।
নানা বর্ন্নের মেঘ জেন ছাইল গগন॥

শেই মেঘ মদ্ধে রামচন্দ হইলেন চন্দ।
দেখিঞা সুগ্রিবের কত হইল আনন্দ॥
উদয় করিল বিধু কি কহিব কথা।
সুমিত্রানন্দন তাথে বিদু[্য]তে[র] লতা॥
জাঙ্গালে চরন দিলা কৌশল্যাকিশোর।
আপনাকে ধন্য মানে বশএ বানর॥
অঙ্গে অঙ্গে বানর শব হঞা মেলামেলি।
গগনে লাঙ্গুড় উঠে রামজয় ধ্বনি॥
চলিল বানর জত নহি লেখা জোখা।
লাঙ্গুড় উটেছে জেন দেখিতে পতকা॥
জলধর গজ্জে জেন হাকিছে বানর।
শব্দ প্রবেশিল গিঞা লঙ্কার ভিতর॥
প[া]চিরে উটিঞা জত রাক্ষশ দেখিল।
সাগর করিঞা বন্ধ রাঘব আইল॥
সুমুদ্র হইঞা পার রাজিবলোচন।
সুভদিনে লঙ্কা প্রবেশিল নারায়ন॥
পড়িল বানর জত লঙ্কার ভিতর।
ঘের ঘের সব্দ করে ডাকিছে বানর॥
বানরের সিংহনাদে টলে লঙ্কাপুরি।
মৃগচম্ম পাতিঞা বশিলা জটাধারি॥
সুমুখে সুগ্রিব রাজা বামে জম্বুবান।
রামের দক্ষিনভাগে ব্যেলের শস্থান॥
কৃতাঞ্জলি রাম আগে অঞ্জনানন্দন।
রাঘবে ঘেরিঞা আছে জত কপিগন॥
কেহ বলে বিলম্বে আর প্রওজন কি।
এককালে ধরি লঙ্কায় রসাতলে নি॥
কেহ বলে ভাঙ্গ বেটার কনক পাচির।
কেহ বলে পড় লঙ্কায় ধর দশসির॥
কেহ বলে একবার রামের আজ্ঞা নিব।
চার দণ্ডের মর্দ্ধে লঙ্কা সমুদ্রে ডুবাব॥
এই জুক্তি করে শব জতেক কপিগন।
হেরিঞা আছএ শব রামের বদন॥
সুমুদ্র করিঞা বন্ধ রাম হইলা পার।
ঘেরিল কনক লঙ্কা কৌশল্যাকুমার॥
বশিলা জানকিনাথ লঙ্কার ভিতরে।
সুন্দরাকাণ্ডের কথা শাঙ্গ এত দুরে॥

৬৩। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৬, ৮-৫৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬২ সাল। খণ্ডিত।

মধ্য,—

রাক্ষষ দেখিলে নর ভয়ে জেন জরে।
একেস্বরি জানকি রাক্ষসিগন মারে॥
ঝরেতে ব্যাকুলি জেন কলার বালুরি।
সিতার দুর্গতি করে রাবনের চেরি॥
রাক্ষসের ভক্ষ নর ভুঞ্জে ব্যবহার।
কোথাহ নাহিক দেখি হেন অনাচার॥
মার কাট চেরি সব তাহে নাই ডর।
রাম ছারি কেহ নহে প্রানের ইস্বর॥
কোথাএ আছেন রাম কোমললোচন।
তি[নি] প্রভু বিনে মোর অভাগ্য জিবন॥
ধুলায় ধুসর হয়্যা উটিলা সত্তরে।
বিক্ষডাল ধরি সিতা কান্দে উশ্চস্বরে॥
হনুমান আছেন সিংসপা বিক্ষডালে।
রাম বলে জানকি কান্দেন তার তলে॥
কোথা গেলে রামচন্দ কৌসল্যা সাযুরি।
অপমান করে মোর রাবনের চেরি॥
ভাগ্য[ব]ন্ত লোক দেখে কোমললোচন।
সেই প্রাননাথ সনে নাহি দরসন॥
কত পাপ করিলাম পাপের নাই অবসান।
তেই সে চেরির হাথে এত অপমান॥

প্রান ছারিতে চাহি না হয় বাহির।
আর কত দুঃখ সব মানুস স্বরির॥
আজু জদি প্রভু মোর লঙ্কাপুরে এসে।
রাক্ষস করেন খেয় চক্ষুর নিমিসে॥
কত কত রাক্ষসেরে করিলা সংহার।
দুঃখিনি জানকি ডাকে না কল্যা উর্দ্ধার॥
আমি এত দুঃখ পাই রাম জদি যুনে।
লঙ্কা খণ্ড খণ্ড করে ফেলে এক বানে॥
য়ভাগিনি স্তি আমি বর দুরাচারী।
তেই য়পমান করে রাবনের চেরি॥
আমার চক্ষুর জল নাহিক বিশ্রাম।
এইমন লঙ্কাপুরি করুন আমার রাম॥
শ্রীরামের বানে হউক রাক্ষস সংহার।
রাক্ষসের চিতাধুমে হউক য়ন্দকার॥
যুকিনি গিধিনি ছাআ করুক আকাষে।
শ্রীগাল কুকুর তুষ্ট রাক্ষসের মাংসে॥
কেহ জদি এসে থাকে রামের য়নুচর।
এই দুঃখ কহো গিআ রামের গোচর॥
সিতা লক্ষি সাপ দেন হয় বিপরিত।
যুন্দরায় রচে কিত্তিবাষ পণ্ডিত॥

(পৃ০ ১৬।১-১৭।১)

ধিক ধিক ধিক জন্ম ধিক তোর পরাক্রম
ধিক তোর কুলের য়াচার।
ব্রহ্মবংসে জন্ম জার এমন তার কদাচার
য়পজস ঘোচএে সংসার॥
মারিচ বদন দিআ পলালি পরান লয়্যা
সন্তু ঘরে সিতা কৈলি চুরি।
ভুবন বিনাষে জে শ্রীরাম পুরুষ সে
সোষক হয়্যা সিংহি কৈলি বৌরি॥
তোরে আমি দেখি জেন ক্ষুদ্র পিপিলিকা হেন
মাকরের ডিম্ব লঙ্কাপুরি।
মারিআ হাতের কাতা ছিরে পেলি দষ মাথা
সিতা নিআ প্রভুর বরাবরি॥
দসানন তুই পাপি মুই একেলা কপি
রন কর বুঝি তোর বল।
য়াপনার ভুজবলে চরনপ্রভাব তলে
বল লঙ্কা নেঙ রসাতল॥
লঙ্কা নি নাঙ্গুরে জরি নিমিসে সাগর তরি
বল জাই রঘুনাথের আগে।
রামের আজ্ঞা পাইলাম জিজ্ঞাসিআ আইলাম
পাসরিলাম তোর বাপের ভাগ্যে॥
হনুর বচন যুনি পার্থ মিত্র কানাকানি
আর লঙ্কার নাহিক নিস্তার।
বিবিসনে লাগে সঙ্কা নিশ্চএ মজিল লঙ্কা
কিত্তিবাষের লাচারি যুসার॥

(পৃ০ ২৯।১)

শেষ,—বানরসৈন্য সহ রামচন্দ্রের লঙ্কা-প্রবেশ এবং যুদ্ধে ভস্মলোচনের অধীন রাক্ষস-সেনার পরাভব। ইহার পর একখানি বিচ্ছিন্ন পত্রে নিম্নলিখিত লাচাড়ীটি আছে,—

যুন প্রভু দেব রাম বিভিসন মোর নাম
রাবনের কনেষ্ট সহদর।
বৈদেহি দিবার তরে অনেক বুঝালাম তারে
হিত না যুনিল লঙ্কেস্বর॥
মোর বাক্যে কোপে জলে কাটীবারে খর্গ তোলে
তুমী তায় রাখিলে আমারে।
লাথি মাইল মোর বুকে লঙ্কা ছাড়ি মনদুঃখে
আইলাম তোমার বরাবরি॥
মনেতে করিল আস হইব তোমার দাষ
ছাড়িলাম গৃহ যুত নারি।
লোকমুখে যুনি আমী দয়ার সাগর তুমী
গুনিনিধি দিনে দয়া করি॥
রাবন করিতে নাস ছলে আইলে বনবাস
অনাথপালন গুননিধি।

তোমার নামের গুনে সমনে দমন মানে
এ নামে বঞ্চিত কারে বিধি ॥
বিভিসনের স্তব ষুনি তুষ্ট রাম গুনমুনি
ক্ষনে মনে করেন বিস্বাস।
জেবা জনে ষুনে ভনে বর দান নারায়নে
লাচারি রচিল কির্ত্তিবাষ ॥

৬৪। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২৬৭ সাল (১১১৩ সালের পুথি দেখিয়া লিখিত)। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

মধ্য,—

আমার বচন ষুন রাজিবলোচন।
জুক্তি বোলি ডাক দেখি পবননন্দন ॥
হনুমান বিনে কেবা লংঘিবে সাগর।
সুনিআ আসাজ্য কথা কহে রঘুবর ॥
বড় বড় বির জার নারিল লংঘিতে।
হনুমান কেমনে যাইবেক সমুদ্রপারেতে ॥
মন্ত্রি বলে জন্মকথা সুন রঘুবর।
জে কালে জন্নম হৈল হনুমান বানর ॥
পঞ্চ দিনের জখন হৈল হনুমান।
অঞ্জনা বানরি গেলা করিবারে স্নান ॥
পর্ব্বতে সুতিএ ছিল মহাবির হনু।
প্রাতঃকালে অরূন উদয় হই[ল] ভানু ॥
ক্ষুধাএ পিড়িত হএ পবননন্দন।
লম্ফ দিএ উঠে বির লক্ষেক জোজন ॥
ধরিল সুর্য্যের রথ আপনার তেজেতে।
চমৎকার হৈল সুর্য্য লাগিল ভাবিতে ॥
ইন্দ্রের সদনে গিআ কহে দিবাকর।
আর কে জন্মিল রাহু সংসার ভিতর ॥
ধরিল আমার রথ আসি বিমানেতে।
এন ষুনি দেবরাজ চাপি ঐরাবতে ॥
হাতে বজ্র করি ইন্দ্র লড়িল সঘনে।
উপনিত হৈলা আসি হনুমানে স্থানে ॥
সিন্দুরে মণ্ডিত দেখি করিকুম্ভস্থল।
হনুমান বলে পাকা পাকা বিম্বফল ॥
ছাড়িআ সুর্য্যের রথ ধরি কোরিশুণ্ড।
নখে করি বিদারিএ মাতঙ্গের মুণ্ড ॥
মহাক্রোধে পুরন্দর ধেনুক টানিল।
আকর্ন্ন পুরিএ বান হনুরে মারিল ॥
আকাসমণ্ডল হৈতে পড়ে হনুমান।
চুর্ন্ন হএ গেল দেহ বাজি ইন্দ্রবান ॥
শচান করি অঞ্জনা আসি পুত্রেরে দেখিঞা।
বজ্রাঘাতে অঙ্গ ভঙ্গ রএছে পড়িআ ॥
অস্থি চর্ম্ম কোলে করি করএ রোদন।
শ্বরন করিল তবে দেবতা পবন ॥
অঞ্জনার স্মরনে পবন মলয় ছাড়িআ।
দুজনে রোদন করে হনুমানে লঞা ॥
পবন বলএ মোর বৈরি পুরন্দর।
উনুপাচাস্ব কৈল্য মোরে গর্ব্বের ভিতর ॥
পুত্রের উপরে মোর করে বজ্য বিটি।
তবে শে পবন আজি নাসে ব্রহ্মার ছিটি ॥
এত বলি উন্নপচাস নিল কুড়াইয়ে।
মরিচে সকল জিব বাউ বর্দ্ধ হএ ॥
সুনিএ নারদের মুখে ব্রহ্মাদি দেবতা।
বাহনে চাপিএ জান হনুমান জেথা ॥
হংস্বের উপরে ব্রহ্মা হয়্যা আরহন।
বৃসবে চাপিয়া জাত্রা করে পঞ্চানন ॥
সিংহের উপরে চাপি চলিলা পার্ব্বতি।
মউর উপরে চলে কার্ত্তিক সেনাপতি ॥

মুসক উপরে জাত্রা করে লম্বোদর।
মগরবাহনে জান জলের ইস্বর॥
ছাগল উপরে অগ্নি হয়া আরোহন।
মহিসবাহনে চাপি চলিলা সমন॥
গরুড় উপরেতে চলিলা গদাধর।
উপনিত হৈলা সব পবন গোচর॥
ব্রহ্মা বলে তব পুত্র দিব বাঁচাইঞা।
শৃষ্টি রক্ষা কর তুমি বাউকে ছাড়িআ॥
এত বলি অস্তি চর্ম্ম করি একন্তর।
কুমণ্ডলের জল দিল হনুর উপর॥
জয়ধ্বনি দিআ গা তুলেন হনুমান।
দেখিএ আনন্দ কত অঞ্জনার প্রাণ॥
একে একে বর দেন জত দেবগণ।
ব্রহ্মা বলে ব্রহ্মঅস্ত্রে না হবে মরন॥
গোবিন্দ বোলিলা মোর সুদরসন হতে।
না হবে তোমার মিত্তু আমার কৃপাতে॥
আনল বলিছে সুন হনু মহাবল।
তোমার পরসে আমি হইব[বি] সিতল॥
বোরুন বলেন যুন অঞ্জনানন্দন।
জলনিধির জলে তোমার না হবে মরন॥
সিব বলেন যুল হৈতে পাবে পোরিতান।
ইন্দ্রবজ্রে না মরিবে সুন হনুমান॥
প[া]র্ব্বতি বলেন সুন মোর অসি হৈতে।
না মরিবে হনুমান আমার কৃপাতে॥
জম বলেন দণ্ড অস্তে না হবে মরন।
মোর বানে মিত্যু নাহি কহে সড়ানন॥
এত বোলি বর দিলাম জত দেবগনে।
সুনাইলা জাম্বুবান রাজিবলোচনে॥
সিষুকালের পরাক্রম যুন রঘুবর।
লম্ফ দিএ ধরেছিল দেব দিবাকর॥
এখন দিগুন বল করে দিলে রাম।
আপুনি দিএছ জারে তারকব্রহ্ম নাম॥

সুনিয়া মস্তির কথা রামের উলাস।
সুন্দরাকাণ্ডের কথা রচেন কিত্তিবাস॥*॥
উঠিএ জানকিনাথ চান হনু পানে।
আসিএ অঞ্জনাসুত বন্দিলা চরনে॥
বানর করিয়া কোলে ধরি দুটি হাত।
ছল ছল আখি দুটি কহে রঘুনাথ॥
তিভুবনে ক্ষাতি রাখ অঞ্জনাকুমার।
নিতান্ত জানিহ হনু ভরসা তোমার॥
জানকির বাত্রা আন সমুদ্র লংঘিএ।
মিনি মূলে দুটি ভাইকে লইবে কিনিএ॥
জানকির বিরহে মোর বিদরএ মন।
সিতা বিনে অন্দকার এ তিন ভুবন॥
এত সুনি হ[নু]মান কহে জোড় করে।
ভিত্যাকে এমন কর কোন কাযোর তরে॥
(পৃ° ৩১২-৫১১)

পশু জাতি অল্প ফলে তৃপ্ত হবে কেনে।
শ্রীরামের অন্ন পানে চাহে ঘনে ঘনে॥
এবারে গুরুর ফল কি জুক্তি করিব।
ক্ষুভার লালসা অতি রহিতে নারিব॥
পিতা সম রামচন্দ পুত্র সম আমি।
খাইব তোমার অন্ন ক্ষেমা কোর তুমি॥
এত বোলি অন্ন মুখে ফেলি দিল।
সে বারে বানরের কণ্টে আঠি জে লাগিল॥
পড়িএ অবনিতলে রামগুন গায়।
উদরে নামিল আঠি করে হায় হায়॥
(পৃ° ১৯১২)।

হোথা রাজা রাক্ষসে সুধায় দসানন।
জাঙ্গাল ভাঙ্গিএ রেলি কতেক জোজন॥
রাক্ষস বলেন রাজা সুন লঙ্কেস্বর।
জে পর্ব্বত আনিআছে এক এক বানর॥
এক লক্ষ রাক্ষস ধরি নাড়াতে নারিলাম।
রাত্রে গীয়া এক জোজন জাঙ্গাল ভাঙ্গিলাম॥
রাবন বলিছে ধিক রাক্ষসের বল।
এত কাল রাজ ভোগে পুষিলাও নিস্ফল॥

আজি রাত্রিকালে রথে আপুনি সাজিব।
চারি দণ্ডে সমস্ত জাঙ্গাল ভাঙ্গি দিব॥
দিন গেল রাত্রি হইল সাজিছে রাবন।
বাজিছে দামামা বাস্ত সুখি দসানন॥
সাজায় পুষ্পক রথ কাঞ্চন তার নাম।
ব্রহ্মার নিৰ্ম্মীত রথ অতি অনুপাম॥
সনার কলস সব রথধ্বজে সাজে।
চৌদিগে রথখানার জয়ঘণ্টা বাজে॥
রজত কিংকিনি রথে রাঙ্গা পাটের দড়া।
চৌদিগে নিৰ্ম্মিত রথে নেতের পাছড়া॥
দস মুণ্ডে মকুট পরিল দসানন।
সর্ব্বাঙ্গে পরিল রাজা রতন অভরন॥
দস হাতে দস ধনু পীস্টে বান্ধা তুন।
রথের উপরে চাপে রাজা দসানন॥
নয় লক্ষ রাক্ষস সাজিল রাজার সাথে।
রাত্রিকালে জায় রাজা জাঙ্গাল ভাঙ্গিতে॥
নিদ্রাগত হএ আছে জত কপীগন।
রথ হইতে জাঙ্গালে নাম্বিল দসানন॥
কুড়ি হাতে করি জেই ধরিল সিথর।
সুল হাথে করি আসি ডাড়াল সঙ্কর॥
দেখি প্রনাম করে লঙ্কার ইস্বর।
জাঙ্গাল উপরে তুমি কি লাগি সঙ্কর॥
সুলপানি বলে সুন রাজা দসানন।
জাঙ্গালের রক্ষক দিলেন রাজিবলোচন॥
হাসিছে রাবন রাজা সুনি হরের কথা।
মানুসের স্বহায় তুমি দেবাদি দেবতা॥
এত সুনি সদাসিব রাবনেরে কয়।
রামচন্দ্রে বুঝিলাম না জান পরিচয়॥
পুন্নব্রহ্ম রামচন্দ লক্ষি জনকঝি।
রাম মন্ত্রে উপাসক আমি হইছি॥
জাঙ্গাল ভাঙ্গিতে সক্তি নাহিক তোমার।
লঙ্কা মুখে ফেরে জায় না থা[ক]হ আর॥

দসানন বলে বুঝি মোরে হলে বাম।
ভোজবিদ্যা দি তোমায় ভুলাইল রাম॥
সুন সদাসিব ভলা যেমন তোমার লিলা
না হইলে মোরে কিপাবান।
দেখিয়া বোরির বল বেলা পেঞা কৈলে ছল
মত্তি ধরি ভয় দেখা ন॥
রাবন তোমার ভক্ত ও নে ইহা তিজ[গ]ত
তাথে তোমার এ ক ছলনা।
হেন সেবক ঘৃনা করি ভাসাইলা লঙ্কাপুরি
তোমায় আর সেবিব কোন জনা॥
লয়্যাছিলাম পদছায়া জানিলাও জতে [কি] দয়া
বুঝিলাম ঠাকুরালিপনা।
কোলাস গিরি ছাড়িয়া বিপক্ষের পক্ষ হঞা
জাঙ্গালে বসিয়াছ থানা॥ ইত্যাদি।
(পৃঃ ৪৬।১-২)

শেষ ৬২ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

৬৫। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১৫, ১৭-৪১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩-১৪ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

মধ্য,—

অন্ত[ঃ]পুরে জানকির না পেএ সন্ধান।
চঞ্চল হইল মনে পবনসন্তান॥
হনু বলে আইলাম সুমুদ্রের পার।
সিতা না দেখিএ দেখি কুচ্ছিত আকার॥
চোরের মত এস্যেছিলাম চোরের মত জাব।
বিরূপনা লঙ্কাপুরে কিছু জানাইব॥
জুবতির জটে জটে করিএ বন্ধন।
রাবনের কেসে বান্ধে পবননন্দন॥ (পৃঃ ৭।১)

বিরবাহু সুবাহু ঘর তাহার দক্ষিনে।
তার পর গেল বির অতিকাভুবনে॥
বিরলে বসিঞ বির রাম নাম ডাকে।
দাণ্ডাইএ হনুমান দেখিল তাহাকে॥
তার পর গেল বিভিসনের ভুবনে।
দ্বারে আরোপিত জার তুলুসিকাননে॥
দ্বারেতে আছএ লেখা শ্রীরামের নাম।
বৈষ্ণবের চিহ্ন সব দেখে হনুমান॥ (পৃ• ৭।২)
নিদ্রা হৈতে উঠিএ বসিল দশানন।
রমনির জটে জটে করিছে বন্ধন॥
জটে জটে বান্ধা জত আছএ জুবতি।
দেখিএ আশ্চর্য্য ভাবে লঙ্কার ভুপতি॥
এমন আস্চজ্জ কর্ম্ম করে কোন জন।
উগ্রচণ্ডা দ্বারি জার চোকী দেবগন॥ (পৃ০৮।২
মন্দোদরি বলে রাজা কহিএ তোমারে।
মন্দবাক্য কভু না বলিবে জানকিরে॥
সিবমন্ত্রে পাসউকভঞ্জহ সঙ্করে।
রামমন্ত্র জপেন সিব কহিএ তোমারে॥
গুরুর গুরু পরমগুরু তাঁর বিবাহিতা।
সাস্ত্রের [সিদ্ধান্ত] সিতা তব গুরুমাতা॥
জানকি আনিয়া হৈল কর্ম্ম অদভুত।
লঙ্কা মর্দ্ধে অবস্য এসেছে রামদুত॥ (পৃ০ ৯।১)
সুনি ক্রোধে পুর্ন্ন হএ লঙ্কাঅধিপতি।
বিভিসনের বক্ষস্থলে মারিলেক নাথি॥
রামকে ডাকিয়া ভুমে পড়ে বিভিসন।
বর্জ্জপদাঘাতে পড়ে হএ অচেতন॥
পদাঘাতে বিভিসন হইল কাতর।
অচেতন হএ পড়ে অবনি উপর॥
অতিকা আসিএ বিভিসনে কোলে নিল।
নেতের বসনে তার অঙ্গ মুছাইল॥
বৈষ্টব পরসে তার হইল চেতন।
অতিকা কাহিল খুড়া না কর রোদন॥
পদাঘাত নয় তোমার ছত্রদণ্ড হল্য।
অতপর রাবনেরে কমলা ত্যাগিল॥ (পৃ০ ৩০।১)

৬৬। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫-৫১। প্রতি পত্রে ১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

মউর উপরে কাত্তিক দেবসেনাপতি॥
মুসক উপরে জাত্রা করে লম্বোদর।
মকরবাহনে জান দেব জলেস্বর॥
ছাগল উপরে অগ্নি হএ আরহন।
মহিস উপরে চাপী চলিলা সমন॥ ইত্যাদি।

এই অংশে ৬৪ সংখ্যক পুথির সহিত মিল আছে।

মধ্য,—

পথে পথে আভরণ পেলি আইস তুমি।
কুড়ায়া তোমার হার রেখাছিলাম আমি॥
সে হার দিলাম আমি রাজিবলোচনে।
চিনিতে তোমার হার দিলেন লক্ষনে॥
লক্ষন বলেন প্রভু সুন রঘুমুনি।
আভরনের মর্দ্ধে আমি নেপুর মাত্র চিনি॥
চরনের ধুলা নিতে মোর অধিকার।
চরন দেখিয়া মাএর হইতাম নমস্কার॥
ডালে হইতে হনু কহে সুন জনকঝি।
রামমুখে তারকব্রহ্ম নাম পেয়াছি॥
সুগ্রীরের সঙ্গে রাম মৈত্র কারয়া।
বালিবক্ষ বিদারিলা ধনুর্ব্বান নিয়া॥
সুগ্রীবে রাজত্ত্ব দিয়া কিস্কিন্দানগরে।
একত্ত্ব হয়াছে জড় জতেক বানরে॥

সত অক্ষহিনি বানর ভালুক জুথে জুথে।
মাল্যবানে থানা দিল সুগ্রীব সহিতে॥
চৌদিগে বানর গেল তোমার অন্ন্যাসনে।
সমুদ্র হইতে পার নারে কোন জনে॥
শ্রীরামচরন বলে তরিলাম আমি।
দুখ সব তোমার না ভাবিহ তুমি॥
পরিচয় পেয়া মাএর হৃদয় জুড়ায়।
ধরিয়া তরুর ডাল বানরে সুধায়॥
মৃতদেহে প্রানদান কে করিলি মোর।
জনমে জনমে ধার না সুধিব তোর॥
কাতরে জানকি বলে মোর বাক্য রাখ।
জুড়াক পরান আমার রাম বল্যা ডাক॥
এখন পৃত্তয় মোর নাহি লয় প্রানে।
রাক্ষসে দারুন মায়া নানা জন্ত জানে॥
জদি ভুলাইতে আইল্যা দুখিনির মোন।
তোরে পাঠাইয়া জদি দিলেক রাবন॥
কল্পনা করিয়া জদি বসিআছ আসী।
ডালে হইতে ভুমে পড় হয়্যা ভস্মরাসী॥
জদি নাথের দুত বট রামের কিঙ্কর।
নাম সুনালি জেন জুড়াল্য অন্তর॥
উল্যাসে সংবাদ লয়া আইলি মোর ঠাঞি।
চারি জুগে অমর হও মিত্তু হবে নাঞি॥
রামপাদপদ্রে জদি থাকে মোর মোন।
এড়াবে সমন দায় পবননন্দন॥
সুনি প্রেমে পুলকিত হইয়াছে তনু।
অশ্রুজলে পরিপুর্ন মহাবির হনু॥
শ্রীরাম জানকি বল্যা ডালেতে বসিয়া।
অসোকের বৃক্ষ হইতে পড়ে গড়াইয়া॥
জানকির পাদপদ্রে পড়ে গড়াইয়া।
মাণ্ডায় অঞ্জনাসুত কৃতাঞ্জলি হয়া॥
বিঘতপ্রমান দেখি বানরের গা।
মনেতে বিস্ময় হয়্যা ভাবে সিতা মা॥

রামতত্ত দিলেক ইহার এই কলেবর।
কেমনে লঙ্ঘিয়া আইল বিলক্ষ সাগর॥
জানকি বলেন জদি বট রামদুত।
দেখিয়া তোমার অঙ্গ লেগেচে অদ্ভুত॥
প্রাননাথ সঙ্গে জদি হয়্যাছে দরসন।
বল দেখি রামচন্দ্রের কেমন বরন॥
এত সুনি কহিতে লাগীল হনুমান।
কহি রামের পরিচয় কর য়বধান॥
আজানুলম্বিত ভুজ অতি য়নুপাম।
সিরেতে চাঁচর জটা দুর্ব্বাদলস্যাম॥
পদ্রকে জিনিয়া দুই নয়ান কোমল।
ইন্দ্রধনু ভূরুভঙ্গি করে টলটল॥
সুমেরুসিঙ্গ জিনি বক্ষ নাভি গাভির।
অতি সে দয়ার নিধি তোমার রঘুবির॥
সিতার পৃত্তয় হয় সুনি বিরের কথা।
এবারে জিজ্ঞাসা করেন রামচন্দ্র কোথা॥
হনু বলে মাল্যবানে আছেন রঘুনাথে।
ভালুক বানর সব সুগ্রীবের সাথে॥
জানকি জিজ্ঞাসা করেন পবননন্দনে।
কি চেষ্টা দেখেন রাম কও বিবরনে॥
হনু কহে সুন মাতা জনকের ঝি।
তব নাম করেন রাম ইহা সুনেছি॥
জানকি বলেন বাপু কহ দেখি সুনি।
আর কে তার সঙ্গে আছে একা রঘুমুনি॥
কান্দিছে অঞ্জনাসুত সুন মোর বচন।
রাম সঙ্গে আছে তার অনুজ লক্ষন॥
সুনিয়া নয়ানজলে ভাসে জনকঝি।
দেওরের তত্ত বাছা তোরে জিজ্ঞাসী॥

(পৃ॰ ১৪-১।২, ১৫-১।)

শেষ ৬২ সংখ্যক পুথির সহিত মিলে।

৬৭। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-১৯, ৩৬-৪৫, ৪৭-১১২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

মধ্য,—

দুর কর অভিমান দেহ রে অভয় দান
শুন বাছা পবননন্দন।
এই সব সেনাপতি দেবতার পুত্র নাতি,
জত দেখ তর্জ্জন গর্জ্জন॥
সাগর তরিবার বেলে কেহো ত না মাথা তুলে
সভাকার বুঝিলাম * ।
* * * * * *
* * * * ॥
সঙ্কটে করিতে পার তুমা বিনে নাঞা আর
একে একে বুঝিলাম বিচার।
অশিম বিক্রম তুমি * * পবনগামি
তাহে তুমি রুদ্র অবতার॥
সর্গ মর্ত্ত নাগপুরি ত্রিভুবনে গতি করি
তুমা এসব নাঞি আঁটে।
সতেক জোজন সার হেলায় হইবে পার
এনা কি বিসম বড় বটে॥
তুমি ত প্রধান বির পরম ধার্ম্মিক ধির
পরম পণ্ডিত গুনবান।
এই জে বানরবৃন্দু সভাকার তুমি ইন্দু
কেহো নহে তুমার সমান॥
উঠ উঠ কোপীরাজ চিন্তহ রামের কাজ
সুগ্রিবেরে সত্যে কর পারে।
খণ্ডাহ শিতার ভয় সভে জেন ধন্য কঅ
জস জেন ঘুসয়ে সংসারে॥
আমার বচন রাখ ঝাঁট জেয়্যা শিতা দেখ
সভাকার মন কর সুখি।
তোমার বাপের পুর্ব্বে দেসে জাই সব জনে
রোঘুনাথের চাঁন্দমুখ দেখি॥
অঙ্গদে এতেক বলি করিছেন কলাকলি
দেখিআ হাশিলা জাম্বুবান।
বানিকণ্ঠে কহে পুন মন দিয়া সভে শুন
হনুমানের জন্মের বাখান॥

(পৃ০ ৪।২-৫।১)

উদ্ধৃত পদটি বাণীকণ্ঠের রচনা। এ ব্যক্তি কে, জানিবার উপায় নাই।

ভয়ঙ্কর রাক্ষশ দেখিআ ত ভয় বাশি
তাথর ভিতরে জনকনন্দিনি।
কে দেই আহার পানি জাগি পুহায় রজনি
জেন হরিনিকে বেড়িল বাঘিনী॥
হনুমান চল বাছা শিতার উর্দ্দেসে।
অনাথিনি দেবি শিতা সোকে হয়্যা দুখিতা
বেড়িআছে দুরন্ত রাক্ষসে॥
শ্রীরাম লক্ষন খুসি সুখি সিতা চন্দ্রামুখি
বানররাজ সুগ্রিব হব খুসি।
আমা সভার বোল রাখ আর কোন জনা দেখ
তুমি গেলে সভে হব সুখি॥
তুমি সাগর হইলে পার বানর কটকের নিস্তার
রাম লক্ষন হরিস অপার।
সিতা দেবির উদ্ধার রাবনের ঘুচে অহঙ্কার
তুমার জশ ঘুশিব সংসার॥
জল স্থল অন্তরিক্ষে জে তুমা হইতে দেখে
সে সকল পড়য়ে তরাসে।
শুন্দরাকাণ্ডের শুন্দর গিত সর্ব্বলোক হরশিত
রাচল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস॥

(পৃ০ ৬।১-২)

৬১ সংখ্যক পুথির 'জনকনন্দীনি সিতা

শ্রীরামের বনিতা' ইত্যাদি ত্রিপদীটির সহিত উদ্ধৃত অংশের কতক মিল আছে।

বাছা হনুমান সেল রহিল হৃদিমাঝে।
আর না দেখিল রাম মুকাল্য জানকি নাম
পরিনামে বুঝিলাম কাজে॥
কাহারে কহিব ইহা কহিতে বিদুরে ইহা[1]
মন দিআ শুন হনুমান।
জনম ভরিআ দুখ কোন কালে নাহি সুখ
কত সহে অবলার প্রান॥
ছিলাম বাপের ঘরে সে দুখ কহিব কারে
হরধনু পন কৈল পীতা।
প্রভু আস মুনিসঙ্গে জজ্ঞ রাখিবার রঙ্গে
বিভা কৈল অভাগিনি সিতা॥
সসুরমন্দিরে বাস সভে ছিল দস মাস
চোদ্দি বৎসর বসি বনে।
তাহে বিধি হল্য বাম মৃগছলে গেলা রাম
সৈন্য ঘরে হরিল রাবনে॥
বিধি বড় নিদারুন অতিসয় নিকরুন
বনে মোরে না দিল শুআস্ত।
কনকের মৃগি হয়্যা

ইহার পর ৪৬ সংখ্যক পত্রের অভাব।

পঠমঞ্জরি রাগ॥

রাজারে নোওাইয়া মাথা যুক সারন কহে কথা
শুন হে লঙ্কার লঙ্কেশ্বর।
এ কথা কহিব কায় কেবা পতিত জায়
জলনিধি উপরে পাথর॥
সিন্ধুমধ্যে ভাসে শিলা বানর চাপে গুলা গুলা
থিয়ারিআ জেন খেলা করে নাঅ।
বানর দির্ব্ব কাচুটি ধরে পারিজাতমালা পরে
পঞ্চস্বরে গিত গেয়্যা বেড়ায়॥

বাঁনরের নেঙ্গুড়গুলা জেন দেখি মেঘমালা
এক চাপে ভেদিল গগন।
সুর্জ্জ ছাড়ি নিজ কান্তি পলাইলা নিসাপতি
কম্পিত হইলা তারাগন॥
ঘরপড়া জেন ঠান কোটি কোটি বলবান
দাণ্ডাইয়া আছে রামের পাসে।
জবে দেই রাম আজ্ঞাখানি শুমেরু ভাঙ্গিআ য়ানি
রামচন্দ্র না কবেন প্রকাসে॥
পুর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিন বড়ই আশ্চর্য্য কথন
সাগর পরিক্ষা লক্ষ জোজন।
নদ নাদ কন্দ রন জত জত ফিরি বন
সর্ব্বত্রে দেখি বানরগন॥
বানর বড় বলবান পর্ব্বতে দেই টান
উপাড়য়ে সর্ব্ব মহাবল।
অচল কুচল নাড়ে স্বঙ্গে গগন জোড়ে
গজ খায়ে মন্দাকিনির জল॥
জাঙ্গাল বান্ধে নল নিল অতুল বিক্রমসিল
পর্ব্বতগুলা বাম হাথে লোফে।
আড়ে দস জোজন জাঙ্গাল পত্তন
পাথর বৈশায় কাঁপে কাঁপে॥
দুই চরের বোল যুনি ত্রাসিত নৃপমনি
কি বলিলি শুক সারন।
হেন বোল প্রকাস [হৈল তোর মতি নাস]
কিম্বা পথে দেখিল সপন॥
দ্বাদস সুর্য্যের উদয় তবে পরতিত হয়
প্রত্যক্ষে দেখাব নয়নে।
সপ্ত সাগর একিকালে জদি হয় নিজ্জলে
তবে ত এ কথা প্রমানে॥
রাজা কঅ এ কথা শুনি পবন ডাকিআ আনি
পুষ্পক রথ করহ সাজন।
দুই চর জত কঅ মোর মনে কিছু [না] লয়
ইহা [আমি] দেখিব নয়ানে॥

১। হিআ বা হিয়া।

রাজা উঠিআ আইল ধৈর্য্য বির্জ্জ অঙ্গে হইল
নিস্তেজ হইল ঘুচিল মনের আনন্দ।
কির্ত্তিবাস কবি কয় মনে রাজা পেয়্যা ভয়
দেখিতে নাড়িলা সেতবন্ধ॥
(পৃ০ ১০৫।২-১০৬।২)

সেতুবন্ধনে পুথি শেষ হইয়াছে।

৬৮। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১-২, ১৫-৪৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৬ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

মধ্য,—

হিত বুঝাইতে হইলাম লাথির ভাজন।
সবংসে রামের হাথে তোমার মরন॥
পুর্ব্বকথা কহি ভাই তাঁহে দেহ মন।
বনজুয়া হাথি বনে চড়ে নিতি নিতি॥
পোষনিয়া হাথি দায় তাহার সংহতি॥
পোষনিয়ার দেখাদেখি পৈষে কাটগড়া।
তখন বেদেতে বান্ধে পায়ে দিয়া দড়া॥
জ্ঞাতির মিসালে হৈল জ্ঞাতির বন্ধন।
তোমার সঙ্গেতে আমী মরি কী কারন॥
জমের দ্বারেতে তুমি রহিলে বন্দন।
মরনকালে স্বোঁরিহ আমার বচন॥
এ ধন সম্পদ পায়্যা মর্ত্ত হইলে তুমি।
রামের স্মরন নিতে এই জাই আমী॥
তবে জদি কৃপানিধি কৃপা নাই করে।
রামনাম লয়্যা প্রান তেজিব সাগরে॥
তথাপী তোমার সঙ্গে না রহিব এথা।
পতিতে স্মরন রাম দিবেন সর্ব্বথা॥
স্মরনপঞ্জর রামচন্দ্র গুননিধি।
চরনে স্মরন নিব জনম অবধি॥
অনাথপালন দয়া অপার মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেবগন দিতে নারে সিমা॥
সভামধ্যে ডাক দিয়া বলে বিবিসন।
ইহার মধ্যে আমার সঙ্গি হবে কোন জন॥
জে জাইবে মোর সঙ্গে বড়ই সেয়ান।
ঘর সব রক্ষা পায় তাহার পয়ান॥
রাম জারে সদয় সাফল তার তনু।
সাক্ষাত পাইল পবনের পুত্র হনু॥
নল আনল পাত্র ভিম সম্পাতি।
ডাক দিয়া বলে তারা জাইব সংহতি॥
সেইখানে ছিল তার পুত্র তরন।
পিতা পুত্রে লই গিয়া রামের স্মরন॥
কুপিল শুনিয়া পুত্র পিতার উত্তর।
তোমা হেন নহি আমী প্রানেতে কাতর॥
জ্ঞাতি ছাড়িব আর লঙ্কার আওয়াষ।
মানুষের স্মরন নিব লোকে উপহাষ॥
বিবিসন বলে পুত্র জিয়ন্তে মলি।
আজি হইতে তর্পনের দিব তিলাঞ্জলি॥
তার পর বিবিসন গেল মায়ের স্থানে।
হিত বুঝাইতে লাথি মারিলে রাবনে॥
লঙ্কা হৈতে খেদারিয়া দিলেক আমারে।
স্মরন লইতে জাই রাম বরাবরে॥
নিকষা বলেন বাছা যুন বিবিসন।
রন্ধন করিয়া দি করহ ভোজন॥
উৎকট সময় জাকু বেলা অবসানে।
তবে সে জাইয় প্রভু রাম দরসনে॥
জোড়হাথে জননিরে করে নিবেদন।
সকল ভুঞ্জিব যুখ রাঘবমিলন॥
মায়ের চরন তবে করিল বন্দনা।
স্ত্রীর নিকটে গেল জেখানে সরমা॥
হিত বুঝাইতে লাথি মারিলে আমারে।
রামের স্মরন নিব কহিল তোমারে॥

জাবত লঙ্কায় রাম নাহি আনি আমী।
তাবত পিতার প্রান রক্ষা কর তুমি ॥
সরমা সুন্দরি বলে সুন প্রানপতি।
রাঘবচরন বিনা অন্ত নাই গতি ॥
সুভক্ষণে বিবিসন রথে গিয়া চড়ে।
কিত্তিবাষ বলে লঙ্কায় দায় পড়ে ॥

(পৃ° ৩৪।১-৩৫।১)।

৬৯। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩$\frac{1}{4}$ × ৪$\frac{1}{4}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৩০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

হনুমানের জন্ম-বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ। ৬১ সংখ্যক পুথির সহিত মিল আছে।

পূর্ব্বকথা কহি তাহা কর অবধান।
স্বর্গে বিত্তা[ধরি পুষ্পগন্ধা] তার নাম ॥
তার কন্তা হইল নামে অঞ্জনা বানরি।
বিত্তাধরি কন্তা সেই পরমসুন্দরি ॥
অঞ্জনার রূপের কথা বড়ই অদ্ভুত।
রূপে আলো করে জেন পড়িছে বিত্যুৎ ॥
মলয়া পর্ব্বতে আছে কেসরির ঘর।
অঞ্জনা লইয়া কেলি করে নিরন্তর ॥
ইর্ছারূপে ধরিতে হইল মানুসি।
পর্ব্বত উপরে আছে পরম রূপসি ॥
চৈত্র মাস প্রবেস জবে বসন্ত সময়।
হেন কালে পবন গেল পর্ব্বত মলয় ॥
তথায় বসন্ত বায়ু বহিছে পবন।
কামেতে জজ্জর হইল অঞ্জনার মন ॥
সন্ধান না পায় পবন কেসরি দুজ্জয়।
পবন চাহিয়া তার না পায় সময় ॥
মলয় বসন্তে হৈল অঞ্জনা ব্যাকুল।
ঋতুস্নান করিতে গেল নর্ম্মদার কুল ॥
সন্ধান পাইয়ে তথা গেল ত পবন।
ঝরে বসন উরাইয়া দিল আলিঙ্গন ॥
অঞ্জনা বলেন পবন কৈলে কোন কর্ম্ম।
কোন কার্য্যে নষ্ট কৈলে পতিব্রেতা ধর্ম্ম ॥
দেবতা হইয়া তুমি কর হেন কাজ।
বানরি করিলে ইর্ছা নাহি কিছু লাজ ॥
কেসরি জানিলে মোর সংসয় জীবন।
সাপিব তোমারে আমি শুনহ পবন ॥
পবন বলে আর কিছু না বল অঞ্জনা।
রমনির রূপে নর পাসরে আপনা ॥
দেবে মহাপাপ হয় পরস্ত্রী গমনে।
জাতি কুল বিচার তার করে কোন [জনে]॥
দুঃখ সম্বরিয়া তুমি জাহ নিজ ঘরে।
মহাবির জন্মাইবে তোমা[র] উদরে ॥

শেষ,—

কাঁপিছে সকল অঙ্গ তোমার তরাসে।
কেমনে কহিব কথা মনে নাহি আইসে ॥
হাসিয়া বলিছে তবে রাজা লঙ্কেস্বর।
সত্ত কথা কহ মোরে কিছু নাহি ডর ॥
হনুমান বলে সুন দিই পরিচয়।
সূর্য্যবংসে অজোধ্যায় রাম মহাসয় ॥
দুজ্জয় রাক্ষস হৈল ভুবনে অজয়।
ইন্দ্র জম কুবের জাহারে করে ভয় ॥
দেবগনে ধরি সদা করে অপমান।
ক্ষিরদসয়নে ছিলা প্রভু ভগবান ॥
কান্দিয়া দেবতাগন কহে তার ঠাই।
রাক্ষসের হাতে প্রভু আর রক্ষা নাই ॥
দেবগনের দুঃখ দেখি প্রভু নারায়ন।
রাক্ষস নাসিতে জন্ম লইলা আপন ॥
চারি অংসে জন্ম লয়ে দসরথের ঘরে।
লক্ষিরূপা সিতা ছিলা মিথিলা নগরে ॥

বিবাহ করিয়া রাম প্রভু নারায়ন।
ছল করি সন্ত পালিবারে আইলা বন॥
নাসিতে রাক্ষসকুল প্রভু গদাধর।
বাস কৈলা পঞ্চবটির বনের ভিতর॥
হাতে ধনুব্বান সদা সহিতে লক্ষন।
জার নাম সুনি ভয় করয়ে সমন॥
মৃগ মারিবারে বনে গেলা রঘুবর।
সিতা চুরি কৈলে তুমি পায়ে সর্ন্ন ঘর॥
দেখাদেখি হইলে জানিতে দসানন।
এক বানে দেখাইতেন জমের ভুবন॥
বালি রাজা আছিল বানরের অধিপতি।
সুগ্রিব তাহার ভাই কিস্কিন্দা বসতি॥
বালি রাজা সুগ্রীবের রাজ্য নাহি দিল।
সুগ্রিবের নারি বলে কারিয়া নইল॥
বালির ভয়তে সদা সুগ্রিব আকুল।
কান্দিয়া ফিরয়ে বনে খায় ফল মুল॥
রিস্তমুখ পর্ব্বতে রহিলা বহু দিন।
বালির ভয়েতে বসি কান্দে রাত্রিদিন॥
সিতা খুজি ফেরেন রাম সেই তো কাননে।
পর্ব্বত উপরে দেখা হইল দুই জনে॥
আপনা আপন দুঃখ কহে দুই জন।
মৈত্রতা করিল দোহে হরসিতমন॥
পিতিজ্ঞা করিয়া রাম কহেন সুগ্রিবেরে।
বালি মারি রাজা আমি দিবজে তোমারে॥

৭০। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩০২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৭৪ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর।

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি শ্লোক।

ক্ষিরোদ পন্নগ সিজে ম্বেত সপ্ত দ্বিপ মাঝে
গুপ্তবেসে ছিলা নারায়ন।
অমরের স্তুতি পায়্যা সুর্য্যকুলে পদ্ম হয়্যা
জাম্মলা রাবণসংহারন॥

বালক কালের লিলা যজ্ঞ রাখিবারে গেলা
হরধনু ভাঙ্গী আচম্বিতে।
খণ্ডিলে জনকভিত রঞ্জিলে জানকিচিত
ভৃগুর রুন্ধিলে স্বর্গপথে॥

পরসিয়া পদরেনু পাসানে মানুসতনু
কৃপায় চণ্ডালে কৈলে সখা।
পিত্রিবাক্যে গেলা বন উদ্ধারিলে কপীগন
পাপের নাহিক জার লেখা॥

হেন কপী সংহতি বন্ধ কৈলে নদিপতি
ত্রিভুবনে জয় জয় ঘোষে।
কপিগন নল হেতু সাগরে বান্ধিলে সেতু
জলেতে পাসান তরু ভাসে॥

মারিয়া অশেষ বৈরি অজোধ্যায় দণ্ডধারি
বেদবতি নয়্যা অনুবন।
অনাথ জনার বন্ধু কেবল করুনাসিন্ধু
তুমী প্রভু সেবকবৎসল॥

ধ্যানে কিঞ্চিত ধ্যান যোগী হৈলা পঞ্চানন
নারদ বিনাতে গুন গায়।
ব্রহ্মা আদি জত দেবে উ পদপঙ্কজ সেবে
কপীরা পরমপদ পায়॥

তুয়া পদ অর্ঘ্য জল ক্ষাতি গঙ্গা মহিতল
ত্রিপথগামিনি নাম ধরি।
পরসিলে বিন্দু জল ইন্দ্রপদ করতল
হেলায় সমনভয় তরি॥

চরনকমল রাঙ্গা তাহাতে মৃনাল গঙ্গা
চরসীরে মালতির মালে।
তুয়া কির্ত্তিলা অই বাল্মিকি বাখানে তাই
প্রসাদে রাখিহ পদতলে॥

পরবর্ত্তী ত্রিপদীটিও প্রসাদ দাসের ভণিতাযুক্ত। তাহার পর,—

মঙ্গল রাগ॥

প্রনমহো রাম দসরথের কুমার।
লক্ষন কনেষ্ট জার অংশ অবতার॥
জনকনন্দি[নি] সীতা লক্ষ্মী মুর্ত্তিবতি।
বন্দিব চরণ তার করিয়া ভকতি॥
ভরথ সত্রুঘ্ন বন্দো দুই সহোদর।
অঞ্জলি করিয়া বন্দো বাল্মিকি মুনিবর॥
মহামুনি বাল্মিকি বন্দো হাথে করি তাল।
শ্লোকছন্দে রামায়ন রচিল রসাল॥
অবতার হৈতে ছিল সাটী হাজার বৎসর।
ভবিস্যতি পুরান কৈল বাল্মিকি মুনিবর॥
সে সকল কবিত্ত লোকে বুঝিতে বিসম।
কির্ত্তিবাস করিল সরস মনোরম॥
ফুলিয়ার মুখটী পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।
জাহার প্রসাদে রামায়ন হইল প্রকাস॥*॥
যোড়হাথে বন্দো হনুমানের চরন।
হনুমান বন্দিয়া গাইব গীত রামায়ন॥
আদিকাণ্ডে রামের জন্ম সিতা দেবীর বিভা।
ভার্য্যা হারাইলা রাম অজোধ্যা আসিয়া॥
অরন্যা[১] কাণ্ডে করিলা রাম প্রবেস কাননে।
অরন্যাকাণ্ডে সিতা চুরি করিল রাবনে॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রঘুনাথের সর্ব্ব অপচয়।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে মৈত্রতাও কটকসঞ্চয়॥
সুন্দরাকাণ্ডে সেতুবন্ধ গীত মনোহর।
কটক সহিত পার হল্যা রঘুবর॥

১। 'অযোধ্যা' হইবে বোধ হয়।

পাঁচ কাণ্ডে গাইল গিত নানা রসভাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইব গীত বন্দিয়া কীর্ত্তিবাস॥*॥
রঘুবর সুন্দর রাম হে রাম
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাম॥
সুন্দরাকাণ্ডে গাইল গীত সুন্দর কাহিনি।
লঙ্কাকাণ্ডে সুন কটকের হানাহানি॥
বন্দ গেল সাগর কটক হইল পার।
দিনে দিনে রাবনের টুটে অহঙ্কার॥
অহঙ্কার টুটে রাজার বাড়ে অভিমান।
অভিমানে খসিল হাথের গুয়া পান॥
ফাফর হইল রাবন রাজা মনে মনে গুনে।
সুক সারন দুই চরে ডাক দিয়া আনে॥
তোরে বলি সুক সারন মন্ত্রির প্রধান।
রামের কটক চর্চ্চিয়া আইস মোর স্থান॥
(পৃ০ ২।২—৩।১)

অই দেখ লঙ্কেস্বর বসিয়াছেন রঘুবর
নীল কলেবর সুসোভন।
অঙ্গদ চাপীছে হাথ বিরাসনে রঘুনাথ
অই দেখ বামেতে লক্ষ্মন॥
সুগ্রিব দাক্ষনভাগে জাম্বুবান রামের আগে
অই দেখ বির হনুমান।
কেসরি কুমুদ পাসে বসিয়াছেন হরিসে
বির সব পর্ব্বত প্রমান॥
মায়া মারিচের চাম তাহার উপরে রাম
অই দেখ হাথেতে কোদণ্ড।
বিভিষন রামের কাছে নানা মত যুক্তি দিছে
বুঝিলাঙ লঙ্কা লণ্ডভণ্ড॥ ইত্যাদি।
(পৃ০ ৭।১)

ভালুক বানর লয়্যা সাগরের পার হয়্যা
রাহলেন জলাধি তিরে।
রাক্ষস পাইল সঙ্কা কম্পমান হৈল লঙ্কা
দেখিলেক অন্তরিক্ষচরে॥

ততক্ষনে সাজিল ধাড়ি গদা টাঙ্গী নিল বাড়ি
বান এড়িল্যাঙ খরসান।
আমি তোর বড় বির রনে নাহি হৈল স্থির
কাটীয়া করিল দুই খান॥
ভয়ানক হয়্যা মন পালাইল লক্ষন
রঘুনাথের হের দেখ মাথা।
সুগ্রিব অঙ্গদ বির বিভিষন অস্থির
অঙ্গদ দেখিয়া পাল্য ব্যথা॥ ইত্যাদি।
(পৃ০ ১৪।২—১৫।১)

মায়ের বচন সুনি দসানন বলে বানি
সুন সর্ব্ব পাত্রমিত্রগন।
ই তিন ভুবনমাঝে দেব দৈত্য যত আছে
কারে না ডরায় দসানন॥
আপনার বাহুবলে সংসার জিনিল হেলে
চন্দ্র সুর্য্যে সঙ্কা নাহি করি।
সে মোরে দেখায় ডর জত বলি নিসাচর
বানরে বেড়িল তব পুরী॥
রাম সে মানুসজাতি তাকে কেন মোর ভিতি
সীতা কেন সমর্প্পিব তারে।
আপনি করিয়া রন বিনাসিব কপীগন
শ্রীরামে পাঠাব যমপুরে॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ২০।২)

যোড়হাথে হনুমান কর রাজা অবধান
সর্ব্বকথা কাহ তোমার ঠাঞি।
আছিল্যাঙ দ্বারে দ্বারি কোন জন করিল চুরি
জদি জানি তোমার দোহাই॥
দ্বারে ছিল্যাঙ একেশ্বর মায়া পাতে নিসাচর
সে কথা কহিতে ভয় করি।
সঙ্গে ছিল বিভিষন জারে কৈলে অপেক্ষন
তাহার সন্ধানে হৈল চুরি॥
বসিষ্টের রূপ ধরে দণ্ড কমণ্ডলু করে
আমার সমুখে উপনিত।
নানা জন্ত্র কৈল মোরে রাম দেখিবার তরে
বিভিষন আইল ঝটীত॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ১৯০।১)

সুন সুন মহাঁসয় করি আমি পরিচয়
প্রথমেতে ... ...।
কহি কথা অকপটে জন্মিনু অঞ্জনাপেটে
মহাবলি পবন মোর পীতা॥
কর তুমী অবধান নাম মোর হনুমান
সুগ্রিব রাজার সঙ্গে থাকি।
বালি সহোদর তার নিল রার্য্য অধিকার
সুর্য্যসুত হৈলা বড় দুখি॥
বালির পাইয়া ত্রাষ ঋষ্যমুখে কৈলা বাস
সে পর্ব্বতে বালি জাত্যে নারে।
সাঁপ দিল এক রিসি অতেব নির্ভয়ে বসি
নিবেদিল তোমার গোচরে॥ ইত্যাদি
(পৃ: ২২৯।১)

সোকভরে মন্দোদরি রাবনের পায়ে ধরি
বিলাপ করএ নানা ভাঁতি।
বিসম রামের সরে গেলে প্রভু কোথাকারে
শরীর লোটায় তোমার খিতি॥
তোমার গমন সুনি প্রভা হরে দিনমনি
চন্দ্র নাহি জায় সিরোপরি।
সেই মুণ্ড ভুমিতলে শ্রীরামের বানজালে
দেখি প্রান ধরিতে নাঁ পারি॥
চন্দন তিলক ভালে সোভে দস কপালে
তাহে বহে সোনিতের ধার।
সীরেতে মকুট সোভা নানা জাতি ফুল আভা
কি হইল ক্রিদয়ের হার॥
কেবা নিল কর্ন্নভুষা হিন হৈল তব দসা
ভুমিতে সয়ন কি কারন।
সোনার পালঙ্কমাঝে থাকিতে রাক্ষসরাজে
নানা পুষ্প তাহে সুসোভন॥ ইত্যাদি
(২৫৭।২)

মস্ত,—

চতুর্দ্দিগে হর্ষে করে জয় জয় রোল।
নানা বাদ্য বাজে রার্যো লোকের গণ্ডগোল॥
গন্ধর্ব্বে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরি।
আনন্দে পুর্ন্নিত রাগ্য অযোধ্যা নগরি॥
স্বর্গে দুন্দুভি বাদ্য বাজায় দেবগন।
বসিষ্ট মুনি লক্ষনে করিলা আলিঙ্গন॥
দেয়ান ভাঙ্গীয়া উঠিলা কমললোচন।
আপন আপন বাসায় গেলা সর্ব্বজন॥
সুনিতে কৌতুক বড় রাম অবতার।
ইহা ত সুনিলে নাহি যমের আধিকার॥
দস হাজার বৎসর ছিল লোকের জিবন।
জেষ্ট থাকিতে নহে কনেষ্টের মরন॥
ব্রাহ্মন সুনিলে পায় ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান।
বেদবিহিত পায়্যা হয় বিপ্রের প্রধান॥
জার চরিত্র সুনিলে লোকে পাইব নিস্তার।
লোক নিস্তারিতে কৈল রাম অবতার॥
ক্ষেত্রি সুনিলে হয় পৃথিবির রাজা।
মহারাজা হইয়া পালয়ে সর্ব্বপ্রজা॥
বৈস্য সুনিলে হয় মহাধনে ধনি।
লক্ষ্মি অনুগত তাহে হয়েন আপুনি॥
বন্ধ্যা সুনিলে হয় সেই পুত্রবতি।
বিধোবা সুনিলে হয় পরমমুকতি॥
সধবা সুনিলে হয় সোহাকে আগুলি।
দুর্ব্বল সুনিলে হয় বলে মহাবলি॥
যে বাঞ্ছা করিয়া মনে যেই জন সুনে।
সেই বাঞ্ছা পুর্ন্ন হয় রামায়ন শ্রবনে॥
মুনির বাক্য মিথ্যা নয় পুর্ন্ন হয় কাম।
ইহা জানি অহর্ন্নিসি বল রাম রাম॥
সতি শ্রী সুনিলে সেই কভু নহে রাণ্ড।
এত দুরে সাঙ্গ হৈল পোথা লঙ্কাকাণ্ড॥

কৌসল্যানন্দন সেই জানকীজিবন।
সেই পদে মতি অতি করিয়া স্থাপন॥
লিখিলাঙ পোথা দোস ক্ষেমিবে আমার।
মনিনাঞ্চ মতিভ্রম আমি কোন ছার॥

৭১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১০২; ২৩ সংখ্যক পাতা দুইখানি। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৯৫ সাল।

আদি,—

প্রথম লঙ্কাকাণ্ড অঙ্গদেব রায়বার।
শ্রীরাম লক্ষ্মনেতে মন্ত্রনা কৈলা সার॥
সুগ্রিবে বোলেন শুন বচন আমার।
মিতা কোন বির পাঠাব লঙ্কা করিতে রায়বার॥
সুগ্রিব বোলেন জাইবেন পবননন্দন।
তাহা সুনি বলিছে তবে বির জাম্বুবান॥
রাবণ বলিবে এই বেটা বই বির নাহি আর।
তেই শে কারণে বেটা আইশে বারেবার॥
হনুমান বলি ঘৃন্না করিবে রাবণ।
রায়বার করিবে অঙ্গদ বালির নন্দন॥
অঙ্গদ বলিঞা তবে ডাকিলা গদাধর।
আইলা অঙ্গদ বির বিক্রমে বিসাল॥
ধাইঞা প্রনাম করিল গিঞা রামের চরণে।
কোন আজ্ঞা কর প্রভু রাম নারায়ণে॥
শ্রীরাম বোলেন আইশো বাছা বালির নন্দন।
তুমি গিঞা ভর্চ্চিআ ত আইসো গা রাবণ॥
আমার আরতি জায় লঙ্কার ভিতরে।
মোর সিতা হরিলে পাপিষ্ঠ লঙ্কেশ্বরে॥

অভয় মানিঞা আইলাম সাগরের জলে।
শেই সাগর পার হৈলাম বড় পুন্যফলে॥
এবে কোন বির তার করিবে নিস্তার।
কাটিঞা ফেলিব তার দশ মুণ্ড কর॥
তুমি জে অঙ্গদ হয় বুদ্ধে বৃহস্পতি।
লঙ্কাতে দিলাম তোরে প্রথম আরথি॥

মধ্য,—

ধন্য মাল্যানি বোলে পুত্র করিঞা কোলে
রাবণ রাজার পাটেশ্বরি।
ওরে পুত্র অতিকা(পৃং তোরে জুদ্ধ না জুয়ায়
বিষ্ণু আইলা রামরূপ ধরি॥
তোর পিতা অবোধা না সুনে কাহার কথা
পাপবুদ্ধে হরে পরনারি।[১]
হস্তি সিংহের আগে জুদ্ধ করে ছাগ বাঘে
নাহি দেখি নাহি সুনি কানে।
কুম্ভকর্ম্ম দুর্জ্জয় জম জারে করে ভয়
শে পড়িল রঘুনাথের বাণে॥
সপনে দেখিল আমি লক্ষ্মণবানে মৈলে তুমি
বের্থ নহে আমার সপন।
সাত পাচ পুত্র নাই তুমি মাত্র মোর ঠাই
প্রান রাখ সুনহ বচন॥ ইত্যাদি
(পৃ° ২৪।১—২)

সিতাসিরে দিঞা দুই হাত কোথা গেলা রঘুনাথ
আমারে করিঞা অনাথিনি।
বড় আমার ছিল সাদ এবে হৈল পরমাদ
আমি এবে হৈলাম একাকিনী॥
খাট পাট সিংহাসন তাথে তোমার সয়ন
এখন কেনে লোটায় ভূমিতলে।
বিস বরিসন হৈল দুই ভাইএর প্রাণ গেল
বড় দুঃখ আমার কপালে॥
বিধি সঙ্গে বাদ ছিল রামধন কাড়ি নিল
আর আমার হবে কোন গতি।
ধুলাএ ধোশর গা মুখেতে নাহিক রা
নিশব্দ হইলা দুই ভাই॥
আরে নিদারুণ বিধি হারাইলাম গুণনিধি
আমার কপালে ছিল এই।
মাতা পিতা কেহো নাঞী নাই সহোদর ভাই
আমি আর জাব কার কাছে।
ত্রিজটার হাতে ধরি বিস্তর মিনতী করি
মোর ভাগ্যে কত দুঃখ আছে॥
জদি আজ্ঞা দেহ তুমি বিশ খাঞা মরি আমি
এই দণ্ডে জাই রামের পাশ।
সিতার করুনা সুনি ফাটিছে পাশানখানি
নাছাড়ি রচিলা কির্ত্তীবাশ॥*॥
(পৃ° ৩৪।১—২)

দশ মুণ্ড কুড়ি কর স্তুতি করে লঙ্কেশ্বর
তুমি রাম শাক্ষাত নারায়ণ।
ইন্দ্র বরুণ জম জিনিল আমি ত্রিভুবণ
তুমি মোরে কৈলে নিপাতন॥
তুমি নিলা মূর্ত্তি সর চমকিত কলেবর
ত্রাসে ফেলিলাম ধনুর্ব্বাণ।
নিশ্চয় হৈল মরণ শাক্ষাতে আইলা জম
রামরূপ মনে করি ধ্যান॥
মুদি কুড়ি নয়ন রাম জপে রাবণ
পুলকে পুন্নিত হৈল অঙ্গ॥ ইত্যাদি।
(পৃ° ৮২।১)

কান্দে রানিগণ দিঞা আলিঙ্গন
কান্দে মন্দোদরি সতী।
এ রূপ জোবণ সব অকারণ
তোমা বিনে পাই গতি॥

১। এইখানে দুই পঙ্‌ক্তি ছাড় হইয়াছে মনে হয়।

শুন প্রাণেশ্বর দেহ ত উত্তর
প্রাণ পোড়ে মুখ চাঞা।[1]
দেবতার নারি স্বর্গবিদ্যাধরি
সে কারণে কৈলা বিভা॥
সকল আপণ নহিল রাজণ
কান্দে মুখে দিঞা মুখ।
হা নাথ বলি কান্দে ভুজে ভুজ বান্ধে
দেখিঞা বিদরে বুক॥
কোন নারি বোলে দেহ প্রভু কোলে
কেহো করে হাহাকার।
করি স্মঙরন জালি হুতাশন
জাইব সঙ্গে তোমার॥ ইত্যাদি
(পৃ° ৮৩।২)

অন্ত,—

হনুমান দেখি সিতা হাথে নিলা হার।
হারের মুল্য দিতে নাঞী জগত সংসার॥
রত্নমুল্য[2] হার সেই অমুল্য পাথর।
হার দেখি বানর সব হইলা ফাফর॥
বানরগন বোলে কাকে হবে সম্মান।
কোন বির পাইবেক সিতা দেবির দান॥
রামের মোন বুঝি সিতা হইলা লর্জ্জিত।
হাথে হার করিঞা সিতা হইলা রামের ভিত॥
সিতার মুখ দেখি রাম রাজা হাঁসে।
হার দেও সিতা জাহাকে মোন আসে॥
বলে সিংহ বির বুদ্ধে বৃহস্পতি।
তার প্রসাদে আমি পাইলাঙ ঐব্যাহতি॥
পাত্র মধ্যেত পাত্র বিরমধ্যে বির।
সর্ব্বময় মন্ত্রি বির বুদ্ধে গভির॥
জোড়হাথে আগাইলা বির হনুমান।
বহুমুল্য হার সিতা হনুকে দলা দান॥
হনুমানের গলে দিলা বহুমুল্য হার।
রামনাম না দেখিঞা ভাবেন আপার॥
হাথে করি হার বির ফেলাইলা জলে।
আসিঞা প্রনাম কৈলা রামপদতলে॥
রাম বোলেন স্তন পবননন্দন।
কোথাএ রাখিলা হার কহত কারন॥
স্তনিঞা রামের কথা বির হনুমান।
হারমধ্যে নাই প্রভু তোমার এক নাম॥
হনুমান মুখে স্তনি এতেক বচন।
হনুমানের গলে ধরি রাম দিলা আলিঙ্গন॥
নানা রত্ন দান রাম দিলা পৌরস্কার।
বানরেত সর্ব্ব কৈলা রামের ভাণ্ডার॥
জোড়হাথে বর মাগে বির হনুমান।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব রাক্ষস বিদ্যমান॥
তোমার গুণ প্রকাস হইবে এইখানে।
অনাহত গতি মোর হবে সেইখানে॥
সন্ধ্যা ভঙ্গ হইলে প্রভু না ভাবিহ রোস।
বিহান রামায়ন পঢ়ে তার এই[3] দোস॥
দস দণ্ড পরে তোমার গুণ সেবি।
রোগ পিড়া না হইবে হবে চিরজিবি॥
জাবত পর্ব্বত থাকিবে সাগরের পানি।
চন্দ্র সূর্য্য জাবত থাকিবে দিবস রজনি॥
জুবরাজ হবেক সর্ব্ব ভোগে তুমি।
রোগ সোক নহিবেক বলিলাঙ আমি॥
হনুমানকে বর দিলা সিতা ঠাকুরানি।
নানা ভোগ তোমার আসিবে আপুনি॥
জথা তথা থাকিবেক হইবে নিরুগি।
দেবতায় তোমাকে জোগাবে উপভোগ॥
সভা তুষ্ট করেন রাম ধন দিঞা দানে।
সভা করি বৈসেন রাম দেব অধিষ্টানে॥

১। এইখানে খানিকটা ছাড় পড়িয়াছে।
২। 'রত্নময়' হইবে।
৩। 'বেই' বা 'জেই' হইবে।

সভা করি রামচন্দ্র করিলা দিয়ান।
চতুর্দ্দিগের মুনি আইলা করিতে কল্যান ॥
কির্ত্তীবাস পণ্ডিতের অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইলা লঙ্কাকাণ্ড ॥

৭২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১১-৫২, ৬৯-১১৮, ১৬৩-২০৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২১৯ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

সিংহবাহনে আইলা দেবি ত পার্ব্বতি ॥
আইলে দেবতাগন বসিলা শারি শারি।
গন্ধর্ব্ব গিত গায় নাচে বিদ্যাধরি ॥
সভা মর্দ্ধে ভগবতি বসিলে এক ভিতে।
ক্রুধ করি গেলা গৌরি মহাদেবের ভিতে ॥
ভাঙ্গড় উন্মত সিব বেড়াও সষাণে।
কোন গুনে পুজি তোমায় লঙ্কার রাবনে ॥
ধন জনে মজিল কনক লঙ্কাপুরি।
কেমনে কারনে তুমি আছ অধিকারি ॥
আপনার হাথে রাবন আপনি কাটে মাথা।
হেন সেবকে তোমার তিলেক নাহি ব্যেথা ॥
রাবন হেন সেবকেরে তোমার নাহি দয়া।
য়ার কোন জন তোমার না লৈবে পদছায়া ॥
এত জদি মহাদেবেরে বলিলা পার্ব্বতি।
পার্ব্বতির বচনে কুপিলা পষুপতি ॥
বামা জাতি স্ত্রি তোমার কারে নাহি সঙ্কা।
আপনি জুদ্ধ করিয়া রাখ কনকপুরি লঙ্কা ॥
তপ করিয়া মৈল রাবন দস হাজার বৎসর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর ॥

মধ্য,—

বারমাসিয়া ফল ছিল সুগৃবের পাষে।
প্রসাদ দিল সুগ্রিব রাজা জতো মোনে আইষে ॥
পাকা ডালিম দিল বিদারিত সাদ্ধি।
বাগুন নারিকেল দিল আসি হাজার কান্দি ॥
হাড়িয়া হাড়িয়া তাল দিল খাইতে মধুর।
অমৃত সমান দিল ক্ষির খাজুর ॥
নিয়ংশ আম্র দিল খাইতে রসাল।
বিষত প্রমান কোষ দিল হাজার কাঠাল ॥
নানা বর্ন্নে ফল দিল পিওল বর্ন্নে রাঙ্গা।
মধুপান করিতে দিল আসি হাজার ডোঙ্গা ॥
সেই সব ডোঙ্গার কি কহিব বাখান।
পচিশের বন্দো জেন ঘর একখান ॥
রাজপ্রসাদ জত রাজার ঠাঞি পায়।
তিন লক্ষ বানরে অঙ্গদের বোঝা বয় ॥
পরামানিক বানর পাইয়া কত করে দান।
কতো দিয়া বির বোঝারূস করিল সম্মান ॥
আপন থানায় গেল বির দক্ষিন দুয়ার।
কির্ত্তিবাস রচিল অঙ্গদ রায়বার ॥

(পৃ০ ২১।১-২)

অঙ্গদে দেখিয়া বির ইন্দ্রজিত রোষে।
গালাগালি পাড়ে এখন জত মনে আইসে ॥
আমায় বাপকে গালি দিয়া পালাইলে ডরে।
তোর মা সঙ্গি করিল জিয়ন্ত ভাতারে ॥
বাপ মরিলে তোর মাকে নিল আনে।
ধিক ধিক বানরা তোর ধিক জিবনে ॥
জার কারনে মৈল তোর বাপ বানররাজা।
প্রানে উঠাইয়া করিষ তার কাজ ॥
জনা কত মারিল র'ম আমার গ্যায়াতি।
সহিতে না পারি আমি ক্ষেত্রিজাতি ॥

(পৃ০ ২৩।১)

রথ আইল রমনাঝে সোনার সহস্র ঘণ্টা বাজে
নানা সঙ্গে দেবের বাজন।
সোনার চাকা চারি ভিতে রথ আইল আচম্বিতে
পুলকিত সকল বানরগন ॥
সোনার পুতলি চারি কোনে রথ আইল মধ্যস্থলে
চারি ভিতে সোনার চাঙ্গড়া।
রথখান সোনার চাকা সোনার থামে দিয়া ঢাকা
পবনবেগে গতি ষষ্ট ঘোড়া ॥
জখন এড়ে ঘোড়ার বাগে কেহ নাহি পায় লাগে
ঘোড়ার মুখে সোনার কড়িয়াল।
স্বর্গে হইতে য়াইল রথ আগুলিয়া রহে পথ
মেঘে জেন পড়িছে বিজাল ॥

(পৃ০ ১৬৪।২)

জয় জয় জয় রঘুনাথে।
দেব হরিসে ফুল বরিসে
পড়িছে রামের মাথে ॥
বধিয়া বৈরি প্রচণ্ড রাম নাচেন কোদণ্ড
আনন্দে নাচেন প্রভু রাম।
জতেক দেবতাগন করে পুষ্প বরিসন
এতো দিনে পাইল পরিত্রাণ ॥
সঙ্খ ঘণ্টা সর্গে বাজে আনন্দে দেবোতা নাচে
গন্ধর্ব্বে গিত নাটন।
জতেক অপছরা হাতে লইয়া অঘসরা
পুষ্পবিষ্টি করে দেবগন ॥

(পৃ০ ১৭২।১)

রামের নিকট অঞ্জনার বিরুদ্ধে হনুমানের অনুযোগ প্রবন্ধটি কচিৎ কোন পুথিতে পাওয়া যায়। উহা এইরূপ, -

অকারনে তোরে আমি গর্ব্ভেতে ধরিনু।
অঞ্জনাপুত্র তুমি নাম জার হনু ॥
কহিলে সিতার কথা হরিল রাবন।
ধিক থাকুক জানকির ত্রেথায় জিবন ॥
বিস্তর দুঃখ পাইয়া রাম বধিলে লঙ্কেশ্বরে।
রাম হইয়া জুর্দ্ধ করেন ধিক থাকুক লক্ষনেরে ॥
জাহার বানের মুখে নিকলে আনল।
এক বানে বধিতে নারিলে রাবন মহাবল ॥
সুনিঞা রামের নিন্দা কিছু নাহি বলে।
হনুমানের অঙ্গ ভেজে নয়ানের জলে ॥
কান্দিতে কান্দিতে হনু করিল গমন।
রঘুনাথের আগে গিয়া দিল দরসন ॥
রাম বলে হনুমান কান্দো কি কারনে।
হনুমান কান্দো কেনে কহ বিবরনে ॥
হনু উঠিয়া বলে রাম নিবেদন করি।
তোমায় মন্দ বলিয়া গালি দিল ত বানরি ॥
আজ্ঞা কর রাম উহার লইব জিবন।
রাম বলেন স্থির হয় পবননন্দন ॥
হেন কথা মুখে বাপু না বল কখন।
কেন গালি দিল তার জানি বিবরন ॥
এ কথা বলিয়া রাম করিলা উঠানি।
মলয়া পর্ব্বতে গেলা রাম রঘুমনি ॥
বসিয়াছে অঞ্জনা প্রগাণ্ডশ্বরির।
অঞ্জনারে দেখিয়া ত্রাস পাইলা রঘুবির ॥
রামকে দেখিয়া অঞ্জনা করিলা প্রনাম।
রাম বলে তোমার পু[ত্রি] বির হনুমান ॥
সার্থক পুত্র তুমি ধরোছ উদরে।
এমত বির আমি না দেখি সংসারে ॥
রাম বলেন অঞ্জনা কহি তোমার স্থানে।
কেন মোরে গালি দিলে কিসের কারনে ॥
অঞ্জনা বলে আরে সুন হনুমান।
মাএর দোষ কহিতে হয় রাম বিদ্যমান ॥
হনু বলে এখন কপট কথা ছাড়।
রামচন্দ্র হইতে মোর মা বাপ কি বড় ॥

বানরি বলে তবে সুন নারায়ন।
জে লাগিয়া গালি দিলাম সুন বিবরোন ॥
আপনে রাম তুমি বিষ্ণু অবতার।
তবে কেনে এত দুঃখ পাইলে আপার ॥
কোপদৃিষ্টে রাবনে চাহিতে রঘুনাথে।
সবান্ধবে রাবন তবে হইতে নিপাতে ॥ ইত্যাদি

(পৃ° ১৮৮।১-২)

শেষ,—

[কুবের] বলেন রথ তোরে নিলেক রাবনে।
রথের উপর পুত্রবধু কর্য্যাছে গমনে ॥
* * রাম করিল অবতার।
রামের সেবা করিলে রথ তোমার উর্দ্ধার ॥
জখন রঘুনাথ করিবেন সর্গ আরহন।
তখ[ন] তুমি আমার ঠাঞী করিহ গমন ॥
চলিল রথখান কুবিরের আদেষে।
গেল আইল রথখান চক্ষের নিমিষে ॥
কুবিরের আজ্ঞায় রথ করিল আগুসার।
শ্রীরামের স্থানে রথ আইল পুনুর্ব্বার ॥
কুবিরের কথা কৈলা জোড় করি হাথ।
সুনিঞা হাসেন রাম রঘুবংষের নাথ ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভূ না জায় খণ্ডন।
ঐ রথে পিতা পুত্রে হইবেক রন ॥
অন্তরিক্ষে রহে রথ রামের আদেসে।
আজ্ঞা হইলে আইশে জায় চক্ষের নিমিষে ॥
শ্রীরামের আগে রথ রইল অজধ্যায়।
নিরবধি রঘুনাথের চন্দ্রমুখ চায়।
একেতো রামের গুনে কি দিব তুলনা।
হাজার[১] গুনে পাষান মানবি কাষ্ট হল সোনা ॥
কিত্তিবাষ রচিল গিত অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড ॥
এই অবধি লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত হইল।
অতঃপর শেষকাণ্ডে উত্তরা রহিল ॥
কিত্তিবাষ পণ্ডিতের মধুর বচন।
শ্রীরামের পিরিতে হরি বল সর্ব্বজন ॥

৭৩। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২৪০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৯ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি—
বান্ধা গেল শিন্ধু রামচন্দ্র হইলা পার।
বানরে ঘেরিল গিয়া লঙ্কার দুয়ার ॥
ফাঁফর হইয়া রাবন ভাবে মনে মনে।
যুক শারন পাত্রে রাজা ডাক দিয়া আনে ॥
যুক শারন বলি তোরা মন্ত্রির প্রধান।
বানর কটক চয্যা আইশ্য শাবধান ॥
গাছ পাথরে বান্ধা গেল শাগর গম্ভির।
তিভুবনে হেন কম্ম করে কোন বির ॥
রাম লক্ষন বিভিশন যুগ্রিব নৃপতি।
ভাল মতে জানি আইশ্য জত শেনাপতি ॥
একে একে জানিবে কাহার কত বল।
কটকের বল বুদ্ধি বুঝিবে শকল ॥
বল বুদ্ধি বিক্রম জার জতেক মন্ত্রনা।
কোনখানে কোন বির দিয়া আছে থানা ॥
কেবা কোন অস্ত্র ধরে কার কি বাশনা।
আচম্বিতে আশি পাছে রনে দেয় হানা ॥
রাজার কাছে রাজপাত্র কোন জনা থাকে।
বিচার করিয়া মনে দেখিবি শভাকে ॥

১। 'জাহার' হইবে

রাজার চরন চর বন্দিলেন মাথে।
রাজার আদেশে জায় কটক দেখিতে ॥

মধ্য,—

সুক শারন দুই চর ত্রাশে কাঁপে থরহর
বানরে বেড়িল জল স্থল।
দুর্জ্জয় শমর ধির প্রতাপে প্রচণ্ড বির
পদভরে মহি টলবল ॥
সুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমরা তোমার চর
মির্থ্যা বাক্য কভু নাহি বলি।
জে দেখি রামের বান কার নাহি পরিত্রান
লঙ্কায় পড়িল আথালি ॥
বশি আছেন রঘুনাথ অঙ্গদ চাপিছে হাথ
সুগ্রিবের উরূপএ শিরে।
শ্রীরামের চরন চাপিছেন দুই জন
কেশরি আর হনুমান বিরে ॥ ইত্যাদি।
(পৃ° ৪।১-২)

মায়ামুণ্ড করি কোরে কান্দে শিতা উর্চ্চশ্বরে
দুগ্‌র্গম শাগর হইলা পার।
জে মৈত্র শঙ্গে আইলে শেহ ত ছাড়িয়া গেলা
অভাগিনির নহিল উর্দ্ধার ॥
হরি হরি কেবা কার শত্ত পক্ষ আপনার
প্রান দিব গরল ভুখিয়া।
অগ্নিকে নাহিক ডর কঠোরি করিব ভর
কান্দে শিতা মুর্চ্ছিত হইয়া ॥
দুরন্ত দৈবের গতি বিদেশে হারালাম পতি
ভাই বন্ধু কেহো কার নয়।
শম্পদের ভাগি বটে জখন পরান ছুটে
মিত্যুকালে কেহ নাহি রয় ॥ ইত্যাদি।
(পৃ° ১৬।১-২)

বুড়ি[র] বচন জদি হইল অবশান।
রনের শন্দি পেয়্যা বলে বুড়া মাল্যবান ॥
শাত তাল গাছ রাম বিন্ধে এক শ্বরে।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষশ জার এক বানে মরে ॥
বাহুবলে মারিলা রাম বালি জে বানর।
জার তেজে বান্দা গেল অশংখ্য শাগর ॥
রামের বিক্রম সুনি রাক্ষশ তরাশি।
তুমি জত বিক্রম কর শভে হিন বাশী ॥
অহঙ্কার না করিহ তোরে বলি হিত।
বিপরিত অমঙ্গল দেখি নিতি নিত ॥
ঘোড়ার পেটে গাদা জর্ম্মে নেউলে ইন্দুর।
হস্তিতে বিরাল হয় সুকরে কুকুর ॥
মাতঙ্গ ছাড়িল দানা অশ্ব ছাড়ে ঘাশ।
কন্দনের ধারাতে তিতিল দুই পাশ ॥
আহার করিতে তারা জদি করে শাদ।
অন্ন আহার কৈলে গুলা গুলা নাদ ॥
সুকুনি গিধিনি জত ডাকে পেঁচা পাখি।
রার্ত্তিযোগে নিদ্রা গেলে দু[ঃ]সপন দেখি ॥
প্রিতি দ্বারে উগী পাড়ে কাল এক বুড়ি।
বিপরিত হাসি ভুমে জায় গড়াগড়ি ॥
মিনি ঝড়ে বিক্ষ পড়ে শহিতে নারে থরা।
গগন হইতে পড়ে রকতের ধারা ॥
মহাসব্দ করি উঠে সাগরের পানি।
এ শব লক্ষনে রাজা বৈরি নাই জিনি ॥
বিরূপাক্ষ বলে বুড়া মনের পরিতাপে।
তপ্ত তৈলে জল হেন রাবন হেন কোপে ॥
(পৃ° ১৯।২-২০।১)

পুছে রাজা লঙ্কেশ্বর তুমি কার কোঙর
হয়্যা আইলে শ্রীরামের চর।
কহ আমি মহাবির ডাক ছাড় গভির
কিবা নাম ধরিশ বানর ॥
আমার নাম অঙ্গদ সুন ওরে রাক্ষস
ঘন ঘন পাশর আপনা।
বালি নামে যেই জন আমি তার নন্দন
জার হাথে পেলে বিড়ম্বনা ॥

রাক্ষস জাতি নিশাচর না চিন আপন পর
তোর ভাইকে রাম কৈল মিত।
শ্রীরামের আজ্ঞাকারি দিল তারে লঙ্কাপুরি
বিভিসনে করিয়া পুজিত॥
রামের বিক্রম যত তোমাকে কহিব কথ
বিদিত হইব কালি তোরে।
এক বানে তোরে মারি পাটাইব জমপুরি
কার বাপে কি করিতে পারে॥
(পৃ০ ৩১।১)

শিতা রথের উপরে চাড়ে জেখানে শ্রীরাম পড়ি
কান্দে শিতা মুর্চ্ছিত হইয়া।
পুরুশ পরেশ তুমি অবলা জুবতি আমি
মড়ঃ হয়্যা রহিলাম পড়িয়া॥
ভালে মারে করাঘাত কোথা গেলে প্রাননাথ
গলিয়া গলিয়া পড়ে হিয়া।
তুঁশেতে অনল ফেলি তাহে দিল ঘৃত ঢালি
অন্তরেতে উঠিল জ্বলিয়া॥
রামের বদন দেখি কান্দে শিতা চন্দ্রমুখি
এ রূপ জোবনে দিলে দুখ।
দাড়িম্বের ফল জেন আপুনি বিদরে হেন
তেমত বিদরে মোর বুক॥ ইত্যাদি
(পৃ° ৪৭।১)

অতিকা লক্ষনে রন দেখি চিন্তে দেবগন
শ্রীরাম দাণ্ডাল রনস্থলে।
দেব দানব কিন্নর গন্ধর্ব্বাদি বিদ্যাধর
সূর্য্য দেখে গগনমণ্ডলে॥
অতিকা জে মহারথি ভয় পাইল ক্ষিতিপতি
মহাবির রনেতে প্রচণ্ড।
অক্ষয় শন্ধান লক্ষন বিয়ের বান
কাটীয়া করিল খণ্ড খণ্ড॥
লক্ষন বলেন বির রনে কত যুস্থির
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমার নাম।
আমি জুঝি ভুমিতলে তুমি রথের উপরে
তেই তোরে বিধি হইলা বাম॥
অতিকা বলে লক্ষন সুন মোর বচন
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম তব জ্ঞান।
রাম বিরের চুড়ামুনি রনের ভেদাভেদ জানি
বৈরি বল হইতে পারে প্রান॥
অতিকা কৈল জোড়হাত সুন হে জানকিনাথ
রনে শাক্ষি হয় নারায়নে।
আমি বৌরির নন্দন ভাই তোমার লক্ষন
অস্ত্র বাটী দেহ ত আপনে॥
তুমি জান শব কর্ম্ম তৈলক্ষ্য উর্জ্জল ধর্ম্ম
ধর্ম্ম বিনে অন্য নাহি গতি।
তুমি শভাকার প্রান গোলোকের ভগবান
রনে শাক্ষি হয় রঘুপতি॥ ইত্যাদি—
(পৃ০ ৯৩।১)

বিরবাহু রনস্থলে বিনয় করিয়া বলে
নিবেদন করি শভাতলে।
দেবগনে স্তুতি করি ছাড়ান গোলোকপুরি
মায়ায় জন্ম দশরথের ঘরে॥
বিশ্বামিত্র মহাঋষি অজোধ্যা নগরে আশি
তোমায় মাগিল নিপবরে।
রাজার ঠাঞ্রি তোমা পেয়ে চিত্তে আনন্দিত হয়্যা
নয়্যা গেল মিথিলা নগরে॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ১৭৮।১)

রাম জুড়িলেন মিত্যুশ্বর কাঁপে রাবন থরহর
ত্রাশেতে ফেলিল গাণ্ডিবান।
কুড়ি চক্ষে বহে বারি লঙ্কাপুরের অধিকারি
রামচন্দ্রে কর এ ধিয়ান॥
দশ মুণ্ড কুড়ি কর স্তব করে লঙ্কেশ্বর
তুমি শে শাক্ষাত নারায়ন।
কুবের বরুন জম জিনিলাম ত্রিভুবন
তুমি মোরে কৈলে নিপাতন॥ ইত্যাদি
(পৃ° ২০৪।১)

রাঘবের ধর্ম্ম দ্বিজ দুস্‌খিতের দান।
দিয়া সভাকার রাম পুরিলা শম্মান॥
রামচন্দ্র করিলেন শভার পুরস্কার।
জোড়হাথে স্তুতি করে পবনকোঙর॥
লক্ষন ধরেন ছত্র রামের উপর।
শত্রুঘন শ্যাম অঙ্গে ঢুলায় চামর॥
অহর্নিশি প্রজাগন নিরখএ আশি।
অজোধ্যাতে উদয় হইল রামশশি॥
ঘুচিল দুখির দুখ রাম আগোমনে।
আনন্দে ভাশিল সব পশু পক্ষগনে॥
মুকুল পুস্প বৃক্ষে ফুটাল নানা ফুল।
মধুপানে মকরন্দ[১] হইল অনুকুল[২]
বশিষ্ট বামদেব সে কুলের পুরহিত।
সদাই আসিয়া কহেন পুরানসঙ্গিত॥
অপছর্ব্বি কিন্নরি মগ্ন সদা নির্ত্তগিতে।
আনন্দে উছর্ব্ব সদা হয় অজোধ্যাতে॥
হইল অজোধ্যাপুরি বৈকণ্ঠ সমান।
কির্ত্তিবাস কৈল লঙ্কাকাণ্ড সমাধান॥

৭৪। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১৫৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি।
সাতকাণ্ড পোঁথা গাই রামায়ন ভিত্তর।[৩]
সুন্দরাকাণ্ডের গিত সুনিতে কাহিনি।
লঙ্কাকাণ্ডে সুন সকল বিরের হানাহানি॥

বন্দ গেল সাগর কটক হৈল পার।
দিনে দিনে রাবন রাজার টুটে অহঙ্কার॥
চিন্তিত রাবন রাজা গুনে মনে মনে।
ডাক দিঞা অ নে চর সুক সারনে॥
রাজআজ্ঞা পাইঞা তখন সুক সারন নড়ে।
রাজব্যবহারে চর দণ্ডবং করে॥
আইস আইস সুক সারন চরের প্রধান।
রামের কটক চীনিঞা আইস সাবধান॥
গাছ পাথরে বন্ধ গেল সাগর গম্ভির।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন বির॥
বল বুদ্ধি রামের কত বিক্রম মন্ত্রনা।
ভালমতে চর্চ্চিঞা আইস জনে জনা॥
রাম লক্ষন চর্চ্চিহ সুগ্রিব বিভিসনের মতি।
ভাল মতে চর্চ্চিহ সভে আছে কতি কতি॥
রামের আগে থাকে পাত্র কোন জনা।
কোনখানে বানর লঞা করএ মন্ত্রনা॥
কোনখানে থাকে বানর কোথা খায় পানি।
লঙ্কা চাপিঞা কবে করিবেক উঠানি॥
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
রাজাকে প্রনাম করি চলিলা হরিসে॥

মধ্য,—

সুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমীত তোমার চর
মন্ত্রনা করিএ উচিত।
বৈরি রাম মহাসয় লঙ্কার দেখি সংসয়
রাখিতে নারিবে কোন জনে॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব আমী কটক চিনি সর্ব্ব
আমাকে না চিনে কোন জন।
বিসম বানরগোলা বরএ কটকে খেলা
দেখিতে মুর্চ্ছিত হয় ততক্ষনে।
দেখিঞা রামের রূপ চিন্তিতে বিদরে বুক
দেখিল রাম বিষ্ণু অবতার। ইত্যাদি
(পৃ: ৮।১)

১। 'মধুকর' হইবে। ২। 'আকুল' হইবে।
[৩] ইহার পরের পঙ্‌ক্তিটি ছাড় হইয়াছে।

রাক্ষস জাতি নিশাচর না চিন আপন পর
তোর ভাইকে রাম কৈল মিত।
শ্রীরামের আজ্ঞাকারি দিল তারে লঙ্কাপুরি
বিভিসনে করিয়া পুজিত॥
রামের বিক্রম যত তোমাকে কহিব কথ
বিদিত হইব কালি তোরে।
এক বানে তোরে মারি পাটাইব জমপুরি
কার বাপে কি করিতে পারে॥
(পৃ০ ৩১।১)

শিতা রথের উপরে চড়ি জেখানে শ্রীরাম পড়ি
কান্দে শিতা মুর্চ্ছিত হইয়া।
পুরুশ পরেশ তুমি অবলা জুবতি আমি
মড়া হয়্যা রহিলাম পড়িয়া॥
ভালে মারে করাঘাত কোথা গেলে প্রাননাথ
গলিয়া গলিয়া পড়ে হিয়া।
তুঁশেতে অনল ফেলি তাহে দিল ঘৃত ঢালি
অন্তরেতে উঠিল জ্বলিয়া॥
রামের বদন দেখি কান্দে শিতা চন্দ্রমুখি
এ রূপ জোবনে দিলে দুখ।
দাড়িম্বের ফল জেন আপুনি বিদরে হেন
তেমত বিদরে মোর বুক॥ ইত্যাদি
(পৃ° ৪৭।১)

অতিকা লক্ষনে রন দেখি চিন্তে দেবগন
শ্রীরাম দাণ্ডাল রনস্থলে।
দেব দানব কিন্নর গন্ধর্ব্বাদি বিদ্যাধর
সুর্য্য দেখে গগনমণ্ডলে॥
অতিকা জে মহারথি ভয় পাইল ক্ষিতিপতি
মহাবির রনেতে প্রচণ্ড।
অক্ষয় শন্ধান লক্ষন বিরের বান
কাটীয়া করিল খণ্ড খণ্ড॥
লক্ষন বলেন বির রনে কত যুস্থির
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমার নাম।
আমি জুঝি ভুমিতলে তুমি রথের উপরে
তেই তোরে বিধি হইলা বাম॥
অতিকা বলে লক্ষন যুন মোর বচন
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম তব জ্ঞান।
রাম বিরের চুড়ামুনি রনের ভেদাভেদ জানি
বৈরি বল হইতে পারে প্রান॥
অতিকা কৈল জোড়হাত যুন হে জানকিনাথ
রনে শাক্ষি হয় নারায়নে।
আমি বৌরির নন্দন ভাই তোমার লক্ষন
অস্ত্র বাটী দেহ ত আপনে॥
তুমি জান শব কর্ম্ম তৈলক্ষ্য উর্জ্জল ধর্ম্ম
ধর্ম্ম বিনে অন্য নাহি গতি।
তুমি শভাকার প্রান গোলোকের ভগবান
রনে শাক্ষি হয় রঘুপতি॥ ইত্যাদি—
(পৃ০ ৯৩।১)

বিরবাহু রনস্থলে বিনয় করিয়া বলে
নিবেদন করি শভাতলে।
দেবগনে স্তুতি করি ছাড়ান গোলোকপুরি
মায়ায় জন্ম দশরথের ঘরে॥
বিশ্বামিত্র মহাঋিশি অজোধ্যা নগরে আশি
তোমায় মাগিল নিপবরে।
রাজার ঠাক্রি তোমা পেয়ে চিত্তে আনন্দিত হয়্যা
নয়্যা গেল মিথিলা নগরে॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ১৭৮।১)

রাম জুড়িলেন মিত্তুশর কাঁপে রাবন থরহর
ত্রাশেতে ফেলিল গাণ্ডিবান।
কুড়ি চক্ষে বহে বারি লঙ্কাপুরের অধিকারি
রামচন্দ্রে করএ ধিয়ান॥
দশ মুণ্ড কুড়ি কর স্তব করে লঙ্কেশ্বর
তুমি শে শাক্ষাত নারায়ন।
কুবের বরুন জম জিনিলাম ত্রিভুবন
তুমি মোরে কৈলে নিপাতন॥ ইত্যাদি
(পৃ° ২০৪।১)

শেষ,—

রাঘবের ধর্ম্ম দ্বিজ দুস্থিতের দান।
দিয়া সভাকার রাম পুরিলা শম্মান॥
রামচন্দ্র করিলেন শভার পুরস্কার।
জোড়হাথে স্তুতি করে পবনকোঙর॥
লক্ষন ধরেন ছত্র রামের উপর।
শত্রুঘন শ্যাম অঙ্গে ঢুলায় চামর॥
অহর্নিশি প্রজাগন নিরখএ আশি।
অজোধ্যাতে উদয় হইল রামশশি॥
ঘুচিল দুখির দুখ রাম আগোমনে।
আনন্দে ভাশিল সব পশু পক্ষগনে॥
[illegible] পুষ্প বৃক্ষে ফুটাল নানা ফুল।
মধুপানে মকরন্দ[১] হইল অনুকুল[২]
বশিষ্ট বামদেব সে কুলের পুরহিত।
সদাই আসিয়া কহেন পুরানসঙ্গিত॥
অপছর্ব্বরি কিন্নরি মগ্ন সদা নির্ত্তগিতে।
আনন্দে উছর্ব সদা হয় অজোধ্যাতে॥
হইল অজোধ্যাপুরি বৈকণ্ঠ সমান।
কির্ত্তিবাস কৈল লঙ্কাকাণ্ড সমাধান॥

৭৪। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১৫৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি।
সাতকাণ্ড পোঁথা গাই রামায়ন ভিতর।[৩]
সুন্দরাকাণ্ডের গিত সুনিতে কাহিনি।
লঙ্কাকাণ্ডে সুন সকল বিরের হানাহানি॥
বন্ধ গেল সাগর কটক হৈল পার।
দিনে দিনে রাবন রাজার টুটে অহঙ্কার॥
চিন্তিত রাবন রাজা গুনে মনে মনে।
ডাক দিঞা আনে চর সুক সারনে॥
রাজআজ্ঞা পাইঞা তখন সুক সারন নড়ে।
রাজব্যবহারে চর দণ্ডবৎ করে॥
আইস আইস সুক সারন চরের প্রধান।
রামের কটক চীনিঞা আইস সাবধান॥
গাছ পাথরে বন্ধ গেল সাগর গম্ভির।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন বির॥
বল বুদ্ধি রামের কত বিক্রম মন্ত্রনা।
ভালমতে চর্চ্চিঞা আইস জনে জনা॥
রাম লক্ষন চর্চ্চিহ সুগ্রিব বিভিসনের মতি।
ভাল মতে চর্চ্চিহ সভে আছে কতি কতি॥
রামের আগে থাকে পাত্র কোন জনা।
কোনখানে বানর লঞা করএ মন্ত্রনা॥
কোনখানে থাকে বানর কোথা খায় পানি।
লঙ্কা চাপিঞা কবে করিবেক উঠানি॥
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
রাজাকে প্রনাম করি চলিলা হরিসে॥

মধ্য,—

সুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমীত তোমার চর
মন্ত্রনা করিএ উচিত।
বৈরি রাম মহাসয় লঙ্কায় দেখি সংসয়
রাখিতে নারিবে কোন জনে॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব আমী কটক চিনি সর্ব্ব
আমাকে না চিনে কোন জন।
বিসম বানরগোলা করএ কটকে খেলা
দেখিতে মুর্চ্ছিত হয় ততক্ষনে।
দেখিঞা রামের রূপ চিন্তিতে বিদরে বুক
দেখিল রাম বিষ্ণু অবতার। ইত্যাদি
(পৃ° ৮।১)

১। 'মধুকর' হইবে। ২। 'আকুল' হইবে।
৩। ইহার পরের পঙ্ক্তিটি ছাড় হইয়াছে।

রাত্রি পোহাইতে জখন আছে [দণ্ড] ডেড়।
হেন সময়ে লঙ্কাপুরির চতুর্দ্দিগে বেড় ॥
কনকপুরিতে নিদ্রা জায় কারু নাই সাড়া।
গায় গায় বানর উঠিল জেন সার পিপিড়া ॥
আগে মহিন্দ্র দিবিধ উঠিল বানর এক চোটে।
লঙ্কার বাহিরে জে ছিল তাহার ঘর লুটে ॥
উর্ত্তরের সেনাপতি উঠে সতবলি।
সাগরের ঢেউ জেন কটকের কলকলি ॥
সুসেন বৈদ্য লঙ্কা বেড়ে রাজার সসুর।
চর্দ্দ হস্থির মুণ্ড মুটকিতে করে চুর ॥
বিসম ভর্ল্লুক ভাই নঞা কুড়া কুড়া।
তাহার পাছ লঙ্কা বেড়ে জাম্বুবান বুড়া ॥
অঙ্গদ বানর বেড়ে বালির নন্দন।
জাহার বোলে উঠে বৈসে সকল বানরগন ॥
তার পাছে লঙ্কা বেড়ে রাক্ষস বিভিসন।
বিস্তর সঙ্গ নহে তারা সভে পঞ্চ জন ॥
হনুমান বেড়ে লঙ্কা বানরে বাথানী।
জার ভএ লঙ্কার লোক না খায় অর্ন্ন পানি ॥
বামে সুগ্রীব রামের দক্ষিনে সহদর।
লঙ্কার উঠিলা রাম ত্রৈলক্ষসুন্দর ॥

(পৃ° ১৩।২-১৪।১)

রনে আইলা রাবন লইঞা কুমারগন
রাক্ষস সব করিঞা সাজন।
চড়িঞা বিচিত্র রথে আইলা রামের অগ্রতে
চমকিত দেখি বানরগন ॥
রাম বামহাথে গাণ্ডিব করি ডাকেন মৈত্র মৈত্র করি
সুন মিতা বিভিসন রাক্ষস।
অন্ধকার চতুর্ভিত সুর্য্য নহে প্রকাসিত
রনস্থলে আইলা কোন জনা ॥
বিভিসন বোলেন রাম রথ দেখি অনুপাম
মবদণ্ড ধরে দেবগন ॥

(পৃ° ৪৬।১)

রনে পড়িলা মেঘনাদ হৈল এত পরমাদ
জেই পুত্রে জিনে পুরন্দর।
নর বানরের বানে হেন পুত্র মরে রনে
কেমতে ও জিবেক লঙ্কেশ্বর ॥
রাবন কুড়িহাথে মারে তালি লোটাঞা বেড়ায় বলি
হাহাকার করে দস মুখে।
কুড়ি নয়ানের জল করে জেন ছল ছল
কান্দে রাজা পুত্রসোক দুখে ॥
ইন্দ্র জোম বন্দি করে ঐরাবতের পৃষ্টে চড়ে
দেবগন জাহাকে বিস্মিত।
পুত্র নাগফাস জানে বন্দি করে দেবগনে
ইন্দ্র জিনি নাম ইন্দ্রজিত ॥
রাবন ক্ষেনে ক্ষেনে মোহ জায় ক্ষেনে চেতন পায়
কান্দে রাজা এড়িঞা নিস্বাস।
সরস্বতির চরন করিঞা বন্দন
লাচাড়ি রচিল কিত্তিবাস ॥ (পৃ° ১৩২।১)
পড়িল দস সির দেবতা হইলা স্থির
আনন্দে সভে বেড়ান নাচিঞা।
দেবতা করএ নিত্য গন্ধর্ব্বে গাএন গিত
প্রভু রামের জয় জয় দেখিঞা ॥
বলিছেন বজ্রপানি পোহাইল রজনি
পড়ি গেল সভার দুর্য্যয়।
সভার পরিত্রান করিলেন ভগবান
আর কাহুকে নাহি ভয় ॥
সর্গ্রে দুন্দবি বাজে দেখি নাচেন দেবরাজে
নাচিছেন সকল নাচনি।
বাল্মিকের চরন করিঞা স্মঙরন
নাচাড়ি রচিল কিত্তিবাস ॥ (পৃ° ১৩৯।২)

শেষ,—

বসিঞা আছেন চাণ্ডাল রাম করিঞা ধ্যান।
লাফ দিঞা সেইখানে নাম্বিলা হনুমান ॥
রাজ অভরণ গোহকের গলে পুষ্পের মাল।
হনুমান কথা কন সুনেন চণ্ডাল ॥

শত্রু মারিঞা আইসেন রাম অজদ্ধা নগর।
সঙ্গে লঞা আসিছেন রাক্ষস বানর॥
রাম সিতা দেখিতে তুমি কর আগমন।
রামের সেবক আমার নাম হনুমান॥
রাম লক্ষন সিতার বার্ত্তা জানাইল সর্ত্তর।
পবনের পুত্র মুঞি জাতিএ বানর॥
সুগ্রিবের পাত্র আমী রামের কিঙ্কর।
তোমাকে বার্ত্তা দিতে মোরে পাঠাইলা গদাধর॥
হরিসে পুছেন গোহক গদ গদ ভাসে।
এমত দিবস হবে আমার রাম আসিবেন দেসে॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত গান করে হাত ধরি।
বাল্মিক মুনির চরনে নমস্কার করি॥*॥

নাছাড়ি॥

রাম আইলা দেসে নগরে পড়ে সাড়া।
দাম গুড়ুগুড়ু বাদ্য বাজে নাচে চণ্ডালপাড়া॥
রাম আইলা দেসে হনুমানের মুখে সুনি।
মৃত সরিরে জেন সঞ্চরে পরানি॥
জগাই মাধাই দুটী ভাই নাচে পুলক হঞা।
গোহক চণ্ডাল নাচিছেন করতালি দিঞা॥

৭৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

১২৮।২ সংখ্যক পত্রে অদ্ভুতাচার্য্যের ভণিতা পাওয়া যায়। উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪২/১×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১/০—৮।৶০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। হরপের ছাঁদ পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ। প্রদাতা, স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

আরম্ভ,—

বানরে বেড়িয়া তবে দুই চর ধরে।
বিভিসনের আজ্ঞায়ে সমাই তাকে মারে॥
আপনেহি বিভিসনে বোলে বানরেরে।
রামের সাক্ষাতে লও বান্ধি দুই করে॥
বসি আছে রামচন্দ্র ত্রিলোক্যসুন্দর।
দক্ষিন পাসে বসি আছে সুগ্রিব বানর॥
বাম পাসে বসি আছে অনুজ লক্ষন।
জোড়হাতে দাড়াই আছে জত বানরগন॥
হেন কালে দুই চর বান্ধিয়া বানরে।
রাজ ব্যেবহারে গিয়া দণ্ডবত করে॥
ডরে ডরাইয়া চর জিবনের এড়ে আস।
করজোড়ে কহে কথা শ্রীরামের পাস॥
কট চরিতে আমা পাঠাইল রাবনে।
মারিয়া আনিল মোরে রাজা বিভিসনে॥
আপনে বুঝিয়া ফল করহ উচিত।
রাবনের চর মুঞি কহিলুঁ বিদিত॥

মধ্য,—

সারনের কথা জদি হৈল অবসান।
সুক চরে কহে কথা রাজা বিদ্যমান॥
জতেক কটক রাজা দেখিল সারনে।
মুঞি জে দেখীলুঁ গোসাঞি কহোঁ বিদ্যমানে॥
ধুর্ম্ম ধুর্ম্মাক্ষ দেখীলুঁ ডাগর তার গলা।
রাজার প্রতাপ ধরে সুগৃবের সালা॥
কালা বর্ন দেখি জার গায়ে লোমাবলি।
সূর্য্যের প্রতাপ ধরে বলে মহাবলি॥
অঞ্জনিয়া বানর ঘড় অঞ্জন আকৃতি।
লেখা জোখা নাই তার কটক জত ইতি॥
বিক্রমে বিসাল বৈসে নর্ম্মদার তিরে।
তথা হতে আসিছে ধুর্ম্মাক্ষ মহাবিরে॥
তোমার বিক্রম জত সংসারবিদিত।
ধুর্ম্ম ধুর্ম্মাক্ষ্যের বিক্রম বিসম চরিত্র॥
শ্রুতসেন সমে আছে কপি কুটি কুটি।
শ্রুতসেনের কটক গোশাঞি দেখীতে না আটি॥

ইত্যাদি (পৃ০ ৩।১—২)

সুগৃব বানররাজা বির অবতার।
বানর হতে সর্ব্ব কার্য্য করহ বিচার॥
ব্রহ্মার আখি হতে জন্মিল কনকা বানরী।
অঙ্গুলি দিয়া ব্রহ্মা তাকে ভুমিতলে পাড়ি॥
কোন জাতি উপজিল ব্রহ্মা চাহে একদৃষ্টি।
সুন্দরি বানরি হৈল দেবতার তুষ্টি॥
বানরি সৃজিয়া থুইল আপনার পাসে।
দেবগন তথা গেল ব্রহ্মার সম্বাসে॥
বানরির রূপ দেখী দেবতা হবিলাস।
ব্রহ্মাতে জিজ্ঞাসা করে বচন প্রকাস॥
ব্রহ্মার গোচরে সবে পুছন্ত সাদরে।
কোন জাতি নারী গোসাঞি হেন রূপ ধরে॥
ব্রহ্মা বোলে তোমা তরে সৃজিলুঁ বানরি।
তোমা দিলুঁ সুন্দরী নেও আপনার পুরি॥
মন্দার পর্ব্বতে দেবে লইয়া বানরি।
পর্ব্বতের মধ্যে গীয়া নানা কেলি করি॥
কেলি করিয়া গোসাঞি বানরি তোসে বরে।
মোর বির্য্যে পুত্র হৈব তোমার উদরে॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব পিচাস আর সর্প।
তৃভুবনে না সহিব তোর পুত্রদর্প॥
তার সনে রতি করি দেব পুরন্দর।
বানরি রমন করি তারে দিল বর॥
দুই পুত্র হৈব তোর গমক সংসর।
দুই পুত্র হৈব রাজা বানর উপর॥
কিস্কিন্দার রার্জ্য ভোগ করিব প্রচুর।
কিস্কিন্দার ফল মুল খাইব মধুর।
নররূপে রাম জবে আসিব সংসারে।
একজন সোহাএ হৈয়া করিব উপকার॥

ইত্যাদি
(পৃ০ ৫।১-২)

বিসম বানর মেলা না বুঝি কপট কলা
বিদিত হইল ততক্ষন।
দেখীলুঁ জে রামমুখ হেরিতে বিধরে বুক
বুঝিলুঁ সাক্ষ্যাতে নারায়ন॥১॥
না দেখিলে নরবুলি দেখি সেই ক্ষনে ভুলি
তোমা ধাড়ি লৈছে রঘুবর।
ততপর রাজকাজে বুদ্ধিবলে মন্ত্রি সাজে
সুগৃব বানর ইশ্বর॥২॥
লৈক্ষ্য লৈক্ষ্য সেনাপতি সোভে নবদণ্ড ছাতি
রাজলক্ষি যিনি পুরন্দর।
দেব দানব বিক্রম জিনিতে নাহিক শ্রম
বানর দেখীতে ভয়ঙ্কর॥৩॥
সুনি রাজ সিংহনাদ রাক্ষসের পরমাদ
তোলপাড় করে লঙ্কা পুরি।
বানরবল প্রচণ্ড মেঘ [illegible] খণ্ড
দরসনে ততক্ষনে মরি॥[illegible]॥
জেহেন সাক্ষাতে জম বিক্রমেত বিসম
আসিয়া বেড়িল লঙ্কাপুরি।
অনুপাম সর্ব্বগুনে সর্ব্ব তর্ত্ত জানে সুনে
কনিষ্ঠ লক্ষন অবতরি॥ ইত্যাদি
(পৃ০৭।১-২)

লাচারি ধানসি রাগ॥

অঙ্গদের বাক্য সুনি বোলে রাক্ষস চুড়ামনি
কেনে বেটা কর অহঙ্কার।
না বুঝিয়া বোল বোল নহি জান বলাবল
মোর হস্তে সভান সংহার॥
ইন্দ্র আদি দেবগন সহিতে না পারে রন
কেবা তোর শ্রীরাম লক্ষন।
দেখিয়া আমার রন কম্পমান ত্রিভুবন
সুন সুন বালির নন্দন॥
ব্রহ্মা করি আরাধন জিনিলুঁ জে ত্রিভুবন
কি করিব এ নর বানরে।
কুবের বরুন জম সেহ নহে মোর সম
ডরে সব থাটে মোর দ্বারে॥

মিত্র পুত্র করি তুমি এতেক সহিএ আমি
আর যদি বোল দুরাক্ষর।
তোকে মারি নিশাচরে পাঠাইব জম ঘরে
দোস নাই আমার উপর॥

(পৃ০৪৩।১)

লাচারি॥

চারি দিগে পাত্রগন মধ্যে কান্দে দসানন
ভ্রাতি সোকে দহে কলেবর।
ইন্দ্রে জারে করে ভিত পড়ে ভাই আচম্বিত
অনাথ হইল লঙ্কেশ্বর॥
দুরে পালায়ে অভরন শোক বাড়ে দসানন
সিরের মকুট পেলে দুরে।
রত্নময়ে কলেবর অভরন সুন্দর
পড়িলেক ভু মর উপরে॥
মিলিয়া জে পাত্রগন রাজা করে চেতন
সাস্তাইয়া অনেক প্রকারে।
সুন রাজা দসানন ক্রন্দনে না কর মন
সুনিয়া হাসিব পুরন্দরে॥
আছে জত কুমার মহাজুদ্ধে অনিবার
লঙ্কাপুরে আছে জুদ্ধাগন।
ত্রিভুবন জিনিবারে সে সকল বিরে পারে
কোন রাজা করহ ক্রন্দন॥ ইত্যাদি

(পৃ° ৯৭।১)

শেষ,—

চলিলেক মকরাক্ষ্য করিবারে রন॥
আনন্দিত হৈল তবে লঙ্কার ভুবন।
মকরাক্ষ্যের সন্যে করে গীত নাচন॥
ভয়ে পাইয়া চন্দ্র সুর্য্য মেঘের হৈল আড়।
সমুখ হইয়া জুঝে হেন সক্তি আছে কার॥
ইন্দ্রে বোলেন সুন জত দেবগন।
এথাএ থাকিয়া আর কোন প্রয়োজন॥
দেয়ান ভাঙ্গিয়া পলায়ে জত দেবগন।
রাক্ষসে বানরে থানাত হৈল দরসন॥
রাক্ষ্যসের সব্দ শুদি পাইল বানর।
ধাইল বানর সব জমের দোসর॥
চুলে ধরি রাক্ষসেক টানেন বানর।
আউলাইয়া কারোর জে খসিল কাপড়॥
পলায়ে রাক্ষসসেনা না সহে সমর।
রাক্ষ্যস পলায়ে কৃষ্ণ চলিল সত্যর॥

৭৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ, আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩-১৬,২০-১০৫,১০৮-১২৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

বানর বলে কবে ক্ষয়ে হবে এত বির।
কভু নাই দেখি হেন দুর্জ্জয় সরির॥
জল স্থল দব দিগ ছাইল বানর।
বানরের চাপ দেখি ত্রাষ লঙ্কেশ্বর॥
দেখিয়া রামের কটক ছারিল নিস্বাষ।
লঙ্কাকাণ্ডে রচিস পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥*॥
যুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমি ত তোমার চর
মিথ্যা বাক্য কভু নাই বলি।
দেখিলাম রামের বান কার নাই পরিত্রান
লঙ্কা নয়্যা পরিল মনলি॥ ইত্যাদি

মধ্য,—

সকল ছারিয়া রামের চরন করিলাম সার।
দয়াল শ্রীরাম বিনে গতি নাহি আর॥ ধুয়া॥
অঙ্গদ বলিছে যুন পাগল রাবন।
মন দিয়া যুন রে বলির উপাক্ষন॥

বলি নামে দৈত্যপতি থাকে পাতালপুরি।
য়খিলের নাথ হরি জাহার দুয়ারি ॥
তাহার সমান কেবা আছে পুর্ন্নবান।
জাহার দুয়ারি য়ভিরথ ভগবান ॥
তাহাকে জিনিতে জদি গেল দসানন।
দায় ছারি দিলা প্রভু দেব নারায়ন ॥
বিষ্টুর মায়াতে বলি য়াছেন বন্দন।
বলির বন্দন দেখে হাসিচে রাবন ॥
লঙ্কাতে য়ামার ঘর নাম দসানন।
বলিষ জদি তোর বেটা ঘুচাই বন্দন ॥
রাবনের কথা যুনি বলি দৈত্য হাসে।
তোমা হইতে য়ামার বন্দন নাহি খসে ॥
তোমা হেন কটি রাবন কি করিতে পারি।
য়খিলের নাথ হরি য়ামার দুয়ারি ॥
রাবন বলে বলি তোর নারায়ন কোথা।
লাগি জদি পাই তার কেটে পেলি মাথা ॥
রাবন বলিছে বলি তোরে কহি দর।
আমা হইতে তোর নারায়ন নহে বর ॥
বিষ্টু নিন্দা বৈষ্টব কদাচ নাহি সুনে।
কোপিলেন বলি দৈত্য রাবনের বচনে ॥
বিষ্টুকে জিনিতে পার এত তোর বল।
তোল দেখি এ কগাছি লোহার সিকল ॥
বলি দৈত্যমায়া রাজা নারিল বুঝিতে।
কুড়ি হাত বাড়াইল বন্দন খসাত্যে ॥
বন্দনেতে হাথ জেই ঠেকালে রাবন।
দষ গলায় কুরি হাথে পরিল বন্দন ॥
দষ মুখে কি কি বলি করিছে রাবন।
রাবন বলে মোরে ভাই বান্দে কোন জন ॥
রাবন পরিল বন্দি বলি দৈত্য হাসে।
আপনি পরিলি বন্দি বিষ্টু নিন্দা দোসে ॥
ডাক দিলে বলি রাজা মিরাঘোরে তরে।
ঘোরা চোরা বেটাকে বেন্দ্যা থোগা ঘোরাসালে ॥
এ কথা সুনিয়া তবে মিরাঘোর চলে।
চুলো ধর্য্যা রাবনে বান্দিল ঘোড়াসালে ॥

(পৃ° ২২।২-২৩।১)

নাকের রক্তেতে কুম্ভকর্ন্ন বির তিতে।
দুই পাষ তিতিল দুই কর্ন্নের রকতে ॥
নাক কান নাহি বিরের বর হইল লাজ।
কোন মুখে ভেটিব লঙ্কার মহারাজ ॥
আপনার বাহুবলে ভুবন জিনিলু।
আমি হেন বির হয়্যা নাক কান হারালু ॥
জত বল বিক্রম মোর সব হইল মিছ্যা।
বানর বেটা করিলেক নাক কান বোচা ॥
ফিরিয়া আইল বির সংগ্রামের স্থলে।
জতেক বানর পায় ধর্য্যা ধর্য্যা গেলে ॥

(পৃ° ৫৩।২-৫৪।১)

ব্রথা কেনে জুর্দ্ধ করি লক্ষনের সনে।
য়াপন মরন কথা কহিব লক্ষনে ॥
য়ন্ত বানে মিত্তু নাই সুনহ লক্ষন।
ব্রহ্মাস্ত্র বানে মোরে কর নিপাতন ॥
য়তিকার বচনে লক্ষন না করিলা য়ান।
তুনে হৈতে বাহির কৈল ব্রহ্মাস্ত বান ॥
য়তিকা দেখিল বান লক্ষনের হাথে।
রামময় য়তিকা সব লাগিল দেখিতে ॥
দষ দিগ নেহালে নেহালে বিক্ষ পাত।
জে দিগে য়তিকা চায় সেই দিগে রঘুনাথ ॥
ভয় পাইয়া য়তিকা বির মুদিল নয়ান।
য়ন্তরে দেখিছে রাম দুর্ব্বাদলসাম ॥
লক্ষন এরিল বান কি কহিব কথা।
বানেতে কাটিয়া পারে য়তিকার মাথা ॥
ঠিকরিয়া পরে মুণ্ড রামপদতলে।
পদতলে পরে মুণ্ড রাম রাম বলে ॥
য়তিকার মুণ্ড রাম করিলেন কোলে।
সত সত চুম্ব দিল বদনকমলে ॥

অতিকায় মোহে রামের প্রান বিকল।
চক্ষের লোহে রামের তিতিল বাকল॥

(পৃ° ৬১।২-৬৪।১)

রামজয় সব্দ জদি সুনিলে রাবন।
সস্ত লঙ্কা দেখি মন করে উচাটন॥
ক্ষেনেক মধুর হাস ক্ষেনে চমকিত।
রমুক্ষন কাল জম দেখে চারি ভিত॥
নিকটে বসিআ আছে পুত্র মেঘনাদ।
রাবন বলিছে বাছা দেখহ প্রমাদ॥
বিবিসন বলিলেক সিতা দিতে রামে।
তাহার বচন আমি না সুনিলাম কানে॥
তুমি রামি বই লঙ্কায় বির নাহি রার।
তুমি থাকিতে রামি জাব নহে ত বিচার॥
এতেক সুনিআ বির কহিছে পিতায়।
এক নিবেদন বাপা বলিএ তোমায়॥
বারে বারে মারি আমি শ্রীরামলক্ষন।
সুনিয়াছ মরিলে কে পায় ত জিবন॥
মরিলে না মরে বৈরি পায় ত নিস্তার।
হেন রাম কেমনে রামি করিব সংহার॥
বারে বারে আসি আমি রন করি জয়।
কোন বার হবে আমার জিবন সংসয়
রাম লক্ষন মরিবে না লয় মোর চিত্তে।
বাপের আজ্ঞা ইন্দ্রজিত না পারে লংঘিতে॥
রাপনার সাজ করে পিতার সাক্ষাতে।
পরিপাটি পাগরি তুলিয়া দিল মাথে॥
পাটের চালনা পরে সোনার কিনারি।
সোনার কিঙ্কিনি তায় শোভে সারি সারি॥

(পৃ° ৭৬।২)

কেন রামি রাইলাম বনবাসে।
দেসেতে মরিল পিতা রাবনে রানিলে সিতা
লক্ষন ভাই হারালাম বিদেসে॥
মরিল লক্ষন ভাই রার মোর কেহ নাই
ধর্ম্ম সরির গুননিধি।
রাবনের সক্তিসেলে বিদেসে প্রান হারাইলে
এখন করিব কোন বুদ্ধি॥
ভাএর রঙ্গের জুতি জেন সুবর্ন্নের কান্তি
তিভুবন জিনিয়া মহিমা।
সুমিত্তার প্রানধন তুমি ভাই লক্ষন
সোকে মজাইয়া গেলে রামা॥
পিত্রিবাক্যে তিন জনে প্রেবেশ করিলাম বনে
বিধাতা করিল তাহে রান।
জতেক বানরগনে তারা জাবে নিজ স্থানে
তোমার সোকে না রাখিলাম প্রান॥

ইত্যাদি। (পৃ° ৯১।১)

তোমা হেন গুনমুনি রস্ত্র সাস্ত্র সব জানি
স্তির সঙ্গে গমন বিদেসে।
রাজ্যের * * হয়্যা বনেতে ভমন জেয়্যা
ধরি জটা তপস্বির বেষ॥
রাম হেন গুননিধি সেবিতে না দিল বিধি
মোর সম নাহি রভাগিয়া।
এ বর সন্দেহ মনে রাম পাটাইয়্যা বনে
মোর মা কেমনে ধরে হিয়্যা॥
সিতা হেন গুনবতি পতিব্রথা সুর্দ্ধমতি
তারে দুঃখ দিলেক বিধাতা।
বিসম রাক্ষসপুরি দেখিলে তখনি ডরি
কেমনে প্রাম ধরিবেন সিতা॥
ভাই গেল বনবাষ বাপের হইল নাষ
মোরে সাপ দিল কোন মুনি।
রাক্ষসে হরিলে সিতা লক্ষন ভাই গেল কোথা
দুঃখ দিলে কৈকৈ দারুনি॥
কান্দে ভরথ রামমোহে বাকল তিতিল লোহে
ভুতলে পরিল দুই ভাই।

ভরথের চরিত্র দেখি হনুমান হইল সুখি
কিত্তিবাসে এ রহস্ত গাই ॥
(পৃ০ ৯৭।২)

দেবিকে তখন বির হনুমান বলে।
করিব তোম্মার পুজা পিথিবিমণ্ডলে ॥
বাম কান্দে লক্ষন নিল ডান কান্দে রাম।
মাথায় পিতিমা করি হনুর পয়ান ॥
ভদ্রকালি রাম লক্ষন আর হনুমান।
তিন জন উত্তরিল জথা গুপ্তগ্রাম ॥
খিরতরু বিক্ষ আছে অতি মনহর।
দেবির পিতিমা থুইল তাহার উপর ॥
রাবন বধিআ দেসে জখন করিব গমন।
সির্দ্ধ পিটে মহারাজার করিব স্থাপন ॥
(পৃ০ ১০৯।২)

উদ্ধৃত কয় পঙ্‌ক্তিতে ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শেষ,—

লঙ্কা বেড়িয়া বানর বেড়ায় কুটি কুটি ॥
খেত্যে খেত্যে জায় বানর হাথে গুয়াপান।
পা দোলায়্যা পা দোলায়্যা বানর সব জান ॥
রঘুনাথের সাক্ষাতে আইল বানরগন।
বানর দেখিয়া রাম হরিষ বিধান ॥
রাম বলে সুন জত বানরগন।
কালি কেমন সুখে রেখ্যেছিল মিতা বিভিসন ॥
তোমা হেন ঠাকুর প্রভু হইব যুগে যুগে।
নিত্য নিত্য জায় জেন কালিকার সুখে ॥
ভাল রাজা করেছ ধাম্মিক বিভিসন।
এমন মেনে খাই নাই জাবৃত জিবন ॥
ভাল ভাল সুন্দরি রাছে বিভিসনর ঘরে।
দুই দুই নারি দিয়াছে একক বানরে ॥
জদি রঘুনাথ তোমার আজ্ঞা পাই।
সেই সব সুন্দরি লইয়া দেবকে পলাই
হাসিলেন রঘুনাথ বানরবচনে।
পাগল করেছে মিতা জত বানরগনে ॥
শ্রীরামে হাসিয়া কন মিতা বিভিসন।
আমি জে বলি কথা তাহা দিহ মন ॥
জেবা কছু বানরেরে খাওাইলে তুমি।
সেই সব দিব্য মিতা খাইআছি আমি ॥
বানরে দিয়াছ মিতা জেই অলঙ্কার।
সেই অলঙ্কার মিতা পরেছি তোমার ॥
বানর তুষ্ট হইলে আমার তুষ্ট হয় মন।

৭৭। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ।
আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি পত্রসংখ্যা, ৩—৫২।
প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১২ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।
আরম্ভটি ৭৬ সংখ্যক পুঁথির অনুরূপ।

মধ্য,—

কাতর হইয়া কান্দে সিতা ত রূপসি।
সিতারে প্রবোধ দেন ত্রিজটা রাক্ষসি ॥
সিতা সুন এই রথ দেব অবতার।
অসুচি হইলে রথ না সহিত ভার ॥
স্বরূপেতে সিতা তুমি জদি হৈতে রাণ্ডি।
তোমারে ফেলিত রথ দৈবে নাই খণ্ডি ॥
ক্রন্দন তেজহ সিতা না ভাবিহ আন।
দিন কথ বই তুমি পাইবে শ্রীরাম ॥
এতেক বলিতে সিতা তেজিল কন্দন।
রথ লয়্যা গেল পুনু অসকের বন ॥
জেই মাত্র গেল সিতা অসোকের গুড়ি।
সত্তেকে বেরিলসিয়া রাবনের চেরি ॥
অসকের বনে কান্দে নাহিক চেতনা।
সিতাকে পেত্যাতে আইল রাক্ষসি সরমা ॥
বুনি বুনি বলিয়া সিতারে লয়্যা তুলি।
ঝাড়িয়া গায়ের ধুলা সিরে বান্ধে চুলি ॥

সরমা বলেন দেবি না কর কন্দন।
অবস্ত বাচিবে তোমার শ্রীরামলক্ষন ॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ২৫।২—২৬।১)

ধাম্মিক বিভিসন দিআ গেল সাপ।
তে কারনে পাই আমি এত মনস্তাপ ॥
ধাম্মিক ভাই ছিল ধম্মের সারথি।
রাজলক্ষি ছারিল তারে মাল্য লাথি ॥
কুরি চক্ষু বহিয়া পারিছে লহধারা।
বাপের কান্দনে কান্দে কুমার তিসিরা ॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বির।
বাপের কন্দন বুনি কেহ নহে স্থির ॥
এই মত পুত্র সকলের হইল দুক।
রতিকা বিক্রমে কহে বাপের সমুক ॥
অনেক করিলে তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর ॥
অমর হইল খুড়া তপস্যার গুনে।
ব্রহ্মার প্রসাদে খুড়া সব সাস্ত জানে ॥
সাস্ত অনুসারে খুড়া কহিলেন হিত।
ধাম্মিক খুড়া মোর বিচারে পণ্ডিত ॥
তোমা হইতে ত্রথা খুড়া গৌরব রাখে।
হেন জনে লাথি মেলে সভাখণ্ড দেখে ॥
আপদ পরিলে বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত।
দুখ না ভাবিহ বাপ বুঝাইতে হিত ॥
না কাদ না কাদ বাপা না ছাড় নিস্বাষ।
দেবতারা বুনিলে করিবে উপহাষ ॥
আজি [রন] করিবারে জাব চারি জন।
মারিব প্রধান যার জত কপিগন ॥
(পৃ০ ৪৬।২—৪৭।১)

শেষ,—

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল বানি।
আগে বির ইন্দ্রজিত সাজিল আপনি ॥
আগে পাছে বান্ধিলে রন টোপর।
সনার উপরে হাড় দেখিতে সুন্দর ॥
সোনাময় চালনা বান্ধিল কটাদেষে।
তুন গোটা কসিয়া বান্ধিল বাম পাষে ॥
রাবনের দুখে হইল সুখের সমান।
সাজিয়ে সমরে জায় পুত্র প্রধান ॥
হান হান কাট কাট রাক্ষসের রব।
ইন্দ্রজিত বিরে তাহা আনন্দ উচ্ছব ॥
জুদ্ধ করিবারে জায় কুমার ইন্দ্রজিত।
যজ্ঞ সজ্য লয়্যা রাক্ষষ ধায় চতুর্ভিত ॥
সর পত্র বিশ্রাইয়া ছাইল মেদনি।
মন্ত্র পর্যা যজ্ঞকুণ্ডে জালিল যাগুনি ॥
রক্ত বস্ত্র রক্ত মাল্য জাবরায়্যা ঘৃতে।
দষ হাজার ব্রাহ্মন হোমের চতুর্ভিতে ॥
যাতব তণ্ডুল জব হুনে পৌটি পৌটি।
ঘৃতে জাবরায়্যা ফেলে যজ্ঞের জত কাটি।
সহস্র সহস্র ঘড়া ঘৃত লয়্যা চলে।
ব্রহ্মা আসি মুত্তিমান হইল হেন কালে ॥
সাক্ষাত জে যগ্নিদেব হইল যদিষ্টান।
যহে বির ইন্দ্রজিত বর মাগ দান ॥
ইন্দ্রজিত বলিছে আমারে দেহ বর।
জুঝিয়া বধিএ জেন নর বানর ॥
এ কথা সুনিয়া ব্রহ্মা না করিলা যান।
বর দিয়া তাহারে হইলা যদিষ্টান[১] ॥
রথে যারহন করিল ইন্দ্রজিত
হাকারিয়া সস্ত ধাইল চতুর্ভিত ॥
বর পাইয়া জুদ্ধে করিল গমন।[২]
দক্ষিন দুয়ারে ভাই কোন জন জাগে।
পরিচয় করহ দারুন নিসাভাগে ॥

১। 'অন্তর্দ্ধান' হইবে বোধ হয়।
২। ইহার মেলকটি ছাড় পড়িয়াছে।

রাছিল তারক বির রাত্রজাগরনে।
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ সনে ॥
অঙ্গদ জুবরাজ জাগে ইন্দ্রর নাতি।
কোন পরিচয় চাহ নিশাভাগ রাতি ॥
অঙ্গদের নামেতে অধিক কোপে জ্বলে।
চখ চখ বানগুলা দক্ষিন দ্বারে ফেলে ॥
বিসকুণ্ডে ডুবাইয়্যা চক চক বান।
বানর বিন্দিয়া বির করে খান খান ॥
মেঘের আরে থাকি জোঝে বির মেঘনাদ।

৭৮। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩, ১৫, ১৭, ১৯-২১, ২৪, ২৫, ২৯, ৩১ ৪৪, ৪৬—৪৮, ৫০, ৫১। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

নল নিল আদি করি জত শেনাপতি ॥
বন্দনা গাহাতে মোর হইবে অনুক্ষণ।
শঙ্খেপে বন্দিব আমি ই তিন ভুবণ ॥
বন্দনার মর্দ্ধে মোর জে দেবে এরায়।
কুটী কুটী প্রণাম মোর শেই দেবের পায় ॥
আইশ বলি রঘুনাথ আশনে কর অদিষ্ঠান।
শংহাত করিয়া আন বির হনুমান ॥
তোমার জন্নে কেবল উপলক্ষ্য আমী।
আশনে আশীয়া রঘুনাথ অদিষ্ঠান হও তুমি॥
আশন ছারিয়া জদি থাক অন্ন ঠাই।
আর কি বলিব রাম তোমার দোহাই ॥
শোন শোন ভক্ত লোক হইয়া একমন।
লঙ্কাকাণ্ডের কথা কহি শোন দিয়া মন ॥
শ্রীরামচরণে ভক্তি রহুক শর্ব্বক্ষণ।
একমন হইয়া শোন গিত রামায়ণ ॥
ভবশীন্ধু তরিতে তরনি রামনাম।
এ নামে পাষণ্ড জেবা বিধি তারে বাম ॥
স্লোক ছন্দে বাল্মীক রচিল রামায়ণ।
পাচালী করি কৌত্তিবাষ বুঝাইল শর্ব্বজণ ॥
বন্দ গেল শাগর কটক হইল পার।
দিণে দিণে রাবণ রাজার টোটে অহঙ্কার ॥
চিন্তিত হইয়া রাবণ ভাবে মনে মনে।
শুক শারণ দুই চর ডাক দিয়া আণে ॥
শুক শারণ বলি তোমা চরের প্রধান।
রামের কটক চশ্চীয়া আইশ বিদ্যমান॥
গাছ পাথরে বান্দা গেল শাগর গম্ভীর।
ত্রীভুবণে হেন কর্ম্ম করে কোন বির ॥
শ্রীরাম লক্ষণ আর বিভিশনের মতি।
ভাল মতে জানিয়া আইশ জত শেনাপতি ॥
রাজার বচণ চর বন্দিলেক মাথে।
রাজা ডাহিন করিআ[১] আশী চলে হরশীতে।

মধ্য,—

নাগপাশে মুক্ত হইল শ্রীরাম গোশাঞী।
রাম জঅ করিয়া শব্দ হইল তথাই ॥
গরুড় হতে এড়াইলা দারুন বন্দন।
এক গুন ছিল বল হইল দিগুন ॥
নাগপাশ মুক্ত হইলা জগতের নাথ।
গরুড়ের স্থানে রাম জোর করি হাত ॥
বন্ধু নহো বান্ধব নহো নহো মোর মিত।
কি কারনে করিলা তুমী আমার এত হিত ॥
কোন দেসে বৈস পক্ষী দেব অবতার।
কি কারনে মোর এত করিলা উপকার ॥
গড়ুর বলেন রাম তুমী আমার মিত।

১। ডাহিন করিআ—প্রদক্ষিণ করিয়া।

তে কারনে করিলাম তোমার এত হিত ॥
সবংসে মারিলা যদি লঙ্কার রাবন।
তবে সে কহিব আমী এহার বিবরন ॥
এক বাক্য রাম আমী কহি তোমার স্থানে।
আর দুই বার বেটা যুঝিবে তোমার সনে ॥
তাহার যুদ্ধে সর্ব্বজন হইও সাবধান।
কি করিতে পারে তোমা রাক্ষস পরান ॥
এত বলি পক্ষিরাজ উরিল আকাষ।
রাম সম্বাশীয়া পক্ষি গেল নিজ দেশ ॥

(পৃ° ২৯।২)

শেষ,—

লাচারি ॥

আহা ভাই কুম্ভকর্ন্ন রে ॥ ধুয়া ॥
সুনিয়া রাবণরাজা করে আহাকার।
প্রাণের দোশর ভাই না দেখীলাম আর ॥
কাচা ঘুমে চেত্তাইয়া পাঠাইলাম তোমারে।
মোর দোশে গেলা ভাই তুমি জমঘরে ॥
ডাইন হাত পরিল মোর শুন্য হইল বুক।
বন্ধু বান্দব কান্দে বৈরির কৌতুক ॥
জাহার শহাএ মুই জিনিলাম দেবগন।
কাচা ঘুমে চেত্তাইয়া বধিলাম জিবণ ॥
আজি সুন্য হইল মোর নিদ্রার চৌআরি।
বির শুন্য হইল মোর কণক লঙ্কাপুরি ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেব পুরন্দর।
সুখে নিদ্রা জাও আজু শভের ঘুচুক ডর ॥
দেব দানব জিনিলা ভাই বধিল মানুশে।
নিশ্চয়ে জানিলাম রাম বধিব শবংশে ॥
মরিয়া না মরে রাম দুর্জ্জিএ হইল বৈরি।
নিশ্চয়ে জানিলাম মোর মজিব লঙ্কাপুরি ॥
বড় বড় বির পরিল লঙ্কাপুরির শার।
চিন্তিআ উপাএ মুই না দেখীলাম আর ॥
কুম্ভকর্ন্ন মরণে রাবণ জিবণের ছারে আশ।
রাবণ রাজার ক্রন্দন রচিল কিত্তিবাশ ॥*॥

পয়ার ॥

চিন্তীয়া রাবণ রাজা না দেখে নিস্তার।
হেন কালে আশীল রাজার ত্রীশীরা কুমার ॥
বাপ কাতর দেখা পুত্রের হইল দুঃখ।
ত্রীশীরা বিক্রম করে রাজার শমুখ ॥
ত্রীশীরার বিক্রম দেখীয়া রাজ [া] হরশীত।
আর তিণ পুত্র তাহার আশীল তরিত ॥
দেবান্তক নরান্তক অতীকায়া বির।
জাহার বানের তেজে পর্ব্বত জাএ চির।
রাজার আদেশ পাইয়া চারি কুমার লরে।
রাজ অভরণ তাহার সর্ব্ব অঙ্গে পরে ॥
ণাণা অলঙ্কারে রাজা করিল ভুশীত।

৭৯। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৩½। ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪৫, (পুথির দুই পাশ গনিয়া যাওয়ায় পাতা মেল করিতে পারা যায় নাই)। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

—রোল সুনিঞা রাবনের ধেয়ান।
অভিমানে থসে রাজার হাথের গুআ পান ॥
সমুখে আছিল রাজার সেনাপতি।
জুঝিবারে পাঁচে রাজা বেকাত বেকতি ॥
সপ্ত স্বর্গ জিনিল আমি সপ্ত পাতাল।
আমার নামে দেবগনের কাঁপে হালে হাল ॥
সকল দেব দানব আমাকে ডরেডরে থাটে।
ছার বানর বেটা আসিঞা এত দুর চাঠে ॥

জত জত লোক বৈসে এ তিন ভুবনে।
কোন জন স্থির হব আমার বিদ্যমানে॥
হেন জন কহী জে বলে মোর স্থানে।
বলিঞা জাইতে পারে আমার সন্নিধানে॥
ইন্দ্রজীত বলেঁ৷ বাপু হাথের ধর পান।
মুখের কালি ঘুচাহ বাপু সাধিঞা মান॥
ঘোড়া হাথি রথ নেহ সাজিঞা জুঝার।
একশ্বর মারিঞা দেহ চারি দুআর॥
অবধান করিঞা বাপু আপনে করহ রন।
আগু অঙ্গদ মারিহ পাছে আন জন॥
লড়ীল রে ইন্দ্রজীত বাপের আড়তি।
লেখা জোখা নাহি জত লড়ে জোদ্ধাপতি॥
ঘোড়া হাথি লড়িল করিঞা হুড়াহুড়ি।
নানা অস্ত্র লঞা পাইকের রড়ারড়ি॥
ইন্দ্রজীত জুদ্ধে লড়ে জয় জয় নাদে।
নানা রাজবাদ্য বাজে পঞ্চ সবদে॥
পর্ব্বতিয়া ঘোড়াতে বান্ধে সোনার বিন্দুকি
খাণ্ডাইত জোদ্ধা [।] লড়ে জুঝার ধানুকি॥
কোণ্ডর ভাগ পাত্রে ভাগ লড়ে সারি সার।
নানা রাজবাদ্য বাজে শুনিতে চুর্দ্দুরি॥
ঘোড়া হাথি রথের চাল জেন উভে সঞ্চরে।
চিত্র চণ্ডা ছত্র গগণমণ্ডল ভরে॥
কনক ঢুকিঞা পায় ভূমি আকাসে।
লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কাত্তিবাসে॥
(পৃ° ২৫।১)

বিস্তর তপ কৈলে তুমি আমর হবার তরে।
তোমায় হৈতে বিভীষণ আমর ব্রহ্মার বরে॥
আমর হৈল বিভীষণ আপনার গুণে।
ব্রহ্মার প্রসাদে বীর সর্ব্ব সাস্ত্র জানে॥
হেন জনাকে লাথি মার সভার ভীতরে।
বৈরী তোলাইঞা আনে তোমার উপরে॥
সুভ দসা হইলে বুদ্ধি হএ বিপরীত।
বিপদ পড়িলে বুদ্ধি হরএ পণ্ডীত॥
সাস্ত্রের অনুমানে বলে রাজ্যের হীত।
ধর্ম্মচরিত্র বিভীষণ বিচারে পণ্ডিত॥
তুমি পুজিত হৈলা অজয় সেলে।
তৃভুবন জিনিবারে পার তুমি হেলে॥
পুষ্পক রথ পাইলে ব্রহ্মার বরে।
অফুট কবচ সোভে তোমার কলেবরে॥
অজয় ধনুক ধর অজগর বান।
অজয় রাক্ষসের বৈরী না ধরে টান॥
খাণ্ডার চোট মার জদি পর্ব্বত কাটে।
হাথে জাঠা জুঝ জদি বৈরী নাহি আটে॥
কৌতুক করিঞা সেল দিল ময়দানব রাজে।
জারে সেল এড় তারে অবস্য বাজে॥
নরক অসুর জেন মারিল গদাধর।
অজয় অসুর জেন মারিল পুরন্দর॥
গরুড়ের মুখে জেন ছটপটায় সাপ।
রাম লক্ষ্মন মারিঞা তোমার খণ্ডাইবু তাঁপ॥
ত্রিশিরার বিক্রম রাবন পড়িহাসে।
মরিঞা জিল জেন রাবন রাজা বাসে॥
ত্রিশিরার বিক্রম শুনিঞা রাবন হরসীত।
আর তিন বেটা দর্প করে বিপরীত॥
দেবান্তক নরান্তক অতীকা বীর।
জার নামে দেব দানব রনে নহে স্থীর॥
চারি বেটা কোপে গর্জ্জে জেন কাল সাপ।
তৃভুবন সহিতে নারে জাহার প্রতাপ॥

মধ্য,—

বার করুণা রাগ॥
ভাল হএ রে হেহে।
না হা রে ওরে রাজা ও হয় হয় কৌশল্যানন্দন
রাম বান্দব হে॥ ধ্রু॥
বাপের ক্রন্দন শুনিঞা পোএর বড় দুখ।
ত্রিশিরা বিক্রম করে বাপের সমুখ॥

অন্তরিক্ষ গতি সব যমের দোষর।
ব্রহ্মার বরে সর্ব্বশাস্ত্র তাহার গোচর॥
চারি বীরের বিক্রমে রাবন তৃভুবন জিনী।
চারি বীরের পরাজয় কথাও নাহি শুনি॥
রাজপ্রসাদ সে চারি বীরে পরি।
পুষ্প চন্দন পরে সুগন্ধি কস্তুরি॥
চিত্র বিচিত্র কেহো পরে রাঙ্গা পাটের খুনি।
মেঘডম্বর পরে কেহো নাম কালঝিনি॥
ধবল খুনি পরে কেহো নাম গঙ্গাজল।
সুবর্ন্নরেখা পরে কেহো নেত পিয়ল॥
কনক কঙ্কন কারো সোভে ভুজদণ্ড।
সর্ব্বগাএ চন্দন লেপে দেখিতে সুরঙ্গ॥
কর্ন্নে কুণ্ডল সোভে জেন চন্দ্রের তার।
হৃদয়ে লম্বিত সোভে গজমোতি হার॥
নানা রত্নে রচিত কাঞ্চনের অভরন।
কর্ন্নে কুণ্ডল সোভে জেন সূর্য্যের কীরন॥
সুবর্ন্ন মানিকে সোভে অঙ্গুলে অঙ্গুরি।
শিরে জাপ্যমালা সোভে মাথার খোপরি॥
মাথায় মকুট নানা চিত্র লেখন।
নানা বর্ন্নে সোভা করে মাথার অভরন॥
সুবর্ন্নের সাজ্ঞা সোভে সুবর্ন্নের টোপর।
পারিজাত মালা সোভে গন্ধে [মনোহর]॥

(পৃং ৬৯১-২)

৮০। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪২/২ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৬১-৯৪, ১১১-১১৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১২ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

——তপ করিলে লোকপাল।
তমু বলিতে নারিবে রাম মহীমা তোমার॥
তুমি সভারে জান রাম তোমারে কেবা জানে।
ব্রহ্মা মহেশ্বর তোমায় না পান ধেয়ানে॥
এত স্তব করিল জদি রাবননন্দন।
বলিতে লাগিলা রাম প্রসন্ন বদন॥
রাম বলেন জে দেখি আমি তোমার চরিত্র।
তোমারে মারিতে আমার নহেত উচিত॥
পুনর্ব্বার বলে বির শ্রীরামের চরণে।
তুমি না মারিলে আমি তরিব কেমনে॥
তুমি জদি বধ মোরে আপনার হাথে।
সগর্গবাস জাইব চড়িয়া দিব্য রথে॥
রাম বলেন লক্ষ্মন আমি কভূ নহি আন।
লক্ষ্মণের বানে পড়িলে পাইবে বিষ্ণুস্থান॥
আমিবধ্য নহ তুমি মারিব কেমনে।
লক্ষ্মণের বধ্য তুমি জুঝ তার স্থানে॥
সন্তুশট হইল বির শ্রীরামের কথায়।
জে আজ্ঞা বলিয়া হাথ দিলেন মাথায়॥
লাফ দিয়া অতিকা চড়িল গিয়া রথে।
প্রচণ্ড ধনুক বান লইলেক হাথে॥

মধ্য,—

বিভিসন বলে সুন কমললোচন।
অক্ষয় কবজ জানে রাবনের নন্দন॥
অক্ষয় কবজ আছে অতিকার গলে।
অতিকার মরণ হয় তাহাই আনিলে
আখি ঘুরাইয়া কহে পবননন্দন।
এতক্ষণ না বলিব চণ্ডাল বিভিসন
হনুমান বলে সুন রাম গুনমুনি।
আজ্ঞা কর অক্ষয় কবজ আমি আনি॥
শ্রীরাম বলেন বাছা উপজুক্ত হয়।
তোমার বিক্রমে আমার সর্ব্বত্রে জয়॥

প্রণাম হইল বির শ্রীরামের পায়।
তপস্বির বেস ধরিয়া রণস্থলে জায়॥
সিরে জটা ধরিলেক দুর্ব্বল সন্যাসি।
অস্তবাড় লাগিয়াছে দেখি উপবাসি॥
রক্তবসন পরিধান কুমণ্ডল হাথে।
তৈলবর্জ্জিত তনু খিন জেন অতিথ তাথে॥
রক্তচন্দনের ফোটা লল্লাটে সোভিত।
রুদ্রাক্ষির মালা গলে ঢুলিছে লম্বিত॥
হাথে নিল জাপ্য মালা চক্ষে প্রেমধারা।
তন্ত্র মন্ত্র কিছু নাহিক মুখ নাড়া সারা॥
অতিকার কাছে বির উর্ত্তরিল আসি।
অতিকা প্রণাম করে দেখিয়া সন্যাসি॥
হাথ তুলিয়া অতিকারে করেন কল্যাণ।
পুত্রসোক পাইয়া আমি আইলাম তোমার স্থান॥
বারাণসে ঘর আমার দেসান্তরে ফিরি।
বৃদ্ধকালে তনু খিন পুত্রসোকে মরি॥
ব্রাহ্মণি আমারে গালি দেয় অভিরত।
দেসান্তরে ফিরিয়া তুমি পাপ করিলে কতো।
হইলে পুত্র জমে লয় তোর অপকর্ম্মে।
পাপে জর্ম্মালে পুত্র মরিল বিধর্ম্মে॥
ব্রাহ্মনির বচনে আমার হইল রোস।
তুমি কর ঘরে পাপ মোরে দেহ দোষ॥
একাকিনি ঘরে থাকি পাপে দিলে মন।
তোর পাপে জায় পুত্র জমের ভূবন॥
চারি পুত্র তিন কন্যা লয়্যা গেল জমে।
পুত্রসোকে প্রাণ দহে কান্দি রাত্রিদিনে॥
গুরুভক্তি ধর্ম্মসিল দেখিলাম তোমারে।
পুত্র রক্ষার হেতু এক ভিক্ষা দেহ মোরে॥
সন্যাসির কথা সুনি বলে অতিকায়।
কোন ভিক্ষা দিলে তোমার পুত্র রক্ষা পায়॥
সন্যাসি বলেন তুমি ধর্ম্মসিল অতি।
পরম বৈষ্ণব দেখী বিষ্ণুতে ভকতি॥
সন্যাসি বলেন আগে সত্য কর তুমি।
পুত্র রক্ষার হেতু তবে দান মাগি আমি॥
অতিকা বলেন সত্য করিলাম না করিব আন।
জাহা চাহ তাহাই তোমারে দিব দান॥
অক্ষয় কবজখানি আছে তোমার গলে।
ব্রহ্মবধ রক্ষা পায় তাহাই দান দিলে॥
এত সুনি অতিকা ভাবেন মনে মন।
ব্রহ্মবধ রক্ষা পায় আমার কারন।
ব্রাহ্মনেরে রক্ষা কর্য়া আমি জদি মরি
জিবন সার্থক হয় জাইব স্বর্গপুরি॥
মরণের ভয় জদী দান নাহি দিব।
সত্য লঙ্গিলে তবে নরক ভুঞ্জিব॥
এত বির অতিকা মনেতে তোলপাড়ে।
অক্ষয় কবজ বির গলে হইতে ছিঁড়ে॥
প্রনাম করিয়া দিল সন্যাসীর হাথে।
সন্যাসি পাইয়া তাহা বন্দিলেক মাথে॥
অতিকার ঠাঞি বির হইয়া বিদায়।
রনস্থল হইতে রামের কাছে জায়॥

(পৃ০ ৬৩।২—৬৪।২)

সাক্ষাতে অগ্নি মোরে হয় বিদ্যমান।
ইন্দ্রজিতের সমুখে কে হইবে আগুয়ান॥
চারি দুয়ারেতে আছে জতেক সেনাপতি।
সকল ঠাট মা রয়া পাড়িব আজিকার রাতি॥
এত জদি মায়ের তরে দিল পাতিয়ান।
দুই লক্ষ রাখি আসিয়া হইল বিদ্যমান॥
সারি দিয়া রাখি সব জোড় করিল হাথ।
আমরা কিছু বলি সুন রাক্ষসের নাথ॥
আমরা আসিয়াছি কিছু বলিবার তরে।
হৃদয় বাক্য নাহী বলি তোমার মায়ের ডরে॥
বন্ধু বান্ধব পড়িল জতেক খামীলোক।
জুর্দ্ধ করিয়া মরিল তারা বড় পাইনু সোক॥

কান্দিবার বেলা নাহি রাণ্ডি সভের মেলা।
জাবদ না হয় রাণ্ডের ভোজনের বেলা ।।
ভোজনকালে রাণ্ডি সভের বাজে হুড়াহুড়ি।
এক রাণ্ডের তরে চাহি লক্ষ্যে লক্ষ্যে হাঁড়ি ।।
রাত্রিদিনে কান্দে রাণ্ডি দুঃখ ভাবে চিত্রে।
তোমার স্ত্রি সভে থাকুক জর্ম্ম আইয়াতে ॥
লক্ষ্মি সিতাদেবি জাইবেন রামের সাত।
কোন স্ত্রির সক্তি পাইব রঘুনাথ ।।
নয় হাজার দেবের কন্যা স্বর্গবিস্বাধরি।
জর্ম্ম আইয়াতে থাকুক আসির্ব্বাদ করি ।।
সুর্পনখার রাণ্ডি দেখ অই তোমার পিসি।
রাক্ষসি হইয়া ও জে হইল মানুসি ।।
আতি বড় জানে রাণ্ডি কুলের কাঁথার।
এথা হইতে ধরিতে গেল রাম ভাতার ।।
আপনা না জানে রাণ্ডি পাকিল মাথার কেশ।
রাম ভাতার ধরিতে রাণ্ডি ধরে নানা বেস ॥
ভাল করিল লক্ষ্মণ ঠাকুর দর্প করিল চুর।
নাক কান গেল এখন হয়্যাছে খুখুর ॥
সঙ্করে কি করিবে আর কি করিবে পার্ব্বতি।
এক রাণ্ডে মজাইল লঙ্কার বসতি ॥
পার্ব্বতি সঙ্কর পুজে রাজাত রাবন।
এখন তারা রাখিতে না পারে দুই জন ॥
এতেক বলিয়া কান্দে বিরভাগের রানি।
ধারা শ্রাবন জেন রাণ্ডের চক্ষে পড়ে পানি ॥
রাণ্ডের ক্রন্দনে ইন্দ্রজিতের বিসাদ।
রাণ্ডের প্রবোধ দেয় কুমার মেঘনাদ ॥

(পৃ° ৩১১—২)

চারি দুয়ারের ঠাট পড়িল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাখা গেল হনুমান রাক্ষস বিভিসন ॥
অজয় অমর হইল বির ব্রহ্মার বরে।
দুই বির রক্ষা পাইল এতেক মান্তরে ॥
চিন্তিয়া গুনিঞা দোঁহে জুক্তি করিল সার।
কেবা মরিল কেবা আছে করি আসই বিচার ॥
হাথেতে দিয়টি করিয় দুই মহাবিরে।
বানর কটক দেখিয়া বেড়ায় চারি দুয়ারে ॥
সুগ্রিব পড়িয়াছে লয়্যা রাজ্যখণ্ড।
ছত্তিষ কুটির সেনাপতির গড়াগড়ি জায় মুণ্ড ॥
দক্ষিণ দুয়ারে পড়িয়াছে অঙ্গদের থানা।
মহিন্দ্র দিবিন্দ্র অঙ্গদ পড়্যাছে তিন জনা ॥
পুর্ব্ব দুয়ারে পড়িয়াছে নি.. সেনাপতি।
আসি কুটি বানর পড়্যাছে তাহার সংহতি ॥
পশ্চিম দুয়ারে গেল দুই মহাজন।
রাম লক্ষ্মণ পড়িয়াছেন হয়্যা অচেতন ॥
সম্বাদ প্রবোধ নাহি দুই ভাই মুর্চ্ছিত।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহিক সম্বিত ॥
চারি দুয়ারে বেড়াইয়া নিখড়ি করিল দুইজনে
সাটি সহস্র বানর পড়িয়াছে ইন্দ্রজিতের বানে ॥
হাথেতে দিয়টি করিয়া দেখে জাম্বুবান।
চক্ষু মিলিতে নারে বুড়া করিছে ধেয়ান ॥
জাম্বুবান বলে মোর বুকে লক্ষ্য বান।
চক্ষু মিলিতে নারি মোর কপালে পড়ে টান ॥
অনুমানে জানিনু তুমি বিভিসন।
বিভিসন আসিয়াছ আমা সম্ভাসন ॥
ধার্ম্মিক পণ্ডিত তুমি লোকবৎসল।
হনুমান বিরের তুমি কহত কুসল ॥
বাপ পবন জার মা ত অঞ্জনা।
হেন বির এড়ায় জদি এসব জন্ত্রনা ॥
বিভিসন বলে তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
ইন্দ্রজিতের বানে তোর ছন্ন হইল মতি ॥
সুগ্রিব রাজা পড়্যাছে অঙ্গদ ইন্দ্রের নাতি।
রাজার তরে বুড়া তোর নাহি অব্যাহাত ॥
রাম লক্ষ্মন পড়িয়াছেন জগতে বাখান।
হেন সমে না চিন্ত তুমি রামের কল্যান ॥
এবে সে জানিনু ভর্ন্নক তোমার চরিত্র।

হনুমান বই তোমার কে করিবে হিত ॥
জাম্বুবান বলে মোর বুদ্ধি নাহি টুটে।
হনুমান জিইলে সভার জীবন নেউটে ॥
অচেতনে বানর সব আছি বা না আছি।
তেঞি আগে আমি হনুমানের বার্ত্তা পুঁছি ॥
বিভিসন বলে তুমি ব্রহ্ম গেয়ান।
তোমা সম্ভাসনে আসিয়াছে হনুমান ॥
(পৃ০ ৭০১২-৭৫১)

শেষ,—

পাক্কিসেল আরম্ভ ॥
বিরবাহু পড়িল জদি স্বুনিল রাবণ।
সিংহাসন এড়িয়া বৈসে বিরসবদন ॥
অভিমানে ধ্যানে বৈসে লঙ্কার অধিকারি।
ঘরে ঘরে কান্দে সব বিরভাগের নারি ॥
কেহ বলে ভাই মোর পড়িল সহোদর।
কেহো বলে খামি পড়িল সংগ্রাম ভিতর ॥
কেহ বলে বন্ধু বান্ধব পড়িল গোঁয়াতি।
কেহ বলে পুত্র মোর পড়িল দুর্দ্ধপতি ॥
খেজান স্বুর্পনখা তোর মুণ্ডে পড়ুক বাজ।
আমা সভার রাণ্ডি করিয়া সাধিলি কোন কাজ ॥
স্বুর্পনখা রাণ্ডি আইল রাক্ষস বিনাসে।
সকল রাক্ষস খাইয়া রাবন খাইবে সেষে ॥
রাবন হেন কুপুরুষ জথা নাহি দেখি।
সেই দেসে গিয়া বল বঞ্চিব সব সখি ॥
ত্রিলোকের কলরব উঠিল গম্ভির।
অভিমানে জুঝিতে রাবন চলে ধিরে ধির ॥
কোপানলে জায় রাজা জুঝিবার মনে।
সর্ব্বাঙ্গ ভূসিত রাজার নানা অভরনে ॥
কুটি কুটি অস্ত্র সাজিল দুই পাসে।
দস হাজার স্ত্রি আসিয়া রাজারে বেউসে ॥
জুঝিবারে জায় রাজা পরম কোরধে।
হেন কালে মন্দদরি রাবনে বিরোধে ॥
আপন কুবুদ্ধে রাজা করিলে সর্ব্বনাষ।
এখন রামের সিতা দিয়া রাখ গ্রিহবাষ ॥
মরন নিকট তাহার কি করে ঔসধে।
না রহে রাবণ মন্দদরির বিরোধে ॥
রাবন বলে জে জে বির ধনুক ধরিতে জানে।
ছোট বড় বির সভে চল আমার সনে ॥
রাজ্যখণ্ড লইয়া পড়ে জুঝিবার সাড়া।
ঘরে ঘরে পাইক লড়ে জাঠি ঝগড়া ॥
এগার সত বিহন্দের বাহির হইল রাবন।
সাজন রথ—

৮১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১২$\frac{1}{2}$×৪$\frac{1}{2}$ ইঞ্চ। পত্রসংখ্যা ১—৯, ১১, ১৩—৪০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। অক্ষরের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয়।

আরম্ভ,—

রাঘবং রামচন্দ্রঞ্চ রাবণারিং র[ঘু]পতিং।
রাজীবলোচনং রামং তং বন্দে রঘুনন্দনং ॥
কটক হইল পার দিবা অবসানে।
রাম আগে দাণ্ডাইআ রহে স্বুগ্রিব আপনে ॥
জুড়হস্থে বলে তবে মন্ত্রি জাম্বুমান।
এক নিবেদন করি কর অবধান ॥
সিন্ধু বান্ধি পার হইলা কমললচন।
অবেস্য পাইব বার্ত্তা রাজা দসানন ॥
সাগর হইল পার সকল কটক।
কুন বির আজি রাত্রি হইব রৈক্ষক ॥
জাম্বুমানের বাক্য স্বুনিআ রঘুনাথ।
মৈক্ষ মৈক্ষ বির সব আনিলা সাক্ষাত ॥
রাম বলে স্বুন তরা মৈক্ষ সেনাপতি।
কুন বিরে কটক রাখিব আজি রাতি ॥

কটক রাখিতে ভার করে যেই জন।
সেই বিরে করোক আজি রাত্রি জাগরন॥
মধ্য,—

নাচাড়ি॥ পঠমঞ্জরি॥

কান্দে [রাজা] বিভিসন।
কান্দে বির মাথে দিআ হাত।
সর্ব্ব সুন্য ছাড়ি কথা গেলা রঘুনাথ॥১॥
সরন লইলু প্রভু বড় আসা করি।
ত্রিভুবনে স্থান নাহি রাবন আমার বৈরি॥২॥
কথা গেলা প্রভু রাম ত্রিদেস অধিপতি।
মুই অধম কথা গিআ করিমু বসতি॥৩॥
তুমার চ[র]ন বিনে গতি নাহি আর।
কি দুসে ছাড়িলা মরে না দেখি নিস্থান[১]॥৪॥
দুস্ট সহদর মর রাজা লঙ্কেশ্বর।
স্ত্রি পুত্র ছাড়িআ প্রভু হইলু দেসান্তর॥৫॥
কান্দে রাজা বিভিসন করিআ ভথতি।
সত্রু মারি আইস প্রভু রাম রঘুপতি॥৬॥
কিত্তিবাসে বোলে সুন রাম রঘুপতি।
ভএ কান্দে বিভিসন কর অব্যাহতি॥৭॥

পদবন্ধ॥

রাম রাম ডাকি কান্দে রাজা বিভিসন।
রাক্ষসে হরিআ নিল শ্রীরাম লক্ষন॥১॥
কেমতে হরিআ নিল মনে ভাবি চায়ে।
সর্জ্জা বিচারিআ রামের কিছু নাহি পায়॥২॥
ধনুবান দেখে রামের সয়নের স্থান।
কান্দি কান্দি চলে জথা আছে হনুমান॥৩॥
বিভিসনে বোলে সুন পবননন্দন।
গড় বান্ধি বসি আছ কুন প্রয়জন॥
নিদ্রা অচেতন হইছে জত সেনাপতি।
সয়নের স্থানে না দেখীলু রঘুপতি॥
মিত্তুবত হইআ য়াছে জত সেনাগন।
সর্জাতে না দেখিলু মুই শ্রীরাম লক্ষন॥
বিভিসনের বাক্য সুনি পড়ে ব্রর্জ্জাঘাত।
হনুমান বিরে কান্দে মাথে দিআ হাত॥
সাহস করিআ মুই লঙ্গিলু সাগর।
রাখিতে নারিলু মুই রাম রঘুবর॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত বিচক্ষন।
লঙ্কাকাণ্টে গাইল হনুমানের কান্দন॥

নাচাড়ি॥

কান্দে বির হনুমান প্রভু রাম করি ধ্যান
কথা গেলা কমললচন।
কেনে বিধি হেন কৈলা কে তুমা হরিআ নিল
না দেখীলে তেজিমু জিবন॥১॥
সর্ব্ব রাত্রি জাগরন কেনে কৈলু অকারন
কি বলিবা সুর্জ্জ্যের নন্দন।
সুনি সব বিরগনে ভর্শিচবে জনে জনে
কলঙ্ক রহিল ত্রিভুবনে॥
লেঙ্গুড়ে বান্ধিলু গড় ত্রিভুবনে হইল ডর
সুবেলা পর্ব্বত জুড়িআ।
বাউ সঞ্চরিতে নারে পক্ষি জাইতে নাহি পারে
হেন গড়ে কে নিল হরিআ॥
কি করিমু কথা জাইমু কাতে জুক্তি জিজ্ঞাসীমু
কে মরে দিবেক উদ্দেসীয়া।
উদ্দেস না হএ জদি সুন প্রভু গুননিধি
প্রান দিমু অগ্নি প্রবেশীআ॥

(পৃ° ১৪।১—১৫।২)

নাচাড়ি॥ রাগ পঠমঞ্জরি॥

বান মারি বালি রাজ সুগ্রিবরে দিলা রাজ
সঙ্গে করি সব কপিগন।
সাগর বান্ধিলা সেতু রাবনের বধ হেতু
নিদ্রা তেজ কমললচন॥১॥

১। 'নিস্তার' হইবে।

শ্রীরাম দেখিআ কান্দে হনুমান নানা ছান্দে
বহু বহু দুক্ষ ভাবি মনে।
তুমি বিষ্ণু অবতার ত্রিভুবনে তুমি সার
বন্দি তুমি হইছ কি কারনে ॥২॥
সুর্জ্জ বংসের নাথ কেনে হেন বির্ত্তান্ত
মায়ানিদ্রা জায় কি কারন।
জর্ম্ম লভিলা হরি বধিতে দেবের বৈরি
আপনা পাসর কি কারন ॥৩॥
কবি কির্ত্তিবাসে ভনে স্তুন বির হনুমানে
বের্থা চিন্তা কর কি কারনে।
বসি এই সিঙ্গাসন মার অহিরাবন
উদ্ধার কর শ্রীরাম লক্ষন ॥
(পৃ' ২১।১—২)

—

৮২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩৪×৫ ইঞ্চ। পত্রসংখ্যা, ৮-৯, ১১-৪৫, ৪৭-৫০; ইহার পর কএকখানি পত্রাঙ্কহীন পাতা আছে। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

—দেখি আপনি রাখিতে জায় কনকলঙ্কা ॥
আপনার দোষে সেই মজাইল পুরি।
আমি কি বলেছি আন রামের মুন্দরি ॥
তপস্যা করিল রাবণ দশ হাজার বৎসর।
অমর হৈতে ব্রহ্মার ঠাঞি মাগে বর ॥
দুরন্ত দেখিয়া ব্রহ্মা না কৈল অমর।
মারিবারে নিরজিল নর আর বানর ॥
আপনি জর্ম্মিলা বিষ্ণু দশরথের ঘরে।
কৌসল্যার গর্ব্ভে জর্ম্ম বিষ্ণু অবতারে ॥
জারে দরসন দিল অলংঘ্য শাগর।
পিষ্ট পাতিয়া নিল গাছ আর পাথর ॥
তারে বিপক্ষ দেখ সকল সংশার।
হেন কালে কিবা করিব নির্ভয় তার।
দৈবের নিবন্ধ কভু খণ্ডাইতে নারি।
আপনি রাখিতে জায় কনকলঙ্কাপুরি ॥
সঙ্করের বচনে অভয়া কোপে জলে।
আমি রাক্ষস রাখিব দেখি কেবা মারে ॥
দেবির কোপে ত্রিভুবন টলমল করে।
এক পা লাগিল গিয়া কুম্ভির উপরে ॥
লাফ দিয়া উঠে দেবী সিংহের উপর।
মাথার মকুট লাগে গগণমণ্ডল ॥
দেবা দেবীর কোন্দল দেখিয়া দেবগণ।
তবে না মরিল আর রাক্ষসের গণ ॥
রাবণের অনুকুল হইল ভবানি।
দেবি সম্বোধিতে জায় দেব শুলোপানি ॥
দেবের আদেশে নড়ে দেব মহেস্বর।
হেন কালে আইল নারদ মুনিবর ॥
নারদ বলেন মামা কোথাকে গমন।
স্ত্রীকে জে ভজে তার ব্রথাই জিবন ॥
আপন গৌরব কেন ঘুচাবে আপনি।
এক বোলে প্রবোধিয়া আনিব ভবানি ॥
নারদ বলে কোথাকারে করিয়াছ শাজ।
কৌতুকে হাসিছে সকল দেবের সমাঝ ॥
কি কারণে রামচন্দ্রে দিলে মনোস্তাপ।
সেই হেতু শিব তোমার হইতে চাহে বাপ
বিনোদরের পুত্রের শুনিয়া এত বানি।
কোপ তেজি ফিরিয়া আইল কাত্যায়নি ॥
পার্বতি সঙ্কর বৈসে দেবগণের পাষে।
দেবা দেবীর কোন্দল রচিল কির্ত্তিবাসে ॥

মধ্য,—

রণ জয় না হয় লক্ষণ ভাবেন মনে মনে।
হেন কালে লক্ষণের কানে কহেন পবনে

অক্ষয় কবজ আছে অতিকার বুকে।
তাহা না আনিলে বধ করিবে কাহাকে ॥
ইহা বলি যাত্রা কৈল অদিতিকুমার।
শুনিয়া লক্ষণ বড় ভাবিত অপার ॥
হেন কালে হনুমান জোড় করিয়া হাথ।
কি কারণে মলিন মুখ রঘুবংশনাথ ॥
লক্ষণ বলেন শুন বাপু পবননন্দন।
রণ জয় না হয় তেই ভাবি মনে মন ॥
অক্ষয় কবজ আছে অতিকার বুকে।
তাহা না য়ানিলে বধ কে করে উহাকে ॥
হনুমান বলে ইহা বইতো নহে আর।
অক্ষয় কবজ এনে দিব আছে আমার ভার ॥
এতো শুনি হাসিলেন লক্ষণ গুণমনি।
বুকে আছে কবজ কেমনে আনিবে তুমি ॥
হনুমান বলে আমি জাই মহাশয়।
আসির্ব্বাদ কর জেন কার্য্য সির্দ্ধি হয় ॥
পথে জেতে হনুমান ভাবে মনে মনে।
বানর বেশে গেলে মোরে কবজ দিবে কেনে ॥
নানা মায়া ধরিতে পারে পবননন্দন।
সাক্ষ্যাত হইল জেন এক ব্রর্দ্ধ ব্রাহ্মণ ॥
কুস বোঝা লইল হাথে বালক পরিধান।
দির্ঘ নখ দাড়ি তপর্শি মুর্ত্তিমান ॥
হাথে কুসের অঙ্গুরি মাথাতে চুল নাই।
নড়িভরে জাত্রা কৈল বৃর্দ্ধ জে গোশাঞি ॥
জেথানে অতিকা আছে রথের উপরে।
সেইথানে জাত্রা কৈল পবনকোঙরে ॥
ইত্যাদি (পৃ০ ৩৪।১)

রণ করিতে কে জাইবে ভাবে মনে মন ॥
মকরাক্ষ মহাবিরে আনিল সত্তর।
মকরাক্ষ প্রণমিল রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
রাবণ বলে মকরাক্ষ তুমি যোদ্ধাপতি।
নর বানর মেরে রাথ লঙ্কার বসতি ॥
সেই পুত্র সুজন কুলের অলঙ্কার।
পিতার শত্রু বধ করে সাধে পিতার ধার ॥
মকরাক্ষ বলে চিন্তা না কর রাজন।
এথনি মারিব শত্রু শ্রীরাম লক্ষণ ॥
রাবণ বলে বড় বীর তুমি মকরাক্ষ।
বড় প্রীতি পাইলাম শুনি তব বাক্য ॥
মন্ত্রনাতে মন্ত্রি তুমি বলে বলবান।
লঙ্কাপুরে বির নাহি তোমার সমান ॥
মনে মনে মকরাক্ষ ভাবিছে তথন।
নর বানরের যুদ্ধে সংশয় জীবন ॥
কিন্তু এক সুমন্ত্রনা আছয়ে ইহার।
শুনিয়াছি রঘুনাথ বিষ্ণু অবতার ॥
বড়ই ধার্ম্মিক রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
অস্ত্রাঘাত না করিবে গোরুর উপর ॥
নব নব বৎস সব রথে লঞা তোলে।
রথের চৌদিগে ধেনু বান্ধে পালে পালে ॥
মনরথ তয় হস্তি দুর করে সব।
রথের জোগাণ দিল চারিটা বৃষভ ॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ৪১।১)

শেষ,—

রামের তরে বিরূপ আমি বলিব বিস্তর।
তবে জেন আমায় বধেন রাম ধনুর্দ্ধর ॥
এত বলি বিরবাহু হইল আগুয়ান।
হস্তির উপরে চড়িয়া লইল ধনুর্ব্বান ॥
আজি প্রাণ লইব তোর চোথ চোথ বানে।
জুর্দ্ধ না করিবে রাম ভয় পাইলে মনে ॥
জত বড় যুবুর্দ্ধি তুমি তাহা আমি জানি।
স্ত্রী লইয়া অরূণ্যে ভ্রমিয়া বেড়ায় তুমি ॥
স্ত্রীবধ কৈলে তুমি তাড়কা মারিয়া।[১]
তোমা হেন দুরহ বেটা সর্ব্বলোকে জানে।

১। ইহার পরের পঙক্তি ছাড় হইয়াছে।

রার্য্যে না থুইল বাপে পাঠাইল বনে ॥
ভরথেরে রার্য্য দিল সভা বিগ্তমানে।
কোন লাজে অজুধ্যায় করিবে গমনে ॥
এতেক বিরূপ জদি বিরবাহু বলে।
বিস্মিত হইয়া রাম বলেন তাহারে ॥
স্তুতি করিয়া সব আমায় বল যে রাক্ষস।
এখন কেনে বল বেটা বচন কর্কস ॥
বিভিষণ বলে গোসাঞী না জানহ তুমি।
ইহার বিত্তান্ত গোসাঞি ভালে জানি আমি ॥
বিরবাহুর জত গুণ কহিতে না পারি।
ইহা সমান সাধু লোক নাহি লঙ্কাপুরি ॥
রাম বলেন বিভিষণ স্থনহ বচন।
জুর্দ্ধ করিতে চাহে বির কি করি এখন ॥
বিভিষণ বলে গোসাঞি সকল জানি আমি।
ইহার উত্তর শ্রীরাম কি বলিব আমি ॥
সন্মুখ হইয়া জেবা জুর্দ্ধ কতে চায়।
তারে জুর্দ্ধ নাহি দিলে বড় দোস হয় ॥

(পৃ• ৫০।২)

৮৩। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪৳ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১১৮-১৩৩, ১৩৯-১৫১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২-১৩ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আদি,—

—সারথী জোগায় ততক্ষন ॥
কনকে বাচত রথ মানিকের চাকা।
রথের চতুর্দ্দিগে সোভে ধ্বজ পতকা ॥
সোনার মানুষের মুণ্ড চিহ্ন রথের ধ্বজে।
চারি ভিতে পুষ্পের মালা সোনার ঘণ্টা বাজে ॥
রথের উপর চড়ে রাবন ধনুকে দিয়া চড়া।
পবনবেগে সারথি চালাইয়া দিল ঘোড়া ॥
রনে প্রবেষ করিল রাবন দস কন্দে।
দষ পাঁচ বানে রাবন সেনাপতি বিন্দে ॥
গন্ধমাদন সেনাপতি বানরে বাখানে।
তারে বৈমুখ করিল আঠার গোটা বানে ॥
পাঁচাইষ বানে ফুটিল কুমুদ মহাবির।
আসি বানে ফুটিল জাম্বুবানের শরির ॥
ইন্দ্রগাল দধিগাল বিন্ধিল সর্ত্তরি বানে।
দুই হাজার বানে সুগ্রিব বিন্ধিল রাবনে ॥
আসি বানে ফুটিল কুমার অঙ্গদ।
একটী বানে নল বির হইল নিসব্দ ॥
জুগান্তরের অগ্নি জেন সংসার জে পোড়ে।
রাবন দেখিয়া বানর কটক পলায় উভরড়ে ॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা ত রাবনে।
মিথ্যা রনে কার্য্য নাহি বানরের সনে ॥
রথ চালাইয়া দেহ রাম লক্ষ্মনের কাছে।
রাম লক্ষ্মন মারিয়া বানর মারিব পাছে ॥
রাবনের আজ্ঞা পাইয়া সারথি সাবধান।
রথ চালাইয়া গেল রামের বিগ্তমান ॥

মধ্য,—

লাচাড়ি ॥

সোনার কলস চারি কোনে রন জাঠি মাঝখানে
চারি ভিতে সোনার আকড়া।
রথের অশ্‌টখান চাকা সোনাখান লাগে ঢাকা
বাউ বেগে চলে অশ্‌ট ঘোড়া ॥
জখন করয়ে রাগ কেহ নাহি পায় লাগ
ঘোড়ার মুখে সোনার কড়িআলি।
স্বগর্গ হইতে আইল রথ আগু ছাইল দেবপথ
মেঘে জেন পড়িছে বিজুলি ॥
রথ আইল রনমাঝে সত সহস্র ঘণ্টা বাজে
বাজে নানা দেবের বাজন।
নানা রত্ন চারি ভিত রথ আইল আচম্বিত
চমকিত হইলা বানরগন ॥

ইন্দ্রের মাতুলি রথে সোনার আকড়া হাথে
নানা অলঙ্কারে [বি] ভূসিত।
চড়িয়া ত দিব্য রথে রহিল রামের অগ্রেতে
সুন রাম জগতপুজিত॥
রাবন রথে তুমি খিতি দেখিয়া [ত] সুরপতি
রথ পাঠাইল তরাতরি।
লাফ দিয়া রথে চড় রাবন রাজা ঝাঁট মার
বিস্বয় কেন করহ মুরারি॥
সোনার টোপর অভরন গায় পরিয়া কর রন
ইন্দ্রের লহ ত ধনুক বান।
মাতুলিনামে আমি জানি সর্ব্বলোকে সভে চিনি
কেন গোঁসাঞি মনে চিন্ত আন॥
রাম বলেন বিভিসন মোর বাক্যে দেহ মন
কার রথ দেখি ত আকাসে।
বিভিসন বলে জানি আমি ইন্দ্রের রথ চড় তুমি
নাচাড়ি [রচি] লা কির্ত্তিবা[সে]স ॥•॥
(পৃ° ১২৯।১)

সুবর্ন্নের পিঁড়িতে বসিলা চারি জন।
সোনার থালে অন্ন সিতা করেন পরিসন॥
শ্রীরামেরে অন্ন দিলা সুবর্ন্নের থালে।
তবে অন্ন দিলা সিতা ভরথের কোলে॥
রামের বামে বসিয়াছিলেন ঠাকুর লক্ষন।
সোনার থালে অন্ন দিয়া সিতার গমন॥
ভরথের ডাহিনে বস্যাছেন শত্রুঘ্ন।
সোনার থালে অন্ন সিতা করেন পরিসন॥
নারায়ন বলিয়া অন্ন কৈলা নিবেদন।
হরসিতে চারি ভাই করেন ভোজন॥
জেঞি মাত্র অন্ন দিলা লক্ষনের কোলে।
হেঁটমাথা করিয়া লক্ষন রহেন ভূমিতলে॥
আকস্মাৎ হাঁসিয়া উঠিলেন লক্ষন।
থাল আছাড়িয়া সিতা করেন গমন॥
মাথায় ঘা মারেন সিতা করেন ক্রন্দন।
আমারে দেখীয়া কেন হাঁসিলা লক্ষন॥
কোন অপরাধ করিলাম দেওরের স্থানে।
আমারে দেখিয়া লক্ষন হাঁসিলেন কেনে॥
কপালে ঘা মারেন সিতা কান্দেন উত্তরোলে।
হাঁসিয়া লক্ষন হেঁট মাথা করেন ভূমিতলে॥
রাম বলেন সুন বলি ভাই রে লক্ষন।
ইহার বৃত্তান্ত ভাই কহ বিবরন॥
লক্ষন বলেন প্রভূ কর অবধান।
তোমার আগে মিথ্যা কহিব কভূ নহে আন॥
চৌদ্দি বৎসর বোনেতে ছিলাম তিন জন।
দেসে দেসে তিন জন করিলাম ভ্রমন॥
তপস্বি হইয়া ঠাকুরানি ফিরিলা বোনে বোন।
লক্ষির দুঃখ দেখিয়া অধিক পোড়ে মন॥
অন্ন বেঞ্জন আমার আনিঞা দিলেন কোলে।
সেই দুঃখ শুঙরিয়া চাহিলাম ভূমিতলে॥
সুবেষ দেখিলাম আজি সিতা ঠাকুরানি।
বোনবাসের দুঃখ শুঙরিয়া হাঁসিলাম আপনি॥
সিতা ঠাকুরানির দুঃখে আমার উঠিল আগুনি
হেন হরিসে বিসাদ ক্রন্দন করেন কেনি॥
এই কথা সত্য গোঁসাঞি আর কথা নহে।
সিতার দুঃখের কথা লক্ষন রামের আগে কহে॥
কহিতে কহিতে লক্ষনের লোহে ভরে আঁখি।
সুনিঞা লক্ষনের কথা রাম হইলা সুখি॥
ভোজন করিতে নিদ্রা হইল অধিষ্টান।
কথা কহিতে কহিতে লক্ষনের হরিল গেয়ান॥
শ্রীরাম বলেন সিতা না কর ক্রন্দন।
তোমার দুঃখ শুঙরিয়া বিসাদ লক্ষন॥
রাজমহিসি হইলে তুমি পরম সুবেসে।
লক্ষির লক্ষ্যান দেখিয়া লক্ষন ভাই হাঁসে॥
এত সুনি সিতাদেবি পৃত হইলা মন।
আকস্মাৎ হাঁসিলা লক্ষন এই সে কারণ॥
(পৃ° ১৪৭।২-১৪৮।১)

হনুমান্ কর্ত্তৃক সীতাদেবী-প্রদত্ত হার-ছিন্নের উপাখ্যান নাই।

শেষ,—

সুগ্রীব রাজা দেখিয়া রামের হাস্য জে বদন।
হাথ পসারিয়া রাম দিলা আলিঙ্গন॥
আমার কারনে মিতা বড় পাইলে দুঃখ।
আর বার দেখাইয় তবে পাইব সুখ॥
বিভিসন দেখিয়া রাম করেন আদর।
আজি হইতে তুমি আমার ভাই সহোদর॥
চারি ভাই ছিলাম হইলাম পঞ্চজন।
পাঁচ ভাই একে ঠাঞী করিব পূওজন॥
নানা ভোগ ভুঞ্জে ঠাট পাইয়া আদর।
দুই মাষ ছিল জক্ষ্য রাক্ষষ বানর॥
গোহা আসিয়া শ্রীরামেরে নোঙাইল মাথা।
উঠিয়া কোল দিলা রাম এ নহে অন্যথা॥
নানা রত্নে গোহারে রাম করিলা ভূসিত।
রঘুনাথের দান পাইয়া গোহা হরসিত॥
গোহা বলে রঘুনাথ সুন নিবেদন।
পুর্ব্ব জনমে আমি ছিলাম ব্রাহ্মন॥
লমুস মুনি নাম ছিল পুর্ব্ব জনমে।
ভর্গব মুনির কমুণ্ডুল চুরি করি······॥

(পৃ° ১৫।১২)

৮৪। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১১২ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩—২৮।১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, শ্রীহট্ট।

আরম্ভ,—

দেখিতে সুন্দর জেন চলিছে তিমির॥
রথখান সাজাইআ নিলেক সারথি।
সেই রথে চড়িলেক বির মহারথি॥
চলিবার কালে মনে হইল স্মরন।
মাওঁ সম্ভাসিআ রনে করিমু গমন॥
শ্রীরাম সহিতে জুর্দ্ধ বড়ই বিসম।
লক্ষনে জানিএ তার বড় পরাক্রম॥
বিসেষে রামের হাতে জদি আজি মরি।
দিব্য রথে চড়ি জাইমু বৈকুণ্ঠ নগরি॥
এতেকে জানিএ আমি জিবন সাফল।
সমরে পড়িলে হৈব দেহার সাফল॥
এতো ভাবি চলে বির মাএর মন্দিরে।
সারথিএ রথ লৈআ গেল অন্তস্পুরে॥
মাএর নিকটে গিয়া রাবননন্দন।
ভক্তি করি মাএর চরন করিল মর্দ্দন॥
হস্থ জুড় করি বিরে লাগে বুলিবারে।
বাপে আজ্ঞা করিআছে জাইতে সমরে॥
আসির্ব্বাদ কর মাওঁ জুর্দ্ধে জাই আমি।
শ্রীরাম লক্ষন জেন আজি দিনে জিনি॥
হেন আসির্ব্বাদ মাওঁ দিবা থ আমারে।
এহি নিমিত্য আসিআছি তুমার গোচরে॥
পুত্রের বচন সুনি হৈমাবতি নারি।
গলাতে ধরিআ কান্দে পুত্র পুত্র বোলি॥
কার বুলে জাও পুত্র জুর্দ্ধের সাদে।
সব বির ক্ষেয় হইল শ্রীরামের বাদে॥
জুর্দ্ধে না জাইও পুত্র জুর্দ্ধ কর ক্ষেমা।
শ্রীরামের জুর্দ্ধ সুনি পাসরি আপনা॥
বির ক্ষেয় দেখি মর নিতি পুড়ে [মন]।
বির সবের নারি কান্দে প্রতি জনে জন॥
তর বাপ রাজা হৈআ ধর্ম্মে নাহি মতি।
বিনে দুসে হরিলেক রামের জুবতি॥
কবাট দিআ তুমি পুত্র থৈমু নিআ ঘরে।
কি করিতে পারে রাবন থাকিআ বাহিরে॥

আপনার প্রান রাখ প্রান বড় ধন।
শ্রীরামের জুর্দ্ধে তুমি না কর গমন॥
না জাহ না জাহ পুত্র দারুন সমরে।
জেই রনে জায় সেই ফিরি না আইসে ঘরে॥

(পৃ০ ৩১।-৪১।)

মধ্য,—

নাচাড়ি রাগ পঠমঞ্জরি॥

তুমি বৈকুণ্ঠের নাথ নিবেদন করি সাক্ষাত
তুমি কিতি বোলে সর্ব্ব জনে।
তুমি দেব হরি হর আমি জাতি নিসাচর
তারে আমি নইলু সর [ে]ন॥ ১॥
বানি কমলাপতি ত্রিদেসের অধিপতি
তুমা ভাবে দেব পুরন্দরে।
আমি ছারে কিবা জানি আপনে বৈকুণ্ঠমনি
তুমা গুন কে কহি [ে]ত পারে॥২॥
তুমি রাম রঘুবর ত্রিলক্ষের ইশ্বর
জৈজ্ঞ বর মকে দিবা দান।
তুমি রঘুর কুয়র বিরবাহু নাম মর
সুন প্রভু করি নিবেদন॥ ৩॥
তুমি ত্রিলক্ষের সার তুমি পরে নাহি আর
মুক্তি দান দিবাথ আমারে।
পতিত নিস্তার হেতু তুমা নাম হইল সেতু
ভব ভএ পার কর মরে॥৪॥
কহে কবি কিত্তিবাস রামের চরনে আস
এবে সুনি রাম[র] বিভুল।
করি উর্দ্ধ দুই হাত পুলকিত রঘুনাথ
রাক্ষস ধরিআ দিলা কুল॥

(পৃ° ১২।২-১৩।২)

শেষ,—

মাও মোর হেমাবতি হয় বড় সতি।
একমনে পুজা করে সঙ্কর পার্ব্বতি॥
তাহান কৃপা আছে আমার সরিরে।
সেই কারনে বান না ফুটে অঙ্গেতে॥
অক্ষয় কবচ আছে আমার সরিরে॥
সেই হেতু বান সব না ফুটে সরিরে॥
কবচের ছিদ্রে চাইআ হান বানগন।
তবে সে মিত্যু হৈব দৈবের লিখন॥
পসুপতি বান মারি ধরিবাথ[১] আমারে।
বির ছিদ্র সব কথা কহিলু তুমারে॥

(পৃ° ২৮।১)

৮৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৭-১৮, ২৪-২৭,৩০-৩১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১১ পংক্তি। খণ্ডিত।

প্রথম দুইখানি পাতা আদিকাণ্ডের, উহাতে সগরবংশ ধ্বংস হইতে গঙ্গার উৎপত্তি-বিবরণের কিয়দংশ পর্য্যন্ত আছে।

আরম্ভ,—

সর্গ মত্ত দেখিলে তবে দেখিবে পাতালে॥
প্রীথিবির কম্মকার য়ানে নৃপবর।
চারি ক্রোস করি কৈল কোদালি পরিসর॥
এমন কোদালি ধরে সাগরকুমার।
মেদনি কুঁড়িয়া চলে বলে মার মার॥
কুঁড়িয়া কুঁড়িয়া তারা করিল সাগর।
কুঁড়িতে কুঁড়িতে গেল পাতাল ভিতর॥
একাদসি তিথি আর ব্রহস্পতিবার।
স্রবনা নক্ষত্র য়াইল কপিলের দ্যার॥
দুরে থাকিয়া তারা সর্ব্বত্রেতে চাই।
কপিলের সমুখে ঘোড়া দেখিবারে পাই॥
ভাই ভাই দেখায় তারা দিয়া হাতসান।
ঘোড়া চুরি করি মুনি করিচে ধেয়ান॥

১। 'বধিবাথ' হইবে।

সব সহদর তারা দিয়া এক সায়।
মারিল কোদালি বাড়ি মনির মাথায় ॥
এক বাড়িতে মনির ধ্যান নাহি নড়ে।
পুনুর্ব্বার মাইল্য বাড়ি মনিরাজের ঘাড়ে ॥
ক্রুধ করি চাহিলেন কপিল মহারিসি।
সাটি সহস্রেক ভাই হইল ভস্মরাসি ॥
দুতে আসি সমাচার কহিল রাজারে।
তবু জজ্ঞ করিছে সাগর নৃপবরে ॥
অসুমঞ্জা পুত্রে বনবাস দিয়াছিল।
দুত পাঠাইয়া রাজা তারে আনাইল ॥
ঘোড়া আনিবারে তারে পাঠায় রাজন।
জাইয়া সে মনির সেবায় দিল মন ॥
মানাতে নারিল মনি সাগরকুমার।
দুতে আসি রাজারে কহিল সমাচার ॥
তবু যজ্ঞ না ছাড়িল সাগর নৃপতি।
ডাক দিয়া আনিলেক অংসুমান নাতি ॥
রাজা বলে অংসুমান জাহত চলিয়া।
কপিলের স্থানে বাছা ঘোড়া আন গিয়া ॥
অংসুমান গিয়া মনির সেবায় দিল মন।
সেবায় হইল তুষ্ট কপিল তখন ॥
জানিলাম তুমি বট সাগরের নাতি।
তুষ্ট হইলাম তোমার দেখিয়া ভকতি ॥
অংসুমানে মনিরাজ ঘোড়া দিল দান।
রাজারে লইয়া ঘোড়া দিল অংসুমান ॥
জজ্ঞে পুর্ন দিলেন সাগর নরপতি।
ভাগ করি নিলেন অক্ষেক অমরাবতি ॥
অজধ্যায় অংসুমান হইল্যা নৃপতি।
দুই নারি বিভা কৈল্য পরম জুবতি ॥
তা সভারে লয়্যা রাজা থাকেন কৌতুকে।
অংসুমান রাজা জে মরিল অপুত্রকে ॥
অরাজক হইল রাজ্য অজধ্যা ভবন।
জার জেবা মনে লয় করে সেই জন ॥

জেষ্ট ভাই না মানে না মানে বাপ মা।
বধু হয়্যা সাসুড়িকে তুলে দেখায় পা ॥
ডাকা চুরি করে রাজ্যে করে বলাবল।
সিষ্টের বিনাস হয় দুষ্টের প্রবল ॥
এমন হইল রার্জ্য অজধ্যানগরে।
এমন কেহ নাহি জে বুঝিয়া শাস্তি করে ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্য বিচক্ষন।
শ্রীরামপিরিতে হরি বল সব্ব জন ॥ * ॥
সাটী সহস্র আর অংসুমানের নারি।
একত্র হইয়া স্নান করিবারে নড়ি ॥
সিব আর দুর্গা জাএন সুন্য পথে।
বিধবা দেখিয়া দুর্গা লাগিলা কহিতে ॥
গৌরি কহেন সুন সুন মহেস ঠাকুর।
সকল বিধবা কেন দেখিয়া প্রচুর ॥
দুর্গারে কহেন তবে মহাদেব হাসি।
কপিলের সাঁপে পতি হইল ভস্যরাসি ॥
দেবি বলে সুর্জ্জ্যবংসে নাহিক রাজন।
তোমার আমার পুজা করিবে কোন জন ॥
দেবি বলে সভাকারে দেহ পুত্র বর।
বিধবার কি পুত্র হয় কহে মহেস্বর ॥
দেবি বলে পুত্র হয় স্বামি সম্ভাসমে।
তবে তোমায় পুত্রদাতা বলে কোন জনে।
মরে আজ্ঞা ক[রি তবে] দেব ত্রিলোচন।
সভাকার পুত্র হয় দেখুক সব্বজন ॥
পাব্বতির বচনে সিবের মহালজ্জা।
এক পুত্র দোহার হব বলে মহাতেজা ॥
কামদেবে মহাদেব আনিলা ডাকিয়া।
অংসুমানের ধরি রঙ্গে তুমি বৈস গিয়া ॥
পঞ্চ স্বরে গিয়া বাজে দু নারির গায়।
সভামাজে দুই নারি মহালজ্জা পায় ॥
স্নান করি ভোজন সয়ন অবসেসে।
একত্রে সয়ন দোঁহে করিলেন হরিসে ॥

য়লস উদ্ধিসে দোঁহে রতিরঙ্গবতি।
য়ংস্নুমানের ছোট নারি হল্য গর্ব্ভবতি॥

(পৃ° ১৭।১-২)

মধ্য,—

রথে চড়িয়া য়াইল রাক্ষস বিত্যুতমালি।
মদিরা মাংস খাইয়া আইল মহাবলি॥
হনুমান দেখিয়া বান জুড়িল ধনুকে।
তিন লক্ষ্য বান মারে হনুমানের বুকে॥
বান খাইয়া হনুমান তিলেক নাহি বেথে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া বিত্যুতমালির রথে॥
রথে চড়ি বিত্যুতমালির ধরিলেক চুলে।
হাথেতে ধরিয়া টেন্যা ফেলে ভুমিতলে॥
পাক তুই তিন দিয়া মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গিল তার চুর্ন হইল হাড়॥
পড়িল বিত্যুতমালি কটকে তরাস।
ভয়ে হনুমানের কেহো নাহি জায় পাস॥

(পৃ° ২৪।১)

শেষ,—

নাগপাসে রঘুনাথ হইলা কাতর।
বুদ্ধি বল হারাইল সকল বানর॥
তথা গিয়া কহ তুমি রঘুনাথের স্থানে।
গরুড় পক্ষ্য হাকারিতে কহ রামের কানে॥
বিষ্ণুর বাহন গরুড় বিষ্ণুর ধরে তেজ।
নাগপাস মুক্ত করিতে সেই রামের বেজ॥
ইন্দ্র আজ্ঞা পাইয়া নড়ে দেবতা পবন।
রামের কানে গরুড় গরুড় করাল্য স্বরণ॥
আপনা পাসরি রাম সহেন জাতন।
আপনার বাহন গরুড় করহ স্বরণ॥
রাম য়ার পবনে তুই জনে কানাকানি।
গরুড় স্বরিতে রাম হইল সাবধানি॥
গরুড় স্বোঙরেন রাম বিষ্ণু অবতার।
গড়ুরের লম্বাটে গিয়া পড়িল টঙ্কার॥
জম্বুদিপের পারে গরুড় কুসদিপে চরে।
গিলেছিল অজাগর উগরিয়া পেলে॥
আইল জে পক্ষ্যরাজ গগনে করিয়া উড়া।
পাকসাটে উড়িয়া পড়ে পর্ব্বতের চুড়া॥
দিগদিগান্তরের পাথর ভাঙ্গে পাখের টানে।
মার মার সব্দ জেন পড়িছে ঝঞ্জনে॥
আকাসে উঠিয়া লাগে সুনি মড়মড়ি।
পাক ঠেকিয়া গাছ পড়ে সুনি চড়চড়ি॥
দস জোজন থাকতে লাগে গরুড়ের হাই।
গলার বন্দন এড়িয়া সাপ মাথা তুল্যা চাই॥
নিকটেতে জেই আইল গরুড়ের নিস্বাস।
রাম লক্ষনের ঘুচে বন্দন নাগপাস॥

৮৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩¼ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।
আগে বন্দো অজোধ্যা পশ্চাতে নন্দিগ্রাম।
তবেত বন্দিলাম প্রভু রামের জর্ম্মস্থান॥
তবেত বন্দিলাম মুঞি বাল্মিকের চরন;
জেই মুনি করিলেন গিত রামায়ন॥
ফুলিয়া সমাজে বন্দোম পণ্ডিত কির্ত্তিবাস।
জাহা হইতে হইল গিত রামায়ন প্রকাষ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি।
জার কন্দে কেলি করেন দেবি শ্বরেস্বতি॥
তবেত বন্দিলাম মুঞি গঙ্গা ভাগিরথি।
জাহা দরসনে লোক পায় ত মুকতি॥
সুর্য্যবংস আদি বন্দো দসরথ রাজা।
দেবলোকে নরলোকে কৈল জার পুজা॥

কৌস্ল্যা কৈকই বন্দো সুমিত্রা সুন্দরি।
ভরথ সক্রুঘ্ন বন্দো রামের আজ্ঞাকারি ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বন্দিলাম পুরন্দর।
কুবের বরুন বন্দো জোড় করি কর ॥
সুগ্রিব অঙ্গদ [বন্দো আর] জাম্বুবান।
শ্রীরামের কটকে বন্দো বির হনুমান ॥
আইস বাপু হনুমান পবননন্দন।
আসরে আসিয়া সুন গিত রামায়ন ॥
জতক্ষন আসরে শ্রীরামগুন গাই।
আসর ছাড়হ জদি শ্রীরামের দোহাই ॥
ঋসি মুনি তপস্বি বন্দো জত স্বর্গবাসি।
গয়া গঙ্গা গোদাবৈরি তির্থ বারানসি ॥
শ্রীহরিদ্বারিকা বন্দো মথুরা বৃন্দাবন।
গকুল পৈরাগ কাসি শ্রীপুরু[স]ত্তম ॥
গনপতি আদি বন্দোম দেবিত পার্ব্বতি।
সিতা লক্ষ্মি বন্দিলাম তবে স্বরেস্বতি ॥
সর্ব্বদেবগন বন্দো সর্ব্বদেবিগন।
স্রষ্টি স্থিতি বিনাসে জেবা করেন পালন ॥
জন্ত্রের গুরু বন্দিলাম শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের চরন।
জাহা হইতে অব্যাষ করিলাম গিত রামায়ন ॥
জর্ম্মদাতা জনক জননি থোলা দাই।
ভারথ ভিতরে বন্দো জারপর নাঞি ॥
বিপ্রের চরন বন্দো করি পরিহার।
জগাই মাধাই বন্দো বৈষ্ণবের সার ॥
বন্দিলাম জতেক দেব করিয়া প্রনতি।
নায়েকের উন্নতি বাড়াই রঘুপতি ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত জর্ম্মিল সুবক্ষনে।
জাহার প্রসাদে লোক রামায়ন সুনে ॥

শেষ,—

উত্তর দুয়ারে কারে না জায় প্রতিত।
আপনি রহিল রাজা চাহিয়া উর্ত্তর ভিত ॥
সাগরের পার আছে বানরের ঘর।
জাঙ্গাল বাহিয়া পলাইবে সকল বানর ॥
ছর্ত্তিষ কুটি সেনাপতি পাত্রমিত্র লয়্যা।
আপনি রহিল রাজা উর্ত্তর ভিত চায়্যা ॥
ঐসদ আনিতে থুইল বির হনুমান।
বুর্দ্ধি বলিতে থুইল মন্ত্রি জাম্বুবান ॥
প্রহরি করিয়া থুইল রাক্ষস বিভিসন।
চারি দুয়ারে আপনি রাজা বেড়ায় ঘনে ঘন ॥
জে দুয়ারে দেখে ঠাট বলেতে টুটন।
দুনা করিয়া দেয় তারে তিন গুন ভিড়ন ॥
চারি দুয়ারের বানর কটক জুড়িলে আওয়াষ।
চারি দুয়ারের পাঁচালি রচিলা কির্ত্তিবাস ॥

৮৭। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩$\frac{1}{2}$ × ৪$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২৭-২৮, ৩৬-৩৮,৪৭-৪৯। প্রতি পত্রে ৯-১১পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রাক্ষস জাতি নিসাচর না চিন আপন পর
তোর ভাই রামে কৈল মিত।
রাম অঙ্গিকার করি রাজ্য দিবেন মন্দদরি
বিভিসন লঙ্কায় পুজিত ॥
সুন রাজা লঙ্কেস্বর আমার বচন ধর
ভজ গিয়া রামের চরন।
আপনি দোলা কান্ধে করি দেয়গা রামের সুন্দরি
তবে তোর রহিবে জিবন ॥
হেন মোর করে মন তোর সনে করি রন
ক্রোধ করিবেন কোমললোচন।
রামচন্দ্রের অঙ্গিকার তোরে করিবেন সংহার
ব্যর্থ [না] হবে রামের বচন ॥

সুনিঞা অঙ্গদের বানি পাত্র মিত্র কানাকানি
আর লঙ্কার নাহিক নিস্তার।
বসি অতি ধিরে ধিরে কার্য্য চিন্তে বিরে বিরে
কিত্তিবাসের নাচাড়ি সুসার॥

শেষ,—

লক্ষন বলেন রাম তোমার জুর্দ্ধ থাকুক।
মারিব রাবন বৈসে দেখহ কৌতুক॥
রাম বলেন লক্ষন তুমি জে ছাওয়ালমতি।
রাবনের সঙ্গে জুর্দ্ধ না হয় জুগতি॥
ব্রহ্মার বরে ত্রিভুবন জিনিল রাক্ষস।
হেন জনার সঙ্গে জুর্দ্ধ বড়ই সাহস॥
তমু আগুসরেন লক্ষন পুরিয়া সন্ধান।
হেন কালে লক্ষনেরে বলেন হনুমান॥
জোড়হাথে বলে……পবননন্দন।
সেবক থাকিতে ঠাকুর করিবেন রন॥
লক্ষনের পদধুলি লইলেন মাথে।
[লাফ দিয়া] উঠিলেন রাবনের রথে॥
সম্মুখে ডাড়ায় বির পরমসন্ধানি।
সারথির লইল কাড়ি হাথের পাচুনি॥
ত্রিভুবন জিনিলে বেটা পাইয়া কার বর।
এক চাপড়ে জে পাঠাব জে জমঘর॥
রাবন বলিছে অরে বির হনুমান।
জত সক্তি থাকে তোর তত্ত সক্তি হান॥
হনু বলে আমার বল বুঝিবে এখন।
পুর্ব্বে চড় মারিলাম নাইক স্বরন॥
অক্ষয় কুমার মারা৷ পোড়াইলাম সোকে।
সে সোক রাবন তোর আজ্য আছে বুকে॥

৮৮। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ $\frac{১}{৪}$ × $\frac{৩}{৪}$ ৬—৯, ১১—১৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

কুপিল হনুমান রাক্ষস নেহালে।
হনুমানের বিক্রম দেখিয়া মহি পালায় ডরে॥
হাথে গণ্ডিবানে ধাঞা আইসে রাজা বিভিসন।
সাবধানে রাখিহ দ্বার পবননন্দন॥
জয় জয় করিয়া চলিল বানরগন।
বসিষ্ঠ বামদেবরূপে দিল দরসন॥
দ্বার ছাড় হনুমান দেখিব শ্রীরাম।
বংসের পুরোহিত আমরা করিব কল্যান॥
হনুমান বলে কিসের মায়া আমার সন্নিধানে।
নিকট আইলে এক মুটুকিতে লইব পরানে॥
হেন কালে জয়ধ্বনি দিল বিভিসন।
ডরাইলা মহি তখন হইল অদর্সন॥
আগে পাছে দিয়টী জলে বানর সব জাগে।
পাছে বানর সব জায় বিভিসন আগে॥
হনুমান জাগীয়া চলিলা বিভিসন।
জনকরূপে আসিয়া মহি দিল দরসন॥
মিথিলা তেজিয়া আইলাঙ সুন হনুমান।
তুমি দ্বার ছাড়িয়া দিলে দেখিব শ্রীরাম॥
অনেক দিবস দেখি নাই কমললোচন।
তোমার প্রসাদে বাপা করিব সম্ভাসন॥
হনুমান বলে এত দিন তুমি ছিল্যা কোথা।
অসোকবন ভিতরে আগে দেখ গিয়া সিতা॥
আমার ঠাঞি কিসের মায়া সব করিব চুর।
বিভিসন আইলা মহি পালাইলা দুর॥
বিভিসন আড় হইলে মহি দেই দেখা।
ভরথ সত্রুঘনরূপে তবে দিল দেখা॥
রাম আন তাহারে দেখিব পবননন্দন।
একদৃষ্টে চাহে বির গুনে মনে মন॥

অশ্রুমুখে কান্দে ভরথ সুন হনুমান।
রাম লক্ষ্ন দেখাহ বাছা রাখহ পরান॥
হনুমান বলে থানেক থাক আসুন বিভিসন।
এখন দেখাব তোমাকে কমললোচন॥
জয় জয় করিয়া বানর কটক আইসে।
দেখিয়া মহি তবে পালাইল তরাসে॥
হনুমান বলেন সুন রাক্ষস বিভিসন।
না জানি মায়া করিয়া আইসে কোন জন॥
তুমি আদেখ হইলে আমারে দেই দেখা।
বিভিসন বলে দ্বার ছাড়িলে প্রভুর নাহিক রক্ষা॥
সাবধানে থাকিহ পবননন্দন।
হাথে গণ্ডিবানে চলিলা রাক্ষস বিভিসন॥

মধ্য,—

আনন্দিতে মহি পুজিল উগ্রচণ্ডা।
ছাগল মহিস ধরে কেহ আনে খাণ্ডা॥
অন্ত[ঃ]পুরের বাহির হইল সপ্রেক দাসী।
কাখে করিআছে সোনার সহস্র কলসি॥
বিচিত্র হার পরে সোনার হার কেজুর।
খুদ্র ঘন্টি কাছে কেহো পাএ নপুর॥
সিন্দুর কজ্জল সব আর উল্লসিত।
দুহার গুন শ্বরে কেহ ঝুমুরি গাএ গীত॥
গড়ের বাহির হয়্যা গেলা সরোবরে।
দেখিল মর্ক্কট এক অশ্বত উপরে॥
কাখে কলসি সব মর্ক্কট দেখে ঘাটে।
হাসিয়া গেলেন সভে মর্ক্কটের নিকটে॥
একদৃষ্টে সভে মর্ক্কট নেহালে।
ভাবুকি মারিয়া হনুমান বুলে ডালে ডালে॥
সভে বলে মহি আনিঞাছে রাজার নন্দন।
অশ্বিনিকুমার দেবরাজ নারায়ন॥
তাহা সভার মা কেমনে প্রান ধরে।
দুটী মনুস্য আনিয়াছে রাজা হানিবার তরে॥
আর আশ্চর্য্য দেখ গাছের ডালে।
হেন অপরূপ বানর না দেখি কোন কালে॥
দুই আশ্চর্য্য আমরা দেখিল এতদিনে।
গাছের ডালে হনুমান এসব কথা সুনে॥
সুনিঞা হরিস হইলা পবননন্দন।
সেই দুই জন বটেন শ্রীরাম লক্ষ্ন॥
হরিসে স্ত্রি সব মর্ক্কট নেহালে।
অনেক কালের বুড়ি আইল হেন বেলে॥
বানর দেখিয়া বুড়িকে লাগীল তরাস।
কি সুখে হরিস হয় আজি রার্য্য হব নাস॥
বানর নহে দেখ অই সাক্ষাত জম।
কে সহিবে অই মর্ক্কটের বিক্রম॥
মনুস্য বানরে এখন দেখ বিসম্বাদ।
আজি অবস্য রার্য্য পড়িব প্রমাদ॥
পুর্ব্বকথা তোমরা সুন হয়্যা সাবধান।
কিত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ড করিল বাখান॥

(পৃ০ ৯১২)

৮৯। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩ই × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩—১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রাবণের চরে তুমি হও আমার চর।
ভালমতে দেখুক পুন না করিহ ডর॥
বিভিষণে রাজ্য দিব কনক লঙ্কাপুরি।
রাণি করে দিব তার স্ত্রি মন্দোদরি॥
রাজপ্রসাদ দিয়া রাম পাঠাইল চর।
রাবণ রাজা ভেট গিয়া লঙ্কার ভিতর॥
নড়িতে চলিতে নারে ফিরাইতে পায।
রাজার আগে বাত্রা কহে ঘন বহে শ্বাষ॥

রাজার আগে দুই চর মুঞাইল মাথা।
জে দেখিল যে সুনিল কটকের কথা॥
রামের কটকে রাজা আগুলিল বাট।
ধরিয়া সকল বিরে বলে মার কাট॥
বিভীষণ বান্ধিয়া নিল কাটীবার মনে।
বৈইরিহাথে মরে জিলাম শ্রীরামের গুনে॥
রাম লক্ষ্মন সুগ্রিব রাক্ষষ বিভিসন।
দেব অবতার রাজ এই চারিজন॥
কটকের কাজা আছে এই চারি জনে।
লঙ্কা জিনিতে পারে হেন লয় মনে॥
মানুসের চুড়ামুনি শ্রীরাম লক্ষ্মন।
রাক্ষসের চুড়ামুনি ধাম্মিক বিভিষন॥
জত বানর আসিয়াছে গাছের নাই পাতা।
একা রাম লক্ষ্মনে জিনিব অন্যের কি কথা॥
ত্রিভুবনে স্বহায় হয় অষ্ট লোকপাল।
তবু রাম জিনিতে নারিবে বিক্রমে বিসাল॥
দস জোজন সেতবন্ধ আড়েতে প্রসর।
দির্ঘে সতক জোজন ভাসে গাচ পাথর॥
উত্তর কুলের জাঙ্গাল ঠেকিল দক্ষিন কুলে।
পার হইয়া লঙ্কার গড় বেড়িল বানরে॥
কাল কাল বানর জেন মেঘ অন্ধকার।
দেখিয়া ডরাইল দেহ পর্ব্বত আকার॥
গৌর বরন্ন বানর সব জেন হরিতাল।
দেখিতে সুন্দর রূপ বিক্রমে বিসাল॥
সেত রক্ত নিল পিত দেখিতে কৌতুক।
রনে পসিলে বিপক্ষের কেড়ে খায় বুক॥
শ্যাম বরন্ন বানর সব জেন পক্ষ সুয়া।
উড়িতে প্রিবিন জেন কাঁকলাসি গুয়া॥
এক চাপে বানর লেগেছে পিষ্টে পিষ্টে।
য়োর নাই পাই রাজা জত দেখি দিষ্টে॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের সুরস পাচালি।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গিত প্রথম সিকলি॥

শেষ,—

পাত্র মিত্র লয়া রাজা রাজকার্য্য চিণ্ডে।
বানরের সিংহনাদ উঠে আচম্বিতে॥
সিংহনাদ সুনিয়া কাঁপিল লঙ্কাপুরি।
হিদয়ে কম্পিত রাজা মুখে দম্ফ করি॥
বানরের মাংসে উদর ভরিবে রাক্ষস।
রাম লক্ষ্মন মারিলে সংসারে ভরে জস॥
রাবন বড়াঞি করে রাক্ষসে না বাসে।
বানরের প্রতাপে অন্তরে প্রাণ সুসে॥
পুত্রে দুখ দেখিয়া মাএর মনে চিন্তা।
কাল হয়া লঙ্কার ভিতর সামাইল সিতা॥
নিকসা নাম ধরে সেই রাবণের মা বুড়ি।
পুত্রকে বুঝাতে চিত জায় গুড়ি গুড়ি॥
সভাকে অধিক পুড়ে মাএর পরান।
লাজ ভয় ছাড়িয়া কহি তোমার বিদ্যমান॥
কার বোল নাহি সুন গর্ব্ব অহঙ্কারে।
তেঁই ভাল মন্দ কেহ নাহি কহে ডরে॥
মানুসি বটএ সিতা নহে বিদ্যাধরি।
সিতা হেনো কত আছে পরমসুন্দরি॥
দৈবে বিমুখ বাপু দেখি বিপরিত।
এত স্ত্রী থাকিতে সিতাএ মজে চিত॥
ধন জন নষ্ট কর সকল রাষ্যখণ্ড।
কোণ্ডর ভাগ বহাইবে রণের প্রচণ্ড॥
জটা ধরে বাকল পরে ফিরে বনে ডালে।
কত ধোন পাবে বাপু রামেরে জিনিলে॥
লঙ্কা পুড়ে রাক্ষস মারে বির হনুমান।
হেন কত জনা আছে তাহার সমান॥
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস মারিল এক কাঁড়ে।
হেন রাম আসি বাপু লঙ্কাপুরি বেড়ে॥
একেস্বর ছিল এবে কটক বিস্তর।
কোথা হৈতে আসি মেলে এতেক বানর॥
রামের বিক্রমের কেহ ওর নাহি পায়।

ইহা বুঝি বিভিসন তার পাসে জায় ॥
বিভিসন তোমায় ঘরের জানে সন্ধি।
লঙ্কা বিনাসিতে সেই রামে দিল বুদ্ধি ॥
রামের গুনে বন্দি হইল বোনের বানর
তোমার গুনে ঘর ছাড়ে ভাই সহদর ॥

ঐরাবত বাহনে আইল পুরন্দর।
মকর বাহনে আইলা বরুন জলেশ্বর ॥
জক্ষ বাহনে আইলা কুবির ধনেশ্বর।
হরিন বাহনে আইলা রতিকুমার (?)॥
বলদ বাহনে আইলা দেব প্রষুপতি।

৯০। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষনপূর্ব্বজং ইত্যাদি।
আত্মকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস।
লঙ্কাকাণ্ড রচিতে করিলা প্রকাশ ॥
লঙ্কাকাণ্ডের কথা অম্রিতের সার।
লেখা জোখা নাহি তার কটক বানর ॥
কতেক হইয়াছে পার কতেক হইতে আছে পার।
লিখিবার কাজ থাকুক দেখিতে অপার॥
ফেলিলে শরিষা মুট নাহি জায় তল।
কটক চচ্চিয়া বেড়ায় চর দুই জন ॥
দুরে থাকিয়া দেখে তাহা রাক্ষ্যষ বিভিশনে।
রাক্ষ্যশের মায়া রাক্ষষে ভাল জানে ॥
চিনিঞা দুই চরে ধরিল বিভিসনে।
মহাভয় পাইল চর ভাবে মনে মনে ॥

শেষ,—

রাম রাবনে জদি দড় বাজিবে রন।
কৌতুক দেখিতে আইলা জতেক দেবগন ॥
হংস কেলি করে মউরে ধরিছে পেথম।
ব্রহ্মা কাত্তিক তারা আইল দুই জন ॥
ইন্দুরেথে বেড়ায় তথা হইয়া পিরিতি।
সস্‌টী দেবী আইলা আর গনপতি ॥

৯১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১০ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩৪, ৪৮-৫৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭—৮ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

তার হাথির কান্দে চড়িয়া তারে মারে চড় ॥
চড় চাপড়ে তার ঠিকরিল আখি।
পড়িল তপন বির দুই কটকে দেখি ॥
রথে চড়িয়া আইল রাক্ষষ বিদ্যুৎমালি।
গন্ধ মানুষ দিয়া জার ভোজন বিয়ালি ॥
হনুমান মহাবির দেখিয়া সমুখে।
তিন সত বান মারে হনুমানের বুকে ॥
বান খাইয়া হনুমান আপনা পাসরে।
এক লাফে পড়ে তার রথের উপরে ॥
চুলে ধরিয়া তারে মারিল পাছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া পাড়ে চুর করিয়া হাড় ॥
সুকর্ন্ন নামে রাক্ষষ আইলা দেখিতে রূপস।
একেবারে মদ্য পীয়ে সাত সত কলষ ॥
সোনার নবগুন পরে সোনার পরে সানা।
বানরের ভিতরে বির আসিয়া দিল হানা ॥

শেষ,—

সেল পাট এড়িল রাবন দিয়া হুহুঙ্কার।
সর্ত্ত্য মত্য পাতালে লাগীল চমৎকার ॥
নানা অস্ত্র এড়েন লক্ষন সেল কাটিবারে।
লোহার বাবড়ি মারে অস্ত্র নাহি ফিরে ॥

রাথা না জায় সেল ব্রহ্মার বরে।
পবনবেগে পড়িল সেল লক্ষনের উপরে ॥
পড়িলা লক্ষন বির রঘুবংসের নাথ।
লক্ষনে মারিয়া সেল গেল রাবনের হাথ॥
অচেতন হইয়া ভুমিতে লোটায়ে লক্ষন।
রথে হইতে উলিয়াসিয়া ধরিল রাবন॥
রথে করিয়া লক্ষনেরে লঙ্কায়ে লইতে চায়।
কুড়ি হাথে নাড়ে চাড়ে নাড়ন না জায়॥
নাড়িতে নারিল লক্ষনের কলেবর।
মনে সাত পাঁচ তথন চিস্তে লঙ্কেশ্বর॥
হিমালয় কইলাষ আর তুলিল মন্দার।
তাহা হইতে অধিক বাসোঁ মানুষ বেটার ভার॥
কৈলাষ পর্ব্বত আমি তুলিল কুড়ি হাথে।
মানুষ বেটার স্বরির আমি না পারি নাড়িতে॥
লক্ষন নাড়িতে নারে রাবন গুনে অপমান।

৯২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩১/২×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১২৪-১২৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

এতেক বলিয়া বির চলিলা তুরিত।
মাথায় পর্ব্বৎ নন্দিগ্রাম উপনিত॥
অগ্রহায়ন মাস তায় পুন্নমাসি তিথি।
সভা করি বস্যাছেন ভরত মহামতি॥
হস্তি ঘোড়া সকল দেথেন জুতে জুতে।
অড়াঙ্গা পাইক তারা চলে চারি ভিতে॥
সয় সামন্ত সব দেথে লাথে লাথে।
মাথায় পর্ব্বৎ বির অন্তরিক্ষে থাকে॥
সোনার সিংহাসন তায় পট্টবস্ত পাতি।
তাহার উপর পাদুই ভরথ ধরে দণ্ড ছাতি॥
সত্রুঘন পাদুএ দেন গন্ধ চন্দন।
রামের পাদুই জেন বিষ্টু য়ারাধন॥
চারি ভিতে মুনিগন করে বেদধ্বনি।
অথিল ভুবন স্বব্দ জয় জয় সুনি॥
অষ্টমুস্তি বসিয়াছেন জতেক ব্রাহ্মন।
সারি দিয়া বস্যাছে জতেক প্রজাগন॥
হেন কালে হইল তথা ঘোর য়ন্ধকার।
সভা সহিত ভরথে লাগিল চমৎকার॥
মৃগচর্ম্মে বসিয়াছেন ভরথ কুমার।
পুন্নমাসি রাত্রে কেন হইল য়ন্ধকার॥
ভরথ বলে জজ্ঞধুর্ম্ম উঠে অনক্ষন।
জজ্ঞধুর্ম্ম পিতে গড়ুরের য়াগোমন॥
রামের পাদুই লজ্ঘ্যা জায় কোন জন।
আজি মোনে কোন জনার নিকট মরন॥
আবাল কালে থেলাইতাম ছায়ালের সঙ্গে।
লোহার ত বাটুল আছে য়ামারত সঙ্গে॥
সতেক মোন লোহাতে হয় বাটুল নির্ম্মান।
হেন বাটুল ভরথ বির পুরিল সন্ধান॥

শেষ,—

শ্রীয়াম বলেন বাছা পবননন্দন।
পর্ব্বৎ লয়্যা জাহ বাছা গন্ধমাদন॥
দেবের পর্ব্বৎ হয় দেবগুয় ভোগে।
পর্ব্বৎ না গেলে দেবের পাবে য়সুজোগে॥
পর্ব্বৎ লইয়া বির করিলেক মাথে।
রামকে প্রেনাম করি চলিলেক পথে॥
ক্ষেনমাত্র গেলো বির গন্ধমাদন।
জেথানে পর্ব্বৎ ছিল রাথিল তথন॥
হনুমান বলে কেন য়পোজস রাথি।
রাম নাম মন্ত পড়্যা জিয়াইয়া দেথি॥
রাম নাম য়মৃত সুধা কৈল বরিসন।
হাহা হুহু রাজা য়াদি পাইল জিবন॥

জিবন পাইয়া বিরে করিছে স্তবন।
সংসারে রহিল জস পবননন্দন ॥
গন্ধর্ব্ব জিয়ায়া জাত্রা চলিল য়াপার।
সরা গোটা দেখে জেন সকল সংসার ॥
রামের কাছে হনুমান জোড় করেন হাত।
রাম বলেন য়াইস বাছা য়ামার সাক্ষাৎ ॥
শ্রীরাম বলেন বাছা পবননন্দন।
এস্ত বাছা কোলে করি জুড়াকু জিবন ॥
নির্দ্ধন তপস্মি য়ামি হেথা নাহি ধন।
এক প্রসাদ দিতে পারি জদি লহ য়ালিঙ্গন ॥
আমা ভক্ত হও বাছা পরম সুস্থির।
জেই তুমি সেই য়ামি একুই স্মরির।
একবার জদি কর য়জোধ্যার রাজা।
চারি ভাই একোত্রে তোমার করিবত পুজা ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্য সিতল।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল গিত হরি বলহ সকল ॥

৯৩। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১২$\frac{3}{4}$×৪$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৮-১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

ত্রিপদী ॥

মোর নাম মেঘনাদ দেবসনে করি বাদ
ইন্দ্র জিনিলাম ইন্দ্রজিত।
সগর্গ মত্ত অধপুরে রনে মরে কেহো নারে
ত্রিভুবনে করে মোকে ভিত ॥
সাগরের পারে ঘর বাস মোর লঙ্কাপুর
লঙ্কা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মান।
মারিব বানর রনে শ্রীরাম লক্ষ'ন বানে
তবে জাব পিতা সন্নিধান ॥
বানর মানুসে মেলা কি জানি জুদ্ধের কলা
সাগর বান্ধিল অহঙ্কারে।
রাক্ষসের সংগ্রাম জানে বাদ করে তার সনে
আজি তার নাইক নিস্তার ॥
সুগ্রিবের খুড়াকে মারি জাইব আপন পুরি
পিতাকে জোগাব নিয়ে ডালি।
রাম না জাইব দেসে আজি বন্দো নাগপাসে
কপি মারি খণ্ডাইব সলি ॥
লুকিয়া ধনুকখান বান ধরে খরসান
ত্রিভুবন কম্পিত অন্তরে।
ইন্দ্রজিত মায়ারনে রাম ইহা নাঞি জানে
ডাকিয়া বলেন উচ্চাস্বরে ॥
পালায় বানরচয় রনে কেহো স্থির নয়
সুনি মাত্র ধনুকে টঙ্কার।
ছাড়িয়া রাজা[র] ডর গেল দেস দেসান্তর
দেখিতে নাঞিক কেহ আর ॥
রাম লক্ষনের বানে ইন্দ্রজিতে নাই জিনে
মিথ্যা বুলে করিয়া প্রত্যাস।
স্বরেসতি অধিষ্টান সর্ব্বলোকের বাখান
লাচাড়ি রচিল কিত্তীবাস ॥

শেষ,—

হস্তিকান্ধে বাজে দামা সঘোনে ঘোসন।
ইন্দ্র[জি]তে জিনিলেন শ্রীরাম লক্ষন ॥
আজি হইতে নিদ্রা জায় কার নাই ডর।
জএর পতকা লঙ্কা দিল ঘরে ঘর ॥
এত সুনি সভার মঙ্গল হুলাহুলি।
স্ত্রি পুরুস নাচে সভে আউদড় চুলি ॥
ঘরকে রাবন রাজা পাঠাইল বেটা।
ডাক দিয়া আনিলেন বুহিনি ত্রিজটা ॥
তোমাকে বলিয়া ভগ্নী রাক্ষসি প্রধান।
হাথ পাতি লহ গো প্রসাদ গুয়াপান ॥

আমার বচনে সিতা না পাত্যাবে মন।
দেখুক আপনো চক্ষু শ্রীরাম লক্ষ্ন॥
দেখাও আকাসপথে পুষ্পরথখানে।
পড়িল দেওর স্বামি ইন্দ্রজিতের বানে॥
প্রসাদ তাম্বুল দিল তারে বাটা বাটা।
সিতাকে বুঝাতে জান বুহিনি ত্রিজটা॥
রথে চড়াইল সিতা জনকের বালি।
রাম লক্ষনে দেখাইছে তুলিয়া অঙ্গলি॥
রথে চড়াইয়া সিতা ভ্রময়ে আকাসে।
স্বামি দেওর দেখিয়া কান্দেন করুন ভাসে॥
আচম্বিতে পড়িলেন দুই সহোদর।
চারি ভিতে বেড়িয়া কান্দে সকল বানর॥
নেহালিয়া দেখে স্বামি লক্ষন দেয়র।
করুনে কান্দেন সিতা রথের উপর॥
সুবন্নের খাট পাট তাহে নেত তুলি।
তাহা তেজি প্রভু কেন লোটাইছ ধুলি॥
পুষ্পক মালা পর তুমি সুগন্ধি কস্তুরি।
হেন দেহ হইল প্রভু ধুলাতে ধুসরী॥
অসক কিংসোক জেন দেহ হইল জুতি।
অকারনে রাও কৈলে জানকি জুবতি॥
হেন বির নাঞী প্রভু তইলক্য ভিতরে।
তোমাকে জিনিঞা রনে আসিবেক ঘরে॥
তোমার বিহনে নাহি রাখিব জিবনে।
মরিব জহোর খায়্যা অসোকের বনে॥
মন মুরচিয়া কেন নাই গেলে ঘরে।
কোন কার্জ্জে প্রান দিলে দুই সহদরে॥
মাতা পিতা নাই এথা সসুর সাসুড়ি।
কোন জনে তোমারে ডাহিবে নাড়ি পড়ি॥
কিত্তিবাস গাইল লঙ্কাকাণ্ডের গিত।

—

৯৪। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

অঙ্গদরায়বার।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪-১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রাবন বলেন ক্ষেতিতলে রাম হইল কি।
এবার রামের হাথে কদাচিত জি॥
রাবন বলে ক্ষেতিতলে জা শুনি নাই ইহা।
নর বানরে সাগর বান্ধে গাছ পাথর দিয়া॥
জা সুনি নাই তাই হৈল আর বা কিবা হয়।
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি আমার কোন কার্য্যে নয়॥
এতকাল তোমা সোভাকে খাওলাম রাজভোগে।
জুগির থানে কুড়া গণ্ডা মাঙ্গি কোনকালে[১]॥
আপন পোউরস রাখ ধর পান নে।
রাম লক্ষন দুই বেটাকে বেন্ধা এনে দে॥
রাজারে আসীষ করিছে জত সেনাপতি।
আমরা থাকিতে তোমার কিসের দুর্গতি॥
সিতা নঞা কর ক্রিড়া আনন্দিত মনে।
আমরা মারিয়া দিব শ্রীরাম লক্ষনে॥
তিভুবন স্বহায় করা রাম জদি আনে।
তবু সিতা নারিব নিতে আমা সভা বিত্তমানে॥
সেগুলাকে ভয় করি নাই সকল বনের পসু।
এক চড়ে মেল্যা দিব ঘরপড়া না আসুক॥
সেই বেটা প্রোধান তার সব কটকের সার।
সেই আইলে মহারাজা রক্ষা নাই আর॥
সেই ভুলালেক বিভিসনাকে নানা কথা কয়্যা।
সেই সাগর বান্ধিলেক গাছ পাথর বয়্যা॥
জত দেখ মহারাজা সব চক্র তারি।
সেহ থাকিতে কেহ রাখিতে নারিবে রামের নারি॥

১। "কাজে" হইবে কি?

শেষ,—

দক্ষিনে অক্ষয় তুন বামেতে কোদণ্ড ॥
শিরে জটাভার রামের বাকল উতরি।
বস্যাছেন মহাশয় বিরাসন করি ॥
হনুমান জাম্বুবান সুগ্রিব বিভিসন।
হেন কালে আইল তথা বালির নন্দন ॥
দিবন্ধ শাসনে বস্যাছেন নারায়নে।
সম্রমে করিল রামের চরন বন্দনে ॥
লক্ষনের পদধুলি বন্দিলেন শিরে।
প্রনাম করিল গিয়া খুড়া মহাবিরে ॥
হনুমান পৃভিতি জতেক ছিল বস্যা।
অঙ্গদের সম্বাষ করিল সভে এসে ॥
রাবনের মাথার মকুট দিল ডালি।
কহিল সকল জত দিয়াছেন গালি ॥
থাটে হইতে জটে ধর্য্যা ফেল্যাছিলাম ভূঞে।
পশ্চাতে সে সব কথা সুনিবে লোক মুঞে ॥
তাহার আবস্তা করিআছি কহি করপুটে।
চুরি কর্য্যা এনেচি তার মাথার মোকুটে ॥
প্রিতয় না জান রান অঙ্গদের বোলে।
মোকুট দিলেন অঙ্গদ বিভিসনের কোলে ॥
বিভিসন বলেন গোসাঞি সুন রঘুমনি।
রাবনের মকুট বটে ইহা আমি জানি ॥
আনন্দে অ[বা]ধি নাই প্রভুরঘুনাথ।

৯৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

অঙ্গদরায়বার।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{1}{2}$×৪$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—৫, ৭—৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২১৬ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

হনুমানের কথা সুনি জাম্ববানে কহে।
গোসাই হনুমানকে জাই[তে]সে উচিত পুন,নহে ॥
রাবন বোলিবে এহী বানরা আসি প্রীতি জাতে।
বুজি ইহা বহি বির নাহি সুগ্রীবের সাথে ॥
বালির তনয় আছে কোন অর্থে উন।
অঙ্গদকে পাঠাইয়া দেও বলিবে চতুর্গুন ॥
জার বাপে খাওাইল তাকে সাত সমুদ্রের পানি।
তার পুত্র সভাতে জাইতে কবে ভয় মানি ॥
ক্রোধে অঙ্গদ জাম্ববানের দিগে চাএ।
ব্রর্দ্ধ পাগল হইতে বুদ্ধি লোপ্ত পায় ॥
হনুমান বহি বির নাহি জানিয়াছে খুড়া।
নিরর্থক পাচাল পারিয়া মরিচ কেনরে বুড়া ॥
হনুমান বলবান নিব্বল সমাই।
নিমির্থ রহিছি মোরা দেসেকে চলিয়া জাই ॥
চল রে আমরা জাই রামকে কহিয়া।
উর্দ্ধাড়িবেন সিতা খুড়া হনুমানকে লইয়া ॥
বুঝীলান জানকিনাথ অঙ্গদের ক্রোধ।
সকরুন বানি কিছু বলিলা প্রবোধ ॥
শ্রীরাম বোলেন বাছা সোন রে অঙ্গদ।
কুকার্য্যে করিছি আমি তোর পিতা বধ ॥
প্রানের অধিক তোকে দেখী সেহী হতে।
মোর ইচ্ছা নাহি তোকে সঙ্কটে পাঠাইতে ॥
শ্রীরাম বোলেন বাছা সুন যুবরাজ।
নখচ্ছেঁদ হইলে কুঠারের কিবা কাজ ॥
কি কাজ অঙ্কুসে জদি হাতে ফল পাই।
সেবক হইতে কাজ আপনে কেনে জাই ॥
ঘরের সেবক তোমার পবনকুমার।
সেবক উন্নঁতি হৈলে মহিমা তোমার ॥

শেষ,—

অহল্ল্যা পাসান হৈয়া ছিল দৈবদোসে।
মুক্ত হইয়া গেল জার চরন পরসে ॥
তুই জা কামনা করিয তর্ত্ত না জানিয়া।
তেহি বলি রামের চরন ভজ অভাগীয়া ॥

তুই আমার বাক্য সুন রে ভাড় আ গুরু।
তুই হইআছ মোর বাপের কির্ত্তী কল্পতরু॥
অতএব কথকাল থাকিলে ভাল হয়।
নহে পুনি এত কথা ভাল মুনিস্বে কয়॥
জদ্যাপীঅ বটি য়ামি প্রভু রামের চর।
তথাপী বংসের রক্ষা করিয়া জাব তর॥
তবে জদি তুই মোরে করিষ প্রলাপি।
তবে তুলি য়াছারিব মোর বেটী পাপী॥
সে জে দুত ভুত নহো ঘর পোড়াইয়া জাব।
বালির বেটা অঙ্গদ আমী ঘারের রক্ত খাব॥
আসিছি রামের আজ্ঞায় ভাল চাস ত ওঠ।
লাথির চোটে ভাঙ্গীব তোর মাথার মকুট॥
তোরে এক লাথি মারি ফেলিব ভুমিত।
কি করিতে পারে তোর পুত্র ইন্দ্রজীত॥
ভাই তোর কুম্বকর্ন্ন বির করিয়া লিথীস।
রাম ধনুকে বান লইলে কি যে তা দেথীস॥
এহি তোর সেনাপতি য়াছে লাথে লাথে।

৯৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

অতিকায়ের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩ × ৪২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১-১৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৬ সাল। সম্পূর্ণ।

৯৭। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

অতিকায়ের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৪, ৭-৮, ১৫-১৯। প্রথম পাতাখানি পরবর্ত্তী যোজনা। পৃতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। পুথির শেষ পৃষ্ঠায় সন ১২৩৪ সাল লেখা আছে। খণ্ডিত।

মধ্য,—

চলিল ইন্দ্রজিত বির রনে দিতে হানা।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কাপীছে সর্ব্ব জনা॥
সর্ন্ন সামন্ত নয়্যা বির জুঝিবারে লড়ে।
মা মন্দদরির তরে তথন মনে পড়ে॥
সম্ভাসিব বলি মা পৌর্ত্তুষ বিহানে।
জুঝিবার হুড়াহুড় তথন পড়ে মনে॥
অসন্তোষে জাই জদী সংগ্রাম ভিতর।
আহার পানি ছড়িবেন মা কান্দীবেন বিস্তর॥
সর্ন্ন সামন্ত বির থুইয়া দুয়ারে।
মা সম্ভাসিতে গেলা ভিতর অন্তপুরে॥
সোনার পাচির ঘর সোনার আওয়ারি।
য়েগার সং ব্রহত্তের ভিতর রানি মন্দদরি॥
ভক্তীভাবে পুজে মহাদেব পার্ব্বতি।
গন্ধ চন্দন পুষ্প ঘ্রতের জ্বালে বাতি॥
ডাহীনে বহারি সব বামেতে ঝিয়ারি।
দষ হাজার সতিন বেড়ি রানি মন্দদরি॥
নয় হাজার আছে মেঘনাদের রমনি।
তিন লক্ষ অছে সর্ন্ন সামন্তের রানি॥
ইন্দ্রজিত দেখিতে হইল স্ত্রি সভের মেলা।
গগনমণ্ডলে জেন উদয় চন্দ্রকলা॥
হেনকালে ইন্দ্রজিত দাণ্ডায় মায়ের আগে।
চরনের ধুলা লইয়া থুইল মাথার পাগে॥
আস্তে বেস্তে মন্দদরি ধরে পুত্রের হাথে।
আসির্ব্বাদ করি রানি চুম্বু দিল মাথে॥
অনেক তপ করিনু পুজিনু উমা মহেশ্বরে।
সেই তপের ফলে তোমা ধরিনু উদরে॥
তোমা পুত্র প্রসবিয়া হৈনু মোক্ষ রানি॥
চেড়ি হয়্যা থাটে দশ হাজার সতিনি॥
বাপের দুলাল তুমি মায়ের পরান।

কাহা জুক্তি যুনিয়া জুর্দ্ধে করাছ পয়াণ ॥
রাক্ষস কটক বনে রাম মানুষ তপস্বি।
জাহার বানে পড়িল পুত্র ফিরিয়া না আসি ॥
হেন রামের সনে বাপু করিতে চাহ রন।
মানুষ নহে রামচন্দ্র আপনি নারায়ণ ॥
পরদার মোহা পাপ করে কোণ রাজা।
পরস্ত্রি হরে তোর পাপ নাহি করে লজ্জা ॥
কোটী কোটী দেবকন্যা তোর বাপের ঘরে।
এত স্ত্রি থাকীতে তবু পরদার করে ॥
সিতাদেবি আনে রামের বুক উপাড়ি।
সংসারের বানর লয়্যা রাম সাজে ধাড়ি ॥
একেশ্বর হনুমান সাগর হৈল পার।
লঙ্কাপুরি পোড়াইয়া করিল ছারখার ॥
আছিল তো বিভিসন মন্ত্রনাসাগর।
তারে লাথি মারিলেক সভার ভিতর ॥
পরস্ত্রি আনে তাহার নাহি অভিমান।
এখন জুঝিতে কেন পাঠায় আর জন ॥
তোমা পুত্র রাখিব আমি কপাট দিয়া দুয়ারে।
কি করিতে পারে রাম থাকীয়া বাহীরে ॥
সোনার চাঙ্গড়া ফিরাকু পড়ুক ঘোসনা।
আজী হইতে জুর্দ্ধে নাহি জুর্দ্ধ হইল মানা ॥
মন্দোদরি জত বলে বচন যুনি রোসে।
মায়ের কথা যুনিয়া বির মেঘনাথ হাসে ॥
ত্রিভুবন পুজিত মাগো হেন আমার বাপ।
ইন্দ্র জম জিনিয়া বাপার দুজ্জয় প্রতাপ ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া জয় আমার বাপের তেজে।
হেন বাপ নিন্দা কর স্ত্রিসভার মাঝে ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া মাগো ইন্দ্রের ইন্দ্রাণি।
সচি হইতে অনেক গুনে তুমি ঠাকুরাণি ॥
বামা জাতি স্ত্রি তোমার বামা বচন।
স্বয়ামি নিন্দা কর মাগো কীসের কারণ ॥
সগর্গ মর্ত্ত পাতালে আছেন জত জন।
পরদার পাপ নাহি করে কোন জন ॥
ইন্দ্র যুরপতিরাজ সকল দেবের সার।
অহল্য গৌতমের স্ত্রিকে করে পরদার ॥
সবে বলে ইন্দ্ররাজা দেবের উত্তম।
জার পরদারে অহল্যা হইল পাসান ॥
পরদার করে চন্দ্র ব্রহস্পাতির ঘরে।
গুরুপত্নি পাইয়া চন্দ্র পরদার করে ॥
সংসার আল করে চন্দ্র জগত উপরে।
পরদার পাপ তার কী করিতে পারে ॥
জগতের প্রানধন দেবতা পবন।
বলে ধরি বানরিরে করিল গমন ॥
কোন দেবতার মা গো নাহি অপরাধ ॥
সবে মাত্র দেখ মোর বাপের অপরাধ ॥
দেবগন হয়্যা এত করে অবিচার।
পরদারে পাপ নাহি পুরুসের অঙ্গভার ॥
মানুষ বেটা হয়্যা সেই রণে বিপরিত।
তার স্ত্রি আনিয়াছে বাপা কোন অনুচিত ॥
রাক্ষস কটক মারিয়া রাম কুলের হৈল বৈরি
ভাল করিল বাপা তার আনিলেক নারি ॥
অগ্নীর সেবা করিব মাগো এই হইল বেলা।
তাহে জজ্ঞ করি মাতা নাম নিকুম্ভিলা ॥
সাক্ষাত হইবে অগ্নী মোর বিদ্যমান।
ইন্দ্রজীতের সমুখে অগ্নী হইবে অধিষ্ঠান ॥
চারি দুয়ারে আছে রামের জত সেনাপতি।
সকল টাক মারিব আমী আজীকার রাতি ॥

(পৃ০ ১৫।২-১৭।১)

৯৮। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

অতিকায়ের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ।
আকার ১৪ × ৪২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২-৮।

প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪১ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

অতিকা বলিছে বাপ কাথে তুমার ডর।
হেটমাথে বসি কেন সিংহাসনের উপর॥
কত রাজা জিনিঞাছ দেব পুরন্দর।
কাথে না জিনিঞাছ বাপ সংসার ভি[ত]র॥
হাথে ধরিয়া পুত্রেরে বসাইল সিংহাসনে।
কোলে করিয়া বলে রাজা মধুর বচনে॥
রাবন বলে ওরে বাপু কাহে নাই ডর।
নর বানরে বাপু অড়িল আ[থা]ন্তর॥
দসরথনন্দন মুনশ্য দুই বেটা।
বাকল পরিধান রাম মাথায় ধরে জটা॥
বাকল পরিধান রাম মুর্ত্তিমান তপশ্বি।
সঙ্গে করিয়া নঞা বুলে পরমরূপসি॥
ত্রৃভুবনে দেখি নাই এমন সুন্দরি।
সুর্প্পনখার নাক কান কাটিল লক্ষন বির॥
কোপে হরিয়া আনিলাম তাহার নারি।
বানর সঙ্গে ভেদ করিয়া বেড়িল লঙ্কাপুরি॥
নিদ্রা না জায় সুগ্রিব বালি রাজার ডরে।
বেলে মারিয়া রাম সুগ্রিবে রাজা করে॥
বিভিসন ভাই ছিল মন্তির অধিষ্টান।
আমাকে ছাড়িয়া গেছে রঘুনাথের স্থান॥
মন্তনা করিয়া করিল সাগর বন্দন।
পার হঞা এল রাম জত বানরগন॥
হাথে ধনুর্ব্বান রাম মাথায় জটাধারি।
বানর স্বহায় করিয়া বেড়িল লঙ্কাপুরি॥
জত জত বির গেল রন করিবারে।
বাহুড়িয়া কোন বির না য়াইল ঘরে॥

বিভীষণের উপদেশে হনুমান্ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণবেশে অতিকায়ের নিকট হইতে অক্ষয় কবচ সংগ্রহের কথা আছে (পৃ০ ৬।২-৭।২)।

৯৯। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

তরণী সেনের যুদ্ধ পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস। উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩১/২ × ৪১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। সম্পূর্ণ; প্রথম পাতাখানি অন্য পুথির।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি—
বিশ্টু পুজা করি ছেন তরনি বশীয়া।
ধ্যেন গাতে আছেন মুনি আনন্দিত হইয়া॥
তুলশীর মালা কণ্ঠে অতি যুদ্ধমতি।
হেনকালে আতকায় আইলা শারথি॥
শারথির মুখেতে যুনিলা বিবরন।
পেয়েছে অতিকা বির শ্রীরাম চরণ॥
অনেক করিয়া আমিহ আছিয়া তব রনে (?)।
শ্বরির তেজিব গিয়া শ্রীরামের বানে॥
কিন্তু মোর মনেতে শন্দেহ বড় হয়।
মোরে কেন দয়া করিবেন মহাশয়॥
জন্মিলাও বৈরিপক্ষ রাক্ষশের কুলে।
মোর স্থান হব কেন চর[ন] কমলে॥
জে হকু ভাগ্যেতে রনে করিব গমন।
এত বলি চলি গেলা ভেটিতে রাবন॥
তনয়ের শোকে রাজা পরে ভুমিতলে।
মহাবির তরণী গেলেন হেন কালে॥
জনকের জেষ্ট ভাই রায্যের প্রধান।
রাজ ব্যেবহারে তারে করিলা প্রনাম
সোকাকুল রাজা তারে নারিল চিনিতে।
তরনি বিদায় মাগে রাজার সাক্ষাতে॥

তরনির বোল যুনি বলেন রাবন।
বংশের তিলক থাক করিতে তর্প্পন॥
এক সত পুত্র মৈল্য পোউত্ত বিসাসয়।
নর বানরের হাথে সব হইলা ক্ষয়॥
ভাত্রিপুত্র য়বধি মরিলা সর্ব্বজন।
তুমি থাক আমি মৈল্যে করিতে তর্প্পন॥
বিসেসে বৈষ্টব তুমি জানে সর্ব্বজনে।
পরকালে মুক্ত হব তোমার তর্প্পনে॥

মধ্য,—

জুড়িআ জু গ[ু]ল পানি বাক্য যুন রঘুমুনি
আমি দিন হিন কুলাঙ্গার।
জন্মিলাঙ রাক্ষসকুলে নিজ পূর্ব্ব পাপফলে
না জানিলু মহিমা তোমার॥
তুমি য়নাথের গতি ক্রৃপা কর রঘুপতি
দেবাসুর নরে কিবা জানে।
কে জানে তোমার মর্ম্ম তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম
দয়া কর আপনার গুনে॥
তুমি মিন রূপ ধরি উদ্ধারিলে বেদ চারি
ধরনি ধরিলে পৌষ্টপর।
দন্তেতে ধরিলে ক্ষিতি স্তম্বপরে কৈলে স্থিতি
বিদির্ন্ন কস্যপ দুরাচার॥
ছলেতে বায়ন হঅা বলিরে ছলিল গিয়া
ধরনি ধরিলে হাথে হাথে।
বলিরে ভণ্ডনা করি নিলে রসাতল পুরি
দুআরি হইলে হরসিতে॥
সাধিলে দেবের কাম চয়ুরূপী ভৃগুরাম
নিক্ষেত্তি করিলে মেদনি।
বধিতে রাক্ষসগন রামরূপ নারায়ন
আমি মুর্খ কি বলিতে জানি॥
দুর কর অভিরোস ক্ষেমহ দাসের দোস
স্মরন লইলু রাজা পায়।
বলিতে চক্ষেতে ধারা বয় অবাক হইআ রয়
চাঁদমুখ ঘন ঘন চায়॥
ভাল মন্দ নাই জানি নিজ গুনে রঘুমুনি
রাখ বলি ছাড়েন নিশ্বাস।
দ্বিজ মধুকন্ট ভনে রাঘবের শ্রীচরণে
বন্দিআ পণ্ডিত কির্ত্তিবাস॥ (পৃ° ৭।২-৮।১)

শেষ,—

তবে মুণ্ড লআ জায় বির হনুমান।
তরনির মুণ্ড সদা জপে রাম নাম॥
বৃসবে ডাকিয়া শিব বলেন বচন।
তরনির মাথা গোটা আনহ এখন॥
বুঝিনু বিধাতা মোরে প্রসন্ন হইল।
পঞ্চমুখ ছিল বিধি ছয় মুখ দিল॥
হনুমান ডাকি বলে সদাশিব ঠাক্রি।
এথা মাথা রাখিতে প্রভুর আজ্ঞা নাই॥
এত বলি মুণ্ডগোটা ফেলে গঙ্গাজলে।
গঙ্গাজলে পড়ি মাথা রাম রাম বলে॥
মাথা রাখি হনুমান করিলা গমন।
জথায় শ্রীরামচন্দ্র দিলা দরসন॥
এথানে তরনি বির চড়ি দির্ব্ব রথে।
বৈকন্টে চলিআ জায় হাসিতে হাসিতে॥
প্রভু সম মুর্ত্তি বির ধরি ততক্ষনে।
দ্বিভুজ শ্যামল মুর্ত্তি বনমালা গলে॥
আনন্দে প্রভুর পদ পাইলা তরনি।
এথানে বানর করে রাম জয় ধ্বনি॥
ভগ্নদুত কহে (গিআ) রাবন গোচর।
হত হইলা তরনি সেন যুনে লঙ্কেস্বর॥
অজ্ঞান হইয়া রাজা পড়িলা তখন।
পুত্র পোউর্ত্ত ভার্ত্তা নাই করিতে তপ্পন॥
এতেক বলিআ রাজা ধরনি লোটায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

—

১০০। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

তরনীসেন বধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পত্রসংখ্যা, ১-১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বৰ্দ্ধমান।

মধ্য,—

তরনি জননি আগে সম্ভ্রমে বিদায় মাগে
স্থন মাতা করি নিবেদন।
নিবেদন বির বলে অবশ্য জাইব রনে
দেখিবারে রাজিবলোচন॥
তব গর্ব্ভে জন্ম লয়া কেবল জন্তনা দিয়া
জুঝিবারে করিলাম গমন।
অভাগার ভাগ্য জত দুঃখ পাই তত তত
ক্ষেমা কর করি নিবেদন॥
গর্ব্ভেতে ধারন কৈলে প্রসববেদনা পাইলে
পরিস নারিলে বারে বারে।
করাইলে স্থন পান পড়াইলে দিব্য গ্রান
আমি জাই ছাড়িয়া তোমারে॥
জদি তব আজ্ঞা পাই রাম দরসনে জাই
মোনে [মোর আছে] বড় সাধ।
চরন কোমলে কই তনএর জজ্ঞ নই
কেবল করিলাম তোমায় বধ॥
এই বড় অভিলাস হইব তোমার দাষ
জদি আজ্ঞা কর২ আমাকে।[১]
তুমি গো পরমগুরু গর্ব্ভধারি কল্পতরু
আমি জাই করিবারে রন।
বিরের বচন স্থনি কহেন বিনয় বানি
স্থন স্থন আমার বচন॥
সদা তুমি সাবধান আছএ পরম জ্ঞান
পাবে পুত্র রাম দরসন।
নরকে উদ্ধার করে পুত্র বলি তাহারে[২]
স্থন মাতা করি তব পায়॥
স্থনিএগ পুত্রের কথা মোনেতে পাইল বেথা
নাচারি রচিল কিত্তিবাস॥

(পৃ° ৩।১-২)

শেষ,—

ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবন গোচর।
তরনি পড়িল রাজা স্থন লঙ্কেশ্বর॥
স্থনিআ রাবন রাজা ছাড়েন নিশ্বাস।
তরনির পালা সায় গাইল কিত্তিবাস॥

১। মেলকটি নাই

২। ইহার পর ৯৯ সংখ্যক পুথিতে এইরূপ আছে,—

স্থন মাতা কহি তব ঠাঞি।
না কহ এমোন কথা সক্ত মোর মাতা পীতা
উর্দ্ধার করিতে কিছু নাই।
স্থনিএগ পুত্রের কথা রানি করে হেট মাথা
অবিরত ছাড়েন নিশ্বাস।
দ্বিজ মধুকণ্টে ভনে * * * * * *
বলিআ পণ্ডিত কির্ত্তিবাস॥

সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৪৩

বাঙ্গালা
প্রাচীন পুথির বিবরণ

[পরিষৎপুথিশালায় সংগৃহীত]

তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
সঙ্কলিত

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩৩৩

মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে—।৶০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ।।০,
সাধারণের জন্য ।।৶০।

ভূমিকা

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে হাতের লেখা পুরাণো পুথি যে একান্ত প্রয়োজন, এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। আজকাল আমরা যেমন ছাপা বই অতি সহজেই পাইতে পারি, বাঙ্গালা দেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বই পাইবার তেমন সহজ উপায় ছিল না। অনেক কষ্টে কাহারও নিকট হইতে পুথি সংগ্রহ করিয়া, তাহা নকল করিয়া বা করাইয়া লইতে হইত। ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে এই রকম করিয়াই দেশে সাহিত্যচর্চ্চা হইত। ক্রমশঃ ছাপাখানার কল্যাণে আধুনিক উপন্যাস নাটক যত বাহির হইতে লাগিল, কষ্টলভ্য পুথির প্রতি আগ্রহ ততই কমিতে লাগিল। এইরূপে ধীরে ধীরে পুথি অপ্রচলিত হইয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে শিক্ষিত-সমাজে প্রাচীন সাহিত্যের চর্চ্চাও একরূপ বিলুপ্ত হইল।

সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হইবার কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন কালে সাহিত্য-চর্চ্চা বলিয়া কোন জিনিসই ছিল না। অশিক্ষিত লোকেরা পাঁচালী গান করিত, মুদী দোকানদারেরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত পড়িত—শিক্ষিতেরা ঘৃণায় সে দিকে বড় একটা দৃষ্টিপাত করিত না।

সৌভাগ্যক্রমে এখন আর সে দিন নাই। পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, মুন্সী আবদুল করিম, ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র, স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ব্যোমকেশ মুস্তফীপ্রমুখ সাহিত্যিকগণের চেষ্টায় প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আমরা সেই দ্বারে প্রবেশ করিয়া এখন দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের এই প্রাচীন সম্পদ্ নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়;—ইহাতে আমাদের জানিবার শুনিবার, বুঝিবার, শিখিবার অনেক আছে এবং আরও বাকী আছে—এই সম্পদ্ সংগ্রহ করিবার।

মুসলমান-বিজয়ের আগে—চৈতন্যদেবের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। কিন্তু প্রমাণে সন্তুষ্ট হইলেই আমাদের চলিবে না; তাহার নিদর্শন আরও আমাদের সংগ্রহ করিতে হইবে। এখনও কত মঠে মন্দিরে, কত পল্লীর নিভৃত কুটীরে কত রত্ন লুক্কায়িত থাকিয়া কালের করাল আক্রমণে ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এখনও আমরা এগুলির উদ্ধারে যত্নবান্ না হইলে ভবিষ্যতে পরিতাপ করিয়াও আর পাওয়া যাইবে না।

জাতির অতীত ইতিহাস আলোচনায় প্রাচীন সাহিত্য অন্যতম উপাদান। যে জাতি প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদে যত অধিক সম্পন্ন, সে নিজেকে ততই গৌরবান্বিত মনে করে। যে জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, প্রাচীন সাহিত্য তাহার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কেন না, প্রাচীন সাহিত্যেই সেই সময়ের সামাজিক সংস্থান, যান-বাহন, রন্ধনশালা, শয়নাগার, অশন-বসন, খাদ্যদ্রব্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে।

অতএব আমাদের উচিত—সর্ব্বপ্রযত্নে পুথি সংগ্রহ করা। যদিও বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং রঙ্গপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি পরিষদের শাখা অনেক পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তে বীরভূম রতন লাইব্রেরী, বোলপুর শান্তিনিকেতন, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনেক পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে, এবং বাঙ্গালা দেশ হইতে এখনও পুথির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও এমন অনেক পুথি আছে, যাহার নাম পর্য্যন্ত হয়তো আমরা অবগত নই। সেই সমস্ত পুথি যদি আবিষ্কার করিতে পারা যায়, তবে সেগুলি দ্বারা হয়তো বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের এক একটা অধ্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

বাঙ্গালা পুথি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিবার পূর্ব্বে পুরাণো পুথিশালা ও পুথির কথা কিছু বলিব। ঠিক ইতিহাসের দিক্ দিয়া নয়, পুথির ইতিহাসের দিগ্‌দর্শন জন্য আলোচনা হিসাবে কয়েকটা কথা বলিব।

ভারতবর্ষে পুথি প্রাচীন কালে ছিল। কতকাল পূর্ব্বে ছিল, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে লোকবৃত্তপ্রসঙ্গে প্রতিসন্ধ্যায় পুস্তক-বাচনের প্রথার উল্লেখ আছে। পুস্তকবাচন করিতে হইলে পুথি মুখস্থ করিয়া আওড়াইতে হইত। ঐ সময় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সভা-সমিতি থাকিত। লোকেরা প্রতি সন্ধ্যায় আসিয়া সেখানে আমোদ আহ্লাদে যোগ দিত। আমোদের মধ্যে পুস্তকবাচন—মুখস্থ পুথি আওড়ান একটী নিত্যকর্ম্ম ছিল।

বাবিলনে, আসিরিয়ায় ও মিসরে খৃষ্টাব্দের ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বেও যে পুথিশালা ছিল, তাহার মুখ্যভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক বা বৈদিকযুগের অব্যবহিত পরে পুথিশালা ছিল কি না, তাহার মুখ্য বা গৌণ কোনরূপই প্রমাণ আমাদের নাই। সকলের চেয়ে পুরাতন পুথিশালা মিসরেই ছিল বলিতে হয়। মিসররাজ Memphisএর Osymandyas এই পুথি-শালা স্থাপন করেন। পুরাতন যুগে Alexandrian Libraryই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। ইহাতে ৪০০,০০০ বই ছিল। ইহার পর Pergamonএর রাজাদের গ্রন্থাগারের নাম করা যাইতে পারে। ইহার গ্রন্থসংখ্যা ২০০,০০০। দুঃখের বিষয়, এই সময় ভারতের কোন গ্রন্থশালা ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভারতের শিক্ষাদীক্ষা প্রাচীন জগতের কেন্দ্রস্থান ছিল, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এক সময়ে এশিয়ার শিক্ষাদীক্ষার

কেন্দ্রভূমি ছিল তক্ষশিলা, বারাণসী, কৃষ্ণাতীরবর্ত্তী শ্রীধন্যকটক, নালন্দা, বিক্রমশিলা ও ওদন্তপুরী। কিন্তু প্রাচীন যুগের পুথিশালা সম্বন্ধে বলিতে হইলে বলিতে হয়—বাবিলন, আসিরিয়া ও মিসর এবং এমন কি, গ্রীক ও রোমের পরও ভারতের স্থান।

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে গান্ধার-মধ্যবর্ত্তী তক্ষশিলা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার ও অন্যান্য শিক্ষার প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। ইহা বর্ত্তমান রায়লপিণ্ডি (Rawalpindi) হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে। ব্রাহ্মণ ও বড় বড় লোকের ছেলেরা শিক্ষার জন্য এখানে আসিত। তক্ষশিলার ছাত্ররাও বারাণসী ও পাটলিপুত্রে পড়িতে যাইত। বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ছাত্রেরা তক্ষশিলায় পড়িয়া, সেখান থেকে বারাণসী ও পাটলিপুত্রে যাইত। তক্ষশিলার তীক্ষ্ণধী ছাত্ররা কখন কখন বারাণসীতে গিয়া শিক্ষকতাও করিত। যখন শিক্ষকেরা ছাত্র পড়াইতেন বা কাহারও সঙ্গে কোন বিশেষ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন, তখন তাঁহাদের হাতে বেশ সুন্দরভাবে বাঁধান বই থাকিত। বর্ষ, উপবর্ষ ও পাণিনি প্রথমে তক্ষশিলার ছাত্র ছিলেন। পরে তাঁহারা তক্ষশিলা ত্যাগ করিয়া পাটলিপুত্রে গমন করেন। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় এ কথা লেখা আছে। এই সমস্ত বিদ্যাপীঠে নিশ্চয়ই পুথিশালা ছিল। গান্ধারের তক্ষশিলায় লেখা একখানা পুথি সম্প্রতি খোটানের নিকটে গোসিঙ্ (Gosing) নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মধ্য-এশিয়ায় কুষাণযুগের গোড়ার দিকের কয়েকখানি বৌদ্ধ নাটক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি তিনটী বিদ্যাপীঠের কোন একটীতে লেখা হইয়াছিল। আরও আগেকার ভারতীয় পুথি মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধমঠে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১২ বৎসর পূর্ব্বে Dr. Stein মধ্য-এশিয়া হইতে অনেকগুলি অতিপ্রাচীন বৌদ্ধ পুথি আবিষ্কার করিয়াছেন।

চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তীর্থযাত্রীরা বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতে আসিতেন। সর্ব্বপ্রথম ফা-হিয়ন (Fa-Hian) চীনের পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী চ'ঙ্-অন্ (Ch'ang-an) হইতে ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে যাত্রা করেন এবং ছয় বৎসর পরে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি বৌদ্ধদের ৩০টী পবিত্র স্থান দর্শন করেন। তিনি এক সঙ্গে ২।৩ বৎসর পাটলিপুত্র ও তাম্রলিপ্তির বিদ্যাপীঠে অবস্থান করিয়াছিলেন। এইখান হইতে তিনি সিংহলে গমন করেন। তথা হইতে চীনে ফিরিয়া যান। বৌদ্ধদের বিবিধ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ এই সকল স্থান হইতে সংগ্রহ ও নকল করেন। যে সমস্ত মঠে তিনি গিয়াছিলেন, সেগুলি খুব বড় ছিল—মঠগুলিতে ৬০০।৭০০ ভিক্ষু থাকিত। পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বৌদ্ধদের বিনয়পিটক লিখিয়া লন। তিনি সেখানে মহাসঙ্ঘিকবাদীদের নিয়ম, সর্ব্বাস্তিবাদীদের ৬০০০।৭০০০ গাথা, সংযুক্তাভিধর্ম্মহৃদয়সূত্র, পরিনির্ব্বাণবৈপুল্যসূত্রের একটী অধ্যায় (৫০০ গাথা), মহাসঙ্ঘিক অভিধর্ম্ম এবং ২৫০০ গাথায় সম্পূর্ণ একটী সূত্র তিনি দেখিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীনতম পুথিশালার নিদর্শন ইহার পূর্ব্বে আর কোথাও পাওয়া যায় নাই।

ফাহিয়ানের ২০০ বৎসর পরে চীনপরিব্রাজক যুয়ন-চোয়ঙ (Yuan-Chwang) ভারতবর্ষে

আগমন করেন। তিনি ষোল বৎসর (৬২৯—৬৪৫) ধরিয়া মধ্য-এশিয়া ও উত্তর-ভারত ভ্রমণ করেন। সি-যু-চি (Hsi-yu-chi) নামক পশ্চিমদেশবিবরণ গ্রন্থে বৌদ্ধদের বিদ্যা ও আচার বিশেষ করিয়া বর্ণিত আছে। ভারতবর্ষে কান্যকুব্জরাজ হর্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ভারতের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গলাভ করেন। মহাযানবিদ্যাকেন্দ্র নালন্দায় তিনি শীলভদ্রের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন; এইখানে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি একটী প্রাচীন সঙ্ঘারাম দর্শন করেন। এখানে অনেক মঠ ও মন্দির ছিল। ১৮ সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা সেখানে থাকিত। হিরণ্যপর্ব্বতে গঙ্গাতীরে তিনি একটী নগর দর্শন করেন। এখানে ১০টী সঙ্ঘারাম ও ৪০০০ হীনযান সম্মিতিয়বাদী দর্শন করেন। তাম্রলিপ্তিতে ১০টী মঠে ১০০ জন ভিক্ষু দেখেন। এইরূপে নালন্দা প্রভৃতি বহু স্থানে মঠাদি অবলোকন করেন। য়ুয়ন-চোয়ঙ্ চীনা শাস্ত্রের বড় বড় বাণ্ডিল পুথি লইয়া যান। ভারতে কত বড় বড় পুথিশালা ছিল, তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থের তালিকা হইতে বেশ বোঝা যায়। তিনি মহাযান-সূত্রের ২২৪ খানি, মহাযান-শাস্ত্র ১৯২ খানি স্থবিরবাদীদের গ্রন্থের ১৪ খানি, মহাসঙ্ঘিকবাদীদের ১৫, সম্মিতীয়-বাদীদের ১৫, মহীশাসকবাদীদের ২২, কাশ্যপীয় গ্রন্থ ১৭, ধর্ম্মগুপ্তীয় গ্রন্থ ৪২, সর্ব্বাস্তিবাদীদের ৬৭, হেতুবিদ্যা ৩৬, শব্দবিদ্যা ১৩ খানি অর্থাৎ ৬৫৭ খানি গ্রন্থের ৫২০টী বাণ্ডিল পুথি চীনদেশে লইয়া যান। তাকাকুসু (Takakusu) প্রদত্ত তালিকা হইতে এই সংবাদ পাওয়া যায়।

৭ম শতকের শেষে চৈনিক পরিব্রাজক ই-ৎসিঙ্ (I-tsing) নালন্দা বিদ্যাপীঠে ১০বৎসর (৬৭৫—৬৮৫) বিনয়গ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত করেন। তিনি বলেন, একমাত্র মঠেই ৩০০০ ভিক্ষু থাকিত। নালন্দাতে ৮টী হল ছিল, তাতে ৩০০টী ঘর ছিল। এখানে কখন্ কেমন করিয়া অধ্যয়নাদি হইত, তাহার একটী মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে।

এখন দেখা গেল যে, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম শতকে বৌদ্ধ মঠগুলিতে নানা রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আবার আর এক দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময় ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের যথেষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। গুপ্তদের হিন্দুবংশের রাজত্বকাল ৩২০ খৃষ্টাব্দ। সমগ্র উত্তর-ভারতে ইঁহাদের আধিপত্য ছিল। ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে হূনদের আক্রমণে এই রাজত্বের ধ্বংস হইয়াছিল বটে, কিন্তু হিন্দুসম্রাট্ হর্ষ গুপ্তরাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই গুপ্তদের রাজ্যকালে দেশের চারি দিকে হিন্দুমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। হেমাদ্রি প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা হুকুম জাহির করিলেন যে, মন্দিরে পুস্তকদানে মহাপুণ্য। অমনি দলে দলে লোকে পুথি দিয়া মন্দির পূর্ণ করিতে লাগিলেন। মন্দিরগুলি এইরূপে এক একটী পুথিশালা হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে পুথিদানের নজিরও বিরল নয়। ৫৬৮ সালের বলভী-লিপিতে এইরূপ দানের উল্লেখ আছে। গুপ্তযুগে মন্দিরগুলি গ্রন্থভাণ্ডার হইয়া উঠিল। ৬৫০ খৃঃ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পুথি-সংগ্রহ একটা নেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর এই সময় ভারত বহু রাজ্যে বিভক্তও হইয়াছিল।

পুরাতন পুথিশালা প্রথমে দুই রকমের ছিল—কতকগুলি মঠের সংলগ্ন, কতকগুলি

মন্দিরের সংলগ্ন। তার পর যখন রাজাদের অনুগ্রহে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য খুব বাড়িয়া উঠিল, তখন সম্ভ্রান্ত লোকেরাও নিজেদের বাড়ীতে ভাল ভাল পুথির সংগ্রহ রাখিতে লাগিলেন। নালন্দাবিদ্যাপীঠে অনেকগুলি সুবৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ পুথিশালা ছিল। ৪র্থ শতকে নালন্দা একটী ছোট গ্রাম মাত্র। কিন্তু এই সময়ে সিংহলরাজ মঘবর্ম্মা সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকালে (৩৩০—৩৭৫) আম্রবনে প্রকাণ্ড বিহার নির্ম্মাণ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ৭ম শতকে য়ুয়ন-চোয়ঙ্‌ যখন ভারতে আসেন, তখন ইঁহার খুব নাম। চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, পদ্মসংস্থ ও বীরদেব এই নালন্দায় অধ্যয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। দিঙ্‌নাগ নালন্দায় অনেক কাল কাটাইয়াছিলেন। এখানে 'রত্নোদধি'তে পুথি সংরক্ষিত থাকিত। রত্নোদধি হীনযান ও মহাযানদের ৯ তলা মন্দির। ১৯১৫-১৬ সালের Arch. Reportএ উল্লেখ আছে যে, খুঁড়িয়া দেখা গিয়াছে যে, ঘরগুলি ১২ ফুট × ৮ ফুট। এই বিরাট্‌ পুথিশালাটী কেমন করিয়া নষ্ট হইয়া গেল, তাহা জানা যায় না। তিব্বতে একটী প্রবাদ আছে যে, তৈর্থিক ভিক্ষুরা রত্নোদধি পুড়াইয়া ফেলে। যাহা হউক, ৯ম শতকে নালন্দা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কিন্তু এটা ঠিক যে, তখন ইহা বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র ছিল না। এই সময় পাল-রাজাদের চেষ্টায় দুইটী বিরাট্‌ বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়—একটী বিহারে ওদন্তপুরীতে, আর একটী গঙ্গার উত্তর-তীরে বিক্রমশিলায়। ওদন্তপুরীরাজ গোপাল বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন; পালবংশের ২য় রাজা ধর্ম্মপাল (৮০০ খৃঃ) বিক্রমশিলায় বিদ্যাপীঠ ও গ্রন্থভাণ্ডার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইহা তান্ত্রিক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। ন্যায় ও ব্যাকরণও এখানে পড়া হইত। বিক্রমশিলায় সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী-ভাষায় তর্জ্জমা করা হয়। তিব্বতী পণ্ডিতরাও এখানে অধ্যয়ন করিতেন। তিব্বতের সাহিত্য এক বিরাট্‌ ব্যাপার। নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলার পুথিশালা হইতেই তিব্বতীয় বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি। ওদন্তপুরীর পুথিশালা বিহারের মন্দিরেই অবস্থিত এবং নালন্দার পুথিশালার চেয়ে বড়। এই চমৎকার পুথিশালাটী ১২০২ সালে বখতিয়ার খলজীর এক সেনাপতি পুড়াইয়া দেন। তখন বিভিন্ন বিহারের অধিকাংশ ভিক্ষু নেপালে ও তিব্বতে পলাইয়া যায়।

প্রাচীন কালের পুথি বা পুথিশালা সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানা যায় না। ১০ম ও ১১শ শতকে চীনে একটী খুব বড় বৌদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। এখানে ভারতীয় ভিক্ষুরা গিয়া চীনাভাষায় ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ তর্জ্জমা করিত। উদ্যবাসী ধনপাল এইরূপ একজন ভিক্ষু। তিনি ৯৮০ সালে চীনে যান। ধর্ম্মদেব নামক আর একজন ভারতবাসী তাঁহাকে সাহায্য করেন। ৯৯৫ সালে কলসন্তি, ৯৯৭ সালে রাহুল, ১০০৪ সালে শ্রমণ শীলভদ্র, ১০১৬ সালে ধর্ম্মদেব চীন-রাজসভায় গিয়া গ্রন্থানুবাদ করেন।

পুথিশালার ইতিহাসে জৈনদেরও কীর্ত্তি বড় কম নয়। রাজপুতানা, গুজরাট, পাটন, জসল্মীর, সুরাট্‌, কাম্বে, থরড্‌, ভট্টনের ও অমেদাবাদের উপাশ্রয়ে উৎকৃষ্ট পুথিশালা

তাঁহাদের ছিল। এই সমস্ত পুথির সংগ্রহ মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখনও বর্ত্তমান আছে। উপাশ্রয়গুলি বিহারের মত। ইঁহারা পুথিশালাকে ভারতীভাণ্ডার বা শুধু ভাণ্ডার বলেন। কোন কোন ভাণ্ডারে ১০,০০০এর বেশী পুথি আছে। গায়কোয়াড়ের রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী পাটনের ভাণ্ডার ১১।১২ শতকে খুব বিখ্যাত ছিল। উপাশ্রয়ে যতিরা বাস করেন। উপাশ্রয় যত পুরাতন, তাহার পুথিশালা তত মূল্যবান্ ও উপাদেয়। পাটনে ১২র বেশী উপাশ্রয় আছে। এটী চালুক্যদের সময়ে নির্ম্মিত। ইহার পুথির সংখ্যাও খুব বেশী। পাটন ভাণ্ডার অন্যান্য ভাণ্ডার অপেক্ষা বড়। কর্ণেল টড্ (Col. Tod) হেমাচার্য্যের ভাণ্ডার আবিষ্কার করেন। লোকে ইহাকে পাটনভাণ্ডার বলে। এই সমস্ত ভাণ্ডার নগরশেঠ ও পঞ্চের কর্ত্তৃত্বে রক্ষিত। এগুলির বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া অতীতের গৌরবময় অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে।

খরডের ভাণ্ডারগুলিতে জৈনসম্প্রদায়ের ইতিহাসগ্রন্থ ও বহু শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। জসল্মীরে পরেশনাথ মন্দিরের অধীনে পাটনে একটী সুন্দর ভাণ্ডার আছে। ধারার ভোজরাজের প্রাসাদে ১১শ শতকে একটী বৃহৎ পুথিশালা ছিল। সাহিত্যে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন পুথিশালার কথা উল্লিখিত নাই। সিদ্ধারিয় মালববিজয়ের পর পুথিশালাটী অনিলবাড়ে লইয়া যান এবং চালুক্য-রাজকীয় পুথিশালার সঙ্গে মিশাইয়া দেন। এই পুথিশালাটী খুব প্রসিদ্ধ। চালুক্যরাজ বিশালদেবেরও (১২১২—১২৬২) ভারতী-ভাণ্ডার নামে একটী সুন্দর পুথিশালা ছিল।

আজও ভারতের নানা স্থানে রাজকীয় পুথিশালা আছে। রাজস্থান, আলোয়ার, জয়পুর, যোধপুর, বিকানের, জম্মু, মহীশূর, তাঞ্জোর, নেপাল প্রভৃতি গ্রন্থাগারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যোধপুর দরবার লাইব্রেরীতে ১৮০০ সংস্কৃত পুথি আছে; ছাপা বই, হিন্দী ও মারয়াড়ী পুথিও যথেষ্ট। দুষ্প্রাপ্য পুরাণ, তন্ত্র ও মাহাত্ম্যগ্রন্থের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। জসলমীর গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য পুথি, কাব্য, হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা বড় কম নয়। দুষ্প্রাপ্য জৈনগ্রন্থও আছে। তালপাতায় লেখা ১২, ১৩ ও ১৪শ শতকে দুষ্প্রাপ্য হিন্দুশাস্ত্রের পুথি ৫০ খানির উপর আছে। বিকানের লাইব্রেরীতে ১৪০০ পুথি আছে। ভট্নেরে সংস্থিত গ্রন্থাগারে প্রায় ৮০০ পুথি আছে। কাশ্মীরের রাজারা পুরাণো পুথির বড়ই তারিফ করিতেন; অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া পুথিও সংগ্রহ করিতেন। নেপালের দরবার লাইব্রেরী এই সমস্ত লাইব্রেরীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন—ইহাতে প্রায় ৫০০ তালপাতার পুথি আছে। তাঞ্জোর লাইব্রেরী ষোড়শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত—এটী সর্ব্বাপেক্ষা বড়। অনেক দামী পুথি আছে।

মুসলমানরাও তাঁহাদের পুথিশালা নির্ম্মাণ করিতেন। সুলতান জলালুদ্দীন খল্জী রাজকীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুলতান অলাউদ্দীনের রাজত্বকালে নিজামুদ্দীন অউলিয়ার একটী পুথিশালা ছিল। ১৫শ শতকে বহমনি রাজ্যের মন্ত্রীর

একটী পুথিশালা ছিল। এটী বিদর শিক্ষা-কেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত ছিল। ৩০০০ পুথিও ইহাতে ছিল। বহমনি রাজাদের অহমদ নগরে আর একটী পুথিশালা ছিল। কবি ফেরিস্তা ইহার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অদিল শাহনী রাজাদের বিজাপুরে পুথিশালা ছিল। বাবরের রাজত্বকালে অফগন গাজি খাঁর একটী পুস্তকাগার ছিল। হুমায়ুন ও কামরান যখন কারারুদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহাদের এই গ্রন্থাগার থেকে বই পাঠান হইত। হুমায়ুন দ্বিতীয় বার বাদশাহ হইবার পর তাঁহার প্রমোদভবন শেরমণ্ডলকে পুথিশালায় পরিণত করিয়াছিলেন। অকবরের একটী বড় পুথিশালা ছিল। ইহাতে পুথিগুলি বিষয় অনুসারে সাজান থাকিত।

বঙ্গদেশের কোন কোন মঠে মূল্যবান্ প্রাচীন পুথি সংরক্ষিত আছে। রাজসাহী, মৈমনসিংহ, পাবনা, তীরহুত ও ওড়িষার বহু মঠে এইরূপ সংগ্রহ আছে।

আজ বাঙ্গালা দেশে গ্রন্থাগারের ছড়াছড়ি। এগুলি ইয়ুরোপের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইলেও এক দিনে গড়িয়া ওঠে নাই। এখন কলিকাতায় পাড়ায় পাড়ায় গ্রন্থাগার। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাহা ছিল না। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গ্রন্থাগার, স্যর রাধাকান্ত দেবের, বাবু রামকমল সেনের, রাজা পীতাম্বর মিত্রের, সুবলদাস মল্লিক প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট লোকেরই গ্রন্থাগার ছিল। মফস্বলে ঢাকা, নদীয়া, বর্দ্ধমান, হুগলী ও ২৪ পরগণার কোথাও কোথাও পুথির সংগ্রহ খুব ছিল। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও মেদিনীপুরেও পুথি পাওয়া যাইত। ঢাকায় পণ্ডিতদের নিকটই পুথির সংগ্রহ থাকিত। নদীয়ার কৃষ্ণনগরের রাজার তন্ত্রের পুথি সকলের চেয়ে বেশী ছিল। বর্দ্ধমানে টোল বড় একটা ছিল না, তবে মানকরের হিতলাল মিশ্রের বেদান্তসংগ্রহ ও অন্যান্য পুথি মন্দ ছিল না। হুগলীতে শ্রীরামপুর কলেজে অল্প হইলেও দামী পুথি ছিল, সেগুলি Dr. Careyর সংগ্রহ; কয়েকটী টোলেও কিছু কিছু সংস্কৃত পুথি ছিল। ২৪ পরগণার কয়েকজন জমীদারের তন্ত্র ও পুরাণ-সংগ্রহ ছিল। হরিনাভি ও ভাটপাড়ায় পুথির সংগ্রহও বড় মন্দ ছিল না।

প্রাচীন পুথি ও পুথিশালা সম্বন্ধে দিগ্‌দর্শন হিসাবে এই কয়টী কথা বলিলাম। প্রাচীন পুথির আলোচনার সঙ্গে অনেক কথাই আসিয়া পড়ে। পুথি কিসে লেখা হইত, কি দিয়া লেখা হইত, কি কালি দিয়া লেখা হইত ইত্যাদি। যত পুথি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, অধিকাংশ পুথিই দেশী কাগজে লেখা, কাগজে লিখিবার পর শাঁক বা ঝিনুক দিয়া ঘসিয়া মাজা। কতকগুলি পুথি সাদা কাশ্মীরি কাগজে লেখা। তালপাতা ও তেরেটপাতায় লেখা পুথিও কিছু কিছু পাওয়া যায়। দেশী কাগজগুলা এবড়ো-থেবড়ো —অমসৃণ। অনায়াসে কলম লিখিবার সুবিধার জন্য কাগজে কিছু মাখাইয়া সমান করিয়া লওয়া হয়। তেঁতুলবীচির কাই পুরু করিয়া লাগাইলে কাগজ বেশ চক্‌চকে হয়। সাধারণতঃ কাগজে চালের মাড় লাগাইয়া এই কার্য্য করা হয়। তবে তাহাতে এক ভয় আছে; সহজে ঠাণ্ডা ও পোকা লাগিয়া যায়। এই সমস্ত কাগজে খুব পোকা ধরে। শঙ্খবিষ (white arsenic) মাখাইলে কিন্তু শীঘ্র পোকা লাগিবার ভয় থাকে না। ৬০.৭০

বছর আগে বিলাতী কাগজের চাকচিক্যে ভুলিয়াও তাহাতে পুথি লেখা হইয়াছে। John letter paperএও পুথি লেখা হইয়াছে। বাজারে এক রকম হলদে তুলট কাগজ পাওয়া যায়, এগুলিও তেঁতুল দিয়া রঙ করা বটে, কিন্তু ইহাতে পোকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই।

কাগজে লেখা পুথি আমাদের দেশের আবহাওয়ার গুণে পাঁচ ছয় শত বৎসরের বেশী টেঁকে না। সাহিত্য-পরিষদে ৬০০ বছরের পুরাণো পুথি আছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কাশীধামে বাবু হরিশ্চন্দ্রের কাছে ১৩৬৭ সংবতের (১৩১০ ঈশাব্দের) লেখা ভাগবতের পুথি দেখিয়াছিলেন। এর চেয়ে পুরাণো পুথি তিনি কোথাও দেখেন নাই। আর কাগজে লেখা পুথি ভারতে আজ পর্য্যন্ত যত পাওয়া গিয়াছে, ১৩১০ ঈশাব্দের পুথিই প্রাচীনতম।*

পুথি লিখিবার পদ্ধতির একটা প্রাচীন সন্ধান ধারার রাজা ভোজের আমলে লেখা 'প্রশস্তিপ্রকাশিকা'য় পাওয়া যায়। চিঠি লিখিবার প্রণালী বর্ণনাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কাগজ কেমন করিয়া মুড়িতে হয়, বাম দিকে কতখানি জায়গা ফাঁক রাখিতে হয়, বাম দিকের নীচের কোণে কতখানি কাটিতে হয়, সাম্‌নেটা সোনার পাত দিয়া কেমন করিয়া সাজাইতে হয়, পত্রের পিছন দিকে কেমন করিয়া অনেকগুলি শ্রী লিখিতে হয়—এই রকম কথা ইহাতে আছে। ব্যাসসংহিতা অন্ততঃ দুই হাজার বছরের পুরাণো শাস্ত্র। ইহাতে লেখা আছে, দলিলের প্রথম খসড়া একটা কাঠের ফলকের উপরে লেখা হইবে, সুবিধা না হইলে মাটির উপর লেখা হইবে, তারপর ভুলভ্রান্তি শুধরাইয়া লিখিতব্য যাহা, তাহা পত্রস্থ করা হয়। কাত্যায়ন স্মৃতিতে ইহার অনুবাদ আছে। কাত্যায়ন বলিতেছেন,—

"পূর্ব্বপক্ষং স্বভাবোক্তং প্রাড়্‌বিবাকোঽভিলেখয়েৎ।
পাণ্ডুলেখেন ফলকে ততঃ পত্রং বিশোধয়েৎ॥"

এখানে পত্র মানে পাতা নয়। গাছের পাতা ২।৫ খানা নষ্ট হইলে কিছু আসিয়া যায় না। কাগজ দামী বলিয়া প্রথমে মাটিতে লিখিয়া ঠিক করিয়া, কাগজে শেষে লেখা হইত। ঈশাব্দ ১১শ শতকের পূর্ব্বে ভারতে কাগজ ব্যবহারের নজির পাওয়া যায় না। ব্যাসসংহিতা প্রভৃতির বচন প্রক্ষিপ্ত না হইলে কাগজের অস্তিত্ব বহু পূর্ব্বেই স্বীকার করিতে হয়। চীনেরা অতি প্রাচীন কাল থেকে কাগজ তৈরী করিত। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকে তিব্বতে কাগজে বই ছাপা হইত। তিব্বতী ও কাশ্মীরীরা চীন থেকে কাগজ লইত। হিন্দুদের তিব্বতী বা কাশ্মীরীদের কাছ থেকে কাগজ লওয়া অসম্ভবও নয়। ভূর্জপত্রে অতি প্রাচীন কালে লেখা হইত। কিন্তু তাহাতে পুথি লেখা হইত না; ভূর্জপত্র সহজে নষ্ট হইয়া যায়—ইহাতে কবচাদি লিখিয়া ধারণ করা হইত।

তালপাতার চেয়ে তেরেট বেশী টেঁকসই। তালপাতে পুথি লিখিতে হইলে সেগুলি প্রথমে শুকাইয়া লওয়া হয়, তার পর সিদ্ধ করা হয় অথবা কিছুকাল জলে ভিজাইয়া রাখা হয়।

* "Notices", X, p. 111 (Report)

পরে আবার শুকাইয়া লইয়া পুথির আকারে ভাল করিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। অতঃপর তেলা পাথর বা শাঁক দিয়া মাজিয়া লইয়া পুথির কার্য্যে ব্যবহার করা হয়।

বাঙ্গালা ভাষায় যত পুথি পাওয়া গিয়াছে, সবই কবিতাচ্ছন্দে লেখা। বাঙ্গালা পুথি সবই সুর করিয়া পড়া হইত। অনেকগুলি যে গাওয়া হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রচয়িতার নিজের লেখা পুথি কোথাও আছে কি না, জানি না। যদি থাকে, তাহা একান্তই দুর্লভ; আর সেরূপ পুথি প্রাচীনও নয়। রচয়িতা যত প্রাচীন হইবেন, তাঁর নিজের লেখা পুথি ততই দুর্লভ হইবে। আমরা যে সমস্ত পুথি পাইয়াছি, সেগুলি রচয়িতার লিখিত পুথির প্রতিলিপি তো নয়ই—সেগুলি অনুলিপি, অধিকাংশ স্থলে অনুলিপির অনুলিপি, অনেক সময় তাহার অনুলিপি। আর যাঁরা এই সমস্ত পুথি নকল করিয়াছেন, তাঁরা অনেক সময় বিচক্ষণ তো ননই—সাবধানও নন। কখনও কখনও পুথির সমাপ্তিতে Colophonএ দেখিতে পাওয়া যায়—"যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং লেখকে দোষো নাস্তি।" এরূপ লেখক বা নকলকারী শব্দাদি বুঝিতে না পারিলে ভুলিয়াও বুদ্ধি খরচ করিতে নারাজ। ইঁহাদেরই হাতে পড়িয়া প্রভু 'ভুসি সে কাবল প্রভু ভুসি সে কাবল' হইয়া দাঁড়ান। ইঁহাদের হাতে শ্রীচৈতন্যও পার পান নাই। ইঁহারা তাঁহাকেও বলাইয়াছেন,—"প্রভু কহে ডোমের অন্ন যেই জন খায়।......কৃষ্ণভক্তি হয়॥" অনেক সময় গায়নরা অপরের লিখিত গান লিখিয়া বা লিখাইয়া লইয়া থাকেন। যখন তাঁহারা নিজে লেখেন, তখন তাঁহাদের রস, ভাব ও ছন্দের দিকেই ঝোঁক থাকে, বানানের দিকে নজর থাকে না। আবার এক জেলার গায়ন যখন অপর জেলার রচকের গান নকল করেন, তখন তিনি নিজের বাক্‌ছন্দের অনুযায়ী করিয়া নকল করিয়া থাকেন। ইহাতে মূল গানের সহিত নকলের তফাৎ হইয়া পড়ে। কখনও কখনও একজন গায়ন অপর একজনের কাছে গান শিখিতেন, গান লিখিয়া লইতেন, পরে নিজে গায়ন হইতেন। ইঁহারা নিজেও গীত রচনা করিতে পারিতেন। আবশ্যকমত অন্যের গানের মধ্যে নিজেদের রচিত গানও বসাইয়া দিতেন। কেহ বা এরূপ করিয়া গুরুর নামে নিজেকেও তরাইতেন। এইরূপ নানা কারণে প্রাচীন পুথি বহু স্থানে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই প্রাচীন পুথি সম্পাদন করিতে হইলে বিশেষ সতর্ক হইয়া পরিশ্রম করিতে হয়। একখানি পুথি পাইলে প্রথমেই প্রাপ্তিস্থান স্থির করিয়া, দেশ-কাল-বিষয় নির্ণয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। পুথিকে সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—

(১) রচকের নিজের লেখা পুথি।

(২) লিপিকরের লেখা পুথি।

(৩) লিপিকরের লেখা পুথি; কিন্তু পুথির নামে, বিষয়ে, ভণিতায় অনুরূপ দুই, তিন বা অধিক পুথি পাওয়া গিয়াছে।

(৪) অজ্ঞাত লেখকের পুথি।*

---

* পুথিবিচার সম্বন্ধে উপরিলিখিত মন্তব্যগুলির জন্য আমি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট ঋণী।

প্রাচীন পুথির বানান

এই চারি শ্রেণীর পুথির আলোচনার পূর্ব্বে আমরা প্রাচীন পুথির কিরূপ বানান হওয়া উচিত, তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করিব।

প্রাচীন পুথির বানান সম্বন্ধে তুই রকমের মত প্রচলিত। কেহ উহাকে লিপিকরগণের অজ্ঞতার ফল বলিয়া উল্লেখ করেন; আবার কেহ বা উহাতে সেই সেই সময়ের শিক্ষা ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া, ঐ বানানকে অজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে একেবারেই অনিচ্ছুক। পুথি মুদ্রণের সময় ঐরূপ বানান আমূল সংশোধন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, ইহাই প্রথম পক্ষের মত; দ্বিতীয় পক্ষ সংশোধনের একান্ত বিরোধী। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লিপিকরগণ-কর্ত্তৃক লিখিত অসংখ্য পুথির বানান সম্বন্ধে এইরূপ কোনও একটী সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা কতদূর সমীচীন, তাহা বিবেচনার বিষয়। বাঙ্গালা পুথির মধ্যে যেমন সুপ্রাচীন, প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন, এই তিনটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়, সেই রকম লিপিকরগণের মধ্যেও তিনটি শ্রেণী সুস্পষ্ট—শিক্ষিত, কিঞ্চিৎশিক্ষিত ও মূর্খ। বলা বাহুল্য, শিক্ষিত শ্রেণীর লিপিকরের বানানও আজকালকার বানানের ন্যায় একেবারে বিশুদ্ধ নহে; তবে তাহার মধ্যে বানানের একটা সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা আছে, অক্ষরের স্পষ্টতা বা সুস্পষ্টতা আছে। কিঞ্চিৎশিক্ষিতের বানানে সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র না থাকিলেও একেবারে যে নাই, তাহা নহে; কোথাও আছে, কোথাও নাই; অক্ষর সুখপাঠ্য না হইলেও অপাঠ্য নহে। কিন্তু মূর্খ লিপিকরের অক্ষর অপাঠ্য এবং বানান বিভীষিকা উৎপাদন করে। ইহা যাঁহারা পুথি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। পূর্ব্বকথিত ত্রিবিধ কালে লিখিত এবং ত্রিবিধ বানানযুক্ত সকল পুথির বানান সম্বন্ধেই যদি আমূল শোধন অথবা যথাযথ রক্ষণ, ইহার যে কোন একটিমাত্র প্রণালী অবলম্বন করা যায়, তবে তাহা কখনই সঙ্গত হইবে না। কারণ, প্রাচীন বাঙ্গালার বানানে কোনও নিয়ম বা শৃঙ্খলা ছিল না, ইহা যেমন ঠিক নহে, তেমনই ইহার বানান সংস্কৃতানুসারী ছিল, ইহাও সত্য নহে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, একই লিপিকর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত তুইখানি পুথি লিখিয়াছে; সংস্কৃত পুথিতে একটিও বর্ণাশুদ্ধি নাই; অথচ বাঙ্গালা পুথির বানান সংস্কৃতানুসারী নহে।

বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে, কি প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, তাহার বিচারের স্থল এখানে নহে। কিন্তু যে কয়খানি সুপ্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রাকৃতের প্রভাব সমধিক বিদ্যমান। এমন কি, বৌদ্ধ গান ও দোহার যে যে অংশ বাঙ্গালা বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, তাহাকে একরূপ প্রাকৃত বলিলেও চলে। অন্য দিকে আবার কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত-ভাষা বা পরাকৃত ভাষা নামে অভিহিত হইত। হিন্দী প্রভৃতি অপরাপর প্রাদেশিক ভাষার প্রাচীন গ্রন্থও সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃতেরই সমধিক নিকটবর্ত্তী। এই সকল কারণে সমস্ত পুথিরই বানান আমূল সংশোধন করা যেমন কর্ত্তব্য

নহে, তেমনি মূর্খ লিপিকরের লিখিত অর্ব্বাচীন বা প্রাচীন পুথির বানানও যথাযথ প্রকাশ করা সঙ্গত নহে।

পুথির বানান কিরূপ রাখিতে হইবে, সে বিষয়ে পুথির দেশ, কাল ও লেখকের বিচার আবশ্যক। বলা বাহুল্য, সুপ্রাচান পুথির বানান (যেমন বৌদ্ধগান ও দোহা এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন) যথাযথ রাখিয়া মুদ্রণ করা উচিত—তাহাতে কোনওরূপ সংশোধন বাঞ্ছনীয় নহে। প্রাচীন পুথির (১৫০ বৎসরের উর্দ্ধ এবং ৪০০ বৎসরের নিম্ন) বানান, লিপিকরের বিচার করিয়া, লিপিকর মূর্খ হইলে সম্পূর্ণ শোধন, কিঞ্চিৎশিক্ষিত হইলে সংস্কৃতপ্রধান অংশের শোধন এবং শিক্ষিত হইলে যথাযথ মুদ্রণ করা কর্ত্তব্য। অর্ব্বাচীন পুথির বানান সংশোধন করিয়া মুদ্রণে কোনও আপত্তি নাই।

আমরা পূর্ব্বে চারি শ্রেণীর পুথির* কথা বলিলাম। তন্মধ্যে যে কোন পুথি সম্পাদন করিবার পূর্ব্বে সম্পাদকের কর্ত্তব্য হইবে, বার বার পুথিখানি পাঠ করা। পুনঃ পুনঃ পুথি পাঠ করিতে করিতে রচয়িতার রচনার সুর ধরিতে পারা যাইবে। সম্পাদককে রচয়িতার সময়ের ও দেশের ভাষা জানিতে হইবে। যে বিষয়ের পুথি, সেই বিষয়ে সম্পাদকের বিশিষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। শুধু তাহাই নয়, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে তাঁহাকে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইতে হইবে। পুথির ঐতিহাসিক প্রমাণ কিরূপে পরীক্ষা করিতে হয়, তদ্বিষয়ে তিনি সুচতুর হইবেন।

একই শব্দের অনেক রকম বানান দেখিলে পুথির লেখককে আহাম্মক মনে করিতে হইবে না। তবে সর্ব্বনাম ও ক্রিয়ার বিভক্তি ভিন্ন ভিন্ন দেখিলে পুথিখানিকে অকেজো বুঝিতে হইবে। কেন না, লেখক যে দেশেরই হউন না কেন, তিনি কখন রকম রকম বিভক্তি লিখিতে পারেন না। বিভক্তির পার্থক্য দেখিলে বুঝিতে হইবে, রচক ও লিপিকর এক দেশবাসী নন। তাহা যদি না হয়, লিপিকর অসাবধান। যদি একই পুথিতে একই শব্দের বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে লিপিকর যে মূর্খ, তাহা ধরিয়া লইতে পারা যায়।

রচকের লেখার অনুলিপি যদি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, অনেক সময় কবির কবিত্ব বজায় থাকে বটে, কিন্তু ভাষা কতক বদলাইয়া যায়, কতক ঠিকই থাকে। ভাষার মিশ্রণও হইয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ৫ খানি বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ডে দুই সংখ্যায় মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়ের সংগৃহীত ৬০০ পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপর ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় তাঁহার 'রতন-লাইব্রেরী'তে সংগৃহীত পুথিগুলির মধ্যে ২০১ খানি পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। অতঃপর পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ মত পরিষদের

* এখানেও আমি শ্রীযুক্ত যোগেশবাবুর সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী হইয়াছি।

পুথিশালার ভারপ্রাপ্ত পণ্ডিত শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এবং তিনি পরিষদের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার স্থলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালার সংগৃহীত পুথিগুলির বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইঁহাদের উভয়ের লিখিত পুথিগুলির বিবরণ এই ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, ৩য় খণ্ড ১ম সংখ্যায় ১০০ ও দ্বিতীয় সংখ্যায় ১০০, মোট ২০০ পুথির বিবরণ। উক্ত পাঁচ সংখ্যা পুথির বিবরণে ১০০১ খানি পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইল। মুন্‌সী আবদুল করিম শাহেবের নিকট এখন কতগুলি পুথি রহিয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নিকটও দুই সহস্রের উপর পুথি রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে এ যাবৎ বহু পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে নিম্নলিখিত স্থান-সমূহে নানা শ্রেণীর বহু পুথি রহিয়াছে :—

১। এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল।

২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৩। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ।

৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫। সংস্কৃত কলেজ।

৬। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি।

৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮। ঢাকা মিউজিয়াম।

৯। মুন্‌সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ।

১০। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র।

১১। শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট।

এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিভিন্ন শাখায়, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ প্রভৃতি অনেকেরই নিকট প্রাচীন পুথি রহিয়াছে। এই সকল পুথি-সংগ্রহ হইতে বাঙ্গালা পুথি বাছিয়া পণ্ডিত আউফ্রেট্ (Aufrecht) সাহেবের সংস্কৃত পুথির তালিকা Catalogus Catalogorum এর ন্যায় একখানি বাঙ্গালা প্রচীন সাহিত্যকোষ প্রকাশ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্যভার গ্রহণ করিলে শোভনীয় হয়। কয়েকটি অনুরাগী সদস্য ও হিতৈষী এই কার্য্য করিবার সঙ্কল্প বহু পূর্ব্বেই করিয়াছিলেন, কিন্তু নানারূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়ায় সে বিষয়ে কোন কার্য্য হয় নাই। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যালোচনার জন্য পথ সুপরিস্কৃত হইবে—শিক্ষার্থীদের প্রভূত উপকার হইবে।

একটি দুঃখের কথা না জানাইয়া বক্তব্য শেষ করিতে পারিতেছি না। আজকাল কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালীর মাতৃভাষায় সাহিত্যের পরীক্ষা ও পঠন পাঠনের সুব্যবস্থা

হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান ও আলোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু এই শ্রেণীর ছাত্রসম্প্রদায়ের এই বিষয়ে যে বিশেষ আগ্রহ আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। আমাদের বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বসমেত ২৫ জন ছাত্র প্রাচীন পুথির সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিয়া থাকেন কি না সন্দেহ। এখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে যে কয়জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ না করিলে নব্য সাহিত্যিকগণ অথবা শিক্ষার্থিগণ যে বিশেষ লাভবান্ হইবেন, তাহা বোধ হয় না। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয় এবং অনেকেই বার্দ্ধক্যের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার পুথির বিবরণ *

প্রথম খণ্ড

	নাম		লিপিকাল	রচয়িতা		বিশেষ বিবরণ
১।	ডাকচরিত—		১০৯০ সাল			
২।	রামায়ণ	আদিকাণ্ড		কৃত্তিবাস	অসম্পূর্ণ	
৩।	"	"	১১৯১	"	সম্পূর্ণ	
৪-৮।	"	"	...	"	খণ্ডিত	
৯।	"	"	১২৩৮	"	"	
১০-১২।	"	"	...	"	"	
১৩।	"	"	১২০২	"	সম্পূর্ণ	
১৪।	"	"	১২৩৮	"	"	
১৫।	"	"	১২৪০	"	খণ্ডিত	
১৬।	"	"	১২৪৪	"	"	
১৭।	"	"	১২৪৬	"	সম্পূর্ণ	
১৮।	"	"	...	"	অসম্পূর্ণ।	হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ।
১৯।	"	"	১২৪০	"	সম্পূর্ণ	গঙ্গার জন্মকথা।
২০।	"	"	১২৬৭	"	"	গঙ্গার মাহাত্ম্য।
২১।	"	"	...	"	খণ্ডিত	
২২।	"	"	...	"	"	যযাতির পালা—সুপ্রাচীন।
২৩।	"	অযোধ্যাকাণ্ড	১২০৫	"	সম্পূর্ণ	

* এই বিবরণ সংগ্রহে আমি পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়ের সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

	নাম		লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
২৪।	রামায়ণ	অযোধ্যাকাণ্ড	...	কৃত্তিবাস	খণ্ডিত
২৫।	"	"	...	"	সম্পূর্ণ
২৬।	"	"	১১৮৮	"	খণ্ডিত
২৭।	"	"	...	"	সম্পূর্ণ
২৮।	"	"	...	"	খণ্ডিত
২৯।	"	"	১২১২	"	সম্পূর্ণ
৩০।	"	"	১২৩৫	"	"
৩১।	"	"	১২৩৮	"	"
৩২।	"	"	১২৩৮	"	"
৩৩।	"	"	১২৪৯	"	"
৩৪।	"	"	...	"	খণ্ডিত প্রাচীন।
৩৫।	"	"	...	"	" (স্থানে স্থানে রামদাস, ভক্তদাস বা ভক্তদাস দত্তের এবং অনন্ত আচার্য্যের ভণিতা আছে।
৩৬।	"	"	..	"	"
৩৭।	"	অরণ্যকাণ্ড	...	"	সম্পূর্ণ
৩৮।	"	"	১২৪০	"	"
৩৯।	"	"	১২৩৮	"	"
৪০।	"	"	১২৩৬	"	"
৪১।	"	"	১২৪২	"	খণ্ডিত
৪২।	"	"	১২৪৪	"	"
৪৩।	"	"	...	"	সম্পূর্ণ
৪৪।	"	"	...	"	খণ্ডিত
৪৫।	"	"	১২৬৩	"	" গয়ায় পিণ্ডদান পালা (কবিশেখরের ভণিতাযুক্ত এক ত্রিপদী আছে)।
৪৬।	"	"	১২৬৫	"	সম্পূর্ণ গয়ায় পিণ্ডদান পালা।
৪৭।	"	কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	১২২৪	"	"
৪৮।	"	"	১২৩৯	"	"
৪৯।	"	"	১২৪৪	"	"

	নাম		লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
৫০।	রামায়ণ	কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	...	কৃত্তিবাস	সম্পূর্ণ
৫১।	"	"	১২৫৪	"	খণ্ডিত সুপ্রাচীন।
৫২।	"	সুন্দরাকাণ্ড	১৬৩১ শকাব্দা	"	" লিপিকর সাহ মোহাম্মদ।
৫৩।	"	"	১১৪২ সাল	"	"
৫৪।	"	"	১১৭৩	"	সম্পূর্ণ
৫৫।	"	"	১১৭৭	"	অসম্পূর্ণ
৫৬।	"	"	১১৮৫	"	"
৫৭।	"	"	১২৩১	"	সম্পূর্ণ
৫৮।	"	"	১২৪০	"	"
৫৯।	"	"	১২৪৫	"	"
৬০।	"	"	১২৪৭	"	"
৬১।	"	"	১২৫১	"	"
৬২।	"	"	১২৫৫	"	খণ্ডিত
৬৩।	"	"	১২৬২	"	"
৬৪।	"	"	১২৬৭	"	সম্পূর্ণ
৬৫-৬৭।	"	"	...	"	খণ্ডিত
৬৮।	"	"	১২৬৬	"	"
৬৯।	"	"	...	"	"
৭০।	"	লঙ্কাকাণ্ড	১১৭৪	"	সম্পূর্ণ
৭১।	"	"	১১৯৫	"	"
৭২।	"	"	১২১৯	"	খণ্ডিত
৭৩।	"	"	১২৫৯	"	সম্পূর্ণ
৭৪।	"	"	...	"	অসম্পূর্ণ
৭৫।	"	"	...	"	" (একস্থানে অদ্ভুতাচার্য্যের ভণিতা আছে।)
৭৬-৯৩।	"	"	...	"	খণ্ডিত
৯৪।	"	"	...	"	" অঙ্গদ রায়বার।
৯৫।	"	"	১২১৬	"	" "
৯৬।	"	"	১২৫৬	"	সম্পূর্ণ অতিকায়ের যুদ্ধ।
৯৭।	"	"	১২৩৪	"	খণ্ডিত " পালা।
৯৮।	"	"	১২৪১	"	" " "
৯৯।	"	"	১২৩৭	"	সম্পূর্ণ তরণী সেনের যুদ্ধ পালা।
১০০।	"	"	...	"	" তরণীসেন বধ।

দ্বিতীয় সংখ্যা

	নাম		লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ	
১০১।	রামায়ণ	লঙ্কাকাণ্ড	১২৪৬	কৃত্তিবাস	সম্পূর্ণ	লক্ষ্মণের শক্তিশেল।
১০২।	”	”	১২৫৭	”	”	(লেখক কনকরাম ধুবী)
১০৩।	”	”	১২৬২	”	”	”
১০৪।	”	”	...	”	খণ্ডিত	হনুমানের ঔষধ আনয়ন।
১০৫।	”	”	১২৪৭	”	সম্পূর্ণ	মহীরাবণের পালা।
১০৬।	”	”	১২৫৮	”	”	”
১০৭।	”	”	...	”	”	”
১০৮।	”	”	...	”	খণ্ডিত	রাম রাবণের যুদ্ধ।
১০৯।	”	”	১২৪০	”	সম্পূর্ণ	সীতার অগ্নিপরীক্ষা।
১১০।	”	”	...	”	খণ্ডিত	সীতার উদ্ধার।
১১১।	”	”	১২৬৭	”	সম্পূর্ণ	সীতার উদ্ধার পালা।
১১২।	”	”	...	”	খণ্ডিত	রামের দেশাগমন হইতে শেষ পর্য্যন্ত।
১১৩।	”	উত্তরাকাণ্ড	১২১৭	”	সম্পূর্ণ	
১১৪।	”	”	১১৯৪	”	”	
১১৫।	”	”	১২৪৯	”	খণ্ডিত	
১১৬।	”	”	...	”	”	
১১৭।	”	”	১২০৫	”	”	(গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির পরিবারের পরিচয় আছে)।
১১৮।	”	”	...	”	অসম্পূর্ণ	
১১৯।	”	”	১২৪৪	”	খণ্ডিত	
১২০।	”	”	১২০০	”	”	
১২১।	”	”	...	”	”	
১২২।	”	”	১২৫৫	”	”	
১২৩-২৪।	”	”	...	”	”	
১২৫।	”	”	...	”	”	শ্রীরামের অশ্বমেধ।
১২৬।	”	”	১২২৬	”	সম্পূর্ণ	লবকুশের যুদ্ধ।
১২৭।	”	”	১২৫৭	”	”	” ”
১২৮।	”	”	১২৬৪	”	”	” ”

	নাম		লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
১২৯।	রামায়ণ	উত্তরাকাণ্ড	১২৪৩	কৃত্তিবাস	সম্পূর্ণ (রাম সহ) লবকুশের বাপ্‌যুদ্ধ।
১৩০।	”	”	১২১৪	”	খণ্ডিত লবকুশের পালা।
১৩১।	”	”	...	”	সম্পূর্ণ লবকুশের যুদ্ধ।
১৩২।	”	”	...	”	খণ্ডিত ” ”
১৩৩।	”	অরণ্যকাণ্ড	১২৩৭	”	সম্পূর্ণ
১৩৪।	”	কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	১২৩৭	”	”
১৩৫।	”	সুন্দর	১২৩৭	”	”
১৩৬।	”	লঙ্কা	১২৩৭	”	সম্পূর্ণ
১৩৭।	”	উত্তর	১২৩৭	”	”
১৩৮।	”	কিষ্কিন্ধ্যা	১২৩৬	”	”
১৩৯।	”	সুন্দর	১২৩৬	”	”
১৪০।	”	লঙ্কা	১২৩৬	”	”
১৪১।	”	উত্তর	১২৩৫	”	”
১৪২।	”	অযোধ্যা	...	”	” (এক স্থানে প্রসাদদাসের ভণিতা আছে।)
১৪৩।	”	কিষ্কিন্ধ্যা	...	”	”
১৪৪।	”	সুন্দর	১১৩৫	”	”
১৪৫।	”	লঙ্কা	১২৩৬	”	”
১৪৬।	”	অযোধ্যা	...	”	খণ্ডিত
১৪৭।	”	অরণ্য	১২২৮	”	সম্পূর্ণ (এক স্থানে নিধিরামের ভণিতা আছে।)
১৪৮।		কিষ্কিন্ধ্যা	১২৩৮	”	”
১৪৯।	”	সুন্দর	...	”	অসম্পূর্ণ
১৫০।	”	অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা	...	”	অযোধ্যা অসম্পূর্ণ, অন্যগুলি সম্পূর্ণ।
১৫১।	”	অযোধ্যা হইতে উত্তরা	১২০৪ (ত্রিপুরাব্দ)	”	সম্পূর্ণ। একস্থানে ষষ্ঠীবরের ও অন্য স্থানে ভবানীদাসের ভণিতা আছে।
১৫২।	শতস্কন্ধ রাবণ বধ (অদ্ভুত রামায়ণ)		১২৩০	”	”
১৫৩।	শতস্কন্ধ যুদ্ধ (অদ্ভুত রামায়ণ)		১২৫১	”	”
১৫৪।	”	”	...	”	খণ্ডিত

	নাম	লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
১৫৫।	শতস্কন্ধ রাবণ বধ	...	কৃত্তিবাস	খণ্ডিত
১৫৬।	শতস্কন্ধের যুদ্ধ	...	"	"
১৫৭।	শতস্কন্ধ রাবণ বধ	...	"	"
১৫৮।	শিবরামের যুদ্ধ	...	"	অসম্পূর্ণ
১৫৯।	রামায়ণ—নরমেধযজ্ঞ	১২৪২	"	সম্পূর্ণ
১৬০।	যোগাদ্যার বন্দনা	১২১৮	"	"
১৬১।	"	১২৩৪	"	"
১৬২।	"	১২৫৩	×	"
১৬৩।	"	...	×	"
১৬৪।	মহাভারত—সভাপর্ব্ব	১১৯২	সঞ্জয়	খণ্ডিত
১৬৫।	" "	×	"	"
১৬৬।	" বনপর্ব্ব	১২২৮	"	সম্পূর্ণ
১৬৭।	" বিরাটপর্ব্ব	১২৬৩	"	"
১৬৮।	" গদাপর্ব্ব	১২৫৩	"	"
১৬৯।	পরাগলী মহাভারত—আদি হইতে অশ্বমেধ,	১৬৩২ শক	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	সম্পূর্ণ
১৭০।	গরাগলি মহাভারত আদি	...	"	অসম্পূর্ণ
১৭১।	" শল্য	১২৫৩	"	সম্পূর্ণ
১৭২।	" ১৮ পর্ব্ব	১২২৩ সঞ্জয়	কবীন্দ্র	খণ্ডিত
১৭৩।	গোবিন্দবিজয়—মণিহরণ	১০৫৯	গুণরাজ খান	সম্পূর্ণ
১৭৪।	শ্রীকৃষ্ণবিজয়—কংসবধ	১০৯১	"	"
১৭৫।	গোবিন্দবিজয়—	...	"	অসম্পূর্ণ
১৭৬।	পদ্মাপুরাণ	...	নারায়ণ দেব	"
১৭৭।	লক্ষ্মীচরিত্র	...	গুণরাজ খান	সম্পূর্ণ
১৭৮।	লক্ষ্মীচরিত্র	...	...	খণ্ডিত
১৭৯।	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	...	চণ্ডীদাস	"
১৮০।	প্রাচীন পদাবলী	...	চণ্ডীদাস ও রসিকচান্দ	"
১৮১।	পদাবলী	...	বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস	"
১৮২।	দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থ	১২২১	গোবিন্দদাস	"
১৮৩।	পদাবলী	১১৮৩	গোবিন্দদাস	সম্পূর্ণ
১৮৪।	পদাবলী	...	"	অসম্পূর্ণ
১৮৫।	প্রাচীন পদাবলী	...	"	"

	নাম	লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
১৮৬।	পদাবলী	...	গোবিন্দদাস	খণ্ডিত
১৮৭।	একান্ন পদ	...	গোবিন্দদাস	„
১৮৮।	একান্ন পদ	১১৮৫	„	সম্পূর্ণ
১৮৯।	একান্ন পদ	...	„	„
১৯০।	চিত্রগীত	...	„	„
১৯১।	একান্ন পদ	...	„	অসম্পূর্ণ
১৯২।	পদাবলী	...	গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, প্রেমদাস, প্রতাপরুদ্র	„
১৯৩।	প্রাচীন পদ	...	গোবিন্দ দাস	একটিমাত্র পদ আছে।
১৯৪।	দণ্ডাত্মিকা পদাবলী	১২৫৬	রায় শেখর	সম্পূর্ণ
১৯৫।	দণ্ডাত্মিকা পদাবলী	...	„	অসম্পূর্ণ
১৯৬।	দণ্ডাত্মিকা পদাবলী	১২৫৬	„	„
১৯৭।	প্রাচীন পদাবলী	...	বাসুদেব ঘোষ	„
১৯৮।	একুশ পদ	...	বলরাম দাস	সম্পূর্ণ
১৯৯।	রসমঞ্জরী	১২১৩	পীতাম্বর দাস	„
২০০।	পদাবলী	১২২৩	শেখর, যদুনাথ, বিদ্যাপতি, মনোহর, চণ্ডীদাস, মোহনদাস, বাসুঘোষ, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, ব্রজকিশোর, গোবিন্দদাস, চন্দ্রশেখর। 'আখর'সংযুক্ত।	খণ্ডিত।

পরিষদের পুথির বিবরণের ভূমিকায় এই কয়টী কথা লিখিলাম। পুথি ও পুথিশালা সম্বন্ধে আরও অনেক কথার আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় এবং সময়ের অল্পতাপ্রযুক্ত এ ক্ষেত্রে বিশেষ আলোচনা সম্ভবপর হইল না। ভবিষ্যতে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

——:০:——

পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত

বাঙ্গালা প্রাচন পুথির বিবরণ

—•০•—

১০১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৩১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর। আরম্ভ,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি—

লঙ্কার ভিতর সিংহাসনে বসিল রাবন।
সমুখে দাণ্ডাল্য কত পাত্রমিত্রগন॥
পরাভব পায়্যা রাজা কিছুই না বলে।
অপমানে লঙ্কেশ্বর মাথা নাহি তুলে॥
বিরভাগ পড়ে রাজা সোকে উত্তরোল।
অন্ত[ঃ]পুরে সুনি ক্রন্দনের গণ্ডগোল॥
মেঘনাদের সোকে কান্দে তাহার জননি।
ইন্দ্রজিতের সোকে কান্দে দিবস রজনি॥
কোলাহল সুনিয়া কান্দেন দসানন।
মনে মনে ভাবে রাজা বিসাদিত মন॥
পতিহত জুবতি মজিয়া সোকানলে।
দিবারাত্রি ভাসে তারা[১] নয়ানের জলে॥
রন্ধন ভোজন নাঞি কান্দে অবিরত।
বিলাপএ নানাভাতি কহিব সে কত॥
কেহ বলে কুবুদ্ধি লাগিল দসাননে।
মরিতে করিল বাদ শ্রীরামের সনে॥
বিরসুন্য হৈল লঙ্কা তবু নাহি বুঝে।
আমরা ডুবিল মাত্র সোকসিন্ধু মাঝে॥
সিতারে আনিয়া মজালেক লঙ্কাপুরি।
এত বলি বিলাপএ সকল সুন্দরি॥
একচিত্তে সুনে তাহা রাজা দসানন।
ভাল মন্দ কারে কিছু না বলে বচন॥
পুত্রসোকে বিসাদিত রাজা লঙ্কেশ্বর।
জুবতি ক্রন্দনে রাজা হইল জর্জ্জর॥
রাবনে না করে ভয় জত বধুগন।
বিনায়্যা বিনায়্যা সভে করেন ক্রন্দন॥
কেহ বলে কুথা গেলে রাবনকুমার।
দেবগন নিরানন্দ প্রতাপে তোমার॥
সচিপতি বান্ধিয়া আনিলে নিকেতনে।
হেন বির ক্ষয় হৈল মানুসের রনে॥
কেহ বলে হেন সক্তি মানুসের নাঞি।
রামরূপ ধর‍্যা আল্য আপনি গোসাঞি॥
কেহ বলে সুন্য হৈল এই বাসাঘর।
সব য়াছে নাঞি দেখি রাবনকোঙর॥
কেহ বলে সংসার জিনিল দসানন।
নর বানরের হাথে হইল মরন॥
কেহ বলে রবি সসি অষ্ট লোকপাল।
রাবন জিনিল সভায় বিক্রমে বিসাল॥

১। পুথিতে 'রাজা' আছে।

ত্রিভুবন বিজয় হৈল রাজা দসানন।
কেহ বলে রাবনে প্রসন্ন ত্রিলোচন॥
ভবানি সঙ্কর কেন এখন না রাখে।
এত বলি জুবতি কান্দএ লাখে লাখে॥

মধ্য,—

সুন সুন মহাশয় আপনার পরিচয়
প্রথমেতে আপনার কথা।
কহি য়ামি অকপটে জন্মিলাম অঞ্জনার পেটে
মহাবলি পবন মোর পিতা॥
কর তুমি অবধান নাম মোর হনুমান
সুগ্রিব রাজার সঙ্গে থাকি।
বালি সহোদর তার জিনি রাজ্য অধিকার
সুখ্যাসুত হৈল মহাসুখি॥
পাইয়া বাল্যের ত্রাষ ঋষ্যমুখে কৈলাম বাস
সে পর্ব্বতে বালি জাইতে নারে।
সাঁপ দিল এক ঋষী অতেব নির্ভয় বাসি
নিবেদিলাম তোমার গোচরে॥
মনেতে জন্মিল বেথা ইবে সুন রাম কথা
জে পাকে পাইলাম দবসন।
জানকি লক্ষন সাথে রাম আইল বনপথে
পঞ্চবটী করিল আশ্রম॥
রামের জন্ম সূয্যবংসে দসরথ রাজঅংসে
সুনিলাম লক্ষন বদনে।
রামে রাষ্য দিব রাজা হরসিত জত প্রজা
বনে আইল কৈকৈ বচনে॥
রাজা কৈকৈএর বস না গনিল অপজস
বনে পাঠাইল রঘুমনি।
রাম দুর্ব্বাদলশ্যাম রূপে উপজিল কাম
সঙ্গে সিতা জনকনন্দিনি॥
পঞ্চবটি বৃক্ষতলে রাম ছিলা কুতুহলে
সুপ্রনখা আইল সেথানে।
দেখিয়া রামের মুর্ত্তি বড় তার হৈল র্ষাত্তি
সিতা খাইতে করিলেক মনে॥ ইত্যাদি।

উদ্ধৃত ত্রিপদীটি অত্যন্ত দীর্ঘ, ২৪ পাতায় আরম্ভ হইয়া ২৭ পাতায় শেষ হইয়াছে। উহাতে রামের বনবাস হইতে লক্ষ্মণের শক্তি-শেল পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত।

শেষ,—

হনুমান পর্ব্বত রাখিল নিজ স্থানে॥
আকাসে হইল বানি সুন হনুমান।
অবিলম্বে গন্ধর্ব্বের দেহ প্রান দান॥
সুসেন ঔষধ নিতে হনু চিন্যাছিল।
পাতালতা নিঙড়িয়া ছড়াইয়া দিল॥
তিন কোটী গন্ধর্ব্ব পাইল প্রান দান।
হনুরে মারিতে জায় বলে হান হান॥
পবননন্দন বির উঠিল আকাসে।
পর্ব্বত থুইয়া আল্য শ্রীরামের পাসে॥
পবননন্দন পড়ে শ্রীরামের পায়।
কহেন করুনাবানি কোলে করি তায়।
হনুমান কি দিয়া সুধিব তোমার ধার।
রাম বলেন কি দিয়া করিব উপগার॥
হনু বলে য়ামি নাই জানি তোমা বিনু।
এত বলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিল পদরেনু॥
চরনে ধরিয়া বলি আমি অনুগত।
বিকাইনু রাঙ্গা পায় জনমের মত॥
রাবন মারিয়া কর সিতার উর্দ্ধার।
অজোধ্যায় চল সুধ্যা বিভিসনের ধার॥
দেবের দুল্লভ বড় রাম অবতার।
কত জত্নে ব্রহ্মা য়ানি করিল প্রচার॥
কিত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরান।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গিত অমৃত সমান॥
সক্তিসেল পুস্তক পুর্ন্ন হৈল এত দূরে।
রাবন বিনে আর বির নাহি লঙ্কাপুরে॥

জে জন গাওায় রাম তোমার মঙ্গল।
আসর সহিত সুখে রাখিবে রাঘব ॥
জেবা পড়ে জেবা সুনে জে জন গাওায়।
ধন পুত্র হয় তার অন্তে সর্গ জায় ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে সক্তিসেল উপাক্ষান কথন ॥

শেষের আট পঙ্‌ক্তি লেখকের যোজনা মনে হয়।

১০২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—২৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৭ সাল। সম্পূর্ণ। লেখক কনকরাম ধুবী।

শেষ,—

সুসেনে বাটীআ ঔসদি করিআছিল জুলা।
শ্রীরামের হস্তে ঔসদি দিল এক তোলা ॥
দেবসক্তি ঔসদি দিলেন নারায়ন।
এই মতে লক্ষন বিরের না হইল চেতন ॥
সুসেনে বাটিআ ঔসদি করিছিলা ঝুলা।
শ্রীরামের হস্তে ঔসদি দিল আর এক তুলা ॥
শ্রীগোরু স্বরিআ অউসদি দিলা নারায়ন।
এই মতে লক্ষন বিরের না হইল চেতন ॥
শ্রীগুরুর দুহাই জান বের্থ নাই জাএ।
চৈতনা পাইল লক্ষন চোক্ষু মেলি চাএ ॥
সুসেনে বাটীআ ঔসদি করিআছিল ঝুলা।
শ্রীরামের হস্তে দিল আর এক তুলা ॥
মাতা পিতা স্বরি ঔসদি দিলা নারাঅন।
এই মতে লক্ষন বিরে না হইল চেতন ॥
মাতা পীতার দুহাই জান বের্থ নাহি জায়।
ধর্জ্য না হইল লক্ষন গড়াগড়ি বাএ ॥
ধর্য্য না হইল জদি গুনের ভাই লক্ষন।
কুল হনে ভুমে পেলি জুড়িল কান্দন ॥
দৈব জুগে ঠেকিল রামের ও রাঙ্গা চরনে।
ত্রত্তিআ উঠিলা তবে সমির্ত্তার নন্দন ॥
দাদা বলিআ লক্ষন ডাকিতে লাগিল।
গুনের ভাই লক্ষন বলি রামে কুলে তুলি লইল ॥
লক্ষন জিলেন রামের পুরিল মনের সাদ।
চৌদিগে বানরগনে করে সিঙ্গনাদ ॥
জঅক্কর জঅধনি মঙ্গল আরুহন।
সর্গ্গে থাকি পুষ্ফ বৃষ্টী করে দেবগন ॥
কবি কিত্তিবাসে বলে শ্রীরামের চরন।
লক্ষনের সক্তিছেল হইল সমাপ্ত ॥

১০৩। রামায়ণ—লঙ্কাণ্ড।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১১ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৪। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ২০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬২ সাল। সম্পূর্ণ। প্রথম পাতাখানি পরবর্ত্তী যোজনা।

আরম্ভ,—

ইন্দ্রজিত মির্ত্তু হইয়া গেল জমঘর।
দুতে বার্ত্তা কহিতে জায় রাবন গোচর ॥
হরিসে বসিছে রাজা সিঙ্গাসন উপরে।
পাত্রমিত্র স্থানে রাজা লাগে কহিবারে ॥
জোহ বার জায় পুত্র সেহি বার জিনে।
না জানি বা পুত্র আজি জিনে কতক্ষনে ॥
ভয় দূতে বার্ত্তা কয় যুরি দুই কর।
তোমার পুত্র ইন্দ্রজিত গেল জমঘর ॥

জে কালে সুনিল রাজা পুত্রে মরন কথা।
সিঙ্গাসনে রৈল পদ ভুমে পরে মাথা॥
অচেতন [হ]ইয়া পরে রাজা লঙ্কেস্বর।
পাত্রমিত্র বলে রাজা গেল জমঘর॥
কেহ বলে জমঘরে গেল দসানন।
কেহ বোলে পুত্রসুখে হৈয়াছে বিমন॥
সিতল চন্দন য়ানি কেহ মাথে গায়।
চামরে বাতাস কেহ করে সর্ব্বদায়॥
খেনেকে চৈতন্ত পাইয়া রাজা দসগিরি।
কতক্ষনে কান্দি উঠে পুত্র পুত্র করি॥

মধ্য,—

লাচারি করুণা রাগ॥

ব্যাকুল ভাইএর পাযে ধনু ফালাইআ বৈযে
সুকে রাম ছারএ নিশ্বাস।
অহে ভাই প্রাণেশ্বর সুকে প্রাণ পোরে মর
তোমার তনু দেখীআ বিনায॥
বনে আইলাম তিন জন তাথে এত বিরম্বণ
সরিতে মনেত লাগে ব্রেথা।
কুলে লৈএ লক্ষণ বলে রাম নারায়ণ
ওট ভাই সুণ মর কথা॥
তর মর এক প্রাণ তনুমাত্র দুইখাণ
বিদাতা শ্রীজিল ভাগে ভাগে।
হেণ ভাই মৈল রণে ধিক মর জিবণে
কি বলীব ভরথের আগে॥ (পৃ০ ৯।১)

১০৪। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

হনুমানের ঔষধ আনয়ন।

রচয়িত'—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১২¾×৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৭-১৯। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

১০৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড

মহীরাবণের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪¾×৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২৪। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
ইত্যাদি শ্লোক।

কটক হইলা পার দিবা অবসানে।
রাম আগে দাণ্ডাইলা সুগৃব প্রজাসনে॥
সিন্ধু বান্ধি পার হৈলা কমললচন।
অবস্য পাইবো বার্ত্তা রাজা দসানন॥
একত্রে হইলা পার সকল কটক।
কুন বির আজি রাত্রি হইব রক্ষক॥
জাম্বুমান য়াদি বির আনিলা রঘুনাথ।
মৈক্ষ মৈক্ষ বির সব আনিলা সাক্ষাত॥
রামে বোলে সোন তরা মৈক্ষ সেনাপতি।
কুন বিরে কটক রাখিব আজি রাত্রি॥
কটক রাখিতে ভার করে জেই জন।
সে বিরে করোক আজি রাত্রি জাগরন॥

মধ্য,—

লাচাড়ি॥

ভরথে কান্দন করে বিনাইআ নানা স্বরে
কেনে রাম হইলে নিদারুন।
তুমারে দেখিবার কাজে আইলু মুই বনমাঝে
তুমা সনে না হইল দরসন॥১॥
আমার হইল কুদিন না পাইলু তার চিহ্ন
বনে য়াসি না পাইলু লাগ।
জত দুক্ষ পাইলু বনে কহিমু কাহার সনে
চারিভিথে য়াছে বিরভাগ॥২॥

কি বুদ্ধি করিমু মনে না চিনে হনুমানে
কি বলিমু হনুমান গোচর।
তুমার সহদর জানি কৃপা কর জদি থানি
তবে পাই তুমা দরশন ॥৩॥
জদি দ্বার না দেয় ছাড়ি প্রান দিমু অগ্নি পড়ি
বধ হইমু হনুমান উপর।
কিত্তিবাসে বলে বানি মায়া বির ছাড় তুমি
তুমি নহে রামের সহদর ॥৪॥ (পৃ০৮।১)
লাচাড়ি ॥
কান্দে কান্দে বিভিসনা রে
কান্দে বির মাথে দিয়া হাত।
সর্ব্ব স্থর ছাড়ি কথা গেলা রঘুনাথ ॥১॥
স্বরন লইলু তুমার বড় আসা করি।
ত্রিভুবনে স্থান নাই রাবন আমার বৈরি ॥২॥
কথা গেলা প্রভু রাম ত্রিদেস য়ধিপতি।
মুই পাবিস্‌ট কথা করিমু বসতি ॥৩॥
তুমার চরম বিনে গতি নাহি আর।
কি দুসে ছাড়িলা মরে না দেখি নিস্থার ॥৪॥
দুস্‌ট সহদর মর রাজা লঙ্কেস্বর।
স্ত্রি পুত্র ছাড়িআ মুই হইলু দেসান্তর ॥৫॥
কান্দে রাজা বিভিসন করিআ কাগুতি।
সত্রু মারি য়াইস রাম জানকির পতি ॥৬॥
কিত্তিবাসে বলে স্থন রাম রঘুপতি।
ভএ কান্দে বিভিসনে কর অব্যাঅতি ॥৭॥
(পৃ০ ১০।১)

শেষ,—

অঙ্গদে বোলে রাবনের বুঝিয়ে চরিত্র।
মন্ত্রনা সোনীতে জুয়ায় হইয়া একভিত ॥
এতেক ভাবিয়া তবে বালির নন্দন[১]।
গোপ্ত ভেস রহে গীয়া প্রাচির উপর ॥
এইরূপে রহিল গীআ বালির নন্দন।
রন করিবারে য়াজ্ঞা করিল রাবন ॥
হস্থির কান্ধেতে বান্ধে সোবর্নের ধ্যজ।
সুর্ন্ন সামন্ত জুঝিতে পড়ে সাজ ॥
পাত্র [মিত্র] য়াসিয়া রাবন রাজা বন্দে।
লাম্পে লাম্পে উঠে সব হস্থির কান্ধে ॥
চতুরঙ্গদলে য়ারোহিল য়ারসি কুদাড়ি।
রাজার ভাই তাতে আনীলেক চড়ি ॥
সোবর্ন্যের জাটিথান রাজা পাটে [র] তুলি।
[কু]মার ভাগ চলিতে পড়িল বিজোলি ॥
পাইক্যভাগ দেখি রাজার পুত্র য়াপনার।
চারিভেতে কটক সব রাজা বলয়ার ॥
সুবর্নের নির্ম্মিত রাজসিঙ্গাসন।
তার উপর বসিয়াছে রাজা দশানন ॥
হাথে রাখায়াছে * * *
সরদের চন্দ্র জেন ধবল রজনি ॥
ডাইনে তাম্বুল সনে দিয়াছে এক ঝারি।
হেন কালে কুমারভাগ ডাণ্ডাইলা সারি সারি ॥
কুমারভাগে মাথা নয়ায় মাথার [পাগ] খসে।
দুই বিরের পাগে খসি পড়ে দুই পাসে ॥
খঞ্জন জিনিয়া দুইর মকরকুণ্ডল।
মানীক্য জিনিয়া দুইর কর্নের সুভন ॥
কালা চামর জীনী থেশের পরিপাটি।
পৃস্‌টেতে লাগিয়া য়াছে দিঘল জোতি ॥
এ তিন ভুবনে যাহার ডরে পাত্র ভিত।
য়াগোবড়ি মাথা নয়ায় কুমার ইন্দ্রজিত ॥
শয়াবতি মায় জার রাবন রাজা বাপ।
বিরবাহু মাথা নয়ায় দুর্জ্জয় প্রতাপ ॥
ত্রিশিরায় মাথা নয়ায় করিদণ্ডবত।
প্র[হ]স্থ য়াদি রার্জ্জখণ্ডে করে দণ্ডবত ॥
ইতি শ্রীপাতালখণ্ড সমাপ্ত ॥

——

১। 'কুমার' হইবে।

১০৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

মহীরাবণের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭—১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৮ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

ইন্দ্রজিত মৈল বার্ত্তা সোনী মন্দাধরি।
অমনি কান্দিআ উটে পুত্র পুত্র করি॥
পুত্র সোগে মন্দাধরি করিছে রোধন।
কান্দীআ চলিছে রাণী জথাতে রাবন॥
কান্দিআ বসীছে রাজা রত্নসীঙ্গাসনে।
হেন কালে রাণী গেল রাবন বির্দ্দমানে॥
রাণী বলে কি কার্য্য করিলে দসগীরি।
সীতা আনী মজাইলে কনক লঙ্কাপুরী॥
অজনীসম্ভবা সীতা জনকদুইতা।
তান সাপে মজিল লঙ্কা আছ দসমাথা॥
জেহি দীন সীতা দেবি আনিলা লঙ্কাতে।
সেহি দিন মজিল লঙ্কা কহিছে তাহাতে॥
তখনে বলীল রাজা দেহ তার কন্যা।
তবে কেনে হইব তোমার অতেক জন্ত্রনা॥
ইন্দ্রজিত পুত্র মৈল পর্ব্বতের চোড়া।
ডাল বাঙ্গি বিক্ষ জেন হইল লাড়ামোড়া॥
মন্দাধরি বোলে রাজা সোন দিআ মন।
সিতা দীআ রাখ তোমার আপনার জিবন॥
এাহ হতে খেমা দেহ লঙ্কার বসত বাস।
দিনে দিনে হইব তোমার কুল জ্ঞাতি নাস॥
জানীআ না জান রাম সোন মতিহিন।
সবান্দবে সোক ভুক কর কিছো দিন॥

মধ্য,—

এহি মতে উর্দ্ধর পথে করিল গমন।
প্রভু রাম হারাইয়া এত বিড়ম্বন॥
রাম নাম লইয়া বির ছাড়এ নিশ্বাস।
কান্দিতে কান্দিতে গেল উর্দ্ধর কৈলাস॥
উর্দ্ধর দুয়ারে দেখে জত জত ধর্ম্ম।
সাধুজন দেখে তাথে না দেখে রামচন্দ্র॥
গোদান কাঞ্চন দান ব্রাহ্মণ ভুজন।
মাতৃ পিতৃ চরনে শেবা করিছে জেহি জন॥
দিঘি পুখরি কিবা বান্দিছে জাঙ্গাল।
উর্দ্ধর দুয়ারে তার ভাল ঠাকুরাল॥
আপনে আশীআ জমে তাহারে শঙ্কাশে।
এহি মতে উর্দ্ধর দ্বারে শাদুজন বৈশে॥
তাহাতে না দেখে বির শ্রীরাম লক্ষন।
আর কত দুরে বির করিল গমন॥
হরগৌর দুই জন আছয়ে বশিয়া।
পার্ব্বতি শিবেকে পুছে হনুমান দেখিয়া॥
দুর্গা বোলে শোন শিব আমার বচন।
কি কারনে আইশে এথা পবননন্দন॥
শবে বোলে শোন দুর্গা না জান কারন।
মহিরাবনে হরি নিছে শ্রীরাম লক্ষন॥
হনুমান শমান ভক্ত নাহি ত্রিভুবন।
রাম লক্ষন হারাইয়া করয়ে ভ্রমন॥
পার্ব্বতি বোলেন তার লক্ষন বুজি বাম
আমি হই শিতামুর্ত্তি তোমি হও রাম॥
হেন কালে তথা আইল পবননন্দন।
এহি মতে শন্দান করিলা দুই জন॥
রাম সিতা মুর্ত্তি বির দেখিয়া তথায়।
বোলে রাম সিতা পাইলাম লক্ষন ভাই কথায়॥
এহি বোলি হনুমান করিল গমন।
হরি হর ভেদ নাই অভেদ শিবরাম॥

হনুমানে বোলে রাম এমত কেনে কৈলা।
সিতাকে পাইয়া তোমি লক্ষনকে ছাড়িলা ॥
আইশ আইশ কান্দে করি তোমরা দুই জন।
তোমাকে পাইলাম রাম কথাতে লক্ষন ॥
ইহা বোলি হনুমান লাগিল কান্দিতে।
সিংহাশনে হর গৌরি লাগিল হাশিতে ॥
হনুমানে বোলে রাম বড়ই পামর।
আমারে এত দুক্ষ দিয়া হাশ নিরান্তর ॥
ইহা বোলি হনুমান পবন কুঞ্জর।
হরগৌরি তোলি লইল মাথার উপর ॥
দ্বারে থাকি দেখি তারে দ্বারি নন্দিবর।
ধাইয়া আশিল তবে শিবের গোচর ॥
দ্বারি বোলে বেটা তোই থাকচ কথায়।
আমার ঠাকুর কেনে লইলে মাথায় ॥
দ্বারে থাকি দেখি তারে দ্বারি নন্দিবর।
কুপ করি আশিলেক হনুমান গোচর ॥
হনুমানে বোলে আমি হারাইল রাম।
আমার ঠাকুর আমি নিব তোমায় কিবা কাম ॥
এত শোনি নন্দিবির কুপ করি বোলে।
হনুমানকে ধরে বির দুই হাতে গলে ॥
হনুমানকে ধরি নন্দি হাশে মনে মন।
রাখিতে না পারে নন্দি চমকিত মন ॥
বাহু লাড়া দিআ ধরে পবননন্দন।
হুরাহুরি গরাগরি করে দুই জন ॥ (৯১ পত্র)

শেষ,—

রাম লক্ষন লইআ বির করিছে গমন।
জেহিথানে বসী আছে জত বানরগন ॥
শ্রীরাম দেখাআ তারা বন্দিল চরন।
আসীর্ব্বাদ করিলেন কমললোচন ॥
জয় জয় দিআ নাচে জত বানরগন।
হেনকালে দেখে রামে বান্ধা বিভিসন ॥
বন্ধন মোচন করি কমললুচন।
আনন্দ হইআ নাচে রাজা বিভিসন ॥
পুথিখানি তিন হাতের লেখা বেশ বুঝা যায়।

১০৭। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

মহীরাবণের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫১/২×৫১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১৩ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বৰ্দ্ধমান।

আরম্ভ,—

ভগ্নপাইক কহে গিয়ে রাবন গোচরে।
তরনি পরিল রনে সুন লঙ্কেশ্বরে ॥
সুনিয়া রাবন রাজা হইল অচেতন।
ভুমে লোটাইয়া কান্দে রাজা দসানন।
অজ্ঞান হইল রাজা পরিল তখন।
পুত্র পৌত্র ভাতি নাহিক দিতে তর্পন ॥
মহাসোকে কান্দিতেছে রাজা লঙ্কেস্বর।
কোথা গেলি তরনি প্রানের দোসড় ॥
সকল বির পরিলো মোর বির নাহি আর।
দস মুখে রাবন রাজা করে হাহাকার ॥
কান্দিতে কান্দিতে মনে হইল স্বরন ॥
পাতালে আছে পুত্র মহি ত রাবন ॥
মহিরাবন বলে রাজা ডাকে উশ্চস্বরে।
কোথা গেলি মহি পুত্র দেখা দেহ মোরে ॥
কহিলে আমারে তুমি পূর্ব্বে জে কারন।
বিপত্তে পরিলে আমাএ করিহ স্বরন ॥
এত জদি কাতরে বলেন লঙ্কেস্বর।
টনক পরিল মহির মস্তক উপর ॥

শেষ,—

হেন কালে দেবি বলেন সুন প্রভু রাম।
আমি রহিব কোথা প্রভু তুমি দেহ স্থান॥
রাম বলেন সুন দেবি আমার বচন।
মহির সোমান পুজা করিবে জগজন॥
যুনিয়া সন্তুষ্ট মাতা হাঁসিতে লাগিলা।
হনুমানে ডেকে রাম তখন বলিলা॥
ক্ষিরগ্রামে লইয়ে দেবির করহ স্থাপন।
তুমি আইলা আমি তবে বধিব রাবন॥
[এ] কথা যুনিয়া হনু করিলো পয়ান।
দেবি লয়ে গেল হনু জথা খিরগ্রাম॥
[উত্তম] স্থান জে দেবি হরসিত মোন।
সেই স্থানে লাবাইল পবননন্দন॥
বিস্বকর্ম্মায় হনুমান করিলা স্বরন।
সত্যরে আইলা বিস্ব্যকর্ম্মা হনুর বিন্তমানে॥
হনু বলে দেবিরে হেথা করিব স্থাপন।
দেবিকে রাখিতে স্থান করহ গটন।
পাথোর আনিয়া হনু দিল বিন্তমান।
[ম]সানে অপূর্ব্ব পুরি করিল নির্ম্মান॥
রাত্রের ভিতরে পুরি ক[রি]লা নির্ম্মান।
বিস্বকর্ম্মা পয়ান করিলা নিজ স্থান॥
দেবি বলেন যুন হনু আমার বচন।
মহিরাবন ··· ··· পুজিবে কোন জন॥
আমার সেবক আমার কাছে দিলে বলিদান।
নরবলি দিয়া করো পুজার বিধান॥
হনুমান বলে মাতা কহিলাম আমি।
বৎস্বর অন্তর নরবলি পাবে তুমি॥
তোমারে দেখিতে ইচ্ছে করে জেই জনে।
মুক্তিপদ পাবে সে তোমা দরসনে॥
জোগাদ্যা বলিয়া মাতা হলো তোমার নাম।
জে তোমায় দেখিবে তার অবস্য পরিত্রান॥
দেবি বলেন লোকের চাক্ষসে না থাকিবো।
লোকের চাক্ষসে থাকিলে অনাদর হইবো॥
হনু বলে মাতা তুমি ব্রহ্মা অগোচর।
চাক্ষসে না থাকিবে লোকের গোচর॥
কিত্তিবাস ইত্যাদি॥
দেবিরে রাখিয়া হনু মন্দির ভিতর।
বাহিরে আসিয়া করে তিন স্বরবর॥
হনুর বিক্রম জেন সিংহের প্রতাপ।
তিন স্থানে মৃত্তিকা তুলিল তিন চাপ॥
তাহারে করিলা বির তিন স্বরবর।
তিন নাম থুইল তার পবনকুমার॥
ধামাতের পুষ্কর্নি বলে থুইল এক নাম।
সর্ব্বেস্য বলিয়া নাম রাখিলা এখন॥
ক্ষিরদিঘি বলে থুইলা এক নাম।
জোরহাতে করে হনু দেবির বিন্তমান॥
তিন স্বরবর কৈলাম করি নিবেদন।
জাহা ইচ্ছা তাহাই কর জেবা লয় মোন।
হনুমান বলে মাতা করিবে বিচার।
আপনার গুনে পুজা করিহ প্রচার॥
এতো বলি প্রনাম করিলা দেবির পায়।
হাঁসিয়া হনুরে মাতা দিলেন বিদায়॥
জোগাদ্যা বলিয়া বির করিলা স্থাপন।
কতো পাপে মুক্তি হইলা দেবির স্বরন॥
বিদায় হইলা হনুমান দেবির চরনে।
এক লম্ফে আইলা হনু রাম বিন্তমানে॥
জোর করে বন্দে বির রামের চরনে।
যুগ্রিব আদি বানর দিলা আলিঙ্গন॥
আপদ এরায় বানর ছারে সিংহনাদ।
যুনিয়া রাবন রাজা গনিল প্রমাদ॥
মহি পুত্র পরিল ধ্যানে জানে দসানন।
তে কারনে সিংহনাদ ছারে বানরগন॥
হাহাকার করে রাবন ছারিয়া নিস্বাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিৎ কৃত্তিবাস॥

১০৮। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রামরাবণের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১, ২, ৪, ৫, । প্রতি পৃষ্ঠায় ৯।১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

সভা করি বৈসে রাম কোমললোচন।
বিরভাগ বৈসে জত সুগ্রীব বিভিসন॥
শ্রীরাম বলেন সুন জত রাষ্যখণ্ড।
রাবন বধিএ বিভিসনে দিব ছত্র দণ্ড॥
হেন কালে হনুমান ছাড়ে সিংহনাদ।
প্রান উড়ে গেল রাবন গুনিল প্রমাদ॥
রাবন বলে সকল গেল রামের সংগ্রামে।
পুত্র পোউত্র উদ্ধার হইলা রাম দরসনে॥
হরগৌরি পুজিতে বসিল লঙ্কেশ্বর।
রাবনের পুজা লইতে আইল সঙ্কর॥
রাবনের তরে দয়া করিলা ভবানি।
আইল রাবন কাছে জগতজননি॥
পুজা করি প্রনাম করএ দসানন।
এইবার মোরে রক্ষা কর পঞ্চানন॥
শ্রীরাম লক্ষন জিনি তোমার বরেতে।
সিব বলে হেন বর আমি নারি দিতে॥
রাম মারিতে বর দিব কাহার সকতি।
এত বলি অন্তধ্যান হন পষুপতি॥
রাবন বলে জানি[লা]ম ইহার কারন।
কাল হয়্যা আইল মোরে নর বানরগন॥
রাবন বলে যুন মাতা করি নিবেদন।
আমা লাগি জাও তুমি সিবের ষদন॥
দেবি বলে আমি পুর্ব্ব কহিলাম বিস্তর।
তাহে মোরে ক্রোধ কৈল দেব মহেশ্বর॥
রাবন বলে সুন মাতা জগতজননি।
মোর লাগি হরের কাছে চলহ আপনি॥
রাবনের এত বাক্য যুনিঞা সঙ্করি।
সিবের সাক্ষেতে দাণ্ডাইল কর জুড়ি॥
ভবানি বলেন যুন দেব পষুপতি।
কোন গুনে পুজে তোমায় লঙ্কার নৃপতি॥
ধনে প্রানে মজে রাবন শ্রীরামের বানে।
এবার রাবনে রক্ষা কর ত্রিলোচনে॥
দস মুণ্ড কাটী রাবন দিল তোমার পায়।
ছাড়িতে রাবনে নাথ তোমা না জুয়ায়॥
সিব বলে পার্ব্বতি সুনহ বচন।
পাপিষ্ট দুস্মতি বেটা লঙ্কার রাবন॥
নন্দি সাপিল জথন রাবনের তরে।
নর বানরের হাতে রাবন জাব জমঘরে॥

১০৯। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২৪০ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

বিভিসন বলে তুমি সত্যে হইলে পার।
পিতিজ্ঞা করেছি রামি রাছে তব ধার॥
সিতার উধ্যার হেতু দিলাম রাশ্বাস।
সিতাকে রানিতে রামার সিদ্ধ রভিলাস॥

রাজা হয়া এতেক বলিল বিভিসন।
সিতা বলে শ্রীরামের পড়ে গেল মন॥
জার নাগি জুদ্ধ করি পাড়িয়া ধনুক।
দস মাস নাই দেখি জানকির মুখ॥
যুগ্রিব বিভিসনের সঙ্গে করি য়নুমান।
সিতায় বাত্রা দিতে রাম পাঠান হনুমান॥
রাম বলেন যুন বাছা পবননন্দন।
সিতায় তত্ত দিতে জাহ য়সকের বন॥
সিতা য়াগে কহিবে য়ামার সমাচার।
সবংসে রাবন রাজা হইল সংহার॥
রাক্ষস বানর স্নুখি হইল তৃভুবন।
কালি তুমা নিতে য়াসিব ধাম্মিক বিভিসন॥
রামের চরন ধরি করিয়া প্রনাম।
সিতার নিকটে জাত্রা কৈল হনুমান॥
ধনুক টানিলে জেন সিঘ্র বান ছুটে।
লাফে লাফে গেল য়সকবনের নিকটে॥
সনা রূপায় বান্দিয়াছে য়সক গাছের গুড়ি।
তার তলায় বসিয়াছেন জনকঝিয়ারি॥
অসকের তলে সিতা য়তি অনুপাম।
দুটী হাত তুলিয়া সিতা বলে কবে য়াসিবে রাম॥
হনুমান ডাণ্ডাইল সিতার গোচর।
চেড়িগুলা বলে য়াইল ঘরপড়া বানর॥
থরহরি কাপে সভে পাইয়া তরাস।
ভএতে রাক্ষুসিগুলা হইল একপাস॥
গাছের য়াড়ে ডাণ্ডাইল হয়া য়দরসন।
হেন কালে বানর করে সিতা সম্বাসন॥
সিতার আগে হনুমান নুয়াইল মাথা।
য়বধানে যুন রামের কুসলবারতা॥
স্নুগ্রিবের প্রতাপে য়ার বানরের হানাহানি।
বিভিসনার মন্ত্রনাতে লঙ্কাপুরি জিনি॥
সবংসে পড়িয়া গেছে রাবনে য়াপার।
বংসনাস হইল জখন তোমাকে দিল তাপ॥

প্রভাতে দেখিবে গিয়া শ্রীরাম লক্ষন।
কালি তুমায় নিতে য়াসিব ধার্ম্মিক বিভিসন॥
দুই ভেএর জয়জুক্ত যুনিয়া কাহিনি।
হরসিতে য়াপনা পাযুরে ঠাকুরানি॥
হনুমানের মুখে যুনি কুসলবারতা।
য়সকের বনে সিতা হেষ্ট কৈল মাথা॥
হনু বলে কেন দেখি বিরসবদন।
কুস[ল] বাত্রার উত্তর না পাই কিসের কারন॥
তুমার চরিত্র কিছু বুঝিতে না পারি।
হেটমাথা করে য়াছ দণ্ড দুই চারি॥
রাবনের মরনে কিবা দুস্থ হইল মনে।
রিদয়ে য়যুকি হয়া য়াছ তে কারনে॥
সিতা বলে জে কথা কহিলে মোর পাসে।
য়ানন্দে বেদেছি মুখ বোল নাই য়াইসে॥
জে কারনে এতথন হেষ্ট করি মাথা।
কিবা দিলে সোদ হয় এই করি চিন্তা॥
সর্গ মর্ত্ত পাতালে করিয়া অনুমান।
এই বাক্যে হনুমানে কিবা দিব দান॥
মুনি মুক্তা দি জদি য়মুল্য ভাণ্ডার।
তবু এই বচনের নাহি হব ধার॥
বিক্রয় হইয়া আছেন য়ভাগিনি সিতা।
কিবা দিব দরিদ্র সে করেছে বিধাতা।
তৃভুবনে তুমার তুলনা নাই দান।
তোমাকে চরনের স্থল দিবেন শ্রীরাম॥
রাক্ষসের ঘরে মোরে করিলে উর্দ্ধার।
অজুধ্যাকে গেলে তোরে দিব গলার হার॥
হনুমান বলে মা গো কি করিব ধন।
কত লক্ষ ধন সিতা শ্রীরামের চরন॥

শেষ,—

অগ্নির ভিতরে থাকি না পুড়ে আগুনি।
পুড়িবার কাজ্য থাকুক গাএ পড়ে পানি॥

অগ্নি বলেন নেহ রাম য়াপন রমনি।
সিতার দেহে পাপ নাই য়ামি ভালে জানি॥
জত লোক পাপ কৈল য়ামার আনলে।
পবিত্র হইলাম তুমার সিতা লক্ষি কোলে॥
সিতার চরিত্রে তুমি হইয় সন্তোস।
জানকিকে দেখি রাম না করিহ রোস॥
প্রভুর চরনে সিতা করিল প্রনাম।
আপনা য়াপুনি দোস মাগেন শ্রীরাম॥
এক মুখে তুমার গুন কি কহিব য়ার।
বাপকুল সষুরকুল করিলে উধার॥
নিম্মল সরিরে জস পুন্নিত মেদুনি।
গগনমণ্ডলে জেন কলাহল য়ুনি॥
সিতার সাহাস গু সর্ব্ব জনে দেখে।
ধন্ন ধন্ন বলিয়া ডা কল তিন লোকে॥
মরিল স্বরিরে জে, পসিল জিবন।
সিতা দরসনে সভার প্রসন্ন বদন॥
ধন্ন ধন্ন সিতা গো তুমার ধন্ন জিবন।
তুমার জস ঘুসিবেক এ তিন ভুবন॥
আপন আপন স্থানে গেল জত দেবগন।
জখনকার জে কাজ্য তাহা জানেন বিভিসন॥
বিস্বকম্মা ডাকিয়া বিভিসন দিল পান।
রাম সিতার বাসঘর করহ নিম্মান॥
য়ুবন্নোর ঘর দ্রার য়ুবন্নের চোওরি।
রত্নময় খাট পাট নেত পাটের তুলি॥
নব য়নুরাগ দুহে জগত মহিতা।
বাসঘরে প্রবেশ করিল রাম সিতা॥
শ্রীরামের পাসে বৈসেন জনকনন্দিনি।
চন্দ্রের সাক্ষাতে জেন বসিল রহিনি॥ * ॥
রাম সিতা দুই জনে রহিল এক ঘরে।
লক্ষি নারায়ন দুহে হইল একত্তরে॥
সয়ন করিল রাম সিতা করি কৌলে।
লাজে মুখ ঢাকে সিতা নেতের য়াঞ্চলে॥
হাস পরিহাস করে দুহে দুহা হেরি।
জয় সিতা রাম বলি ডাকিছে ভমরি॥
জানকি সহিত য়ুখে য়াত্রি বঞ্চেন রাম।
ভমর কমলে জেন মধু করে পান॥
রাত্রি রঙ্গে সিরাঙ্গে কৌতুকে করে কেলি।
জয় সিতা রাম বলি ডাকিছে কৌকিলি॥
রাম সিতার বাসঘর জেই জন য়ুনে।
তারে বড় তুষ্ট হন লক্ষি দ(জ)নাদনে॥
ব্রাহ্মন য়ুনিলে হয় বুদ্ধে বিহপতি।
ক্ষেতি য়ুনিলে হয় মহাজোধাপতি॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্র বিচক্ষন।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল রাম সিতার মিলন॥

১১০। রামায়ণ—লঙ্কাকা

সীতার উদ্ধার।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১১—৩৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭-৮ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

জল ফল আদি করি না করি ভোজণ।
এমতি দেখীব গিআ শ্রীরামচরণ॥
এহ কথা বিভিশণ জে কালে শুনিল।
লঙ্কা মর্দ্ধে য়েক দুত পাঠাইয়া দিল॥
কহ জাইয়া দুত জথা আছে মন্দাধরি।
দেশে চলি জায়ে শীতা শ্রীরামসুন্দরি॥
দুত জাইয়া বলিলেক মন্দাধরি স্থাণ।
করজোরে কহে কথা জত দুতগণ॥
দেশেতে চলিল শীতা শ্রীরামকামিনি।
তোমার নিকটে এই বলিলাম বানি॥

শীতা দেখীবার জদি তব মণে থাকে।
তরিতগমণে আশী দেখহ তাহাকে ॥
এই কথা মন্দাধরি জে কালে শুনিল।
দশ হাজার রমনি শঙ্গে গমন করিল ॥
এই পুরি মর্দ্ধে নিয়া চৌদল রাখিল।
রাম রাম বলি শীতা গমণ করিল ॥
জাত্রা করি চলিলেক রাজা বিভিশণ।
চৌদল লইয়া শবে করিল গমণ ॥
আণন্দে চলিল তারা জয় শব্দ করি।
হেণ কালে আশীলেক রাণী মন্দাধরি ॥
চৌদল রাখহ বলি ডাকিতে লাগিল।
শ্রীরাম দোহাই দিয়া শমুখেতে গেল ॥
শমুখেতে দাড়াএ গিআ রাণি মন্দাধরি।
চৌদল নামায়ে তথা মহাশব্দ করি ॥
শীতার জে বিস্তমাণে করিআ স্তবণ।
জত্বণ করিআ দোলার উঠাএ বশণ ॥
মন্দাধরি দাড়াইল বশণ ধরিয়া।
জাণকি রহীলা তবে হেটমণ্ড হৈয়া ॥
করজোরে মন্দাধরি করয়ে স্তবণ।
হেটমুণ্ড হইয়া মাতা রহিলা কি কারণ ॥
অবলা কামীনি তুমি আমী নহে জাণি।
অপরাদ খেমা কর জণকনন্দিনি ॥
আপনি চলিলা মাতা রাম দরশণ।
পাদপর্দ্দে স্থাণ দিয়া স্থীর কর মণ ॥
আমী ত পাতকি বটী কিছ ণহে জানি।
দআ করি রাখ মাতা জগতজণণি ॥
আমাকে বৈমুখ মাতা হয়ো কি কারণ।
সুজনে না ছারে দয়া লইলে শরণ ॥

মধ্য,— নাচারি ॥

কান্দে শীতা দির্ঘ রায় ধরি মন্দাধরীর পাঅ
কেণে শাপ দিলা গ জণনি।
বার মাশ দুর্খ পাইয়া চলিছী হরিশ হৈয়া
তাথে বাম হইলা আপনি ॥
ণা দেখীল গদাধরে বইমুখত হইলা মোরে
আমী বর পাপী অভাগিনি।
হেন বুঝী প্রভু রাম আমাকে হইলা বাম
এখণেতে ছারিব পরাণি ॥
আদি অন্ত বলি মা তুমী মোরে চিণ ণা
আমী বটি তোমার ণন্দীনি।
জখণে বিধাতা মোরে আনিলেক শংশারে
[তুমী] মোর হইতে জণনি ॥
শোণ মন্দাধরি শতি তুমি হৈলা গর্ব্ভবতি
তাথে আইলেণ নারদ অপনি।
রাজা বিস্তমাণে গিয়া কহীলেক গণিয়া
অমঙ্গল কণক ভুবণে ॥
মন্দাধরির গর্ভ স্থীতি হইবেক জেই স[তী]
[তার] শ্বামী হইবে প্রকাশ।
তোমার শঙ্গে দরশণ মহা ঘোরতর ভণ
তাথে তুমী হইবা বিণাশ ॥
এ কথা শুনিআ রাজা মণেতে ভাবিলা জাজা
ঝাটিতে চলিলা অন্তশপুরি।
ক্রোধ করি দশ গিরি বলিলা প্রবোদ করি
এই গর্ব্ভ করো * * ॥

ইত্যাদি—(পৃ° ১৫।১-২)

নাচারি ॥

শীতা কান্দে দির্ঘ রায় ধরিয়া রামের পাঅ
কেণে মোরে করিলা বর্জ্জণ।
তুমি বিণে লক্ষ্য ণাই দাড়াইব কোণ ঠাই
কেণে মোর ণা জায়ে জিবণ ॥
আশীলাম তোমার ঘরে বঞ্চীত হইলা মোরে
রাজ্য মর্দ্ধে ণা দিলা বশতি।
শকল করিলা ণাশ রার্য্য ছারি বণবাশ
নাণামতে কর অবগতি ॥

রার্য্য ছারি তোমার আশে আশীলাম বণবাশে
তাথে বিধি বিরম্বণ কৈল মোরে।
শোণ শোণ প্রভু রাম জপীতেঁছী তোমার ণাম
শদাকাল জাগিছে অন্তরে॥
আমার দুক্ষ্যের কথা বলিয়ে তোমার এথা
দয়া কিছ করোহ আমারে।
আমী বড় পাপী হই তোমার চরণে কই
স্থাণ দেও তোমার দাশীরে॥
তুমি গেলা বণান্তরে রাক্ষ্যশে হরিল মোরে
রাথে নিআ অশোকের বণে।
তাহাতে আমার শাতে দাসী দিল যুক্তে যুতে
শদাকাল রামণাম মণে॥
তাহাতে রাবণ চেরি পীঠেতে মারয়ে বারি
জিভ্যা টাণে শাড়াশী দিআ।
ত্রজটা রাক্ষ্যশি তাথে তুলিলেক ধরি হাতে
স্থীর মোরে করিল আশীআ॥
মণে দুর্খ শহে ণা তাহাকে বলিল মা
তুমি মোর ধর্ম্মের জণনি।
কি কব তোমার ঠাই দুক্ষ্যের অবধি ণাই
আমী বড় পাপী অভাগিনি॥ ইত্যাদি
(পৃ° ১৯।১-২)

শেষ—

শ্রীরামের ক্রোধ দেখী বলিল জাণকি।
কুণ্ডস্থলে রামচন্দ্রের বিক্রম আগে দেখী॥
কুণ্ড হতে তুলি দিয়া চলি জাও তুমি।
রামচন্দ্র স্থীর করি দেখা দীয়া আমি॥
এতেক শুনিয়া অগ্নি হস্তেতে ধরিয়া।
কুণ্ডের পাড়েতে শীতা দিল উঠাইয়া॥
কুণ্ড হতে শীতা তবে জে কালে উঠিল।
আপনা পুরিতে তবে অগ্নি চলি গেল॥
পুন্ন লক্ষ্মী শীতা তান অনেক মহিমা।
দাড়াইয়া রহিল জেণ কাঞ্চণ পৃতিমা॥
মাআ শীতা দুর হৈয়া শক্তিব হইল।
পুর্ব্বকথা ভগবানের স্মরণ পরিল॥
শীতাকে দেখিয়া রাম প্রশন্ন হইল।
আইশ আইশ বলি রাম ডাকিতে লাগিল॥
শীতা বলে কোথায়ে রহিলা হণুমাণ।
শদয়ে হইলা মোরে দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
শীতা জাইয়া রাম পাশে তখনে দাড়াইল।
হণুমাণ বির আশী প্রণাম করিল॥
রাম শীতা এক ঠাই হইল মিলন।
রাম রাম ধ্বনি দিল জত বাণরগণ॥
লক্ষ্যণ আশীয়া তবে করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ কৈলা তবে জাণকি শ্রীরাম॥
একে একে শর্ব্ব বিরে প্রণাম করিল।
বিভিশণ রাজা তবে দণ্ডবত হইল॥
রাম বোলে শোণ মিত্র শুগ্রিব রাজন।
বিভিশণ করি রাজা জাইআ এইক্ষ্যণ॥
লঙ্কাপুরির অধিকার পাইল বিভিশণে।
রাম শীতা মিলণ হইল শোণ শর্ব্ব জণে॥
কির্ত্তীবাশ পণ্ডিতের জর্ম্ম শুভক্ষ্যণ।
এই অধ্যা শাঙ্গ হইল বেদ রামাঅণ॥
ইতি শাতা উর্দ্ধার পুস্তক শমাপ্ত॥

১১১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

সীতার উদ্ধার পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫ + ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৮। প্রতি পৃষ্ঠায়, ১৩ পংক্তি। লিপিকাল,সন ১২৬৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ—

সুনহ সভার পণ্ডিত সুন দিয়া মন।
সিতা দেবির উর্দ্ধার জে গাহাণ রামায়ন॥

রাবন বধিয়া প্রভু রাম গদাধর।
সভা করি বসীলেন বেষ্টীত বানর॥
হরিসে বসীলা প্রভু রাম রঘুমনি।
হনুমানে স্থানে প্রভু বলীলেণ বানি॥
সুন সুন প্রাণপুত্র পবননন্দণ।
সর্ত্তরে চলহ তোমী অসোকের বন॥
জিএ কি মরিছে সীতা না জানি নিশ্চয়।
বার্ত্তা উর্দ্দেসীআ সীগ্র আন রে তনয়॥
রাম আজ্ঞা পাইয়া তান বন্দীয়া চরন।
সিতা উর্দ্দেসীতে চলে পবননন্দণ॥
পবনগমণে গেল অসুকের বন।
দণ্ডবতে প্রণমিল জানকিচরন॥
প্রসন্ন বদণে সিতা তাকে দিলেণ বর।
যুগে যুগে হনুমাণ হইয় অমর॥
সিতা বলেণ সুন বাপ পবননন্দণ।
কি কর্ম্ম করেন রাম বধিয়া রাবন॥
আমি তাপীণেরে প্রভু করেনি শ্মরন।
কুণ কর্ম্ম করে সোগ্রীব ভিবিসণ॥
হণুমাণে বলে মাগ সুন নিবেদণ।
সবংসে বদিল রাম রাজা দসানন।
লঙ্কাপুরে রাজা হৈল বির ভিবিসন॥
সভা করি বসীআছে কমললুচণ॥
আমারে পাঠাইছে মায় তুমা সম্বিদান।
বার্ত্তা উর্দ্দেসীয়া নিতে তোমার কল্যাণ॥
তুমার কারণে প্রভু সদাএ ব্যাকুল।
তোমার অর্থে নাস হৈল রাক্ষসের কুল॥
আজ্ঞা কর রাম পাসে করিএ গমন।
পুনি আসীবাম তুমা নিবার কারন॥
সিতা বলে সুন পুত্র পবননন্দণ।
রাম স্থাণে কহিয় মর এক নিবেদণ॥
জেহি রাক্ষসে আনিছে আমা হরন করিয়া।
সেহি রাক্ষসে নিবে মরে কান্দেত করিয়া॥
চল পুত্র হণুমান রাম সম্বীদাণ।
দেখীলে প্রভুর পদ স্থির হয় প্রাণ॥

মধ্য—

পার্ব্বতি সহিতে করি দেব ত্রিলুচণ।
রামের সাক্ষাতে আসী দিল দরসণ॥
সিবে বলে সুণ রাম বলী তোমার ঠাই।
সীতার খরিরে প্রভু কিছো দুস নাই॥
জেহি দিন রাবন সীতাকে নিল হরি।
সেহি দিন হতে আমি সীতার প্রহরি॥
আমার সেবক হএ রাজা দসানন।
অনুক্ষণ আমি তারে করিছি তারন॥
অণুক্ষণ সীতা রক্ষা করিআছি আমি।
সীতার কারণে সন্দে না করিবা তোমি॥
ভাল বলীআছ তোমি দেব সুলপানি।
তুমার সিশু হৈয়া হরে জনকনন্দীনী॥
ভাল জ্ঞান দিছ তারে সোণ ত্রিলুচণ।
ভাতিজার বধু সঙ্গে করিল রমণ॥
বর লজ্যা পাইলা সীব রামের বচণে।
এই কালে দসরত আইলা সেহি স্থাণে॥
রথ আরোহণে পীতা হৈল উপস্থীত।
মৃতা বাপ দেখী রাম হৈলা হরসীত॥
ভক্তিএ বন্দীল রাম পিত্রির চরন।
পাদ্য অর্গ দিলা রাম বসীতে আসন॥
রাম প্রতি দসরথ বলীলা বচণ।
সীতা মাকে দুক্ষ রাম দের কি কারণ॥
জেহি দিন হতে সীতা নিল দসগীরি।
সেহি দিন হতে আমী সীতার প্রহরি॥
সরূপেঐ জানি আমি সীতার সতির্ত্তা।
সুর্য্যবংস ধর্ম্ম কৈল জনকদুহিতা॥
ত্রিভুবণ ভরিআছে সীতার মাএর জসে।
মর বাক্যে সীতা লৈয়া চল নিজ দেসে॥

দসরথমোথে সুনি এথেক বচণ।
করযুরে কহে রাম কমললুচণ॥
বিনা পরিক্ষাএ জদি দেসে নেহি সীতা।
লুকমোথে অপকৃত পাইব জথা তথা॥
পতিব্রতা হইলে অগ্নীর কিবা ডর।
অগ্নীসুর্দ্ধ বিনা সীতা না নিবাম ঘর॥
(পৃ ৬।১)

শেষ—

রঘোনাথে বলে সুন পবননন্দণ।
সীতা দিয়া আমার জে রাথহ জিবণ॥
হণুমাণে বলে সুন রাম রঘুবির।
সীতা আনি দিলে মরে ধন দিবা কি॥
তোমাকে কি ধন দিব পবনতণয়।
প্রীথিবি তোমাকে দিব কহিল নিশ্চয়॥
হণু বলে প্রীথীবি দিলা কৈলা দর করি।
প্রীথীবি ত হয় প্রভু তোমার সাসুরি॥
রঘোনাথ তোমার সাসুরি মকে দিলা।
তোমার সাসুরি মকে দিয়া সাসুরিয়া হৈলা॥
রঘুনাথে বলে সুন পবনতনয়।
এমন দুক্ষের কালে কাব্য উচিত নয়॥
সীতা দেবি বিনে মর জায়ত পরানি।
আনিয়া দেথায় মরে জনকনন্দীনি॥
হনুমানে বলে ব্রর্ম্মা সুনহ কাহিনি।
সীগ্র নিয়া দেম সীতা জনকনন্দীনি॥
এত সুনি ব্রর্ম্মা দেব করিল গমন।
সীতা নিয়া দিলা জথা কমললুচণ॥
জথনে হইল দেথা রাম সীতার মিলন।
সর্গের দেবগণ করে পুষ্প বরিসণ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিত কবির্ত্তসীরমনি।
সীতার উর্দ্ধার গাইল অপুর্ব্ব কাহিনী॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতে বলে রাম বল ভাই।
জমলুক তরিবারে আর লক্ষ নাই॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডীতের অমৃত লাহরি।
রঘোনাথ আনন্দে সবে বল হরি হরি॥

১১২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রামের দেশাগমন হইতে শেষ পর্য্যন্ত।

রচয়িতা,—কৃত্তিবাস।

তুলোট কাগজ। আকার, ১৪১/২×৫১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১২৬—.৩৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান বর্দ্ধমান।

আরম্ভ—

রাম বলেন সুন অহে মিতা বিভিসন।
রথ আন দেশে আমী করিব গমন॥
পুষ্পক রথ বল্যা করিল স্মরণ।
সেইথানে আইল রথ সতেক জোজন॥
দস জোজন রথথান থাকে সর্ব্বক্ষন।
লক্ষ্য জোজন হইতে পারে জদি করে মন॥
ব্রহ্মার বরে রথথান অক্ষয় অব্যয়॥
জত ভাঙ্গে তত হয় নাহিক অপচ্যয়॥
রথ দেথ্যা রঘুনাথ হইলা আনন্দিতা।
রথেতে চড়িলা রাম হস্তে ধরিয়া সিতা॥
লক্ষন উঠিলা গিয়া পুষ্পক জে রথে।
রাম সমুথেতে বির ধনুক বান হাতে॥
রথে রামচন্দ্র কটক ভুমীতলে।
সুমধুর বোল রাম কটকেরে বলে॥
সুগ্রিবের সঙ্গে বানরের হানাহানি।
বিভিসন স্বহায় দুর্জ্জয় লঙ্কা জিনি॥
কোন কোন বিরে আমী করিব বাথান।
ভক্তভাবে মোর ঠাঞি সকল সমান॥
নিজ নিজ দেসে গিয়া করগা ঠাকুরালি।
গলাগালি না দিও না বলো মন্দ বুলি॥

সম্ভাকার ঠাঞ্রি আমী মাগিলাম মেলানি।
ছলো ছলো করে সব চক্ষে পড়ে পানি ॥

ক্ষীরগ্রামে উগ্রচণ্ডার উল্লেখ আছে। (পৃঃ ১২৮)।

মধ্য—

হনুমান চলিলেন মায়ে সম্ভাসিতে ॥
মলয় পর্ব্বতে আইল বির হনুমান।
অঞ্জনার পায়ে বির করিল প্রনাম ॥
মায়েরে দেখিতে আইলা করি বড় সাধ।
কথা না কহিল না কৈল আসির্ব্বাদ ॥
হনুমান বলে মাগো করি নিবেদন।
আসিষ না কৈলে কেন বিমরিষ মোন ॥
অঞ্জনা বলেন তোমায় কী কহিব কথা।
তো ধিক্ তোর রাম ধিক্ ধিক্ দেবি সিতা ॥
ধিক্ রে রাক্ষষপতি লঙ্কার রাবন।
তোদ্দের সমান মুক্ষু নাহি ত্রিভুবন ॥
এ কথা ষুনিয়া বলে বির হনুমান।
কহ কহ ষুনি মাগো ইহার সন্ধান ॥
অঞ্জনা বলেন ষুন পবননন্দন।
ত্রিভুবন মধ্যে বড় পাগল রাবন ॥
দস হাজার ন্যরি আছে জার অন্তষপুরে।
একা সিতার হেতু কেন সবংসেতে মরে ॥
রামেরে কহিলাম ধিক্ জাহার কারন।
শৃষ্টী করিয়াছেন রাম নারায়ন ॥
না জানে জগতে কি সনার মৃগি আছে।
স্ত্রীর বোলে জান তিনি মৃগির পাছে পাছে ॥
লক্ষিরূপা সিতা বটে জানে ত্রিজগতে।
রাম কহি কান্দে কেন পড়িয়া ভুমিতে ॥
জদী বলে ভষ্ম হও লঙ্কার রাবন।
কখন কি বের্থ হয় লক্ষির বচন ॥
তোমারে কহিল ধিক জাহার কারন।
সাগর লঙ্ঘিয়া গেলি লঙ্কা ভুবন ॥
এক চড়ে কেন না মারিলা লঙ্কার রাবন :
রামের সিতা রামে আনি দিত সেইক্ষন ॥
তোরে গর্ব্বে ধরিয়া করিলাম কোন কাম।
কত বান খেয়্যাছেন দুর্ব্বাদলশ্যাম ॥
পর্ব্বতের আড়ে ডাড়াও অভাগির ছেলে।
পরাক্রম দেখ মোর দুদ্ধ দি রে গেলে ॥
মহা ক্রোধে অঞ্জনা এড়িল দুদ্ধধার।
মলয় পর্ব্বত ভেদি হইল দুয়ার ॥
অঞ্জনার চরনে করিয়া নমস্কার।
রামের নিকটে আইল পবনকুমার ॥

(পৃঃ ১২৮।২)

শেষ,—

হনুমানে বিদায় করেন রঘুবির।
জেই তুমি সেই আমী একুই শ্বরির ॥
জগত ভরিয়া হনু তোর হইল জস।
চারি জুগে আমী তোমার হইলাম বস ॥
এতেক বলিয়া জদী কমললোচন।
কান্দিতে লাগিলা বির পবননন্দন ॥
হনুমান বলে তুমী দয়ার ঠাকুর।
কেমনে বলিলেন হেন বচন নিষ্টুর ॥
একদণ্ড না বাচিব তোমাদরশনে[১]।
নফরে বিদায় প্রভু করে কোন জনে ॥
হনুর করুনা ষুনি কান্দেন লক্ষন।
এস এস বাছা হনু দি রে আলিঙ্গন ॥
সজল নয়ানে হনু করে প্রনিপাত।
আসির্ব্বাদ করিলেন পিষ্টে দিয়া হাথ ॥
গা তুলিয়া হনুমান করে করপুটে।
স্বরন করিলে আমী আছিয়ে নিকটে ॥
জেই কালে হনুমান মাগিলা মেলানি।
রাম সিতার ক্রন্দনেতে তিতিল মেদনি ॥

১। এখানে সন্ধি হইয়াছে। তোমা+অদরশনে =তোমাদরশনে।

বিভিসন বলে প্রভু রাম রঘুবর।
চরনে রাখিহ প্রভু স্বরনপঞ্জর॥
নানা রত্ন দিলা সিতা অভরন হার।
দানে সুন্য কৈল রামের অনেক ভাণ্ডার॥
একে একে ঠাট কটক হইল বিদায়।
বাল্মিক বন্দিয়া গিত কিত্তিবাষ গায়॥ * ॥
পাত্র মিত্র লয়্যা রাম জুক্তি অনুমানি।
পুষ্পক রথে রাম ডাক দিয়া আনি॥
রাম বলেন রথ তুমী কুবেরের বাহন।
কুবেরের স্থানে তুমি করহ গমন॥
বায়ুগতি গেল রথ কুবেরের স্থানে।
কুবের বলেন রথ কর অবধানে॥
রাবন চড়িল তবে তোমার উপর।
দিন কথক আরোহন কৈল রঘুবর॥
পুনরুপী জাও তুমি জেথানে রঘুপতি।
তবে ত পবিত্র হবে পাইবে মুকতি॥
ষুনিয়া আইল রথ শ্রীরামের স্থান।
দেবরুপী রথ বটে জানিলেন রাম॥
বিচিত্র চৌতরা ঘর করিল নির্ম্মান।
তাহাতে রাখিলা রাম পুষ্পক রথখান॥
কিত্তিবাসের পুথি অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে পরিপুন্ন হইল লঙ্কাকাণ্ড॥ * ॥

১১৩। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৫¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৭৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৭২ মঘী (বঙ্গাব্দ ১২১৭)। সম্পূর্ণ। হস্তাক্ষর পূর্ব্বদেশীয়। মঘী সনের উল্লেখ তাহার অন্যতম প্রমাণ।

আরম্ভ,—প্রথম দুইখানি পাতা গলিয়া গিয়াছে। ৩এর পাতা, ২য় পৃষ্ঠা, ৬ পঙ্‌ক্তি,—

সুভ লগ্নে রথে রাম সপদ আরোহিল।
তিন সর্গে লঙ্কা রাযো উপরে চলিল॥
বানর রাক্ষষ লৈয়া আরোহিলা রথ।
পুষ্পরথে চড়ি জাএ গগনের পথ॥
বিভিসনে রথখান চালাএ সর্ত্বরে।
বিযুলি ছটকে জেন নক্ষত্র সঞ্চরে॥
বাউগতি চলে রথ দবের নির্ম্মান।
আকাসেতে দেবগনে ধরিল জোগান॥
গগন পুরিল সব ঠাটের হুঙ্কারে।
কোটি কোটি হস্তি ঘোরা বহুল ফুকারে॥
রাসি রাসি গজমুক্তা রাসি রাসি মনি।
দস দিস পুরি নাচে ইন্দ্রের নাচনি॥
সে রথের চারি পাসে দিঘি সরোবর।
হংস চক্রবাক তথা চরে নিরন্তর॥
লঙ্কাবাসি সকল গন্ধর্ব্বে গাহে গিত।
স্থানে স্থানে বিদ্যাধরি সবে করে নৃত্য॥
চিন্নচরা পতকাএ ভরিল গগন।
কোটি কোটি বাদ্যকে বাজাএ ঘন ঘন॥
লঙ্কাপুরি রথখানে করি প্রদক্ষিন[১]।
ভুমিতে লাগিল রথ লঙ্কার উপর।
ভুমি হোন্তে অন্তরিক্ষে সথেক প্রহর॥
কনকের রথখান মনিএ ভুসিত।
তাহাতে বসিল রাম সিতার সহিত॥
চামরে বাতাস করে যুমিত্রানন্দন।
জিজ্ঞাসিল সিতাদেবি উল্লাসিত মন॥
কোনখানে রহিছিলা করিআ সিবির।
কোন স্থানে যুর্দ্ধ কৈল কো কোন বির॥

১। ইহার মেলক পঙ্‌ক্তিটী নাই।

রনস্থল ভুমিখান চাহি দেখিবার।
কোন কোন স্থানে হৈল কাহার সংহার॥
কোন স্থানে থাকি তুহ্মি লঙ্কা কৈলা দৃষ্টি।
কোন স্থানে ছেদ কৈলা মুণ্ড কথ গুটি॥
কুম্ভকর্ন্ন বিরেয়ে কাটিলা কোন স্থানে।
এহার নির্ন্নয় মতে কহিবা সন্ধানে॥
শ্রীরামে বোলেন তোহ্মা কহিমু সমস্থ।
আহ্মি রহিলাম এই যুবেল পর্ব্বত॥
তাহাতে বসিয়া আহ্মি কটক পাঁচিল।
পুর্ব্বদ্বারে যুর্দ্ধ কৈল সেনাপতি নিল॥
চারি দ্বার হোন্তে মুক্ষ দক্ষিন দুয়ার।
তাতে বসি যুদ্ধ কৈল অঙ্গদ কুমার॥
উর্ত্তর দ্বারে যুর্দ্ধ কৈল বানর ইশ্বর।
পশ্চিমে যুঝিল আহ্মি দুই সহোদর॥
এইথানে পরিলেক ছয় গোটা বির।
দেবান্তক নরান্তক আউল ত্রিসির॥
এই দেখ নিকুম্ভিলা নামে জজ্ঞকুণ্ড।
লক্ষ্মনে কাটিল এথা ইন্দ্রজিতের মুণ্ড॥
ইত্যাদি (পৃঃ ৩।২-৪।১)

অধিকাংশ পুথিতেই রামের প্রত্যাগমন সংক্ষিপ্ত এবং লঙ্কাকাণ্ডের শেষে সন্নিবেশিত। যথা,—

নাচাড়ি॥ দির্ঘছন্দ॥

রাম বোলে হনুমান তুহ্মি হও আগুয়ান
অজুধ্যা করিবা অগ্নাশন।
দেবের নিম্মান রথ লংঘিয়া গগন পথ
দেখ গিয়া সর্ব্ব বন্ধুগন॥ ১॥
চলহ দণ্ডক বন দেখ গিয়া মুনিগন
পঞ্চবটি পাইমু অভস্য।
শুর্পনখার নাক কান কাটা গেছে জেই স্থান
তথা গিয়া করিমু রহাঁস্য॥ ২॥
গুহা চণ্ডালের দেষ তাতে কর পরবেষ
সেহ এক বান্ধব আহ্মার।
অকালে সারথি পানা করিলেক সেই জনা
নৌকা দিয়া গঙ্গা কৈল পার॥ ৩॥
রাম দেসে আগমন স্বর্গে চলে দেবগন
জার জেই বাহন সহিত।
সর্গেত দুন্দুভি বাজে বহু রঙ্গে দেব সাজে
চলি জাএ অজধ্যা পুরিত॥ ৪॥
বৃসে চরে উমাপতি মুসিকেত গনপতি
সিংহ বাহনে গিরিসুতা।
ময়ুরেত সড়ানন বহু হরসিত মন
নাগপিষ্টে হরের দুহিতা॥ ৫॥
হংশরথে আরোহন চলিলা চতুরানন
ঐরাবতে চরে সুরপতি।
মহিসেত আরোহন চলে রবিনন্দন
দুত সব করিয়া সঙ্গতি॥ ৬॥
চন্দ্র সুর্য্য রথ সাজে বহুল দুন্দুভি বাজে
গন্ধর্ব্বাদি চলে বির্দ্যাধর।
রাম জয় সবে বোলে গগন ভরিল রোলে
গিত গাহে গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥ ৭॥
দেবতা সাজিল জথ তাহা বা কহিব কথ
করিবারে রাম অভিশেক।
সর্গ মর্ত্য অধপুর আনন্দিত সুরাশুর
সব চলে মনের বিবেক॥ ৮॥
রামে বোলে হনুমান তুহ্মি হও আগুয়ান
গগনে কি সুনি হুলুস্থলি।
আকাশে দুন্দুভি বাজে বহু রঙ্গে দেব সাজে
শৃষ্টি জেন মেঘে আইশে সুরি॥ ৯॥
শ্রীরামের বাক্য সুনি হনুমানে বোলে পুনী
তোহ্মার শুনিয়া সুভ বাত।
কোটি কোটি দেবগন সুরি চলে গগন
সর্ব্ব দেব জাএ অজধ্যাতে॥১০॥

হাঁসি বোলে রঘুনাথ তুমি জাও অজধ্যাত
জানাইতে ভরতের স্থান।
শুনিয়া রামের বানি বন্দিয়া সারঙ্গপানি
অজধ্যাতে চলে হনুমান ॥ ১১ ॥
উর্ত্তরাকাণ্ডের গীত কির্ত্তিবাস বিরচিত
প্রনমিয়া শ্রীরামের পাএ।
রাম দেসে য়াগমন সঙ্গে চলে দেবগন
শুনি হনু অজধ্যাতে জাএ॥ ১২ ॥ *॥

(পৃঃ ১২।১-২)

নাচাড়ি ॥ ভাটিয়াল রাগ ॥

অএ মুনি না মারিয় দণ্ডের বারি।
আজ্ঞা কর ধিরে ধিরে হাঠি ॥
অতি মৃদু রাজার কুমারি।
ভয় পাইয়া হইছে কাতরি ॥
রুহিদাস কোল লাগি কান্দে।
দেবি নহি হাটে কোন কালে ॥
ধিরে জাউক হাটিতে ন জানে।
বারানসি পাইব কথ দিনে ॥
ভোগে সোকে হইয়া তপশ্বি।
কথ দিনে পাইব বারানসি ॥
আহ্মি কাঁপি তোহ্মার তরাশে।
রম্ভা জেন কাঁপএ তরাশে ॥
আজি মুই এই শে দিবশে।
মোহারণ্য করিমু প্রবেশে ॥
তোহ্মারে জে সুর্য্য হেন দেখি।
নিকটে ন আইশে সশিমুখি ॥
ভয় পাইয়া হইছে আকুলি।
চন্দ্র জেন দিবশে ব্যাকুলি ॥
বোলে মুনি তোহ্মার চরণে।
ভয় বর পাইয়াছি মনে ॥
রুহিদাস কান্দএ কোলেরে।
আজ্ঞা কর জাই ধিরে ধিরে ॥

কির্ত্তিবাসের বচন প্রমান।
উর্ত্তরাকণ্ঠে রছে সাবধান ॥ * ॥

(পৃঃ ১০৬।২-১০৭।১)

নাচাড়ি ॥ ভাটিয়াল রাগ ॥

অএ রাজা কেনে তুহ্মি লোটাও ধরনি।
নগরে বেচিয়া মোরে ধন দেয় ব্রাহ্মনেরে
তুষ্ট কর বিশ্বামিত্র মুনি ॥
আছিলু তোহ্মার মায়া পাসর শে সব দয়া
মনে কিছু না করিয় দুঃক।
রুহিদাস পুত্রেরে ধরিছিলু উদরে
বিধি মোরে হইল বিমুক ॥
মুনিরে দক্ষিণা দিবা শে ধন কথাএ পাইবা
ইষ্ট মিত্র নাহিক সোহাএ।
সুর্য্যবংশের রাজা তুহ্মি তোহ্মা কি বলিব আহ্মি
আহ্মি বিনে নাইক উপাএ ॥
পুত্র পরে নাই ধন পত্নি ছার অকারণ
সি ছারের কোন প্রয়োজন।
রুহিদাস পুত্র লইয়া পাসর আপনা মায়া
তোহ্মাতে করিলু সমর্পণ ॥
তোহ্মার চরনে গতি জর্ম্মে জর্ম্মে তুহ্মি পতি
হেনহি মনের অভিলাশ।
জর্ম্ম হৈল নারি কুলে তোহ্মা পাইলু কর্ম্মফলে
তাতে বিধি করিল নৈরাশ ॥
এই মোরে দেয় বর তোহ্মা পাম জর্ম্মান্তর
এই জর্ম্মে নাই দরশন।
দেবির ক্রন্দন কথা সুনিয়া উপর্জ্জে বেথা
কির্ত্তিবাশে রছিল শোভন ॥*॥

(পৃঃ ১০৭।২-১০৮।১)

নাচাড়ি পঠমঞ্জরি রাগেন গিয়তে ॥

কথা গেলা প্রাণ পুয়া এথ দুঃখ মোরে দিয়া
সোকে মোর দগধে পরাণী।

না দেখি তোহ্মার মুক   ধরাইতে না পারি বুক
বিধিএ জিয়াএ মোরে কেনো ॥
তুহ্মি সতি পতিব্রতা   কি কৈমু তোহ্মার কথা
না দেখিলে দগধে পরানী ।
নানা দুঃখ রাত্রি দিনে   সেহ কৈল একমনে
তবে তোহ্মা বেচিলু ব্রাহ্মনে ॥
বিকাইলা জেই কালে   ব্রাহ্মনে ধরিল চুলে
চাইলা জে কাতর হরিনি ।
মনে জথ পাইলা দুঃক   না দেখি তোহ্মার মুক
বিধি কেনে রাখিছে পরানী ॥
কথাতে বঞ্চিবা রাত্রি   পুত্রের জে সঙ্গতি
ধিক জাউক জান্মার বচন ।
বহু ছিল জলচর   ধনহিন বড়তর
বিভা জানি করএ অখন ॥
তুহ্মি ত পাইলা দুঃখ   মোর গেল সর্ব্বসুখ
গগনে না শোভে চন্দ্র বিনে ।
রাজা চাহে চারিভিৎ   কথা গেলা আচুম্বিৎ
কেনে বিধি দুঃখ দেয় মনে ॥
কির্ত্তিবাসে কহে গিৎ   রাজা হৈল মুর্চ্ছিৎ
সোকে রাজা কান্দে দুঃখ পাইয়া ।
কেনে হেন কৈল বিধি   হাত হোনে নিল নিধি
পাথর হোন্তে অধিক মোর হিয়া ॥
পুনি বোলে কির্ত্তিবাশ   উর্দ্ধরা কাষ্ঠের আস
সোকে দুঃখে কান্দে বেরাইয়া ।
অএ ধর্ম্ম মহাসএ   কেনে কান্দ অতিসএ
সোক ছার সান্ত কর হিয়া ॥

(পৃঃ ১১১২-১১২।১)

নাচাড়ি ॥

অএ ঘাটিয়াল আজ্ঞা কর মরা পুরিবার ।
কিছ বস্ত্র নাই মোরে তোহ্মারে দিবার ॥
প্রভু মোরে বেচিল ব্রাহ্মনে ।
তভো প্রান না জাএ শসানে ॥
পুত্র মরিল সেই সোথে ।
বিধি কৈল এহ্মত বিপাকে ॥
মাও বাপের প্রান শেই জনে ।
কথ দুঃখ সহেত পরানে ॥
হরি মোকে দিল এথ তাপ ।
না জানি কথ করিআছ পাপ ॥
ঘাটিয়ালকে কহিমু দুঃখের কাহিনি ।
ধনজনের আহ্মি সে ধান ॥
ব্রাহ্মনের দাসি কর্ম্ম করি ।
অগোচরে কিছ কড়ি হরি ॥
চাউল সের পাই দুই জনে ।
কথা হোন্তে অপার্জ্জি দান ॥
কথা মোর কহিমু তোহ্মাতে ।
মোর দুঃখ জানে জগন্নাথে ॥
তিতা বস্ত্রে রহি আহ্মি পানি ।
দ্বিতিয় বস্ত্র আর নাই খানী ॥
অর্দ্ধখান ভাঙ্গি দিমু তোহ্মারে ।
আজ্ঞা কর মরা পুরিবারে ॥
তোহ্মাতে কহিতে ভয় বাসি ।
আহ্মি হরিচঁ(শ্চ)ন্দ্রের মাহসী ॥
এই পুত্র রাজার কুমার ।
বিধি কৈল সকল সংহার ॥
কোন দেসে গেল মোর স্বামি ।
পুত্র খাইল এ কাল নাগিনি ॥
পুত্র মোর মারিলেক সাঁপে ।
মোর প্রান রহে এথ তাপে ॥
অগ্নি মধ্যে করিমু প্রবেশ ।
তোহ্মা স্থানে কহিলু বিশেস ॥
আজ্ঞা কর অগ্নি কার্য্য করি ।
কির্ত্তিবাশে রচিল নাচাড়ি ॥

(পৃঃ ১১৫।১-২

হরিশ্চন্দ্রের করুণ উপাখ্যানটি সংক্ষিপ্ত

কারে প্রায় আদিকাণ্ডের পুথিতেই পাওয়া যায়। এখানকার বর্ণনা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

শেষ—অক্ষর অস্পষ্ট।

১১৪। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার,১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৫৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১ ২৪ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরামঃ॥ অথ উত্তরাকাণ্ড লিখ্যতে॥
রামং লক্ষ[ক্ষ্ম]ণপূর্ব্বজং ইত্যাদি।

ছয়কাণ্ড গাইল শ্রীরামায়ন ভিতরে।
উত্তরা কাণ্ড গাইলে শ্রীরাম দেন বরে॥
উত্তরাকাণ্ড পোথা রামায়ন ভিতর।
ইহাকে সুনিলে জমের নাহি অধিকার॥
উত্তরাকাণ্ড সুনিলে গৃহস্তের হয় ধন।
আপনে আশীঞা বর দেন লক্ষ্মী নারায়ন॥
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল তবে ছাতা নব দণ্ড।
উত্তরাতে গাইব এবে অমৃতের ভাণ্ড॥
মধু সর্করা জে খাইঞাছে ভাণ্ডে ভাণ্ড।
সাবধান হৈঞা সুন উত্তরা [জে] কাণ্ড॥
অজোধ্যাতে রাজা হৈল রাম ধনুর্দ্ধর।
দুষ্ট রাক্ষস মারি ঘুচাইলা ডর॥
সর্ব্ব মুনী বোলেন রাম করিলা পরিত্রান।
অজোধ্যাতে জাই রামের করিতে কল্যান॥
পূর্ব্ব পশ্চিম আর উত্তর দক্ষীন।
জত জত মুনিগন আছয়ে প্রবীন॥
সকল মুনি আসিঞা হইঞা য়েক ঠাঞী।
রামকে কল্যান দিতে অজোধ্যাতে জাই॥
এত বলি চতুর্দ্দিগে মুনী আগুসরে।
সকল মুনী চালি গেল শ্রীরামের দুয়ারে॥
রাজ ব্যবহারে দ্বারি রাজাকে নোঙায় মাথা।
জোড় হাথে নিবেদিলা মুনিগনের কথা॥

ইহার পর মুনিগণের নামের এক দীর্ঘ তালিকা। তাহার পর অগস্ত্য কর্ত্তৃক লঙ্কার উৎপত্তি-কথন-প্রসঙ্গে হরগৌরীর বিবাহাদি বর্ণিত (পৃঃ ৩। ২—৭। ')। এইখানে রন্ধন-কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য শিব কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন এবং শান্তনু কর্ত্তৃক গঙ্গা বর্জ্জন প্রভৃতি কথার উল্লেখ আছে। অনন্তর রাক্ষসগণের জন্ম, কুম্ভকর্ণের তপস্যা, কুবেরের লঙ্কা ত্যাগ, মন্দোদরী সহ রাবণের পরিণয় পরে মন্দোদরী তথা অঙ্গদের জন্মবৃত্তান্ত।

অগস্ত্য বোলেন কথা প্রবন্ধে প্রবন্ধ।
পাত্র মিত্র লইঞা সুনেন রামচন্দ্র॥
অগোস্ত্য বোলেন কথা সুন নারায়ণ।
শাবধানে শুন মন্দোদরির জনম॥
ইন্দ্রের নৃত্যকি ছিল চিত্ররেখা নাম।
পরম সুন্দরি কন্যা সর্ব্বগুণধাম॥
এক দিন নৃত্য করে ইন্দ্রের সভাতে।
নৃত্য দেখি শর্ব্ব দেব হইলা মোহিতে॥
নাচিতে নাচিতে তার তাল ভঙ্গ হৈল।
দেখি ক্রোধে ইন্দ্র তবে জলিঞা উঠিল॥
ইন্দ্র বোলে তাল ভঙ্গ করিলি নৃর্ত্তকি।
পৃথিবিতে জন্ম গিঞা হইঞা মণ্ডুকি॥
এত সুনি নৃর্ত্তকি করিল জোড় হাত।
কেমনে পাইব মুক্ত কহ সুরনাথ॥
সাপ দিলা শাপান্ত করহ সচিপতি।
কত দিনে ঘুচিবেক আমার দুর্গতি॥
ইন্দ্র বোলে জাহ তুমি বনের ভিতর।
জেই বনে আছেন সৌভদ্র মুনিবর॥

বহু দিন পৃথিবিতে তোর আছে ভোগ।
আমি কি করিব তাহা দৈবের শঙ্গোগ ॥
এতেক সুনিঞা কৈন্যা গমন করিল।
মণ্ডুক রূপেতে আসি বনে প্রবেসিলো ॥
জে বনেতে আছেন শৌভদ্র মুনিবরে।
শেই তপোবনে থাকে বৃক্ষের কুটিরে ॥
হেন মতে থাকে শেই মহামুনি স্থাণ।
মুনির সমিপে বেঙ্গ নাচিঞা বেড়ান ॥
সন্তুষ্ট হইলা মুনি দেখি মণ্ডুকিরে।
মুনি বোলে তুমি নিত্য থাইক মোর ঘরে ॥
দুগ্ধ আবর্ত্তিঞা তপশ্যাতে জাব আমি।
ইহা আবরিঞা বাছা ঘরে থাক তুমি ॥
নৃত্য নৃত্য জান মুনি তপশ্যা করিবারে।
দুগ্ধ জোগাইঞা মেণ্ডুকি শদা থাকে ঘরে ॥
দৈব জোগে এক দিন শর্পে দুগ্ধ খায়।
তাহা দেখি ভেক তবে করে হায় হায় ॥
আমার শাক্ষাতে দুগ্ধ সর্পেতে খাইল।
দুগ্ধ খাইঞা হলাহল ঢালি থুইল ॥
এই দুগ্ধ মুনি জদি আসিঞা খাইব।
বিশের জ্বালাতে মুনি শরীর তেজিব ॥
এত বলি মণ্ডুকি ভাবিঞা মনে মনে।
দুগ্ধমধ্যে প্রবেসিঞা তেজিল জিবনে ॥
তপশ্যা করিঞা জদি মুনি আইল ঘর।
দুগ্ধ আনিবারে মুনি চলিলা শত্বর ॥
দৃষ্ট প্রসারিঞা চাহে দুগ্ধ পানে।
মণ্ডুকি মরিলা মুনি দেখিলা নঞানে ॥
মণ্ডুকি তুলিঞা মুনি হাতে করি নিল।
মুনি হস্তে পরসিতে দির্ব্ব কন্যা হৈল ॥
কন্যার পালন করেন মুনি তপোধনে।
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা মুনির আশ্রমে ॥
পঞ্চ বৎসরের কন্যা হইল জখন।
কন্যা দেখি সদত চিন্তেন তপোধন ॥
এক দিন ময় দানব আইলা শেই বনে।
মৃগয়া করিঞা রাজা ফিরেন কাননে ॥
অপুত্রক ছিল ময়দানব ইশ্বর।
স্নেহেতে তাহারে কন্যা দিল মুনিবর ॥
কন্যা লইঞা দানব আইলা আপণ ভুবণে।
পালিবারে দিল কন্যা ভার্য্যা বিদ্যমাণে ॥
দেখিঞা কন্যার রূপ দানব অধিকারি।
বাছীঞা তাহার নাম থুইল মন্দোদরি ॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা দানব কুতুহলি।
শেই বণে তপশ্যা করেন নিত্য বালি ॥
এক দিন সুন তার দৈবের কারণে।
ময়দানবের কন্যা গেলা শেইখানে ॥
দেখিঞা কন্যার রূপ বানর রাজা বালি।
বলে ধরি শৃঙ্গার করিলা মহাবলি ॥
রহিল বালির বির্য্য কন্যার উদরে।
শেই বির্য্যে গর্ভ্ত তার হইল প্রথরে ॥
কন্যা বলে শুন রাজা করি নিবেদন।
অকুমারি কন্যারে হরিলা কি কারণ ॥
তোমার বির্য্যে পুত্র হৈল আমার উদরে।
এমন জনের বিভা না হবে শংসারে ॥
এ বোল সুনিঞা বোলে কপির ইশ্বর।
তোমাকে করিবেন বিভা লঙ্কার ইশ্বর ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জিনবে বাহুবলে।
তোমাকে করিবে বিভা আনন্দ মঙ্গলে ॥
মন্দোদরি বোলে রাজা কহিয়ে তোমারে।
বাহির হইবে পুত্র কেমন প্রকারে ॥
মহাপুরুশের বির্য্য নষ্ট নহে কদাচন।
জোনি ক্ষেত হৈলে মোর হবে বিড়ম্বন ॥
এত সুনি বালি রাজা মনেতে চিন্তিল।
নখাঘাত দিঞা তার উরু বিদারিল ॥
তাহাতে হইল পুত্র মহা বলবান।
অঙ্গ হইতে হইল অঙ্গদ শেই না

নারায়ণ চিন্তী বালি হস্ত বুলাইল।
জেমন আছিল উদ্ধ তেমনি হইল॥
বালি সম্ভাসিঞা মন্দোদরি গেলা ঘর।
পুত্র লইঞা ঘরে গেলা কপির ইশ্বর॥
তারার নিকটে দিল করিতে পালন।
পুত্র দেখি তারা দেবি হরশীত মন॥
কির্ত্তীবাশ পণ্ডীত কবিত্ত বিচক্ষণ।
উত্তরাতে গাইল অঙ্গদ কপির জনম॥ * ॥

(পৃঃ ১৮।১-২)

সতদল কমল মদ্ধে হাজারির থানা।
অগম দরিয়ার মাঝে ভাসে কোন জনা॥
অজধ্যাতে জায় দুত রামের গোচর।
দিবাতে নক্ষত্র দেখেন রাম গদাধর॥
প্রাচিরে সকুনিগণ ডাকয়ে বিশেষে।
গ্রামসিংহ কান্দে নগরের চারি পাশে॥
বিপরিত ডাক ছাড়ে সকুনি শ্রীকালি।
রাত্রিতে সপন দেখেন বড়ই জঞ্জালি॥
অমঙ্গল দেখি রাম কমললোচন।
নিরন্তর চিন্তেন রাম ভাই লক্ষ্মণ॥
দশ মাস গেল ভাই ঘোড়া রাখিবারে।
ভাল মন্দ কিছু বার্ত্তা না জানি তাহারে॥
দণ্ডকেতে কারু সঙ্গে হৈঞা থাকে দন্দ।
তে কারণে দেখি এথা অরিষ্ট প্রবন্ধ॥
য়েতেক চিন্তীঞা রাম হইলা উন্মনা।
হেন কালে দুত আশী করিছে করুনা॥
দুত দেখিঞা কথা পুছে নৃপমুণি।
কহ দেখি দুত লক্ষ্মণের বিবরণে॥
তোমার প্রসাদে ভয় নাহি ত্রিভুবণে।
পুর্ব্ব দিগ গিঞাছিল অশ্ব কথক দিনে॥
তথা ঘট নামে দৈত্য করিলে পাসণ্ড।
রাখিল লক্ষ্মণ ঘোড়া তারে করি দণ্ড॥
প্রান লৈঞা পলাইল দৈত্য পাপমতী।
তবে উত্তর দিগে ঘোড়া গেল সিগ্রগতি॥
সকল কটকে ঘোড়া রাখে রাত্রি দিনে।
নানা ভোগ দেই ঘোড়ায় বেলা অবসানে॥
আগুলিতে নারে ঘোড়া জায় পবন বেগে।
বিষ্ণুপ্রদা নগরে শামাইল উত্তর দিগে॥
বাল্মীকীর তপোবনে করিল প্রবেশে।
ধরিলেক ঘোড়া সিসু বড়ই হরিশে॥
প্রিয় বাক্য বলিল তারে অনেক প্রকারে।
কদাচ না দিল ঘোড়া দুই মহাবিরে॥
সিসু হৈঞা দুই ভাই হয় বলবান।
সংসারেতে বির নাহি তাহার সমান॥
দণ্ডকেতে অস্ত্র বিষ্টী জুদ্ধ ঘোরতর।
দুই সিসু বান এড়ে দিঞা হুহুঙ্কার॥
বান মুখে জলে জেন জলন্ত অগিনী।
তিন প্রহরে বিনাসিলে য়েক অক্ষোহিনী॥
দুই সিসুর বানে পড়ে শর্ব্ব সেনাগণ।
তার পাছে পড়িল তোমার ভাই লক্ষ্মণ॥
এতেক সুনিঞা রাম হইলা মুর্চ্ছিতে।
অচৈতন্য হৈঞা রাম পড়িলা ভূমিতে॥
শ্রীরামকে কোলে করি তুলিলা সত্রুঘন।
ভরত আদি জত বির জুড়িলা ক্রন্দন॥
লক্ষ্মণ বলিঞা রাম কান্দেন উচ্চস্বরে।
ভূমিতে লোটাঞা কান্দেন গড়াগড়ি পাড়ে॥
একা পাঠাইলাম ভাই ঘোড়া রাখিবারে।
আমারে ছাড়িঞা ভাই গেলা কোথাকারে॥
বুদ্ধে বৃহস্পতি ভাই গুণে গুণনিধি।
হেন ভাই হারাইলাম পাছে লাগিল বিধি॥
অশ্বমেধ জজ্ঞ ভাই কেনে আরম্ভিল।
জজ্ঞের কারণে ভাই তোমা হারাইল॥
শর্ব্বগুণনিধি ভাই সভার পরান।
হেন ভাইয়ের শোকে মোর না রহে পরান॥
বায়েক বাহড় ভাই আইষ পুনর্ব্বার।

তোমার শোকে প্রান আর না রহে আমার ॥
নানা বিলাপ করিঞা করিছেন ক্রন্দন।
শ্রীরামের ক্রন্দনেতে কান্দিছে পাত্র মিত্রগণ ॥
চমৎকার লাগিল শব্দে পাইলেন ত্রাশ।
উত্তরাকাণ্ডে রচিল পণ্ডীত কির্ত্তিবাশ ॥ * ॥

পঠমঞ্জরি রাগ ॥ দির্ঘছন্দ ॥

ভুত মুখে সুনি কথা শ্রীরামে লাগিল ব্যেথা
শোকাকুলে দহিল সরিরে।
ভাই মোর প্রাণ সম কেবল শ্বরির প্রেম
সিমু দুষ্টে বধিলে তাহারে ॥
আমি ত দুর্গতি বড় দৈব পাশণ্ড বড়
তিন ভাই থুইঞা জুদ্ধপতি।
শেই ভাই প্রচুর বল না দিলাম অনেক দল
দিলু তাকে অশ্মের সংহতি ॥
আমা চারি ভাই য়েক দেহ মাত্র ভিন্ন রেক
নাহি ভিন্ন জিবন সম্পদ।
ভাই লক্ষ্মণ জবে মৈল সভার জিবন গেল
এই দিনে হইল বিপদ ॥
গৌর সরির তার সখি মুখ অবতার
কমল লোচন নটবেশ।
আমার অরণ্যবাশে না থাকিলে ভাই দেশে
মোর প্রান গেল এ দিবসে ॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ১০৬।২-১০৭।১)

শেষ—

জগ্গ্যা স্থান পাইঞা সবে সর্গগ্ স্থানে বসি।
লক্ষিমুর্ত্তি সিতা দেবি শ্রীরামের স্থানে আসি ॥
ততক্ষণে হইলা রাম লক্ষ্মীনারায়ণ।
চতুর্ভুজ হইলা রাম দেখে দেবগণ ॥
ব্রহ্মা আদি জত দেবগণে করে স্তুতি।
চতুর্দ্দস ভুবণের তুমি অধিপতি ॥
প্রজা লোক লইঞা রাম সর্গপুরে আইলা।
এই হইতে উত্তরাকাণ্ড সাঙ্গ হইলা ॥
জে সুনে জে ভণে শ্রীরামের স্বর্গারোহণ।
পুত্র পৌত্রে বাড়ে সেই পুর্ন্ন ধন জন ॥
অপুত্রের পুত্র হয় দারিদ্রের হয় ধন।
একচিত্য হঞা জে সুনে রামায়ণ ॥
সাত কাণ্ড রামায়ণ সুনে জেই নরে।
সকল পাপে মুক্ত হইঞা জায় স্বর্গপুরে ॥
শ্রীরামের কথা সুনিলে লক্ষি পুরায় আস।
সপ্তকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত কির্ত্তীবাস ॥

ইতি উত্তরকাণ্ড সমাপ্তঃ ॥

লিখিতং শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণঃ........
ইতি সন ১১৯৪ চৌরানব্বই সাল তারিখ ২১ চৈত্র মোকাম কৃষ্ণপুর পরগণে ইসলামপুর সরকার মাহামুদাবা[দ] মুতালিকে লস্করপুর ॥

পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত মিল আছে।

১১৫। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪৪⁄৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪১—২৪৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৯ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

রন করিতে আইলি কি পাইলি দেশে ॥
আমার বচন রাবন না হইব আন।
আপনার দোশে তুমি হারাবে পরান ॥
তোর ছার সনে আমি না করিব রন।
জত তোর মনে আছে করহ রাবন ॥
এতেক বলিল জবে কুবের মহারাজ।
রাবনের আমাত্য জত পাইলেক লাজ ॥
জেষ্ট গৌরব ছাড়িলে রাবন দৈব পাসণ্ডা।
কুবেরমস্তকে মারে দারুন গদার বাড়ি ॥

দুই ভাই নিরুপেক্ষ্য করে অস্ত্র অবতার।
নানা বান দুই ভাই করিল সংহার ॥
অগ্নিবান এড়ে কুবের অগ্নি অবতার।
বরুন বান রাবন রাজা করিল সংহার ॥
রাক্ষসমায়া ধরিলেক রাজা দসানন।
নানা মুর্ত্তী ধরিয়া রাবন রাজা করে রন ॥
ব্যাঘ্ররূপ ধরিয়া কাহাকেয়ো কামড়ায়ে মারে।
বরাহরূপ ধরিয়া কাহাকেও দন্তেতে বিদারে ॥
মেঘরূপ ধরিয়া কাথে ফাফর করে জাড়ে।
পব্বতরূপ ধরিয়া রাবন জক্ষের উপর পড়ে ॥
অশেস রুপেতে রাবন জক্ষ সংহারে।
খালীজুলি হয়া থাকে তাথে জক্ষ পড়ে মরে ॥
নানারূপে জক্ষকে কৈল লণ্ড ভণ্ড।
জক্ষ্য সব মারিয়া করিল খণ্ড খণ্ড ॥
ক্ষেনে ভুমে জুঝে ক্ষেনে আকাশ উপরে চড়ি।
কুবেরর মুণ্ডে মারে দা[রু]ন গদার বাড়ি ॥
পুষ্পক রথ হইতে কুবের পড়ে ভুমিতলে।
ফু(কা)টীল মসককা (গা)ছ পড়ে ডালে মুলে ॥
কুবেরে ধরিয়া কান্দে লয় কুবের অনুচর।
কুবেরে এড়িল লয়া নন্দনবন ভিতর ॥

মধ্য,—

"দুই ভাএ রনস্থলে হাসিয়া হাসিয়া বুলে
দেখি বড় হইল চিন্তীত ॥"

ইত্যাদি ত্রিপদীটিতে মধুকণ্ঠের ভণিতা পাওয়া যায়। (পৃঃ ২০৪।১)। কিন্তু পরিষৎ-সংস্করণ উত্তরাকাণ্ডে কৃত্তিবাসেরই ভণিতা আছে।

পরবর্ত্তী ত্রিপদী,—

রাগ পাটমঞ্জরি ॥

রাম বলেন দুই ভাই কহিয়ে তোমার ঠাঞী
দুহেত ফিরিয়া জাহ ঘর।
ঘোড়া আর সঙ্গ দিয়া তপোবনে রহ গীয়া
প্রসংসা করিব মুনিবর ॥
মকরাক্ষস কুম্ভকন্ন জত রাক্ষস অগ্নিবন্ন
সবংশে মারিল লঙ্কেশ্বর।
মারিচ [দুষণ] খর বধিলাম একেশ্বর
আর জত মাইলাম নিসাচর ॥
বিশ্বমুখে সপ্ত তাল বানেতে করিলাম স্ফার
ইঙ্গিতে বধিলাম কপিরাজে।
তোমারা সিসু দুই জন কেমনে করিব রন
বাল্মীকের ঠাঞী পাব লাজ ॥
এত সুনি উত্তর কহে দুই সহদর
সনমুখে জুড়িয়া দুটী হাত।
তুমি পৃথিবির পতি ইথে ধন্ন বশুমতি
ধন্য ধন্য তুমি রঘুনাথ ॥
করিয়াছ মনে মন বালকের সনে রন
জিনিলে নাইক পুরস্কার।
এমন বালক নই বির বংশে জন্ম হই
এখনে পাইবে প্রতিকার ॥
বয়েশে ছাওাল আমি পিতার সমান তুমি
বিসেষে পরম গুরুজন।
তুমি অস্তে বির বট আগে কেন ধম্ম ঘাট
পশ্চাত করিব আমরা রন ॥
মনে না করিহ রাম না করিমু সংগ্রাম
আমরা ফিরিয়া জাব ঘর।
বাল্মীকের প্রসাদে জননির আশীর্ব্বাদে
তোমার তজ্জনে নাই ডর ॥
ডাকি বলে দুই জনে পুষ্পক রথে রাম শুনে
মুনিগনে লাগীল তরাস।
না আইলে তপবন দুহার না ভাঙ্গে রন
মধু কহে মিছু মিছু ভাশ।*॥(পৃঃ ২০৪।১-২)

২১২।২ পৃষ্ঠার ত্রিপদীটিও মধুকণ্ঠের ভণিতাযুক্ত।

শেষ,—

রাম বলেন অজুদ্ধা নগর জত্ত লক্ষনের কুণ্ডরে।
ভাল দেস চিন্তু নহে করিল দণ্ডধরে ॥
জে দেসে কোন রাজার নাইক সাশন।
জে দেসে বঞ্চীল [নহে] ঋষি মুনিগন ॥
হেন সব দেসের বাত্রা আনহ লক্ষন।
সেই দুই দেসে রাজা কর দুই জন ॥ ইত্যাদি।

•দসরথের বহু দসরথের নাতি।
জাহার গুন সুনিলে হয় সগ্‌র্গের বসতি ॥
কিত্তীবাস পণ্ডীত কৈল সভার আনন্দ।
পোথীর কাহিনি কৈল সুনিয়া সানন্দ ॥
কিত্তীবাস পণ্ডীত কৈল নানা ছন্দে পয়ার।
আনন্দিত হইয়া গেল সকল সংসার ॥
এত দুরে সমাপ্ত হইল উত্তরকাণ্ড।
সুনিতে সুনিতে নাগে বড় রসভাণ্ড ॥
রামায়ন সুনিলে ভাই পাপের বিমোচনে।
একমন হয়্যা জদি রামায়ন সুনে ॥
জে গায়ায় জে গায় জেবা লেখে রাখে ঘরে।
লক্ষী নাই ছাড়েন তারে জম্মা জম্মান্তরে ॥
কিত্তীবাস পণ্ডীত রচিল রামায়ন।
নিখিতে রহিল রামের সগ্‌গ আরোহন ॥
ইতি উত্তরাকাণ্ড রামায়ন সমাপ্ত ॥

পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত বিষয়গত সাদৃশ্য যথেষ্টই আছে।

১১৬। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩¼ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ১-১৫১। এক এক পৃষ্ঠায় ৮—১২ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি
ত্রৈলক্ষ্যবিজই রাম মহা ধনুর্দ্ধর।
দুর্জ্জয় রাক্ষস মারি খণ্ডাইলা ডর ॥
মুনি সব বলেন রাম কৈলা পরিত্তান।
য়জধ্যাকে গিয়া রামকে করিছে কল্যান ॥
সংসারের মুনি গেল রামের দুয়ারে।
দ্ব্যারি সত্তরে গেল রামের গোচরে ॥
রাজব্যবহারে দ্বারি রামে নোয়ায় মাথা।
জোড় হাত করি বলে মনিগোনের কথা ॥
স্বর্গ মত্য পাতালের জত মনি রিষি।
তোমার দ্বারেতে সভে উপনিত য়াসি ॥
সোঙসারের মনি ঋসি ডাণ্ডায়া বাহিরে।
আজ্ঞা কর আনি প্রভু তোমার গোচরে ॥

রাম-সীতার বিলাস বর্ণনে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকের সহিত সুন্দর সাদৃশ্য আছে। (পৃ০ ৭১।২-৭২।২) সীতার বনবাস' দণ্ডধরারণ্যের বৃত্তান্ত প্রভৃতি অংশেও বেশ ঐক্য দেখা যায় (পৃ০ ৭৩।২-৮০।১, ১০৩।১-১০৫।২)।

শেষ,—

জেন কালে কহেন রাম সভার ভিতর ॥
একবার পরিক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগন জানে তাহা না জানে সংসার ॥
তিভুবনের লোক হইয়াছে এক ঠাঞি।
আর বার পরক্ষিা আমী তব স্থানে চাই ॥
পরিক্ষা করহ সিতা তিভুবনের আগে।
দেখে জেন সর্ব্ব লোকে চমৎকার লাগে ॥
পরিক্ষা লইতে সিতা করহ সাহস।
তিভুবনে ঘুচুক আমার অপজস ॥
এত জদি বলেন রাম সভার ভিতরে।
জোড় হাতে জানকি কহেন ধিরে ধিরে ॥

আগ্নি প্রেবেস করেছিলাম তোমার বর্জ্জনে।
ব্রহ্মা জাহা বলেছেন সুনেছ শ্রবনে॥
আনিলে দেসের তরে করিয়া আস্বাস।
কোন দোসে আর বার দিলে বনবাস॥
রাজার গৃহিনি হয়্যা বন সঙ্গে বসি।

১১৭। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৭১/২×৫৩/৪ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ২, ৬-১২, ১৭-২৯, ৩৬, ৩৮-৫৩, ৫৫-৫৮, ৬০-৬১, ৬৩-৬৪, ৬৬-৬৮, ৭০-৭৫, ৭৭-৮১, ৮৩-১৩২, ১৩৪-১৩৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০১ সাল। খণ্ডিত। স্বরূপ পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ।

আরম্ভ,—

সোনাতন মুনি আইল আইলন ধব।
বৎস্ব মোহামুনি আইল দেখিত অনুভব॥
লিখন না জাএ মুনি আসিল অনেক।
……… হতে আসিল বাল্মিক॥
এত মুনি একবারে কোন জনে দেখে।
তা সভার সিস্য সব আছে লাখে লাখে॥
মুনি সবের সুনে রামে অপুর্ব্ব কথন।
দুই কোসের পত যুরি বসিছে মুনিগন॥
দস সহস্র উপবাস তবে (করে) জেক জনা।
সিষ্টি ক্ষএ করিতে পারে এক এক জনা॥
হেন মুনি আইল গোসাঞি তোমার জে দ্বারে।
আজ্ঞ্যা কর মুনি সব আনি তোমার স্থানে॥
দ্বারির বচন সুনি রাম মোহাবল।
সত্যরে আনহ মুনি আমার গোচর॥
সিগ্র করি আন মুনি দ্বারে কি কারন।
বড় ভাগ্যে আজি মর মুনি দরসন॥
রামের বচন সুনি দ্বারি জে সত্যর।
সকল মুনি আনিলেক রামের গোচর॥
মুনি সব আসিল জদি শ্রীরাম বিদ্ব্যমান।
বৈকুণ্ঠ সম্পদ দেখে রাম ভগবান॥
অজদ্ধা দেখিল জেন বৈকুণ্ঠ নগরি।
সঙ্খ চক্র গদা পর্দ্দ সারঙ্গমধারি॥
দুর্ব্বাদল সাম মুর্ত্তি রূপে মনুহর।
ত্রিলক্ষসোন্দর প্রভু নব জলধর॥
লক্ষি সরেস্বতি রামের দেখে দুই ভিতে।
সঙ্খ চক্র গদা পর্দ্দ ধরে চাড়ি হাতে॥
মালার উপরে মুক্তা দেখিতে সোন্দর।
বদন সোন্দর চান্দ জেন সদোধর॥

মধ্য,—

লাচাড়ি॥ পটমুঞ্জরি রাগ॥

শুন ভরথ ভাই তোমা সম বির নাই
সিতার কথা কহি তোমার ঠাই।
দণ্ডকা কানন পথে সঙ্গে লক্ষন তাথে
সোকাকুলি সিতাকে হারাই॥
মোহারাজা বালি মারি সুগ্রিব রাজা সঙ্গে করি
তবে পাইলুম পবনকুমার।
গেলাম সমুদ্র কুল সোকে ভোকে ব্যাকুল
অতি বড় গহন সাগর॥
বানমুখে অগ্নি জলে সদা জল উথলে
মৎস যাদি কুম্ভির অপার॥
সমুদ্রের দরসন সাগর কৈল বন্দন
লঙ্কাপুরি করিল প্রবেস॥
লঙ্কাপুরি কৈল স্থান রাক্ষসেরে দিল হানা
সংহারিল রাক্ষস সকল॥
রাবন বিনাস কৈল দেববন্দি ঘোচাইল
বিবিসন করিল য়াস্বাস।
সিতা কৈলুম উর্দ্ধার সকলের নিস্তার
আগ্নিতে সিতা করিল প্রবেস।

সুর্দ্ধ কৈল ভুত্তাসন সাক্ষি দিল দেবগন
ব্রহ্মা য়াসি কহিল বচন।
আসিয়া জে দসরথে সমর্পিল মর হাতে
তবে সিতা করিলুম গৃহন॥
কোন পক্ষে নাহি উন সিতার জতেক গুন
দোস কিছু য়ামি নহি জানি।
মুই হইলুম লোকবস সিতার হইল য়পজস
বহু দুক্ষে য়ানি সিতা রানি॥
হেন সিতা বনবাস জিবনের নাহি য়াস
দুক্ষ মাত্র রহিলেক সার।
মরিমু সিতার সোকে উপাএ বোলহ মকে
সোকসিন্দু না দেখি নীস্তার॥
শ্রীরাম ভরথ কথা মনে বড় লাগে বেথা
কান্দে রাম ছাড়িয়া নিস্বাস।
সরেস্বতির চরন সিরে করি বন্দন
লাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস॥*॥(পৃ০ ৭৩।২)

কুকুর-বিপ্র-সংবাদ অংশে পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত মিল আছে। (পৃ০ ৭৭।১—৭৮।১)।

নাচারি॥

য়াইল মুনি ঘরএ সিতা নাহি নিজালএ
দেখিলেক সর্ব্বএ ভূবন।
পুষ্পরথ বির্দ্দমান দেখিল য়াপনা স্থান
য়স্ত্র সব করে য়বরন॥
দেখিলুম বেবহার ব্যাজ না করিব য়ার
সিসু পাঠাইয়া দিল স্থানে।
মোহামুনি মোহ পাইয়া তপবনে গেল ধাইয়া
য়স্ব এক দেখিল কাননে॥
বাল্মিকে য়াকুল হইল য়স্তে বেস্তে ধাইয়া গেল
দেখিলেক য়গ্নির নিকট[১]।
কুসলব সঙ্গে সিতা পুরিবারে চাহে তথা
প্রচণ্ড জালিয়া মোহানল॥
হেন কালে মোহামুনি ডাকে উর্শ্চসর বানি
কুসলব বলিয়া জানকি।
ধাইয়া গেল হস্তে বেস্তে ধরিল সিতার হস্তে
নিরব হইল মুনি দেখি॥
বাল্মিকে কহেন কথা কহ মতে তত্য কথা
এতেক প্রমাদ কি কারন।
বনে য়াইল কোন জন কিবা হেতু হইল রন
কেবা য়াইল অগ্নির স্বরন॥
সকল কহিল তত্য দ্বারে দেখি কার রথ
য়স্ত্র বস্ত্র কার য়লঙ্কার।
গৃহে কেনে ভিন্য রিত কেবা তোমা দিল ভিত
কিবা হেতু চাহ মরিবার॥
সুনিয়া মুনির কথা কান্দিয়া কহিল সিতা
দুই সিসু ভএ কম্পবান।
জোড় হস্তে লব কুসে দাড়াইল মনির পাসে
কহে সিতা সর্ব্ব বিবরন॥
তোমার গমনকালে এই দুই ছাওয়ালে
বলিলা য়াথিতে তপবন।
মর কর্ম্মের দোসে প্রভুর জজ্ঞ য়বিলাসে
এথাএ য়স্ব করিল গমন॥
তপবনে ঘোড়া য়াইল সিসু পাইয়া বান্দিল
ঘোড়ার রক্ষক সত্রুগন।
বিচারিয়া পাইল ঘোড়া দুই সিসুর খুড়া
তপবনে হইল দরসন॥
কুস লবে না জানিল অজ্ঞাত সংগ্রাম হইল
সেই তাকে করিল নিধন।
সুনিয়া লক্ষন য়াইল সিসু তাকে নিপাতিল
ভরথ য়াইল তার পাছে॥

১। নিকড় হইবে।

১। কহিবে হইবে।

ভ্রাতিবধ প্রভু স্থনি আসিলেক স্নাপনি
রাক্ষস বানর সন্য লৈয়া।
প্রভুরে মারিল রন সুগ্রিব স্নার বিবিসন
সেই রথে আইল চড়িয়া॥
যখনে জানিল কাজ পিত্রি বাদি পাইল লাজ
দুই সিসু ভাবিল মরন।
মনের সান্তাপ গেল তোমা দরসন পাইল
যখনে পরিমু হুতাসনে॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ১২৪।০-২)

শেষ,—

বার্ত্তা পাইয়া পুর্ব্বের জত প্রজার সন্ততি।
অজর্দ্ধাত হইয়াছে কুস জে নৃপতি॥
এই বার্ত্তা পাইয়া লোক হরিস স্নন্তর।
সত্যরে আনাইল লোক অজর্দ্ধা নগর॥
জার জেই অধিকারে বসিল প্রচুর।
পুরি বেরি লোক স্নরন্য হইল দুর॥
নানা বার্দ্দি মোহৎ[সব] অজর্দ্ধা নগরি।
কুমকুম চন্দন পুষ্প সর্ব্ব জনে পারি॥
জার জে অ[া]শ্রমে গেল জত মুনগন।
ভ্রাতিগন ডাক রাজা আনিল সত্যর॥
লোকে চিন্তা পাইলে হইব অরাজ।
দেসে দেসে চলি জায় না করিয় ব্যাজ॥
নৃপতির আজ্ঞা পাইয়া ভ্রাতিগন।
সকলে করিল তান চরন বন্দন॥
একে একে নৃপতির জত ভ্রাতিগন।
আলিঙ্গন দিয়া কৈল ললাটে চুম্বন॥
জার জেই নিজ রাজে চলিল সত্যর।
অজর্দ্ধার রাজা হইল কুস ধনুর্দ্ধর॥
এই মতে নিতি বার্দ্দি নারদে দেখিয়া।
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর স্থানে সকল কহিয়া॥
কুসের চরিত্র ধর্ম্ম সুনিল লক্ষন।
হারিস হইল তবে শ্রীমধুসোধন॥
বাল্মিকে রচিল সপ্ত কাণ্ড রামায়ন।
স্থনিলে নিকটে নাহি দারুন সমন॥
সর্ব্ব পাপ হরে রামনাম স্মরনে।
মৃগ পলাএ জেন স্রের্ষ দরসনে॥
সর্ব্ব দেব হতে শ্রেষ্ট বিষ্ণু এক নাম।
তাহা হতে শ্রেষ্ট হএ রাম এক নাম॥
রাম হেন নাম জেবা শ্রবনে স্থনএ।
ভব সিন্ধু তরিব সেই জমের নাহি দাএ॥
গঙ্গার জে পশ্চিম ধার ফলিক নামে গ্রাম।
[তাহাতে বস]তি করে কিত্তিবাস নাম॥
সেই কিত্তি কহে করি রামরসে ধন্দ।
বাল্মিক শ্লোক ভাঙ্গি কৈল পদ [বন্ধ]॥
রচিলেক কির্ত্তিবাস রামায়ন সপ্তকাণ্ঠ।
এত দিনে সমাপ্ত হইল উত্রা কাণ্ঠ॥

ইতি উত্রা কাণ্ঠ [সমাপ্ত]॥ * ॥ ইতি সন ১২০৫ তেরিখ ১০ পোউস ..সহস্করং শ্রীমানিক্য দাস প্রগনে দক্ষিন সাভাজপুর মোকাম ছাপিদয়া...পুস্তক শ্রীমানিক্য দাস পিসরে শ্রীমুক্তারাম দাস তান পিসরে শ্রীবেমুরাম [দাস] তান পিসরে শ্রীপ্রসাদ দাস তান পিসরে শ্রীভবানি দাস তান পিসরে শ্রীজদু দাস তান পিসরে শ্রীতিঅরাম দাস তান পিসরে গৌরাঙ্গ দাস। সাত পুরুস: কস্তব গোত্র॥ গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির পারিবার॥ কোন গদাধর প্রিয় গদাধর॥

জএ জগনাথ গোরাঙ্গ সচির নন্দ[ন]।
ত্রিভুবনে করে জার চরন বন্দন॥
রাম অবতারে গোড়া রাবন বদিলা।
নদিয়ার ভকত সব গোপ সিরজিলা॥
রাইর ভাবে গোড়া গৌর অবতার।
হরে কৃষ্ণ মোহামন্ত্র করিয়া প্রচার॥

বাসুদেব ঘোসে কহে জোড় করি হাত।
জেই রাধা সেই কৃষ্ণ সেই জগনাথ॥ * ॥

১১৮। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা —১৩১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

আগ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সিতা দেবির বিভা।
অজধ্যায় বনবাস ভরথে রাজ্য দেআ॥
আরন্যতে জানকি হারাএ মহাসয়।
কিস্কিন্ধাতে বালি বধ কটক সঞ্চয়॥
য়ুন্দরায় সাগর বান্ধিআ হৈল পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবন রাজার সবংসে উদ্ধার॥
এই ছয় কাণ্ডের কথা উত্তরায় গায়।
উত্তরা যুনিলে য়স্বমেধের ফল পায়॥
রাবন বধিআ অজধ্যায় আইলা রাম।
উত্তরায় প্রথম হয় লক্ষন ভোজন॥
সভা কোরি অজধ্যায় বোসি রোঘুবরে।
রামে ঘেরি বোসে জত ভোল্যুক বানরে॥
রাক্ষস মানুস কোপি বোসে একাসনে।
অপূর্ব্ব রামের কির্ত্তি এ তিন ভুবনে॥
সিংহাসন উপরে বোসিএ রোঘুমুনি।
বামেতে পেএছে সভা জনকনন্দিনি॥
চামর হাতে দাণ্ডাইএ ভরথ সত্রুঘ্রন।
করজোড়ে স্তুতি করে পবননন্দন॥
ছত্র হস্তে নছমন দাণ্ডাএ পশ্চাতে।
রাজকর দেয় প্রেজা রামের অগ্রেতে॥
পুর্ব্ব সস্তে পার'হোএ নিদ্রা আর অলস।
আকর্সে লক্ষন বির হোইলা অবস॥
পশ্চাতে দাণ্ডাএ ছিল সুমিত্রাসন্তান।
ছত্র টলে লক্ষন হোইল সাবধান।
পূর্ব্বকথা স্থিতি করে গোউর বরন।
মৃদু মন্দ বদনেতে হাসিলা লক্ষন॥
পোড়িল সভার দৃষ্টি লক্ষনের পানে।
আশ্চর্য্য লাগিএ গেল সভাকার মনে॥
কি হেতু লক্ষন হাসে না পারি বুঝিতে।
সকলে বিচার করে আপনার চিতে॥
মনে মনে চিন্তা করে রাজিবলোচন।
আমারে দেখিএ বুঝি হাসিলা লক্ষন॥
চারি ভাই রাজপুত্র জন্ম অজধ্যাতে।
রাজ্জের রাজা হোলাম আমি সভাই থাকিতে।

মধ্য,—

অগস্তেরে জিজ্ঞাসা করেন রোঘুবর।
কহ মুনি কি কোরিল রাজা লঙ্কেশ্বর।
মুনি কন রাঘব কথাতে দেহ মন।
কৈলাস নিকটে গেল রাজা দসানন॥
মোধু মাসে বসন্ত বাসাত উপনিত।
কুহু কুহু রবেতে কোকিল গায় গিত॥
মোউর মোউরিগন সঙ্গমেতে ডাকে।
গুন গুন গুঞ্জরে ভ্রমরা লাখে লাখে॥
পুর্ন্নমার জোস্তা তাথে অতি মনহর।
সুগন্ধি মলয় বাউ বনের ভিতর॥
না পেএ পৃকিতি রাজা বসে দু[ঃ]খ মনে।
রম্ভা নামা অপচ্ছরা চোলেছে সর্গজানে॥
কুটিল কুন্তলে দির্ঘ বেনাএছে বেনি।
বেনির গঠন জেন কালিএ নাগিনি॥
ললাটে সিন্দুর জেন ভানু নিন্দা করে।
চন্দনের বিন্দু তাথে ইন্দু জেন ঘেরে॥
মৃগমদ তিলক নাসার অগ্রে রেখা।
ইন্দ্রধোনু ভুরুভঙ্গি শ্রবনেতে ঠেকা॥

নয়ন ভঙ্গিমা জেন খঞ্জন চঞ্চল।
অধরের জুতি জেন পক্ক বিম্বুফল ॥
গজমুক্তার বেসর নাসার অগ্রে দোলে।
বিদ্যুত্ত লোটায় কত হাঁসির হিল্ললে।
জিনিএ হস্তিনিকুম্ভ প্রয়ধর ভার।
তথিমাঝে লম্বিত হোএছে মুক্তাহার ॥
মৃগপোতি নিন্দা কোরি কোটি ঔতি খিনি।
খুদ্র ঘুন্টিকা তাথে বাজিছে কিঙ্কিনি ॥
বিচিত্র কাচলি সোভা করে বোক্ষস্থলে।
কাঞ্চনপব্বত জেন ঝাপে ইন্দ্রজালে ॥
রামরম্ভা জিনি উরু ঔতি মনহর।
মুধা মুকিরন জিনি লাবন্য মুন্দর ॥
আচ্ছাদন অঙ্গে আছে নিলবর্ম্ম ভুনি।
চন্দ্রেরে ঘেরেছে যেন নব কাদম্বিনি ॥
মোহএ মহেসরিপু পেএ অঙ্গগন্ধ।
সটপদ্ম ধাইএ আইসে মকরন্দ ॥
তিমির কোরিএ ধংস বোমপথে জায়।
বোসেছিল দসানন দেখিবারে পায় ॥

(পৃঃ ৬৫।১-২)

সোত্রূঘ্রন কাছে জথা বোসি মুনিবর।
বাল্মিক ডাকিছে গিএ কোরি উর্চ্চস্বর ॥
জজমান জন্মীআছে সিঘ্র এস মুনি।
বোসিষ্ঠ কোরিল জাত্রা আদ্যপান্ত জানি ॥
আনন্দে বোসিষ্ঠ মুনি কোরিল গমন।
কুটির দুআরে গিএ দিল দরসন ॥
কেমন সিতার পুত্র দেখিব নয়নে।
বাহির কোরিএ আনে মুনিপোত্নিগনে ॥
জেমন রামের মুখ জেমন নয়ন।
জেমত রামের বর্ম্ম জেমত গঠন ॥
বাল্মীকি বোসিষ্ঠ দোহে একত্রে বোসিএ।
স[ং]গস্কার হেতু জুক্তি বেদ উচ্চারিএ ॥
আনহ গঙ্গার জল করাইব স্চান।
মুনিএ বাল্মীক মুনি মুদিল নয়ন ॥
জোগাসন কোরিএ বসিবামাত্র মুনি।
সর্গেতে হোইতে নাবেন গঙ্গা মন্দাকিনি ॥
জার্ম্বি কোহিছে তবে মুন মুনিবর।
আজ্ঞা হৈলে প্রবেসিএ মুতিকার ঘর ॥
উপনিত হৈল গিএ গঙ্গা মন্দাকিনি।
আমি আসিআছি মা জনকনন্দিনি ॥
হেনকালে কুবেরদুত এল্য সেই স্থানে।
প্রনাম কোরিছে আসি মুনির চরনে ॥
আনিআছি সর্ম্ন থাল তুয়া বিদ্যমান।
রামচন্দ্রের পুত্রে ইহায় করাইতে শ্রান ॥
বোসিষ্ট গোসাই পরে বেদ উর্চ্চারিএ।
কোরিলেন নাড়িছেদ আপনে জাইএ ॥
পুত্র কোলে কোরি মাতা জনককুমারি।
কোন্দনায় রোদন করেন বোসিষ্টকে হেরি ॥
এ মুক জোদ্যপি আজ হোত অজধ্যায়।
ঘুচিত মনের খেদ মুধাই তোমায় ॥
রামের মনেতে কত জন্মীত আনন্দ।
রতন ব্রাহ্মনে কত দিতেন রামচন্দ্র ॥
আমা সম হতভাগি আর কেবা আছে।
মুনিএ বোসিষ্ট কয় জানকির কাছে ॥
আর কেন চিন্তা কর জনকনন্দিনি।
ভাগ্যবতি তুমি বট আমি ভালে জানি ॥
রাজার রানি ছিলে রাজার মা হৈলে জনকঝি।
সন্তান হোইল তোর আর চিন্তা কি ॥
মুনিএ জানকির কত হোইল উল্লাস।
উত্তরাকাণ্ডের কথা রচে কিত্তিবাস ॥
পরেতে বোসিষ্ট মুনি কোরিল গমন।
সত্তূঘ্রন নিকটেতে দিল দরসন ॥
বোসিল বোসিষ্ট মুনি সোত্তূঘ্রন কাছে।
অধমুখে বোসি বির মৌন হোএ আছে ॥

জিজ্ঞাসা কোরিছে বির বোসিষ্টের স্থানে।
সন্দেহ আমার এক জান্মআছে মনে॥
যুয্যবংসের পুরহিত এই মাত্র জানি।
আর তুমার জজমান কিরূপ আছে মুন॥
মুনিএ বোসিষ্ট মুনি লাগিল হাসিতে।
তপবনে মুনিগনে হয় জজাইতে॥
সোত্রুঘ্রন কহে মুনি নিবেদিতে ভয়।
এক মত আমার মনেতে উদয় হয়॥
পঞ্চ মাস গর্ভবোতি জনকনন্দিনি।
হেন কালে বনবাস দিল রোঘুমুনি॥
এই মত বনবাস যুনেছি শ্রবনে।
জানকিকে রেখে গেছে বিষ্ট পদার বনে॥
ভাগ্য বুঝি প্রসন্য হোইল মুনিবর।
সোত্য কথা জিজ্ঞাসিএ তোমার গোচর॥

(পৃঃ ১১৬।১-২)

ত্রিপদি ছন্দ॥ রাগ পঠমঞ্জরি॥

হনুমান জত কহে কৌসল্যা মৌনেতে রহে
কতক্ষনে কোহিছেন রানি।
দুটি আখি ছল ছল বোক্ষ বেএ পড়ে জল
মুখে কয় অর্দ্ধ অর্দ্ধ বানি॥
এস হোনু বোস কাছে বোহু খেদ মন্মে আছে
সকল কোহিব বিস্তারিএ।
মোরে দুখার্ন্নবে ডারি অজর্দ্ধা আন্ধার কোরি
সিতে লোক্ষি গিএছে ছাড়িএ॥
রাবন সংহার কোরি রাম হৈল দণ্ডধারি
পাটেশ্বরি হৈল জনকঝি।
এ সকল কিত্য দেখি জুড়ায় দুখিনির আখি
সুখ জত সোঝা কর কি॥
পঞ্চমাস গর্ভবোতি হোইলেন সিতে সোতি
বাড়ি গেল দুগুন আনন্দ।
পঞ্চামৃত দিবার তরে আনিলাম দিজবরে
প্রমাদ ঘটাল্য রামচন্দ্র॥
কে জানে কার যুনি কথা রথে কোরি লএ সিতা
প্রকার কোরিএ দিল বন।
রাম আজ্ঞা ধোরি মাথে চাপিএ পুষ্পক রথে
বনে রাখি আইল লক্ষন॥
কি কোহিব বাছা আর প্রান মাত্র হৈল সার
সিতে বিনে সব সর্ন্ন দেখি।
কর হানি বোক্ষপরে কৌসল্যা রোদন করে
কোথা রৈলে জিবন জানকি॥
হনুমান মূর্চ্ছা হএ ভুমে পড়ে গড়াইএ
হায় রানি কি যুনালি মোরে।
হায় মা জনকঝি উপায় কোরিব কি
হনুমান কান্দে উচ্চস্বরে॥
হোনুমান গোচরে কৌসল্যা প্রবধ করে
কোপে বির ছাড়এ নিস্বাস।
জলধ গজ্জন জিনি নিশ্বাস আতসর্দ্ধনি
রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস॥ * ॥

(পৃঃ ১৩০।১-২)

শেষ,—

ব্রর্থ হনুমান নাম অঞ্জনা গর্ভেতে।
রসাতল অজদ্ধা পাঠাব পদাঘাতে॥
পুনর্ব্বার জানকিকে অজর্দ্ধায় আনিব।
পুএ বোটি জননির পালন কোরিব॥
ইহা কোহি হোনুমান কোরিল গমন।
জলধর সম রবে কোরিছে গজ্জন॥
পদভরে পৃথিবি কোরিছে টল টল।
নয়নে নিগ্রত হয় জলন্ত আনল॥
নাসার নিস্বাস জেন প্রলয়ের ঝড়।
ঢাকের রগড় জিনি দন্ত কড়মড়॥
সভা মাঝে জাইএ ডাড়ায় হনুমান।
দেখিএ সকল লোকের উড়িল পরান॥
হনুমান জিজ্ঞাসে যুনহ নিশদে।
এমন দুর্ব্বদ্ধি তোমায় ঘটাইল কে॥

পঞ্চমাস গর্ভবোতি আছিলেন সিতে।
উপযুক্ত হয় রাম বনবাস দিতে॥
ওধিক আর রামচন্দ তোমায় কব কি।
কোথা হোতে কর্ম্ম পেতে মন্ত্র লএছি॥
মতান্তর বুঝি তবে উঠি রোঘুনাথ।
উঠিএ ধরেন দুটি হোনুমানের হাত॥
জা হোএছে হোনুমান থেমা দায় মনে।
আছেন জনকসুতা বিষ্টুপদার বনে॥
অশ্বমেধ সাঙ্গ কোরি আনিব সিতায়।
পুনরূপি হব রানি পুরি অজর্দ্ধায়।
দেবের ঘটন বাছা কে ঘুচাতে পারে।
দুষ্ট বাক্যে বনবাস দিলাম সিতারে॥
না জানে এ সব তত্ত্ব জত কোপিগন।
জনকনন্দিনি সিতায় গিএছেন বন॥
সুবর্ন্ন জা নকি দেখি ভ্রম ছিল মনে।
[এ] তত্ত্ব জানি রোদন করএ সর্ব্ব জনে॥
হায় মা জানকি বোলে করএ রোদন।
ঝর ঝর ওস্ত্রজলে ঝুরে দুনয়ন॥
শুব্দ হোএ সভাতে বোসিল হোনুমান।
সিতার সোকে ঝর ঝর ঝোরে দুনয়ন॥
কিত্তিবাস ইত্যাদি॥*॥
বোসিলেন রামচন্দ্র পূর্ন্ন সভা মাঝ।
পূর্ন্নমার চন্দ্রিমা দেখিএ পায় লাজ॥
সোত্রুঘ্নে আসিবারে লিখিলেন পাতি।
সিঘ্র কোরি জাত্রা করে সুমন্ত সারথি॥
পত্র পেএ বিসেষ জানিএ সমাচার।
ম্বত মোধু সাজাইল সহস্রেক ভার॥
অপরঞ্চ দির্ব্ব কত দিল পাঠাইএ।
পশ্চাতে সাজিল বির সসৌন্ন নইএ॥
জয়র্দ্ধনি দিএ চলে জত সৌন্নগন।

- ০—

১১৯। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৩¼ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—৬, ৮-১২, ১৮-১১০, ১১২-১৩২। এক এক পৃষ্ঠায় ৯-১৩ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২১৪ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

লঙ্কাকাণ্ড গাইল রামের ছত্র নবদণ্ড।
গাইব উত্তরা কাণ্ড অমৃতের ভাণ্ড॥
অমৃত লএঞা জদী খায় ভাণ্ড ভাণ্ড।
তাহা হইতে পূত হয় সুনিলে উত্তরাকাণ্ড॥
ত্রৈলোক্যবিজয় রাম দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
দুর্জ্জয় রাক্ষস মারিয়া রাম আইল ঘর॥
মুনি সকল বলে আমরা পাইলাম পরিত্রান।
অজুধ্যাতে গিয়া রামকে করিব কল্যান॥
এতেক বলিয়া জায় জত মুনিগন।
চারি দিগের মুনি আইল অজুধ্যাভুবন॥
মাধব নামে দ্বারি ছিল রামের দুয়ারে।
মুনি বলে সংবাদ জানাও রামের গোচরে॥
মাধব নামে দ্বারি রামে নয়াইল মাথা।
তোমা দেখিতে মুনি আইল তার সুন কথা॥

মধ্য,—

শ্রীরাগেন গিয়তে॥

সিতার সোকেতে রাম ভুমে গড়াগড়ি জান
কোথা গেল সিতা চন্দ্রমুখি।
প্রানের দুর্ল্লভ সিতা নাহি সিতার মাতা পীত।
কিবা দোসে তেজিল জানকি॥
রাজার ঝিয়ারি হয়্যা মোর সঙ্গে বনে গিয়
কতেক বনেতে পাইল দুঃখ।
দারুন রাক্ষস ঔরি তোমারে করিল চুরি
বিপিনেতে নাহি হল্য সুখ॥

সবংসে রাবন মারি তোমার উর্দ্ধার করি
পরিক্ষা লইল লঙ্কায়।
ফিরিবা আইলাম দেসে লোকে অপজস ঘোষে
পামরে পিতিত নাহি জায়॥
সিতা ত পরম সতি স্বরুপে জানিয়া মতি
লোকে কহে গঞ্জনা কাহিনি।
ঘোর দণ্ডক বনে থুয়্যা আইলে লক্ষনে
কেমনে রহিবে একাকিনি॥
প্রানের লক্ষন ভাই সিতা থুয়্যা এলি কোন ঠাঞি
জাব আমী সিতার তল্লাসে।
কৌতুক ইঙ্গিতে আমী বুঝিতে নারিলে তুমি
নিশ্চয় রাখিলে বনবাসে॥
সরিরে নাহিক দয়া সিতাকে নাহিক মায়া
কোথা সিতা পরম সুন্দরি।
চন্দ্রবদনি বিনা কিছু ত না লয় মনে
সোকে প্রান ধরিতে না পারি॥
সজল লোচন হরি লোহে ঘন বহে বারি
উত্তরি[ল] পরিহরি মহি।
রামানন্দ দাসে কয় তরাইতে ভবভয়
চরনে স্বরন আমী চাহি॥*॥
লক্ষন কি নিদ্রা রহিব আমী ঘরে।
না দেখিয়া সিতা সতি প্রান কি জান করে॥
সিতা সিতা বলিয়া রাম পড়িল ভুমিতলে।
সিতার সোকেতে কান্দেন প্রান ব্যাকুলে॥
কোথা গেলা প্রানসিতা দেহ দরসন।
না দেখিয়া তুয়া মুখ বিদরে জিবন॥
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
লক্ষন বলেন গোসাঞি কান্দ কি কারন॥
লক্ষন বলেন প্রভু কিসের বিলাপ।
প্রজা লয়্যা রাজ্য কর কিসের সন্তাপ॥
মন স্থির কর গোসাঞি না হও চঞ্চল।
সোক সম্বর গোসাঞি না হও বিকল॥
এতেক লক্ষন কহিল রামের পাস।
উত্তরায় রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥*॥

(পৃ০ ৭৮।১-২)

৯৬।১ পত্রে নরমেধ যজ্ঞের প্রসঙ্গ আছে।

শেষ,—

বাল্মিক বন্দিয়া গান লব কুশে গায়।
গাইব অজুধ্যাকাণ্ড আদিকাণ্ড সায়॥
সুখে রাজ্য করে রাজা অজের নন্দন।
মাতামহের ঘরে গেলা ভরথ শত্রুঘন॥
রামে রাজ্য দিতে হইল রাজার অভিলাস।
রাজ্য না পাইলা রাম গেলা বনবাষ॥
রাম বনে গেলা তবে কান্দে সর্ব্ব জন।
সোকেতে হইল দসরথ রাজার মরণ॥
মধুস্বরে গীত গায় বাজাইয়া বিনা।
সুনিয়া কান্দেন রাম আর সর্ব্ব জনা॥
গান সুন্যা রামচন্দ্র হইল বিভোলা।
গায়কে আনিয়া দেহ সনা সহস্র তোলা॥
ভাণ্ডারি বাটায় কর্য়া আনি[ল] কাঞ্চন।
গিত রহাইয়া কন ভাই দুই জন॥
গুটী চারি ফলেতে আমাদের উদর ভরে।
তোমার ধন রাখগা রাম তোমার ভাণ্ডারে॥
রাম বলেন গান কর মুনির নন্দন।
ভাল পুরান কর্য়াছেন বাল্মিক তপধন॥
রাজার সংকার আজ্ঞা করিল ভরথ।
রামকে আনিতে জান চিত্রকোট পর্ব্বত॥

১২০। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½ × ৪½ ইঞ্চি; পত্রসংখ্যা, ২-৮৭। এক এক পৃষ্ঠায়

১০-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০০ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর।

আরম্ভ,—

হাথে দণ্ড কুমণ্ডলু সর্ব্ব গাত্র রুক্ষ।
তেজিলেক ধন জন সংসারের শুখ॥
অনাহারে থাকয় কেহ বরিষা চারি মাষ।
কোন মুনী সর্ব্ব কাল থাকয় উপবাষ॥
দস সহস্র বর্চ্ছর কেহ করিছে অনাহার।
অস্তবাড় লাগীয়াছে অস্তী চর্ম্ম সার॥
এত সব মুনী আসীছে তোমার দুয়ারে।
আজ্ঞা কর আনী গোসাঞী তোমার গোচরে॥
রাম বলেন ঝাঁট আন দ্বারে কি কারন।
বড় ভাগ্যে আমার মুনীর সম্ভাষন॥
রঘুনাথের আজ্ঞা পাইয়া দ্বারি সত্তর।
মুনি সব লইয়া গেলা রামের গোচর॥

মধ্য,—

জমের আশ্বাসে ইন্দ্র ক্রন্দন সঙ্কুলিস।
তবে ইন্দ্র রাজা গেল চণ্ডীর গোচরে॥
তোমার বিদ্যমানে দেবি দেবতা সংহারে।
রাবন মারিয়া দেবের কর প্রতিকার॥
চৌসট্টি জোগিনি আছে দেবির সংহতি।
জুঝীতে জোগীনি সব বড় সিগ্রগতি॥
জুঝিতে জোগিনি সব নানা কাছে কাছে।
রক্ত মাংস খাইয়া উন্মত্ত হইআ নাচে॥
দেখীতে জোগীনি সব [মহা] ভয়ঙ্করে।
সতে সতে রাক্ষস একেক জোগীনি সংহারে॥
রাবন বলে চণ্ডী তুমী কর অবধানে।
জুদ্ধ সমপীয়া তুমী চল নিজস্থানে॥
আমারে জীনিলে তোমার কীছু নাহি কাজ।
তুমি হারিলে চণ্ডী বড় পাবে লাজ॥
রাবনের কথা সুনিঞা চণ্ডীর হইল হাস।
জুদ্ধ সমপিয়া দেবি গেলেন কৈলাস॥
ইত্যাদি (পৃঃ৩৮।২)

শেষ,—

রথ লইয়া গেলা ব্রহ্মা প্রভুর বচনে।
সর্ব্বসম্পদ পায়ে লোক রামনাম স্মোঁরনে॥
সরজুর জল গভির পর্ব্বত প্রমান।
সকল সুখাইয়া হইল আঠুর সমান॥
স্থাবর জঙ্গম জত জলের উপর ভাসে।
শরির তেজিয়া লোক গেলা স্বর্গবাসে॥
দিব্য রথে জায়ে সভে দেবদেহ ধরি।
রামের প্রসাদে লোক গেলা স্বর্গপুরি॥
মরনকালে রামনাম বলিব জেই জন।
নিজ শরিরে স্থান তারে দেন নারায়ন॥
ভক্তি অনুরূপ স্থান অনেক প্রকার।
ভজিলে গোবিন্দ লোক পায়েত নিস্তার॥
সকল পৃথিবির লোক গেল স্বর্গবাস।
এতেক দেখিয়া ব্রহ্মাণ্ডে লাগিল তরাস॥
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা বিষ্ণুরে করেন স্তুতি।
তোমার নাম স্মরনে গোসাঁঞি পাপির মুকতি॥
আগম পুরান বেদ জত সাস্ত্রগ্রন্থ।
আ.ম হেনো কোটি ব্রহ্মা না পাইল অন্ত॥
সকল পাপ ঘুচে রামনাম স্মরনে।
পাপমৃগ পালায়ে জেন সিংহ দরসনে॥
চারি বেদ সহস্র নামে জত হয়ে ফল।
এমত কোটি গুন হয়ে রামনামে কেবল॥
রাম নামে রাখিবেক সহস্র ধনুকে।
মাএয়ামোহে আছে লোক চক্ষে নাহি দেখে॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত লোকের চিন্তি হিত।
লোক মহিবারে কৈলা রামায়ন গিত॥
সাত কাণ্ড পুথি কৈলা অমৃতের ভাণ্ড।
সুনিলে খণ্ডে লোকের জমপিড়া দণ্ড॥
রামনাম স্মরন করিআ মরেত চণ্ডাল।
সোঁশরিরে স্বর্গ জায়ে জর্ম্ম নাহি আর॥

অতয়েব সুন লোক হইয়া একচিত্ত।
অন্য মন ইহাতে না করিবে কদাচিত॥
সুন সুন আরে ভাই হইয়া একমন।
এত দুরে উত্তরাকাণ্ড হইল সমাপন॥

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকের সহিত মিল আছে।

১২১। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩$\frac{1}{2}$×৪$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৫১, ৫৮-৭৩। এক এক পৃষ্ঠায় ১০-১৩ পঙক্তি। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

লব কুসের জুর্দ্ধ লিক্ষিতে॥
বসিষ্ট বলেন ঘোড়া রাখি কাহার সকতি।
শ্রীরাম ডাকিয়া আনিলা লক্ষন জোর্দ্ধাপতি॥
অশ্বমেধ করিলা রামচন্দ্র গদাধর।
জজ্ঞের ঘোড়া পাঠায়্যা দিয়াছিলা পুরন্দর॥
মন্ত্রিগনে ডাকিয়া প্রভু রাম অধিপতি।
মুনিগন সঙ্গে লয়্যা করিলা জুগতি॥
রাম বলেন ঘোড়া কেবা রাখিবেক জতনে।
তোমা বিনে ঘোড়া রাখিতে নারিব অন্য জনে॥
ঘোড়া রাখিতে নিজোজিলা ঠাকুর লক্ষনে।
জজ্ঞসালে রামচন্দ্র করিলা গমনে॥
লক্ষন বলেন ঘোড়া রাখিব তোমার আদেসে।
বৎসরেক ভ্রমিব আমি ঘোড়ার জে পাসে॥
নির্ব্ভয় দান মোরে দেহ মহাসয়।
পরম সুখে বেড়াই জেন হইয়া নির্ব্ভয়॥
নানারূপে রিপুগন বেড়ায় হরিসে।
নির্ব্ভয়ে বেড়াব গোসাঞি কেমন সাহসে॥
লক্ষনের বচন সুনিঞা হাসেন রঘুনাথে।
জয়পত্র লিখিয়া দিলেন লক্ষনের হাথে॥
এই পত্র দেহ লয়্যা ঘোড়ার লল্লাটে।
জুর্দ্ধ করিতে জেন কেহো নাঞি আঁটে॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পায়্যা ঠাকুর লক্ষন।
করিতে লাগিলা তেহো ঘোড়ার সাজন॥

মধ্য,—

১৯।১, ২২।২, ২৩।২, ২৪।১, ২৪।২, ৩০।১, ৩১।১, ১৭।২, পত্রে মধুকণ্ঠের ভণিতা আছে।

রাগ পাহিড়্যা।

আরে বাছা আর না জাইহ তপোবনে।
জানিঞা সুনিঞা মুনি কেনে দিলেন মেলানি
ঘরে বসি থাক দুই জনে॥
পুর্ব্বে বিষ্ণু আরাধিয়া প্রিথিবিতে জর্ম্ম লয়্যা
বাড়িলাঙ জনকের ঘরে।
পিতা বড় নিদারুন করিল দারুন পন
হরধনু ভাঙ্গিবার তরে॥
প্রভু দেব নারায়ন এক অংসে চারি জন
ভারথে দুর্ল্লভ জার নাম।
অগোচর চারি বেধ সম নহে অশ্বমেধ
জার নাম লইলে ধর্ম্ম মোক্ষ কাম॥
হেন প্রভু মোর পতি মাতা মোর বসুমতি
বিধি মোরে করিল নৈরাস।
নাঞি কৈলাঙ অপরাধ দারুন লোকের বাদ
প্রভু মোরে দিল বনবাস॥
তোমা দুঁহা উদরে ধরি আইলাঙ বনপুরি
না দেখিলাঙ প্রভুর চরন।
তোমা দোহার দেখি মুখ পাসরিলাঙ সব দুখ
সকল দুখ করিলাঙ পাসরন॥
দাস দাসি জুথে জুথে গমন বিচিত্র রথে
প্রভু মোর রাজরাজেশ্বর।

তোমরা তার তনয় নাঞি দিহ পরিচয়
সঁাপিবেন বাল্মিক মুনিবর ॥
দুই পুত্রের ধরি হাথে দিলেন য়াপন মাথে
মোর বোল না করিহ আন।
রামে বলিহ উর্ত্তর না বলিহ দুরাক্ষর
মোর বোলে হবে সাবধান ॥
জবে চাহেন পরিচয় বলিহ রাজার তনয়
সপ্ত মত্র পাঠাইলা বনে।
ছত্র দণ্ড অধিবাস হেন কালে বনবাস
সম্মানে রাখিহ হনুমানে॥
সুনিঞা মাএর ঠাঞি দোহে দোহা পানে চাই
লব কুসে লাগিল তরাস।
বিস্ময় লাগিল মনে দ্বিজ মধুকণ্ঠে ভনে
নেচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস ॥*॥

(পৃঃ ১৮২-১৯'১)

শেষ,—

শ্রীরামের অনুচর সব ব্রহ্মার বচন সুনে।
সরজুর জলে প্রান ছাড়ে শ্রীরাম স্বঁওরনে॥
দুগ্ধ পানেতে জেন সিন্দুর মোন ভাসে।
শ্রীরাম স্বঁওরনে প্রান ছাড়িয়া রহিলা স্বর্গবাসে॥
ব্রহ্মা সৃষ্টি সৃজিল শ্রীরাম য়বতার।
ব্রহ্মা বলেন কোন মতে হইব প্রচার॥
চিন্তিয়া গুনিঞা বাল্মিক পাঠাইল স্বরেস্ব্‌ত।
তাহাঁর প্রসাদে রামায়ন কৈল বাল্মিক মহাঁমতি॥
পাঠক পোঁথা পড়ে কথক বাখানে।
পোঁথা সুনিবার বেলায় ঘুম য়াদিষ্টানে ॥
কির্ত্তিবাস সৃজিল গিত সুনিতে মোধুর।
জাহার গিত সুনিঞা পাপ জায় দূর ॥
তালে সবদে বাজে নপুর ঝন ঝন।
গিত নাচন সভে সুন রামায়ন ॥
ব্রাহ্মন সুনিলে হয় পায় জজ্ঞ পুজা।
ক্ষেত্রি সুনিলে হয় পৃথিবির রাজা ॥
নানা সস্য নানা ধনে বৈস্যের বাড়ে ঘর।
সুদ্র জাতি সুনিলে হয় পুন্য বিস্তর ॥
সংসার মোহিয়া কির্ত্তিবাসের পাঁচালি।
রামায়ন সুনিলে তার বাড়ে ঠাকুরালি॥
হেন কির্ত্তিবাসে কল্যান করুন দেবগন।
উর্ত্তরকাণ্ড গাইল শ্রীরামের স্বর্গকে গমন ॥
শ্রীরামের চরিত্র জে জন সুনে একমনে।
সর্ব্ব দুর্খ খণ্ডে তার শ্রীরামের কোল্যানে ॥
চিনি লবাত সংকারা পিয় ভাণ্ড ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল উর্ত্তরকাণ্ড ॥

পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত স্থানে স্থানে মিল আছে।

১২২। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৩৯, ৪২-৪৪। এক এক পৃষ্ঠায় ১০—১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৫ সাল। খণ্ডিত।

মধ্য,—

দেবসভা রাজসভা আর মুনিগন।
বসিষ্টেরে করিলা রাম জজ্ঞের বরন॥
হোতা হৈল বসিষ্ট ব্রহ্মা পর্দ্দমুনি।
আগোনে সদষা হৈল দেব সুলপানি ॥
সিব পরে পরিলেক সদস্যের ভার।
আপোনে ব্যাষমুনি হইল তন্ত্রধার॥
অগ্নি জালিয়া দিল ব্রহ্মা কুণ্ডের মাঝার।
ভারে ভারে জজ্ঞকাষ্ট বিবিদ প্রকার ॥
ভারে ঘ্রত ঢালে জেন ঢালে জল।
কুণ্ডমধ্যে বসিলেক আপনে আনল ॥
বেদমন্ত্র পরিয়া মুনি দিয়াছে য়াহুতি।
আহুতি লইয়াছে অগ্নী সপ্ত জিভর্ভা পাতি।

এই মতে করিলেক যজ্ঞের আরম্ভ।
লক্ষনেরে কহে রাম কর এক কর্ম্ম॥
সভা করি বসি আছে জত মুনিগন।
বস্ত্র অলঙ্কারে কর মুনিরে বরন॥
একচির্ত্ত হইয়া ভাই সোন আমার কথা।
সোবর্ন্নের তৈজষ দেও সোবন্নে ··· ·· ॥
মন্দ জেন না বোলে জতেক ব্রর্ক্ষনে।
এক ভার সোনা দিবা প্রতি জনে জনে॥
আর জত আসিয়াছে দারিদ্র ব্রর্ক্ষন।
তাহার ঘরে দিবা ভাই নানাবিধি ধন॥
আজ্ঞাএ করীলা কায্য ঠাকুর লক্ষন।
আগে বিদাএ করিল দারিদ্র ব্রর্ক্ষন॥
ধনের অবধি নাহী রামের সংসারে।
আপনে কুবির জাহার ভাণ্ডারে॥
ধন করি আদী বিপ্র করিলা বিদায়।
মুনির বরন লইয়া আসীল সভায়॥
সোনার থাল সোনার গারু সোনার অলঙ্কার।
এক গোটা সোনার পৈতা সোনা এক ভার॥
এক জোরা পট্টবস্ত্র জরিত কাঞ্চন।
সাইট হাজার ভাগ কৈল ঠাকুর লক্ষন॥
বরনের জত দিব্য হনুমানের হাতে।
গমন করিলা বির লক্ষনের সাতে॥
হনুমানের সঙ্গে লক্ষন সভামধ্যে গেল।
একেবারে মুনিগনের চরন বন্দিল॥
বরনদির্ব্ব লৈয়া পাছে পবননন্দন।
মুনি স্থানে গলবাষ ঠাকুর লক্ষন॥
কোন মুনি উর্দ্ধবাহু কেহ উর্দ্ধরেতা।
কেহ তেজপুঞ্জ কার মুখে নাহী কথা॥
কার জটা বিগলিত কার জটাভার।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল সুমীত্রাকুমার॥
ভাবিতে লাগিল লক্ষন আপোনার অন্তরে।
এক হতে আর কম নহে মুনিগন।
কারে থুয়া কারে দিব বরন আসন॥
কর্ম্ম কায্যকালে বিধি এত আপদ ঘটে।
লক্ষনে বলেন রাম মোরে ঠেকাইলা সঙ্কটে॥
দণ্ডে দণ্ডে অভাগীয়ার হএ এত তাপ।
এতেক বলিয়া লক্ষন করএ বিলাপ॥

বিলাপ দির্ঘচ্ছন্দ।

ভাবিতে ভাবিতে লক্ষন স্থির নাহী পায়।
এমত সঙ্কটকালে রাম রহীলা কথাএ॥
নিকটে আইস চরন দেখি প্রভু গদাধর।
সঙ্কটে ঠেকিছি তোমার নিজের নফর॥
আমার কপালের লেখা কি কব তোমারে।
এমন কাজেতে রাম পাঠাও আমারে॥
বুঝিবারে না পারি তোমার মনের আষ।
আমা হতে হবে বুঝি সুয্যবংস নাষ॥
বাচিয়া নাহীক কার্য্য এখনে না মরি।
আমি বুঝি জর্ম্মীয়াছীলাম বংসনাষকারি॥
এক মুনি থুইয়া জদি আর মুনি বরি।
জারে না বরি সে সাপীবত করি॥
কোন মুনি কম নহে দারুন তপস্বী।
কোপমনে সাপ দিয়া করিব ভষ্যরাসি॥
আমারে জে সাপ দিব তার নাহী ভয়।
এই ভয় মনে পাছে বংসনাষ হয়॥
দৈবজোগে এমন কায্য হইয়া উঠে জদি।
সংসারে ঘুসিবে লোকে আমার অক্ষ্যাতি॥
এই কথা লোক সবে করিব প্রকাষ।
লক্ষন হতে হইলেক সুয্যবংস নাষ॥
এতেক বলিয়া লক্ষন কান্দিয়া বিকল।
বুক বাহীয়া পরে ধারা নয়ানের জল॥
না বরিয়া মুনিগন জদি জাই ঘরে।
এখনে হাসিব মোরে জত মুনিগনে॥
হাসিয়া কহীবেক কথা জত জত ঋসি।
বুঝিলাম বুদ্ধীষুর্ন্য লক্ষন তপস্বী॥

এতেক বলিয়া লক্ষন সিরে হানে হাত।
এহাতে উপাএ নাহী বিনে রঘুনাথ ॥
মরিব মরিব আমী অবষ্য মরিব।
এমন কালে রাম বিনে আর কারে ডাকিব ॥
আইষ আইষ রঘুনাথ এই নিবেদন করি।
নিকটে আইষ রামচন্দ্র · দেখিয়া মরি ॥
এমন কালে রঘুনাথ রহীলা কথায়।
এমন সঙ্কটে আমার কি হবে উপায় ॥
পুর্ব্বে জদি জানিতাম রাম এমত সঙ্কট।
অভাগীয়া না আসিতাম ইহার নিকট ॥
জে কার্য্য হইয়াছে এখন উপাএ করি কি।
আসিয়া নফর রক্ষ্যা কর রঘু জি ॥
আপোনে আসিয়া রাম কাষ্য দেও সিমা।
নহে কিন্তু জাবে রামনামের মহীমা ॥
একত্র বরিতে পারি মুনি সাইট হাজার।
তবে সে হইতে পারে উপাএ য়েহার ॥
ভাবিয়া আকুল লক্ষন স্থির নহে চিত্য।
একা আমী সাইট য়ংষ হইয় কেমত ॥
সঙ্কটে করহ রক্ষ্যা বন্দু নারায়ন।
এতেক বলিয়া কান্দে ঠাকুর লক্ষন ॥
আইজ জদি হইতে পারি য়ংস যাইট হাজার।
তবে সে জানিব রাম মহীমা তোমার ॥
রঘুনাথের পাদপদ্য মনে করি সার।
এক লক্ষন হইল অংষ সাইট হাজার ॥

(পৃ॰ ৩।২-৫।১)

শেষ,—

রামে বলে মুনি গোশাই কহ তত্তকথা।
কোনখানে আছে বল মোর প্রানের সিতা ॥
মুনি বোলে নিবেদন শোন রঘুমুনি।
আমার আশ্রমে য়াছে জনকনন্দীনি ॥
অনেক দীন হইল সিতা আছে বনবাষে।
রথ পাঠাইয়া সিতা লৈয়া আইষ দেশে ॥
রাম বলে শোন কথা লক্ষন ধানুকি।
সিগ্র করি আন গীয়া প্রানের জানকী ॥
আজ্ঞা পাইয়া স্তববনে গেলেন লক্ষন।
সিতাকে লইয়া আইস অজোর্দ্ধা ভোবন ॥
এতেক য়ুনিয়া লক্ষন গমন করিল।
শিতাকে লইয়া লক্ষন দেশেতে আশীল ॥
জয় জয় সব্দ হইল ভরিয়া সংসার।
বনিতা সকলে মিলি দেয়ন্তী জোকার ॥
আগীয়া বরিয়া সিতা নিলেক গ্রহেতে।
জজ্ঞ পুর্ন্ন দিলা রাম সপত্নী সহীতে ॥
রাম শীতা মিলন হইল দুই জনা।
আনন্দে করেন রাম জজ্ঞের দক্ষীনা ॥
জজ্ঞ শাইঙ্গ হইল জদী অজোর্দ্ধা নগরি।
রঘুনাথ আনন্দে [সভে] বলে হরি হরি ॥
বালমীক পুরানের কথা কিত্তীবাষে কয়।
অজোর্দ্ধাতে পীতা পুত্রের হইল পরিচয় ॥
কিত্তীবাস পণ্ডীতের জর্ম্ম শুভক্ষন।
এই অবধি হইল অস্তা সমার্পন ॥
সভার চরনে মোর এই নিবেদন ক'র।
রঘুনাথ আনন্দে সভে বলে হরি হরি ॥

ইতি বালমীকী পুরানে উত্তরাকান্টে পীতা পুত্রের পরিচয় সমাপ্ত।...এই পুস্তক সন ১২৩৯ সনে ৫ আস্বীন বৃহস্পতি বার বেলা দের প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল জিলে শুধারাম থানে বেষমগঞ্জের উত্তরে জোহুরগঞ্জের দাবাতে সমাপ্ত হইল তাহার পর সন ১২৫৫ সন মাহে মাঘ মোকাম মধুপুরা জিলে ভুলুয়া সমাপ্ত হইল।

১২৩। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ ×

৫৳ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৫-৩৩, ৩৫-৪১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

…… রাবনের আগুসার ॥
দক্ষিন কৈলাসে আছে মহাদেবের পুরি।
মহাদেব সম্ভাসি[তে] জায় তরাতরি ॥
কাত্তিকের জন্মস্থানে সোনার সরবন।
রথ সঙ্গে তথি গিয়া ঠেকিল রাবন ॥
বনেতে ঠেকিয়া রথ আগু নাহি সরে।
পাত্র-মিত্র লয়্যা রাবন য়নুমান করে ॥
মারিচ রাক্ষস আসি রাবনের কানে কয়।
কুবেরের রথে এক রাক্ষ্যস নাহি রয় ॥
রথ এড়িয়া রথ চালায় রথ নাহি নড়ে।
মহাদেবের ঠাই রথ ধাইয়া গেল ডরে ॥
না জানিস রাবন তুঞি কৈলাশ সিথর।
গৌরি লয়া কেলি হেথা করেন সঙ্কর ॥
দেব দানব কেহ হেথা নাহি য়াইসে ডরে।
হেথা কেন রাবন আইলি মরিবার তরে ॥
কুপিল রাবন রাজা দুতের বচনে।
রথ হইতে উলিয়া জায় মোহাদেবের স্থানে ॥
নন্দি নামেতে দ্বারি রাবন তথা দেথে।
হাথে জাঠা করিয়া সেই দ্বারথান রাথে ॥[১]
বানরমুথ দেথি মোরে কর উপহাস।
এই বানরমুথে তোর করিবে সর্ব্বনাস।
জে(হে)ন ছারে মারিয়া মোর কোন প্রিওজন।
আপনার দেসে তুঞি মরিবি রাবন ॥

শেষ,—

তবে ইন্দ্র রাবনে দুই জনে হই রন ॥
ঐরাবতে আইল ইন্দ্র বজ্র লইয়া হাথে।
রাবন সাজিয়া য়াইল দিব্ব রথে ॥
ইন্দ্র হাথে বজ্র করি করএ গর্জ্জন।
য়ুনিয়া বর্জ্জের শব্দ চিন্তিত রাবন ॥
মহাসব্দে গর্জ্জে বজ্র বিক্রম বিসাল।
সব্দ য়ুনিয়া সর্গ মর্ত্ত কাপিছে পাতাল ॥
ধাইয়া আইল কুম্ভুকন্ন আউদর চুলি।
ইন্দ্রের সমুথে গিয়া রহে মহাবলি ॥
কুম্ভুকর্ন্ন [বলে] ইন্দ্র আজি জিবে কোথা।
করিব য়মরাবতির নির্মুল দেবতা ॥
বজ্র বিনে ইন্দ্র তোমার আর নাহি ভাঁড়া।
এড় দেথি বজ্র চিবাইয়া করিব গুড়া ॥
ইন্দ্র বলে কুম্ভুকর্ন্ন না কর অহঙ্কার।
বজ্র য়স্ত্রে আজি তোরে করিব সংহার ॥
মন্ত্র পড়িয়া ইন্দ্র বর্জ্জ অস্ত্র এড়ে।
দুই হাথে সাঁপটীয়া গিলিলেক য়াড়ে ॥
বর্জ্জ গিলি কুম্ভুকর্ন্ন ছাড়ে সিংহনাদ।
দেথিয়া দেবতা সব গনিল প্রমাদ ॥

১২৪। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গলা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪৳ × ৪৳ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

অথ শ্রীশ্রীরামায়ন উর্ত্তরাকাণ্ড লিথ্যতে ॥
শ্রীশ্রীহনুমানের বন্দনা আরম্ভ ॥
বন্দিব অঞ্জনাযুন অসিম জাহার গুন
অতিসয় মহাবল হনু।
ফল ভ্রমে সিসুকালে দিবাকর ধরিলে বলে
জেন রাহু গ্রাষে অর্দ্ধতনু ॥
জয় জয় মহাবির পরাক্রম রন ধির
জয় জয় বির মহাবল

১। ইহার পর খানিকটা ছাড় পড়িয়াছে।

তপন জাহার গুরু ভক্তি মুক্তি কল্পতরু
বন্দো বিরের চরনজুগল ॥
জানকির অন্বেষনে প্রভু ভাই দুই জনে
রিষ্যমুখে করিলা গমন।
করিলে রামের হিত সুগ্রিবে করাল্যে মিত
হেন বিরের বন্দিব চরন ॥
ইঙ্গিতে মহোদধি তরি জানকি ত্রান করি
অক্ষ আদি মারিলে বিরগন।
রাবনেরে চড় মারি কাঁপাইলে লঙ্কাপুরি
চমৎকার হইলা ত্রিভুবন ॥
নল উপলক্ষ হেতু ইঙ্গিতে বান্ধিলে সেতু
সমরেতে তুসিলে শ্রীরাম।
জানকির ত্রানকর্ত্তা লক্ষনের প্রানদাতা
হেন বিরে করোঁ পরনাম ॥
রাবন রনের কালে ময় দানবের সেলে
পড়িলেন ঠাকুর লক্ষন।
আশ্চর্য্য লাগে দেবগনে চমৎকার ত্রিভুবনে
বির আনিলে হে গন্ধমাদন ॥
জয় করি লঙ্কাপুরি বিভিসনে দণ্ডধারি
দেষেরে আনিলে রঘুনাথে।
অভয় পদারবৃন্দে মলয় জে মকরন্দে
হেন বিরে বন্দো জোড় হাথে ॥
হনুমানের চরিত্রগুনে জেবা সুনে একমনে
রোগ দুস্থ কিছুই না জানে।
রাম তারে হয়েন সুখি বর দেন চন্দ্রমুখি
বাড়ে সেই রামের কল্যানে ॥
দ্বিজ রূপরামের আষ হইব রামের দাষ
খণ্ডাবে অসেষ অপরাধ।
রাম গুন চরিত্র গাইব জে দিবারাত্র
হিল আধ মা করিব বাদ ॥

ভণিতার রূপরাম লেখক অথবা রামায়ণ গানের একজন প্রধান হইবেন।

শ্রীশ্রীরঘুনাথের বন্দনা আরম্ভ ॥

সর্ব্ব আগে বন্দো সিতা রামের চরন।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম বরের কারন ॥
দক্ষিন বামেতে বন্দো ভরত সত্রুঘন।
সিরে ছত্রধারি বন্দো ঠাকুর লক্ষন ॥
রামের দুই মন্ত্রি বন্দো সুগ্রিব জাম্বুবান।
পদতলে বন্দিয়া গাইব বির হনুমান ॥
রামের দুই ভার্য্যা বন্দো লক্ষ্মি সরস্বতি।
তিন দেবতা বিনে লোকের অন্য নাঞি গতি ॥
সরস্বতি কৃপাতে কবিত্ত সভার রঞ্জি।
লক্ষ্মি দেবির কৃপাতে সদাই সুখে ভুঞ্জি ॥
লব কুষ বন্দো দুই রামের নন্দন।
বিনা নৈয়া বাপের আগে গাইল রামায়ন ॥
জোড় করে বন্দোহুঁ সে ঘটকচরন।
কৃপা কর ঘটকরাজ নইলাম স্বরন ॥
রাম জন্মিতে ছিল ষাটী সহশ্র বর্ছর।
রামকির্ত্তি রচিলা বাল্মিক মুনিবর ॥
রাম না জন্মিতে করিলা রামের অবতার।
হেন মুনির চরনে মোর কোটী নমস্কার ॥
দষরথ রাজা বন্দো রামচন্দ্রের পিতা।
রামরূপ নারায়ন লক্ষ্মিরূপা সিতা ॥
কৌসল্যা সুমিত্রা কৈকেই রামের জননি।
মা বলিয়া কোলে জার চাপিলা চক্রপানি ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি।
জার কণ্ঠে কেলি করেন দেবি সরস্বতি ॥
মুখুটী বংষে জন্ম ওঝার জগতে বিদিত।
ফুলিয়াসমাঝে কির্ত্তিবাষ জে পণ্ডিত ॥
পিতা বনমালি মাতা মানিকি উদরে।
জনম লভিলা ওঝা ছয় সহোদরে ॥
ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা পার।
জথা তথা কর্‍্যা বেড়ায় বিদ্যার উর্দ্ধার ॥

বাল্মিকি হইতে হৈল রামায়ন প্রকাষ।
লোক বুঝাইতে করিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাষ॥

উদ্ধৃত অংশে কৃত্তিবাসের বন্দনা করা হইয়াছে; আবার ভণিতাটিও কৃত্তিবাসের।

শেষ,—

সর্ব্বকাল রাবনের দেবের সঙ্গে বাদ।
দেবতা অসুখি জারে তার পড়িব প্রমাদ॥
বিরোচন রাজার কন্যা নাম বিদ্যুতমালা।
কুম্ভকর্ন্ন বিভা করিল জেন চন্দ্রকলা॥
কন্যা দিঘল বঠে তিন সত জোজন।
সাত সত জোজন দিঘল কুম্ভকর্ন্ন॥
জেন বর তেন কন্যা সোভে দুই জনে।
কুম্ভকর্ন্ন করিল বিভা সেই ত কারনে॥
সরম্বরা নামে ছিলা গন্ধর্ব্বকুমারি।
বিভিষন করিল বিভা পরম সুন্দরি॥
মৃগ মারিবার তরে করিল গমনে।
তিন জন আছিল হইল ছয় জনে॥
বিভা করি তিন ভাই করিলা গমন।
লঙ্কায় রাযা করে রাবন লৈয়া রাক্ষষগন॥
মন্দোদরির পুত্র জন্মিল নামে মেঘনাদ।
দেখিয়া দেবতাগন করেন বিষাদ॥
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে লঙ্কার ভিতরে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কাঁপয়ে জার ডরে॥
মেঘ হেন ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতরে।
মেঘনাদ নাম তার বাপ মায় ধরে॥
রাত্রি দিন কুম্ভকর্ন নিদ্রায় অচেতন।
ত্রিষ জোজন ঘর তার বান্ধিল রাবন॥
ত্রিষ জোজন ঘরখান বান্ধিল দিঘল।
দষ জোজন ঘরথান আড়ে পরিষর॥
চরি ক্রোষ ঘরের দুয়ার পরিষর।

—•—

১২৫। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

শ্রীরামের অশ্বমেধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট আগজ। আকার ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ২—২০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১১ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

—জত মুনি আইলা জজ্ঞস্থানে॥
জামদগ্নি কৌসিক আইলা পরাসর।
সানন্দ কশ্যপ আইলা সাত্তনু মুনিবর॥
নারদ মহামুনি আইলা গুনের সাগর।
সুমন্ত পৌলস্ত আইলা পুলস্থ মুনিবর॥
ভরদ্বাজ সুতিক্ষ আইলা দুই বেকতি।
দুর্ব্বাষা মুনি আইলেম মহাক্রোধমতি॥
অত্রি অঙ্গিরা আইলা মহাতপোধন।
মৎস্য কর্ন্ন অগস্ত্য আইলা দুই জন॥

মধ্য,—

জেইখানে রাম তথা আইল দুই জন।
তিন রাম হইল জেন দেখে সর্ব্বজন॥
একই বল বিক্রম একই তিনের ঠাম।
সৈন্য সামন্ত জত দেখে তিন রাম॥
সৈন্য সামন্ত যত প্রধান সেনাপতি।
অনুমান করে তারা বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
পঞ্চ মাস সিতার গর্ব্ভ হইল জখন।
হেন কালে সীতারে রাম করিলা বর্জ্জন॥
সীতারে বর্জ্জিয়া রাম থুইলা বাহিরে।
এই দুই ছাওয়াল হইয়াছে সিতার উদরে॥
রামের তেজ দেখিএ রামের ধনুক বান।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান॥
এই যুক্তি তারা সব অনুমান করে।
সকল মন্ত্রিগন গেল শ্রীরাম গোচরে॥

এই দুই সিসু গোসাঞি তোমার তনয়।
পরিচয় লহ গোসাঞি কিবা হয় নয়॥
তোমার তেজ তোমার রূপ তোমার ধনুকবান।
আকৃতি প্রকৃতি দুহে তোমার সমান॥
আপনি ভাবিয়া গোসাঞি চিন্ত মনে মনে।
পঞ্চ মাষ গর্ত্ত সিতা থুইলে এই বনে॥
সেই গর্ভে জর্ম্মিয়াছে জমক সহোদর।
ত্রিভূবন জি[নি]তে পারে মহাধনুর্দ্ধর॥
চন্দ্র ষূর্য্য সর্গ মর্ত্ত পাতাল জদি ছাড়ে।
তবে রঘুনাথ এই বাক্য নাহি নড়ে॥
ইহা সভার জুর্দ্ধে কার নাহিক জিবন।
প্রান লইয়া দেশে জাই না করিহ রন॥
এই জুক্তি রামেরে বলে সকল সেনাপতি।
হেন কালে রামেরে বলে সুমন্ত সারথি॥

(পৃ ১৪।১-২)

শেষ,—

মুনি বলেন সুন সিতা তোমারে কহি আমি।
দুই পুত্র লইয়া সীতা ঘরে চল তুমি॥
সীতা বলেন দেখি আমি রামের জিবন।
তবে মাএ পোএ ঘরে করিব গমন॥
এতেক সুনিঞা মুনি বসিলা ধেয়ানে।
ত্রিভুবনের জত কথা ধেয়ানে মুনি জানে॥
তপবনে কুণ্ড আছে মৃতু সঞ্চারিনি।
ধ্যান করিয়া তাহা আনিলেন মুনি॥
বার বৎসরের জদি মড়ার অস্তির লাগ পায়।
সেই কুণ্ডের জলে মুনি তাহারে জিয়ায়॥
মুনি বলেন আমার বাক্য সুন সিস্যগন।
এই জল ছড়া দেহ সকল তপবন॥
হস্তি ঘোড়া টাট কটক পড়িয়াছে জত দুরে।
তত দুর ছড়া দেহ জমুনার তিরে॥
তারক মন্ত্রে জল পড়িয়া দিল মুনি।
তপোবনে ছড়াইল মৃর্ত্ত্ জিবের পানি॥
কটকের হাথ পা আসিয়া লাগে জোড়া।
অসংক্ষ কটক উঠে দিয়া অঙ্গ ঝাড়া॥
মৃত্ জিবের পানি জদি হইল পরসন।
শ্রীরাম লক্ষন জিলা ভরথ সত্রুঘন॥

১২৬। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ১—১৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১—১২ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, হুগলী।

আরম্ভ,—

কিত্তিব্যাস পণ্ডিতের রামায়ন রচন।
ব্যাসের বচন সুন বাপ পোএ রন॥
জজ্ঞ পুনা দিবেন রাম জজ্ঞ হৈলে সেষ।
হেন কালে গেল ঘোড়া বালমিকের দেষ॥
পবনবেগে ঘোড়া তবে করেতার ত[ী]রে।
মুনির তপোবন গেলা জমুনার পারে॥
জে দিন জে হবেক বালমিক সব জানে।
লব কুস দুই ভাই ডাক দিয়া আনে॥
মুনি বলেন লব কু[স] সুন ভাল মতে।
আমি চলিলাম আজি চিত্রক্রোট পর্ব্বতে॥
তথায় বিলম্ব য়ামার হবেক অনেক দিন।
তপোবন রাখিয় তোমরা দুই ভাই প্রবিন॥
কার সনে না করিহ বাদ বিসর্ব্বাদ।
মুনি সকল জানে জত পড়িবে প্রমাদ॥
বার সত সিস্য লয়্যা গেলেন বালমিকে।
দুই ভাই তোমরা খেনে বেড়াও কোতুকে॥

মধ্য,—

হরি হরি বলিবে রাম সির্দ্দি নহে কোন কাম
জজ্ঞ হৈল সংহার কারনে।

তক্ষন জানিলাম মনে জিনিতে নারিব রনে
জখন পড়িল ভাই শক্রঘন ॥
দুই মিত্র দেসে ছিল দুত গিয়া য়ানাইল
নিপ তিন য়ানিল জতনে।
জতে[ক] করিল গত্ত ইবে বের্থ হৈল সর্ব্ব
অকারনে মোর জিবনে ॥
সুদিন কুদিন দুই সভে য়ামি তিন ভাই
এই সে বির হনুমান।[১]
সবংসে সাগররাজ বড় বড় কৈল কাজ
ভগিরথ রাজা ধর্ম্মময়।
হেন বংসে জনমীঞা কুল নিন্দা কৈলসিয়া
জিনে মোরে কাহার তনয় ॥
এক কম্মে ক্ষয় নাহি তবে কেনে য়স্ত বহি
বড় য়পজস রহিল আমার।
দসরথ বাপের ডরে দেব গন্ধর্ব্ব কাপে ডরে
সুর্জ্যবংসে তনয় জাহার ॥
বিধির লিখনবসে চারি ভাই একু মাসে
প্রান দিল সিসুর সমরে।
দেখিব কাহার মুখ ঘুচাইব এই দুখ
ত্রিভুবনে য়পজস য়ামার ॥ (পৃঃ ১৪।২)

শেষ,—
বাল্মিকের বচনে সিতা চলিলেন ঘর।
লব কুস দুই ভাই চলিলা সত্তর ॥
বাল্মিক মুনি বলেন সুন জাম্ববান।
ডাক দিয়া ঝাট বিভিসন হনুমান ॥
তাহারে বহিল বাল্মিক তপোধন।
মরিয়াছিলে সভে সভার রাক্ষিল জিবন ॥
জিয়াইয়া দিল সভার প্রান দান।
ল[ব] কুস সিতার কথা না কহিয় রামের স্থান ॥
বাপে পোয়ে হেথা জেন নহে দরসন।
দেশে নিঞা আমি করাব সম্ভাসন ॥
লব কুস সিতা মুনিরে নমস্কারি।
বস্ত য়লঙ্কার দিয়া চলিলা য়ন্ত[ঃ]পুরি ॥
রাম লক্ষন ভরথ সক্রঘন বিভিসন।
চারি ভাই দুই মিত্র বন্দে মুনির চরন ॥
মরিয়া ছিলাম মুনি তোমার...সাদে।
কোথাকার দুই বালক পাড়িল প্রমাদে ॥
মুনি বলেন য়ামি না ছিলাম দেসে।
কোথাকার দুই বালক না জানি বিসেষে ॥
ঘোড়া লয়্যা রাম তুমি জাহ জজ্ঞস্থান।
সেই দুই বালক লয়্যা জাব তোমার বিদ্যমান ॥
রথ অস্ত্র বস্ত মুনি দিল য়ানাইয়া।
জে জাহার য়স্ত বস্ত লইল চিনিঞা ॥
হেথায় দুই বালকের না পায় দরসন।
দেসে লয়্যা আমি করাব সম্ভাসন ॥
জজ্ঞ পুর্ন দেহো গিয়া জজ্ঞ হৈল সেষ।
সসন্ত সামন্ত লয়্যা রাম গেল দেস ॥
পথে জাইতে জুদ্ধের কথা কহে সর্ব্বজন।
এমন বালকের কথা না সুনি কখন ॥
এত দুরে দুই বালকের কথা য়বসান।
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের য়দভুত রচন ॥
ইতি পুস্তক সমাপ্ত ॥

১২৭। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৩২। এক এক পৃষ্ঠায় ১০—১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—
রাম বলেন অশ্বমেধ করিলাম সার।
অশ্বমেধ জজ্ঞ সম ফল নাহি আর ॥

১। ইহার পর একটু ছাড় হইয়াছে বোধ হয়।

এত জদী কহিলেন কোমললোচন।
যুনিয়া হরিস হইলা ভরথ লক্ষন ॥
রাম জজ্ঞ করিবেন ব্রহ্মা হরসিত।
ডাক দিয়ে বিস্বকর্ম্মে আনিল ত্বরিত ॥
ব্রহ্মা বলেন বিস্বকর্ম্মা কর সন্বিধান।
রঘুনাথের জজ্ঞস্থান করহ নিস্মান ॥
চলিলেন বিস্বকর্ম্মা ব্রহ্মার বচনে।
ভরথ লক্ষন দোহে আছেন জেখানে ॥
বিস্বকর্ম্মায় দেখি হরসিত দুই জন।
জোড় হাতে বিস্বকর্ম্মা করেন স্তবন ॥
নানা রত্ন আনি দিল বিস্বকর্ম্মার স্থান।
জজ্ঞসালা বিস্বকর্ম্মা করেন নিস্মান ॥
ভরথ লক্ষনের টাট দুই অক্ষোহিনি।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন বহিআ জে আনি ॥
ধৌত প্রবাল রত্ন যুনে জেই দিসে।
বহিআ বহিআ আনে চক্ষুর নিমিসে ॥
দিল মনি মানিক্যাদি প্রবাল প্রস্তর।
তিন ক্রোস জুড়ে কুণ্ড করে পরিসর ॥
উভে সভে জজ্ঞকুণ্ড সতেক জোজন।
নানা রত্নে জজ্ঞকুণ্ড করিল গঠন ॥
আসিবেন পিথিবির যত নরবর।
রাজাদের জন্য করে লক্ষ্য লক্ষ্য ঘর ॥
যুবর্ন্নে নির্ম্মিত গজদন্তের চৌকাট।
যুবর্ন্নে নির্ম্মিত সব কৈল খাট পাট ॥
মনিগনের ঘর নিস্মাইল থরে থর।
বসিবার স্থান কৈল পরম যুন্দর ॥
ভক্ষদ্রব্য নানা জাতি বস্ত্র অলঙ্কার।
নানা রত্ন ধন লয়্যা পুরিল ভাণ্ডার ॥
দধি দুগ্ধ ঘেত মধু আইল ভারে ভার।
আতব তণ্ডুল ধান্য সঙ্খ্যা নাহি তার ॥
এক মাসে জজ্ঞস্থান করিল নিস্মান।
নিস্মাইআ বিস্বকর্ম্মা গেল নিজ স্থান ॥

মধ্য,—

অজোধ্যাতে গিয়া সিতা করিলা প্রবেস।
আনন্দে অবধি নাই অজোধ্যার দেস ॥
সর্ব্বদেসের লোক আইল অজোধ্যা নগরি।
জয় জয় সুমঙ্গল পড়ে জত নারি ॥
রথে হৈতে ভূমে সিতা নাম্বিলা জখন।
দেখিয়া সিতার রূপ মোহ ত্রিভুবন ॥
দেখিয়া দেবতাগন হইযা হরসিত।
আছুক অন্যের কাজ ব্রহ্মা[া] চমকিত ॥
ধন্য ধন্য রামে সবে করিছে বাখান।
আপনি আসিয়া লক্ষি হৈলা অধিষ্টান ॥
জোড়হাতে রহে সিতা রামের গোচর।
হেন কালে বলেন রাম সভার ভিতর ॥
একবার পরিক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগন জানে তাহা না জানে সংসার ॥
ত্রিভুবনের লোক হইয়াছে এক ঠাই।
আর বার পরিক্ষা আমি তব স্থানে চাই ॥
পরিক্ষা করহ সিতা ত্রিভুবনের আগে।
দেখে জেন সর্ব্ব লোক চমৎকার লাগে ॥
পরিক্ষা লইতে সিতা করহ সাহস।
ত্রিভুবনে ঘুচক আমার অপজষ ॥
এত জদি বলেন রাম সভার ভিতরে।
জোড় হাতে জানকি কহেন ধিরে ধিরে ॥
অগ্নি প্রবেস করেছিলাম তোমার বর্জনে।
ব্রহ্মা জাহা বলেছেন যুনেছ শ্রবনে ॥
আনিলে দেসের তরে করিয়া আস্বাস।
কোন দোসে আরবার দিলে বনবাস ॥
রাজার গ্রিহিনি হয়ে বনমর্দ্ধে বসি।
ফল মূল খাইয়া থাকি নিত্য উপবাসি ॥
কোন দোসে রেখেছিলে না জানি বিসেষ।
লবকুস দুই পুত্র পাইলা উর্দ্দেস ॥
বেভিচারি প্রতি জেন কহে কটুত্তর।

তেমনি পরিক্ষা চাহ সভার ভিতর ॥
রাজার মহিসি জারা-যুখে আছে ঘরে।
পরিক্ষা লইতে আমি আছি বারে বারে ॥
জন্ম জন্মান্তরে গোঁসাই তুমি হবে পতি।
আমার লল্যাটে লেখা ঘটিবে দুর্গতি ॥
আমা হেন নারি তোমার নাহি জেন হয়।
এত বলি ছুলয়নে বারিধারা বয় ॥
আমা হৈতে অপজস পেতেছো গোসাই।
এ জনমের মত কিছু মনে কর্যো নাই ॥
এ দাসির জন্মে পৃভু পাইলা বহু দুখ।
আর না দেখিতে হবে পাপিঅসির মুখ ॥
এ প্রান তেজিব আমি তব বির্দ্দমানে।
বিদায় মাগিলাম প্রভূ তোমার চরনে ॥
যুনিয়া সিতার কথা লোকে লাগে ত্রাস।
হাহাকার করি ঘোহে ছাড়য়ে নিস্বাস ॥
(পৃঃ ২৪।২-২৫।১)

শেষ,—

বিষ্টু বলেন যুন ব্রহ্মা আমার বচন।
সংসারের লোক কৈলা সঙ্গে আগমন ॥
আসিয়াছে স্বর্গপুরে আমার বচনে।
সকল পিথিবির লোক রবে কোনখানে ॥
ব্রহ্মা বলেন যুন পৃভু আমার উত্তর।
আসিয়াছে অলপ লোক আসিবে বিস্তর ॥
রামনাম মুখে বলে হৈলে পতন।
সে হইবে স্বর্গবাসি না জায় খণ্ডন ॥
রামনাম করে জদি মরেত চণ্ডাল।
সে চণ্ডাল স্বর্গপুরে আসিবে তৎকাল ॥
রাম নামের ফলে মক্ষ পাবেত তক্ষন।
তাহার লাগিয়ে কেন ভাব নারায়ন ॥
এত বলি ব্রহ্মা তবে হইয়া বিদায়।
রামনাম জে করে সে চতুবর্গ পায় ॥
রাম সঙ্গে স্বর্গপুরে গমন তাহার।
মত্তলোকে কি হইল যুন আর বার ॥
স্বয়ম্ভুর জল ছিল পর্ব্বতপ্রমান।
হেন জল কাদা হইল আটুর সমান ॥
হাহাকার করে জম কান্দে রাত্র দিনে।
বিক্ষ পরে পক্ষ নাহি [নাহি] জন্তু বনে ॥
অসম্খ্যায় জিব জন্তু সলিলে প্রবেসে।
স্বরির ছাড়িয়ে সবে চলে স্বর্গবাসে ॥
পক্ষরূপ ছাড়ি সভে বিষ্টরূপ ধরি।
রামের প্রসাদে জায় বৈকুণ্ঠ নগরী ॥
রামায়ন রচিলা বালমিক তপোধন।
রামনামের গুনে হয় বৈকুণ্ঠে গমন ॥
মুক্তি অনুরূপ পথ অসেস প্রকার।
শ্রীরামনামেতে হয় জিবের নিস্তার ॥
লক্ষ লক্ষ মহাপাপি গেল স্বর্গবাসে।
তাহা তো দেখিয়া ব্রহ্মা চতুস্মুখে হাসে ॥
চতুস্মুখে করে ব্রহ্মা বিষ্টুর স্তবন।
রামনাম তুল্য নাহি নিস্তারের ধন ॥
আমা হেন কোটী ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত।
মহিমা না জানে বেদে তুমি হে অনন্ত ॥
রামায়ন যুনিতে জে করে অভিলাস।
বৈকুণ্ঠেতে কোটী কল্প তাহার নিবাস ॥
অপুত্র যুনিলে পরে পায় পুত্রবর।
মনবাঞ্ছা পুন্ন হয় যুখে থাকে নর ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত লোকে কৈল হিত।
ভাসা মতে প্রকাসিলা রামায়ন গিত ॥
শ্রীরামকৃর্ত্তন জেন অমৃতের খণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল উত্তরাকাণ্ড ॥
ইতি লবকুসের জুর্দ্ধ সমাপ্ত হইল...লিখিত· শ্রীপ্রেমচাঁদ তান্ত পাটক শ্রীকালাচাঁদ তান্ত সাঃ বঃ দিঘি পরগনে সময়নাহি ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুঁথির নাম 'লবকুশের যুদ্ধ'; কিন্তু আছে,

শ্রীরামের অশ্বমেধ হইতে উত্তরকাণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকের সহিতও স্থানে স্থানে সাদৃশ্য আছে।

১২৮। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১—১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল ১২৬৪ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ ইত্যাদি।
জখন জাহা হবে তাহা বাল্মীক মনি জাণে।
লব কুস দুইটী ভাই ডাক দিয়া আণে॥
মোনি বলে সীতার পুত্র রহিলে কথাএ।
লবকুস প্রেনমিল বাল্মীকের পায়॥
লব কুসে বলে সুন বাল্মীক তপুধন।
প্রাত[ঃ]কালে আমাকে ডাকিছ কি কারন॥
মোনি বলে সুন তোমরা সীতার নন্দণ।
বরুনের জজ্ঞ হেতু করিএ গমন॥
কার সঙ্গে না করিয় বাদ বিসম্বাদ।
আগু অন্ত জাণে মোনি ঘটীব প্রমাদ॥
তপবন রক্ষা আজি করিবা দুই ভাই।
তপস্যা করিতে আজি পাতালেত জাই॥
এতেক বলিয়া তবে বাল্মীক চলীলা।
মোনিকে প্রনাম করি ধনু হাতে লইলা॥
ধনু হাতে দুইটী ভাই করিলা গমণ।
জণণীর চরন জাইয়া করিল বন্দণ॥
মাএর চরণে তবে প্রণাম হইয়া।
ধনু হাতে দুই ভাই চলীল মেলা দিয়া॥
তোরিত গমণে গেল মনির তপুবন।
উল্লাসে প্রণমিল বাল্মীকের চরন॥
লব পদধুলী কুসে তোলীয়া লইল মাথে।
বিচিত্র ধনু বাণ ধরিল বাম হাতে॥
অবেদ সন্দাণ পোয়ে বান জত জাণে।
প্রাত[ঃ]কালে ছারিলে বান বৈকালে আইসে টোণে॥

এহি মতে দুই ভাই আছে তপুবন।
অজর্দ্ধাতে সভা করিছে কমললোচণ॥
সত্রোগন গেল জদি মথুরা আশ্রমে।
ভরথ লক্ষন লৈয়া যুক্তি করে রামে॥
রাম বলে সুন ভাই প্রাণের লক্ষন।
রাজসই জজ্ঞ করিতে লএ আমার মন॥
রাবন করিছি বধ সাক্ষাতে ব্রাহ্মর্ন।
বিনা জজ্ঞে পাপ কভু নহে বিমোচণ॥
বশীষ্টে বলে সুন রাম দয়াময়।
রাজসই জজ্ঞ রাম বর দুক্ষে হয়॥
রাজসই জজ্ঞ পূর্ব্বে কৈল পুবন্দর।
দেবতা মনিস্তে যুর্দ্ধ আছিল বিস্তর॥
এহি জজ্ঞ করিয়াছিল হরিশ্চন্দ্র অধিকারি।
জজ্ঞের দক্ষীণা দিল বেচিয়া পুত্র নারি॥
এহি জজ্ঞ করিআছিল সগর নৃপবর।
ব্রহ্মর্সাপে মৈল তার সাইট হাজার কুমর॥
অশ্বমেদ জজ্ঞ করিলে প্রজা লোকের হিত।
সর্ব্ব কার্য্য সীর্দ্ধি হয় মণের বাঞ্চীত॥
রাম বলে লক্ষণ আমার মণে লয়।
অশ্বমেদ জজ্ঞ আমি করিব নিশ্চয়॥

মধ্য,—

নাচারি॥

লক্ষন ময়ম সুনী কান্দে রাম রঘুমনী
সুকাকুলে করি হাহাকার।

বল্মীকের তপুবনে পরিলেক সীস্তুর বাণে
এ অর্থেতে দেখা নাহি আর ॥
তোমী ভাইর গুন জত আমী আর বলীব কত
জত তুক্ষ পাইলা জে বনে।
হেন গুনের ভাই ছারি ব্রেথা আমী প্রান ধরি
জায় প্রান লক্ষনের সনে ॥
তোমী জত তুক্ষ পাইলা সমোদ্র বন্দন কৈলা
বানরগনের সঙ্গে শ্রম করি।
তোমার সাহষ বলে লঙ্কা জিনালাম হেলে
উর্দ্ধারিলাম জণককুমারি ॥

* * *

শ্রীরামের কান্দণে কান্দে পাত্র মিত্রগণে
সুকাকুলে করে হাহাকার।
কিত্তিবাস পণ্ডিতের বানি কান্দ কেনে রঘুমনী
জায় সীগ্র যুর্দ্ধ করিবার ॥ (পৃঃ ৭।২)
ত্রিপদি ॥
সীতা কান্দে ভুমী বসী শ্রীরাম নিকটে আসী
ধরিয়া রামের তুই পায়।
আহা প্রভু প্রাণেশ্বর একবার নঞাণে হের
এ বলীয়া ধরনি লুটায় ॥
জথন হৈলা বনাচারি আনিলা সঙ্কেত করি
সর্ব্বক্ষণ রাখীলা সাদরে।
এখম দিয়া বজ্রাঘাত কথা গেলা প্রাণনাথ
সঙ্গে করি নিয়া জায় মরে ॥
দণ্ডক বণেত ছিল রাবণে হরিয়া নিল
তাথে জত করিল ক্রন্দণ।
নানা বন বিচারিয়া আমার কারন বেস্ত হৈয়া
বিক্ষ ধরি দিলা আলীঙ্গণ ॥
লব কুস তুই ভাই তা সমা নিষ্টোর নাই
বজ্র বুক হইয়া নিষ্টোর।
রায়স্তের অভরন নিসেদিল তুই জণ
মুছীলেক সীসের সীন্দুর ॥

এহি মত কল্পনা করি জণকের কুমারি
লুটাইল রামের চরন।
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতে কয় শ্রীরাম মরিতে লয়
না কান্দিয় ধর্য্য হয় মণ ॥ (পৃঃ ১১।১)।

শেষ,—
তপুবণে গীয়া মোনি দেখীল নঞাণে।
সর্ব্ব সৈন্ন সমে রাম পরিয়াছে রণে ॥
মন্ত্র পরিয়া মনি দিল জলধারা।
ওটীয়া বসীল রাম সুর্য্যবংসের চোরা ॥
পোণী জল পরি মোণী ডালীয়া দিল।
হস্থি ঘোরা সর্ব্ব সৈন্ন বত্তিয়া উটীল ॥
চারি ভাই বসীলেক প্রসন্ন বদণ।
গায় তোলী বন্দে রাম মনির চরন ॥
শ্রীরামে বলেণ সুন মনি তপুধন।
বল দেখী তুই সীসু কাহার নন্দণ ॥
তোমার জজ্ঞে জাব কাইল সীসু সঙ্গে লৈয়া।
পরিচয় দিব কাইল জজ্ঞেত জাইয়া ॥
লব কুসেকে ডাক দিয়া বলে মহামোনি।
জজ্ঞ সাঙ্গ দিতে রামের ঘোরা দেয় আণী ॥
ঘোরা লইয়া রামচন্দ্র করিল গমন।
অজর্দ্ধা ভুবণে আসী দিল দরসণ ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতের অমৃতলাহরি।
রঘুনাথ আণন্দে সবে বল হরি হরি ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতে কবির্ত্তসীরমনী।
উর্ত্তরার সেস গাইল অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
শ্রীরামের কাহিণী সুনিলে বারে বুর্দ্ধ।
এত তুরে সাঙ্গ হৈল লব কুসের যুর্দ্ধ ॥
ইতি লবকুসের যুর্দ্ধ সমাপ্ত।
•সক্ষল লীখীল শ্রীচন্দ্রকিসের দাষ ॥

১২৯। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

(রাম সহ) লবকুশের বাগ্‌যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩১/২×৪৩/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৩৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমমিত্যাদি
রাবন বিনাস করি শ্রীরাম লক্ষন।
রিক্ষ রাক্ষস কপী রাজা বিভিসন॥
রাজা হইলেন রামচন্দ্র অজুর্দ্ধ্যার পাটে।
দেবাসুর লাগ লর ছত্রতলে থাটে॥
বিরিঞ্চী বাসব বিভু বৈবসত আদি।
শ্রীরামের পদসেবা করে নিরবদি॥
সভাখণ্ডে রামচন্দ্র বসি সিংহাসনে।
রিক্ষ রাক্ষস কপী বসি স্থানে স্থানে॥
এই মতে আনন্দীত অজুর্দ্ধা লগর।
রাজর্ত্ত করিলেন এগার হাজার বৎসর॥
রামের পালনে প্রজা দুখ নাহি জানে।
বহু ক্ষিরবতি হৈল সব গাভিগনে॥
চতুস্পদ সস্য * * * বসুমতি।
আনন্দীত সর্ব্বজন সদা সুখ অতি॥
সময়েতে মেঘগন বরিসয়ে নির।
মির্ব্বিরোধে অজুর্দ্ধাতে রাজা রঘুবির॥
দেওান ভাঙ্গিয়া রামচন্দ্র মহাসয়।
উঠিলেন সর্ব্বজন বলি রাম জয়॥
হেন মতে আনন্দীত রাজা রঘুবির।
একদিন স্নানে গেলা সরজুর তির॥
সরজু নিকটে এক রজকের ঘর।
বাপঘরে গেল ধোবি স্বামি অগোচর॥
পরদিনে ধোবিনি পুনুশ্চ আইল ঘরে।
তার পতি অতি ক্রোধে কহিছে ভাজ্যারে॥
রাক্ষসের ঘরে ছিল জনকনন্দিনি।
তাহাকে আনিলা ঘরে রাজা রঘুমুনি॥
তেমন কলঙ্ক আমি রাখিতে লারিব।
রাম রাজা লই জে পুনুশ্চ তোরে নিব॥
সকর্ন্নে সুনিলা রাম এই সব কথা।
নিচমুখে অপমান সুনি বড় বেথা॥

মধ্য,—

হেন কালে মুনিশীশু দেখিআ লক্ষনে।
সিঘ্রগতি কহে গীয়া বাল্মীক সদনে॥
লক্ষন সহিত সিতা আইল কাননে।
দেখিআ আইলাম মুনি আপন নয়ানে॥
এত সুনি আনন্দীত বাল্মাক তপোধন।
এত দিনে মর গৃস্থ হইল পুরন॥
রাম রাম বলি মুনি উঠি সীঘ্রগতি।
মুনির শিসুর সঙ্গে জান মহামতি॥
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ সদা জপেন মনে।
লক্ষন সহিত সীতা দেখেন নয়ানে॥
সনমুখেতে দাণ্ডাইলা বাল্মীক তপোধন।
দুই জনে করেন মুনির চরন বন্ধন॥
আশীর্ব্বাদ করি মুনি জিজ্ঞাসেন কারন।
তুমি দোহে কেবা বট বলহ এখন॥
মির্থ্যা না কহিবে তুমি সর্ত্ত জেন হঅ।
কিবা নাম কোথা ধাম দেহ পরিচয়॥
লক্ষন বলেন গোসাঞী করি নিবেদন।
পরিচয় দিব আমি সুন তপোধন॥
অজ্জ রাজা পীতামহ দসরথ পীতা।
লক্ষন আমার নাম সঙ্গে মোর সীতা॥
রামের জানকি মুনি দেখ বিদ্দমানে।
বিনা দোসে রামচন্দ্র পাঠাইলেন বনে॥

ইত্যাদি (পৃঃ ৩।২-৪।১)

এক কথা কহি স্বন মুনির নন্দন।
তোমরা ঘোড়া দার জত চায় আনি দিব ধন॥
রত্নমালা গলে দিব হেম চাম্প্যা তাথে।
ফনিমুনি জড়িত করিয়া দিব তাথে॥
হিয়াতে বান্দিআ দিব সব তপোবন।
অট্টালিকা পুরিয়া আনিআ দিব ধন॥
লব বলেন ধন তুমি দিবে মহাশয়।
কিন্তু লক্ষীছাড়ার কথাতে বিশ্বাস নাহি হয়॥
ঘরের লক্ষী পরের বার্কে করিলেন বর্জ্জন।
হেন জনার কথা প্রত্তয় না হঅ কখন॥
লক্ষীছাড়া হলে তার বুর্দ্ধি হঅ হত।
জা ইছা তাই বলে পাগলের মত॥
তুমি জদি মরে গোসাঞী দিতে পার ধন।
তবে কেনে সিতা লক্ষী করিলে বর্জ্জন॥
শ্রীকে অন্ন দিতে নার তুমি দিবে ধন।
তেই বলি লক্ষীছাড়ার সদা হঅ ভ্রম॥
ইত্যাদি (পৃঃ ২২।২-২৩।১)

শেষ,—

লব কুসে সঙ্গে লইআ বাল্মীক তপোধন।
অজুর্দ্ধ্যাভুবনে গেলা রামের সদন॥
বিনা জন্তো হাথে লইআ ভাই দুই জন।
রামের অর্গে গাইলেন সপ্তকাণ্ড রামায়ন॥
পিতা পুত্রে পরিচয় হইল সেই কালে।
লব কুসে রামচন্দ্র করিলেন কোলে॥
মুখ চুম্বি দুর্ব্বাদল শোকেতে কাতর।
জনকনন্দিনি বলি কান্দেন রঘুবর॥
লক্ষন আনিল সীতা তপোবন হইতে।
বসীলেন জনকসুতা রামের ব্যামেতে॥
আনন্দিত হইল তবে অজুদ্ধ্যা ভুবন।
লক্ষি নারায়ন মন্দিরেতে করিলেন গমন॥
ছের্দ্ধান্নিত হইআ জেবা করয়ে শ্রবন।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় বৈকুণ্ঠে গমন॥
সংখেপে কহিল এই কথা পুরাতন।
স্বনিলে দুর্গতি খণ্ডে পাপ বিমচন॥
কিত্তীবাস পণ্ডীতের জন্ম স্বভক্ষনে।
উত্তরাকাণ্ডের কথা করিল রচনে॥
নিজ স্থানে জাত্রা কৈল পবননন্দন।
এইখানে সমাপ্ত হইল এ পুরান॥

১৩০। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১-১৬,১৮-১৯। এক এক পৃষ্ঠায় ১০—১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২১৪ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

ভরত সত্রুঘন বন্দি হৈলা দৈবগতি।
রাম ঠাঞি রথ লঞা আইলা সারথি॥
রামের আগে সারথি জোড় করিল হাথ।
ভরথ সত্রুঘন বন্দি স্বন রঘুনাথ॥
বিস্তর কারল রন দুই ভাই সনে।
তভু ভরথ বন্দি পড়িলা দুই ভাএর বানে॥
হাথে গলে ভরথ বন্দি আছে তপবনে।
রথ লঞা আইলাও গোসাঞী তোমার কারনে॥
এতেক স্বনিঞা প্রভু কুপিলা শ্রীরাম।
কোপে সর্ব্বাঙ্গে নিকলে কাল ঘাম॥
পুষ্পক রথে রামের পড়িল হাকার।
আনিয়া সাজিল রথ জোগায় রথকার॥
ব্রহ্মার শ্রীজিত রথ কি কহিব কথা।

রথের উপরে সুভে ইন্দ্র চন্দ্র ছাতা ॥
চারি দিগে সভা করে সেত চামর।
রথের উপরে অস্ত্র তুলিল বিস্তর ॥
ধবল বর্ন্নের ঘোড়ারাজ পবনে গতি।
রথে নঞা জুড়িল রাজহংস গতি ॥
গাএ সানা দিল রাম মাথাএ টোপর।
করে ধরিয়া নিল রাম পুর্ন্ন ধনুসর ॥
কুসিঞা লড়িল রাম রনের বিসাল।
জজ্ঞকুণ্ড বন্দিতে গেলেন জজ্ঞসাল ॥
রাম বলেন বসিষ্ঠ না ছাড়িয় জজ্ঞস্থান।
দিনে দিনে জজ্ঞ করিহ না করিহ আন ॥
জাত্রা করিয়া লড়িল প্রভু রঘুনাথে।
জয় জয় করিয়া সারথি চালাইল রথে ॥

মধ্য,—

'মুনি[কে] প্রনাম হঞা হাথে গাণ্ডিবান নঞা সর্ত্তরে চলিলা দুই ভাই।' 'বাছা আর না জাইয় তপবনে।' 'জানিঞা সুনিঞা মুনিগনে দিল মেলানি', 'সুন বিৰ্দ্ধি মহাসয় কহিতে বা কিবা ভয়', 'জানিল জানিল রাম তুমি জত দয়াবান', 'দুই ভাই রনস্থলে হাসিঞা হাসিঞা বলে', 'বড়ই সংসয় মুনি পিতাপুত্রে রন শুনি', 'আজ্ঞা দিল মুনিবর দুই ভাই জায় ঘর' ইত্যাদি ত্রিপদী কয়টি পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডে প্রায় ঐরূপই পাওয়া যায়। ১০।২ সংখ্যক পত্রে মধুকণ্ঠের ভণিতা আছে।

শেষ,—

হেথা বাল্মিক মুনি করিলা গমন।
সিতার বিগুমানে আসি দিলা দরসন ॥
বাল্মিকের চরনে সিতা হইলা নমস্কার।
জোড় হাথে কহেন সিতা বিনয় বেবহার ॥
তপবোনে নিরন্তর বড় রোল সুনি।
কে হারিল কে জিনিল কিছুই না জানি ॥
দস মাস আছিলাম অসোক বোনের ভিতর।
হারিথ রাক্ষস সব জিনিথ বানর ॥
মুনি বলেন সিতা সুনহ উত্তর।
আর্চ্চয্য কন্ম করিল আজি দুই সহোদর ॥
তিন খুড়া বন্দি করিল জতেক বানর।
পুষ্পক রথে জজ্জর হইলা রঘুবর ॥
হয় লয় দেখ আসি আপন নয়ানে।
এতেক কটক বন্দি আছিল তপবনে ॥
আগে মুনি পাছে সিতা দুই কোঙর।
চারি জনে সান্ডাইল তপবন ভিতর ॥
নানা মায়া জানেন সিতা ঠাকুরানি।
মায়া হইতে হইলা সিতা বৃর্দ্ধ ব্রাহ্মনি ॥
দেখিলেন জত কটক বন্দি আছে তপবনে।
ভরথ লক্ষন বন্দি আর সত্রুঘনে ॥
অঙ্গদ আদি দেখিলেন জত কোপিগন।
হেট মাথায় বন্দি আছেন পবননন্দন ॥
সিতা বলেন সুনহ গোসাঞী কর অবধান।
সভাকে আমার আগে করহ ছাড়ান ॥
সকল কটক পাঠাইবে রামের বিগুমান।
সভাকে পাঠায়্যা রেখ বীর হনুমান ॥
রক্ষামন্ত্র মুনিরাজের তখন মনে পড়ে।
মুনির আজ্ঞায় বানরের বন্ধন সব খুলে ॥
মুনির আজ্ঞায় বৃক্ষে ধরে নানা ফল।
ফল মুল খায়্যা বানর হইল সিতল ॥
লব কুস দাণ্ডাইলা হাথ করিয়া জোড়া।
মুনি কহেন বাছা আনিয়া দেহ জজ্ঞের ঘোড়া ॥
বাল্মিকবচন দুহে না করিল আন।
ঘোড়া আনিয়া দিল মুনির বিগুমান ॥
মুনির চরনে দুহে হৈলা নমস্কার।
জজ্ঞের ঘোড়া পাইয়া সভার আগুসার ॥
সিতার বচন সুনিয়া না করিল আন।
সভাকে পাঠাইয়া রাখিল হনুমান ॥

মুনির সঙ্গে হনুমান করিলা গমন।
সিতার বিগ্রমানে গেলা পবননন্দন॥
সিতাকে দেখিল গীয়া অস্থিচর্ম্মসার।
দেখিয়া হনুমান করে হাহাকার॥
জেমন দুখি সিতাকে দেখিল তপবনে।
তাহাকে অধিক দুখি রামের বিহনে॥
সিতাকে প্রনাম হনুমান সহস্রেক বার।
আসিব্বাদ দিল সিতা আনন্দ আপার॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবির্ত্ত বিচক্ষন।
উর্ত্তরাকাণ্ডে গাইল গিত অমৃত সমান॥
ইতি লবকুসের পালা কথক সমাপ্ত॥

১৩১। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৩¾×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৮। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

ভরথ সত্রুঘন বন্দি দৈবের সে গতি।
বার্ত্তা দিতে চলিলেন সুমন্ত শারথি॥
জজ্ঞস্থাণে বসিঞা আছেন রঘুনাথে।
হেন কালে সুমন্ত দাণ্ডাইল জোড় হাতে॥
সুমন্ত বোলেন প্রভু করি নিবেদন।
আজি সিশুর হাতে পড়িল ভরথ শত্রুঘন॥
এত সুনি রামচন্দ্র পড়িলা ভূমিতলে।
বক্ষ ভিতিঞা জায় নঞানের জলে॥
হাহার্কার করিঞা কান্দেন রঘুনাথে।
ভাই ভাই বলি কান্দে লোটাঞা ভূমিতে॥
অশ্বমেধ জজ্ঞে হৈল এতেক প্রমাদ।
কে জানিবে জজ্ঞ কৈলে হবে বিশম্বাদ॥
জম্বুবান বোলে প্রভু সুন রঘুনাথ।
তোমার নিকটে বলি করি প্রনিপাত॥
আপনে চলহ প্রভু যুদ্ধ করিবারে।
সিঘ্র করি বিনাসহ য়ে দুই সিসুরে॥
চল সভে মিলি আজি করিব শংগ্রাম।
মন্ত্রির বচনে প্রবোধ না মানেন রাম॥
হাহার্কার করি রাম কান্দে ভাইএর শোকে।
মুর্চ্ছিত হইলা বাক্য নাহী শ্বরে মুখে॥
কান্দিতে কান্দিতে রামের মহাক্রোধ হৈল।
ক্রোধমুর্ত্তে রামচন্দ্র উঠিঞা বসিল॥
সুমন্তের তরে ডাকি বোলেন নারায়ন।
রথ সর্জ্জ কর যুদ্ধে করিব গমণ॥
এতেক শুনিঞা তবে সুমন্ত শারথী।
সংগ্রামের রথ শাজাইল সিঘ্রগতী॥
সুবর্ন্নের রথখান মানিকের চাকা।
ঝলমল করে রথে বিচিত্র পতাকা॥
চারি দিগে দিল রথের মানিকের ঝারা।
চারি ভিতে শোভা করে মনি মানিক হিরা॥
হাড়িয়া চামর বান্ধে রথের উপর।
ধবল বর্ন্নে অষ্ট ঘোড়া জোড়ে রথ পর॥
মউরের পুচ্ছে করে রথের ছাওনি।
চারি ভিতে বাজে রথের বিচিত্র কিঙ্কীনি॥
নানা অস্ত্র রথ পরে তোলে শারি শারি।
গুহার সাপড়া তোলে ভৃঙ্গারেতে বারি॥
শাজাইঞা রথখান অতি সিঘ্রগতি।
রামের সম্মুখে লৈঞা করিলা প্রনতি॥

মধ্য,—

দেখিয়া সিসুর ঠাম কৌতুকে পুছেন রাম
সিসু কোন বংশে তোমার জনম।
ইথে বড় ধনুর্দ্ধর বিদিত জাহার সর
জাতি বুদ্ধি পুছে কোন জন॥
জানি হে জানি হে রাম তুমি জত বলবান
পুনঃ পুন কর বিরদাপ।

হাথে ধর গাণ্ডীবান পুরো তুমি সন্ধান
তবে আজি বুঝিব প্রতাপ ॥
বৃদ্ধ য়েক জরা নারি তাহাকে রণেতে মারি
বিরূপণা জানাইলা ত্রিভুবণে।
অহল্যা পাশান ছিল তাহে তুমি মুক্ত কৈল
গৌতমের সাপান্ত বচনে ॥
তবে বোল নৌকাখানি কাঞ্চন করাছি আমি
এ বুদ্ধী পাইলা তুমি কতী।
শেই ইশ্বরের ইচ্ছা তাহা মনে কর মিছা
শেই কর্ম্মে তোমার কি শক্তী ॥
মিত্র পাত জার শনে তার ভাইএ মার রণে
কে বোলে হে পরম দয়াল।
রাবণ আর কুম্ভকর্ন্ন নাহি গনি এক বর্ন্ন
তারে মারি কর অহঙ্কার ॥
আজি আইশ মোর রনে এই ত সংগ্রাম স্থানে
এখনে বুঝিব তব বল।
এত সুনি রঘুমুনি কোপে জলে জেন অগ্নি
গাণ্ডীব নইলা মহাঁবল ॥
কিবা দুই সিসু মারি নহে বা আপনে মরি
এত বলি পুরিল টঙ্কার।
স্বর্গে দেখে দেবগণ বিশ্ময় হইল মন
ত্রিভুবণে নাগে চমৎকার ॥
এত সুনি দুই জণে গাণ্ডীব ধরিঞা টানে
মহাঁক্রোধে ছাড়িল নিস্বাস।
লব কুশ দুই বিরে রাম পর অস্ত্র এড়ে
রচিল পণ্ডীত কির্ত্তীবাশ ॥
(পৃঃ ৫।১-২

শেষ,—

এথা সিতা রামচন্দ্রে দেখিঞা নঞানে।
মুর্চ্ছিত হইঞা সিতা পড়িলা তখনে ॥
হাহা প্রভু রামচন্দ্র ছাড়িলা আমারে।
অভাগিকে দয়া কি করিবা গদাধরে ॥
আর না দেখিব প্রভুর ও রাঙ্গা চরণ।
আর কি দেখিব আমি অজোধ্যাভুবণ ॥
উঠিঞা জানকি পুন চাহে রাম পাণে।
তথা চারি দিগে দৃষ্টী করে নারায়ণে ॥
সিতার বদন রাম দেখিতে পাইল।
হা জানকী বলি রাম কান্দিঞা পড়িল ॥
সিতা সিতা বলি রাম উঠে অচম্বিত।
আখি ঠারি বোলে মুনি সিতাকে তুরিত ॥
সুনিঞা মুনির বাক্য সিতার গমন।
এথা সিতা না দেখিঞা চিন্তে নারায়ণ ॥
রাম বোলে এই ক্ষণে দেখিল সিতারে।
কোথা গেল সিতা মোর বোল মুনিবরে ॥
মুনি বলে রামচন্দ্র বলিয়ে তোমায়।
বটআড়ে চন্দ্রছায়া দেখিলে মহাশয় ॥
এই বাক্য বলি রামে প্রবোধ করিল।
মুনি প্রতি রামচন্দ্র বলিতে লাগিল ॥
য়শ্ব মুক্ত করি তবে দিলা মুনিবর।
বাগডোর ধরিঞা লইল অনুচর ॥
রাম বোলে তোমাকে করিলাম নিমন্ত্রন।
জজ্ঞস্থাণে নৈঞা জাবে সিসু দুই জণ ॥
কালি জেন দুই সিসু চলে জজ্ঞস্থাণে।
সিসুমুখে সুনিব অপুর্ব্ব রামায়ণে ॥
এত সুনি মুনিবর বোলেন বচন।
অবস্য লইঞা জাব সিসু দুই জণ ॥
এত সুনি আনন্দিত রাম গদাধর।
বিদায় মাগিলা রাম মুনির গোচর ॥
মুনির চরণে রাম কৈলা প্রণিপাত।
সসৈন্যেতে রার্য্যেতে চলিলা রঘুনাথ ॥
শ্রীরামে বিদায় করি মুনি গেলা ঘর।
সরজুর পার হৈলা রাম গদাধর ॥
বাগ্যভাণ্ড বাজে কত বিবিধ বাজন।
রাম জয় রাম জয় ডাকে শন্যগন ॥
চারি ভিতে সন্যগণ করে কোলাহল।

প্রবেশ করিলা রাম অজোধ্যানগর ॥
দেখিঞা সকল লোক আনন্দীত মন।
আনন্দীত হৈল তবে অজ্যোধ্যাভুবণ ॥
পাত্র মিত্র সংহতি বসিলা গদাধর।
লক্ষ্মণ ধরিলা ছত্র মাথার উপর ॥
কির্ত্তীবাস পণ্ডীত কবিত্তে বিচক্ষণ।
রাগনাম স্মরণে পাপির পাপ বিমোচন ॥*॥

১৩২। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৩ $\frac{1}{8}$ × ৪ $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—৮। এক এক পৃষ্ঠায় ৮—১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

ত্রাস পাইয়া রাজা আপনা নেহালে ॥
সন্ত সহিত স্ত্রি হৈলাঙ টুটিয়া আইল বলে।
আপন সন্ত চিনিত্তে নারে তাহার মিসালে ॥
মোহাদেবের পায় পড়িয়া কাতরত বোল বলে।
কৃপা কর গোসাঞি মোর সন্ত সকলে ॥
উঠ উঠ মহারাজা বলেন মহেস্বর।
পুরুস এড়িয়া তুমি আর মাগ বর ॥
মহাদেবের বচন রাজা স্থনিঞা দারুন।
দেবির চরনে পড়িয়া রাজ করেন করুন ॥
দেবি বলে দেবে[র] বোল আন করিত্তে নারি।
এক মাস পুরুস হবে এক মাস নারি ॥
এক মাস পুরুস হবে আমার বর দানে।
আক্ষেমা না কর রাজা চল আপন স্থানে ॥
পুরুস হয়্যা স্ত্রি হইলাহোঁ নহিব স্মরন।
স্ত্রি হয়্যা পু[রুস] হৈলে হবেক পাসরন ॥
জে মাসে হইব সেই সগেয়ান।
পূর্ব্ব মাসের বিত্রান্ত সব হব পাসরন ॥
রাজা বলে মাসেক হব পরম স্থন্দরি।
মাসেক পুরুস হব রূপের মাধুরি ॥
পরম স্থন্দরি রাজা হইলা দেবিবরে।
রাজ্য ছাড়িয়া বুলে রাজা স্ত্রী অনুচরে ॥
শ্রীরামের কথা স্থনিয়া ভরথ লক্ষন হাসে।
অদ্ভুত অদ্ভুত বলিয়া কথাকে প্রসংসে ॥
ভরথ লক্ষন বলেন গোসাঞি বড় উপহাস।
স্ত্রী হয়া কেমতে রাজা বঞ্চে এক মাস ॥
পুরুস হয়া এক মাস কোন মতে বঞ্চে।
এতেক বিপত্য রাজার কত দিনে ঘুচে ॥

প্রকৃতপক্ষে পুথির আরম্ভ ইলা রাজার উপাখ্যানে।

পশ্চিম দিগ জায়ে ঘোড়া আপনার মনে।
হেমগিরি পর্ব্বত স্তুই কাঞ্চনে ॥
স্থবর্ন [পর্ব্বত দেখি লাগে চমৎ]কার।
বিন্দুগিরি তরিয়া ঘোড়া হইলা পার ॥
মেরুপর্ব্বতে গেল লক্ষন ঘোড়ার গমনে।
মেরুপর্ব্বতে রহে ঘোড়া বেলা অবসানে ॥
মেরুপর্ব্বতের নিকটে পশ্চিম সাগর।
পশ্চিম সাগর বুলিয়া ঘোড়া নড়িলা উত্তর ॥
উত্তর দিগ গেল ঘোড়া দেখিতে স্থন্দর।
হিমালয় পর্ব্বত গেল ঘোড়া হিমের নগর ॥
পবন বেগে গেলা ঘোড়া আপনার মনে।
উত্তর সাগরে ঘোড়া বুলে কথক দিনে ॥
নানা দেস ভ্রমে উত্তরের গ্রাম নগর।
পূর্ব্ব দিগ গেলা ঘোড়া দেখিতে স্থন্দর ॥
পূর্ব্ব দিগের লোক সকল পিঙ্গল মূর্ত্তি ধরে।
লক্ষনের কটক দেখিয়া জুঝিতে হাঁকারে ॥
নানা অস্ত লয়া লোক জুঝিবারে সাজে।
শ্রীবামের ঘোড়া দেখিয়া সর্ব্বলোকে পুজে ॥

উদয় গিরি পর্ব্বত বূলে উদয় সেখর।
নানা দেস দেখে জোথা উদয় করে দিবাকর॥
পূর্ব্বসাগর বূলিয়া ঘোড়া চলিল দক্ষিনে।
দক্ষিন দিগ বূলে ঘোড়া বন উপবনে॥
তিন দিগ বূলিয়া ঘোড়া আইল দস মাসে।
দক্ষিন বূলে ঘোড়া বৎসর অবসেসে॥
বন উপবন ঘোড়া সকল নগর বূলে।
বেলা অবসান রহিলা সমূদ্রের কুলে॥
নানা দব্য মেলিল আনীয়া মোধুর সুস্বাদ।
সকল দ্রব্য খাইল খণ্ডিল অবসাদ॥
সমুদ্রের কুলে রহিলা লক্ষন জোর্দ্ধাপতি।
পরিস্রমে নিদ্রা জায়ে সস্থ সেনাপতি॥
নাটে গিতে নানা বেসে থাকি নানা বেসে।
ঘোড়ার দিগবিজয় গাইল কিত্তিবাসে॥*॥

(৭—১।২।)

উদ্ধৃত অংশ এবং পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের ২২০ পৃষ্ঠার পাঠান্তর অনেকটা একরূপ। ইহার পর,—

জজ্ঞ করে রোঘূনাথ লয়া মূনিগনে।
হেন বেলা ঘোড়া গেল শ্রীরামের স্থানে॥
রাম বলেন স্থন সকল মুনিগন।
কার্য্য সির্দ্ধ হবেক আমি জানিল কারন॥
জজ্ঞসালাএ ঘোড়া হরিস সকল রিসি।
ধন্ন ধন্ন বলিয়া সভে ঘোড়াকে প্রসংসী॥
জত জত মুনি সকল বৈসে তপবনে।
সকল মুনি আইলা রামের আমন্তনে॥

ইত্যাদি (৭।২।)

এই অংশ মূল আখ্যানের সহিত সংলগ্ন নহে। শেষের পাতাখানি অন্ন পুথির।

১৩৩। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৪১। সূচীপত্র ১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, ১২৩৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

রবির কিরনে হয় পোহাল সর্ব্বরি।
শ্রীরাম লক্ষন আইলা সিতা সঙ্গে করি॥
মুনির আগে বিদায় মাগে দুই ভাই।
আশির্ব্বাদ কর আমরা বোনবাস জাই॥
সোকেতে মরিয়াছে মোর পিতা দসরথ।
প্রবোধ করিয়া দেসে পাঠাইলাম ভরথ॥
ত্রিরাত্রি পিতারে গিয়া দিব পিণ্ডদান।
মুনিকে গয়ার পথ জিজ্ঞাসিছেন রাম॥
নিবেদন রঘুনাথ করি তোমার পায়[১]।
গোলক ছাড়িয়া প্রভু হইলা অবতার।
তোমা হৈতে নির্ভয় হইবে সংসার॥
ব্যাঘ্র ভল্লুক বোনে আছয় গাণ্ডার।
জানকিকে রাম না করে চক্ষের আড়॥
ভ্রমন না কর রাম অনেক অনেক দেস।
সঙ্গেতে সুকমলা সিতা পাইবে অনেক ক্লেষ॥
নিকটে থাকিহ ঋষি তপস্বি আশ্রমে।
সিতা সঙ্গে কর্য্যা না জেউ দুর বোনে॥
পুজা জপ জজ্ঞ রাম সকল ছাড়িয়া।
রহিলাম রাম কেবল তোমার মুখ চ্যাহ্যা॥
প্রনাম করেন রাম ভরদ্বাজের প্রায়।
সকল সিস্য মেলি রামকে করেন বিদায়॥

গয়াকৃত্য শেষ করিয়া রামচন্দ্রের কাশী যাত্রা,—

১। ইহার পরের পঙ্‌ক্তিটি ছাড় পড়িয়াছে।

রামের বিনয় করে জানকি সুন্দরি।
ধিরে চল রামচন্দ হাটিতে না পারি ॥
কভু নাই হই আমি কুটির বাহির।
আজি বিশ্রাম কর প্রভু জাব কত দুর ॥
রামচন্দ্র বলে সুন জানকি রূপসি।
সংসারের দুল্লভ স্থান দেখি গিয়া কাসি ॥
(পৃঃ ৭।১-২)

যথাকালে কাশী প্রবেশ,—
সিতা লয়্যা বারানসে করিল প্রবেষ ॥
(পৃঃ ৮।১)

ইহার পর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখিয়া এবং তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া কাশীবাসিগণের খেদ। অনন্তর কাশীরাজ সিংহনরপতি সহ রামাদির মিলন বর্ণিত।

কাসিবাসি লোক দেখ্যা ছাড়য়ে নিস্বাষ।
কোন বিধি করিল রামের বোনবাষ ॥
ধন্ন ধন্ন কৈকৈ পাসান তোর হিয়া।
কেমনে ধর্যাছে প্রান বোনবাষ দিয়া ॥
সকলের প্রান রাম নয়নের তারা।
সতিসাধ্য পতিব্রথা ঝুরিছেন তারা ॥
অখিলের নাথ রাম দেবাধিদেবা।
ভবনতে লয়্যা চল করি গিয়া সেবা ॥
বারানসির রাজা সিংহনরপতি।
সুমিত্রার পিতা লক্ষণ জার নাতি ॥
লোকমুখে নিপতি সুনিল সম্বাদ।
পরিবার লয়্যা আইল করিতে আসির্ব্বাদ ॥
রাম সিতা লক্ষণে করিয়া সম্বাস।
তিন জনার মুখ হেরি ছাড়িল নির্শ্বাস ॥
ধন্ন ধন্ন দসরথ কটিন তোর হিয়া।
কেমনে বেন্দ্যাছে প্রান বোনবাস দিয়া ॥
রামকে লইয়া হৈল্য কন্দনের রোল।
সম্বরিতে নারে কেহ নয়নের জল ॥
রাম বলেন পিতা মরেছে আমাদের সোকে।
চিত্রকুটিতে সংবাদ পাইলাম ভরথের মুখে ॥
মোর সোকে দসরথ তেজেছে পরান।
বিষ্টুপদে আসিয়া করিলাম পিণ্ডদান ॥
চর্দ্দ্য বৎসর আমার নাহি রাজ্যের আস।
এক রাত্রি কাসিতে আমি করিব বাষ ॥
রাম বলে মহারাজা না কর বিসাদ।
বোনবাস করি ইথে [দেহ] আসির্ব্বাদ ॥
বিস্তর বলিলাম লক্ষন না রহিল ঘরে।
বোনবাস এলো মোর দুখিবারে ॥
মা সুমিত্রার প্রানধন লক্ষন গুনের ভাই।
মায়ের কোল সর্ম্ম করি বোনে লয়্যা জাই ॥
রাজা বলে রাম জিবনে নাহি আস।
কার বোলে কোথাকারে জাহ বোনবাস ॥
কত দুখ পাবে রাম থাক মোর দেসে।
জানকি লক্ষন লয়্যা না জায় বোনবাস ॥
সংসারের দুল্লভ আমি কাসির রাজা।
গঙ্গাস্নান কর নিত্য কর সিব পুজা ॥
দিব্ব্য স্থান দেখ রাম ভাগিরথির তির।
আজ্ঞা কর রঘুনাথ বোনাই কুটির ॥
শ্রীরাম বলেন রাজা এ লয় মনেতে।
ভ্রমিব জতেক তির্থ আছে এ ভারথে ॥
ইত্যাদি (পৃঃ ৮।২-৯।২)

ইহার পর আস্তিক উপাখ্যান ও মাণ্ডব্যের কথা উল্লেখযোগ্য। শেষের দিকে চাতকের, মাছরাঙ্গা পাখীর ও মণ্ডুকের উপাখ্যান পাওয়া যায়। পরে ফল আহরণের নিমিত্ত লক্ষ্মণের মহাদেবের কদলীবনে প্রবেশ, হনুমান্ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণের বন্ধন, রামের হাতে হনুমানের পরাজয়, শিব রামের সংগ্রাম এবং পার্ব্বতী কর্ত্তৃক নিবারণ ইত্যাদি বর্ণিত।

শেষ,—
আনন্দে লক্ষন সঙ্গে চলিলা শ্রীহরি।

সনমুখে দেখে রাম রিস্যমুখ গিরি ॥
নানাজাতি বৃক্ষ্য দেখে পর্ব্বত উপর।
ফল ফুলে পরিপুর্ণ অতি মনহর ॥
চারি দিগে সোভা করে চন্দনের তরু।
সারি সারি আছে আর দেবদারু ॥
বকুল পলাস আর দেখিতে উর্জ্জল।
আম্ব কাটাল আর নানাজাতি ফল ॥
পর্ব্বত দেখি রাম হৈলা আনন্দিতা।
এই পর্ব্বতে পাইব স্যুগ্রিব মিতা ॥
পদশ্রমে ঘাম পড়ে বহিয়া বদন।
হাথে গাণ্ডিবান করি আইলা নারায়ন ॥
লক্ষন সহিত উটে গাণ্ডীবান হাথে।
উটিয়া [জান] জানকিনাথ পর্ব্বত রিস্যমুখে ॥
পর্ব্বতের আনন্দের কথা কে বলিতে পারে।
ব্রহ্মার বাঞ্চিত পদ জাহার উপরে ॥
পর্ব্বত উপরে প্রভু হাথে গাণ্ডিবান।
পর্ব্বত উপরে দাণ্ডাইল রাম ॥
অঙ্গের বরন জেন ইন্দনিলমুনি।
অরুন নিজ্জিত রাঙ্গা চরন দুখানি ॥
সু[ল]লিত জিনিয়া মৃণাল হাথের দণ্ড।
দক্ষিনে অক্ষ্যয় তুন বামে কোদণ্ড ॥
সিংহপুর্চ্ছ জিনি উর্চ্ছ মদ্ধ দেসের সোভা।
কত কোটিচন্দ্র জিনি বদনের আভা ॥
রিস্যমুখ দেখি প্রভু রামের উল্লাষ।
আরন্ন্য কাণ্ড গাইল পণ্ডীত কিত্তীবাস ॥
কির্ত্তিবাসের কথা কেবল অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হৈলা আরন্ন্য কাণ্ড ॥

লিখীতং শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোশাল সাং শেনাই প০ জাহানাবাদ।

১৩৪। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৩১, সূচীপত্র ১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

আরম্ভেতে জানকি হারালেন মহাসয়।
কিস্কিন্দায় মৈহত্র লাভ কটক সঞ্চয় ॥
হরি হরি বদনে বল সর্ব্বজন।
কিস্কিন্দাকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন ॥
আকুল হইয়া দুই ভাই জানকির সোকে।
সুগ্রিব অন্বাসন রাম করেন রিস্যমুখে ॥
ভুবনমোহন তনু গাণ্ডিবান হাথে।
সুগ্রিব অন্বাসন রাম করেন পর্ব্বতে ॥
পঞ্চ বানর সুগ্রিব পর্ব্বতে আছিলা।
দুই ভাইকে দেখি রাজা চমতকার হৈলা ॥
নল নিল সুসেন সম্পাত হনুমান।
পঞ্চ পাত্র লয়্যা রাজা করে অনুমান ॥
রার্জ্জ্য ভুম লয়্যা বালি ক্ষেমা না দিলেক।
মারিবারে তরে দুই বির পাঠাইলেক ॥
নিকট হইলা আসি দুই ধনুকি।
উপদেস না পায় চল লুকাইয়া থাকি ॥
রিস্যমুখে থাকি কেন পরান হারাই।
পঞ্চ জনায় চল মোরা পলাইয়া জাই ॥
হস্তি ঘোড়া পলায় মহিস গাণ্ডার।
পঞ্চ বানর পলায় নাহিক নিস্তার ॥

মধ্য,—

রাম বুঝাইয়া গেলা ফল আনিবারে।
সন্ন্য ঘর পায়্যা রাম কান্দে উচ্চ্যস্বরে ॥
পর্ব্বত উপরে কান্দে প্রভু নারায়ন।

আজানুলম্বিত জটা ভুবনমোহন ॥
সঙ্করি সহিত সিব অন্তর্ পথে চলে।
হেনকালে হরপূরা হরিরে নেহালে ॥
অপরূপ পুরুস আশ্চয্য দেখ হোথা।
বিশ্ময় ভাবিয়া সিবে কহে বিশ্বমাতা ॥
সুন সিব সকল সর্ব্বস্থ হও তুমি।
এক বাক্য এখন জিজ্ঞাসা করি আমি ॥
ঐ দেখ আশ্চয্য অপরূপ কায়।
ধৈরজ ধরিতে নারে ধুলায় লোটায় ॥
দুর্ব্বাদল শ্যাম দেখি জুড়াইল দে।
অতএব জিজ্ঞাসা করি ঐ জন কে ॥
হর বলে হে দুর্গা হেমন্তের ঝি।
পরিচয়ে পার্ব্বতি তোমার কাজ কি ॥
অভয়া এতেক সুন্যা আরবার কয়।
ইহার বিত্তান্তকথা না বলিলে নয় ॥
এত সুনি আরবার কন সুলপানি।
তব নাথ আমি দুর্গা মোর নাথ উনি ॥
সুজ্জ্যবংস দসরথ রাজার নন্দন।
চারি অংসে আপুনি জর্ম্মেছে নারায়ন ॥
জন্মিলেন জানকি সে জনকের ঘরে।
তারে বিভা করিলেন দেব গদাধরে ॥
পালিতে পিতার সত্য প্রভু আইল বোন।
সঙ্গেতে সুন্দরি সিতা সঙ্গেতে লক্ষন ॥
লক্ষ্মিরে লয়্যা গেছে লঙ্কার রাবন।
কাতর হইয়া তেঞী করিছেন ক্রন্দন ॥
সুন সদাসিব সব [চরনে] নিবেদি।
অখিল ঈশ্বর গুরু তার দুর্খ কি ॥
বিশ্বনাথ বলিছে বাল্মিক মুনি আছে।
প্রভু না জন্মিতে সে পুরান করাছে ॥
পুথি পুর্ন হেতু হৈলা দুর্ব্বাদল শ্যাম।
ভক্তবাঞ্চা পুরাইতে কান্দিছেন রাম ॥
দুর্গা বলেন এ কথায় পৃতিৎ নহে চিত্ত।
সিতারূপে সিত্র তবে আসি পরিক্ষিএ ॥
সিত্রগতি সঙ্করি সিতামূর্ত্তি হইল।
জানিতে জানকিবেস রাম পাসে গেল ॥
(পৃ° ১৯।২-২০।১)

শেষ,—

পাখা সারিয়া বস্যা সম্প[া]ত্তিনন্দন।
দেখিয়া বানরগনের উড়িল জিবন ॥
আমার জস কির্ত্তি থাকুক তিন লোকে।
মোর পিষ্টে চাপ সকল কটকে ॥
অঙ্গদ বলেন সুন আমার কাহিনি।
উপায় করহ সভে সিতার বার্ত্তা জানি ॥
তোমার পিষ্টে মোরা কেমনে হব স্থির।
সাগরে পড়িলে খাবে মৎস্য কুম্ভির ॥
বাহুবলে আমরা সমুদ্র হব পার।
রাবন মারিয়া করিব সিতার উর্দ্ধার ॥
অনাথের নাথ রাম গুনের সাগর।
পোড়া পাখে পাখা উঠে বিশ্বয় বানর ॥
পিতা পুত্রে প্রনাম করে বিরভাগের পায়।
পিতা পুত্রে দুই জনে হইল বিদায় ॥
বাপে পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
বানর কটক গেল দক্ষিন সাগর ॥
কিত্তিবাসের কথা কেবল অমৃতের ভাণ্ড।
সমাপ্ত হইল পুথি কিস্কিন্দাকাণ্ড ॥•॥

লিখীতং শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোশাল সা° শেনাই প° জাহানাবাদ।

১৩৫। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৪৯, সূচীপত্র ১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

চারি কাণ্ড গাইলা গিত রামায়ন ভিতর।
পাচ কাণ্ড সুন্দর গিত সুনিতে সুন্দর ॥
বাপে পোয়ে পক্ষ্যরাজা গেলেন উত্তর।
কটক লয়্যা গেলা অঙ্গদ দক্ষিন সাগর ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর গনিছে প্রমাদ ॥
জলজন্তু কোলাহল সাগরের পানি।
ত্রিভুবনে দেবতা বানররূপ আপুনি ॥
জলজন্তু দেখি জেন পর্ব্বতপ্রমান।
সাগরের কুলে দেখি বানর দেয়ান ॥

মধ্য,—

এত সুনি উগ্রচণ্ডা কহে হনুমানে।
তুমি সে রামের দাস জানিব কেমনে ॥
হনুমান বলে মাতা নিবেদন করি।
এই দেখ শ্রীরামের হাথের অঙ্গরি ॥
অঙ্গরি দেখিয়া দেবি কৈল্য নমস্কার।
হনুমানে উগ্রচণ্ডা কহে পুনর্ব্বার ॥
রাবন হরিয়াছে জদি রামচন্দ্রের সিতা।
বুঝিলাম রাবনে বিধি বিড়ম্বিতা ॥
সেই আমি সেই সিতা ইথে নাহি ভেদ।
পুরানে পণ্ডিতমুখে নাহি সুনি বেদ ॥
জেই জন উতপতি হয় অজনিসম্ভব।
আত্মসক্তি অংসেতে জন্মিব সেই সব ॥
সেই সিতা সেই আমি এতে নাহি আন।
কৈলাস চলিলাম আমি তেজি এই স্থান ॥
আমারে হরিতে রাবনে দুষ্টমতি।
জানিলাম রাবনে হইয়াছে দুর্ম্মতি ॥
রঘুনাথে বলিবে লঙ্কায় নাহি সঙ্কা।
দগ্ধ কর হনুমান রত্নপুরি লঙ্কা ॥
এত বলি সিংহপিষ্টে দেবি কৈল্য ভর।
কৈলাসে চলিলা দেবি জেথানে সঙ্কর ॥

(পৃঃ ৮।২-৯।১)

অতি মনহর স্থান বিচিত্র গটন।
পঞ্চ পাত্রে বসিয়া আছে বিভিসন ॥
ইষ্টমন্ত্র জপ তপ দেখিছেন সব।
হনুমান বলে এই পরম বৈষ্টম ॥
বৈষ্টম হইয়া রামের সিতা নাহি রাখে।
সহস্রেক তাহার ভুবনে নাহি থাকে ॥
অতিকার ভুবনে প্রেবেসিলা হনুমান।
দেখি বিচিত্র আসনে বসি করে [হরি নাম] ॥
চন্দনে ভুসিত তুলসির মালা হাথে।
জপিছে হরি[র] নাম তরিতে ভারথে ॥

(পৃঃ ১০।১)

লঙ্কাপুরি খুজি কোথাউ না পাইল উর্দ্দিস।
রাজাঅন্তঃপুরি জেয়্যা করিল প্রেবেস ॥
অতি মনহর দেখে রাজার অন্তপুরি।
দস হাজার ঘর তাহা সোভে সারি সারি ॥
তার মর্দ্ধে ঘর এক পরম সুন্দর।
নানা রত্নে ঘরথান করে ঝলমল ॥
পুষ্পসজ্যায় হইয়াছে গন্ধ আমদিত।
রত্ন পৃদিপ জলে চারি ভিত ॥
দেব দানবের কন্যা জথা জে পায়।
স্ত্রী সজ্যাতে রাবন সুখে নিদ্রা যায় ॥
স্ত্রী সকল লয়্যা রাজা নিদ্রা জায় সুখে।
মন্দদরি রানি দেখে রাবন সনমুখে ॥
সাত পাচ রানি তাহার কাছে দেখি।
রাবনের কোলে জেন এই চন্দ্রামুখি।
নানা রত্নে ভূসিতা দানবদুহিতা।
হনুমান বলে হবে এই রামের সিতা ॥
রাজা হৈয়া স্ত্রী গৌরব কে করে।

ভয় পেয়্যা জানকি ভজেন লঙ্কেশ্বরে ॥
দসরথের বধু সিতা জনক ঝিয়ারি।
অন্যকে ভজীবে কেন হারিয়া শ্রীহরি ॥
কেমন বেস কেমন মুর্ত্তি ধরে চন্দ্রামুখি।
রামচন্দ্রের প্রিয় সিতা আমি না দেখি ॥
কে জানে প্রভুর ঠাঞি বিদায় হৈলাম।
শ্রীমুখে সিতার মুর্ত্তি শ্রবনে না সুনিলাম ॥
মলিন বস্ত্র পরিধান গায়ে পড়্যাছে মলি।
রামসোকেতে সিতা হইয়া দুর্ব্বলি ॥
অস্থিচর্ম্মসার হবে নাহি কোন বেস।
সেই সিতা মা হবে সুনেছি সবিসেস ॥
রাজার কোলে রানিগন দেখে নয়ন ভর্‌য়া।
জানকি রাবন রাজার অপমান করে ॥
প্রিয় রানিগন যত ছিল রাজার কোলে।
চুন কালি দেয় সভার হনু গালে ॥
কারু কানের কুণ্ডল লয় কার গলার হার।
কাহার অঙ্গে পরাইল কাহার অলঙ্কার ॥
রাজার কোলে সুয়্যাছিল কর্‌য়া নানা বেস।
পাচচুল্যা করে কারু কাটে মাথার কেস ॥
কোন রানিকে সুয়াইল কোন রানি মুড়া।
অঙ্গের বসন ভুসন সব নিল কেড়্যা ॥
রাবনের কোলে ছিল দানবদুহিতা।
তাহার অপমানের আর কি কহিব কথা ॥
বসন ভুসন কেড়্যা নিল জত ছিল গায়।
রাবনের কেস বান্দে মন্দদারির পায় ॥
সিতা না পাইয়া হনু করে মনস্তাপ।
পরনারিপরেসে কেমনে জাবে পাপ ॥
ঘর ছড়ি বাহির হইল মনস্তাপে।
বাহির হৈয়া সদা রামনাম জপে ॥

(পৃঃ ১০।২-১১।১)

অগ্নিতে ঘৃত দিলে অধিক সে জলে।
কোপে কর্ম্পবান মা বানরের বলে ॥
রাবন পাছু করি বৈসে আপনার মনে।
আপন ইছায় বলে কথা রাবন রাজা সুনে ॥
জনেকের ঝি আমি দসরথের বহু।
রাম বিনে ত্রিভুবনে আর নাহি কেহু ॥
তারে ভজি তারে পুজি সেই বেদমন্ত্র।
তারে লাগি প্রান আমি রেখ্যাছি দুরন্ত ॥
বলে ছলে রাবন তুই আমায় আনিলে হর্‌য়া।
দিবা রাত্রি তার রূপ দেখি নয়ন ভর্‌য়া ॥
পাসরিতে চাহি আমি কৌসল্যা কিসরা।
হিয়ার মাঝে জাগে রূপ না জায় পাসরা ॥
জদি মাথায় করাত দিয়া কর খানি খানি।
রাম ছাড়া অন্য রূপ আমি ত না জানি ॥
আপন হস্তে কেটে রাজা কর দুই খান।
তথাচ ছাড়িতে নারি দুর্ব্বাদলস্যাম ॥
ব্রাহ্মনের বেদবিদ্যা ব্রাহ্মনেতে সাজে।
রামের প্রিয় জানকি অন্যে নাহি সাজে ॥
রাবন বলে না বল জটাধারি নাম।
নিজ হস্তে কাটিয়া করিব দুই খান ॥
মারিতে কাটিতে চাহে নাহি করে দয়া।
জানকি বলেন রাম দেহ পদছায়া ॥
রাবনের প্রতাপে জানকির হৈল্য ত্রাস।
সুন্দরাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কিত্তিবাস ॥*॥

(পৃঃ ১৪।১-২)

শেষ,—

এথা সকল কটক লইয়া শ্রীরাম লক্ষ্মন।
লঙ্কাপুরে জান রাম করি সুভক্ষ্যন ॥
লঙ্কা জয় করিতে রাম জাঙ্গালে গিয়া চড়ে।
আগে পিছে ভলুক বানর সব নড়ে ॥
গয় গবাক্ষ্য সরভ গন্দমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুসেন চন্দন ॥
ধুর্ম্ম ধুর্ম্মাক লড়ে সুগ্রিবের সালা।
এক টাপে কটক লড়ে জেন মেঘমালা ॥

খদব কুমুদ লড়ে বির কুথন।
ইন্দ্রজাল দধিকাল সম্পাতি অঞ্জন ॥
নল নিল নভিল অঙ্গদ হনুমান।
সুসেন কেসরি আর মন্ত্রি জাম্বুবান ॥
ভূমি আকাষ জুড়ি জায় বানরগন।
চরনের ভরে কম্পে পাতাল [ভুবন] ॥
বামে বিভিসন রামের সুগ্রিব দক্ষিনে।
সুভ ক্ষনে পার হইলা লইয়া বানরগনে ॥
সুবেল পর্ব্বতে জেয়্যা করিলা সিবির।
ঠাঞি ঠাঞি রহিল সকল মহাবির ॥
সুবেল পর্ব্বতে রাম করিলা বিশ্রাম।
এত দূরে সুন্দরাকাণ্ড হইল সমাধান ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের মধুরসবানি।
লঙ্কাকাণ্ডে বিরে বিরে হইবে হানাহানি ॥

• লিখিতং শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোশাল সাং শেনাই।

১৩৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২৫৫, সূচীপত্র ২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

আদিকবি বন্দিব বালমিক চরন।
স্লোক ছন্দে সপ্তকাণ্ড রচিল রামায়ন ॥
রামায়ন বিক্ষ কৈল সাত কাণ্ড ডাল।
চর্ব্বিস হাজার গ্রন্থ ফল উত্তম রসাল ॥
স্লোক ছন্দে রামায়ন পণ্ডিত প্রেবেসে।
পাচালি করিলা পণ্ডিত কিত্তিবাসে ॥
কিত্তিবাসের কথা কেবল অমৃতের ভাণ্ড।
কেবল অমৃতময় পুথি সাত কাণ্ড ॥
আদিকাণ্ড রামের জর্ম্ম সিতা দেবির বিভা।
অজুধ্যাতে বনবাস ভরথে রাজ্য দিয়া ॥
অরুন্যাতে জানকি হারান মহাসয়।
কিচকিন্দাতে মৈত্র লাভ কটক সঞ্চয় ॥
সুন্দরাতে সেতবন্দ কপি হইলা পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবন রাজার সবংসে উর্দ্ধার ॥
হরি হরি বল রে সকল বন্ধু জন।
লঙ্কাকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন ॥
অপুত্রের পুত্র হয় নিধনিয়ার ধন।
শ্রবনে পরমানন্দ পাপ বিমচন ॥
বন্ধ গেল সিন্ধু রামচন্দ্র হইল পার।
ত্রিভুবনের দেবতা সব দেয় জয়কার ॥
দেব হরিসে ফুল বরিসে পড়িছে রামের মাথে।
রাম জয় দিয়া কপি নাচে উর্দ্ধ হাথে ॥
কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদি জতেক অপছর্রা।
পুষ্পবিষ্টী করিছেন জতেক দেবতারা ॥
সুজ্য অস্ত্র গেল দিবা হইল অবসেষ।
লঙ্কাপুরি জেয়ে হরি করিল প্রেবেস ॥

মধ্য,—

বিনয় করিয়া বলে বির্দ্ধ মাল্যবান।
অতি ক্রোধ করিয়া রাবন পানে চান ॥
ভাল বোল বলিতে মোরে হইল সাত তাল।
আপনাকে সিংহ বাস পরকে শ্রীকাল ॥
গড়ুর গর্ভে গাধা জম্মে নেউলে ইন্দুর।
হস্তি ঘোড়া প্রসবে শ্রীকাল কুকুর ॥
কুড়ি গোটা চক্ষু ইবে হইল অন্ধ।
দেখিতে না পেলে জে সাগর গেল বন্ধ ॥
চর্দ্দ জুগ হইল আমার দেখ আমার প্রমাই।
সাগরে পাথর ভাসে কভু দেখি নাই ॥

বনচারি হল্যা হরি জটা বাকল পর্য্যা।
সবংসে মারিবে হরি ধনুর্ব্বান ধর্য্যা ॥
ত্রিভুবনে তোমার সমান নাহি ভাগ্যবান।
তোমা হইতে পাইলাম দুর্ব্বাদলস্তাম ॥

(পৃঃ ১২।২)

ধার্ম্মিকে পরম ধর্ম্ম রাবন ঔরসে জর্ম্ম
বিরবাহু রাবনকুমার।
মহাবির পরাক্রমে ইন্দ্র কাঁপে জার নামে
মহাবল বির অবতার ॥
বিরবাহু ধর্ম্মসিল পাপ নাহি এক তিল
ত্রিভুবনে বড় পুন্নবান।
বৈষ্ণব জানিয়া আমি জুদ্ধ না করিহ তুমি
আন গিয়া কমলনয়ান ॥
বিরবাহু যুর্দ্ধমতি নিয়মেতে বিপ্র প্রিতি
এক লক্ষ করে হরিনাম।
লক্ষ হরিনাম লয়্যা ব্রাহ্মনে দক্ষিনা দিয়া
তবে বির করে জল পান ॥
রাম বলেন বিভিসন বৈষ্ণব এমন জন
তবে আমি না করিব রন।
বিভিসনে কহে ডাকি বৈষ্ণব জনেরে লিখি
হেন বিরে দিব আলিঙ্গন ॥
বিরভাগে এত বলি গাণ্ডিবান ভুমে ফেলি
জান রাম বিষ্ণু অবতার।
রামপদ করি য়াস বিরচিল কিত্তিবাস
বিরভাগ দেয় জয়কার ॥*॥

(পৃঃ ৩১।২-৩২।১)

বিভিসন রনস্থলে কাটা মুণ্ড করি কোলে
নয়ানে গলিছে প্রেমধার।
অন্তরে দারুন দুখ চুম্বন করয়ে মুখ
মরি বাছা না দেখিব আর ॥
মুখে মুখ দিয়া কান্দে ধৈরজ নাহিক বান্ধে
স্তনিতে ভরিল কলেবর।
রূপে গুনে ধন্য তুমি তোমার লাগিয়া আমি
ঝুরিয়া মরিব নিরন্তর ॥
তোমা পুত্র গুনিধি দিয়া কেন নিলা বিধি
বড় সেল রহিল মরনে।
পুত্রের বদন হেরি কান্দে উচ্চস্বর করি
কাহার নিসেধ নাহি মানে ॥

(পৃঃ ৮৯।২)

পঞ্চ বৎসরের রাম রূপে গুনে অনুপাম
তাড়কা মারিচ মারে বানে।
কেবল জানকি ছলে ধনুক ভাঙ্গিল হেলে
হেলায় পরুসরাম জিনে ॥
রাম খর ধুসন মারে মারিচের বিনাস করে
কবন্ধের কাটিল দুই বাহু।
সরন পসগা পায় ভজ রামের রাঙ্গা পায়
রাখিতে নারিবে তোমা কেহ ॥
হেন লয় মর মন ছাগ বাগে করে রন
নাহি দেখি নাহি স্তনি কানে।
দুর্জ্জয় লঙ্কার গড়ে কুম্ভকর্ন বির পড়ে
হেন রামকে জিনিবে কেমনে ॥

(পৃঃ ১১৩।২-১১৪।১)

সম্পাতি বলেন মা স্তন তোমায় কই।
সম্পাতি আমার নাম স্তন তোমায় কই ॥
প্রভু রাম পাঠাইলেন তোমার গোচর।
বাদ্যভাণ্ড বাজে কেন লঙ্কার ভিতর ॥
এত স্তনি কন মা জনকনন্দিনি।
বাদ্যের সংবাদ বাছা আমি নাহি জানি ॥
দিবা রাত্র জ্ঞান নাহি অসকবনে থাকি।
সয়নে সপনে সদা রাম বলে ডাকি ॥
সরমা সিতার বামে বসিয়া আছিল।
সম্পাতিকে দেখে সরমা কহিতে লাগিল ॥
সরমা কহেন সম্পাতি করি পরিহার।
প্রানাথকে জেয়ে মোর কহগা সমাচার ॥

মহিকে মহারাজা এনেছে স্মরন করা।
রাম লক্ষন দুই জনাকে আনিবেক হরা॥
এত সুনি কন মা জনকের ঝি।
সিতা বলে সরমা গো তবে হবে কি॥
কি করিব কোথা জাব কি হবে উপায়।
সোনার অঙ্গ জানকির ধুলায় লোটায়॥
সরমা বলেন মা না করিহ সোক।
রামচন্দ্র জর্ম্মিআছেন ছাড়িয়া গোলক॥
ক্রন্দন সম্বর মা স্থির হয় তুমি।
সংবাদ জানিয়া মা সিগ্র পাঠাই আমি॥

(পৃঃ ১৫৫।১-২)

জানকি বলেন দেওর তোমারে সুধাই।
তোমার সাক্ষাতে কি কহিলেন গোসাঞি॥
লক্ষন বলেন মা করি গো বিনয়।
জে কহিলেন প্রভু তা কহিবার নয়॥
লক্ষন বলেন সুন জনকের ঝি।
রাম তোমারে ত্যাগ করিলে আমি করিব কি॥
এ কথা সুনিয়া সিতা লক্ষমের মুখে।
বর্জ্জাঘাত্ত পড়িল জেন জানকির বুকে॥
পড়িল কদলি জেন বৈসাখের ঝড়ে।
লক্ষন ছাড়িয়া সিতা মূর্ছা হয়্যা পড়ে॥
অজ্ঞান হইল সিতা মুখে নাহি রা।
জল ছাড়া মিন জেন আছাড়িছে গা॥
বিস কাঁড়ে ব্যাধ জেন বিন্দিলা হরিনি।
ধুলায় পড়িয়া কান্দে জনকনন্দিনি॥

(পৃঃ ২০০।১)

রাম পেয়া রানিরা সব করেন বিসাদ।
ভরথে ডাকিয়া রাম করেন সংবাদ॥
রাম বলেন সুন ভরথ গুনের ভাই।
মা কৈকৈকে কেন দেখিতে না পাই॥
সক্রুঘন বলেন মা কাতর লর্জ্জাতে।
ঐ দেখ মা য়েসেছেন সভার পশ্চাতে॥
জানকি লক্ষন সঙ্গে লেয়া চলে রাম।
কেকৈয়ের চরনে জেয়ে করিল প্রনাম॥
বাহু পসারিয়া রানি তুলে নিল কোলে।
সত সত চুম্ব খায় বদনকোমলে॥
রাম বলেন লক্ষন কার মুখ চায়।
মা অচে[ত]ন হয়েছে মুখে জল দেয়॥
রাম বলেন মা আমার পানে চায়।
চেতন হইয়া মা মুখে চুম্ব খায়॥
কেকৈ বলেন আমি হয়ে না মরিলাম।
তোমা হেন পুত্র আমি বনে পাঠাইলাম॥
মা হয়া রাম তোমায় দিলাম আমি দুখ।
দেখ না দেখ না রাম চণ্ডালির মুখ॥
জত দিন বনবাস গিয়াছিলে দুই ভাই।
চর্দ্দ বৎস্বর ভরথ আমাকে মা বলে নাই॥
দিবা রাত্র ভরথ আমায় দেয় গালাগালি।
নগরের মাঝে আমি মাথা নাহি তুলি॥
কলঙ্ক ঘুচায় বাছা তবে প্রান রাখি।
রাজা হয়ে প্রজা পাল নয়ান ভরে দেখি॥
রাম বলেন মা তুমি না কর বিসাদ।
বনবাস করা্যা এলাম তোমার আসির্ব্বাদ॥

(পৃঃ ২৫৪।১-২)

শেষ,—

সন্ত সামন্ত আর অজুধ্যার প্রজা।
সকলে বিদায় করি দিল রাম রাজা॥
অতি মনহর পুরি বিচিত্র গঠন।
রাক্ষস কটকে তাহে রহে বিবিসন॥
সুবর্ন্নের পুরি বিচিত্র নির্ম্মান।
আপনার সেনা লয়্যা রহিলা জাম্বুবান॥
বিচিত্র নির্ম্মান পুরি অতি মোনহর।
সুগ্রিব রহিলা সব লইয়া বানর॥
গুহক আদি করি জত পারিসাদ।
সকলে দিলেন রাম রাজপ্রসাদ॥

ভলুক বানর আর অতেক রাক্ষস।
রামের প্রেমে বিরভাগ সভাই হইল বস॥
প্রিতিক্ষে প্রিতিক্ষে রাম সকলে দিলা বাসা।
পরম সাদরে সভে করেন জিজ্ঞাসা॥
রামচন্দ্রে[র] আজ্ঞা পায়্যা জত বিরভাগে।
নানা দির্ব্ব লয়া জোগায় জাথে জেবা লাগে॥
পিতিরি মাতিরি কুলের জত বন্ধু বান্ধব।
সকলে বিদায় করে দিলেন রাঘব॥
ভরথ সত্রুঘন বিদায় করিল শ্রীহরি।
আনন্দে আইলা রাম সিতা অন্ত[:]পুরি॥
লক্ষি নারায়নে করে ভোগ বিলাস।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস॥*॥
ইতি লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত॥

* এই পুস্তক শ্রীমত্যা মহারানি আনন্দকুমারি ঠাকুরানি তস্য পিতা শ্রীযুৎ গোপালচন্দ্র বাবুজী মহাসয়ের বাটিতে বসিয়া লেখা গেল............লিখিতং শ্রীরামচন্দ্র বষু সাং অম্বিকা মেরপাড়া।

১৩৭। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩৪ × ৪৪ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা—১—১৩৩, ১৩৫, সূচীপত্র ১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

আর্দ্দি কবি বন্দিব বাল্মীকের চরন।
সোলক ছন্দে সাত কাণ্ড রচিলা রামায়ন॥
রাম জন্মিতে ছিল সাটী সহস্র বৎসর।
তার পূর্ব্ব পুথি রচিলেন মুনিবর॥
রাম না জন্মিতে কৈল রাম অবতার।
হেন মুনিপায়ে মোর কোটী নমস্কার॥
রামায়ন পুরান কৈলা সাত কাণ্ড ভাল।
চল্লিস হাজার গ্রন্থ উত্তম রসাল॥
সোলক ছন্দে পুথি পণ্ডিতে প্রবেসে।
রচনা করিলেন পণ্ডিত কিত্তিবাসে॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
তার কণ্টে মুর্ত্তিমান দেবি স্বরেস্বতি॥
জেমন গঙ্গা বয়্যা জায় স্রোত খরসান।
তেমতি রচিলা কবি ভাঙ্গিয়া পুরান॥
কিত্তিবাস রচিলা করি অমৃতের ভাণ্ড।
পুতক্ষে প্রতক্ষে রচিলেন সাত কাণ্ড॥
আদ্দ কাণ্ডে রামের জন্ম সিত্যা দেবির বিভা।
অজধ্যা কাণ্ডে বনবাস ভরথে রায্য দিয়া॥
ইত্যাদি।

মধ্য,—

রাম সিংহাসন হইতে পড়ে মুখে নাই রা।
জল ছাড়া মিন জেমন আছাড়িছে গা॥
সভা সহিত কান্দেন রাম করে হাহাকার।
সার্থক সুমিত্রার গর্ব্রে জনম তোমার॥
বাহু পসারিয়া রাম লক্ষনে নিল কোলে।
কত সুরধনি বহে রামের নয়নের জলে॥
সক্তিসেল নাগপাস বানের ঘাষাতে।
কত না পাইলে দুখ গিয়া মোর সাথে॥
রায্য ভুম ছাড়িয়া ছাড়িয়া নিজ নারি।
নানা দুখ পাইল্যা ভাই হয়্যা বনচারি॥
দারুন সেলের চিন্ন তোমা ভায়্যার বুকে।
অপজস রামার ঘুসিব সর্ব্ব লোকে॥
সোকে দুখে ভাই তোমার অস্তি চম্ম সার।
তোমা হইতে হইল মোর জানকির উর্দ্ধার॥
ভাল মন্দ আমি কিছু বিচার না করিলাম।
তোমারে না দিয়া রায্য আমি লইলাম॥

য়াম বলেন ভাই লক্ষন তুমি এথা আইস।
সিংহাসন ছাড়িলাম য়ামি তুমি পাটে বৈষ্য॥
য়াজত্ত করহ তুমি বৈষ্যা রাজপাটে।
রাজটিক্যা দিব য়ামি তোমার লল্ল্যাটে॥
য়নেক দুখ পাইলে ভাই তুমি হয় রাজা।
তিন ভাই জানকি সহিত করি পুজা॥

(পৃঃ ১০।২

দক্ষ বলে দেখিলে সভার জত লোক।
জামতা য়ামার হ্নিদে দিল বড় সোক॥
সম্মুরে দেখিয়া সিব না মুয়াইল মাথা।
এই সে ভাঙ্গড় সিব য়ামার জামতা॥
ধিক ধিক নারদে বলিব য়ার কি।
তার বার্কে য়পাত্রে দিলাম য়ামি ঝি॥
না জানিলাম মহেসের কিবা জাতি কুল।
ত্রিভুবনে জাহার নাই পাইলাম মুল॥
না জানিলাম উহার কেবা বটে মাতা পিত্যা।
হেন জনে দান দিলাম আপন দুহিতা॥
দিলাম দুহিত্যা দান দিগাম্বর পাপে।
দিনে দিনে তনু সুখাইল এই তাপে॥
না বুঝিলাম হেন ছ্যার আমি মন্দমতি।
না জানিয়া য়নলে পেলিলাম কন্যা সতি॥
পাই সে পরম লর্জ্জা বলিতে জামতা।
সভা মাঝে সন্তাপে য়ামার হেট মাথা॥
বৃসব বাহন জার উত্তরি ভুসন।
দেববুদ্ধি ইহারে বলয়ে কোন জন॥
প্রেত পিচাস লয়্যা সদাই করে খেলা।
য়মঙ্গল ভুসন গলায় হাড়ের মালা॥
গুনহিন দোস জত য়মঙ্গলধাম।
মহাদেব বলিয়া রাখিল কেবা নাম॥
ভূত প্রেত নয়্যা জার সয়ন ভোজন।
দেবকুলে হৈল কেবল য়ামার গঞ্জন॥

সদা পিয়া ধুতুয়া সির্দ্ধের ঘড়া সাত।
সভা মাঝে জে জনাকে না জুড়িল হাথ॥

(পৃঃ ১৮।১)

ইসত হাসিয়া সতি সিবেরে করএ স্তুতি
সুন প্রভু দেব ত্রিলোচন।
য়ঞ্জলি করিয়া ভুজে বল মুখসরসিজে
জাইবারে দক্ষর ভুবন॥
পিতা য়ারম্ভিল কির্ত্ত উৎসব দেখিবা হেতু
চলিলা ভুবনে জত লোক।
জতেক ভগিনিগনে সভে গেল নিমন্ত্রনে
য়ামার রিদয়ে বড় সোক॥
প্রাননাথ পসুপতি দেহ মোরে য়নুমতি
জাব য়ামি পিতার য়ালয়।
বহু দিবসের য়াসে জাইব জনক পাসে
কহিতে মনেতে বাসি ভয়॥ (পৃঃ ১৯।১-২)

য়াছেন সিবের জটায় গঙ্গা ঠাকুরানি।
দুগ্রা য়াগে কহেন নারদ মহামুনি॥
সুনিয়া য়াইল দেবি সঙ্করের পাসে।
হর পানে হেরি হৈমবতি ঘন হাসে॥
দেবি বলে দেখি হর বদন মোলিন।
দিন দুই দেখিয়ে য়ামারে ভাব ভিন॥
জটায় জার্ন্নবি ছিলা জয়ঙ্করি জান্যা।
জটে ধরি জগতজননি য়ানে টান্যা॥
দুর্গ্যাতে গঙ্গাতে বহু দন্দ বাজা জায়।
দেখিয়া নরদ রিসি দুই কক্ষ বাজায়॥
জানি লো জানি লো গঙ্গা তোর জেই কাজ।
পতির মস্তকে থাক নাই বাস লাজ॥
গঙ্গা বলে য়পনার ছিদ্র নাহি জান।
য়াপুছিদ্র না জানিয়া মোরে বল কেন॥
না জান য়াপন ছিদ্র গনেসের মা।
তুমি কেন পতির বুকে দিয়াছিলে পা॥

(পৃঃ ৩৩।২-৩৪।১)

সর্ব্বরি প্রভাত হৈল রক্তন উদয়।
মৃগয়া করিতে জাব লঙ্কেশ্বর কয়॥
সাজিল সকল রথ রথের সারথী।
ঠাট কটক য়াদি সেনা সাজে সিগ্রগতি॥
সাজিল সকল সেনা রাবনের সাথে।
বেসে সুবেসে রাবন উঠিলেন রথে॥
বাদ্যকরগনে তবে বাজায় বাজনা।
রাবন কাননে গেল সঙ্গে লয়া সেনা॥
মৃগয়া করিতে হৈল দ্বিতিয় প্রহর।
তেষ্টার কারনে গেলা ময়দানবের ঘর॥
প্রবেস করিলা ময় দানবের পুরি।
একাকিনি ঘরে য়াছে দানবঝিয়ারি॥
রাবন বলে কিবা নাম কহ দেখি সুনি।
কাহার নন্দীনি তুমি কাহার রমনি॥
য়কুমারি মন্দদরি নাম ময় দানব পিতা।
কি নাম তোমার বটে তুমি থাক কোথা॥
বিস্বস্রবার পুত্র য়ামি পৌলস্তের নাতি।
রাবন য়ামার নাম সংসারের পতি॥
তোমারে দেখিয়া মোর জুড়াইল মন।
তোমায় য়ামায় কর পানি গ্রহন॥
জে য়াজ্ঞা করিয়া কন্যা রহিল জোড় করে।
করিবে য়ামারে বিভা পিতা য়াসুন ঘরে॥
বাসা করি রহিল রাবন রাক্ষস সব।
সন্ধ্যা কালে ঘরকে য়াইল ময় দানব॥
পিতার কাছেতে কন্যা করিল জোড় হাথ।
তোমারে দেখিতে এস্যাছেন লঙ্কানাথ॥
তারে বিভা দেহ মোরে লাজ খায়্যা বলি।
সুনিয়া দানব তবে হৈল কুতুহলী॥
(পৃঃ ৪৭।২-৪৮।১)

মলয় পর্ব্বত উপর রহে হনুমান॥
মা বাপের কাছে য়াছে পর্ব্বত উপর।
নানা বিদ্যা মন্ত্র জুদ্ধ সিখল বিস্তর॥
তবে পড়িবারে গেলা ভার্গবের স্থানে।
চারি সাস্ত্র বেদ পড়িলেন চারি দিনে॥
গুরু পড়াইতে নারে গুরু ঢোল করে।
কুপিয়া ভার্গব মুনি সাঁপ দিল তারে॥
বানর হইয়া বেটা গুরুকে করিস ঘৃনা।
বল বুদ্ধি বিক্রম পাসরিবে য়াপনা॥
গুরুর সাঁপে হনুমান য়াপনা পাসরে।
তেঞী পালাইল হনু বালী রাজার ডরে॥
হনুমান বির জদি য়াপনাকে জানে।
ত্রিভুবনের জিনিতে পারে এক দিনের রনে॥
(পৃঃ ৮০।২)

ডাক দিয়া বলে লবের তরে কুস॥
সর্ব্ব লোক বলে তোমায় ধার্ম্মিক শ্রীরাম।
অনচিত জত তুমি করহ সংগ্রাম॥
দুই জনের তরে জদি তিন জন রোসে।
ধর্ম্মে নাহি সহে তারে মরে য়াপন দোসে॥
হস্তি ঘোড়া ঠাট কটকের নাহি সংক্ষা।
সতির পুত্র য়ামা[রা] বটি তেঞী পাই রক্ষ্যা॥
লব কুসের কথা সুনি শ্রীরাম লজ্জিত।
জত কিছু বল তোমরা নহেত উচিত॥
পৃথিবিমণ্ডলে য়ামি রাজচক্রবর্ত্তী।
রাজা য়াসিতে ঠাট কটক য়াইসে সংহতি॥
তে কারনে ঠাট কটক য়াইল মোর সনে।
তোমার তরে নাঞী সাজি সুন দুই জনে॥
আমারে জিনিতে বির নাঞী ত্রিভুবনে।
আমার পুত্র বিনে য়ার কেহো নাঞী জিনে॥
পুত্রের ঠাঞী বাপের য়াছে পরাজয়।
বাপ জিনিতে পুত্রে সাস্ত্রে হেন কয়॥
য়াপন আকার দেখি তোমরা দুই জন।
পরিচয় দেহ তোমরা কাহার নন্দন॥
লব কুস বলি তোমরা দুই জন।
আমার পুত্র জদি হয় না করহ রন॥
(পৃঃ ১২১।১-২

শেষ,—

সংসার ছাড়িয়া রাম চলিলা স্বর্গবাসে।
পৃথিবির লোক রাইসে স্ত্রী রার পুরূসে॥
সুগ্রিব রঙ্গদ রাইল জত বানরগন।
তিন কুটী রাক্ষসে আইলা বিভিসন॥
প্রথিবির লোক রাইল রজধ্যানগরি।
ছোট বড় চলে জত কানা খোড়া রাদি করি॥
পৃথিবির লোক জত করে জোড় হাথ।
একে একে সভাকারে বলেন রঘুনাথ॥
রাম বলেন সুন রাক্ষস বিভিসন।
আমার সনে নাহি তোর স্বর্গের গমন॥
এই মত সকলে রাম বিদায় করিল।
ভরথ সত্রুঘ্নন সহ স্বর্গ চলি গেল॥

[ই]তি উত্তরাকাণ্ড সমাপ্ত হইল জথা দিষ্টং··· ০ (পঠনার্থে) শ্রীমত্যা মহারানি আনন্দ-কুমারি ঠাকুরানি তস্য পিত্যা শ্রীজুত গোপাল-চন্দ বাবুজি মহাশয়ের বাটীতে লেখা জায় শ্রীমুক্তারাম ঘোসাল সাকিম্‌ সেনাই পরগনে জাহানাবাদ্‌।

———

১৩৮। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫২⁄₄×৫২⁄₄ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৮। এক এক পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভ,—

দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বত শেখরে।
ভয় পায়ে বানরগণ পলাইল ডরে॥
সুগ্রিব বলেন দেখ আসিছে ধানুকী।
এ পর্ব্বত ছাড়ি অন্য পর্ব্বতেতে থাকি॥
হনুমান বলে এখন কি ভাব অন্তর।
বালি রাজা নাহি আইসে কারে তোমার ভয়॥
হইলে চঞ্চল অতি লোক উপহাসে।
না জানি করিলে কর্ম্ম দুঃখ পায় শেষে॥
ভালো মন্দ জানি আমি না হও অস্থির।
স্থির হও রাজা জানি কেবা দুই বীর॥
সুগ্রিব বলে ধনু করে দেখিতে তপস্বী।
তপস্বীর হস্তে ধনু মনে ভয় বাসি॥
তপস্বীর বেশ ধরে কাহার কুমার।
শীঘ্র করি হনুমান জান সমাচার॥
কৃর্ত্তবাষ পণ্ডিতের মধুর বচন।
মন দিয়ে শুন সবে গীত্ত রামায়ণ॥ * ॥

মধ্য,—

এথা সীতা সীতা বলি রাম করেন ধ্যান।
বরিষা গোঙাইতে গেলেন পর্ব্বত মাল্যবান॥
দুই ক্রোশ পথ রাম করিলেন গমন।
সুগন্ধ সহিত বায়ু বহে ঘনে ঘন॥
বাস করি রৈলেন রাম পর্ব্বত উপর।
স্থানে স্থানে আছে তথা উত্তম সরবর॥
শয়ন ভোজন রামের কিছু নাহি মন।
ক্রন্দন করিয়ে করেন রাত্রি জাগরণ॥
আমার বচন লক্ষ্মণ কর অবগতি।
দুরন্ত বরিষা কাল স্থির নাহি মতি॥
আমি কোথা কোথা আছেন জনকনন্দিনী।
কিরূপে রাখেছে রাবন কিছুই না জানি॥
বরিষার মধ্যেতে সুগ্রীবে কি কব।
এ সময় বানর কটক কোথা পাব॥
নদীর জল সুখাইলে হবে উপকার।
তত দিন আমার হবে অস্তি চর্ম্ম সার॥
ক্রন্দন করিতে রামের গেল ভাদ্র মাস।
বিবরিয়ে কহেন তা পণ্ডিত কৃর্ত্তবাস॥ * ॥

(পৃঃ ৯।১)

শেষ,—

সম্পাতি আছয়ে এই কথোপকথনে।
হেন কালে ক্ষপারস আইল সে স্থানে॥
পক্ষের পাখের সাঠে ঘোর বায়ু বহে।
ত্রাস পায়ে বানরগণ সম্পাতিরে চাহে॥
দুই ওষ্ঠ মেলিয়ে আইসে গিলিবারে।
সম্পাতির আড়ে গিয়ে রহিলেক ডরে॥
সম্পাতি বলেন শুন বচন আমার।
পৃষ্ঠে করি বানরে সাগর কর পার॥
লঙ্ঘিতে না পারে সে পিতার বচন।
মম পৃষ্ঠে আইস তবে সকল বানরগণ॥
অঙ্গদ বলে পক্ষরাজ শুনহ বচন।
এক বানর নহে কেনে এত আকিঞ্চন॥
দেব দানবের পুত্র দেব অবতার।
কোন কার্য্যে দিব তোমারে এত ভার॥
সম্পাতি বলেন শুন জত বানরগণ।
এক চিত্তে রাম নাম কর উচ্চারণ॥
পক্ষ বলে বাহু তুলিয়ে নৃত্য করি।
রাম নাম বলিতে হইল পাখাসারি॥
নূতন দুই পাখা হইল দেখিতে সুন্দর।
রাম জয় বলি ডাকে সকল বানর॥
দেখিয়ে সকল বানর আনন্দে অপার।
ভাবিল শ্রীরাম নামে সাগর হব পার॥
বানর সম্ভাষি পক্ষ উড়িল আকাশে।
আনন্দিত হয়ে জায় আপনার দেশে॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লয়ে অঙ্গদ চলে দক্ষিন সাগর॥
কৃত্তবাষ কহিলেন অমৃতের ভাণ্ড।
এত দূরে সাজ হৈল কিষ্কিন্দাকাণ্ড॥ * ॥

১৩৭। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫১/৪×৫১/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৩৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভ,—

চারি কাণ্ড পুস্তক গাইলাম রামায়ণ ভিতর।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড শুনিতে সুন্দর॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
বানর সব চলি গেল দক্ষিন সাগর॥
তর্জ্জন গর্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়ে বানর গণিল প্রমাদ॥
দিগাদিগ বোধ নহে আকাশমণ্ডল।
কলরব করে সব সাগরের জল॥
বড় বড় ঢেউ আইসে পর্ব্বত প্রমাণ।
নিরখিয়ে বানরের উড়িল পরাণ॥
বিসাদ ভাবিয়ে বানর রহিল সে স্থান।
এইরূপে দিবারাত্র হইল অবসান॥

মধ্য,—

রাক্ষস সব বলে বানর সবে জাই ঘরে।
অমৃতায় আনি দিব তো তোমারে॥
হনু বলে রক্ষক হৈলাম বনের ভিতরে।
এক গুটি ফল আমি না দিব কাহারে॥
এত শুনি রাক্ষসের আনন্দিত মন।
হরষিতে ঘরে সবে করিল গমন॥
বৃক্ষের অগ্রে উঠি হনু এক দৃষ্টে চায়।
অনেক দূর গেল আর দেখিতে না পায়॥
পত্রের ঠোঙ্গা করিয়ে পাকা ফল পূরে।
ধ্যান করি দেয় বীর আপন ঠাকুরে॥
হনুমান ফল দেয় লঙ্কা ভবণে।
ফলের স্বাদ পাইলেন এথা শ্রীরাম বদনে॥
রাম বলেন শুনহ লক্ষণ গুনের ভাই।
এমন সুস্বাদু ফল কোথায় না খাই॥
লক্ষণ বলেন ত্রৈলক্ষের কর্ত্তা আপনি।

কোন ভক্ত কোথায় দিয়াছে এমনি ॥
ধ্যান করি হনু ভাবে রামের চরণ।
বিস্তর ভোজন কৈলেন রাম নারায়ণ ॥
এক ফল লাগি দুঃখ দিলেন নারায়ণ।
উতসর্গ করিয়ে ছিলাম অমৃতের বন ॥
ভোজন অন্তেতে রাম কৈলেন আচমন।
কর্পূর তাম্বুল লৈলেন মুখের সোধন ॥
লক্ষণের উরে শির দিয়ে নারায়ণ।
নিদ্রেগত হৈলেন রাম কমললোচন ॥
প্রসাদ পাইতে আজ্ঞা হয়ুক হনুমানে।
এত বলি ফল দেয় আপন বদনে ॥
হেন কালে দৈববাণী হইল সম্মুখে।
খাও খাও হনুমান বলি ঘন ডাকে ॥
পাকা পাকা ফল বীর করিল ভক্ষণ।
মনের সাধে ফল খাইল পবননন্দন ॥
পাতা চুচিয়ে বীর করিল ভক্ষণ।
কচি কচি ডালগুলি খাইল তখন ॥
বড় বড় ডাল খায়ে গাছ কৈল মুড়া।
ভূমে জানু দিয়ে বীর চাবাইল গোড়া ॥
গোড়া সুদ্ধা খাইল বীর পবনকুমার।
গড়াগড়ি দিয়ে মাটি করিল শোশর ॥
আনন্দে বসিল বীর প্রাচীর উপর।
হস্ত পদ পসারিয়ে হরিষ অন্তর ॥
নিদ্রে হৈতে উঠি কয় জত নিশাচরে।
দেখি গিয়ে চল বানর কোন কর্ম্ম করে ॥
ধায়িয়া আইল তথা জত রাক্ষসগণ।
কেহ বলে এখানেতে ছিল মধুবন ॥
কেহ বলে দিশাভুল লাগিল তোমারে।
পাতা লতা চিহ্ন কিছু না পাই দেখিবারে ॥
কেহ বলে বানর আইল কোন রূপ ধরি।
মায়া করি বন ভাঙ্গি গেল নিজ পুরী ॥
কেহ বলে হেন কথা কহ বা কেমনে।
কোথায় মরিল বানর গাছের চাপনে ॥
ধুলায় পড়িয়ে কাঁদে জত নিশাচর।
কি বলিয়ে ভাণ্ডাইব রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
পাশমোড়া দিয়ে উঠে পবনকুমারে।
পিতা মাতা মৈল কিবা তোমারদিগের ঘরে ॥
রাক্ষস সব বলে এই পাইলাম বানর।
কোন জন ভাঙ্গিল বন কহত সত্বর ॥
হনু বলে চাকর তুমি রাখিলা আমারে।
সকলগুলি খাইলাম আর দিব কারে ॥
রাক্ষস বলে বানর কিবা বলিস বচন।
সিকড় সহিত কেমতে খাইলি মধুবন ॥
হনু বলে সত্য কথা বলিব তোমারে।
চারি ভাগের এক ভাগ পেট নাহি ভরে ॥

(পৃঃ ১২।২-১৩।১)

নল বলে প্রভু রাম কমললোচন।
পর্ব্বতিয়ে বাঁশ আমায় দেহ নারায়ণ ॥
রাম বলেন সে বাঁশ থাকে কোথাকারে।
নল বলে থাকে তিন সাগরের পারে ॥
দশ জোজন ব্যাপি তার মূল আয়াতন।
দীঘেতে হয় সে ত্রিশ জোজন ॥
ইহার কতকগুলিন বাঁশ দেনতো আমারে।
তবে সে সাগর আমি পারি বান্ধিবারে ॥
এত শুনি রঘুনাথ ভাবেন চমতকার।
বুঝিলেন জানকী মম নহিল উদ্ধার ॥
এমন বীর কেবা আছে পৃথিবী ভিতরে।
তিন সাগরের পার কেবা জাইতে পারে ॥
হনু বলে আজ্ঞা করেন কমললোচন।
সেই বাঁশ আনিতে আমি করিব গমণ ॥
রাম বলেন জাও বাপু পবনকুমার।
তোমার বিক্রমে হবে সীতার উদ্ধার ॥
রাম জয় শব্দ করি পবনকুমারে।
চক্ষুর নিমিষে গেল তিন সাগর পারে ॥

কতকগুলিন বাশের কারন বলিল বচন।
জড় সুদ্ধা উঠাইল পবননন্দন॥
রামজয় করি কৈল মাথার উপরে।
বাঁশ লয়ে থুইল বীর রামের গোচরে॥

(পৃ০ ৩০।১)

শেষ,—

ব্রহ্মা বলেন রাম বলি যুক্তি সার।
নবমী পূজা তবে করেন দুর্গার॥
ব্রহ্মার বচনে নবমী পূজা কৈলেন।
তুষ্ট হয়ে ভগবতী হাতে হাতে লৈলেন॥
দুর্গা বলেন সবংশে বধহ রাবণ।
আর কোন চিন্তা নাহি শুনহ বচন॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
নৃত্য গীতে মগ্ন হৈল সকল বানরে॥
নবমী পূজা করি মনের সন্তোষে।
দশমী দিবসে দুর্গা গেলেন কৈলাশে॥
হেন কালে নারদ মুনি করিয়ে গমন।
দেবীর কথা কহিলেন যথায় রাবণ॥
গিরিসুতা দুর্গা রাম পূজিলেন চরণ।
বর দিলেন দেবী বধ করিবে রাবণ॥
এত যদি কহিলেন নারদ মহামুনি।
মহামায়া স্তব রাবণ করয় আপনি॥
কোথা গেলে দুর্গা মা গো হরের ঘরণী।
তোমার বিহনে রাবণ মরিবে এখনি॥
আর বার রাবণ অকালে বোধন কৈল।
রাবন স্মরণে দেবীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল॥
হর বলেন গৌরী বড় দেখি উচাটন।
পুনর্ব্বার মনে বুঝি পড়িল রাবণ॥
এত পূজা তোমায় করিলেন নারায়ণ।
ইহাতে সন্তোষ তোমার না হইল মন॥
হরের বচনে গৌরী শান্তনা পাইল।
আপনার স্থানে মাতা আনন্দে রহিল॥
কৃত্তবাষ পণ্ডিতের অমৃত বচন।
সুন্দরাকাণ্ডের শেষ হইল এখন॥

১৪০। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩$\frac{1}{8}$×৫$\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৭১। এক এক পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভ,—

সাগর বন্ধ করি রাম হৈলেন যদি পার।
দেখিয়ে রাবণ রাজা সভয় অন্তর॥
হেরিয়ে রাবণ রাজা ভাবি মনে মনে।
সুক শারণ দুই রাক্ষস ডাক দিয়ে আনে॥
শুন বলি শুক শারণ সৈন্যের প্রধান।
রামের কটক যদি আইল বিদ্যমান॥
দূত হয়ে কিবে কায কর লঙ্কাপুরে।
নর বানর আইল আমা বধিবারে॥
বনপশু বনজন্তু না চিনে রাবণ।
তে কারণে আমা সহ করিবেক রণ॥
যত বানর আসিয়াছে সুগ্রীবের সনে।
প্রত্যেকে হেরিবে তুমি আপন নয়নে॥
কোন কোন সেনাপতি কার কিবে নাম।
কটক চর্চ্চিয়ে তুমি আইস মম ধাম॥
রাম লক্ষ্মণ জানিবে সুগ্রীব বিভিষণে।
জত সৈন্যগণ জানিবে জনে জনে॥
কোন স্থানে বঞ্চে তবে নর আর বানর।
কিরূপে আসিতে চায় লঙ্কার ভিতর॥
রাজআজ্ঞা দূত তবে বন্দিলেক মাথে।
রাজাকে প্রণাম করি চলিল ত্বরিতে॥

মধ্য,—

বলে রাজা লঙ্কেশ্বর তুমি কেবা বীরবর
হও তুমি কার অনুচর।
কি কারণ আইলে বীর বচন অতি গভীর
বসিলে প্রায় পর্ব্বত শিখর॥
অঙ্গদ বলে বচন শুন রে দুষ্ট রাবণ
এবে তুমি পাসর আপনা।
জানিশ তো বালি রাজন আমি তাহার নন্দন
জে তোরে করিল বিড়ম্বনা॥
লাঙ্গুলে জড়ায়ে তোরে ডুবাইলেন সাগরে
লয়ে গেলেন কিস্কিন্ধা নগর।
দশ মুখ দেখি তোর অন্তর হরিষ মোর
শীঘ্রগতি গলে দিলাম ডোর॥
তবে লাফায়ে ২ চলো বানর বলে নাচো ভালো
এই মতে ক্ষণেক কাল জায়।
বানরেতে গালি দেয় না দেখি তার উপায়
শরণ ললে বালিরাজার পায়॥
মিত্র করি বালি সঙ্গে মুক্ত হয়ে আলে রঙ্গে
অঙ্গ বঙ্গে হতে জাও বিজয়।
তুমি তো সেই রাবণ আমি বালির নন্দন
এই কহিলাম পরিচয়॥ ইত্যাদি

(পৃঃ ৪।২-৫।১)

বিশ্বামিত্র মহামুনি উপনিত হলেন তিনি
দশরথ রাজার গোচর।
ভাগ্য ভাগ্য বলি রাজা মুনিবরে কৈলেন পূজা
পাত্র মিত্রে হরিষ অন্তর॥
দশরথ মহাশয় যোগ হস্ত হয়ে কয়
আগমন কারণ কহেন মুনি।
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই মুনি কন ইহাই চাই
নৃপ দিলেন মুনিবাক্য শুনি॥
মুনির সহিত আসি বধেন তারকা রাক্ষসী
মারিচের দর্প কৈলেন চুর।
আনন্দিত মুনিচয় সঙ্গে লইয়ে তোমায়
গেলেন তবে জনকরাজাপুর॥

(পৃঃ ১০।২)

শুন প্রভু দেব রাম অতিকা আমার নাম
হই আমি রাবণনন্দন।
যুদ্ধ করিতে মোরে পাঠাইলেন লঙ্কেশ্বরে
অদ্য আমায় করেন নিধন॥
কে বুঝে তোমার মায়া সিংহমুখ নরকায়া
সেই অতি অদ্ভুত রূপ।
করকমল ফুল্ল করনখ বজ্র তুল্য
বিনাশিলে হিরণ্য কশ্যপ॥
তব তত্ত্ব কহেন প্রবিন বামন চরণে তিন
আৎসাদিয়ে ছিলেন তিন লোক।
হরিলে রাজ্য সম্পদ বাড়াইলে ইন্দ্রপদ
বলি তাহে না ভাবিল শোক॥
হয়ে ভ্রগুপতি রূপ নাশিলা সকল ভূপ
ক্ষত্রি বধিলে ধরি চাপ।
হত জন্ম হত তাপ পৃথিবীর সন্তাপ
খণ্ডাইলে বিষম বীরদাপ॥ ইত্যাদি

(পৃঃ ২৩২)

রাব। বলে অদ্য আমি জানিলাম কারণ।
অবতার হয়েছেন সাক্ষাত নারায়ণ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি দেব পুরন্দর॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবা রাত্রি।
অন্ধ জনের চক্ষু তুমি নিগুর্ণের গতি॥
পাতালেতে কুর্ম্মরূপি স্বর্গে দেবগণ।
তোমার মহিমা দেব না যায় কথন॥
দারুণ ব্রহ্মশাপে তোমার না জানিলাম মর্ম্ম।
এই মতে বৃথা আমার গেল দুই জন্ম॥
যুদ্ধ করি দুঃখ প্রভু পাইলাম অপার।
আর জন্মে এত যুদ্ধ না করিব আর

রাবণের স্তব শুনি হাসেন দেবগণ।
মরণকালে আপনারে জানিল রাবণ॥
স্তব শুনি সন্তোষ হইলেন রঘুনাথ।
হেন জনের এমন মন হৈল অকস্মাত॥
ভালো ভালো ভক্ত বটে বধ উচিত নয়।
তোমার লঙ্কা তোমায় দিয়ে যাই অযোধ্যায়॥
দেবগণ বলে ভালো বিপত্তি ঘটিল।
রাবণের স্তব শুনি রামের কৃপা হৈল॥
সরস্বতী কন্ধে যায়ে কৈলেন আরোহন।
পুনর্ব্বার রামে রাবণ কহে দুর্ব্বচন॥
কোথাকার মানুষ তুই জটীল তপস্বী।
সর্ব্বনাশ কৈলি আমার লঙ্কাপুরে আসি॥
এত বলি ঘন করে বাণ বরিষণ।
হেরিয়ে ক্রোধিত হৈলেন কমললোচন॥

(পৃঃ ৫৮১২)

এইরূপে হনুমানে বিদায় করিলেন।
পুষ্পক রথের প্রতি ডাকিয়ে কহিলেন॥
কুবেরের রথ তুমি জানে সর্ব্বজন।
যুদ্ধে জিনিয়ে তোমায় আনিল রাবণ॥
কুবেরের হও যাও কুবের নিকট।
কুবেরে কহিবে আমি ছাড়াইলাম শঙ্কট॥
আজ্ঞা পায়ে রথ চলিল শুন্যভরে।
উপনিত হৈল রথ কুবেরের দ্বারে॥
রথ হেরিয়ে কুবের কহিলেন তখন।
কেনে তুমি এথা আইলে তেজি নারায়ণ॥
যাবত পৃথিবীতে থাকেন রঘুনাথ।
তাবত থাকিবে তুমি রামের সাক্ষাত॥
আজ্ঞা পায়ে রথ আইল অযোধ্যা নগর।
হেরি রঘুনাথ হৈলেন হরিষ অন্তর॥
ত্রিভুবণের মুনিগণ একত্র হইলেন।
রঘুনাথ দরশনে অযোধ্যা চলিলেন॥

কৃত্তিবাস পণ্ডিত কহেন করেন অবধান।
এত দূরে লঙ্কাকাণ্ড হৈল সমাধান॥

১৪১। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৫$\frac{3}{8}$ × ৫$\frac{3}{8}$ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ১—৭৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৫ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভ,—

ত্রৈলোক্য বিজয়ী রাম দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
দুর্জ্জয় রাক্ষস মারি খণ্ডাইলেন ডর॥
মুনি সব বলেন রাম কৈলেন পরিত্রান।
অযোধ্যায় গিয়ে রামে করিব কল্যান॥
মুনি সব গেলেন যদি রাম বরাবরে।
দ্বারী সত্তরে গিয়ে রামের গোচরে॥

মধ্য,—

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত রমায়ণের সহিত স্থানে স্থানে সুন্দর মিল আছে।

শেষ,—

বৃক্ষে পক্ষী নাহি রয় পশু না রয় বন।
এক দৃষ্টে চায়ে চলে রামের শ্রীচরণ॥
উর্দ্ধশ্বাসে চলি জায় নারী গর্ব্ভবতী।
লজ্জা ভয় তেজি ধায় কুলের যুবতী॥
সরজুর কুলে সবে করিলেন গমন।
চাহিয়ে রহিলেন রঘুনাথের শ্রীবদন॥
এইরূপে রঘুনাথ সরজুর কূলে।
কোটি কোটি রথ তবে আইল হেন কালে॥
লব কুশ দুই ভাই কান্দিয়ে বিকল।
ধারা শ্রাবন প্রায় চক্ষে পড়ে জল॥
অল্পকালে মাতৃহীন হৈলাম দুই জন।

জীবন ধারন করি হেরে ও চরণ ॥
আপনি তেজিয়ে গেলে সকলি উদাস।
জীয়ন্ত থাকিব আর কিসের আশ্বাস ॥
কাতর হইয়ে রাম পুত্র লৈলেন কোলে।
প্রবোধ বচন রাম কন সেই কালে ॥
শাত কাণ্ড রামায়ণ দুজনার অভ্যাস।
সকলি জানহ তাহা মুনির আভাস ॥
মুনিবাক্য রক্ষে করি জাই স্বর্গপুরে।
গৃহে বাস কর দোহে হরিষ অন্তরে ॥
মম আশীর্ব্বাদে সকল মঙ্গল হবে।
অন্তকালে দুই ভাই আমারে পাইবে ॥
প্রবোধিয়ে দুই পুত্র পাঠাইলেন ঘর।
স্বর্গ হৈতে আইল রথ দেখেন রঘুবর ॥
রথখানার তেজ জেন সূর্য্যের কিরণ।
সেই রথারোহন হৈলেন দেব নারায়ণ ॥
আর জত লোক ছিলেন সরজুর কূলে।
শরীর তেজিল তারা পড়ি সেই জলে ॥
গরূড় বাহনে হরি জান নারায়ণ।
ব্রহ্মা আদি দেব আসি করেন স্তবন ॥
চারি অংশ ছিলেন প্রভু হইলেন একজন।
বড় কর্ম্ম কৈলেন প্রভু বধিয়ে রাবন ॥
বিষ্ণু বলেন ব্রহ্মা শুন আমার বচন।
আমার পশ্চাতে সব আসিছে এখন ॥
রাম নাম কহিছে আর তেজিছে জীবণ।
অক্ষয় স্বর্গভোগী হবে সেই জন ॥
সন্তাপন নামে স্বর্গ বৈকুণ্ঠ সমান।
পৃথিবীর লোকে আমি তাহা দিলাম দান ॥
রথ লয়ে গেলেন ব্রহ্মা প্রভুর বচনে।
স্বর্গবাসী হয় লোক শ্রীরাম স্বরণে ॥
দিব্য রথে জায় লোক স্বরিয়ে শ্রীহরি।
রামের প্রসাদে লোক গেল স্বর্গপুরী ॥
মরণকালে রাম নাম করে জেই জন।
আপনার মূর্ত্তি তারে দেন নারায়ণ ॥
ভক্ত অনুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার।
ভজিলে গোবিন্দপদ পায় তো নিস্তার ॥
স্বর্গে জায়ে সকল লোকের পুরিল আশ্বাস।
উত্তরাকাণ্ডে গাইলেন পণ্ডিত কীত্তবাস ॥•॥
দীনহীন রাধামাধব দাসের নিবেদন।
শাতকাণ্ড রামায়ন ভাষায় রচন ॥
বর্ণিয়াছেন বহুকাল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।
পৃথিবীর লোক শুনে পুরায়েছেন আশ ॥
বিরূদ্ধ ছন্দ রশাভাষ পয়ার লিখন।
ভাবী হয়ে ভাব অর্থ করিলে গ্রহন ॥
ভক্তি ভাবে ব্যাঘাত হয় ভাবিলাম হৃদয়।
পণ্ডীতের ভাব জাহা ভাবিলাম নিশ্চয় ॥
সতন্তর পয়ার আর করিয়ে রচন।
গ্রন্থের আভাস লয়ে লিখিলাম এখন ॥
পণ্ডিতের যে পয়ার পাইলাম সারৎসার।
পণ্ডিতের মত লয়ে লিখন আমার ॥
সব শ্রোতাগণে আমি করি নিবেদন।
অন্য গ্রন্থের সহিত করিলে মিলন ॥
ভাবেতে বুঝিবেন ভাব কিরূপ হয়েছে।
অধিক লিখনে আর কি গুণ আছে ॥
ইতি সন ১২৩৫ সাল তারিখ ২৬ মাঘ।

১৪২। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৩২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। সম্পূর্ণ। ২১।২ পত্রে প্রসাদ-দাসের ভণিতা আছে।

আরম্ভ,—

সদত আনন্দময় অযোধ্যা নগার।
ইন্দ্রের অমরাবতি তাহা তিরস্কারি ॥

রাজা প্রজা পুরজন সুখি নিরন্তর।
এক তিল সম জায় শতেক বৎসর॥
ত্রিদশ ঈশ্বর রাম জুবরাজ হৈয়া।
প্রজার পালন করেন পৃথিবী সাসিয়া॥
পুরবাসি প্রজাগন ইষ্ট মিত্র সনে।
রাম প্রতি অনুরক্ত অন্য নাহি জানে॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় গুনের আশ্রয়।
মধুময় রামচন্দ্র করুণাহৃদয়॥
অদ্ভূত লক্ষণ রামের অদ্ভূত চরিত্র।
দয়াবন্ত সত্যবন্ত পরম পবিত্র॥
গুণের মহিমা জত কে কহিতে পারে।
রূপের তুলনা নাহি এ তিন সংসারে॥
ভুবনমোহন রূপ প্রথম জোবন।
সাস্ত্র বিদ্যা জত আছে সকল জ্ঞাপন॥
জোগ্য পুত্র দেখি রাজা আনন্দ হৃদয়।
রামে রাজা করিবেক ভাবিল নিশ্চয়॥
বশিষ্ঠ আনিতে দূত পাঠালে আপনে।
সত্তরে লিখিলা পত্র ইষ্ট মিত্র স্থানে॥
মনেতে ভাবয়ে রাজা রাম অভিষেক।
ভাবয়ে কেমন দান করিব কতেক॥
সর্ব্বভূতকর্ত্তা প্রভূ রাম নারায়ণ।
রাম রাজা হইবেক ভাবে সর্ব্বজন॥

মধ্য,—

রাম বলেন শুন বলি প্রাণের লক্ষ্মণ।
বিপাকেতে হয় পাছে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন॥
বিদায় হইতে জাব পিতার সাক্ষাতে।
পুত্রস্নেহে ছাড়িয়া না দিবে কদাচিতে॥
তবে তাঁহার ভঙ্গ হবে প্রতিজ্ঞা পালন।
কোন প্রয়জন তবে আমার জীবন॥
অতএব না জাইব পিতার সাক্ষাতে।
উদ্দেশে প্রণাম করি চলিল(ব) বনেতে॥
করজোড়ে সসম্ভ্রমে কহিল লক্ষ্মণ।
জে কথা কহিলা গোঁসাই সত্য বিবরণ॥
কিন্তু দুখসাগরে মজেছেন মহারাজ।
না কহিয়া গেলে পুন হইবে অকাজ॥

(পৃঃ ১৪।১)

তবে গেলা তিন জন বশিষ্ঠ সদনে।
বিদায় হইতে তিনে পড়িলা চরণে॥
আশীর্ব্বাদ করি মুনি দুঃখিত হইলা।
সর্ব্বতত্ত জানে মুনি প্রকাশ না কৈলা॥
বনবাস ব্রত শিক্ষা হৈলা মুনি স্থানে।
রাজবস্ত্র অলঙ্কার দিলাত ব্রাহ্মণে॥
সীতার সহিত রাম চলিলা তখন।
পাছে ধনুর্ব্বান লইয়া চলিল লক্ষণ॥
সীতা দেবীর দুঃখ দেখি মনে দুখ পাইয়া।
সুমন্তেরে কহে মুনি আক্ষেপ করিয়া॥
স্ত্রীর বস রাজা তোর বৃদ্ধ বুদ্ধিহিন।
জোগ্য পাত্র তুমি সব হৃদয় কঠিন॥
রাজার কুমারি সীতা দুঃখ নাহি জানে।
দশরথপুত্রবধু হৈয়া জায় বনে॥
বনে গেল কর্ম্মফলে জে হউক পশ্চাতে।
নগর বাজার দিয়া হাঁটিবে কেমতে॥
সত্তরে আনহ রথ না ভাব সঙ্কট।
তিন জন রাথ লৈয়া বনের নিকট॥
শুনিয়া আনিল রথ সুমন্ত সারথি।
তিন জন রথে চড়ি চলে শীগ্রগতি॥

(পৃঃ ১৫।১-২)

নাচাড়ি॥

শ্রীরাম পাঠাইয়া বনে ঘর মুহ হৈতে নারি।
জয় রঘুনন্দন অজোধ্যার প্রানধন
তিল আধ না দেখিলে মরি॥
আমি জদি জানি বৈরি মোরে কেকৈ রানি
তবে কেন জাইব বিস্বাস।

প্রকারে সত্য করাইল ধন প্রান সব নিল
তোমারে পাঠায়ে বনবাস ॥
তুমি পুত্র গেলে বনে কি করিবে সিংহাসনে
রাজ্য খণ্ড কোন প্রয়োজন।
আহা মরি বাছা রাম উড়ু উড়ু করে প্রান
তোমা বিনা না রহে জীবন ॥
শ্রীরাম পাঠায়া বনে কান্দে রাজা রাত্রি দিনে
প্রবোধ না মানে কার বোলে।
কৌশল্যা সুমিত্রা দুই রাজারে তুলিয়া লই
মোছাইল নেত্রের আচলে ॥
পূর্ব্বে না চিন্তিলা ধর্ম্ম কইলা অতি পাপ কর্ম্ম
এখন কান্দহ কি কারণে।
কীর্ত্তিবাস দ্বিজ কয় দৈবের নির্বন্ধ হয়
বনে গেলা বধিতে রাবণে ॥ * ॥
(পৃঃ ১৭।১-২)

শেষ,—

লজ্জাযুক্ত হইলেন জনকঝিয়ারি।
আর সাক্ষি কে আছে বলেন শ্রীহরি ॥
সীতা বলেন আর সাক্ষি নাহি প্রয়োজন।
সকলে আসিয়া মিথ্যা বলেন বচন ॥
দুঃখ ভাবিয়া কন জনকঝিয়ারি।
বটবৃক্ষ আছে সাক্ষি শুনহ শ্রীহরি ॥
এ কথা শুনিয়া কহেন কমললোচন।
বটবৃক্ষে জিজ্ঞাসা করেন ততক্ষণ ॥
বটবৃক্ষ কহেন শুনহ রঘুবর।
তিনজন মিথ্যা কহিল সভার ভিতর ॥
মিথ্যা কথা ইহারা কহিল সর্ব্বজন।
আসিয়াছিলা মহারাজা দশরথ রাজন ॥
আসিয়াছিলা তোমার বাপ দশরথে।
পিণ্ডদান সীতার রাজা নিলা দক্ষিণ হাথে।
সত্যকথা কহিল বৃক্ষ রামের গোচরে।
এ কথা শুনিয়া সীতার জুড়ায় কলেবরে ॥
তুষ্ট হইলা সীতা বটবৃক্ষে দিলা বর।
আমার বরে হইও তুমি অক্ষয় অমর ॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে গীত অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল অযোধ্যাকাণ্ড ॥ * ॥

১৪৩। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫২/৪ × ৫২/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৩২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙক্তি। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

আগুকাণ্ডে রামজন্ম সীতা দেবীর বিভা।
অজোধ্যাকাণ্ডে গেলা রাম ভরথে রাজ্য দিয়া ॥
ছত্র দণ্ড হারাইলা অজোধ্যাকাণ্ডে।
অরণ্যেতে সীতা হরে লৈল দশমুণ্ডে ॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রঘুনাথ পাইলা অপচয়।
কিস্কিন্ধাকাণ্ডে মিত্র লাভ কটক সঞ্চয় ॥
অনাথ হইয়া দুই ভাই ভ্রমেণ দণ্ডকে।
সহায় করিতে জান বানরকটকে ॥
দুই ভাই উঠিলেন গিয়া পর্ব্বতশিখরে।
সম্ভ্রম পাইয়া পলায় কটক বানরে ॥
শুগ্রীব বলেন এথা আইসে দুইজন ধানুকী।
এই পর্ব্বত এড়িয়া চল আর পর্ব্বতে থাকি ॥
বুদ্ধির সাগর বানর নানা বুদ্ধি সঞ্চে।
আমারে মারিতে রাজা দুই বির পাচে ॥
শুগ্রীব বলেন কেহ বুক নাহি বান্দে।
লাফে লাফে পড়িয়া গেল বড় গাছের কান্দে ॥
কোন গাছে সহিতে নারে বানরের আস্ফাল।
ডালে মুলে ভাঙ্গিয়া পড়ে শাল পেয়াল ॥
বলবন্ত আছে জত পর্ব্বতশিখরে।
মহিষ ব্যাঘ্র সকল পলায় উচ্চস্বরে ॥

মধ্য—,

সাগরপার রাবণ রাজার ঘর
শুনিতে বিষম কাহিনি।
একেশ্বর পরবাস জীবনের কিবা আস
চারি মাস বার্ত্তা নাহি জানি॥
অহে বানররাজ সাধ্যা দেহ রামের কাজ
বড় ধর্ম্ম পরউপগার।
ধর্ম্ম দেখি কর কাজ শুন হে বানররাজ
তোমার রহুক জসভার॥
রাত্রি দিবা ক্রন্দন আহার পানি বর্জ্জন
কেমতে রহিবে জীবন।
চক্ষুর জল নাহি রহে প্রবোধে ভাই স্থির নহে
দেশে ভাই না করিলা গমন॥
শোকসাগরে কর পার তুমি কর প্রতিকার
সীতা দেবীর করহ উদ্ধার।
তিন জন দেশান্তরি তুমি মিত্র দ্রঢ় করি
সব দুঃখ নাস হে তাহার॥

(পৃঃ ১৭।১)

শেষ,—

সম্পাতি বলে বাহু তুলিয়া নৃত্য আমি করি।
রাম রাম বলিতে হইল পাখাসারি॥
নুতন দুই পাখা হইল দেখিতে সুন্দর।
রাম জয় বলি ডাকে সকল বানর॥
দেখিয়া সকল বানর আনন্দ অপার।
রাম রাম বলিয়া সাগরে হইব পার॥
বানর সম্ভাসিয়া পক্ষ উঠিল আকাশে।
দুই পাখ সারিয়া জায় আপনার দেশে॥
পিতা পুত্র পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লইয়া গেলা অঙ্গদ দক্ষিণ সাগর॥
কীর্ত্তিবাস কবি করিলা অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল কিস্কিন্ধাকাণ্ড॥ * ॥

১৪৪। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৪৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৫ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

চারি কাণ্ড পোতা গাইলাম রামায়ণ ভীতর।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড সুনিতে সুন্দর॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লইয়া গেল অঙ্গদ দক্ষিনসাগর॥
তর্জ্জে গর্জ্জে বাণরকটক ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর গনিল প্রমাদ॥
দিগ বিদিগ নাহি দেখে আকাষমণ্ডল।
কলরব করে সব সাগরের জল॥ ইত্যাদি

মধ্য,—

সূর্য্যাস্ত জায় জখন বেলা অবসান।
লঙ্কা প্র[বে]সিল তখন বির হনুমান॥
আলো করি উঠে চন্দ্র গগনমণ্ডলে।
ভালোমতে হনুমান লঙ্কা নেহালে॥
রাজার দুয়ারে দেখে দুয়ারি প্রহরি।
দুর্জ্জয় রাক্ষস সব বিসম অস্ত্রধারি॥
সেল সুল শক্তি জাট মুসল মুদ্গার।
খাণ্ডা ডাঙ্গুষ টাঙ্গি ছুরি ভয়ঙ্কর॥
পর্ব্বতপ্রমান হস্তি কনকে রচিত।
নানা বর্ন্নে ঘোড়া দেখে রত্নে বিভুষিত॥
লঙ্কাপুরের সোভা দেখে পবননন্দন।
ফল ফুল বৃক্ষ দেখে অতি সুসোভন॥
পরম সুন্দর ঘর দেখিতে রুপস।
ঘরের উপর সোভে রত্নের কলস॥
নানা বর্ন্নে ঘর সব হিঙ্গুল হরিতাল।

মনি মানিক বান্ধা মেঝ্যের সান কাচঢাল ॥
ঘরের উপর সোভা করে সুবর্ন্নের বারা।
চারি ভীতে সোভে দেখ গজমুকুতার ঝারা॥
ধ্বজ পতকা প্রতি ঘরের চালে উড়্যে।
রাজার ঘর পাত্রের ঘর কিছু নাহি নড়ে॥
ঘরের ভিতর সোভা করে বিচিত্র সিংহাসন।
শেত নেত বহুতর বিচিত্র বসন॥ (পৃ০৮।১)
সাগর লঙ্ঘিলাম আমি বড় প্রতিআষে।
চাহিয়া না পাইল সিতা আওয়াসে আওয়াসে॥
কার সনে যুক্তি করিব নাহিক দোসর।
চিন্তে গুনে হনুমান রাত্রি বিস্তর॥
কান্দে বির হনুমান লঙ্কায় বসিয়া।
রামের কার্য্য না করিলাম লঙ্কায় আসিয়া॥
কোন কোন স্ত্রির মুখ না কৈলাম নিরক্ষন।
অর্দ্ধ রাত্রি সিতা চাহি কৈলাম জাগরণ॥
অর্দ্ধ রাত্রি গেল আমার আছে অর্দ্ধ রাতি।
তবু না পাইলাম আমি সীতা লক্ষ্মীসতি॥
বল বুদ্ধি বিক্রম আমার প্রভুর ভকতি।
সকল নষ্ট কৈল পক্ষরা[জ] সম্পাতি॥
তার বোলে ভর করিয়া লঙ্ঘিলাম সাগর।
এতো দুঃখ পাইলাম আসি দেশ দেশান্তর॥
সিতা জদি জিতেন অবস্য আসি দেখি।
রাক্ষশের ভয়ে প্রাণ ছাড়িলা জাম্বুকি॥
সিতা না দেখিয়া জাই রঘুনাথের পাস।
সিতার বার্ত্তা না পাইলে রামের বিনাস॥
রামের মরনে মরিবেক রাজা সুগ্রিবে।
তার উমা প্রান দিবে সুগ্রিবের ভাবে॥
অঙ্গদ যুবরাজ মরিবে বালির নন্দন।
কিচকিন্ধা নগরে মরিবে জতো বানরগন॥
লক্ষন বির প্রান দিবে রামের মরণে।
দেসে বার্ত্তা পাইয়া মরিবে ভরথ সক্রঘনে॥
তাবত মরিবে অগ্নি করিয়া প্রেবেস।
পাত্র মিত্র মরিবেক রঘুবংশের দেশ॥
লঙ্কা হইতে আমি নাহি করিব গমন।
লঙ্কার ভীতর আমি তেজিব জিবণ॥
হাতে দণ্ড করি আমি হইব সন্যাসি।
সাপ দিয়া রাবনে করিব ভস্মরাসি॥
চন্দনকাষ্ঠের করিব সি(চি)তা সাগরের কুলে।
অগ্নিকার্য্য করিব আমি কি কাজ শরিরে॥
রাম লক্ষ্মন সীতা আছেন বড় পৃত আসে।
সুন্দরাকাণ্ডে সুন্দর গীত গাইল কির্ত্তিবাসে॥*॥
(পৃ০ ১০।১-২)

শেষ,—

ব্রহ্মা বলেন সুন রাম জগত ঈশ্বর।
আজি হতে শেতু হইল রামেস্বর॥
জাঙ্গালের উপর বসিবে জতো লোক।
পরম সুখে বসিবেক নাহি রোগ সোক॥
উত্তর কুলে স্নান করিলা রাম নারায়ণ।
সেই জল স্পর্শ করিলা যত দেবগন॥
অগ্রে স্পর্শ করিলেন দেব পঞ্চানন।
তৎপরে ব্রহ্মা করিলা পরষন॥
ইন্দ্র চন্দ্র বাইউ বরুণ যত দেবগন।
সভে পরষিলা জলা হয়্যা ভক্তিমন॥
জেই স্থানে স্নান করিলেন প্রভু নারায়ণ।
সেই হতে পুনা[ ]ক্ষত্র হইল ততক্ষণ॥
শেতবন্দ রামেস্বর যেই জন সুনে।
শরীরের পাপ ভষ্য হয় ততক্ষনে॥
ব্রহ্মা শিব বিদায় হইলা দুই জন।
সবংশেতে মার গীয়া লঙ্কার রাবণ॥
এত বলি বিদায় হইলা দেবগন।
লঙ্কা প্রেবেসি তবে চলেন নারায়ণ॥
অগ্রে পার হইল জতেক বানরগন।
তার পশ্চাতে সুগ্রিব বিভিষন॥
তার পশ্চাতে পার হইলা শ্রীরাম লক্ষ্মন।

তবে পার হৈলা সব সেনাপতিগন ॥
রাম লক্ষন পার হৈলা জগত অধিপতি।
পশ্চাতে হইলা পার সব সেনাপতি ॥
জেই কুলে সীতা আছেন সেই কুলে রাম।
দুরে ছিলা দুই জন হইলা এক গ্রাম ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডীত জীবের করিতে হিত।
জগত তারণ হেতু রামায়ন গীত ॥
রামায়ন গীত ইহা অতি সুধাখণ্ড।
এত দুরে সমাধান সুন্দরাকাণ্ড।*॥

১৪৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার,১৫$\frac{1}{8}$ × ৫$\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১১৯। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল সন ১২৩৬ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

বন্দ গেল সিন্দু রামচন্দ্র হইলা পার।
দেখিয়া রাবণ রাজার সভয় অন্তর ॥
চিন্তয়ে রাবণ রাজা গুণে মনে মনে।
শুখ শারণ দুই চরকে ডাক দিয়া আনে ॥
তোরে বলি সুখ শারণ সেনার প্রধান।
রামের কটক আইল কতো দেখ বিদ্যমান॥
দুত হয়্যা কি কর্ম্ম করহ লঙ্কাপুরে।
নর বানর আসিয়াছে আমা মারিবারে ॥
বনপষু বনজন্তু না চিনে রাবণ।
তে কারণে আমা সহ করিবেক রণ ॥
কতো বানর মিলিয়াছে সুগ্রীবের সনে।
প্রত্যক্ষ্য জানিহ তুমি প্রতি জনে জনে॥
রাওছত্রি হই আমি না জানে বোন জনা।
লঙ্কা আসিয়া কেবা অগ্রে দিবে হানা ॥
কোন কোন সেনাপতি কার কিবা নাম।
সকল কটক চিনিবে হয়্যা সাবধান॥
রাম লক্ষ্মন জানিহ সুগ্রিব বিভিষনে।
প্রত্যক্ষ্য জানিহ তুমি প্রতি জনে জনে॥
কোনখানে বঞ্চে তারা কিরুপ ছাউনি।
কোন পথে বানরগুলা করিবে উঠানি ॥
রাজা[র] আজ্ঞা দুত বন্দিলেক মাতে।
রাজাকে প্রণাম করি চলিল তুরিতে ॥

মধ্য,—

রাম তোর জত অন্তর সুন রে রাবণ।
যত দুর গনি রাবণ পঙ্ক চন্দন ॥
শ্রগাল ব্যাঘ্রতে রাবণ যত দুর গনি।
যত দুর গনি রাবণ তৃণ আর আগুনি ॥
সিংহ ব্যাঘ্রতে যদি উপমা দিতে পারি।
রামকে তোকে রাবণ তবে প্রতিজোগি করি॥
মক্ষিকা হয়্যা সহিতে চাহ পর্ব্বতের ভার।
খুদ্র হইয়া নিন্দা করিস পূর্ন্ন সশোধর ॥

(পৃঃ ১০।২)

ধন্য মাল্যানি বলে করিতে জাবে রণ।
মাএর এক সত্য তুমি করাহ পালন॥
বৈকুণ্ঠের নাথ সেই প্রভু গদাধরে।
বানাঘাত কর পাছে রামের শরিরে ॥
অতিকা বলেন মাতা করি নিবেদন।
ন্যায় জুর্দ্ধ করিব কেবল লইয়া লক্ষ্মণ॥
অধমে কৃতার্থ যদি করেন গদাধরে।
প্রাণ সমর্পণ করিব রাম বরাবরে ॥
অতঃপর বিদায় মাতা তোমার চরণে।
এ জনমের মত আর নাহি দরসনে॥
মায়েরে প্রণাম করি রাবণকোঙর।
রামজয় শব্দ করি ডাকে উচ্চস্বর॥
আনন্দিত হইয়া তখন চারি বির সাজে।
রুশিয়া প্রেবেস কৈল সংগ্রামের মাঝে ॥

ছয় সেনাপতি ঠাট ছয় অক্ষহিনী।
কটকের পদভরে কাপিছে মেদুনী॥
ধুলায় অন্দকার করি জায় রাক্ষস বির।
ঠেলাঠেলি হইল গীয়া গড়ের বাহির॥

(পৃঃ ৩৬।১)

তিন ভাই পড়িল দুই খুড়া জোর্দ্ধাপতি।
অনুমান করিছে অতিকা মহামতি॥
বানরের সনে জুর্দ্ধ কোন প্রয়োজন।
নয়ান ভরি দেখি গীয়া রাজীবলোচন॥
আনন্দে অতিকা জায় রাম দরশন।
মার মার করি আইসে জত বানরগণ॥
দেখিয়া বানরের রঙ্গ অতিকার হাষ।
বিনা ভয় পৃত নাহি বুঝিলামাভাষ॥
হাসিয়া অতিকা দিলা ধনুকে টঙ্কার।
সর্গ মত্ত পাতালে লাগিল চমৎকার॥
ভয় পায়্যা বানর সব পড়িল শঙ্কটে।
পলায় বানরগন না রহে নিকটে॥
ডর পাইয়া জত বানর করে পলায়ন।
বলিতে লাগীল তবে রাবণনন্দন॥
আমার রোশের জোগ্য নহ বানরগন।
কেন পলাইয়া জাহ লইয়া জিবন॥
পাইয়া কথার পৃত বানর সকল।
আপনা আপনি বলে পথ ছাড়ি চল॥
রিপু সম নাহি দেখে বলে বলাধিন।
কাপ পথ ছাড়ে রামের আরতি বিহন॥
জেখানে বশায়্যা আছেন কমললোচন।
সেইখানে অতিকা বির দিল দরশন॥
সভা করি বসিয়াছেন কমললোচন।
বামেতে শুগ্রিব রাজা দাক্ষেনে লক্ষন॥
পদতলে বসিয়াছে ধার্ম্মিক বিভিষন।
জাম্বুবান আদি সভে করিছে স্তবণ॥
একদৃষ্টে দেখে বির শ্রীরাম লক্ষন।
রূপ দেখি মোহ পাইল রাবননন্দন॥
রথে হৈতে অতিকা নামিল ভূমিতলে।
সজল নয়নে প্রনাম রামপদতলে॥
কিত্তিবাষ পণ্ডীতের কবিতা বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল অপূর্ব্ব রামায়ণ॥ * ॥

(পৃঃ ৩৭।২)

সুন হে গোসাঞি তুমি কিছু যে বলিয়ে আমি
আমারে মারিলে কি কারন।
আমি রঘুনাথের দাস মোরে করিলে নৈরাস
আজি হইল লক্ষ্মনের মরন॥
ভরথ আমার নাম সুন বাপু হনুমান
আমি হই রঘুনাথের ভাই।
চৌর্দ্দ বৎসরের সুখ রাম বিনে পাইল দুখ
আজি রামনাম সুনিল তোমার ঠাঞি॥
এতো কহি ভরথ রাজা তবে কহে বানর তেজা
সুন রাম লক্ষ্মনের কল্যান।
তোমার কঠিন হিয়া তিলেকে নাহিক দয়া
বনবাসে দিয়া প্রভু রাম॥
বিষ্ণু অংশে তোমার জন্ম করিলে দারুন কর্ম্ম
রামচন্দ্রে বনবাস করি।
রার্য্যখণ্ড পাইয়া মোনে বসি রাজসিংহাসনে
রামচন্দ্র হইলেন ভিকারি॥
বনবা[সে]স শ্রীহরি খর দুষন মারি
সিতা চুরি করিল রাবন।
সুগ্রীবেরে কার মিত খণ্ডিল রামের ভিত
সেতবন্ধ করিলা বন্ধন॥
গিয়া রাম লঙ্কাপুরি কুম্ভকর্ন্ন আদি করি
জত বির করিল নিধন।
রনে আইলা রাবন করিলা বিস্তর রন
সাক্তিসেলে পাড়িল লক্ষ্মন॥
রামের ক্রেন্দন সুনি সুসেন বেজ বলে বানি
জাহ হনু গন্ধমাদন।

ঔসধি আনিবে জবে লক্ষ্মন জিবেন তবে
প্রাত[:]কালে লক্ষ্মনের মরন ॥
অপরাধ নাহি করি আমারে বাঁটুল মারি
কেনে রামের না চিন্ত কুসল ।
তুমি লইলে রার্ঘ্য ধন রামচন্দ্র গেলা বন
সোকে রাম হইয়াছেন দুর্ব্বল ॥
স্থনি হনুমানের কথা ভরথে লাগিল বেথা
শ্রীরাম বলিয়া ভরথ কান্দে ।
কোথা গ্যেলে পাব রাম ত্রিভুবনে অনুপাম
কিত্তিবাসের নাচাড়ি প্রবন্ধে ॥* ॥
(পৃঃ৮৯।১-২)

শেষ,—

রত্ন সিংহাষনে বসিলা রাম নারায়ন ।
পুত্র হেন পালেন জতেক প্রজাগন ॥
দুরন্ত রাক্ষষ মারি রাম গেলেন ঘরে ।
ত্রিভুবনের মুনি মিলে একোত্র জুক্তি করে ॥
সর্গবাসি পাতালবাসি আর মর্ত্তবাসি ।
একোত্রেতে হইলা জত ত্রিভুবনের রিসি ॥
মুনি সব বলে রাম রাখিলে ত্রিভুবন ।
অজোধ্যায় জাইয়া চল দেখি নারায়ন ॥
ইন্দ্রজিতে মারিলেন জেই বির লক্ষ্মন ।
তাঁর তরে পুষ্প লহ জত মুনিগন ॥
ত্রিভুবনজই বির ইন্দ্রজিতে মারে ।
পুষ্পমাল্য দিব গলে লক্ষ্মনের তরে ॥
দেবরিসি ব্রহ্মরিসি রাজরিসিগন ।
ত্রিভুবনের মুনি হইলা একোত্রে মিলন ॥
ত্রিভুবনের মুনিগন হইলা একত্তরে ।
রামধ্বনি করি জায় অজোধ্যানগরে ॥
সর্ব্ব মুনি মনে মনে করেন তথন ।
আমাদিগের এমন দসা করিবেন নারায়ন ॥
এই জুক্তি মনে করি চলিল মুনিগন ।
অন্তর্জ্জামি ভগবান জানিলা কারন ॥
সকল মুনি উপস্থিত অজোধ্যা নগরে ।
রামনাম মন্ত্র জপেন ধিরে ধিরে ॥
কিত্তিবাষ পণ্ডিত লোকের কৈলা হিত ।
জগতে করিলা তিহোঁ রামায়ন গিত ॥
রামায়ন গিত করিলা অমৃতের ভাণ্ড ।
এত দুরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড ॥ * ॥

১৪৬। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ ; আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৯—৪২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। ৪১ সংখ্যক পাতাখানি অপর পুথির।

আরম্ভ,—

পাত্র মিত্র অজধ্যায় দাস দাসি জেবা ।
সভারে বলিয় জেন করে মহারাজার শেবা ।
শুনিয়া সুমন্ত হল জিয়ন্তেতে মরা ।
বদন বাহিয়া পড়ে নয়ানের ধারা ।।
লক্ষন বলেন সুমন্ত না কর্য্য বিশাদ ।
কেকৈ মাএরে কয়ো আমার সংবাদ ।।
তার বাড়া ত্রিভুবনে নাহি কঠিন হিয়া ।
বনচারি করিলেন জটা বাকল দিয়া ।।
অজধ্যার কণ্টক তার ঘুচিলাম জঞ্জাল ।
ভরথে লইয়া জেন করেন ঠাকুরাল ॥
আজি হৈতে রামনামে দেন জলাঞ্জলি ।
ভরথে লইয়া জেন করেন ঠাকুরালি ॥
ভরথে লইয়া করুন অজধ্যার সুখ ।
অজধ্যার সুখে আমাদিগে৷ বিধাতা বৈমুখ ॥
সুনিঞা সুমন্ত কান্দে সিরে মারি ঘা ।
জল ছাড়া মিন জেন আছাড়য়ে গা ॥
সুমন্তকে দেখ্যা রাম তুলে নিল কোলে ।

বদন মোছান রাম সুভাশিত জলে ॥
রামচন্দ্র বলেন সুন সুমন্ত শারথি।
না বুঝিয়া কহিলে কথা লক্ষন সিসুমতি ॥
রাম বলেন সুমন্ত আমার দিব্ব্য লাগে।
লক্ষনের শম্বাদ না কহিয় তার আগে ॥
দণ্ডেক ডাঁড়ায় তুমি আমার শাক্ষাতে।
বাকল পর্য্যাছি আমরা জটা পরি মাথে ॥
বনান জটা দিয়াছেন কৈকৈ জননি।
জটাধারি দুই ভাই দেখ্যা জাও তুমি ॥

মধ্য,—

পরিচয় দিয়া জা গো মোরে।
আগে কাহার নন্দন ভাই দুই জন
কেনে আল্যা বন ঘোরে ॥
কোন দেসে ধাম কহ কিবা নাম
জিজ্ঞাসা করএ আসি।
মাগি পরিচয় দেহ মহাসয়
কেন হৈলা বনবাসি ॥
রবিকুলসুত রাজা দষরথ
তার সুতা আমি রাম।
সঙ্গে সহদর প্রানের দোসর
লক্ষন ইহার নাম ॥
জনকের সুতা নাম ইহার সিতা
বৈমুখ মোরে বিধাতা।
সত্যের কারনে সতাই বচনে
বনবাষ দিল পীতা ॥
রাম কথা সুনি মুনির ঘরনি
সিতারে করি পরিহার।
আগে আগে জান ফিরে ফিরে চান
উনি কে হন তোমার ॥
সুয্যবংসে জন্ম মোর পুর্ন্ন ব্রহ্ম
তপস্যায় পেয়্যাছি।
ধনুর্ব্বান হাথে মোর দেউর পশ্চাতে
সুন পরিচয় দিই ॥
জনক নৃপতি মি[থি]লায় বসতি
কাঞ্চন রচিত ধাম।
তাহার নন্দিনি কুলকলঙ্কিনি (?)
জানকি আমার নাম ॥
(পৃঃ ৩১।১-২)

১৪৭। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১৪+৫ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৪৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৮ সাল। সম্পূর্ণ। এক স্থানে নিধিরামের ভণিতা আছে (পৃঃ ৩৭)।

আরম্ভ,—

আদিকাণ্ডে রামের জন্ম [সি]তা দেবির বিভা।
অজুধ্যাতে বনবাস ভরথে রাজ্য দিয়া ॥
হরি বল সকলে বদনে বন্ধু জন।
অরন্যকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবণ ॥
অপুত্রের পুত্র হয় নিধনের ধন।
শ্রবনে পরমানন্দ পাপ বিমোচন ॥

ইহার পর ১৩৩ সংখ্যক পুথির সহিত সাদৃশ্য আছে।

মধ্য,—

[f] সংসপারে জিজ্ঞাসে কমললয়ান।
তুমী নাকি জান সিতা দিলা পিণ্ডদান ॥
বালি পিণ্ড হেতু বিক্ষ ভাবে মোনে মোনে।
দিয়াছে বালির পিণ্ড বলিব কেমনে ॥
কখন দিলেন পিণ্ড জানকি সুন্দরি।
আমি ত না দেখি রাম সকল চাতুরি ॥

লাজে অধমুখি হল্যা জনকতুহিতা।
কোপভরে সিংসপারে সাপ দিলা সিতা॥
জাহার ফুলের জায় জোজনেক গন্ধ।
অলিকুল আকুল লোভিত মকরন্দ॥
জানকি বলেন গন্ধ হইবে নির্ম্মুল।
আজি হইতে গন্ধ নাহি সেমুলের ফুল॥

(পৃঃ ৩।১)

ইহার পর ৪।১—৬।১ পত্র পর্য্যন্ত গয়ামাহাত্ম্য।

জটা বাকলধারি রাম তপস্বির বেস।
ভ্রমন করিয়া রাম বেড়ান দেসে দেস॥
জানকি বলেন প্রভু নিবেদন করি।
শ্রান্তজুক্ত হলাম আর চলিতে না পারি॥
মুনির আশ্রম দেখা বান্দহ কুটির।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রান হয় হে বাহির॥
রামচন্দ বলেন সিতা জনকনন্দীনি।
অগুপ্ত আশ্রমে আজি বঞ্চিব রজনি॥

(পৃঃ ১৫।১)

ক্ষেন মাত্র নাহি ঘুচে হাথের ধনুক।
কহিতে লক্ষনে[র] কথা বিদরএ বুক॥
রাম সিতা কুটিরে থাকেন লক্ষন বাহিরে।
মেঘ বিষ্টী পড়ে সব মাথার উপরে॥
বসন নাহিক অঙ্গে পরিধান বাকল।
কর দিয়া মোছেন সব গউর অঙ্গের জল॥
ভাদরে উদরজালা কে সহিতে পারি।
দিনে তুই তিনে মেলে ফল তুই চারি॥
ফল মুল আনিয়া রামচন্দে তুসি।
রাম নাহি জানেন ভাই থাকেন উপবাসি॥
আস্বিনে অম্বিকা পুজা এ ভব সংসারে।
রিসি তপসি নানা আয়জন করে॥
নানা ফল মুল লক্ষন রামকে দেন আনি।
ঘট পাতি পুজা করেন দেবি কার্ত্তায়নি॥
কার্ত্তিকে সিসির পড়ে বড়ই তুস্কর।
বাকল জটা ভেজে তাতে না হন কাতর॥
অগ্রহায়নে সস্ত প্রথিবি প্রচুর।
সংসার সম্পূর্ণ্য সস্ত গন্ধ জায় তুর॥
রাম দেব পিতৃকির্ত্তি করেন হরিসে।
নবান্ন দিবস প্রভুর উপবাস সেসে॥
সিতের সময় এল হইল পৌস মাস।
হিমাল[য়] হৈতে এল্য তুরন্ত বাতাস॥
নানা কাষ্ঠ আনিয়া থাকেন অগ্নি মাঝে।
সিতে দেহ থর থর দন্তে দন্তে বাজে॥
বসন নাহিক অঙ্গে পরিধান বাকল।
তুখে তুখে তিন জনে হইলা তুর্ব্বল॥
মাঘেতে মকরজাত্রা সংক্রান্তি তিথি।
প্রাতস্নান করেন রাম অখিলের পতি॥
তুরন্ত বসন্ত আইল পঞ্চমি তিথি।
ঘটে ডাল পাতি পুজেন দেবি সরস্বতি॥
ফল মুল লক্ষন বনেতে জেয়া আনি।
সরেস্বতি করেন পুজা দেব চক্রপানি॥
ফ[া]গুনে দিগুন তুখ পুড়িছে অন্তর।
নিরন্তর পড়ে মনে অজধ্যা নগর॥
অরন্যকাণ্ড গাইল রামের বনবাস।
যুনিতে অপূর্ব্ব কথা পাপের বিনাস॥ • ॥

(পৃঃ ২১।১-২)

রাম বলেন প্রিয়া জিবনে নাহি আসা।
তুখ তুর করি দোহে খেলি বস্যা পাসা॥
রাম সঙ্গে বসে পাসা খেলেন জানকি।
পন করে খেলেন পাসা লক্ষন কর‍্যা সাথি॥
সিতা বলেন হারিলে হার দিব তোমার গলে।
তুমী হারিলে অঙ্গরি লইব বলে ছলে॥
কালি রাজি নিলা গোটি জানকি সুন্দরি।
জয়দ সবুজ নিলা দয়াময় হরি॥
সিতা সঙ্গে বস্যা রাম খেলেন পাসা সারি।
রামের তু তুয়া পড়িল সিতার তুয় চারি॥

পুন রাম পেলেন দান বড়ে পওবার।
রাম বলেন সিতা পাসায় পাচ্ছে হার॥
জানকি ফেলেন দান পড়ে ছ-তিন নয়।
সিতা বলেন প্রভু দেখি মর জয়॥
পাসা খেলেন রাম সিতা চান চারি পানে।
লক্ষন বলেন মা চিন্তা কর কেনে॥
রাম সঙ্গে জানকি খেলেন পাসা সারি।
হেন কালে এলো মারিচ মায়ারূপ ধরি॥

(পৃঃ ২৮।২-২৯।১)

শেষ,—

আনন্দে লক্ষন সঙ্গে চলিল শ্রীহরি।
সমুখে দেখেন রাম রিস্বমুখ গিরি॥
নানা জাইত বিক্ষ দেখেন পর্ব্বত উপর।
ফল মুলে পরিপুর্ণ্য অতি মনহর॥
চারি দিগে সোভা করে চন্দনের তরু।
থরি থরি তুথরি তেথরি দেবদারু॥
বকুল বদরি বেল পরম উজ্জল।
অম্ব কাটাল আদি নানা ফুল ফল॥
পর্ব্বত দেখিয়া রাম হৈলা আনন্দীতা।
পর্ব্বতে পাইব আজি সুগ্রিব মর মিতা॥
পথশ্রমে ঘর্ম্ম পড়ে বাহিয়া বদন।
হাথে গাণ্ডিবানে পর্ব্বতে উঠে নারায়ন॥
লক্ষন সহিত উঠেন গাণ্ডিবান হাথে
উঠিলা জানকিনাথ পর্ব্বত রিস্বমুখে॥
পর্ব্বতের আনন্দের কথা কে বলিতে পারে।
ব্রহ্মার বাঞ্চিত পদ জাহার উপরে॥
পর্ব্বত উপরে প্রভু গাণ্ডিবান হাথে।
পথশ্রান্তে পর্ব্বতে ডাঁড়ান রঘুনাথে॥
অঙ্গের বরন জেন ইন্দনিলমুনি।
অরুনবিন্দিত রাঙ্গা চরন দুখানি॥
সুললিত মৃনাল জিনিয়া ভুজদণ্ড।
দক্ষিনে অজয় তুন বামেতে কোদণ্ড॥
সিংহপুর্চ্চ জিনি উচ্চ মধ্যদেস সোভা।
কত কোটি চন্দ জিনি বদনের আভা॥
রিস্বমুখ দেখিয়া প্রভু রামের উল্লাস।
অরন্যকাণ্ড সমাপ্ত গাইল কিত্তিবাস॥
কিত্তিবাসের কথা কেবল অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হৈল অরন্যকাণ্ড॥ * ॥

১৪৮। রামায়ণ- কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ; আকার, ১৪ + ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৩৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল,সন ১২০৮ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ—,

১৩৪ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

ভাদ্র মাসে রঘুনাথ করেন ক্রন্দন।
রাম কন সিতা আর না পাব লক্ষন॥
সিতার অঙ্গ সদৃস করিতাম দরসন।
দেখিয়া করিতাম ভাই সোক নিবারন॥
মুখের সদৃস দেখিতাম বিধুবর।
মেঘে আচ্ছাদিল তাথে গগন উপর॥
নয়ন সদৃস জলে ইন্দু(ন্দী)বর দেখি।
মোর কর্ম্মফলে তারা জলে হৈলা লুকি॥
রাজহংস প্রিতিতুল্য সিতার গমন।
মর কর্ম্মফলে তারা গেলা অন্য বন॥
ডাহুক কোকিলগন নিরন্তর ডাকে।
কতেক উন্মাদ উঠে জানকির সোকে॥
এমনি কান্দিতে তার গেল ভাদ্র মাস।
কিস্কিন্দাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস॥

(পৃঃ ২৬।১—২)

হিমালএ আছিলেন যুপারস্থ বির।
বাপ সম্ভাসনে আইসে দুর্জ্জয় স্থবির॥
পাথ পসারিয়া বির উঠিল আকাসে।
বাপ সম্ভাসনে আইসে মনের হরিসে॥
মহাবির আইসে জেন প্রলএর ঝড়।
পর্ব্বত পাথর গাছ করে মড় মড়॥
দস হাজার হস্তি ঘোড়া আনে নোখে করে।
বিরভাগ সম্পাতি দেখে নয়ান ভরে॥
সম্পাতি বলেন সভে যুনহ উত্তর।
বিরভাগ এস রাখি পাথের ভিতর॥
দক্ষিন বায়েতে থয়া আইল অনেক দেস।
ত্রিনবুন্দ পর্ব্বতে আসি করিল প্রেবেশ॥
বাপেরে আসিয়া পক্ষ করিল প্রনাম।
বিরভাগ দেখি তবে পিতারে যুধান॥
সম্পাতি বলেন বাছা ভাগের নাহি লেখা।
যুর্য্যসাপে মুক্ত হইলাম সঞ্চারিল পাথা॥
ভারথভুমেতে জন্মেছেন ভগবান।
পিতার সত্য পালিবারে বোন আইলা রাম॥
বনচারি হয়াছেন হরি সিতা সঙ্গে করা।
বনে হৈতে রামের লক্ষি রাবন নিল হরা॥
এমন বেলায় প্রভুর কর উপগার।
পিষ্টে করি বিরভাগ সুমুদ্র কর পার॥
বাপের পাথ দেখে পুত্রের হরসিত মন।
একে একে বন্দে বিরভাগের চরন॥

(পৃঃ ৩৬।১-২)

শেষ,—

১৩৪ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

১৪৯। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৬৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

চারি কাণ্ড পুথি রামাঅনের ভিতর।
সুন্দরাকাণ্ডের কথা সুনিতে সুন্দর॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
বানরকটকে আইল দক্ষিন সাগর॥
বানর সকল তথা ছাড়ে সিংহনাদ।
সুমুদ্রের জল দেখি গনিছে প্রমাদ॥
বড় বড় বানরের লম্বা লম্বা পেট।
সাগরের ডেউ দেখি মাথা করে হেট॥
দিগবিদিগ নাহি সাগর মণ্ডল।
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জল॥
সাগরের ডেউ দেখি পর্ব্বতপ্রমান।
দেখিয়া বানরগনের উড়িল পরান॥
সুমুদ্রতরঙ্গ দেখি সভে পেল তরাস।
অঙ্গদ বানরগনে দিছেন আশ্বাস॥

মধ্য,—

জানকি বলেন বাছা হনুমান আস্ত।
প্রভুর মঙ্গল কহ মোর কাছে বস্ত॥
এস পুত্র হনুমান বস্য মোর কাছে।
প্রাননাথ দেবর লক্ষন কেমন আছে॥
আনন্দে পুল্লিত হলেন জনকের ঝি।
হের য়েস হনুমান তোরে কোলে করি নি॥
হনুমান বলেন মা সুন তোমারে কই।
জাতি বানর তোমার কোলের জোগ্য নই॥
জগতজননি তুমি ত্রিজগতের মা।
জন্ম সার্থক হবু মাথায় দেহ পা॥

চরন মাথে দেহ মা দেখিএ নয়ানে।
জনম সার্থক আমার হল্য এত দিনে॥
সোক তেজ মুছ মা নয়ানের জল।
আমার ঠাক্রি শুন তোমার রামের মঙ্গল॥
দিবস রজনি নাহি সয়ন ভোজন।
সদাই তোমার লেগে রামের রোদন॥
রামের আসির্ব্বাদ মা লক্ষনের নমস্কার।
তোমার সোকে দুই ভাই অস্তি চর্ম্ম সার॥

(পৃঃ ২২।১)

পঞ্চ পাত্র সঙ্গেতে করিয়া বিভিসন।
কান্দিতে কান্দিতে ধরে মাএর চরন॥
তোমার আজ্ঞা লয়্যা মাতা রাবনে বুঝালাম।
বুকে লাথি মারে রাবন অপমান পেলাম॥
জন্মের মত বিদায় হইলাম তোমার পায়।
কি করিব কোথা জাব স্থান বলে দায়॥
নিকসা বলেন তুমি হয়্যাছ অমর।
তুমি ত হইবে বাছা লঙ্কার ইস্বর॥
লক্ষ্মি এনে সবংসে মরিল রাবন।
তোমার রহিল বাছা রত্নসিংহাসন॥
জন্মান্তরেতে আমি কত অপস্যা করিলাম।
তোমা হেন পুত্র আমি উদরে ধরিলাম॥
মুখ চুম্বন করিয়া করে আসির্ব্বাদ।
পরিপুর্ন হইবেক তোমার মনের সাধ॥
বিভিসন বলেন মা আসির্ব্বাদ কর মোরে।
পদছায়া জেন হরি দেন গো আমারে॥
কুবেরের জেষ্ট ভাই তোমার দাসির দাস।
তার অনুমতি নাও জেয়া হওগা দাস॥
প্রনাম করেন কত নিকসার পায়।
পঞ্চ পাত্রে বিভিসন হইলা বিদায়॥
বিভিসনের স্ত্রী তখন সরমা সুন্দরি।
গলে বস্ত্র [দিয়া] বিভিসনের পায়ে ধরি॥
তুমি ছেড়ে জাবে নাথ তার নাহি দায়।
দায়া পুত্র লয়্যা চল ধরি হরির পায়॥
কন্তা পুত্র রেখে নাথ কোথাও থুয়া জাবে।
আমি জদি মরি তবে বধের ভাগি হবে॥
বিভিসন বলে রানি না কর রোদন।
মোর বোলে সেবা কর লক্ষ্মির চরন॥
অবনিতে আছেন মাতা অজনিসম্ভবা।
রাত্রি দিন করিবে তাহার পদসেবা॥
কন্যা পুত্র লয়্যা তুমি তাঁর হয় দাসি।
মাতার পালন তুমি কর্য দিবা নিসি॥
পুত্র কন্যা রানি সঙ্গে চলিলা বিভিসন।
সিতার পাদপদ্মে লয়া করেন সমর্পন॥
লঙ্কা হইতে তেড়্যা দিল দসানন ভাই।
দারা পুত্র রাখ আমি রাম পাসে জাই॥
রাবনের না রাখিব করিতে তর্পন।
তোমার পাদপদ্মে রানি করিনু সমর্পন॥

(পৃঃ ৫৭।১-২)

শেষ,—

রামচন্দ্র বলেন বাছা পবনকুমার।
কিরূপে হইব বাছা সাগরের পার॥
জত জত বানর এসেছে দেসে দেসে।
তোমার বিক্রম জেনে দেসে দেসে ঘোষে॥
ছোট বানর হকু সাগরের পার।
ভুবন ভরিয়া জস ঘুসিব সংসার॥
রামের বচনে বির কারি দণ্ডবত।
টান দিয়া আনে বির দুর্জ্জয় পর্ব্বত॥
বিরভাগ সহিত রাম দেখেন আনন্দে।
সেই পাথরে নল বির দস জোজন বান্দে॥
সতেক জোজন নল বান্দিল সাগর।
রাম জয় ধ্বনি দিছে জতেক বানর॥
সত জোজন বান্দা গেল দিগেত দিঘল।
দস জোজন জাঙ্গাল আড়ে পরিসর॥
ব্রহ্মা আদি তুষ্ট হৈলা অষ্ট লোকপাল।

সাগরেতে রামচন্দ বান্ধিলা জাঙ্গাল ॥
রাম বলেন হব সভে সাগরের পার।
রাবন মারিয়া করিব সিতার উর্দ্ধার ॥
সবংসেতে বধিব লঙ্কার মক্ষ রাজা।
সেতবন্ধে কর‍্যা জাই ধনুর্ব্বানের পুজা ॥
পুজা করিবারে জত দির্ব্ব লাগে।
আয়জন করে সব দিছে পাত্রভাগে ॥
ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ জত উপহার।
দেখিয়া হইলা তুষ্ট বিষ্ণু অবতার ॥
সষ্টি দিবসে ধনুর্ব্বানের করিল বরন।
সপ্তমিতে পুজা করেন শ্রীরাম লক্ষন ॥
অষ্টমিতে পুজা করেন প্রভু ভগবান।
পার্ব্বতি সহিত হর হল্যা মুর্ত্তিমান ॥
নবমিতে পুজা করেন লঙ্কা করিতে জয়।
পার্ব্বতি সহিত সাক্ষাৎ হল্যা মৃত্যুঞ্জয় ॥
হর পার্ব্বতি বলেন প্রভু ভাগ্য করি মানি।
কি কারনে পুজা কর প্রভু চক্রপানি ॥
ভারথভূমে ভগবান হএচ অবতার।
রাবন মারিয়া কর সিতার উর্দ্ধার ॥ ইতি ॥

১৫০। রামায়ণ - অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা ও লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১৬¾ × ৫¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৫৬—২৯৮; ৵০—৫৲। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১১ পঙ্‌ক্তি। দুইখান পুথি যোড়া দেওয়া মনে হয়। অক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ। অযোধ্যাকাণ্ড—৫৬—৮৯।২ (অসম্পূর্ণ)। অরণ্যকাণ্ড—৮৯।২—১২২।১ (সম্পূর্ণ)। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—১২২।১—১৪৮।২ (সম্পূর্ণ)। সুন্দরাকাণ্ড—১৪৮।২—১৯৭।১ (সম্পূর্ণ)। লঙ্কাকাণ্ড—১৯৭।১—২৯৮, ৵০—৫৲ (সম্পূর্ণ)।

আরম্ভ,—

প্রনমিয়া জোড় হস্তে কহে প্রজাগন ॥
রঘুব সে রাজা রাম বিদিত সংসার।
চিরকাল রাজম্পদ না হএ তোমার ॥
চারি পুত্র মধ্যে তোমা রাম হএ জেষ্ট।
বংসের তিলক রাম সর্ব্বগুনে স্রেষ্ট ॥
শ্রীরাম নৃপতি তোমি কর অজোধ্যাত।
পরম কৌতুকে থাক অজোধ্যার নাথ ॥
এমত কৌতুক সুনি হাসে বির্দ্ধ রাজা।
ধন্য ধন্য বলিয়া প্রসংসে সর্ব্ব প্রজা ॥
সর্ব্ব রাষ্য মিলিয়া জে আদরিল রাম।
মনের বাঞ্চিত মোর সিদ্ধি হৈল কাম ॥
বসিষ্ট আনিয়া রাজা বলিলেক কার্জ্জ।
প্রজার বাঞ্চিত শ্রীরামেরে দিতে রাষ্য ॥
সেবকবৎসল রাম সর্ব্বলোকপৃয়।
সুভ জোগে শ্রীরামেত রাজধানি দেয় ॥
বিসেস বসন্ত কাল হইল প্রবেস।
শ্রীরামেত দিব রাষ্য প্রজার আদেস ॥
রাজা বোলে সুমন্ত সত্ত্যরে আন রাম।
প্রজাগনে সিদ্ধি কৈল মোর মনস্কাম ॥
রথে চড়ি সুমন্ত সত্ত্যরে চলি গেল।
শ্রীরামপুরেত গিয়া দ্বারিতে জানাইল ॥

মধ্য,—

নাচাড়ি দির্গছন্দ ॥

বনবাসে রাম জাএ প্রান মোর বাহির হএ
পাসানে বান্ধিল মো হিয়া।
মোর হৈল মতিনাস পুত্র দিল বনবাস
এই সোকে মরিমু পুড়িয়া ॥
হাহা রে দারুন বিধি মোর রাম গুননিধি
দিয়া কেনে না দিলি আমারে।

কি লাগি পাপিনি ঘরে বিধাতা আনিল মোরে
কেনে সত্ত্ব কৈল দুষ্ট সনে।
হৈল মোর মতি নাস জিবনের নাই আস
জেই ক্ষনে রাম গেল বন।
কি হইল মোরে দিয়া কেমতে ধরাইব হিয়া
কেমতে সহিব জে সন্তাপ।
আমার কর্ম্মেত ছিল আমা ছাড়ি পুত্র গেল
বধু আর লক্ষন কুমার।
কহে কবি কির্ত্তিবাস রামচন্দ্র পদে আস
সুনিতে মনেত দুক্ষ লাগে।
জেবা গাহে জেবা সুনে তারে তুষ্ট ভগবানে
লক্ষি স্থির হএ তার ঘরে॥ (পৃঃ ৭১।১)

বসিষ্টেরে সম্বোদিয়া ভরথে বোলএ।
নির্চয় শ্রীরাম রাজা না জাইব দেসএ॥
আজ্ঞা লয় কিরূপে পালিব রাজকাজ।
এতেক সুনিয়া তবে বোলে মুনিরাজ॥
ভরথ আদেস কর রএ রঘুমনি।
কোনমতে ভরথে পালিব রাজধানি॥
এত সুনি কহিতে লাগিল রাজা রাম।
রায্যপাট তোমি গিয়া কর নন্দিগ্রাম॥
পাত্র মিত্র তথাতে লইয়া রাযাখণ্ড।
অজধ্যাতে গিয়া ধর ছত্র নবদণ্ড॥
অজধ্যা নগরে আসি হৈব নরপতি।
চতুর্দ্দস বৎসর পরে আমি নরপতি॥
এতেক বলিয়া তবে বিদাএ দিল তাকে।
প্রনাম করিয়া দেসে চলে সর্ব্ব লোকে॥
প্রনাম করিল তবে সর্ব্ব জনে জন।
কান্দিতে কান্দিতে দেসে করিল গমন॥
চারি দিগে ভরথেরে বেড়ি জাএ দেসে।
অজধ্যাকাণ্ডে গাহিল পণ্ডিত কির্তিবাসে॥
কির্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
জার কণ্টে ভয় করে দেবি সরেস্বতি।
রামায়ন পুন্য সাস্ত্র জেবা গাহে সুনে।
ধানে ধনে পুত্রে পৌত্রে বাড়াএ কমললোচনে॥
রামায়ন সাস্ত্র জার ঘরেত থাকএ।
আউ জস লক্ষি তার ঘরে স্থির হএ॥
ইতি শ্রীরামায়নে অজধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত॥
নন্দিগ্রামে রাজা হৈয়া রহিল ভরথ।
আসা দুর হইল না হইল মনোরথ॥
রামভক্ত ভরথ চিন্তএ রহনিসি।
সর্ব্বসুখ এড়িল রাজা হইল তপস্বি॥
পাত্র মিত্র আছে জত আমাত্ত প্রধান।
ধরিল সন্যাসিবেস সর্ব্ব মতিমান॥
বৃক্ষছাল পৈরে মৃগচর্ম্মেত সয়ন।
এই মতে রহিল ভরথ সক্রঘ্নন॥
নৃপতির জেই বেস সব পাত্রগন।
রামসোকে সেই বেস ধরে সর্ব্বজন॥
রামের আদেস ছারে অজধ্যানগরি।
নন্দিগ্রামে রহিলেক করি দিব্যপুরি॥
প্রভাতে পাদুকা দুই নমস্কার করি।
মৃগচর্ম্মে বসি রাযা পালে অধিকারি॥
দিব্য গন্ধ পুষ্প মালাএ পানাই পুজা করি।
উপরে ধবল ছত্র পানাইতে ধরি॥
তার তলে দিব্য স্থান করি মনোরম।
মাথে জটা ভরথ রাজা বৈসে মৃগচর্ম্ম॥
সিংহাসনে থুইয়া উপরে ধল ছত্র।
তার তলে বসি রায্য করএ ভরথ॥
কৌসল্যার আজ্ঞা লৈয়া করে রাজকার্জ।
হেন মতে ভরথে পালএ পিত্রিরায্য॥
(পৃঃ ৮৯।২—৯০।১)

ঝাটে চল বিরবর জানকি উদ্দেস কর
সিগ্র জায় লঙ্কার ভিতর।
শ্রীরামের চন্দ্রমুখি আমি সবে নাহি দেখি
বিধি কৈলে দেখিমু তাহানে॥

ভয়ঙ্কর নিসাচরি দেখি মহাভয় করি
তার মধ্যে সিতা সুবদনি।
কে দিব তাহার পানি কান্দি পোসাএ রজনি
ব্যাগ্রকোলে জেহেন হরিনি ॥
তোমি গিয়া সাগর পার বানরে [ক]র নিস্তার
কটকের হৈব মহা জস।
রাম লক্ষন হরসিত সুগ্রিব জে সানন্দিত
ঘুসিবেক তোমার সাহস॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ১৫১।২)

কহিবারে লাগিলেক রানি মন্দোদরি ॥
হস্ত জোড় করি কহে প্রনতি বচন।
অনাথের নাথ তুমি অনাদিনিধন॥
তুমি জল তুমি স্থল তুমি জজ্ঞ ধর্ম্ম।
ত্রিভূবনজিব তুমি পুর্ন্ন সোনাতন॥
সুখাইব সমুদ্রজল ছুরে জাইব নির।
ধর্ম্মসাস্ত্র না থাখিব কবিলির থির॥
চন্দ্র সুর্য্য না থাখিব সাস্ত্র ধর্ম্ম বেদ।
জুগে জুগে তোমার বচন নাহি ভেদ॥
কির্ত্তিবস্ত ধর্ম্ম তুমি পুর্ন্ন সোনাতন।
আপনার সত্য রাথ আমার জিবন॥ * ॥

নাচাড়ি॥

জোড় হস্তে বোলে রানি সুন প্রভু চক্রপানি
নিবেদন সুন জগন্নাথ।
তুমি ত্রিভুবনগতি প্রলয় উৎপতি স্থিতি
মোর দুক্ষ নিবেদিমু কাতে॥
জথনে প্রলয় কালে সংসার ব্যাপিত জলে
মিনরূপে উদ্ধার বেদ চারি।(পৃঃ২০/১-২)

শেষ,—

কলস লৈয়া নিল বির উঠিল আকাস।
প্রভাত সমএ আইল সুগ্রিবের পাস॥
জল লৈয়া সুসেন জে চলিল সত্তর।
প্রভাতে চলি আইল সুগ্রিব গোচর॥
সতবলি মহাবির লইলেক পানি।
সুগ্রিব গোচরে আইল পোসাইতে রজনি॥
গএ গবাক্য সরভ গন্দ জে মাদন।
মহিন্দ দ্বিবিধ আদি গবাক্য চন্দন॥
ইন্দ্রজাল দধিগাল প্রসন্ন পলাসে।
বির সবে তির্থজল আনিল কলসে॥
রাজাগন পাত্রগন শ্রীরামের স্থান।
উপাদান জল আনি কৈল পরিমান॥
সুবর্ন্নের খাটে রাম জানকি সহিত।
সরজুর জলে স্নান করিল নির্চিত॥
বস্ত্র অলঙ্কার পৈরে গলে রত্নহার।
সিরেত মুকুট সোভে বিচিত্র আকার॥
চন্দ্র সুর্য্য দিপ্তি জেন করে অলঙ্কার।
নানান সুগন্দ পৈরে কস্তুরি অপার॥
নারি সব মিলি দিল অর্গ জে মঙ্গল।
জোকারের ধ্বনি হৈল নগরে নগর॥
সুভক্ষনে চলিল...... ...

১৩১। রামায়ণ—অযোধ্যা হইতে উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৮+৭ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—৩৪—৪৫৭।অযোধ্যাকাণ্ড—৩৪-৬৬; সম্পূর্ণ। অরণ্যকাণ্ড—৬৭-৮০,সম্পূর্ণ। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৮১-৯৪; সম্পূর্ণ। সুন্দরাকাণ্ড —৯৫-১৬৫; সম্পূর্ণ। লঙ্কাকাণ্ড—১৬৬-৩৫৪; সম্পূর্ণ। উত্তরাকাণ্ড—৩৫৫-৪৫৭; সম্পূর্ণ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল ১২০৪ ত্রিপুরাব্দ। অক্ষরের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয়। ১২৬।২ ও ১৪১।২ পত্রে কবি ষষ্ঠীবরের ভণিত, এবং ৪৫৫।১, ৪৫৬।২ ও ৪৫৭।২ পত্রে ভবানীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়।

আরম্ভ,—

সূর্য্যবংস পুন্নকথা সুধারস জিনি।
মন দিয়া সুন কহি অজদ্ধাকাহিনি॥
ধনুক ভাঙ্গিয়া চলে রাম হৃসিকেস।
বিহা করিআ চারি ভাই আসিলেক দেস॥
কৌসল্যা সুমিত্রা আদি সখিগন লৈয়া।
পুত্রবধু সব নিল মঙ্গল করিয়া॥
সিতা সমে চারি বধু চলিল বাসর।
আনন্দে পুলক দসরথ নৃপবর॥
ধন রত্ন দিয়া কৈল ব্রাহ্মন বিদাএ।
রাজা প্রজা সম্বাসিয়া নিজ পুরে জাএ॥
সর্ব্ব নারিগন এড়ি হরসিত মনে।
কেকৈর মন্দিরে রাজা গেলেন তখনে॥
সিতা সঙ্গে রামচন্দ্র হরসিত মনে।
বৈকুণ্ট ভুবনে জেন লক্ষি নারায়নে॥
বিবাহ করিয়া তিন সত বৎসর।
একত্রে আছিল দেসে চারি সহোদর॥

মধ্য,—

ভরথে প্রজার স্থানে কহেন প্রকাসি।
কি ছার জিবন মোর রাম বনবাসি॥
দুই ভাই হইল মোর তপস্বির ভেস।
পরিয়া বৃক্ষের ছাল জটা ধরে কেস॥
গৃহবাস ছাড়িল রাম তেজিল অন্ন জল।
আজি হোতে আমিহ ছাড়িলু অন্ন জল॥
ভুমিত সয়ন রাম ছাড়িয়া সিংহাসন।
আজি হোতে আমার জে ত্রিনের সয়ন॥
জাবত আইসএ ভাই অজধ্যা দেসেত।
তাবত থাকিব আমি নন্দি গ্রামেত॥
সিঘ্র চল সত্রুঘ্নন ব্যাজ নাই আর।
ছত্র নবদণ্ড জথা সিংহাসন যার॥
আজ্ঞা পাইয়া প্রজাগন চলে অনুক্রমে।
তপস্বি ভরথ রহে সেই নন্দিগ্রামে॥
ভরথের পাএ পড়ি চলে সত্রুঘ্নন।
কান্দিতে কান্দিতে চলে অজধ্যা ভুবন॥
সাত দিনে গেল সৈন্য অজধ্যা নগর।
পাদুকা থুইল নিয়া ছত্রের উপর॥
রামের পাদুকা দুই সিংহাসনে থুইয়া।
কার্য্য করে সত্রুঘ্নন পাদুকা আজ্ঞা লইয়া॥
তপসির ভেস ধরে জত পাত্রগন।
ধর্ম্মনিতি পালে জত বির সত্রুঘ্নন॥
এহি মত প্রজা রহে অজধ্যা ভুবন।
সুনিতে শ্রবনসুক পাপ বিমোচন॥
রামের চরিত্র জেই জনে সুনে গাহে।
ইহ লোকে সুকে থাকে মৈলে স্বর্গে জাএ॥*॥
ইতি অজধ্যাকাণ্ট সমাপ্ত॥ (পৃঃ ৬।২)

অরণ্যকাণ্ডের আরম্ভ,—

ভরথেরে বিদাএ দিল রাম রঘুপতি।
গয়া করিবারে গেল জানকি সংহতি॥
জানকিরে থুইলেক মন্দির প্রহরি।
পিণ্ডসর্জ্জ আনিবারে গেল নরহরি॥
দস দণ্ড গইয়া জাইতে আছে কাল।
পিণ্ড খাইতে আইল দশরথ মহিপাল॥
জানকিরে আসির্ব্বাদ কৈল দসরথ।
পিণ্ড দেয় জানকি দোষ তোমার হস্তগত॥
পুত্র জর্ম্মিব তোমার রাম সমসর।
সহিতে না পারি আমি খুধাএ বিথল॥
(পৃঃ ৬৭।১)

অরণ্যের শেষ,—

কহেন লক্ষন বির নয়নে বহএ নির
উঠ উঠ প্রভু রঘুনাথ।
তোমার সিতার তরে সমুদ্র বান্ধিমু সরে
অগ্নিবৃষ্টি করিব লঙ্কাত॥
জদি পাম রাবন লাগ জেহেন খুদিত বাগ
জেন ম[া]রে বনের সুকর।

সুক্ষ মুক্ষ ধনুর্দ্ধর প্রধান জত নিসাচর
মুহি হইলাম সভানের কাল ॥
ইন্দ্রজিত আদি করি সংগ্রামেত নাম ধরি
জানকিরে আনিমু লিলাএ ।
সুনিছি সাস্ত্রের বানি কহিছে বসিষ্ঠ মুনি
কর্ম্মফল ভুগিলে সে জাএ ॥
ই সকল কথা সুনি কহিলেক রঘুমনি
আইল লক্ষন ধনুদ্ধর ।
কুবের বরুন জম সেহ নহে তোমার সম
গুষ্ঠির তিলক তুমি বির ॥
প্রভাত সমএ বেলা প্রচণ্ড নিদাগ গেলা
জানকির হইল দুর্গতি ।
প্রচণ্ড ধনুক হস্তে বিচারিতে বনপথে
চলিলেক রাম মহামতি ॥ *

ইতি অরন্যাকাণ্ড সমাপ্ত ॥ * ॥ ইতি সন ১২০২ তারিখ ২২ আগ্রান ॥ এহি পুস্তকের কর্ত্তা শ্রীজুত শ্রীকৃষ্ণনাথ অস্য ॥ * ॥ সহাক্ষর শ্রীরামনারায়ন ধুপী ॥ রোজ মঙ্গলবার রাত্রি এক পহর গতে সমপুন্ন ॥ (পৃঃ ৮০।১)

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ,—

এক রাত্রি তথাতে রহিয়া দুই জন ।
প্রভাতে উঠিয়া রাম করিল গমন ॥
হৃস্যমুখ পর্ব্বতে গেলেক চলিয়া ।
চমৎকার হই কপি রাঘব দেখিয়া ॥
সুগ্রিবে বোলেন আইসে দুই ধানুকি ।
এথা হোতে চল জাই আরথানে থাকি ॥
সুগ্রিবের বাক্য সুনি হনুমান বির ।
লম্প দিয়া উঠে বট বৃক্ষের উপর ॥
দুই ধনুদ্ধর দেখি তপস্বির বেস ।
সৈন্য সেনাপতি কিছু নাহিক বিসেস ॥
উঠিল সকল কপি গাছের উপর ।
দেখে দুই পুরুস জে আইসএ সত্তর ॥
জাম্বুবানে বোলে রাজা স্থির কর মন ।
ই দুই কথাতে জাএ জিজ্ঞাস কারন ॥
তপস্বির ভেস ধরি করহ বিচার ।
কথা হোতে আসিআছে ই দুই কুমার ॥
তাহা সুনি সুগ্রিবে আদেসে হনুমান ।
তা সুনিয়া হনু হইল তপস্বি সমান ॥

(পৃঃ ৮১।১)

কিষ্কিন্ধ্যার শেষ,—

বালির অসৌচ কর্ম্ম জদি নির্ব্বাহিল ।
সুগ্রিব করিতে রাজা মন্ত্রি সব আইল ॥
সুভক্ষন করিয়া মিলিল রার্য্যখণ্ড ।
সিংহাসনে বসিল ধরিয়া নবদণ্ড ॥
সমুদ্রের জল আনি কৈল অভিসেক ।
দানধর্ম্ম নরপতি করিল অনেক ॥
আছিল সুগ্রিব রাজা দেস দেসান্তরি ।
রামের প্রসাদে হইল রার্য্য অধিকারি ॥
তার সেসে অঙ্গদেরে কৈল যুবরাজ ।
অভিসেক করিয়া সপিল রাজকাজ ॥
সুগ্রিবের আভসে জেই জনে সুনে ।
সম্পদ বাড়এ লক্ষি ধরে দিনে দিনে ॥
কৃত্তিবাস পাণ্ডতের মধুর বচন ।
কিষ্কিন্ধ্যাতে বালি রাজা হইল নিধন ॥ * ॥

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রিব অভিসেক বালিবধ । * ॥ এহি পুস্তকের কর্ত্তা শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাথ অস্য সহাক্ষরমিদং শ্রীরামনারায়ন ধুপি সাং চাণ্ডপুর ॥ (পৃঃ ৯৪।১-২)

সুন্দরাকাণ্ডের আরম্ভ,—

বারিসা বঞ্চিতে রাম গেল মাল্যবান ।
সিতাক ভাবএ রাম করিয়া ধেয়ান ॥
মাল্যবন্ত পর্ব্বতেত রাম ধনুর্দ্ধর ।
তথাতে বঞ্চিতে রাম বান্ধিলেক ঘর ॥

হাহা পুত্রা করিয়া কান্দএ একখর।
সান্তাইতে না পারে লক্ষন ধনুদ্ধর॥
সোকে আউ সেস হএ বুদ্ধি হএ নাস।
মহাজন সোকে কথা হইছে হতাস॥
জিএ মরে সিতা দেবি করহ বিচার।
সক্রু সংহারিয়া কর সিতার উদ্ধার॥
লক্ষনপ্রবোধে রাম হইল সুস্তির।
লক্ষন কুমার তবে হইল বাহির॥
রাম স[া] স্তাইয়া গেল ফল আনিবার।
সোকাকুলে ভুমিতে পড়িছে সুন্স ঘর॥ * ॥

লাচাড়ি ॥

সুন্য ঘরে রঘুপতি আলিঙ্গীয়া বস্থমাত
পড়ি আছে ভুমির উপরে।
লক্ষনে আ সিয়া দেখে আঘাত মারিয়া বুকে
কান্দিতে লাগিল মহাবিরে॥
অনন্ত সয়ন ছাড়ি হইছ খিতি অবতরি
জগতে নাহি তোমা সমসর।
রাজচক্রবর্ত্তি হইয়া পত্নিসোকে মোহ পাইয়া
পড়ি আছ ভুমির উপর॥
দ্বাদস বরিস কালে কাকাসুর বির মারে
সুভাহুরে করিলা নিধন।
মুনিজজ্ঞ রাখি জবে মহিমা লভিলা তবে
ত্রিজগতে রাখিলা ঘোসন॥

(পৃঃ ৯৫।১)

সুন্দরার শেষ,—

হাতে ধরি সুগ্রিবেরে দিল আলিঙ্গন।
তোমার প্রসাদে মিত্র সাগর বন্ধন॥
অঙ্গদ হনুমান সুসেন সম্পাতি।
নল নিল আদি করি জত সেনাপতি॥
গয় গবাক্ষ্য আর গন্ধ জে মাদন।
ছোট বড় বানর প্রসংসে জনে জন॥
ত্রিভুবনে রহিব তোমার জসের ঘোসন।
তুমি সব সোহাএ হইল সিতার মোচন॥
বানর কটকে করে জয় জয় রোল।
তোমার বান সঙ্গে হেন নাহি ক্ষিতিতল॥
আপনে গোসাঞি তুমি বিষ্ণু অবতার।
তোমা বানে রাবন রাজা হইব সংহার॥
ব্রহ্মা আদি দেবে রাম দিতে নাহি সিমা।
নরে কি বোজিব রাম তোমার মহিমা॥
গ হর্ত্তা জে ব্রহ্মহর্ত্তা সুরা করে পান।
তথাপিহ রামনামে হএ পরিত্রান॥
বানরবল শ্রীরামের করিল আশ্বাস।
সোন্দ্রাকাণ্ডে সোন্দর গিত গাহিল কিত্তিবাস।

ইতি শ্রীরামায়নে সোন্দ্রাকাণ্ড সমাপ্ত॥ সহাক্ষ্যরমিদং শ্রীরামনারায়ন ধুপি॥ এহি পুস্তকের কর্ত্তা শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাথ অস্য॥ বাড়ি সাং রাজাপাড়া॥

উত্তরাকাণ্ডের শেষ,—

লব কুস দুই ভাই কান্দিয়া বিথল।
বাপ খুড়া অদ্রসনে হইল পাগল॥
বিভিসন জাম্বুবান বালির নন্দন।
হনুমন্তে সান্তাইল মধুর বচন॥
লোকাচার কর তুমি শ্রাদ্ধ তর্পন।
আম সব চলি জাই আপনা ভুবন॥
রার্য্য পাট সিংহাসন সকল তোমার।
সোকে দগ্ধ না হইবা শ্রীরামকুমার॥
বিদাএ করিয়া আমি সব চলি জাই।
আপনার রার্য্য পাট পাল দুই ভাই॥
বিভিসন প্রভৃতি যঙ্গদ সন্যগন।
সকল চলিয়া গেল আপনা ভুবন॥
বাল্মিকি পুরানে গাহে রাম সগ আরোহন।
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পাপ বিমোচন॥

একমন চিৰ্ত্ত দিয়া সুনে জেই জন।
রামের প্রসাদে তার বাড়ে ধন জন॥
শ্রীরামের গুন দিতে নাহি ত্রিভুবনে।
সুনিলে জে পাপ খণ্ডে সুন সর্ব্বজন॥
ধনে জনে বাড়ে সে জে হুএ স্বর্গবাস।
নিশ্চল হইয়া লক্ষ্মি থাকে তার পাস॥
শ্রীরামচরিত্র কহে শ্রীদাস ভবানি।
বন্দিল পাচালি কিছু জানি বা না জানি॥*॥

ইতি শ্রীরা[মা]য়নে শ্রীরামচন্দ্র সর্গ আরোহন সমাপ্ত॥*॥ স্বহাক্ষরমিদং শ্রীরামনারায়ন ধুপীয়স্য॥ প্রগনে মেহারকুল বাড়ি সাকিম চণ্ডিপুর॥ জথা দিষ্টং ইত্যাদি। ইতি সন ১২০৪ ত্রিপুরা তারিক ১৬ আস্বিন॥ রোজ সমবার বেলা দুই দণ্ড থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত॥ এহি পুস্তকের কর্ত্তা শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাথ যস্য প্রগনে সাকিম তথা বাড়ি মৌং রাঙ্গাপাড়া॥

১৫২। শতস্কন্ধ রাবণবধ।

(অদ্ভুত রামায়ণ)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩¾ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—২২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭—৮ পঙক্তি। লিপিকাল—সন ১২৩০ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষরের ছাঁদ পূর্ব্বাঞ্চলীয়। প্রথম পাতার অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আরম্ভ,—

প্রনমহ নারায়ন জএ রঘুনাত।
অপার মহিমা প্রভু ভুবন বিক্ষাত॥
প্রিথিবির ভার প্রভু তরিবার কারন।
রামরূপে অবতার মৈর্ত্ত্য ভুবন॥

মধ্য,—

তার পাছে ছাড়িলা বান নামে নিসাকাল।
দেবগনে বলে আজি ঠেকিল জঞ্জাল॥
ব্রহ্ম অস্ত্র ছাড়িলা রাক্ষস বধিবারে।
দেখি সতকন্দ বির লাগে হাসিবারে॥
বান খাইয়া সতকন্দ ভাবিল অন্তরে।
আমা সম অভার্ঘ নাহিক সংসারে॥
আপনা নিন্দিআ রাম কহেত আপনে।
এত দিনে অপজস হইল অখনে॥
অখনে থাকিত জদি বির হনুমান।
জুদ্ধ জিনিআ বিরে করিত সম্মান॥
সঙ্কটে পড়িআ ডাকি আইস হনুমান।
অক্ষনি আসিআ বাপ কর জুর্দ্ধ্যথান॥
হনুমান বলি জদি ডাকিলা রঘুবর।
লঙ্কাতে থাকিআ তবে জানিল বানর॥
আচম্বিত কান্দি উঠে শ্রীরাম বলিআ।
ফাপর হইল বির অনেক কান্দিআ॥
হনুমানে বলে রাজা সুন দিআ মন।
আমাকে ডাকিলা প্রভু কিসের কারন॥
রাজা বলে জায় তুমি বির হনুমান।
আজ সে কান্দিআ উঠে আমার পরান॥
শ্রীরাম ভাবিআ বির পবননন্দন।
লাম্ফ দিআ উঠে বির গগনমণ্ডল॥
অজর্দ্ধ্যাএ আসিল জদি বির হনুমান।
আচম্বিত অজর্দ্ধ্যা পুরি হইল কম্পমান॥
রাম বলে লক্ষ[ন] ভাই কি হইল আমারে।
এই আসে সতকন্দ জুর্দ্ধ্য করিবারে॥
কি হইল কতা জাব ভাবএ লক্ষন।
কথাএ রাখিমু ভাই এই পরিজন॥
এতেক সুনিআ রাম কান্দিআ বিকল।
হেন কালে হনুমান পড়ে ভূমিতল॥
রামে বলে লক্ষন ভাই হে দেকসিআ।

পদতলে পর্ব্বত প্রাএ রইছে পড়িআ ॥
মুক দেখি চিনিলেক বির হনুমান।
আইস আইস বলি কুলে লৈলা ভগবান ॥
রামে বলে সুন বাপ পবননন্দন।
কুন ভএ পাইয়া বাপ পড়িলে চরন ॥
চরনে ধরিআ বলে পবননন্দন।
কি হেতু ডাকিলা মরে কমললচন ॥
তিন বার নাম ধরি ডাকিছ রঘুনাত।
রহিতে না পারি প্রভু আসাছি সাক্ষ্যাত ॥
রামে বলে আইস বাপ পবননন্দন।
সত্রুর বিক্রমে বাপ ডাকিছি অক্ষন ॥
প্রসাদ দিতে ন[া]রি সুজিতে ন[া]রি ধার।
এক প্রসাদ দিতে আছএ আমার ॥
জে কালে জে বাক্য বলি না কর লঙ্গন।
হনুমান কুল দিলা শ্রীরাম লক্ষন ॥
সিবে বলে কৈতুক দেখএ দেবগন।
সাফল্য জিবন তার পবননন্দন ॥
জে পদ ভাবিআ না পাএ দেবগন।
সুভক্ষনে জন্মিআছে পবননন্দন ॥
সিবে বলে বৈকণ্ঠে হইব তুমা স্থান।
ইন্দ্রদেবে দিব তুমা পারিজাদ মান ॥

(পৃঃ ৯।১—১০।১)

শেষ,—

অগস্থ মুনিরে প্রনাম করিলা দুই ভাই।
সতকন্দের বদ কথা [জিজ্ঞা]সে মুনি ঠাই ॥
অগস্থ মুনিএ বলে আমি ত না জানি।
সকল কহিতে পারে জনকনন্দিনি ॥
এতেক সুনিআ রাম মুনির বচন।
উপস্থিত হইলা গিআ সিতার ভুভন ॥
রামে বলে সুন সিতা অপূর্ব্ব কথন।
সতকন্দ রাবন তবে বধিল কুন জন ॥
সিতা বলে সু[ন] প্রভু দেব দা[মোদর]।
তুমার প্রসাদে প্রভু জিনিছি সমর ॥
রামে বলে কুনরূপে জিনিলা তাহারে।
সে[ই রূপ] ধরি সিতা দেখা দেয় মরে ॥
এতেক সুনিয়া সিতা হরসিত মন।
দিগম্বরি [ভেস সি]তা ধরিলা তখন ॥
অঙ্গ হনে সস্র সীতা হইলা বাহির।
তাহা দেখি কম্পমান [হৈলা র]ঘুবির ॥
প্রনাম করিবার রাম ভাবে মনে মন।
নিজ মুর্ত্তি সিতা দেব [ধরিল তখন] ॥
রূপ সম্বরিআ তবে সীতা দেবি হাসে।
সিঘ্রে আসি রামের বসিলা বাম পাসে ॥
* * আ রাম স্থির কৈল্যা মন।
আনন্দিত হৈলা সব অজদ্ধা ভুভন ॥
রাম দেসে আইলা * * * ইলা নারিগন।
ধান্য দুর্ব্বা লৈআ আইলা রাম সম্বাসন ॥
কসল্যা সমি[ত্রা আইলা] রাম বিদ্ধমানে।
প্রনাম করিলা দুইএ মাএর চরনে ॥
আসির্ব্বাদ দিলা দেবি [প্রিষ্টে দিআ] হাত।
ত্রিভুভনবিজই হউকা প্রভু রঘুনাত ॥
রাম লক্ষন দেখি দেবি হরসিত হৈআ।
ধান্য দুর্ব্বা সিরে দিলা মঙ্গল করিআ ॥
হেনকালে আসিলা ভরথ সত্রুগন।
দুই ভাইএ বন্দিলেক শ্রীরামচরণ ॥
একঅত্রে হইলা জদি চারি সহদর।
আনন্দে অবধি নাহি অজদ্ধা নগর ॥
হেন কালে সাক্ষাত আসিল হনুমান।
প্রনাম করিআ কহে শ্রীরামের স্থান।
রামে বলে সুরিদ তুমি পবননন্দন।
তুমি চলি জায় তবে কনকভুবন ॥
তুষ্ট হইআ রঘুনাতে দিলা গলার হার।
বিভিসনকে কহিয় কুসল সমাচার ॥

লঙ্কা নিরঞ্জন বাপ পবননন্দন।
বিভিসনকে কৈয় জেন না করে **সন॥
চলি জাএ প্রনাম করি বির হনুমান।
গগনমণ্ডলে বিরে [উঠে ততক্ষন]॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্য বিসেস।
সকলে বলএ হরি রাম আইল দেস॥

ইতি সন ১২৫০ সাল বাঙ্গালা মাহে ৮ আসাড় রুঞ্জ সনিবার দেড় পসর উদন এই পুস্তক সমাপ্ত॥ লেখীতং শ্রীমুহনমাত প্রগনে জফরগড় মৌজে তেঘরিআ॥ অলদে অধাইনাত॥

১৫৩। শতস্কন্ধ যুদ্ধ।

(অদ্ভুত রামায়ণ)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার— ১৪৪+৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—১৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল—সন ১২৫১ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

হেন নাম লইয়া কর শরির পবিত্র।
সুনিলে জাহার নাম মহীমা চরিত্র॥
ভগতবৎসল প্রভু করুনাসাগর।
অনাদি নিধন প্রভু দেব গদাধর॥
লিলায় স্বরূপ পুনি ধরিলা নারায়ন।
দুষ্টের প্রলয় করে স্রিষ্টের পালন॥
পালিয়া বাপের সত্ত বনেত আসীলা।
রাজা হইয়া রঘোনাথ সাঙ্গাসনে বৈলা॥
আসীলা য়গস্ত মুনি রাম বির্দ্দমান।
পার্দ্দ য়র্গ দিলা রাম বন্দিলা চরন॥
মোনি বুলে সংসার রাখিলা নারায়ন।
দেবগনের বৈরি মারি লঙ্কার রাবন॥
রামে বুলে [ ]নরবধি জত বিড়ম্বন।
আর যুদ্ধ না করিমো সুন তপুধন॥
এমত দুস্কর যুদ্ধ করে কোন জন।
এথেক কহীলা তবে কমললোচন॥
সুনিয়া হাসীল তবে মহাতপুধন।
রামে বুলে মুনিবর হাস কী কারন॥
মোনি বুলে পুরানে সুনিছি নারায়ন।
সতকন্দ নামে রাবন আছে একজন॥
সর্পের নন্দন সেহী থাকয়ে পর্ব্বতে।
এথেক সুনিলা রাম মোনির মোখেতে॥
মোনিতে বিদায় হইয়া কমললোচন।
সিতার ভুবনে রাম করিলা গমন॥

মধ্য,—

রঘুনাথ পড়িলা জদি বার্ত্তা পাইলা সার।
য়াহা প্রভু বলি সিতা কান্দিলা য়পার॥
মাতুল য়াশ্রমে গেছে ভরথ সত্রোঘন।
রাম লক্ষন বার্ত্তা য়ানিব কুন জন॥
সিতা বুলে হনুমান বলিএ তোমারে।
য়ামারে লইয়া চল প্রভুর গোচরে॥
এথেক বলিয়া সিতা হইলা বাহির।
প্রৌথিবি জিনিতে সিতা ধরিল স্বরির॥
দেখীয়া সিতার রূপ পবননন্দন।
নাচিতে নাচিতে করে চরন বন্দন॥
কটিতে কিঙ্কিনি বাজে চরনে নপুর।
কণ্টেতে তুলিয়া দিল হারের কেজোর॥
পদভরে প্রিথিবি করএ টলমল।
মাথার মকুট ঠেকে গগনমণ্ডল॥
দেবখড়্গা সিতা দোবি করিলা বাহির।
মার মার করি জেন রনে চলে বির॥
মহাসব্দ করি সিতা দিলা দরসন।
দেখি সতকন্দ বিরে ভয় পাইল মন॥

(পৃঃ ১২।২)

শেষ,—

কির্ত্তীবাষ পণ্ডীতের বিক্ষ্যান বিসেস।
সর্ব্বান্তে বলয়ে হরি রাম আইল দেষ ॥
শ্রীরামচরিত্রকথা যুনে জেবা জন।
ভবসিন্ধু তরি জায় রামের চরন ॥

ইতি সমাপ্ত···॥ সন ১২৫১ এক পঞ্চাষ সন মাহে ৫ ভাদ্র রোজ সোমবার···সকীয় পুস্তক শ্রীল শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর রায় চৌধুরি সাকীন রোহা পরগনে ভাওাল হিষ্যে ॥৵০ আনী সামীলে জমীদারি শ্রীযুক্ত গোলোক-নারায়ন রায় চৌধুরী মহাসয় সহক্ষরমেতৎ শ্রীকাশীপ্রসাদ রায় সাং চোহা ওলদে বিষ্ণু-প্রসাদ রায় চৌধুরি মোতফা···

১৫৪। শতস্কন্ধ যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১৪$\frac{1}{2}$ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৯। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। অক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ।

আরম্ভ,—

প্রনমহু নারায়[ন] জএ রঘোনাথ।
অপার মহিমা প্রভু ভুবন বিক্ষাত॥
পৃথিবির ভার প্রভু খণ্ডাইবার কারন।
রামরূপ অবতার মৈর্ত্ত্য ভুবন॥
সত্যবন্ত দআসিল কেবল উর্দ্ধার[১]।
দাতাবন্ত করুনাসিন্ধু রাম য়বতার॥
সুনিতে জার নাম মহিমা চরিত্র।
হেন নাম লৈআ কর সরির পবিত্র॥

ভকতবচ্ছ্বল হরি করুনাসাগর।
* * * * *
হেন নাম লআ কর সার।
অনাদি নিধন প্রভু করুনার সাগর॥
লিলাএ সরূপ তবে ধরে নারায়ন।
দুষ্ট সংহারি করে সেষ্টের পালন॥
পালিআ বাপের সত্য রাজ্যেত আসিলা।
রাজা হইআ প্রভু সিঙ্গাসনে বসিলা॥
আসিলা অগস্থ মুনি রাম সম্ভাসনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনির বন্দিলা চরনে॥

১৫২ সংখ্যক পুথির সহিত মিল আছে।

১৫৫। শতস্কন্ধ রাবণ-বধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১২$\frac{1}{2}$ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১০-১২, ১৫-১৬, ১৮-২০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

হের দেখ তাহার কোলে নাচে হনুমান।
আমি সিব না হইলাম তাহার সমান॥
বৈকণ্ঠেতে হইব বাপু তোমার জুগ্য স্থান॥
সিব বোলেন ইন্দ্র তুমি পারিজাতমালা।
সেই মালা দেয় নিয়া হনুমান গলাএ॥
হনুমান বোলে সোন প্রভু নারায়ন।
এ মালা রাখীয়া আমার কোন প্রীওজন॥
এ মা[লা]র মৈর্দ্ধে নাহি রামনাম লিখন।
রামে বোলেন কোলে আইস বির হনুমান॥
তোমার সমান ভক্ত নাহি এ সংসার।
মুখেতে জেমত বাপু দেখীএ তোমার॥

মধ্য,—

উনমর্ত্ত পাগলী সীতা হইল রনস্থল
পদভরে বাসথি হএ রসাতল॥

১। বোধ হয় 'উদার' পাঠ হইবে।

দেবগনে বোলে সবে এই হইল বল।
ব্রহ্মা বোলে অকালে শ্রীষ্টী হএ তল॥
দেবগনে স্তুতি করে সিতার বিস্তমান।
অকালে ব্রহ্মার ছিষ্টী নাস কর কেন॥
ব্রহ্মা য়াদি দেবগনে সকলে আসিয়া।
স্তুব করে সিতার সমুখেত গীয়া॥
স্তুবে বস হইলা তবে জনকনন্দিনি।
দিগাম্বরি রুপ সিতা সম্বরে আপোনি॥
নিজ মুর্ত্তি হইয়া সিতা বোলে ততক্ষন।
অকালেত রাম লক্ষন হইল মরন॥
ব্রহ্মা বোলে মা করি নিবেদন।
এই ক্ষনে জিআ দিব শ্রীরাম লক্ষন॥
যুক্তি করেন প্রজাপতি লইয়া দেবগন।
আগে মাতা জা[য়] তুমি অজোর্দ্ধা ভুবন॥
শ্রীরাম হারাইয়া তুমি ফাফর অন্তরে।
জিয়াইব তোমার রাম কে রাখীতে পারে॥
দেবগনে বোলে মা সোন গ জর্ননি।
এখন জিয়া ওঠিবেন তোমার রাম রঘুমুনি॥
ব্রহ্মার স্তুব যুনি সিতা করিলা গমন।
অজোর্দ্ধা নগরে গিয়া দিলা দরসন॥
সর্গে হতে ইন্দ্রে কৈল পুস্প বরিসন।
রাম লক্ষন জিয়া উঠিল ততক্ষন॥
দুই ভাই উঠিয়া দেখে পর্ব্বতের গোড়া।
স্থানে স্থানে সত[স্ক]ন্দের মুণ্ড জাএ গড়া॥
রাম বোলে[ন] হনুমান বুলি রে তোমারে।
সতকন্দ বধিল কে কহত আমারে॥
হনুমান বোলে এহা আমিত না জানি।
এহারে কহিতে পারেন অগস্ত মহামুনি॥
(পৃ° ১৮।২-১৯।২)

———

১৫৬। শতস্কন্ধের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১২১/৪ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩—৬, ৮, ৯, ২১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। অক্ষরের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয়।

মধ্য,—

সিতা বোলে জদি রনে জাও প্রভু তুমি।
আমারে লইয়া জাও সঙ্গে জাব আমী॥
রাম বোলেন সিতা তুমি বোল অকারন।
স্ত্রি লইয়া যুর্দ্ধে জাএ বোল কোন জন॥
সিতা বোলেন সোন প্রভু দেব ভগবান।
তুমি রনে গেলে প্রভু রহিব কোন স্থান॥
শ্রীরামে বোলে সিতা সোন মোর বানি।
তুমি গ্রীহে থাক জথা আমার জননি॥
সিতা বোলেন সোন প্রভু দেব ভগবান।
তুমি রনে গেলে আমী তেজিব পরান॥
রাম বোলে সিতা তুমি স্থির কর মন।
রনেতে বধিব সতকণ্টে[র] জিবন॥
সিতা বোলে প্রভু জাদ ছারিয়া জাও মোরে।
তোমার জিবন গেলে ভজিব কাহারে॥
আমা না ছাড়িয়া জাইও প্রভু নারায়ন।
তুমি জদি ছাড় মোরে তেজিব জিবন॥
হেন কালে আসিলেন ঠাকুর লক্ষন।
ভাই ভাই বোলিয়া রাম দিলা আলিঙ্গন॥
সিতা বোলে সোনহ [তু]মি [দে]ওর লক্ষন।
আমারে ছাড়িয়া জাইতে চাহেন নারায়ন॥
লক্ষ্যন বোলে দেবি সোন দিয়া মন।
কাহার সহিতে প্রভু করিবেন রন॥
শ্রীরামে বোলেন সো[ন] ভাই রে লর্ক্ষ্যন।
সতকণ্ঠ নামে রাবন আছে একজন॥

লক্ষ্যনে বোলে প্রভু করি নিবেদন।
তাহার সঙ্গে জুর্দ্ধে কোন পৌরুজন॥
শ্রীরামে বোলেন ভাই য়াছে এক কথা।
রাবন নামে পাইলে মারিব সর্ব্বথা॥
সিতা বোলে সোনহ দেওর লক্ষন।
সেবক বধিত্তে চাহেন কমললোচন॥
রামনাম জপে সেহ দড় করি মনে।
হেন সেবকেরে রাম বধিবা কেমনে॥
(পৃঃ ৩/২-৪/২)

শেষ,—

[শ্রীরাম বোলে]ন বাপু পবননন্দন।
তুরিত চলিয়া জাও লঙ্কাত ভুবন॥
তুষ্ট হইয়া রঘুনাথ দিল গলার হার।
বিভিসনে[র] স্থানে কৈইয় কুসল সমাচার॥
লঙ্কা রক্ষিতা বাপু থাকিয় আপন।
বিভিসনে জেন কেহ না করে হিংসন॥
হনুমাণ বোলে প্রভু সোণ দিয়া মণ।
আমী থাকীতে তাহার কার নাই ডর॥
এতেক কহিলা জদি বির হনুমাণ।
বিদাএ হইলা তবে শ্রীরামের পাএ॥
সর্ব্বত্র প্রনাম করি বির হনুমাণ।
গগনমণ্ডলে বির করিল পয়ান॥
কিৰ্ত্তিবাস পণ্ডিতের **ক্ষা বিশেষ।
সর্ব্বত্র বোলহ হরি শ্রীরাম আইল দেষ॥
ইতি সতকণ্ঠের যুর্দ্ধ সমাপ্ত॥ বি তেরিখ
৩১ শ্রাবন মোকাম লক্ষীগঞ্জ॥

১৫৭। শতস্কন্ধ রাবণ-বধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

মধ্য,—

জানুকি সুনিলা প্রভু রাম আইলা দেসে।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা শ্রীরামের পাসে॥
রাম দেখিয়া সিত[া]র হরিস বদন।
কুসলে আইলা রাম বধিয়া রাবন॥
রাম লক্ষন দুই ভাই বড় লজ্জা পাইয়া।
কোন কর্ম্ম করিলাম অনড় লাড়িয়া॥
বলিবেক রাম লক্ষনের বল নাহি সরিরে।
সিতা উদ্ধারিয়াছিল বনের বানরে॥
হারিলাম কথা জেন লোকে নাহি সুনে।
এইবার বধিব গিয়া দুরন্ত রাবনে॥
এতেক সুনিলা জদি সিতা চন্দ্রমুখি।
রাম পানে চাহিআ হৈলা সকরুন আঁখি॥
নিজ দেসে থাক প্রভু জুর্দ্ধের কিবা দায়।
রাক্ষ্যসের সঙ্গে জুর্দ্ধ বড়ই সংসয়॥
চর্দ্দ বৎসর প্রভু বেড়াইলে বনে বনে।
তাহাতে হরিল মোকে রাক্ষস রাবন॥
মুঞি অভাগিনি প্রভু জনমদুখিনি।
সেবিতে না পারি তোমার চরন দুইখানী॥
শ্রীরাম বোলেন মোর জন্ম খেত্রিবংসে।
তবে মোর অপজস ঘুসিবেক দেসে দেসে॥
এতেক সুনিয়া সিতা বুলিলা তখন।
কাত[র] হইয়া সিতা করেন ক্রন্দন॥
সিতা পানে চান রাম আঁখি পাকাইয়া।
রামের ক্রুধ দেখি সিতা চলিলা ফিরিয়া॥
(পৃঃ ৬/১-২)

১৫৮। শিবরামের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ৯২/৪×৩২/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১-৪, ৭,৯-১১। এক এক পৃষ্ঠায় ৬—৭ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ। পত্র ছিন্ন ও কীটদষ্ট।

মধ্য,—

রামের সেবক তুমি দেব ত্রিপুরারি।
সিঙ্গার বলে রামনাম ডুমুরে বলে হরি ॥
এত সুনি সদাসিব হইল ভাবিত ॥
পার্ব্বতি বলেন তোমার জে হয় উচিত ॥
দুই জনে পড়ি চল শ্রীরামের পায়।
দয়াল শ্রীরামচন্দ্র হবেন বরদায় ॥
সিব দুর্গা দুই জনে গেলা সিঘ্রগতি।
রামের সাক্ষাতে গিয়া করিলেন স্তুতি ॥
নানা মতে নানা স্তব করিতে লাগিল।
ভকতবৎসল রাম দয়া উপজিল ॥
শ্রীরাম বলেন সুন আমার বচন।
তোমার্দ্দের দোস নাই ধাতার লিক্ষন ॥
অল্পকালে পিতা মোরে দিলা বনবাস।
সিত্যা চুরি হইতে মুক্তি হইলাম নৈরাস ॥
বোনে বোনে ভ্রমি আমি সিতাকে খুজিয়া।
খুধার আকুল প্রান জায় বিদরিয়া ॥
আমার খুধার কথা সুনিঞা লক্ষন।
ফল নিতে এস্যাছিলো আমার কারন ॥
ভাল হইল তোমার সনে হইল মিলন।
লক্ষনের সনে তুমি কর দরসন ॥
তোমার্দ্দের দোষ গুন ক্ষেমিলাম আমি।
লক্ষন ভেয়ের লাগি আকুল পরানি ॥
কহে কবি কিৰ্ত্তিবাস শ্রীরামের পায়।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় তার জে জন সুনায় ॥

(পৃঃ ৯।১-২)

১৫৯। রামায়ণ—নরমেধযজ্ঞ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১৪+৩২/৪ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—১৪। এক এক পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪২ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান—বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

এক দিন মহারাজা হরষীত মনে।
বার দিয়া বসিলা রাজা রত্নসিংহাসনে ॥
সেবার সেবক জত ধরিল জোগান।
দালান উপরে রাজা করিলা দেওান ॥
পাত্র মিত্র বসিলা রাজার সন্নিধান।
হেন কালে আইলেন বসিষ্ঠ তপোধন ॥
মুনি প্রনমিয়া রাজা পড়িলা ধরনি।
বেদ হস্তে য়াসিস করিলা মহামুনি ॥
বসিষ্টে দিলেন রাজা বসীতে য়াসন।
পাত্ত অর্ঘ দিলেন আর সুগন্ধি চন্দন ॥
মুনিকে নিবেদন করেন নৃপবর।
রাজর্ত্ত করিলাম দশ হাজার বৎসর ॥
সেস দসা হইল রহিল মনস্তাপ।
ব্রহ্মকোপানলেতে মরোছে মোর বাপ ॥
সাবরি(র্গি)ক হইতে মোর জতেক পুরুস
সভে সগর্গ গেছে সগর্গ না গেছে নহুষ ॥
জগত উপরে আমী জজাতি নৃপতি।
আমা পুত্র থাকিতে পিতা জাব য়ধগতি।
দাম ধর্ম্ম করি কিম্বা করি কোন জজ্ঞ।
কিসে পিতা মুক্ত হব কহ মুনি বিজ্ঞ ॥
এত বলি নৃপতি কান্দে উর্চ্চস্বরে।
রাজাকে বসিষ্ট মুনি পরিবোধ করে ॥

অন্ন দান ব্রত রাজা করিয়ে নিসেধ।
আমার বচনে রাজা কর নরমেধ॥
নরমেধ জজ্ঞে পুর্ন্না করিবে জখন।
নহব রাজা র হব বৈকণ্ট গমন॥

মধ্য,—

ত্রিপদী॥

কুষর্দ্ধজ করি কোলে কান্দিয়া সে উর্চ্চরোলে
ঘন ঘন চুম্বু খায় তুণ্ডে।
ওরে অভাগীর বাছা জনম হইল মিছা
কেমনে পড়িবে অগ্নীকুণ্ডে॥
এ বড় দারুন তাপ দারিদ্র তোমার বাপ
তোমা পুত্র করিল বিক্রয়।
দারুন দরিদ্রো দোসে গুনরাশী বুর্দ্ধি নাসে
বাছাধনে হইল নিদয়॥
ওরে বাছা কুষর্দ্ধজ খায় জননির রক্ত
জদী জায় বাপের বচনে।
তোমা পুত্র কোলে করি হব আমী দেসান্তরি
অনল মেটীয়া দিব ধনে॥
তোমা পুত্র না দেখিআ কেমনে ধরিব হিয়া
ঝাপ দিআ মরিব সাগরে।
নহে বা জোগীনি হইয়া তোমাপুত্র কোলে নইয়া
ভিক্ষ্যা মাগী খাইব নগরে॥
এমন দৈর্ব্বের ফের ভিক্ষার তণ্ডুল সের
প্রিতি দিন করিয়ে রন্ধন।
জে দিনে জেমন পাই পাচ জনে বেটে খাই
বাড়া ঘাটা না দেখি কখন॥
জন্ম সে কাঙ্গাল কুলে জন্ম গেল ফল মূলে
জন্ম নাহি ভরিল ওদর।
কভূ অন্ন উপবাস এইরূপ বার মাস
পিতি দিন শ্রাবন ভাদ্রর॥
হায় রে দারুন বিধি এমন গুনের নিধি
ঘরে হইতে হইব বাহির।
জলন্ত আনলে গীআ কেমনেতে ঝাপ দিআ
পোড়াইবে সার স্বরির॥
পাপমতি মোর পতি জাইবেক অর্দ্ধগোতি
কেমনে বেচিল বাছাধনে।
দুষ্ট বড় দুরাচারি হইল ধর্দ্মের ভাগী
প্রান তেয়াগীব তোমার সনে॥
মাএর বচন সুনি কুষর্দ্ধজ মনে গুনি
বলে মায়ে পরিবোধভাসা।
কবি কালিদাষ ভনে শ্রীরামের চরনে
ভাবয়া পদাবিন্দ আসা॥ * ॥

(পৃঃ ৮।১-২)

শেষ,—

দেখিআ বাপের দুঃখ কুসর্দ্ধজ বলে।
মোরে কৃপা করিলেন সেবকবৎসলে॥
এনেছি অনেক ধন না হৈল পুড়িতে।
সাদরে সারথী আইল আমারে রাখিতে॥
এত সুনি সির্দ্ধান্তের মনে হইল সুক।
জনার্দ্দন অর্জ্জুনের বাড়িল কোতুক॥
সুনএ্যা পুত্রের কথা হরিষ বয়ান।
মায়ের চরনে গীআ করিল প্রনাম॥
পুত্র কোলে করিয়া কান্দেন ভদ্রাবতি।
অন্ধকার ছিল বাছা আমার বসতি॥
মোর পুর্ন্ন ফলে বাপু আইলে ফিরিআ।
পুর্ন্নফলে পাইলাম হারা হইয়া হিয়া॥
অভাগীর প্রান বাছা ছিল তব ঠাঞী।
তিন দিন অন্ন জল আমী খাই নাই॥
এত সুনি কুসর্দ্ধজ প্রনমিল মায়।
সুমন্ত সারথি দেযে হইল বিদায়॥
সির্দ্ধান্ত মুনির হইল দারিদ্রভঞ্জন।
এ কথা সুনিলে হয় পাপ বিমোচন॥
জগাতির নরমেধ জেই জন সুনে।
পাপে মুক্ত হয় সেই বাড়ে ধনে প্রানে॥

হরিধ্বনি কর সভে মনের হরিসে।
শ্রীরাম বন্দীয়া গাইল পণ্ডীত কিত্তিবাসে॥

——

১৬০। যোগাদ্যার বন্দনা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১২$\frac{1}{4}$ × ৪$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২১৮ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

জয় জগোধ্যা মাতা খির গ্রামে বাসী।
অবনিতে সির্দ্ধপিট গুপ্ত বারানসি॥
বাম হাতে খর্প দক্ষিন হাতে খাণ্ডা।
রাবনের ঘরে মাতা ছিলে উগ্রচণ্ডা॥
তব পুজা রাবন রাজা করে চিরকাল।
তোমারে পুজিয়া রাজা জিনিল পাতাল॥
মহিরাবনেরে মাতা তুমি হৈলে বাম।
কাঞ্চনাকে[১] হর্য়া নিল লক্ষ্মন শ্রীরাম॥
তার অন্থাসনে গেলা বির হনুমান।
মহির মুণ্ড কাটী তোমায় দিল বলিদান॥
বাম কান্ধে লক্ষ্মন দক্ষিন কান্ধে রাম।
মাথায় প্রতিমা করি আল্য হনুমান॥
অবনিমণ্ডলমধ্যে ক্ষির গ্রাম নাম।
খিরতরু বৃক্ষ আছে অতি অনুপাম॥
বিশ্বকর্ম্মে ডাকী আজ্ঞা দিল হনুমান।
অক্ষয় দেউল বিসাই করহ নির্ম্মান॥
হনুমানের আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা আল্য।
অক্ষয় দেউল বিশ্বকর্ম্মা নিরমিল॥

হরিদত্ত নামে রাজা আছিল সুতিয়া।
সপ্নেতে কহেন কথা সিয়রে বসিয়া॥
কত নিদ্রা জাহ বাছা হয়া অচেতন।
কৈলাস ছাড়িয়া আল্যাম তোমার কারন॥

শেষ,—

দুই কর যুড়িয়া ব্যাস্থা করএ স্তবন।
সুন সুন আগো মাতা মোর নিবেদন॥
মো অধমে কর দয়া দেখি অকিঞ্চন।
একমন হয়্যা আমি নইলুঁ স্বরন॥
ভক্ত বুঝি দয়া মাতা না করিবে তুমি।
পরকালে তব চরন পাই জেন আমি॥
আমার কুলেতে বংস জাবত রহিব।
পুজার সমএ মাগো সংখ পরাইব॥
এতেক করিল স্তব বনিকনন্দন।
ভবনে আইল সিত্র আনন্দিত মন॥
অদ্যাবধি পরায় সংখ তাহার বংসেতে।
বৎসরে বৎসরে মাতা জগোধার হাথে॥
বর্সে বর্সে পরেন সংখ দেবি মহেশ্বরি।
জগোধ্যার গিরিতে সভে বল হরি হরি॥*॥
এহ প্রসঙ্গ জেবা করএ শ্রবন।
অপুত্রের পুত্র হয় নিধনের ধন॥
ইহ লোকে দুস্থ হরে দেবি কাত্যায়নি।
অন্তে মোক্ষ হয় তার সুনে জেই প্রানি॥*॥

ইতি জগোধ্যার বন্দনা সমাপ্ত॥

ক্ষীরগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায়। বন্দনায় রাজা হরিদত্তের নাম আছে।

——

১৬১। যোগাদ্যার বন্দনা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{1}{4}$ × ৫$\frac{1}{4}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫। এক এক

১। পাতালে।

পৃষ্ঠায় ৬—৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৪ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

মধ্য,—

ইসত হাসিয়া বলে দেবি ভদ্রকালি।
সুন রাজা পুজার নিয়ম কথা বলি॥
সমস্ত বৈসাখ মাসে অর্ন্নে নাতি দিবে কাটী।
সমস্ত বৈসাখ মাসে না খুটীবে মাটী॥
সমস্ত বৈসাখ মাসে সলিতা নাহি পাকাবে।
চক্রধারি জনে বসিতে না দিবে॥
পুর্ন্ন গর্ভবতি নারি আছে জার ঘরে।
সমস্ত বৈসাখ তারে থুবে অন্যন্তরে॥
উত্তর দুয়ারি ঘরে না করিবে বাস।
সন্ধ্যাকালে আরতি করিবে বারমাস॥
সমস্ত বৈসাখ মাসে না বহিবে হাল।
সংক্রান্তি দিবসে পুজা করিবে চিরকাল॥
রাজারে সপন দিয়া গেল দসভুজা।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা দেবির কৈল পুজা॥
দেবির পুজা করে রাজা বিবিধ প্রকারে।
মেস মহিস ছাগ সঙ্খা নাহি তারে॥
সাত দিন কৈল্য রাজা দিয়া সাত বালা।
অবসেসে ক্ষির গ্রামে করি দিল পালা॥
সমস্ত গ্রামের পালা নিবড়িয়া গেল।
পুজারি ব্রাহ্মনের পালা এক দিন হইল॥
এক পুত্র বিনা তার আর পুত্র নাই।
কি দিয়া করিব পুজা অভয়ার ঠাই॥
প্রান রক্ষা নাই পাই ক্ষিরগ্রামে * * *।
ক্ষিরগ্রাম ছাড়ি দ্বি[জ] জায় পলাইয়া।
ব্রার্হ্মনির বেসে পথে আগুলিল গিয়া॥
হাসিয়া কহেন মাতা ব্রার্হ্মনের তরে।
এত রাত্রে দিজবর জাহ কোথাকারে॥
স্ত্রী পুত্র লইয়া দিজ চলি জায় কোথা।
পলাইয়া জাহ বুঝী খায়ে মোর মাথা॥
ব্রাহ্মণ বলেন মাতা বড় ভয় বাসি।
জোগাধ্যা নামেতে রাজা এনেছে রাক্ষসী॥
অপনার পুত্র দিয়া দেবীর পুজা কৈল।
অবসেসে খির গ্রামে পালা করি দিল॥
প্রান রক্ষা নাহি পাই খিরগ্রামে বসীয়া।
এই হেতু গ্রাম ছাড়ি জাই পলাইয়া॥
হাসিয়া কহেন তবে দেবি কাত্যায়নি।
জার ভএ পালায়াছ সেই দেবি আমি॥

(পৃঃ ২।১—৩।১)

১৬২। যোগাদ্যার বন্দনা।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১২¾×৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২। এক এক পৃষ্ঠায় ১৩—১৫ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৩ সাল। সম্পূর্ণ।

শেষ,—

সঙ্খ পরাইএ বেনে খিরগ্রামে গেল।
পূজারি ব্রাহ্মন বলে ডাকিতে লাগিল॥
কি কর কি কর দিজ ঘরেতে বসিএ।
তোমার কন্যাকে আইলেম সঙ্খ পরাএ॥
দিজ বলে বেনে তুমি খাইলে মোর মাথা।
এক পুত্র বিনে মুই কন্যা পাব কোথা॥
বেনে বলে কপট করহ মোর কাছে।
মা বলেচে কোলঙ্গাতে পাচ তঙ্কা আছে॥
এতেক সুনিএ দিজ গম্ভিরেতে গেল।
গম্ভিরের কোলঙ্গাতে পাচ তঙ্কা পাইল॥
কোলঙ্গাতে দিজবর পাচ তঙ্কা পেএ।
বেনের নিকটে পড়ে অঙ্গ আছাড়িএ॥
চল চল আরে বেনে চল সিঘ্রগতি।
কোনখানে পরেচে সঙ্খ কন্যা ভগবতি॥

বনিক দ্বিজেতে তবে দুই জোনে জায়।
ধামসার ঘাটে জেএ দেখিতে না পায়॥
দেখিতে না পেএ বেনে কান্দিতে লাগিল।
এত দিনে মোর গো॰॰র উপবাস হইল॥
এতেক ভাবিএ দ্বিজ লাগিল কহিতে।
মা কেমন পরিলে সঙ্খ না পাই দেখিতে॥
কান্দিতে কান্দিতে বেনে ছাড়িল নিস্বাস।
এত দিনে মোর গোষ্ঠির হইল উপবাস॥
বেনের কন্দনে মাএর দআ উপজিল।
জলে হইতে দুই বাহু সঙ্খ দেখাইল॥
সুভক্ষনে বেনে তুমি জন্মিলে ভারথে।
সঙ্খ পর[া]এচ মা জগত্থার হাতে॥
দ্বিজ বলে বেনে তুমি আমার পনে চাও।
মা পরেছে সঙ্খ তুমি তঙ্কা ল॰ জাও॥
বনিক বলিল আমি তঙ্কা নাই নিব।
সঙ্খের কারনে মাএর দাস হইএ রব॥
ভারথে আমার গষ্ঠি জত দিন জিব।
বৎসরে বৎসরে ম[া]এর [সঙ্খ জোগাইব॥]
অত্তাবধি সেই সঙ্খ পরে উমা মহেস্বরি।
জগধ্যার পিরিতে সবাই বল হরি॥ * ॥

১৬৩। যোগাদ্যার বন্দনা।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ৯½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ।

১৬৪। মহাভারত- সভাপর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয়।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১১½ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৪১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, ১১৯২ সাল। খণ্ডিত। অক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ। লেখক —গঙ্গাপ্রসাদ দেব সাং পং মাহামুদ আবাদ।

আরম্ভ,—

[ইন্দ্র সনে এক]ত্রে বসিছে সারি সারি॥
চন্দ্র আদি করি জত নক্ষত্রের গন।
দ্বাদস আদিত্য করি দেবের ভুবন॥
হেনকালে তথাতে নারদ তপধন।
নারদ দেখিয়া ইন্দ্র উঠিলা তখন॥
দে॰ গন্ধর্ব্ব আদি জতেক নৃপতি।
নারদ দেখিয়া সবে করিলা প্রনতি॥
পুটাঞ্জলি করি ইন্দ্রে দিলেক আসন।
হরসিতে বসিলা নারদ তপধন॥
ইন্দ্রে বোলে কহ গোসাই কেনে আগমন।
মর ভাজ্ঞবসে আজি তুমা দরসন॥
মুনি বোলে সুন ইন্দ্র কহিএ তুমাত।
ধর্ম্ম দরসন হে॰ জাইম হস্তিনাথ॥
মহারাজা জুধিষ্টির ধর্ম্মপরায়ন।
জর্ম্ম সাফল্য হয় তান দরসন॥
হেনকালে দৈবগতি দেখে তপধনে॥
পাণ্ডু রাজা বসি আছে সভাতে তখনে॥
আর জত রাজা বসি আছে ইন্দ্র সনে।
হিনরূপে পাণ্ডু রাজা বসিছে নিচাসনে॥
নারদে ॰োলিলা কহ পাণ্ডু মহারাজ।
তুমি কেনে নিচাসনে বৈস সভা মাজ॥

(পৃঃ ২।১)

মধ্য,—

নাচাড়ি ॥ রাগ শ্রথ॥
সভা নির্ম্মাইল ময় নানা চিত্র অতিসয়
জেন দেখি চক্রের আকার।
মধ্যে কুম্ভির দিয়া সিংহমুখে আরপিয়া
পুছে কৈল কুণ্ডের প্রচার॥ ১॥

কনক পাসান থুনিঁ হেম মকরত মনি
মন্দির রচিল [নানা] ভাতি।
নির্ম্মিল চৌথণ্ড ঘর জজন দস পরিসর
জেন দেখি চন্দ্রের আকির্ত্তি॥ ২ ॥
জল স্থল এক করি নির্ম্মান করিল পুরি
জল স্থলে এক হে[ন] সুভা।
জল স্থলে এক করি নির্ম্মান করিল পুরি
সিল্লিএ নির্ম্মিত বিশ্বকর্ম্মা ॥ ৩ ॥
সভা দেখি সর্ব্ব জন হইলা বিশ্বয় মন
ধন্য ধন্য প্রসংসিলা সভা।
দেখি সভা বিবরন আনন্দিত সর্ব্বজন
দুর্য্যোধনের মনেত অসুভা ॥ ৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ কুরু পাণ্ডু সমাজ
প্রসংসা করিলা দানবরে।
নানা পসু পক্ষি জত নির্ম্মান করিছে কত
ইন্দ্রপুরি না দেখিছি জারে ॥ ৫ ॥
সত্যবতিসুত মুনি অবনি করিলা ধ্বান
মহাপুন্যকথা রসময়।
সেই পুন্য কাহিনি অমৃত সমান বানি
বিবেচিয়া কহিল সঞ্জয় ॥ ৬ ॥ *॥

(পৃঃ ১৭।২-১৮।১)

শেষ,—

সুনিয়া বোলিলা অন্ধে সুন জুধিষ্ঠির।
তুমি মহাধর্ম্মরত কারন্য সরির ॥
বনবাসে জাই মৈল পাণ্ডু নরপতি।
চন্দ্রবংস সনে তানে কৈলা অব্যাহতি ॥
বিদ্ধ বএস মর জরাএ পিড়িত।
কুলাঙ্গার পুত্র মর হইল উপস্থিত ॥
জথা ধর্ম্ম তথা জয় কহে মুনিগন।
আমার বচনে বাপ স্থির কর মন ॥
নাস হৈব দুর্য্যোধন জত কুরুগন।
বনবাসে যায় বাপ পাণ্ডুর নন্দন॥
রাজার চরনে সবে করিয়া বিদায়।
ব্রাহ্মন লইয়া ধর্ম্ম বনবাসে জায় ॥
উলুকরে সঙ্গে করি প্রবেসিলা বনে।
মনে সঙ্কা নাহি চলে পাণ্ডুর নন্দনে ॥
নিকটে জাহ্নবি গঙ্গা মহা পুন্য জল।
সেইখানে রহিলা পাণ্ডব পঞ্চ জন ॥
উলুকে কহিল গিয়া দুর্য্যোধন স্থানে।
পাণ্ডব সকল রাজ্য দিয়া আইলু বনে ॥
ভারথের পুন্য কথা অমৃত সমান ॥
এই হনে সভাপর্ব্ব হইল সমাধান ॥ * ॥

১৬৫। মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয়।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১-২, ৪-৬। এক এক পৃষ্ঠায় ৯—১২ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত। অক্ষর পূর্ব্বাঙ্কেের অনুরূপ।

আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
সুন সাধু ভাই আন না করিয়া মন।
সভাপর্ব্বকথা সুন অপুর্ব্ব কথন ॥
গুরুদেবচরণেত করিয়া ভখতি।
স্বরেসতি বন্দি গাম সভাপর্ব্ব পুথি ॥
নম ব্যাস ঋসী পরাসরতনয়।
সত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় মুনি মহাসয় ॥
জাহার মুখের বানি অমৃত সমাণ।
বিদিত করিল পুণ্য ভারথ পুরাণ ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মুক্ষ পুন্যের উদয়।
ভাঙ্গিয়া পুরাণ সোক কহিল সঞ্জয় ॥
জর্ম্মজয় রাজা আদিপর্ব্ব জে সুনিআ।
বৈসম্পায়ন স্থানে বলে ভক্তিযুক্ত হৈয়া ॥

জন্মজয় রাজা বলে প্রভু তুমি দিব্যজ্ঞানি।
অপূর্ব্ব মধুর কথা তুমা হনে সুনি॥
পুর্ব্বপীতামহ মর জুধিষ্টির আদি।
বেদসাস্ত্রপরায়ন মহা সত্যবাদি॥
জর্জুগৃহ দহিতে চাইল দুর্যোধন।
রৈক্ষা পাইলা পঞ্চ ভাই কুন্তি দেবি সন।
নানা দেস ভ্রমীলেক বণ উপবণে।
করিলা অসর্ক্য কর্ম্ম বির ভিমার্জ্জুনে॥
পুনরপি দেসে আসীলা নরপতি।
তারপরে কি হইল কহ মহামতি॥
সুনিবার শ্রদ্ধা করি সুধারসময়।
সকলি রসন্ব মতে কহিবা নিশ্চয়॥

শেষ,—

তুমী জরাসন্ধে জদি হইল মহারন।
তার সঙ্গে নাহি গেল জত রাজাগন॥
সেই সব রাজা সঙ্গে জুর্দ্ধ করিয়া।
বান্ধিয়া আনিল রাজা সভাকে জিনিআ॥
কুড়ি সহস্র সতাধিক একত্র করিয়া।
বান্ধি থৈল খারাঘরে সভাকে জিনিয়া॥
লোহপাসে রাজাগণ তুমাকে স্বরয়।
উদ্ধার করহ প্রভু দেব দয়াময়॥
তুমি বিনে উদ্ধারিতে নাহিক তারারে।
রাজাগনে প্রান ছাড়ে সুন গদাধরে॥
কহিল রাজার বোল হস্থক আদেস।
কহিব তারারে গীয়া জিবন সন্দেস॥
হেন কালে তথা গেল জুধিষ্টিরের চর।
প্রনাম করিয়া কহে কৃষ্ণের গোচর॥
পঞ্চ সহদরে মিলি য়েকত্রে হইয়া।
পাঠাইলা তুমা ঠাঞি বিনয় করিয়া॥
জেন মতে জজ্ঞ হয় সমার অনুমতে।
বিলম্ব না কর গুসাঞি চল হস্তিনাথে॥
সুনিআ দুতের বুল উদ্ধব ডাকী আনি।
কেন মতে হয় বোল ব্যবস্থিত বানি॥
গোবিন্দচরণে উর্দ্ধব জুড় কৈল্ল হাথ।
ভালত বলিলা গুসাঞি সুন জগন্থাথ॥

১৬৬। মহাভারত—বনপর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয়।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৫১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৮ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ।

আরম্ভ,—

তুলসীকাননং যত্র ইত্যাদি।
প্রনমহ নিরঞ্জন অনাদি নারায়ন।
শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রভু তুমি সে কারন॥
* * রু গনপতি দুগ্‌গার চরন বন্দিআ।
কহিমু প্রস্থাপ এক সুন মন দিআ॥
বৈসম্পায়ন মুনি বলে সুন জন্মজয়।
পাণ্ডুপুত্র বনবাস কহ মহাসয়॥
আমার প্রপিতামহ রাজা জুধিষ্ঠির।
ভিমসেন ধনঞ্জয় দুর্যয় সরির॥
পতিব্রতা ধর্ম্মসীল দ্রোপদকুমারি।
দুর্যধনে তাহাকে আনে কি [ক]র্ম্ম না করি॥
ধর্ম্মরাজা জুধিষ্ঠিরে কি কর্ম্ম করিলা।
মহাবির ভিমার্জ্জুন কেমতে সহিলা॥
কুন কর্ম্ম করিলেক দ্রোপদি সহিতে।
তাহার বির্ত্তান্ত মুনি কহিবা আমাতে॥
বৈসম্পায়ন মুনি বলে সুন জন্মজয়।
সাওধানে (?) কহিমু ধর্ম্ম আছিলা বনয়॥
রার্য কাড়ি লইলা জদি রাজা দুর্যধন।

দ্রোপদি সহিতে পঞ্চ প্রবেসিলা বন ॥
দৈত্যবনে ধর্ম্মরাজ পুরহিত সনে।
বঞ্চিলেক পঞ্চ ভাই মুনির আশ্রমে ॥
দেখীআ সংভ্রমে মুনি উঠিলা তখনে।
অতিতের বেবহারে পুজিলা তখনে ॥

মধ্য,—

দারুন কলির তাপে বোদ্ধি হয়ে নাস।
তে কারনে ভার্য্যা সনে করে বনবাস ॥
এক দণ্ড একখানে না করে নিবাস।
নানা স্থানে ভ্রমে সেই হইয়া হুতাস ॥
জত স্থানে জত কষ্ট পাইল নরপতি।
তাহাকে কহিতে মর দুক্ষ লাগে অতি ॥
আর দিন পক্ষিরূপ হইলেক কলি।
রাজার সাক্ষাতে গিআ পড়িল উফড়ি ॥
দেখিতে সুন্দর পক্ষি বিচিত্র জে পর।
তাহাকে ধরিতে জত্ন করে নৃপবর ॥
পক্ষি ধরিবারে রাজা জায় ধিরে ধিরে।
রাজারে দেখা দিআ জায় ধরিতে না পারে ॥
উড়িআ না জায় পক্ষি চলে মন্দ গতি।
পাছে পাছে জায় রাজা পক্ষির সংহতি ॥
কুবোদ্ধি লাগিল রাজার পাছে নাহি চায়।
খসাইআ পরিধান বস্ত্র পক্ষিতে পালায় ॥
ঠুটে বস্ত্র করি পক্ষি উড়া দিয়া জায়।
বিবস্ত্র হইয়া রাজা পক্ষি ভিতে ধাএ ॥
আকাসেত গেল পক্ষি না পায় নৃপতি।
শ্রান্ত হইআ বিক্ষমুলে বসীল মহামতি ॥
পাছে পাছে দমস্তি মীলিলা রাজা স্থানে।
দেখে বিক্ষ্যমুলে আছএ বিবসনে ॥
জীজ্ঞাসীলা দমস্তিয়ে না দিলা উত্তর।
দমস্তির বস্ত্র আধা পিন্দে নৃপবর ॥
এক বস্ত্র পরিধান করে নৃপবর।
জথা তথা জায় দুই হইআ কাতর ॥
দমস্তিরে ছাড়ি জাইতে রাজার হইল মন।
সচক্ষিতে দমস্তিয়ে থাকে নিরন্তর ॥
এই মত দমস্তিএ করিলা বসতি।
দমস্তিরে ছারি জাইতে না পারে নৃপতি ॥
আর দিন নিসিতে কৈর্ম্মা করি জাগরন।
দিবাতে হইলা নারি নিদ্রা অচেতন ॥
এই ছিদ্রে বস্ত্র রাজা অদ্ধেক চিরিআ।
দমস্তিকে ছারি রাজা গেলা পলাইআ ॥
(পৃঃ ২৫৷১)

শেষ,—

এথা রাজা জুধিষ্ঠির ভিমের কারন।
ভাবয়ে অনর্থ ভিমের স্থির নহে মন ॥
সুনহ নকুল ভাই সুন সহদেবে।
ভিমের কারনে আমি চিন্তাযুক্ত এবে ॥
কথা গেলা বৃগধর পুষ্পের কারন।
তাহার কারনে মর স্থির নহে মন ॥
......ভিমসেন গেলা সুন বনে।
তাহার উদ্দেশ্যে তুমি চলহ অখনে ॥
নকুলে বলএ রাজা না চিন্তিয় তুমি।
ভিমের উদ্দেস...আনি দিমু আমী ॥
হেন বলি রাজাকে বন্দিল চরনে।
হেন কালে দরসন দিল ভিমসেনে ॥
ভিমকে দেখিআ রাজা সন্তস মনেতে।
আলিঙ্গন দিআ ভিমের ধরিলা গলাতে ॥
মস্তকেত চুম্বন দিআ ভিমসেন মাথে।
বৃগধরে সব কথা কহিলা রাজাতে ॥
সুনি সাধুবাদ বহু করিলা নরনাথে।
পুষ্পহার করি দিলা দ্রোপদি গলাতে ॥
মনে বড় সন্তস হইলা দ্রোপদকুমারি।
বহু স্তুতি করিলেক প্রনাম জে করি ॥
বৈসম্পায়নে বলে সুন জন্মজয়।
...হনে আসিলেক বির ধনঞ্জয় ॥

……পঞ্চ ভাই করে কুলাকুলি।
দ্রোপদি প্রনাম করে মিষ্ট বাক্য বলি॥
এই মতে পঞ্চ পাণ্ডব বনেতে রহিলা।
এত দুরে বনপর্ব্ব তবে সমপুন্ন হইলা॥
…কহি আমী সুনহ রাজন।
বনপর্ব্ব সমাচার (?) হইল সমরর্পন॥
এর পরে বিরাট পর্ব্ব… ‥।
অখনে বিদায় দেয় আশ্রমে জাই আমী॥
এহাকে সুনিয়া রাজা প্রনাম করিলা।
রাজা সম্বাসীআ মুনি নিজাশ্রমে গেলা॥●॥

১৬৭। মহাভারত—বিরাট পর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয়।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১৩$\frac{1}{2}$×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা— ১-৩৭। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২৬৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান—ঢাকা।

আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
বেদব্যাসকৃত ভারথ।
মহাভারথের কথা বিরাট পর্ব্বয়।
সুনীল অমৃত পর্ব্ব নানা রসময়॥
বৈসম্পায়নেতে পোনী জিজ্ঞাসে জন্মেজয়।
কেমতে বিরাট পর্ব্বে পীতামহদয়॥
অজ্ঞাতে আছিল জেহি আদি অন্তে কহ।
কিমতে বঞ্চীল পাণ্ডু বিবরন কহ॥
বৈসম্পায়নে বলে সুনহ কাহিনী।
ব্রাহ্মন সকল রাজা দিল্লিক মেলানী॥
দ্বাদস বৎসর বনে সম্পূর্ণ বঞ্চীলা।
বৎসর লিখীআ তবে পাণ্ডবে জানীলা॥
দ্বাদস বৎসর গেল ত্রওদস আইল।
ধর্ম্মরাজা লীখী সব নিশ্চএ জানীল॥
ভাই সব আনী রাজা লাগীলা বলীতে।
অজ্ঞাত বাসের দিন আইল সর্মীহিতে॥
কি মতে বঞ্চীবা সবে এ সব বসতি।
অজ্ঞোনে বলএ তবে করিআ যুগতি॥
বৎসরেক আমি সবে অজ্ঞাতে বসতি।
ধর্ম্মের বরে তাহাতে পাইব অভ্যাহতি॥
জে সকল দেব আছে কুরু চারি পাষে।
সর্ব্বগুণে দেস সব কহিএ বিষেষে॥

মধ্য,—

নৈরাস বচন পাইআ মন অবিকল।
সুতিষ্ণারে বলীল কিচক মহাবলে॥
সৈরিন্ধ্রি না পাইলে মুই তেজিব জিবন।
এতেকেই কার্জ্য তোমী করিবা জতন॥
ভাইর কন্দনা সুনি সুতিষ্ণার সুক।
বোজি মতি সুতিষ্ণাএ বলে কিচকক॥
কার্য্য চিন্ত মদ্য অন্ন করিআ সম্বার।
সৈরিন্ধ্রি পঠাইআ দিব মদ্য আনিবার॥
তাত তোমী সৈরিন্ধ্রিক পাইবা একেশ্বর।
ইৎসাএ পারহ জদি ভোজিবা নির্ভএ॥
ভগনির বলে তবে কিচক অধম।
আপনার পুরে জাইতে করিল উর্দ্দম॥
নানা মাংস মৎস অন্ন বেঞ্জন জে করি।
সুতিষ্ণা জানাইয়া পঠাইল দুরাচারি॥
সুতিষ্ণা বলএ তবে দ্রোপদির স্থানে।
সত্যরে সৈরিন্ধ্রি জায় কিচকভোবনে॥
মদ্য আন গীআ মর বড় ত্রিষ্ণা করে।
কন্দনায় সৈরিন্ধ্রি বলএ অতি ডরে॥
মোই না জাইমু পাপ কিচকভুবনে।
নিলজ্জ কিচক তোমি জানহ আপনে॥
অসতি না হইমু মোই না জাইব তথা।

তোমি জানহ পুর্ব্বে কিচকের কথা ॥
মোই হেন কত দাসী আছএ তোমার।
অন্ন জন পঠায় মোই না পারো জাইবার ॥
সুতিষ্ণা বলএ তোমা আমি পঠাইতে।
কিচকে লঙ্গিতে তোমা নারে কুন মতে ॥
(পৃঃ ৯।২)

মধ্যে মধ্যে দ্বিজ রামচন্দ্রের ভণিতা আছে। লিপিকর চন্দ্রকিশোরেরও দুই চারিটি কবিতা নাই বলা যায় না। নীচের ত্রিপদীটি রামচন্দ্রের ভণিতাযুক্ত।

কিচকের বধ সুনি সুতিষ্ণা রাজার রানি
ভাইমুকে করয়ে ক্রন্দন।
আহা মোর প্রান ভাই গেলা আজি কুন ঠাই
আকস্মাৎ পাইল মনস্তাপ ॥
আকস্মাৎ নিসাকালে তোমারে পাইল কালে
বোর্দ্ধি কেনে হৈল বিপরিত।
তেজিআ আপ[ন] নারি দির্ব্ব দির্ব্ব সুন্দরি
নাটসালে কেনে উপস্থীত ॥
জিনিআ জে রতিপতি পরম সুন্দর অতি
মোর রাজ বিরাটের পুরে।
ই হেন সম্পদ এরি গন্দর্ব্বের হাতে পরি
একাশ্বর গেলা জমপুরে ॥
সুগন্দি চন্দণ মালে বিভুসীত সর্ব্বকালে
হেণ অঙ্গ ভুলাএ ধুসর।
নানাবিধি গীত নাটে শ্রি সবে জারে ভেটে
হেণ বির আছে একাশ্বর ॥
রূপে গুণে হেণ ভাই ত্রিভুবণে কেহ নাহি
না দেখীল মোই অভাগীনি।
পাসরিতে নারি গুণ প্রাণ পুরে পুণ পুণ
মোখে মোর নাহি আইসে বানি ॥
এথেক করুনা করি বিরাটের পাটেশ্বরি
সুতিষ্ণা কান্দএ ঘণে ঘন।
তাহাণ ক্রন্দন দেখী রাজপুরে জত সখি
তারা সবে জোরিল ক্রন্দন ॥
অত্যন্ত করুনাভাসে বৃক্ষ হতে পত্র খসে
সিলা সব হয় জলাবত।
এথা নাটসালা ঘরে কিচকের সহদরে
কিচকের দেখী পীণ্ডবত ॥
নাহি তার হাত পায় সকল সামাইছে গায়
মাংসপীণ্ড দেখী ভয়ঙ্কর।
দেখীআ আবস্থা তার করে সবে আহাকার
ত্রাসে ডাক ছাড়ে ঘোরতর ॥
কেহ কেং ভুমী লুটে পাসাণেত মুন্ড পুটে
ভাই ভাই করি ডাক ছারে।
নাটসালে উটে রোল হৈল মহা গণ্ডকুল
কেহ কেহ উবা লড় পারে ॥
আচম্বিত নিসাকালে কিচকের বিধি লাগে
নিজ ঘরে হৈল সর্ব্বনাস।
গন্দর্ব্বের ভয় পাইয়া সর্ব্ব লোক গেল ধাইআ
কহিলেক বিরাটের পাষ ॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ১৬।২-১৭।১)

ভণিতা,—
কহিল অপুর্ব্ব কথা সঞ্জএ রচিল পুতা
দ্বিজ রামচন্দ্রের বাখাণ।

শেষ,—
জথেক আছিল রাজা মহানরপতি।
সকল চলীআ আইল কৃষ্ণের সঙ্গতি ॥
অভিমণ্য সাত্যকি প্রদ্যুম্ন মহাবল।
অনুক্রমে বসিলেক সভার ভিতর ॥
কথা উপকথা জত আছিল বিস্তর।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে হইল উত্তরাসয়ম্বর ॥
অর্জ্জোণের পুত্র অভিমন্য মহামতি।
কণ্যাদাণ করিল বিরাট নরপতি ॥
এক লক্ষ হস্থি দিল নানা রত্ন ধন।

মহাসত্য মৎস রাজা বিরাট মহাজণ ॥
এহি মত অজ্ঞাতবাষ বিবাহ কথণ।
রচিয়া সুগম পদ সঞ্জয়ে রচণ ॥
বিরাটপর্ব্ব মহা পুন্য সাজ এত দুরে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা মধুর পয়ারে ॥ * ॥

ইতি বিরাটপর্ব্ব পোস্তক সমাপ্ত॥ সণ ১২৬৩ সণ তারিখে ৭ কার্ত্তিক। রোজ বুধবার বেলা ১॥০ প্রহর থাকিতে বাহের বাড়ির পুর্ব্বের চৌচার বশীআ সমাপ্ত করা গেল।

অজ্ঞানে লীখীল পুতি জানীয় কারন।
পরিতে পণ্ডিত জণে করিয় সুদণ ॥
অজ্ঞাণের দুস সবে না ধরিবা মন।
অক্ষর না হয় ভাল জানিয় কারন ॥
শ্রীগুরুচরণে সবে সদা করে আষ।
পুস্তক লীখীল শ্রীচন্দ্রকিসোর দাষ ॥
শ্রীগুরুচরনাম্বুজে অসঙ্ক প্রনাম।
জাহার দয়ায়ে বিরাটপর্ব্ব লীখীলাম ॥
তপে রনভাওালের মধ্যে চাকুয়া গ্রামে বাষ।
যুগলকিসোর রাএর পুত্র চন্দ্রকিসোর দাষ ॥
গুনিজণ প্রতি করিয়া মিনুতি
চন্দ্রকিসোর দাষ কয়।
দুস জদি ভ্রমে হয় ভুল ক্রমে
ক্ষেমিবেণ সুনিশ্চয় ॥ ইত্যাদি

১৬৮। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয়।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৫ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৩৫। এক এক পৃষ্ঠায় ৮—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, ময়মনসিংহ।

আরম্ভ,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমমিত্যাদি।
নম নম নারায়ন জগতের সার।
সিক্ষ্যাগুরু প্রনমহ দিক্ষ্যাগুরু যার ॥
দুর্জোধনে দেখিলেক আপনা গোচর।
সকুনী মাতুল পড়ে সংগ্রাম ভিতর ॥
নৈরাষ হইল বল বোর্দ্ধি বিবর্জিত্য।
সুকাকুলী হৈয়া রাজা স্থির নহে চিত্ত ॥
জয় না হইল যুর্দ্ধ করি কীবা ফল।
চতুর্ব্বিতে পড়িলেক বাহিনি সকল ॥
পড়িলেক মহারথি সৈন্ন্য মহারথি।
অবসেস আছে একবিংসতি পদাতি ॥
ক্রেপ কৃতব্রর্ম্মা অশ্বতামা দুর্য্যোধন।
মহারথি সবে আছে য়েহি চারিজন ॥
য়েহি সব সঙ্গে করি পুণী পৈসে রনে।
প্রানপনে যুর্দ্ধ করে মরন না গনে ॥
দুর্জ্জয় পাণ্ডবগন বিসম ধনুকী।
আগে হৈয়া মহারন করে ঠেকাঠেকি ॥
মহারথি ছয় জন করিলা জর্জ্জর।
সহিতে না পারে রাজা দারুন সমর ॥
দেখিলেক আপনার নাহি পরিত্রান।
সৈন্ন সভ পড়িল আপনা বির্দ্দমান ॥
য়াপনার জয় নাহি নিশ্চয় জানিল।
অস্ত্রাঘায়ে গাঞ কাপে স্বরির দুর্ব্বল ॥
সকরুনে দুর্য্যোধন কান্দে উচ্চ্যস্বরে।
আহা বসুমতি তোমী ছাড়িলা আমারে ॥
যুর্দ্ধে পরাভব হইল মুর কর্ম্মফলে।
জ্ঞাতি বন্ধু জন মর পড়িল সকলে ॥
না ধরিল পিত্রি মাত্রি গুরুর বচন।
তে কারনে হইল মোর য়েত বিড়ম্বন ॥

ধিক মর বল বির্জ্জ ধিক মর জস।
ই জর্ম্মে না হইব রামী পাণ্ডবের বস॥
সরির থাকিলে মাত্র সর্ব্ব কার্য্য আছে।
পলাইয়া প্রান রাখী জে হউক পাছে॥
আপনার কর্ম্ম নিন্দা বিধাতাকে স্মরি।
পুর্ব্বমুখে লড় দিল গদা কান্দে করি॥

মধ্য,—

সঞ্জয়ে বোলয়ে রাজা সুণ মণ দিয়া।
যে জে সংগ্রামের কথা কৈব বিবেচিয়া॥
পাণ্ডবেরা সবে জদি দিল গালাগালি।
সহিতে না পারে তোর পুত্র মহাবলি॥
উত্তম ঘোটকে জেন না সএ তাড়ন।
তেণ মতে বচণ না সহে দুর্জ্জোধণ॥
নির্চ্চএ যুজিব মণে কৈলা দুর্জ্জোধণ।
ডাক দিআ পাণ্ডবেত বলিয়া বচণ॥
কুণ ভয় তুমার কুণ ভয় ভীমের।
কি ভয় কৃষ্ণের মোর কি ভয় অর্জ্জোনের॥
নকুল সহদেবের ভয় নাহিক বিসেষ।
এহি গদায় মোই করিমো নিসেস॥
তখণে লুহার গদা কান্দেত করিয়া।
ডাক দিয়া ওঠে জলেস্তম্ব জে ভাঙ্গিয়া॥
রক্তে রাজা তিতা গাও উঠিলেক তটে।
পর্ব্বত বাহিয়া জেণ গেরুধারা উঠে।
গদা হস্তে দুর্জ্জোধণ হইলেক স্তির।
কহিতে লাগিল তবে দুর্জ্জোধণ বির॥
হাশীয়া বোলএ তবে কুরু মহাশয়।
ধর্ম্মরাজা যুদিষ্টিরে যুর্দ্ধ না জাণয়॥
নকুল সহদেব সিসু জানে সর্ব্বজনে।
সহজে উপহাস্ব করিব দেবগণে॥
গদাযুর্দ্ধ নাহি জানে বির ধনঞ্জয়।
তাহানে মারিলে দুঃক্ষ না খণ্ডে রিদয়॥
ভিমে মারিছে মর জত ভ্রাতৃগণ।
জিনি মরি তার সঙ্গে করিবাম রন॥
আশীয় ভিম যুর্দ্ধ করি তুমার আমার।
রঙ্গ দেখোক জত সৈন্য আছএ তুমার॥
তোমারে মারিলে ভিম দুঃখ পাসরিব।
জিনিলে রার্য্য আমী যুদিষ্টিরে দিব॥

(পৃঃ ১৭।২-১৮।১)

শেষ,—

অশ্বর্থামা তাণ সঙ্গে অস্ত্র পাছে পাছে।
কৃষ্ণে বোলেণ আসীছেন মোণী এহি কাজে॥
পাদ্য অর্গ অর্জ্জোণে দিলেক মোনির পাএ।
বসিতে আসণ দিলা কৃষ্ণের আজ্ঞাএ॥
মোনি বোলেণ সুণ অর্জ্জোণ বচণ আমার।
ব্রহ্মার বরে অশ্বর্থামায় হইছে অমর॥
কীরূপে কাটিবা মাথা নহেত উচিত।
অস্ত্র সম্ভোরহ তোমি সুণ মহাবির॥
অর্জ্জোণে বোলএ গোসাই আমার প্রতিজ্ঞা।
কীরূপে করিব বের্থ জাণী কর আজ্ঞা॥
মোনি বোলেণ ব্রহ্মতালুকা তাহার।
কাটীয়া আনাহ অস্ত্র বলিল ইহার॥
তবেহ ই বর অস্ত্র সব রক্ষ্যা পায়।
এহি আজ্ঞা করিল আমি জাণীয়া উপায়॥
কি করিব অর্জ্জোণ বির এড়াইতে না পারে।
অস্ত্রে আজ্ঞা দিল তালুকা কাটীবারে॥
একেত দারুন অস্ত্র আর আজ্ঞা পায়।
তালুকা…অশ্বর্থামার চলীআ জে জায়॥
ভ্রমি লাগি অশ্বর্থামা পড়িল ভুমিত।
কমুণ্ডোলের জল মনো গন মীত॥
মুনী বলে অশ্বর্থামা বলীয়ে তোমারে।
এই মত সর্ব্বকাল থাকিবা মুর বরে॥
বেথা শোল না থাকীব সুন বিরবর।
তৈলবিন্দো লোকে দিলে পুরিব কর্ম্মানন্তর॥
এহি বোলী মুনীবর বিদায় হইয়া।

তপর্য্যা করিতে চলে অস্বর্থামা লইয়া ॥
তবে কৃষ্ণ অর্জ্জোন জে আশীলা গড়ুয়।
যুদিষ্টীর আদি করি একত্র জে হয় ॥
এহি মতে সাজ হইল গদাপর্ব্ব পুতা।
সঞ্জয়ে জানীয়া কৈল সঞ্জয়ের কথা ॥*॥

১৬৯। পরাগলী মহাভারত—আদি-হইতে অশ্বমেধের প্রথমাংশ।

রচয়িতা—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৭ × ৫১/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৬৩, ৬৫-১০৮, ১১০-২১৫। এক এক পৃষ্ঠায় ১০-১১ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, শকাব্দা ১৬৩২। সম্পূর্ণ। আরম্ভ,—

নমো নিরঞ্জনায় ॥

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
প্রণমোহো নারায়ণ পুরুষপ্রধান।
ব্যাসদেব প্রণমোহো গুণের নিধান ॥
পিতৃমাতৃচরণে বহু ভক্তি করি।
শুকদেব প্রণমোহো দেব অনুসারি ॥
শ্রীযুত পরাগল খান মহামতি।
দারিদ্রভঞ্জন জেই অনাথের গতি ॥
কুতুহল বহুল ভারতকথা সুনি।
কেন মতে পাণ্ডবে হারাইল রার্য্যধানি ॥
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।
কোন কোন কর্ম্ম কৈল বনের ভিতর ॥
বৎসরেক কৈল কথা অজ্ঞাত বসতি।
কেমত পৌরসে পাইলেক বসুমতি ॥
এহি সব কথা কহ সংখিপ্ত করিয়া।
দিনেকে শুনিতে পারি পাঞ্চালি রচিয়া ॥
এহি সব কথা সুনি কুতুহল মন।
সরস্বতি বন্দি কহি প্রবন্ধকথন ॥
সংহিতা নবতি লক্ষ সহস্র ত্রিংশত।
মহামুনি ব্যাসদেবে রচিল ভারত ॥
ষষ্টি লৈক্ষ সহস্র সতেক হইল শ্লোক।
পঠন্ত নারদ মুনি সুনে দেবলোক ॥
পঞ্চদশ লৈক্ষ শ্লোক নাগগণে সুনে।
পঠন্ত দেবল মুনি মহাতপোধনে ॥
সুকমুখে সুনে গন্ধর্ব্ব রাক্ষসের গণে।
চতুর্দ্দশ লৈক্ষ শ্লোক সুনে সাবধানে ॥
এক লক্ষ শ্লোক সংস্কৃত প্রতিষ্ঠিত।
মুনি বৈসম্পায়ণে পঠন্ত পৃথ্বীত ॥
নৃপতি জনমজয়ে সর্প..... য় করে।
তাত মহামুনি আইল সভার ভিতরে ॥
যথাবিধি প্রকারে পূজিল নরপতি।
তুহ্মি দেব ইতিহাস খ্যাত মহামতি ॥
সাখ্যাত দেখিলা তুহ্মি কৌরব পাণ্ডব।
কেন মতে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব সম্ভব ॥
তেই সব মহাসত্ব বিখ্যাত ভুবনে।
ভাই ভাই নিঃসর্গ করিলা কি কারনে ॥
কেন মতে হইলেক ভীষ্মের নিধন।
পাণ্ডবে করিল কেহ্নে কৌরব নাসন ॥
তোহ্মার প্রসাদে সুনি বংশের চরিত্র।
সুনিতে বংশের কথা চিত্ত উল্লসিত ॥
রাজার বচন যুনি কহে মুনিবর।
সকল কহিতে আহ্মি নাহি অবসর ॥
সিস্য বৈসম্পায়ন আছএ বিদ্যমান।
তেহি কহিবেন কথা সুন সাবধান ॥
এত কহি ব্যাসদেব গেল তপোবন।
কহে বৈসম্পায়ণে বিখ্যাত ভুবন ॥

যথা,—

দীর্ঘ ছন্দ ॥

দুর্য্যোধন মহাবীর শোকে হইল অস্থির
পড়িল সকল সহোদর।
দুস্তাসন দুর্ম্মতি সকুনি পাঠাইল রাতি
অনাইল কর্ন্ন ধনুর্দ্ধর ॥১॥
দেবের অসাধ্য রন জিনিতে পাণ্ডবগণ
বিসম দেখম মোর মনে।
তুহ্মি যুদ্ধে উদাসিন মুই হৈলুম প্রভাহিন
সত্রুক মারিব কোন জনে ॥২॥
কর্ন্নে কহে দুর্য্যোধন কৃষ্ণ সমে পঞ্চ জন
বধিতে পারহ রাত্রি দিনে।
একেত পাণ্ডব ভক্ত আরে ভীষ্ম অনুরক্ত
সেনাপতি করহ উদাস ॥ ৩ ॥
রন এড়উক ভীষ্ম বৃদ্ধ মুই করোম কার্য্য সিদ্ধ
পাণ্ডবেরে করিমু সংহার।
আপনে চলিয়া জাও পিতামহ বুঝাও
এহি যুক্তি মনে করি সার ॥৪॥
কর্ন্নের বচন ধরি হিত হেন অনুসারী
রাজা গেল ভীষ্মের সিবির।
নিবেদন্ত নররাজ সাধিতে আপনা কাজ
সাবধানে সুনে ভীষ্ম বির ॥৫॥
পূর্ব্বে কৈলা অঙ্গিকার পাণ্ডবের সংহার
এবে কেহ্নে উপক্ষহ রন।
মোর ভাগ্য মন্দ বসে তোহ্মা হেন পরিহাসে
অবধান কর মহাজন ॥৬॥
সেনাপতি হোক কর্ন্ন মারিব বিপক্ষগণ
উপেক্ষা নাইক তার মন।
বড় করে অহঙ্কার সবান্ধবে মারিবার
না পারিলে মরিব আপনে ॥৭॥
দুর্য্যোধন বোল সুনি ভীষ্মে কহে মনে গুনি
চক্ষু পাকাইয়া কহে রোশে।
পূর্ব্বে কহিলাম তোক সুনিলেক সর্ব্বলোক
হিত না সুনিলে কর্ম্মদোশে ॥৮॥
তবে জদি করে রন অজয় পাণ্ডবগণ
মনুস্যে[র] মধ্যে কেবা পারে।
জেখনে গন্ধর্ব্বলোক বান্ধিয়া নিলেক তোক
কর্ন্নে কি করিল সেই কালে ॥৯॥
ইন্দ্রক জিনিল রন দহিল খাণ্ডব বন
অগ্নিত তর্পিল একশ্বর।
নিবাতকবচ মারে কালকেয় সংহার করে
অর্জ্জুন জিনিতে কেবা পারে ॥১০॥
উত্তর গোগ্রহ রনে একশ্বর সর্ব্বজনে
বসন হরিয়া নিল যবে।
দ্রোণ কৃপ অশ্বথামা বানে বিন্ধিলেক আক্ষা
কর্ন্নে তোক কি করিল তাকে ॥১১॥
আপনা পৌরস ধরি মারহ পাণ্ডব বৈরি
বির হেন তবে সে বাখানি।
সোমক পাঞ্চালগণ সমুদিত করে রন
সঞ্জয় সহিতে সিখণ্ডিনী ॥১২॥
এতেক নিষ্ঠুর বানি বলিল হৃদয় গুনি
পুনি কহে ভীষ্ম মহাবল।
সভাক জিনিমু পুনি পরিহর সিখণ্ডিনী
দুর্য্যোধন না হৈয় বিকল ॥১৩॥
সিখণ্ডিনী যদি মোরে প্রাণেত প্রহার করে
তথাপিহ অস্ত্র না ক(ধ)রিব।
প্রতিজ্ঞা করিল আহ্মি সস্ত সজ্জ কর তুহ্মি
আজু আহ্মি সর্ব সংহরিব ॥১৪॥
ভীষ্মের বচন যুনি দুর্য্যোধন তুষ্ট পুনি
সৈন্য সর্জ করে মহাবল।
প্রভাতেত বিরগণ তুমুল করিল রন
ক্রোধ হইল ভীষ্ম মহাবল ॥১৫॥
ভীষ্মে করে মহারন যেন ছুটে তারাগণ
বড় বড় বির পড়ে রন।

ভাজিল পাণ্ডববল হৈল মহা কলাহল
গেল সব অর্জ্জুনের সরনে ॥১॥
(পৃঃ ১৩২-৯৪।১)

শেষ,—

সমিপে আইল সুনি পাণ্ডব সকল।
বাড়িয়া নিবায়ে গেল কৃষ্ণ মহাবল ॥
সব কুতুহল হৈয়া সানন্দিত মনে।
পুরির ভীতরে আইল প্রসন্ন বদনে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বন্দিয়া জে বন্দিল গান্ধারি।
কুন্তিক বন্দিল তবে পাণ্ডু অধিকারি ॥
বিদুরক সম্ভাসিয়া বসিল আসনে।
অভিমন্যু সুত জন্ম সুনিল তথনে ॥
কৃষ্ণের প্রভাব সুনি অপূর্ব্ব কথন।
অমৃতে সিঞ্চিল যেন পাণ্ডুর নন্দন ॥
পূজিলেক নারায়ণ বিবিধ বিধানে।
যথাবিধি ভক্তি কৈল দৈবকীনন্দ[ে]ন ॥
কত কালে ব্যাস সুনি হইল উপস্থিত।
নানা উপকথা কহে পাণ্ডব সহিত ॥
কথা অবসানে যুধিষ্ঠির নরপতি।
ব্যাসেত কহন্ত কথা করিয়া প্রণতি ॥
তোহ্মার আদেশে অশ্বমেধ করিবার।
আজ্ঞা কর কেন মত করিমু প্রকার ॥
কৃষ্ণক পুছম মুই করিয়া বিনয়।
কেন মত আজ্ঞা হএ কহ মহাসয় ॥
তোহ্মা হতে হইল মোর সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি।
তোহ্মার কারনে মোর বংশ হইল বৃদ্ধি ॥
ব্যাস কৃষ্ণ দুই মিলি আদেশ করিল।
অশ্বমেধ দিক্ষা রাজা হৃ[দ]য় ধরিল ॥
পুনি কহে যুধিষ্ঠির মোত কহ সার।
কোন দিন দিক্ষাবিধি কেহেন সম্ভার ॥
ধর্ম্মের বচনে কৃষ্ণে কহন্ত অশেষ।
যেন আছে পুরাণ শাস্ত্রের উপদেশ ॥

চৈত্র পুর্ন্নমাসিয়ে পুণ্যাহ দিক্ষাবিধি।
যজ্ঞের সম্ভার কর যথা বেদবিধি ॥
অশ্ববিদ্যাবিচক্ষণ পরিক্ষা মহন্ত।
অশ্বদিক্ষা সুনহ যজ্ঞের সর্ব্ব তত্ব ॥
আপনা ইচ্ছাএ অশ্ব যথা তথা জাউক।
যে তাক রখিব তাক অশ্বগতি পাউক ॥
আর হোতে না হএ অশ্বের অনুমতি।
যজ্ঞ অশ্ব রাখিবেক পার্থ মহামতি ॥
দিব্য ধনু হাতে জার দিব্য জার তুন।
সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হৃদএ নিপুন ॥
নিবাতকবচ মারি তোষে পুরন্দর।
ত্রিভুবনসুবিদিত অর্জ্জুন ধনুদ্ধর ॥
তাহাক নিযুক্ত কর ঘোটক রাখিতে।
ভীমক আদেশ কর তোমাক রাখিতে ॥
নকুলে করোক ধৃতরাষ্ট্রের পালন।
সহদেবে আনাউক কুটুম্ব পরিজন ॥
ব্যাস কৃষ্ণ আদেশ যে সুনিয়া নিশ্চয়।
সমাহিতে সম্বাদ করিল মহাশয় ॥
* * * বসন।
সুবর্ন্নের মালা কণ্ঠে অতি সুশোভন ॥
নৃপতি দিক্ষিত হৈল চৈত্র পৌর্ন্নমাসি।
প্রজাপতি সম রাজা সর্ব্বগুণে রাসি ॥
* * * *
লস্কর পরাগল ধর্ম্ম অবতার।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরে চলিল(রচিল) পয়ার ॥
শ্রীযুত নায়ক লস্কর পরাগল।
পাণ্ডব * * কুতুহল ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি।
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোক তরি ॥ * ॥

ইতি মহাভারতে পাণ্ডববীজয়ে পরিক্ষিত-জন্ম ॥০॥ শুভমস্তু শকাব্দা। ১৬৩২ তে ১৯ চৈত্র। * * * *

অক্ষর—উকার ও ডকার একরূপ। ড়, ঢ় ও য়কারের নীচে বিন্দু নাই। রকারও বিন্দুহীন, পেটকাটাও নহে; দক্ষিণের সরল রেখার গায়ে একটি হাইফেন চিহ্ন আছে। কু, ল, জ্ঞ ও দ্দ প্রায় একরূপ। তু ও ন্তু একরূপ। তিনের অঙ্ক ও-র মত, পাঁচ ইংরাজির ন্যায়।

১৭০। পরাগলী মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৭½ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

নমো গণেশায় ॥ নমঃ স্বয়ম্ভুর্ব্যৈ ॥
বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥
জয়তি পরাশরস্নুঃ সত্যবতীহৃদয়নন্দনো
ব্যাসঃ।
যস্যাস্যকমলগলিতং বাঙ্ময়মমৃতং জগৎ
পিবতি ॥
প্রথমে প্রণাম করোম দেব নারায়ণ।
ভারথের পদযুগ করোম বন্ধ(ন্দ)ন ॥
একচিত্য হইয়া সুনে ভারথকথন।
পাপমুক্ত হএ তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥
এক দুই শ্লোক সুনে ঘরে রহে জার।
স্বপত্নী সহিতে বিষ্ণু গৃহে থাকে তার ॥
এক শ্লোক শ্লোকার্দ্ধ বা সুনে যেই নর।
স্বর্গগতি হএ তার যমেরে নাহি ডর ॥
সজিতা নবতি লক্ষ সহস্র ত্রিংশত।
মহামুনি ব্যাসদেবে রচিল ভারথ ॥
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে সুনি।
দেবলোকে সুনন্ত পঠন্ত ব্যাস মুনি ॥
চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক গন্ধর্ব্বলোকে সুনে।
এক লক্ষ সজিতারে মনুষ্যে বাখানে ॥
মুনি বৈসম্পায়নে কহিল পৃথিবীত।
জন্মজয় রাজাএ সুনে ব্যাসের রচিত ॥
নব লক্ষ সজিতায় সহস্র ত্রিংশত।
তিন সহস্র ব্যাসদেবে রচিল ভারথ ॥
পরিক্ষিতগুত নামে রাজা জন্মজয়।
বসতি হস্তিনাপুরে গঙ্গার তনয় ॥
অস্ত্র শাস্ত্রে বিশারদ বিক্রমে সাগর।
পালয়ে সকল প্রজা যেন পুরন্দর ॥
এক দিন জন্মজয় সভা বিদ্যমান।
সত্যবতিসুত ব্যাস তথা অধিষ্ঠান ॥
পাদ্যার্ঘ আসন দিয়া পুজিল রাজন।
পুটাঞ্জলি জিজ্ঞাসিল ব্যাসের চরণ ॥
পিতামহ সব মোর ছিল বলবন্ত।
কোন পাপে যমরাজে তাকে কৈল অন্ত ॥
তোহ্মার সাক্ষাতে কেনে এত বিবরণ।
নিশেদ না কৈলা কেনে শুন মহাজন ॥

মধ্য,—

লাচাড়ি ॥ দির্ঘছন্দ ॥

মুনি বৈসম্পায়নে কহে নৃপতির স্থানে
সুন রাজা পুন্য দিব্য কথা।
পাণ্ডব বিজই কির্ত্তি সুনে জেবা করি ভক্তি
পুন্য হএ ছাড়ে দরিদ্রতা ॥ ১ ॥
এক দিন দেবজানি হৃদয়ে হরিষ পুনি
সরমিষ্ঠা লৈয়া দৈত্যসুতা।

ঋতুরাজ মধুমাষ ক্রিড়া করে অভিলাষ
চলি গেল পুষ্পবন জথা ॥ ২ ॥
নানা পুষ্প বিকসিত গন্ধ সব আমোদিত
বিকসি সঞ্চিত হৈছে ভালে।
কুকিলে মধুর ধ্বনি সুনি বিষরয়ে তমু
মধুকরে করে কোলাহল ॥ ৩ ॥
মলয় যমির বাত মন্দ মন্দ লাগে গাত
প্রান জে মুহিত গন্ধবাসে।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ গতি হেন সময় জজাতি
মৃগয়াকে আইল সেই বনে ॥ ৪ ॥
ভ্রমিআ কানন চাহে মৃগ তথা নহি পায়ে
কন্যা যব দেখে বিদ্যমান।
তার মদ্ধে দুই কন্যা কুলে সিলে রূপে ধন্যা
রূপে যেন রম্ভা উর্ব্বসী।
অধর বান্দুলি জাতি দসন মুকুতাপাতি
বদন জে জেন হএ যসি ॥ ৫ ॥
নয়ন কটাক্ষ যরে মুনিম[ন] দেখী হরে
ভূজযুগ কাম মধুধারা।
চতুর্দ্দিগে সহচরি বসি আছে সারি সারি
রূহিনিবেষ্টিত জেন তারা ॥ ৬ ॥
সয়ন করিয়া আছে রতি কাম অভিলাষে
বিচিত্র গাথিয়া নানা ফুল।
সরমিষ্ঠা লই পাও কোন সখি করে বাও
কেহ কেহ জোগায়ে তাম্বুল ॥ ৭ ॥
কন্যা বোলে নৃপবর আহ্মার বচন ধর
এহি বাক্য তিলেক নাহি দোষ।
দেখিআ নৃপতি আগে জিজ্ঞাষা করিতে লাগে
বিশ্ময় হইয়া তার মনে।
তুহ্মি হেন জন সখি রাজকন্যা হেন দেখী
কি হেতু আসিছ পুষ্পবনে ॥
সুনিয়া রাজার বানি আনন্দীত দেবজানি
পরিচয় দিয়া কহে কথা।

আহ্মি ত ব্রাহ্মন জাতি ভৃগুবংসে উৎপত্তি
দৈত্যগুরু শুক্রের দুহিতা ॥
ব্রেসপুর্ব্বা দৈত্যবর স্বর্গে জেন পুরন্দর
কাস্যপবংসেত জর্ম্ম জার।
তাহার জে কুমারি জত সব সহচরি
সরমিষ্ঠা না[ম] জে এহার ॥
আহ্মি দুই জন বালা জোবন সহজে হেলা
অকুমারি বাপের ঘরয়।
সখি সব লৈয়া রসে জলকেলি অভিলাসে
নামিআছি পুস্পের বনয় ॥
সরমিষ্ঠা আদি করি জত সব সহচরি
সব সখি আহ্মার জে দাসী।
আপনে কে হও তুহ্মি পরিচয় চাহি আহ্মি
কুল সিল জানাই(হ) আপনা।
তোহ্মা সম মতিমন্ত রূপে গুনে তেজবন্ত
খিতিতলে নাহিক তুলনা ॥
দেবজানির বাক্য সুনি সম্বোধিয়া নৃপমনি
কথা কহে দিয়া পরিচয়।
নাম মোর জজাতি নহুসের সন্ততি
জর্ম্ম মোর চন্দ্রবংসয় ॥
এত যুনি দেবজানি সম্বোধিয়া নৃপমনি
নৃপতিকে লাগে কহিবার।
তোহ্মাক মজিল মতি তুহ্মি মোর ধর্ম্মপতি
পরিনয় করহ আহ্মারে ॥
রাজাএ বোলে দেবজানি না হএ যুগত বানি
অজুক্ত কহ সব কথা।
তোহ্মা সহ পরিনয় বেদসাস্ত্রে নহি কহে
আহ্মি খেত্রি তুহ্মি ব্রহ্মসুতা ॥
কন্যা বোলে নৃপবর আহ্মার বচন ধর
এহি বাক্য তিলেক নাহি দোষ।
আপনে বরিলে তোক পরিনয় কর মোক
মন আহ্মা করহ সন্তোষ ॥

পূর্ব্বে আহ্মা কুপ হতে তুল্যিআছ ধরি হাতে
তখনেহ বরিছি তোহ্মাকে।
তাক পাষরিলা তুহ্মি দ্বিতিয় না জানি আহ্মি
জাবত কণ্ঠেত প্রান থাকে॥
সর‍্মিষ্ঠা আদি জত সহচরি মব সত
এ সকল জতেক তোহ্মার।
তুহ্মি পরিনয় কৈলে জাইব আহ্মি স্বর্গ কুলে
দাসি কর সেবা করিবার॥
দেবজানির বাক্য সুনি নৃপতি মনেত গুনি
মনে ভাবে বিহা করিবার।
সষ্টিবরসুত সেন পদবন্ধ সঙ্গে তেন
গঙ্গাদাসে রচিল পয়ার॥
(পৃঃ ১১।১-২)

শেষ,—

সান্তনুর পুত্র হইল ভিশ্ম মহাসয়।
ভুবনবিক্ষাত বির গঙ্গার তনয়॥
আর দুই পুত্র: হইল সান্তনুসন্ততি।
কুরু পাণ্ডব হইল তাহার সন্ততি॥
মহাসত্ব ভিস্ম বির কুরুবংসকর্ত্তা।
কৌরব পাণ্ডব জেন দুই কুল ভর্ত্তা॥
সান্তনুর পুত্রকথা কহি সুন তোকে।
জেন মতে ব্রহ্মসাপ হইল মত্যলোকে॥
অপুরা দেবের জান সান্তনু আছিল।
অনুদিন ইন্দ্রসভা বহুল বঞ্চিল॥
একদিন ইন্দ্র ব্রহ্মা দেব সমোদিত।
নিত্য দেখে দেবলোকে হইয়া হরসিত॥
বিদ্যাধর নামে এক আছ[এ] অপছর।
নাচিতে অঞ্চল লাগে ব্রহ্মা কলেবর॥
ক্রোধ হইয়া ব্রহ্মা তাকে সাপে ততপর।
বানর হইয়া জর্ম্ম তুহ্মি পৃথিবি ভিতর॥
সেই হ[ই]তে ব্রহ্মসাপ জর্ম্মিল বানর।
সেই বানর জিআইয়া দিল মুনিবর॥
সেহ বংসে জর্ম্ম হইল সান্তনু রাজন।
তাহার প্রস্তাব সেষে সুন দিয়া মন॥
ইতি ব[ং]সাবলি সমাপ্ত॥ * ॥

১৭১। পরাগলী মহাভারত—শল্যপর্ব্ব।

রচয়িতা—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—১৫। এক এক পৃষ্ঠায় ৭—১১ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, ঢাকা।

আরম্ভ,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমমিত্যাদি।
কর্ন্ন জদি পড়িলেক অনাথ কুরুবল।
চিন্তাকুল দুর্য্যোধন হইল বিকল॥
আহাকার করিয়া ত্রাশস্থি যুদ্ধাগন।
ধনু শর ছাড়িয়া চিন্তয়ে জনে জনে॥
নিরাকুল বল দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
সভাকে আনিয়া বোলে আশ্বাষ বচন॥
ভিশ্ম দ্রোন ভগদর্ত্ত আর কর্ন্ন বির।
রন করি সর্গে গেল নির্ভয়ে শরির॥
জিবনকাতর হইয়া না কর বিশাদ।
সাস্ত্রে রত বিশারদ ক্ষেত্রিধর্ম্মবাদ॥
শংগ্রামে পড়িলে রনে হইব শর্গগতি।
রনেত কাতর হইলে নরকেত গতি॥
রনেত বিজয় কর না কর অধর্ম্ম।
রনেত বিমোখ হয়ে নয়ে ক্ষেত্রিধর্ম্ম॥
হেন মত কর্ম্ম করি জত যুদ্ধাগন।
প্রিথিবিত অবসিষ্ট নাহি কুন জন॥

প্রানপুন করিয়া করহ মহারন।
অনুচুচে কার্য্য নাহি শোন শর্ব্ব জন॥
দুর্য্যোধনবচন শোনিয়া বিরগন।
শেনাপতি কাকে দিবা বল মহাজন॥
শেনাপতি দেও সবে করিবারে রন।
কৃষ্ণ সমে পাণ্ডব মারিব সেহি জন॥
দুর্য্যোধন চিন্তিয়া বচন কৈল সার।
অশ্বথামা হতে বুর্দ্ধিবন্ত নাহি আর॥
অজোনিস্বম্ববা বির ভুবন দুর্জ্জয়।
পরিত্রাণ যোগ্য অশ্বথামা মহাশয়॥
এথেক চিন্তিয়া রাজা দ্রোণপুত্র পুছে।
সেনাপতি করি হেন কুন বির আছে॥

মধ্য,—

গদা হস্তে ভিমসেন জেন কালদণ্ড।
কৃতব্রহ্মার রথ কাটি করে খণ্ড খণ্ড॥
অতি কৃপে বান মারে মদ্র অধিকারি।
সোমক পাঞ্চাল আদি মারে শীগ্র করি॥
যুদিষ্টির রাজার বিন্দিল কলেবর।
ক্রোদে ওষ্ট কামরায় বির বৃকুধর॥
শৈন্যের নীধন হেতো চিন্তি মনে মন।
জমদণ্ড সম গদা লইল তখন॥
জেহি গদা লইআ ভিম মারিলেক লক্ষ।
মর্ত্ত্য গজ সকল মারিল নীরূপক্ষ॥
হেন রত্নবিসুরিত বজ্রসমুসর।
মেরুশ্রীঙ্গ সম গদা লইল বৃকুধর॥
গীরিশ্রীঙ্গ বিধারয়ে সর্ব্ব লুকে জানে।
জাকে লৈয়া রন কৈল কৈলাসভুবনে॥
কুবের মুচ্চিত কৈল জাকে হাতে করি।
হেন গদা হাতে লৈল বিক্রমে কেসরি॥
সর্ব্বদায় গদা গোটা বহে অষ্ট ধারে।
হেন গদা হাতে লৈল বির বৃকুধরে॥
জাহা লইয়া দুষ্টক মারিল একাম্বর।
সেহি সে বিসম গদা লএ বৃকুধর॥
গদা লইয়া জায় বিম সৈন্য মারিবারে।
দণ্ড হস্তে জম জেন আইল হরিবারে।

(পৃঃ ৬২-৭।১)

শেষ,—

হেন কালে রথে চরি আসীলা শীগ্রগতি।
অশ্বথামা কৃতব্রর্ম্মা ক্রেপ মহামতি॥
নগর বিতরে জাইতে দেখিলা সঞ্জয়।
জিজ্ঞাসীলা কথা দুর্জ্জোধন মহাশয়॥
সঞ্জয় কহিলা তবে সকল বির্ত্তান্ত।
জলের বিতরে গেলা কৌরবের কান্ত॥
তিন রথি সুনীল সকল বিবরন।
তিন জন গেল জথা কৌরবনন্দন॥
কৃতব্রর্ম্মা অশ্বথামা ক্রেপ মহাশয়।
বিস্তর কহিলা তথা করিআ বিনয়॥
আহা দুর্জ্জোধন রাজা কেনে হেন গতি।
রদের ভিতরে কেনে কৌরবের পতি॥
হেন মতে বিলাপন্তি তিন মহাজন।
জয়বাদ্য করি আইসে পাণ্ডবনন্দন॥
কেহ বলে পরিল নৃপতি দুর্জ্জোধন।
কেহ বলে পলাইল না পাই দরশন॥
জয় পাইআ পাণ্ডবে করয়ে সীংহনাদ।
বিজয়দুমদুমী বাজে জয় জয় বাদ॥
পাণ্ডবের হাতে হইল কৌরব সংহার।
বোজিআ কার্য্যের গতি করিআ বিচার॥
ধ্রুতরাষ্ট রাজার যুযু[ৎ]স নামে সুত।
বের্শ্যাগর্ব্বে উপজিল গোলে অদবোত॥
সরন লবিল ধর্ম্মরাজার চরনে।
আপনার পরিচয় গোত্র আলাপনে॥
সদয়ে রিদয় যুদিষ্টির মহাশয়।
কোলে করি যুযু[ৎ]সক দিলেন্ত অবয়॥

ত্রি সব আনীবার দিল অনুমতি।
হস্তিনাপুরেত গেল যুযু[ৎ]স সুমতি॥
বিদুর সহিতে হৈল পথে দরশন।
জোজু[ৎ]স কহিল তবে সকল কথন॥
ভারথের পুর্ব্য কথা অম্রেত সমান।
সুনীয়া হাসন্ত বির পরাসর খায়
(পরাগল খান)॥
বিজই পাণ্ডবকথা অম্রেতলাহরি।
সুনীলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
এহি হতে শৈল্যপর্ব্ব কথা অবশেষ।
তার পর গদাপর্ব্ব সুনহ বিশেষ॥
ইতি মহাভারথের শৈল্যপর্ব্ব পুস্তোক সমাপ্ত॥ *॥

১৭২। মহাভারত—১৮ পর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয় কবীন্দ্র।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৮½×৬½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২১৮, ২২০—২৮৬, ২৮৮—৩৭২,৩৭৪—৫৫৯; ২২৬ সংখ্যক পাতা দুইখানি। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৩ সাল। খণ্ডিত। অক্ষরের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয়।

আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
নম নম নারায়ন দেব বনমালি।
এ তিন ভুবনপতি গুনের জে সালি॥
গুনালয় গুনময় গুনকিত্তি নাম।
কৃপামএ করুনাসিন্ধু গুনে অনুপাম॥
অনন্ত মহিমা সিমা ব্রহ্মা না জানএ।
সেবকবৎসল প্রভু দেব দয়ামএ॥
জার নামে ভবসিন্ধু অনাআসে তরি।
প্রনমোহম মোহাপ্রভু মুকুন্দ মুরারি॥
সপ্ত মুনি প্রভিতি জে তিন পদ লৈআ।
জুগে জুগে সেবএ বুঝিতে নারে মায়া॥
নারদ পহ্লাদ সুক সোনাতন ঋসি।
জার নাম মুখ ভরি লএ অহনিসি॥
নিমেসেক শৃষ্টি জার ব্রহ্মাণ্ড প্রচুর।
ক্ষেনে পালে ক্ষেনে শৃজে ক্ষেনে করে চুর॥
সিসুক্ষেলা হেন লিলা সকল বেভার।
চারি বেদে অন্ত নহি পায়ন্তী জাহার॥
হেন প্রভু নারায়ন দেব নিরঞ্জন।
তান পাদপদ্মে সদাএ রহুক জে মন॥
নমো সঙ্কর প্রভু দেব ভুতেশ্বর।
প্রনমোহম গঙ্গাধর নিলকণ্ঠ হর॥
নমো সিবাসর্ত্তিধর নমো বি[শ্ব]মুখ।
বিসভক্ষ বিরুপাক্ষ নম পঞ্চমুখ॥
প্রনমোহ প্রকৃতিস্বরূপা ভগবতি।
প্রকৃতিস্বরূপা দেবি সর্ব্বভুতে স্থিতি॥
হরি হর বিধার্ত্তাএ অন্ত নহি পাএ।
হেন দেবির পদে চিত্য রহুক সর্ব্বদাএ॥
মুঞি মুড় জ্ঞানহিন নাহি বুর্দ্ধিলেস।
কোটি কোটি ব্রহ্মাএ জার না পাএ উর্দ্দেস॥
হেন দেবি প্রনমোহ দেবি সোনাতনি।
সুর মুনি গুরুপদে বন্দম পুনি পুনি॥
ভারথির পদারবিন্দে করিআ ভকতি।
মোহাভারথের কিছু কহিব আরতি॥
পরিক্ষিত নামে ছিল সৈত্যবাদি রাজা।
তান পুত্র জর্ম্মজয় বলে মোহাতেজা॥
গঙ্গাতিরে পুণ্যস্থল হস্থিনা নগরি।
তথাএ রার্জ্জ্য করে রাজা জেহেন দৈত্যারি॥
এক দিন ব্যাস মুনি আইল রাজদ্বারে।
প্রতিগামি জানাইল রাজার গোচরে॥

বার্ত্তা পাইয়া নৃপতি জে আসিল সত্যর।
প্রনাম করিআ নিল আপনা অন্তর॥
পার্দ্য অর্ঘ আচমনি দিল হেমাসন।
মুনির চরনে রাজা করে নিবেদন॥
আজি সুভ দিন মোর হৈল উপসর্ন।
আহ্মার ভাগ্যের কথা না জাএ কহন॥
আছএ অবিষ্ট মোর মনের বাঞ্ছিত।
প্রকাস কহিতে তাহা মনে বাসি ভিত॥
পিতামোহ সব মোর ছিল ভুম্নিবার।
মোহাবলপরাক্রম বিক্রমে গম্ভির॥
সাক্ষাতে দেখিছ তুহ্মি কৌরব পাণ্ডব।
গোত্রকলাহল করি মৈল তানা সব॥
আপনে জে মোহামুনি থাকিতে বিদিত।
তাতে কেনে হেন কর্ম্ম কৈলা বিপরিত॥
পরস্পরসত্ত তানা ছিল সহোদর।
এক এক পরাক্রমে মোহা ধর্ম্মুদ্ধর॥
রাজাএ বোলে ই বাক্য বিশ্ময় লাগে সুনি।
কার সক্তি লংঘিতে পারএ তোহ্মা বানি॥
তোহ্মা হোতে পারে কেবা সতন্ত্র হইতে।
নিসেদ না কৈলা কেনে জুর্দ্ধ সঙ্কলিতে॥
মুনি বোলে কথা কহ মতি হৈআ ধর্দ্দ।
পুতলি বিহিনে জেন চক্ষু হএ অর্দ্ধ॥
আর ব্যাধি হৈলে জেন চিকিৎসাএ জাএ।
পুতলি ধরিলে নহি জাএ সর্ব্বথাএ॥
শ্রীমর্দ্দে মত্যতা হৈয়া করে অহঙ্কার।
ইন্দ্রতুল্য দেখে সব সরির তাহার॥
ভূত ভবির্ষত দেখে আপনে সাক্ষাত।
অবোধ বর্ব্বরে দেখে ফলিলে সাক্ষাত॥
মর্ত্ত হৈআ কর্ম্ম করে আপনার বলে।
আহ্মি কি করিব বোল বাক্য না ধরিলে॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে কর্ম্ম করে দিনে দিনে।
আপনা কুবুদ্ধি তানা নাস হৈল রনে॥
ভির্ষ দ্রোর্ন বিছুরে কহিল সাবহিতে।
তথাচ না ধরে বাক্য পাপ আবর্ত্তিতে॥
তা সমাইকে কেমতে করিব নিবারন।
এক এক মোহারথি অতি বিচক্ষন॥
তোহ্মারে নিসেদি আহ্মি এক সমাচার।
তুহ্মি দেখি এক বাক্য পালহ আহ্মার॥

ইহার পর ব্যাসদেব রাজাকে বলিতে লাগিলেন,—আগামী কল্য তোমার দ্বারে এক সুদৃশ্য রথ আসিবে। যদি মঙ্গল চাও ত তাহাতে আরোহণ করিও না। কিন্তু নিশ্চয় তুমি তাহাতে আরোহণ করিবে। যাহা হউক, রথে চড়িয়া তিন দিক্ ভ্রমণ করিতে পার, দক্ষিণে কদাচ যাইও না। বস্তুতঃ তুমি রথে চড়িয়া মৃগয়ার্থে দক্ষিণ দিকেই যাইবে এবং তথায় গিয়া এক অপূর্ব্ব পুরী দেখিতে পাইবে। দেখিও, যেন সেই পুরীতে প্রবেশ করিও না। যদি আমার বাক্য লঙ্ঘন কর, তাহা হইলে সেখানে গিয়া এক কন্যা দেখিতে পাইবে। হিত চাহিলে সেই কন্যাকে আনিও না। যদি বা আন, তবে তাহাকে পাটরাণী করিও না ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক এইরূপ কথাই পরাগলী মহাভারতে আছে।

মধ্য,—

লাছাড়ি॥ দির্ঘ ছন্দ॥

সখি হৃদএ রহিল বড় ক্ষেদ।
সে রাজার জথ গুন তুহ্মি কি না জান পুন
কোন বিধি করিল বিচ্ছেদ॥
সে হরি গুনের নিধি আনিআ মিলাইল বিধি
পুর্ব্বজর্ম্মের তপফলে।
জে বিধি করিল এথ মনে আহ্মি ভাবি কথ
মোর জর্ম্ম জাইব বিফলে॥

কান্দি কহে অশ্রুমুখি সুন মোর প্রানসখি
মুঞি পাপ কথেক করিলুম।
বনেত পাইআ য়ানি পালিলেক স্বন্দ (কণ্ব) মুনি
মাও বাপ এক না জানিলুম॥
বিহা কৈল কর্ম্মগতি সেহ ছাড়ি গেল পতি
ফিরি আর না কৈল উর্দ্দেস।
গর্ব্ভ বাড়ে দিনে দিনে না জানিল কোন জনে
কেমতে হইব পরকাস॥
কেবা বাপ কেবা মাও না দেখিআ পোড়ে গাও
না চিনিল নয়নে জে আহ্মি।
পাপিষ্ঠ করম মোর কি লিখিল বিধিবর
জথ দুঃখ পাইলুম অভাগিনি॥
পুসিলেক জেই জনে সুনা বাসিবেক মনে
কুচরিত্র দেখিআ য়াহ্মার।
বাছি নিজ মনুরথ না চাহিলুম তান পথ
সেহ মোর হইল অসার॥
উদরেত রাজবংস সেহ মোহা তেজ অংস
সেই সে হইল মোর ভএ।
আপনা সরির তেজম তোহ্মাতে জে এহি কহম
এথ দুঃ[খ] না সহে সরিরে॥
ই বলিয়া কান্দে রামা মনেত নাহিক খেমা
সজল নয়নে বহে ধার।
মনে জথ ক্ষেদ উঠে কহিতে সরির ফাটে
বিরচিত সঞ্জয় কবিত্য॥

পয়ার॥

মোহা তাপে তাপিত অসুস্ত কলেবর।
ব্যাধসরঘাতে জেন হরিন কাতর॥
এথাএ মুনির সাপে রাজা বির্ষরিল মনে।
তির্থজাত্রা হোতে মুনি আইল কত দিনে॥
আগুবাড়ি আনিলেক সখি দুই জন।
না আসিল সকুন্তলা লর্জ্জ্যার কারনে॥
আশ্রমে প্রবেস কৈল মুনি মোহাসএ।
না দেখিআ সকুন্তলা বির্ষয় হৃদএ॥
কথাএ গেল সকুন্তলা জিজ্ঞাসিল পুনি।
ধিরে ধিরে ঘর হোতে আইল সুভদনি॥
বসনে ঢাকিআ মুখ লর্জ্জা বাসি মনে।
দণ্ডবত কৈল আসি মুনির চরনে॥
ভাল মন্দ না বলিল পুনি গেল ঘর।
দেখিআ বিশ্বিত মুনি জিজ্ঞাসে সত্বর॥
আজি কেনে সকুন্তলা দেখি বিপরিত।
কৈন্যার লৈক্ষন জথ সব অনুচিত॥
না কহে উত্যর মুনি জিজ্ঞাসিলে কথা।
উত্যর না করে কৈন্যা লাজে হেট মাথা॥
আছিল চঞ্চল গতি খঞ্জনের প্রাএ।
গতি গহিন দেখি বিকল লর্জ্জ্যাএ॥
বাড়িল নি[ত]ম্ব গুরু স্তনজুগ ভার।
সিন্দুরতিলেক ভালে বিচিত্র মনিহার॥
দিব্ব মনিহার গলে তাকে কেবা দিল।
সুর্জ্জতেজ সম মনি তাকে কথাএ পাইল॥
রাজলক্ষি হেন জলে কান্তি কলেবর।
উর্ব্বসির প্রভা জেন ইন্দ্রের গোচর॥
কিবা দেবে বিহা কৈল নতুবা রাজকুলে।
আপনে বরিল কিবা লংঘিলেক বলে॥
অনুবুইআ প্রিয়ম্বদা তখনে কহিল।
মৃগআ করিতে এথা দুঃমান্ত আসিল॥
চরমুখে বার্ত্তা পাই আসিল আশ্রমে।
বঞ্চিলেক তিন মাস তোহ্মার কারনে॥
দেখা না পাইআ রাজা বড় দুক্ষি হৈল।
নৈরাসা হইআ রাজা দেসেত চলিল॥
অগস্তের অনুমাত মুনি সব লৈআ।
সুভক্ষন করি কৈন্যা তাকে দিল বিহা॥
তোহ্মার সংখোচে তথা না নিল রাজাএ।
তবে তুহ্মি তারে তুষ্ট হইতে জুআএ॥

সুনিআ মুনির মনে হৈল হরসিত।
স্নেহ হোত্তে আখির জল শ্রবিল কিঞ্চিত॥
প্রভাতে আইল সর্ব্ব মুনির সমাজ।
তানা স্থানে সকল কহিল মুনিরাজ॥
সকলের অনুমতি জুক্তি কৈল সার।
পাঠাইআ দিতে জুক্ত মহেসি রাজার॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মনি সব সিষ্য সঙ্গে দিয়া।
সকুন্তলা হেতু রথ আনে সাজাইয়া॥
বার্ত্তা পাইয়া আইল তবে ব্রাহ্মনি সকল।
হরিসে রচিল তথা অনেক মঙ্গল॥
আশ্বাসিল সকলেরে আর জে উচিত।
বিনয় করুনা হৈল মুনির বিদিত॥
শ্রবএ নয়নের জল গদ গদ ভাসে।
মুনির করুনা সোক বাড়িল বিসেষে॥
রথেত চড়িয়া কৈল্যা কান্দে উর্দ্ধস্বরে।
মুনিহ কান্দিতে পাছে গেল কত দুরে॥
নিবর্ত্তিয়া কন্দ (কণ্ব) মুনি আইল নিজ ঘর।
তরুতলে বসি সোকে কান্দিল বিস্তর॥
হা হা সকুন্তলা মোরে ছাড়ি গেলা কথা।
আশ্রম করিআ সুন্য মনে দিআ ব্যথা॥
খুধ[া]কালে জত্ন করি কেবা দিব ফল।
তিষ্ণা হোলে কাহাতে খুজিব আহ্নি জল॥
ঘরে আইলে সানন্দে করি কে পুছিব আর।
দগ্ধ তরুমুলে জল কে সিঞ্চিব আর॥
এত জত্নে তরুগন পালিবেক কনে।
গৌরবে পল্লব ছিড়ি না দিবা শ্রবনে॥
আজ হোতে অনাথ হইল তরু সব।
কথেক সহিব মনে সোক অনুভব॥
এথ ভাবি মুনিবর কান্দিল বিস্তর।
অপুত্রার পুত্রসোক বড়হি দুস্কর॥
এথাএ সকুন্তলাএ মনে মুনিরে ভাবিয়া।
কান্দিয়া কান্দিয়া জাএ মুনিরে খরিয়া॥

আশ্রম এড়িআ জদি বহু দুরে গেল।
এক সরোবর পাইয়া তাতে স্নান কৈল॥
হরিস বিসাদ মনে ভাবিল অন্তর।
অঙ্গুরি পড়িল খসি জলের ভিত[র]॥
না খরিয়া রথে চড়ি গেল সিঘ্রগতি।
পুর্ব্ব অনুগ্রহ রাজার ভাবি দিবা রাত্রি॥
সপ্ত দিন হাটি রথ গেল সেই দেস।
নাগরিক লোকে দেখি আনন্দ বিসেষ॥
রোগ সোক দুঃখ পিড়া নাহি কোন তাপ।
ধার্ম্মিক সকল লোকে নাহি কোন পাপ॥
ঘরে ঘরে আনন্দ উৎসব নির্ত্য গিত।
তাহা দেখি সকুন্তলা আনন্দিত চিত॥

(পৃঃ ২০।১-২১।২

সঞ্জয়ের মহাভারতে শকুন্তলার উপাখ্যা
অতিশয় দীর্ঘ,—ছয়ের পাতায় আরম্ভ হই
চল্লিশের পাতায় শেষ হইয়াছে। অতঃপ
যযাতির উপাখ্যানের অন্তে শান্তনুর জন্ম
বিবরণে কিছু নূতনত্ব আছে। মূল মহাভার
বা কাশীদাসী মহাভারতে এই অংশ নাই
যথা,—

মন্দ[া]কিনি নদি বৈসে নদির প্রধান।
চন্দ্র সম জলে জে ধবল পুরিথান॥
পাছে ছিল বাউ তথা গেল সিঘ্র করি।
গঙ্গার বসন তথাএ উড়াএ তরাতরি॥
মাথা হেট কার তথা সর্ব্ব দেবগন।
অঙ্গে বেঙ্গে গঙ্গা দেবি সম্বরে বসন॥
কামে মোহাভির্ষ[১] বির হইল অস্থির।
লোভ হোতে কামভাব হইল সরির॥
মাথা হেট দেবগনে কেহ না দেখিল।
জ্ঞানচক্ষু ব্রহ্মাএ তাহা মনেত জানিল॥

১। মহাভিষ।

ব্রহ্মাএ বোলে মোহাভির্ষ করিলা অধর্ম্ম।
স্বর্গ হোতে নামিয়া মনির্ষ হৈয়া জর্ম্ম॥
আগে বানরজর্ম্ম লভিবা নিশ্চএ।
পুনি নররূপি হৈবা সুন মোহাসএ॥

* * * * *

ব্রহ্মাএ বোলে সুন রাজা আহ্মার বচন।
পাইবা বানরজোনি মর্ত্যএ ভুবন॥
সদয় হৃদয় হৈআ দেব পসুপতি।
গঙ্গারে তোহ্মারে দিব দেখিআ ভকতি॥
কপট করিয়া গঙ্গা মারিব পরানে।
অব্যাহতি পাইবা তুহ্মি আহ্মার কারনে॥
সান্তনু হইব নাম কুরুর নন্দন।
মুনি সর্ব্বের আসির্ব্বাদে জর্ম্মিবা তখন॥
জার্ম্মবির সঙ্গে ক্রড়া করি কত কাল।
এথ বলি অন্তধ্যান হৈল লোকপাল॥
সাপ পাইয়া মোহাভির্ষ স্বর্গভ্রষ্ট হৈল।
তাহা দেখি গঙ্গাদেবি কহিতে লাগিল॥
অকারনে মোহাসাপ দিলা প্রজাপতি।
কৌতুক করিতে গিয়া মনিস্ব সঙ্গতি॥
এতেক চিন্তিয়া গঙ্গা মনেত চিন্তিত।
হেন কালে অষ্ট বসু আইল আচম্বিত॥

* * * * *

জর্ম্মজএ কহে মুনি মোতে কহ সার।
কোন মতে হইল সান্তনু অবতার॥
সে কথা অমৃতময় কহ তপোধন।
কিরূপে বানর হোন্তে হইব মোচন॥
মুনি বোলে কহি সুন রাজা জর্ম্মজয়।
ভারথের পুণ্যকথা অতি পুণ্যমএ॥
কপিকুলে জর্ম্ম হৈল সেই কপিপতি।
একমনে করে সে জে সঙ্করভকতি॥
সেবকবৎসল হর ত্রিদেস ইশ্বর।
তুষ্ট হৈয়া কহে হর তুহ্মি মাগ বর॥
বড় তুষ্ট হৈল আহ্মি তোহ্মা ভক্তি লাগি।
মনের অবিষ্ট বর লও তুহ্মি মাগি॥
আদ্য অন্ত কহি আহ্মি নাহিক সংশএ।
জেই চাহ সেই দিব কহিল নিশ্চএ॥
সুনিয়া সিবের বাক্য কপি নামে হরি।
অতি ভয় কহিলেক পুটাঞ্জলি করি॥
আপনেহো তুষ্ট হৈয়া দিতে চাহ বর।
মনের আবিষ্ট মোর কৈথে বাসি ডর॥
অত্যন্ত অসক্য মোর মনের বাঞ্ছিত।
কহিতে অসক্য কথা সুনিতে কুৎসিত॥
সঙ্করে কহেন তুহ্মি ভয় পরিহর।
মনের বাঞ্ছিত তবে কহত বানর॥
পাইয়া অভয় বর কহে কপিপতি।
সুরেশ্বরি গঙ্গারে অবিষ্ট মোর অতি॥
সঙ্করে বোলেন কপি আজি জাও ঘর।
প্রভাতে আসিয় তুহ্মি এহি গঙ্গার তির॥
সানন্দিত হৈআ কপি গেল আশ্রমেতে।
মিলিলেক ভাগিরথিকুলেত প্রভাতে॥
বৃসেত চড়িআ তবে দেব পঞ্চসিব।
গঙ্গা গৌরা সঙ্গে করি আইল জগজিব॥
জলেত নামিল সিব দুই ভার্জ্যা লৈআ।
পাসেত রহিল কপি সম্ভ্রমিত হৈয়া॥
পবন স্মরিয়া তবে আজ্ঞা দিল হর।
জার্ম্মবির উরু হোতে বস্ত্র দুর কর॥
হরের আজ্ঞাএ বাউ কুণ্ডল আকারে।
গঙ্গার সরির হোতে বস্ত্র দুর করে॥
বিবস্ত্রন হৈল গঙ্গা বড় পাইল লাজ।
পৃষ্ঠে থাকি তাহারে দেখিল কপিরাজ॥
কষ্টমনে গঙ্গারে সাপিল পঞ্চসির।
বানরে দেখিল তোর গোপ্ত জে সরির॥
আহ্মার পাসেত থাকি কোন কার্জ্য নাই।
আজ্ঞা কৈল জাও তুহ্মি বানরার ঠাই॥

পুনি পুনি আজ্ঞা কৈল দেব ত্রিলোচন।
করজোড়ে কহে গঙ্গা বিনয় বচন॥
এহি অপরাধে গোসাই মোরে সাপ দিলে।
সাপের সাপান্ত গোসাই রৈব কত কালে॥
কৃপা মনে সাপান্ত পশ্চাতে দিল হর।
বানর সেবিআ থাক দ্বাদস বৎসর॥
সাপান্ত জে দুর হইব দ্বাদস বরিসে।
দুঃখ না ভাবিয় গঙ্গা চলহ হরিসে॥
অমোঘা তোহ্মার নাম হইব মর্ত্ত্যেতে।
পাইবা সাপের ক[ফ]ল না দুসিবা তাতে॥
আর এক বাক্য গঙ্গা পালিয় জতনে।
অষ্ট বসু সাপিআছে বসিষ্ট ব্রাহ্মনে॥
বসিষ্টের ধেনু হরি উর্ব্বসিরে দিল।
অষ্ট গর্ভপাত হৈতে বসিষ্টে সাপিল॥
অষ্ট বসু হইলেক ঋসির সাপান্ত।
কৃপামনে মোহামুনি দিলেক পদান্ত॥
হরসাপে গঙ্গা দেবি জাইব ভুবনেত।
সেই গর্ত্তপাত হৈআ য়াসিব স্বর্গেত॥
এত কহি গঙ্গা দেবি হরে বিসর্জ্জিলা।
গঙ্গা নেয় করিয়া বানর আদেসিলা॥
আগে জাএ গঙ্গা দেবি পাছে কপিশ্বর।
কত দুর গিয়া গঙ্গা দিলেক উত্তর॥
কপটে বানর জদি করিতে পারি নাস।
তবে সে জাইতে পারি হরের সম্পাষ॥
আদিপর্ব্ব মোহাপোথা সুধারসময়।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জএ॥
এত ভাবি কহে গঙ্গা সুনহ কপিনাথ।
মনের অবিষ্ট কেনে না কহ আহ্মাত॥
কোন হেতু মোরে তুহ্মি লৈ জাও মাগিয়া।
আপনা মনের কথা কহ হৃষ্ট হৈআ॥
হাসিআ বানরে কহে সুন সুরেশ্বরি।
সঙ্কর সেবিআ পাইছি তুহ্মি হেন নারি॥
এত সুনি কহে গঙ্গা পরিহরি লাজ।
হিত উপদেস কথা কহি কপিরাজ॥
আহ্মি ত অলোম রূপ তুহ্মিত লোমেস।
কিরূপে আহ্মার অঙ্গে করিবা প্রবেস॥
সর্ব্বলোম দাহ কর আনল জালিয়া।
আহ্মা সঙ্গে ক্রিড়া কর বচন পালিআ॥
কামাতুর হৈয়া কহে কপিরাজ হরি।
তোহ্মার অবিষ্ট জেই সেই কর্ম্ম করি॥
গঙ্গাএ বোলে আহ্মি বর দিলাম তোহ্মারে।
আনলের তেজে তোহ্মা কি করিতে পারে॥
প্রথমে পরিক্ষ্যা দেখ অঙ্গুলি দহিআ।
পশ্চাতে নির্লোম হও সর্ব্বাঙ্গ পুড়িআ॥
তবে অল্প অগ্নি করি প্রবেসিল কায়া।
অঙ্গুলি নির্লোম হৈল গঙ্গাএ কৈল মায়া॥
গঙ্গাএ করিল মায়া পর্ত্ত্যএ বানর।
গঙ্গাএ বোলে মোহাকুণ্ড এবে অগ্নি কর॥
সুনিয়া গহিন কুণ্ড আনল জালিল।
গঙ্গার বচনে কপি বেগে ঝম্প দিল॥
গঙ্গারে আকংখে কপি মনে কার্ম্ম(ম্য) করি।
আনলে পুড়িয়া মৈল কপিরাজ হরি॥
মূর্ত্ত হৈল কপিরাজ গঙ্গা সতন্তর।
চলি আইল সুরেশ্বরি সঙ্কর গোচর॥
এথাএ দৈব ঘটনে ফলিল তাতে কাজ।
জেই কুণ্ডে মরিল বানর কপিরাজ॥
আনল সহিতে তথা উথলিল জল।
মোহাকুণ্ড উথলিআ করে টলমল॥
সেই কুণ্ড উথলিআ ডুবাইল পাড়।
আনল সহিতে বৈসে তপ্ত জলধার॥
সেই ত দক্ষিন ভাগে বৈতরণি নাম।
তাহার দক্ষিনে পুরি জমের আশ্রম॥
তবে মৃতা বানর ভাসিল সেই জলে।
অতি বড় সরির লাগিল দুই কুলে॥

আটাসি যহশ্র মুনি জাএ তপ হোতে।
দেখিলেক অগ্নিময় জল বহে শ্রোতে॥
পরসিতে না পারে অত্যন্ত তপ্ত জল।
কি হৈল কি হৈল করি ঘোসয় সকল॥
প্রভাতে দেখিল এথা না আছিল পানি।
অগ্নিময় জল তাতে কি হেতু না জানি॥
হেন কালে দেখিলেক মরা এক কপি।
বান্দিলেক জল সেই ত্বই কুল চাপি॥
সেই কুরুনৃপতি হস্তিনাপুরবাসি।
পুত্র অবিলাসে রাজা হৈল রাজঋসি॥
পাত্রেত সমর্পি রাজ্য সেই রাজেশ্বর।
মুনি সঙ্গে নৃপতি বুহুল তপ করে॥
একে একে পার হৈয়া জাএ কুতুহলে।
হইল আকাসবানি সুনিল সকলে॥
উপকারি বানর জে না জাও ছাড়িয়া।
বেদমন্ত্রে জিয়াইল সকলে বেড়িয়া॥
পরম সৌন্দর হৈল সেই নরেশ্বর।
অপুত্রা কুরুএ তবে পাইল পুত্রবর॥
সান্তনু হইল নাম তাহার নিশ্চএ।
তপের প্রভাবে রাজা পাইল তনএ॥
মুনি সবের আসির্ব্বাদে দেবতার বরে।
হেন মতে শান্তনু আছএ রাজঘরে॥

(পৃঃ ১২।২—১৫।১)

ও দিকে গঙ্গা মহাদেবের নিকট গিয়া বানরের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলে, শিব অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—আমি দেবকার্য্য উদ্ধারের জন্য তোমাকে পাঠাইলাম। আর তুমি কি না, ছলক্রমে বানরকে মারিয়া ফিরিয়া আসিলে! তুমি যাহাকে মারিয়াছ, সে এখন রাজপুত্র শান্তনু হইয়াছে। অতএব তুমি তাহার নিকট যাও। এইরূপে শিবের আদেশে গঙ্গা, শান্তনুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিলেন।

শান্তনুর পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুবিবরণ কাশীদাসী মহাভারতে যেরূপ দেখা যায়, এই পুথির উপাখ্যান সেরূপ নহে। কুরুক্ষেত্রে গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ দেহ ত্যাগ করেন এবং ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু হয়, কাশীদাসী ও মূল সংস্কৃত মহাভারতে এইরূপ বিবরণ আছে। কিন্তু এই পুথিতে উভয়ের মৃত্যুকাহিনী অন্যরূপ। গ্রন্থকার বলেন যে, চিত্রাঙ্গদ প্রথমে ক্ষয়রোগে মারা যান। পরে বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুকাহিনী এইরূপ,—

চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্য্যকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া ভীষ্ম, তীর্থযাত্রা করিবার সময় বিচিত্রবীর্য্যকে বলিয়া গেলেন যে, তুমি অন্য সব দিকেই যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পার, কিন্তু দক্ষিণ দিকে কখনও যাইও না। রাজা এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, দক্ষিণ দিকে গিয়া এক অপূর্ব্ব পুরী দেখিতে পাইলেন। এই পুরীতে বসন্তকালে ভীষ্ম শয়ন করিতেন। ইহার মধ্যে দশ সহস্র মাতঙ্গের বলশালী এক হাতী দশ দণ্ড যাবৎ ভীষ্মের সর্ব্বশরীরে শুণ্ডের আঘাত করিলে, তবে তাঁহার নিদ্রা হইত। বিচিত্রবীর্য্য পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণপালঙ্কে শয়ন করিলেন এবং পাশে একটি সোনার ঘণ্টা দেখিয়া তাহা বাজাইয়া দিয়া নিদ্রিত হইলেন। ঘণ্টার শব্দ শ্রবণে পূর্ব্বোক্ত হাতী আসিয়া ভীষ্ম জ্ঞানে রাজার শরীরে শুণ্ডের আঘাত করিতে লাগিল এবং সেই আঘাতেই তাঁহার দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। এ দিকে রাজার কোন সন্ধান

না পাওয়ায় প্রচার হইয়া গেল যে, তাঁহাকে গন্ধর্ব্বেরা মারিয়া ফেলিয়াছে।

ভণিতা,—

১। সঞ্জএ গাথিল পোথা ভারথের সার।
কৈস্তাএ কান্দএ গিয়া পুত্র আগুসার॥

২। সঞ্জএ গাথিল পোথা বিচিত্র ভারতকথা
জাহারে যুনিলে ভব তরি॥

৩। ভারথ মধুর কথা অতি পুণ্যমএ।
ভব তরিবার হেতু কহিল সঞ্জয়॥

শেষ,—

পয়ার॥

জমে বোলে পাণ্ডুসুত সুন দিয়া মন।
কহিব পুন্যের কথা ভারথ লিখন॥
বৈসাখেত জেই জনে তুলসি দিব ঝরা।
সেই জন সোর্গে থাকে য়াকাসেতে তারা॥
কার্তিকেত দিপ দিব তুলসির তলে।
সেঁ(জে)ই নরে প্রদিপ দেহি হরির মন্দিরে॥
জে সকল নরে দিব আকাসে প্রদিপ।
স্বর্গপুরে থাকে সেই পাএ স্বর্গদিপ॥
সুন রাজা পাণ্ডুসুত কর য়বধান।
সংক্ষেপে কহিল কিছু পুন্যের বাখান॥
তোম্মা সম পুন্যবন্ত ত্রিভুবনে নাই।
সশরিরে কোন জনে পাইল গোঁসাই॥
নৃপে বোলে প্রজাপতি য়াহ্মি মূঢ় জন।
কোন মতে বৈসে প্রভু বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
তোমার চরন বিনে য়ার গতি নাই।
কোন মতে বৈসে প্রভু সুনিবারে চাহি॥
পাপের ঘটক য়াহ্মি পুন্য না করিলাম।
তোমা পদে য়পরাধি কুল নাসি য়াইলাম॥

নাচাড়ি॥

য়জানু লম্বিত কর নাভি জে গভিরতর
শ্রীখণ্ডি জে তাহান ললাট।
কৌস্তুরি ভুসন করি মালতি পুষ্পের বারি
মধুলোভে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
গরুড়ে স্তবন করে ব্রহ্মা য়াদি স্তবে জারে
লক্ষ্মি করে চামর ঢুলান।
স্বর্গপুরে দেবগন জাথে ধ্যায়ে সর্ব্বক্ষন
হর ব্রহ্মাএ সিমা দিতে নারে॥
পরিধান পিতবাস সুনে পাপির স্বর্গবাস
নিজ নাম ভবতরনি।
অঞ্জন জিনিয়া য়ঙ্গ কমল পুষ্পতরঙ্গ
ভুরুযুগে চম্পক কদলি॥
কমল জিনিয়া রূপ য়তি দিপ্তি স্বরূপ
মুখ সোভে য়রুন লোচন।
জিনিয়া খঞ্জন পাক্ষি সুললিত জিনি য়াখি
নখে সোভে নক্ষ্যত্র সমান॥
কনক জে সিংহাসন বৈসে প্রভু য়নুক্ষন
ছত্রাজিতাএ তাম্বুল জোগাএ।
মস্তকে মালতি বেড়া গলে বনমালা ছড়া
তিলক সোভিয়াছে জে ললাটে॥
হেন হরি নারায়ন জে লএ তান স্মরন
ব্রহ্মহত্যা পাপ জাএ দুর।
ভক্ত জন জেই হএ সেই নিজ রূপ পাএ
অভক্তের দ্বারে নাহি জাএ॥
রাম হরি নামখানি বৈকুণ্ঠের চুড়ামনি
খেনে কালা খেনে হএ কালি।
দসরথঘরে রাম গোকুলেতে কৃষ্ণনাম
হরিনামে ন্যাগি জে উদাস॥ ৪॥

পয়ার॥

কৃষ্ণকথা সুনি রাজা ব্যাকুলিত মন।
ধর্ম্ম ইন্দ্র সঙ্গে চলে দেখিতে নারায়ন॥
বশি আছে কৃষ্ণচন্দ্র কনক আসনে।
হেনকালে যুধিষ্ঠির গেলেন সদনে॥

সেই সব রূপখানি দেখাইল প্রজাপতি।
সেই রূপ দেখিলেন ধর্ম্মের সন্ততি ॥
শ্রীমুখ দ্রশন কৈল রাজা মহাসএ।
মহাভাগ্যে পাইলেন প্রভুর চরনএ ॥
গলে বস্ত্র বান্দি রাজা চরনে পড়িল।
অনেক ভকতি করি শ্রীপদ স্তুবিল ॥ ৪ ॥

লাচাড়ি ॥

নমো নমো নারায়ন কস্তুরি জে ভুসন
নমো নমো দেবচুড়ামনি।
লক্ষি জার পাদ সেবে ধ্যেয়ান করে দেবে জাকে
আহ্মি অধম তোমার কিংকর ॥
জে তোমা সরন লএ তার স্বর্গবাস হএ
হিন দেখি না করিলা দয়া।
ব্রহ্মা আদি দেবগন ভাবে পদ অনুক্ষন
তুলনা দিবাম কোনমতে ॥
তোমার ধন তুহ্মি নেয় সিতল পদ মোরে দেও
লিন হইয়া চরনে মিসাই ॥ ৪ ॥

পদবন্দ ॥

যুধিষ্টির রাজাএ জদি প্রভুরে স্তুবিল।
হরসিত হইয়া কৃষ্ণে আলিঙ্গন দিল ॥
হস্তে ধরি রাজাকে বৈসাইল সিংহাসনে।
নাথ চক্র গদা পদ্ম দেখিল নয়নে ॥
সংখ চক্র গদা পদ্ম হই চতুরভুজ।
নিজ অঙ্গ দেখিলেন বৈকুণ্ঠনায়ক ॥
কৃষ্ণে বোলে তোমা গুন কৈথে অন্ত নাই।
বৈকুণ্ঠে বসিয়া দেখ আহ্মারে সদাএ ॥
যুধিষ্টিরে বোলে প্রভু করি নিবেদন।
আহ্মা ছাড়ি আগে কেনে আইল ভ্রাতিগন ॥
ক্রিষ্ণে বোলে তোমা আগে আসিয়াছে সার।
ভালরূপে দেখ তুহ্মি পত্নি সহোদর ॥
এত বলি মহাপ্রভু দুত নিজোজিল।
দ্রৌপদি সহিতে সব সাক্ষাতে আনিল ॥
দেখি রাজা যুধিষ্টির হর[সিত] হৈল।
কৃষ্ণ আজ্ঞাএ যুধিষ্টির চতু[র্ভু]জ হইল ॥
এত সুনি গরুড় তুরিতে চলি গেল।
শ্বেতদ্বিপে নিয়া রাজা চতুরভুজ কৈল ॥
কনক আসন দিয়া চন্দ্রদ্বিপ দিল।
বৈকুণ্ঠেত যুধিষ্টির রাজা হৈয়া রৈল ॥
সুন সুন ভক্ত সব হইয়া একমন।
সুনিলে জাইবা নর বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
ভক্তিভাবে পঠে জেবা সুনে মন দিয়া।
পাপ নাস হই স্বর্গে জাইব চলিয়া ॥
ভারথের পুন্যকথা অমৃতলহরি।
সুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
সঞ্জএ কহিল কথা ভব তরিবারে।
মহাভারথের কথা রচিছে পয়ারে ॥
ব্যাস মুনি বোলে তবে পাচালি রচিয়া।
কহিল পুন্যের কথা মনে বিবেচিয়া ॥
ভক্তি করি সুঁনে জদি এহি ভব তরে।
মহাপুরানের কথা লিখিল পয়ারে ॥

ইতি মহাভারথে আঠারপর্ব্বনিয় যুধিষ্টির স্বর্গআরোহন সমাপ্ত ॥ ৪ ॥ ৪ ॥ ৪ ॥ ইতি সন ১২২৩ ত্রিপুরা তারিখ ২৮ ফাল্গুন ॥ ৪ ॥ ৪ ॥ ৪॥ এহি পুস্তক শ্রীযুক্ত বৈষ্ণনাথ দেয়স্য রাএ মহাসয় অধিকার° দুক্ষে লিখিতং পুস্তকং চোরে নিয়তং জদি মাতা গাধিং পিতা সুকরং জর্ম্মে জর্ম্মে ইত্যাদি। শ্রীরামশরণং পালং লিখিতং পুস্তকং স্বাক্ষরং চেতিং শ্রীশ্রীযুক্ত গঙ্গাধরং মাণিক্যস্যং অধিকাং···স্যাধিকারং ॥ দিষ্টং লিখিতং জথা ॥ ৫ ॥ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

পুথিখানি ১২২৩ ত্রিপুরাব্দে লিখিত। ত্রিপুরাব্দ বাঙ্গালা সনের তিন বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী।

১৭৩। গোবিন্দবিজয়—মণিহরণ।

রচয়িতা—গুণরাজ খান।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪ × ৪১/৬ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—১১; সম্পূর্ণ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮, ৯ বা ১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল ১০৫৯ বঙ্গাব্দ।

মালাধর বসু গুণরাজ খান ১৩৯৫ শকাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ আরম্ভ করিয়া ১৪০২ শকে শেষ করেন। এই অনুবাদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বা 'গোবিন্দ বিজয়'। "মণিহরণ" সেই গ্রন্থেরই অন্তর্গত একটি পালা।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরন প্রসীদ ॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
মল্লার রাগ ॥
সত্যভামা জাম্বুবতি বিভা যেন মতে।
কৃষ্ণ অবতার নর সুন একচিত্তে॥
গোবিন্দের সখা সত্রাজিত মহাসয়।
কৃষ্ণ মিত্র করি রহে দ্বারকা নিলয় ॥
সমুদ্রের তিরে রাজা গিঞা স্নেকেশ্বর।
নিরাহারে সূর্য্য সেবে দ্বাদস বৎসর ॥
কঠুর তপে তুষ্ট তারে হল্যা দিবাকর।
আদিষ্টান হঞা বলে রাজা মাগ বর ॥
সুর্য্যের চরনে রাজা ভুমি লোটাইয়া।
কান্দিতে কান্দিতে বলে চরনে ধরিয়া ॥
স্বরূপে প্রসন্ন মোরে হল্যা দিবাকর।
দেহত গলার মনি জগতইশ্বর ॥
সু(স্য)মন্তক মনি তারে দিল দিবাকর।
গলে মনি আস্যে রাজা দ্বারকা নগর ॥
সুর্য্যের তেজ দেখি দ্বারকা পুরজনে।
ধাঞা গিঞা জানাইল গোবিন্দচরনে ॥
সুন সুন গোবিন্দাই অদ্ভুত কাহিনি।
তোমারে দেখিতে সুর্য্য আইলা আপনি ॥
অতি উগ্র চণ্ড তেজ সহিতে না পারি।
সম্বোধিয়া পাঠাইল আপনি শ্রীহরি ॥
রুক্মি[নী] সহিত কৃষ্ণ খেলে পাসাসারি।
এড়িঞা চিন্তিলেন তথা দেব শ্রীহরি ॥
না করিহ সঙ্কা লোক সুনহ উত্তর।
মনি পাঞা আস্যে সত্রাজিত নৃপ[ব]র ॥
ভাল হৈল দিবাকর মনি দিল তারে।
সুখেতে বসিব লোক দ্বারকা নগরে ॥

মধ্য,—

বসুদেব দৈবকিকে কহিল উগ্রসেন।
সুলঙ্গ প্রবেষে কৃষ্ণ ছাড়িল জিবন ॥
জে কালে গদাধর সুলঙ্গ প্রবেস করে।
কল্পনা করিঞা কৃষ্ণ বৈস সভাকারে ॥
দ্বাদস দিবস হেতা অবসব করি।
জাইয় সকল লো[ক] দ্বারকা নগরি ॥
দ্বাদস দিবস আজি হৈল পারিমানে।
সুলঙ্গ প্রবেসে কৃষ্ণ ছাড়িল জিবনে ॥
এতেক বলিঞা তবে সভে গেলা ঘর।
জেন মতে হয় কর্ম্ম করহ সত্তর ॥
এত অমঙ্গলবানি দৈবকি শুনিল।
হাতাস শুনিঞা তিহোঁ ভুমিতে পড়িল ॥
কান্দএ দৈবকি দেবি রুক্মিনি কোলে কারি
হরি হরি সন্য মোর কে করিল পুর ॥
সিশুকাল হৈতে সেবি শ্রীমধুসুদন।
তে কারনে স্বামি মোর হল্যা নারায়ন ॥
হেন প্রাননাথ মোর ছাড়িল অকালে।
এ রূপ জোবন মোর গেল রসাতলে ॥
বিসাদ ভাবিঞা দেবি করএ রোদন।
আচম্বিতে বাম উরু করএ স্ফন্দন ॥

ক্রন্দন সকলি বলে দৈবকীচরনে।
নাহি মরে পুত্র তোমার লয় মোর মনে॥
সিথার সিন্দুর মোর আছএ উর্জ্জল।
কণ্ঠহার কেয়ুর কর্ন্নের কুণ্ডল॥
দুই বাহু সঙ্খ মোর অধিক দিপ্ত করে।
কুসলে আছেন মোর প্রভু গদাধরে॥
উঠ উঠ মনসুখে পুজি গো ভবানি।
বিপদনাসিনি দেবি হরের ঘরনি॥

ভণিতা,— (পৃঃ ৪।১-২)

১। গোবিন্দবিজয় নর সুন একমনে।
গুনরাজ খান বলে হরির চরনে॥

২। এ কথা সুনিতে বাসনা করে জেই জন।
গুনরাজ খান বলে ভজ নারায়ন॥

শেষ,—

ভাদ্রের চতুর্থির চন্দ্র দেখিল কৌতুকে।
তথির কারনে মিথ্যা বলে সর্ব্বলোকে॥
তিন তালি দিঞা আমি সভাকে বলিল।
ভাদ্র মাষে চতুর্থির চন্দ্র কেহ না দেখিল॥
হারতালিকা তিথি বলিলা শ্রীহরি।
সর্ত্তরে থাকিবে সভে চন্দ্র পরিহরি॥
জদি কদাচিত হয় চন্দ্র দরসন।
এই কথা শ্রবনে সুনিবে সর্ব্বজন॥
সত্য সত্য বলি আমি সুন সর্ব্বজন।
খাণ্ডব সকল মিথ্যা হইব লক্ষন॥
তবেত শ্রীহরি মনি হাথেত করিল।
বলভদ্র পাসে গিঞা পনতি করিল॥
মদে মত্ত বলদেব তোমার জোগ্য নহে।
সত্যভামা দেবি জদি মনি নাই এড়এ॥
বিধিনিজোজিত ছিল অক্রুরভবনে।
ধার্ম্মিক পবিত্র বড় অক্রুর মহাজনে॥
সভার সম্মত হৈলে দিএত অক্রুরে।
সুখে বৈসে লোক সব দ্বারকা নগরে॥
গোবিন্দের চরনে (বচনে) হইল সভার সম্মতি।
অক্রুর...কে মনি দিলেন শ্রীপতি॥
মনিরত্ন দিল কৃষ্ণ অক্রুরের হাথে।
ঘরে লঞা পুজ মনি বৈল জগন্নাথে॥
অদ্ভুত অমৃত কথা স্যমন্তহরন।
হিত উপদেস কথা সুন সর্ব্বজন॥
সুনিতে পরম সুখ শ্রবনে মুকতি।
মুক্তিপদ পাবে নর সুন একমতি॥
সত্যভামা জাম্বুবতি বিভা একবারে।
গুনরাজ খান বলে বন্দিঞা গোপালে॥ * ॥

৩১॥ ১০॥ ইতি মুনিহ[র]ন সমাপ্ত॥

গোবিন্দবিজয় ন[র] সুন একচিত্তে।
কালন্দিকে বিভা প্রভু কৈল যেন মতে॥
রুক্মিনি সত্যভামা আর জাম্বুবতি॥ সন ১০৫ সাল তাং ১৯ ভাদ্র এই সব সুথা...।

১৭৪। শ্রীকৃষ্ণবিজয়—কংসবধ।

রচয়িতা—গুণরাজ খান।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পত্রসংখ্যা, ১-৮; সম্পূর্ণ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০, ১১ বা ১২ পঙ্‌ক্তি, শেষ পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১$\frac{3}{4}$×৪$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৯১ সাল।

"মণিহরণে"র ন্যায় "কংসবধ"ও গোবিন্দ-বিজয় বা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অন্তর্গত একটি পালা।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ

চৈতন্যচন্দ্রা নমঃ।

দেখিআ রাম দামুদর বালকের সঙ্গে।
হাসিহ(তে) হাসিতে আসি সিঙ্গা বাজাঅ রঙ্গে॥
রথে হইতে অক্রুর দণ্ডবত করি।

ভূমিতে পড়িল অক্রুর বিস্তর তুতি করি ॥
বন্দিলত বলরাম অক্রুর মহাসঅ ।
নন্দঘোস জসদা করি সম্ভ্রমে উঠিআ ॥
মিষ্টান্ন পান দিআ করাল ভোজন ।
জিজ্ঞাসিল কোথাকে আগমন ॥
তবেত অক্রুর বলে [করি]আ বিনঅ ।
কংস পাঠাইআ দিল তোমার নিলঅ ॥
ধনুমঅ জজ্ঞ তুথা করে নীপবর ।
তেকারনে আমারে পাঠাইল সত্তরে ॥
দধি দুগ্ধ লেহ সভে সকটে পুরিআ ।
সত্তরে চলহ নন্দ রাজকর লআ ॥
দুই পুত্র নেহ নন্দ করিআ সঙ্গতি ।
মল্লজুদ্ধ দুহার দেখিব নরপতি ॥
মহাবল পুত্র তোমার সুনিআ নরপতি ।
মল্লজুদ্ধ করাব রাজা মল্লের সঙ্গতি ॥
জুদ্ধ দেখিতে রাজার কৌতুক বড় মনে ।
তেকারনে আইলাঙ আমি তোমার সদনে ॥
রাজার আদেস রাখ সুন নন্দঘোস ।
বিলম্ব না কর চল করিআ সন্তোস ॥
অক্রুরের বোল সুনিঞা নন্দঘোস গোআল ।
কি করিব আজ্ঞা কর সুন্দর গোপাল ॥
ভাল ভাল বলিআ উঠিলা গদাধর ।
করিবত মল্লজুদ্ধ ভেটিব নৃপবর ॥
দুগ্ধ দধি লেহ সভে সকটে পুরিয়া ।
ধনুমঅ জজ্ঞ রাজার দেখিবত গিআ ॥

মধ্য,—

বস্ত্র নয়া বেস করেন রাম দামুদরে ।
কন্দপ জিনিঞা রূপ দিগিল সুন্দর ॥
কথো দুরে মালাকার দেখিল দামুদরে ।
সুগন্ধী চন্দন মাল্য দেহত য়ামারে ॥
য়ামা হইতে য়নেক ভাল হইব তোমার ।
এত বলি বসিলা পাসে নন্দের কুমার ॥
দেখিয়াত মালাকার সম্ভ্রমে উঠিলা ।
পুজিলেন দুই ভাই প[া]দ্য য়র্ঘ দিয়া ॥
গন্ধ পুস্প মালা দিল উত্তম বসন ।
নানা ভোগ তাম্বুল দিয়া পুজিল নারায়ন ॥
তুষ্ট হইয়া বর তারে দিলা গদাধর ।
নানা সুখ ইন্দ্রিয় মালি সংসার ভিতর ॥
উত্তম জাতি হইল মালি গোবিন্দের বরে ।
সর্ব্বলোক জল য়াচরে মালাকারে সরে ॥

(পৃঃ ৪।১—২)

ভণিতা,—

১। সুন সুন আরে ভাই হইআ একমন ।
কংসের মরন থান গুনরাজ ভনে ॥

২। হরির চরনে থান গুনরাজ ভনে ।
পুনরপি জন্ম নাঞি চিন্ত নারায়নে ॥

শেষ,—

মহারাটি রাগ ।

কংসের জত নারিগন আসিআ সেখানে ।
মৃত স্বামি কোলে করি করয়ে রোদন ॥
আজি হইতে অনাথ হইল মধুপুরি ।
আজি হইতে অনাথ হইব তোমার জত নারি ॥
তখনি আমার প্রভুকে কুবুদ্ধি লাগিল ।
দেব গুরু বিপ্রজন হিংসীতে লাগিল ॥
ধর্ম্মহিংসা জিই করে অকালে সে মরে ।
সভাকে অনাথ করি ছাড়িলে সরিরে ॥
আজি হইতে সয়া হইল ঘোর অন্ধকার ।
অকালে ছাড়িলে গোস[া]ঞি কংস নৃপবর ॥
এ লোকের নাথ প্রভু মোর দেব গদা ধরি
ভুমিতলে পড়িল ।
তোমার নারিগন কান্দে তোমা করিআ কোলে ॥
দেখিআত নারাঅন দঅ[া] উপজিল ।
সদঅ রিদঅ কৃষ্ট প্রবোধ করিল ॥

দৈবেত করিল হেন স্থন নৃপনারি।
করিবত অনেক ভাল আমি জত পারি ॥
স্থিগনে প্রবো[ি]ধআ কৃষ্ট বলি[ল] সভারে।
শ্রাদ্ধ সান্তি [কর] সভে রাজ[া]র সতকারে ॥
এত বলি বাপ মাএ আনিল গদাধর।
বন্ধন মুক্ত করি ত্নহার পাঠাইল ঘরে ॥
কংসবধ জেন মত কৈল নর স্থন একমনে।
ভবসাগর জাইতে তরনি ॥

এত দুরে কংস[বধ] সমাপ্ত হইল সন ১০৯১ তাং ২৯ ভাদ্রে দিনমান সম বারে সমাপ্ত।

১৭৫। গোবিন্দ-বিজয়।

রচয়িতা—গুণরাজ খান।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩+৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৯৮। এক এক পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে মথুরাগমন পর্য্যন্ত বিষয়গুলি পুথিতে আছে; পরে খণ্ডিত। যে আদর্শ দেখিয়া এই পুথিখানি লিখিত হইয়াছিল, ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গের শেষ হইতে বরুণ কর্ত্তৃক নন্দহরণের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত নয়টি পাতা তাহাতে না থাকায় আলোচ্য পুথিতেও ঐ অংশ বাদ পড়িয়াছে। ৭২ সংখ্যক পাতার প্রথম পৃষ্ঠার দক্ষিণাংশে এইরূপ লিখিত আছে,—"ইহার পয়্যার থাকা ন পাত খোওা গীয়াছে ৫১ পাতের পয়্যার।" "পয়্যার" অর্থ—পরে।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
প্রনমহো নারায়ন নাথ নিরঞ্জন।
শৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জাহার কারন ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দো শৃষ্টির করতা।
গনপতি দেব বন্ধ বিঘ্ননাশদাতা ॥
সিদ্ধ রিশীগন রাজা বন্দিয়া চরন।
সর্ব্বদেবগন বন্দো জগত কবিগন ॥
প্রনমহো ন[া]রায়নী জগতজননী।
প্রকৃতিস্বরূপা দেবী শৃষ্টিকারিনী ॥

** ** **

সরস্বতিপদযুগে করিয়া বন্দন।
হরির চরিত্র কিছু করিব রচন ॥
কৃষ্ণর চরিত্র জেবা স্থনিবার পারে।
চার মুখে প্রজাপতি বলিতে না পারে ॥
পৃথিবির সব রেনু জে গনিতে পারে।
সাগরের জল নিরে বান্ধএ সংহারে ॥ (?)
আকাসের তারা জেবা গনিবার পারে।
হরির চরিত্র কিছু শে কহিতে পারে ॥
লোকের বিদিত বিষ্ণু ব্যাস পরাসরি।
সংশারতরন ভার ভাগবত করি ॥
মহাভাগবত পুথি ব্যাসের রচিত।
দুই যুগে দুই নাম হইল বিদিত ॥
অর্জ্জুনের তনয় অভিমন্যু বির।
তার পুত্র চক্রধরে রাখিল সরির ॥
মৃগ মারিবারে গেল অজয়প্রতাপ।
অস্তিক (?) মুনিএ তারে দিল ব্রহ্মসাপ ॥
অন্তমিব মৌনে মুনি না দিল উত্তর।
হাসিয়া হাসিয়া সাপ দিলেন সত্বর ॥
মোহোরে বাপুরে জেবা কৈল বিড়ম্বন।
নাগরাজে আসি তারে করুউক নিধন ॥

স্বর্গ মর্ত্য পাতালেত দৈত্য কৈল সার।
সপ্ত দিন ভিতরেত মিত্যু হউক তার॥
ব্রহ্মসাপ পালিবারে বিকল আপদে।
পরিক্ষিতেত আসি তবে কহিল নারদে॥
সুনিয়া চিন্তিল রাজা মন করিয়া স্থির।
মুনিগন লৈয়া রাজা গেল গঙ্গাতির॥
উত্তম বালুর বেদি করি চতুভিতে।
ধর্ম্মচর্চ্চা করে রাজা ব্রাহ্মন সহিতে॥
মরন সময় হইল করি কোন কর্ম্ম।
সপ্ত দিনে বিস্তর আর্জ্জিব কোন ধর্ম্ম॥
ধৌম্যে বোলে সুন রাজা কৃষ্ণের চরিত্র।
ভারাবতারনে জর্ম্ম হইল পৃথিবিত॥
পুরান পুরুস সুক ব্যাসের তনয়।
তাকে আনি সুন রাজা গোবিন্দবিজয়॥

মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ-বিষয়ক বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার পর এইরূপ,—

পুরান সুনিল জদি পণ্ডিতের মুখে।
স্তুতিএ রচিব আহ্মি পরম কৌতুকে॥
সংসারের সার হরি নাথ নিরঞ্জন।
কোতুকে ভুবনপতি করিলেক মন॥
ব্রহ্মারূপে প্রথমেত হইল নরহরি।
দ্বিতিএ বরাহরূপে পুথিবি উর্দ্ধারি॥
তৃতিএ স্তম্ভিল মন বিদিত সংসার।
চতুর্থেত নারায়ণ নর অবতার॥
বদরিকাশ্রমে তপ করিলা বিস্তর।
নররূপি নারায়ণ বিদিত সংসার॥
জার তরে ইন্দ্র আদি পাইল তরাস।
জোগের বিধান সেই মহামুনি ব্যাস॥
পঞ্চমে কপিল মুনি জোগের নিধান।
মুনিরূপে পৃথিবিত জ্ঞান উপদান॥]
অষ্টমে দুর্ব্বাশা মুনি অষ্টরূপধারি।
জাহাকে সেবিয়া কাত্যবির্জ্জ অধিকারি॥
সপ্তমেত যজ্ঞরূপে মহিমা তোমার।
পুথিবি দুহিয়া কৈলা বিব (?) উর্দ্ধার॥
দসমেত কুর্ম্মরূপে পুথিবি উদ্ধারি।
একাদসরূপে হরি গজ অবতরি॥
জলে মগ্ন পৃথিবি জে ধরিল দসনে।
দ্বাদসেত ধনন্তরি জর্ম্মিল মর্থনে॥ ইত্যাদি।
(পৃঃ ৩।২—৪।১)

মধ্য,—

একদিন জমুনা পুলিন বনে হরি।
সুরভি চরায় নটবর বেস ধরি॥
অরুণ অধরে পুরে সুমধুর বেনু॥
হেনহি সময় তথা রাধিকা সুন্দরী।
ফুল তোলে নিজ প্রীয় সঙ্গে সহচরী॥
অতি বৃদ্ধ রূপ ধরি সংহতি বড়াই।
তিলমাত্র তার সঙ্গ না ছাড়এ রাই॥
রাধারূপলাবন্য দেখিয়া অদভুত।
মুর্চ্ছাগত হইয়া পড়িল নন্দসুত॥
অচৈতন্য হইলেক জগতের সিত (?)।
কিছুই না জানে বেনু হইল মুকিত (?)॥
রাধা কৃষ্ণের রূপ লাবন্য দেখিয়া।
দেহ মাত্র ঘরে [জায়] প্রান সমর্পিয়া॥
কৃষ্ণের মুরতি চিত্তে ভুরে গেল রাই।
এতেক দেখিয়া তথা রহিল বড়াই॥
ক্ষেনেক উঠিল কৃষ্ণ পাইয়া সম্বিত।
সেইখানে বড়াইরে দেখিল বিদিত॥
ধিরে ধিরে কানাই বড়াইর কাছে গিয়া।
কৌতুকে কহেন তবে হরসিত হইয়া॥
কহ দেখি বড়াই জিজ্ঞাশা য়ামি করি।
কি নাম এহার এহি কাহার সুন্দরী॥

এথা দরশন দিয়া গেল কথাকারে।
প্রান মোর ব্যাকুলীত দেখিয়া তাহারে॥
এহি বৃন্দাবনে আমি অনুক্ষণ থাকি।
হেন অদভুত আর কভু নাহি দেখি॥
সুচান্দবদনী ধনি কুটিল নঞানে।
হৃদয়েত মোহরে হানীল পঞ্চবানে॥
সেই রূপ শ্বরিতে কম্পএ কলেবর।
নঞানে [না] দেখি আর তার সমোসর॥
বড়াই বোলে জিজ্ঞাশা জে প্রিওজোন কি।
কুলের বৌহারি সব গোয়ালের ঝি॥
বৃথভানু নাম গোপ তাহার কুমারি।
গোকুল সেবিত নাম রাধিকা সুন্দরি॥
কি করিব এবে বড়াই উপাএ বোল মোরে।
চিত্ত মোর স্থির নহে কহিল তোমারে॥
মদন আনলে মোর দহে কলেবর।
হয় নহে দেখ এহি বিরহের বর॥
উর্ব্বশী মেনকা জত শ্বর্গে বিদ্যাধরি।
রামের কামিনি য়াদি জতেক সুন্দরী॥
রুপে গুনে শুনিআছী হরের ঘরনি।
রাধানখপদরূপ না জায় বরনি॥
সকল ভুবণ নহে আমা অগোচর।
মুঞি পুনি না দেখিল রাধা সমসর॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ৫২।২—৫৩।১)

ভণিতা,—

১। হরি বিনে গোপী সবের আর নাহি মনে।
গুনরাজ খানে বোলে গোবিন্দচরণে॥

২। কানুমুখ চাহিয়া গোপীকা সব হাসে।
গুনরাজ খানে বোলে নৌকালিলারসে॥

৩। আর জত বৃন্দাবনে গ্রহস্ত হএ পুরানে
তাক জত কবির বচন।
গুনরাজ খানে[র] বানি অএ নর কর্ণে সুনি
ভজহ জে গোবিন্দচরন॥ পৃঃ৭৪।১

২৬ ও ৩৫ পত্রে হরিদাস নাগের ভণিতা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইনি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একজন গায়ক ছিলেন।

(ক) মুড় হরিদাস নামে হরিপদে মতি।
হরি সে পরম পদ সংসারের গতি॥

(খ) মুড় হরিদাস নাগ হরিপদে মন।
হরি সে পরম বন্ধু সংসারতরন॥

শেষ,—

কুবজি মেলানি দিয়া দেব গদাধর।
কৌতুকে ভ্রমিয়া দেখে সকল নগর॥
ফটিক পাথর সব মুকুতার ঘর।
নেতের পতকা উড়ে সুবর্ন্নে[র] তারা॥
বিচিত্র চৌখণ্ডি ঘর দেখি চারি চালে।
বিচিত্র পাথর তাতে লাগিছে মিসালে॥
নানাবর্ণ বৃক্ষ স[ব] বান্ধিছে পাথর।
গুয়া নারীকেল দেখি সকল নগর॥
নান[া] বিচিত্র দেখি কংসরাজপুরি।
শ্বর্গে শোভা করে জেন ইন্দ্রে[র] নগরি॥
জাইতে জাইতে কৃষ্ণ হাস্য উপজিল।
নাগরির মনি সব দেখিতে আইল॥
কেহ ঘরে ছিল কেহ আছীল বাহিরে।
গৃহকর্ম্ম করএ রন্ধন করে ঘরে॥
শ্বামির সহিত কেহ সর্য্যাত সয়ন।
পুত্র কোলে করি কেহ পৈহ্রএ বসন॥
কেহ বেশ করএ কেহ করএ মোহন।
শ্নান করিবারে কেহ করিছে গমন॥
জেই জেমত ছাল সম্ভ্রম করিয়া।
রাম কৃষ্ণ দেখিল গবাক্ষে মুখ দিয়া॥
দেখিয়া জে নারীগন কামে অচেতন।
জে জেই দেখীল অঙ্গ তথা গেল মন॥
আউল চুলে কেহ বসন পহ্রিতে।
চিত্রলিখ হইয়া তারা দেখে রাজপথে॥

দুই ভাই সিযু সঙ্গে দেব নারায়ণ।
রাজপথে জাইতে রঙ্গে হইলেক মন॥
ধমুর্ম্মখ যজ্ঞস্থাণ দেখে কত দুর।
যজ্ঞ করে দ্বিজগন রক্ষক কিঙ্কর॥
দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ করিল প্রবেশ।
কার জজ্ঞ কর দ্বিজ কহ উপদেশ॥
হেন অদ্ভুত ধনু ধরে কোন জন।
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য কহেন ব্রাহ্মণ॥
রাজা কংশসুর পুথিবিমণ্ডলে।
ধনুর্ম্মখ জজ্ঞ তান কহিল সকলে॥
বিপু(প্র)বাক্য শুনি কৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া।
ধনুর নিকটে দুই গেলেন্ত চলীয়া॥
এমত দুর্য্যয় ধনু ধরে কোন জন।
বাম হস্তে ধরি কৃষ্ণে তাতে দিল গুণ॥
আকর্ন পুরীয়া কৃষ্ণে দিল এক টান।
দস দিগে সব্দ গেল হইল খান খান॥

ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া পুথিখানি আলোচিত হইবার উপযুক্ত।

১৭৬। পদ্মাপুরাণ।

রচয়িতা—নারায়ণদেব।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫" × ৪৪" ইঞ্চি। পত্র, ১১১—১২৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

নারায়ণ দেবকে কেহ কেহ খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী এবং কেহ কেহ বিজয় গুপ্তের (খৃঃ ১৫শ শতাব্দী) সমসাময়িক বলিয়া অনুমান করেন। ইহাঁর নিবাস ময়মনসিংহ জেলায়। পিতামহ এবং পিতার নাম যথাক্রমে নরহরি ও নরসিংহ। মাতা রুক্মিণী। ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস নিজ নিজ গ্রন্থে নারায়ণদেবের বন্দনা করিয়াছেন[১]। ১১১ পত্রের আরম্ভ এইরূপ,—

পক্ষি আম্র জত গুয়া নারি[ক]ল কত
কাটীয়া পাঠাল রসাতল॥
এড়িয়া নাগের কায়া ধরিল মানুস মায়া
কুঠার হাতে গাছ কাটী পাড়ে।
নারায়ন দেবে কহে সুকবিবল্লভ তয়
চর কহে চান্দোর গোচর॥

পয়ার দিসা।

ভাণ্ড ম(মু)হে দেখরে বলাই মধু খায়।
সঙ্গিয়া রাখাল সবে মুশল লয়া ধায়॥
জলন্ত আনলে জেন ঢালিগে(লে)ক ঘেল।
এহিরূপে চন্দ্রধর কোপে জলি গেল॥
দন্ত কড়মড়ি চান্দো মচড়য়ে দাড়ি।
বাম কান্দে তুলি লইল হেমতাল বাড়ি॥
ভুজঙ্গ দেখিয়া জেন গরুড়ের বিক্রম।
সেহি মত চন্দ্রধর গছিল সংগ্রাম॥
হেমতাল কান্দে লৈয়া দিলেক পাকান।
দেখিয়া নাগ সবের উড়িল পরান॥
চান্দোক দেখিয়া নাগ ত্রাশ পাইল বড়।
ত্রাসে ভঙ্গ দিল নাগ না পান্দে কাপড়॥
করজি মৎস্য হাটে জেন পাইয়া বরিসন।
এহিমতে চন্দ্রধর গছিলেক রন॥
কোন নাগেরে মারে হেমতালবাড়ী।
ভূমিত পড়িয়া নাগ যাহে গড়াগড়ী॥
বড় বড় জত সব আছিলেক সর্প।
চান্দোক দেখিয়া সব পাসরিল স(দ)র্প॥

১। বংশীদাস রায়ের পদ্মাপুরাণ, শ্রীরামনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তি-সম্পাদিত। প্রস্তাবনা, ।/০ পৃঃ।

গরুড় দেখিয়া জেন নাগ পলায় ডরে।
এহিরূপে নাগ চান্দো খেদাইয়া মারে॥

এইরূপে নাগগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, চন্দ্রধর মহাজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা বাগানের সমস্ত গাছপালা জিয়াইয়া দিলেন। তখন চান্দের নিকট হইতে কি প্রকারে মহাজ্ঞান অপহরণ করা যায়, নেতা তাহার উপায় বলিতেছেন,—

নেতা বোলে সুন বহিন ভয় বিসহরি।
কোন ছার কার্য্যে তুমি আনিস্কার কর॥
মনেত আছয় বুদ্ধি সুন একচিতে।
চান্দোর মহাজ্ঞান হরিম তেহি মতে॥
বেহারিয়া রাজার ঝি নাম সনকা।
তাহার কনিষ্ঠ বহিন নাম ধরে কনকা॥
সন্দেশ লইয়া জাও বহিন বার্ত্তিবার।
তোর রূপ দেখি চান্দো খুজিব শৃঙ্গার॥
কপট সত্য করি তারে মাঙ্গিয় সুরতি।
অবিচারে পাপ করিব পাপমতি॥ (পৃ ১৩-২)

এই প্রকার কৌশলে চান্দের নিকট হইতে বিষহরি, মহাজ্ঞান অপহরণ করিয়াছিলেন। চান্দের ছয় পুত্রের সর্পদংশনের বিবরণ এইরূপ,—

রথে চড়ি আইল পদ্মা চম্পক নগরে॥
নগরের চারি পাসে ফিরে কোটআল।
সর্প পাইলে ধরিয়া তুলিআ দেয় সাল॥
সঙ্খচুব ধনঞ্জঅ সঙ্খ উৎপল।
অষ্টতরু নাগ বড় প্রথম প্রবল॥
এহি ছয় নাগেক ডাকীল ততক্ষন।
চান্দোর ছয় পুত্র দংস সত্তর॥
পদ্মার আদেসে নাগ তথা চলি জায়।
ছয় ঠাই ছয় ভাই ছয় নাগে খায়॥
শ্রীধর কুমার পড়িবারে জায়।
প্রথমে কুরঙ্গ নাগে তারে পথে খায়।
শ্রীকর ঘোড়াতে চড়ি জোগাম খেলায়।
কটক নাগে তারে আচম্বিতে খায়॥
গুনাকর কুমার নিদ্রা জায় মন্দিরে।
সঙ্খপল নাগে গীয়া খাইল তাহারে॥
ভেটাখেড়ি খেলিতে জায় মধুকরে।
ধনঞ্জয় নাগে তাক কামড় দিল সিরে॥
সষ্টিবর জলে ক্রীড়া করে নানা রঙ্গে।
সঙ্খচুর নাগে তাঁক খাইল রঙ্গে॥
দুর্গাবর মৃগায়া করিতে গেল বোনে।
খাইল উৎপল নাগে দারুন সন্ধানে॥
ছয় পুত্র মৈল বার্ত্তা পাইল চন্দ্রধর।
ছয় মরা আনিঞা করিল একাতর॥

(পৃ ১১৬২—১১৭।১)

ভণিতা,—

১। সুকবি নারায়নদেবের সরশ পাচালী।
চান্দোর কল্পনা বুলি এক লাচাড়ি॥
২। নারায়ন দেবে কয় সুকবিবল্লভ হয়।

১২৫ সংখ্যক পত্রখানি অপর এক লিপিকরের লিখিত বলিয়া মনে হয় এবং তাহাতে যদুনাথ পাণ্ডিত ও বিপ্র হৃদয়ানন্দ নামক দুই ব্যক্তির ভণিতা পাওয়া যায়;—

(ক) জদুনাথ পণ্ডিতে[র] সরস পাচালি।
পয়ার প্রবন্ধে বলি এক লাচাড়ি॥
(খ) সুন্দর লাচাড়ি ছন্দে বিপ্র হৃদয়[া]নন্দে
রচিলেক স[া]রদার বিলাপ॥

তক্ষকের দংশনে পরিক্ষিতের মৃত্যু এবং মনসার বিলাপের কতক অংশ পর্য্যন্ত পুথিখানিতে আছে।

১৭৭। লক্ষ্মী-চরিত্র।

রচয়িতা—গুণরাজ খান।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পত্র, ১—৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি। ২য় পৃষ্ঠায় ১০ এবং শেষ পৃষ্ঠায় ৫ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ, ১৪¾ × ৪¾ ইঞ্চি। সম্পূর্ণ।

কি কি গুণযুক্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের গৃহে লক্ষ্মী অধিষ্ঠান করেন এবং কি কি দোষে লক্ষ্মী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, পুথিতে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

গনসাঅ নম ৭ নমে[া]
প্রণমহ নারায়ন লক্ষিকান্ত পতি।
জএ নজ্জা[১] প্রনমহ দেবি সরেসতি॥
গনেস দেবতা বন্দু ব্রহ্মার চরন।
সিব দেব প্রনমহ জত দেবগন॥
অষ্ঠ লুকপাল বন্দু কাত্তিক কুমার।
চন্দ্র সুজ্য প্রনমহ বিদিত সংসার॥
ব্যাস আদি প্রনমহ জত রিসিগন।
আত্মগুরু প্রনমহ পিতার চরন॥
সরেসতি দেবি কৃপা কর একবার।
তুমার চরনে ল্যাক্ষে ল্যাক্ষে নমস্কার॥
জে প্রকারে লক্ষি দেবি পুরুস বসতি।
জে প্রকারে লক্ষি দেবি পুরুষ তেজন্তি॥
তার বিধান কহি সুন সাবধানে।
লক্ষির চরিত্র কিছু সুন সর্ব্বজনে॥
মেরুপ্রিষ্ঠে নারায়ন আছন্তি বসিআ।
লক্ষিরে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ কতুক কোরিআ॥
কুন গুনে থাক দেবি পুরুস জুড়িয়া।
কুন কর্ম্মে জায় দেবি পুরুষ ছাড়িআ॥
তাহার বিধান তুমি কহ মর স্থানে।
আমার চরিত্র কিছু সুন ভগবানে॥
চিন্তাজুক্ত হৈয়া জেবা সদতে থাকিব।
ভাল মন্দ না বোঝিআ কুবাক্য বলিব॥
রাত্রিসেসে উসাকালে জেই নিদ্রা জাএ।
ভগ্ন আসনে বসি জেই অন্ন(ন্ন) খাএ॥
অকুমারি নারি বোল করে জেই জন।
তাহারে তেজিএ আমি সুন নারায়ন॥
মাত্রিব্য ম[া]ত্রিতে জেবা করে পরদার।
পুনি পুনি বলি প্রভু গৃহে না জাই তাহার॥
ওছিষ্ট পত্রে জেই করএ ভুঞ্জন।
সোনা পরে অঙ্গে তৈল দেএ জেই জন॥
এ সব অকিত্তি তবে করে জেই জন।
তাহারে তেজিএ আমি সুন নারায়ন॥
অন্ধকারে সয়ন করে তিঙ্গ ছেদে নৈক্ষে।
আপনে কুভেস করে ভুমি নৈক্ষে লেখে॥
আপনার অঙ্গে জেবা আপনে বাঝা(জা)এ।
সঞ্চিতের ধন তার বিনাসিতে জাএ॥
আপনে খাইতে জেবা বহু জত্ন করে।
তার ঘরে না জাই আমি সু[ন] নারায়নে॥

মধ্য,—

সুআমীর ব্যাক্য জে নারি করএ পালন।
সুকিত্তি রমতি(নি) সেই আমার লক্ষন॥
ঘরে বারে নিত্য জেই পুর(পরি)স্কার করে।
ধন্নে ধান্যে পোত্রে পুত্রে সুক্ষ দেই তারে॥
সামিতে ভক্তিভাব থাকএ জাহার।
তাহার সরিলে আমি থাকি সর্ব্বক্ষন॥
স্যামিপদে ভক্তি আসা থাকএ জাহার।
সেই ত সুভাজ্যা নারি সরিল আমার॥

১। জএ নজ্জা—জয়ের লাগিয়া, জয়ের নিমিত্ত।

সুদ্ধ বস্ত্র পৌরে জেবা নিত্য হবিনা(ষ্যা)সি।
সুন প্রভু সর্ব্বক্ষন তথা আমি বসি॥
সর্ব্বক্ষ[ন] পতিব্রতা হএ জেবা জন।
দুই কুল উদ্ধারিব রাখিব আপন॥
খড়মিআ পায় জার চিরল অঙ্গুলি।
অলক্ষিনিচরিত্র প্রভু সেই নারি বলি॥
পিঙ্গল কেস জার ডাঙ্গর লুচন।
সেই নারি অলক্ষিনি সুন নারায়ন॥
ডাঙ্গর কপাল জা[র] খাএ বড় গ্রাস।
তিলেক না থাকী আমি সেই নারির কাছে॥
পদে পদে ঘসে জেবা রৈ[রূ]ক্ষ তনু মানি।
সেই নারি বলি প্রভু বড় অলক্ষিনি॥
স্বামির বচন নাহি লএ জার মনে।
অলক্ষিনি সেই নারি সুন নারহনে॥ (পৃঃ ২।১)

পুথির শেষে একটিমাত্র ভণিতা আছে; তাহা এই,—

গুনরাজ খানে বলে বহু ভক্তি করি।
পাচালি সমপুর্ণ হইল কৃপা করি॥

এই গুণরাজ খান কে? প্রসিদ্ধ গুণরাজ খান মালাধর বসু কি? শিবানন্দ কর নামে অপর এক ব্যক্তির গুণরাজখান উপাধি দেখা যায়। ইনি সেই শিবানন্দ কর হইবেন কি?

শেষ,—

লক্ষির চরিত্র জেবা লিক্ষিআ রাখয়।
ধনে ধান্যে পাত্রে পুত্রে অনেক বাড়াএ॥
ধনে পুত্রে হয় তার সর্ব্বত্রে কৈল্যান।
তাহার গিহেত হয়ে লক্ষির অদিষ্টান॥
ব্র[া]হ্মন খেত্রি বৈস্যা সুদ্রানি চারি জাতি।
ভক্তিভাবে সুনিলে হয় অর্ভ্যাঅতি(অব্যাহতি)॥
র[া]ত্রিকালে পঠে কিবা পড়এ প্রভাতে।
জখনে তখনে পঠে তুষ্ঠ আমী তারে॥
শ্রীহরির চরনে আমী করি নমস্কার।
জাহার প্রসাদে গুন করিএ প্রচার॥
গুনরাজখানে বলে বহু ভক্তি করি।
পাচালি সমপুর্ণ হইল কৃপা করি॥
এই কথা জেই জনে সুনে মন করি।
অভিরথে লক্ষিয়ে না ছাড়ে তার পুরি॥
ইহ লুকে পরলুকে হএত মুকতি।
লক্ষির চরনে রহুক আমার ভকতি॥
সভামৈদ্ধে লক্ষিদেবি যে দেউ কারন (?)।
পাচালি সমাপন বেদসাস্ত্রে কএ।
জে জনে পড়িব তরিব নিচএ॥

লেখীতং শ্রীপেনাই কাং সাং পং সাহাবাজ নিজ পুস্থখ শ্রীখোসালনাথ সাং পং বারপাড়া পুস্থখ সমাপ্ত বোদ বারের দিবাতে এক পর উদন বরং পণ্ডিত সক্রনাং নচঃ মুর্ক্ষেনঃ মিত্রতা। বানরেন হথ রাজা বিপ্র চৌরেন রক্ষতা॥ ১॥ নিতং ছেদং ত্রিনানাং খিতিনখলিখনং পাদেরমুজা। দন্তানাং য়ল্লসুচ বসনমলিনতা রুক্ষতা মুর্দ্ধজান্ দে সৈন্দে চাপ নিদ্রা বিবসনসয়নং হাহাগ্রাসাত্তরেকং সুঅঙ্গে পৃষ্টেচ বাদ্যং নিত্ততামপি হরি কেসবঅস্তপি লক্ষি॥ ১॥

১৭৮। লক্ষ্মী-চরিত্র।

পুথিখানির শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না। তবে অনুমান, ইহার রচয়িতাও গুণরাজ খানই হইবেন। কেন না, পুর্ব্বোক্ত পুথিখানির সহিত এই পুথিখানিকে অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। পত্র, ১—৫; অসম্পূর্ণ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ, ১৪২+৪২ ইঞ্চি। দোভাজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ।

দ্বাদসিরে সুসা খাইলে অধর্ম্ম হএ বড় ।
আষ্কার নিদেস (নিসেদ) দ্রব্য খাইলে আহ্মি ছাড়ি দঢ় ॥
ত্রেয়োদসিরে করমঞ্চা খাইলে পাতক জে হএ।
পুর্ব্ব অর্জ্জিত পুর্ণ্য বিনাসিনি হএ ॥
চতুঃদ্দসিরে ম্নানারস খাইলে বড় সোগ।
অমাবৈশ্বারে মৈৎস্ত খাইলে বড় রোগ ॥
ইসব নিদেস (নিসেদ) দ্রব্য জেই জনে খাএ।
তাহার জে দুক্ষ ভোগ খণ্ডান না জাএ ॥
লক্ষি দেবি পুজে জেই হইয়া সন্তোষ।
তাহারে ছাড়িয়া আহ্মি না জাই বিসেস ॥
ইসব বৃত্তান্ত আহ্মি করিল বিদিত।
তাহাক ছাড়িএ আহ্মি জানহ নিশ্চিত ॥
য়ার এক কথা কহি সুন নারায়ন।
নিজ গৃহের কথা কিছু সুন বিবরন ॥
নির্ত্ত নির্ত্ত রন্ধন রান্ধএ জেই নারি।
সে ঘরেত য়াহ্মি থাকিতে না পারি ॥
বাসি রন্ধন পৈরে জে সকল নরে।
তাহারে ছাড়িএ য়াহ্মি সুন গদাধরে ॥
রাত্রিবাস বস্ত্র না পালে জেই জন।
তাহারে ছাড়িএ য়াহ্মি সুন নারায়ন ॥
য়ার এক কথা কহি সুন নারায়ন।
য়াচমন করিয়া দন্ত না সোদে জেই জন ॥
য়ার এক কথা কহি সুন জত্নমনি।
কুৎসিত বরন হএ জার তনু পুনি ॥
এক দিন রান্দিয়া অর্ণ আর দিন খাএ।
তাহার জে দুঃক্ষ ভোগ ছাড়ন না জাএ ॥

** ** **

আচমন কালে জেবা কাষ্ট নহি খাএ।
তাহারে ছাড়িয়া য়াহ্মি অন্য ঘরে জাই ॥
দুই পদ না পাখালি সোতে জেই জন।
তাহারে ছাড়িয়ে আহ্মি সুন নারায়ন ॥
(পৃঃ ৪।১-২)

এই পুথিখানিতে সপ্তমীর চিহ্ন 'তে' স্থলে 'রে' প্রযুক্ত হইয়াছে। ৩।৪ পত্র দ্রষ্টব্য।

১৭৯। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

রচয়িতা—চণ্ডীদাস।

পত্র, ৩—৮, ১০—১৫, ১৭।২—১৮, ১৯।২—৪০, ৪২—৮৮।১, ৮৯—৯৩।১, ৯৪—৯৭, ৯৮।১—১০৩, ১১২—১৪৪, ১৫২—২২৬; অসম্পূর্ণ। ১৫ পত্র পর্য্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত; অবশিষ্ট সমস্ত পত্রে ৭ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩১/৪"×৩১/৪"। দোভাঁজ-করা তুলোট কাগজ। ডোর গাঁথিবার জন্য মধ্যস্থলে ছিদ্র আছে। অক্ষর অতি পরিষ্কার, সুন্দর ও সুগঠিত। পুথির মধ্যে তিন ব্যক্তির হস্তাক্ষর দেখা যায়। ৬।২ ও ৭৩।২ পৃষ্ঠায় পার্শী অক্ষরের মত কিছু লেখা এবং ৭৩।২ পৃষ্ঠার বাম দিকে তিন পঙ্‌ক্তি কায়থি অক্ষরে কয়েক ব্যক্তির নাম লিখিত আছে। ৭৪।১ পৃষ্ঠার উপর দিকে এই কয়টি কথা দেখা যায়,—"শ্রীশ্রী৵করেন তবে তানে বন্ধিব।" পুথিখানি আদি ও অন্তে খণ্ডিত; সুতরাং রচনা বা লিপিকালের কোনও তারিখ পাওয়া যায় না। লিপিতত্ত্বে পারদর্শী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় ইহার লিপি পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এই পুথিখানি লিখিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বিগত ১৩১৬ বঙ্গাব্দে ইহার অস্তিত্ব-সংবাদ জানিতে পারেন এবং ১৩১৮ বঙ্গাব্দে পরিষদের

জন্য পুথিখানি সংগ্রহ করেন। বন-বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী কাঁকিল্যানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গো-শালার মাচার উপরে এক রাশি পুথির সহিত অযত্ন-রক্ষিত অবস্থায় পুথিখানি পাওয়া যায়। ইহার সহিত একখণ্ড কাগজ পাওয়া গিয়াছিল; তাহার লেখা দেখিয়া অনুমান হয় যে, ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই পুথিখানি বিষ্ণুপুররাজের পুথিশালায় রক্ষিত ছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি লইয়া গৌড়ে আগমন করেন, তখন পথিমধ্যে দস্যুগণ কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থরাজি অপহৃত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু অনুমান করেন যে, সেই সকল গ্রন্থের সহিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' বিষ্ণুপুররাজের গ্রন্থাগারে প্রবেশ লাভ করিতে পারে[১]। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীনিবাস আচার্য্যের দৌহিত্র-বংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-বিষয়ক গীতিবাক্য। ইহাতে প্রায় ৪১৫টি পদ আছে এবং প্রত্যেক পদের শেষে ভণিতায় চণ্ডীদাসের নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। পুথির যতখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত; যথা,—১। ইতি জন্মখণ্ডং সমাপ্তং ॥ ২। অথ তাম্বুলখণ্ডঃ ॥ ইতি তাম্বুলখণ্ডং সমাপ্তং ॥ ৩। অথ দানখণ্ডঃ ॥ ইতি দানখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪। অথ নৌকাখণ্ডঃ ॥ ইতি নৌকাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫। অথ ভারখণ্ডঃ ॥ ইতি ভারখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ৬। অথ ভারখণ্ডান্তর্গতছত্রখণ্ডঃ ॥ ৭। অথ বৃন্দাবনখণ্ডঃ ॥ ইতি বৃন্দাবনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ৮। অথ যমুনাখণ্ডান্তর্গতকালিয়দমনখণ্ডঃ ॥ ইতি যমুনাখণ্ডান্তর্গতকালিয়দমনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ৯। অথ যমুনাখণ্ডঃ ॥ ইতিযমুনাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ১০। অথ যমুনাখণ্ডান্তর্গতহারখণ্ডঃ ॥ ইতি যমুনাখণ্ডান্তর্গতহারখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ১১। অথ বাণখণ্ডঃ ॥ ইতি বাণখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ১২। অথ বংশীখণ্ডঃ ॥ ইতি বংশীখণ্ডঃ সমাপ্তঃ। ১৩। অথ রাধাবিরহঃ ॥

ভাষাতত্ত্বে পারদর্শী পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই পুথিতে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর বঙ্গভাষার খাঁটি নিদর্শন সংরক্ষিত রহিয়াছে।

প্রথম অংশ,—

... ... বস শক ॥ ৬ ॥

সভাপতি আর সব সভাসদ জন।
আলপমতীএঁ তোহ্মাতে শরণ ॥ ৭ ॥

... ...

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে[১] ॥ ৮ ॥

পৃথ্বভারব্যথাং পৃথ্বী কথয়ামাস নির্জ্জরান্।
ততঃ সরভসন্দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।
[কংসে]র কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে ॥ ১ ॥
ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।
সব্বেই চিন্তিআঁ বুঝিল ব্রহ্মার ঠাএ ॥ ২ ॥
ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে।
স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে নানারূপেঁ কইলেঁ আসুরের খএ।
তোহ্মার লীলাএ কংসের বধ হএ ॥ ৪ ॥

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৮শ ভাগ, ২য় সংখ্যা, ১২৪পৃঃ।

১। এই কয়টি চরণ "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই।

হেন শুণী ঈসত হাসিআঁ ততি খণে।
ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে ॥ ৫ ॥
এহি দুই কেশ হৈবে বসুদেবের ঘরে।
হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে ॥ ৬ ॥
তাহার হাথে হৈবে কংশাসুরের বিনাশে।
হেন বর পাআঁ সব দেব গেলা বাসে ॥ ৭ ॥
সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবাগণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৮ ॥

বরাড়ীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আয়িলা দেবের সুমতি শুণী।
কংসের আগক নারদ মুনী ॥
পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড় বেশ ॥ ১ ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত বদন উমত মতী ॥ ধ্রু ॥
খণে খণে হাসে বিনি কারণে।
খণে হএ থোড় খোণেকেঁ কানে ॥
মানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ ॥ ২ ॥
লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে।
খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে ॥
উঠিআঁ সব বোলে আনচান।
মিছাই মাথাএ পাড়এ সান ॥ ৩ ॥
মিলে ঘন ঘন জীহের আগ।
রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ ॥
দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা,—

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ ॥
চন্দন তিলকেঁ আতি শোভিত কপালে।
দুঈ পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে ॥ ১ ॥
সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী।
আবতার করি করে ধরণীত কেলী ॥ ধ্রু ॥
সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।
কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রহি যুগল ॥
ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।
কর্ণযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল ॥ ২ ॥
ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।
করকুরুবিন্দমাল[১] নির্ম্মিত কমলে ॥
মরকত পাট সদৃশ বক্ষস্থল।
ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল ॥ ৩ ॥
মানিকরচিত চন্দ্রসম নখপান্তী।
সজল জলদরুচি জিনি দেহকান্তী ॥
বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।
কংসের বধ কারণ আতি মহাবীর ॥ ৪ ॥
নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।
পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে ॥
নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

(পৃঃ ৪।২-৫।১)

শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা,—

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাহ্নাঞিঁর[২] সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ॥
আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।
থির হঁউ সকল সংসার ॥ আল রাধা ॥ ১ ॥

১। মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে "কররুরুবিন্দমাল' ছাপা হইয়াছে।

২। মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে "কাহ্নাঞিঁ রস সম্ভোগ কারণে" এইরূপ ছাপা হইয়াছে। কিন্তু মূল পুথিতে এরূপ পাঠ নাই।

তে কারণে পদুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে ॥ ল ॥ আল রাধা ॥ধ্রু॥
তীন ভুবনজন মোহিনী।
রতি রস কাম দোহনী ॥
শিরীষ কুসুম কোঁঅলী।
অদভুত কনকপুতলী ॥ ২ ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তনুলীলা।
পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা ॥
দৈবেঁ কৈল কাহ্নু মনে জাণী।
নপুংসক আইহনের রাণী ॥ ৩ ॥
দেখি রাধার রূপ যৌবনে।
মাঅক বুয়িল আইহনে ॥
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

(পৃঃ ৫।১-২)

ইহার পরের পদেই বড়াই বুড়ির রূপ-বর্ণনা। পাঠক, একজন অশীতিপর বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিয়া পদটি পাঠ করুন। দেখিবেন, বর্ণনাটি কেমন স্বাভাবিক।

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আইহনের মাঅ গুণী মনে। আল।
ঝাঁট গিআঁ পদুমার থানে ॥ ল বড়ায়ি ॥
চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই।
তার পিসী রাধার বড়ায়ি ॥ ১ ॥
নিযোজিলী নানা পরকারে। আল।
হাট বাটে রাধা রাখিবারে ॥ ল বড়ায়ি ॥
শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে ॥
ভ্রূহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুই আখি ॥ ২ ॥
নাহাপুট নাশা দণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে ॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী ॥ ৩ ॥
কাঠী সম বাহু যুগলে।
নাভিমূলে দুই কুচ লুলে ॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ (পৃঃ ৫।২)

তাম্বুলখণ্ড।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ চিত্রকলগনী ॥ একতালী ॥
আচম্বিত বুঢ়ী দেখি বৃন্দাবন মাঝে।
বিনয় করিআঁ পুছন্তি দেবরাজে ॥ ১ ॥
কথাঁ হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।
একলী বুলসি কেহ্নে বৃন্দাবন মাঝে ॥ ২ ॥
গোঠে হৈতেঁ আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী।
আগুত চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী ॥ ৩ ॥
পাছে পাছে জাইতেঁ পথ হারাইল আহ্মি।
মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি ॥ ৪ ॥
সঙ্গে কেহ্নে লআঁ বুল নাতিনিখানী।
কথাঁ তাক হারাইলেঁ কহ তত্ত্ববাণী ॥ ৫ ॥
কি নাম তাহার কেহেন তার রূপ।
আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআর সরূপ ॥ ৬ ॥
দধি বিকে জাইতেঁ সঙ্গে মথুরা নগরী।
বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥ ৭ ॥
নাতিনী হারাইলোঁ নামে চন্দ্রাবলী।
কোঁঅলী পাতলী বালী সুন বনমালী ॥ ৮ ॥
সরূপ কহিবোঁ তবেঁ মথুরার পথ।
যে কাজ বোলেঁ তোহ্মাক তাত কর সত ॥৯॥
বোল এক বোলোঁ তোক যবেঁ ধর মনে।
তবেঁ সে করিবোঁ তোর রাধা দরশনে ॥ ১০ ॥
তোঁ মোর নাতি যেহ্ন তুঅজ পরাণ।
তোহ্মার বোলত আহ্মে না করিব আন ॥১১॥

সত্যোঁ সত্যোঁ করিবোঁ মো[১] তোহ্মার বচন।
যবেঁ আন করোঁ তাক বধওঁ বাহ্মণ ॥ ১২ ॥
উদ্দেশ বুলিব যবেঁ রাধিকার আহ্মে।
তবেঁ ভাল মতেঁ তার রূপ কহ তোহ্মে ॥ ১৩॥
কাহ্নের বচনে বড়ায়ি পাইল হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ১৪ ॥

(পৃঃ ৬।২-৭।১)

দানখণ্ড।

দেশাগরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

সিশের সিন্দুর তোর লাসে।
মাথার কেশ সুবেশে ॥
আহ্মাকে না চিহ্নসি তোঞিঁ।
সব গোপীরঞ্জন কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
দান আহ্মার পরমাণে। এ রাধাল।
না কর মনে আন ভানে ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দুধ লআঁ তোএঁ যাসী।
ধাআঁ ধাআঁ মথুরা পালাসী ॥
আহ্মা ছাড়ী[২] জাইবি কোন পথে।
আজি পড়িলা মোর হাথে ॥ ২ ॥
মুঠি এক[৩] মাঝা বাএ হালে।
তা দেখি মুনিমন টলে ॥
ডাকর ডালিম দুঈ কুচে।
নান্দসুত কাহ্নাঞিঁকে রুচে ॥
সুঝি যাহা মোর সব দানে।
নহে দেহ আলিঙ্গন দানে ॥

রাধা মোর না কর নিরাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ (পৃঃ ১৭।২)

নৌকাখণ্ড।

গুঞ্জরী রাগঃ॥ যতিঃ॥

আতি বড় গরুঅ তোহ্মার পয়োভার।
তাহার দুঅজ আর গজমুতী হার ॥
সংসারের মাঝে রাধা দুলহ জীবন।
হার পেলাহ পাতল হউ তন ॥ ১ ॥
খর সোঁত পাণী রাধা বড় বহে বাএ।
এহাতে ধরহ রাধা আহ্মার উপাএ ॥ ধ্রু ॥
আয়র গরুঅ তোর নিতম্ব জঘন।
তাহাত বান্ধিল রাধা কনক রসন ॥
বান্ধন খসাআঁ রাধা পেলা আভরণ।
সংশয় বেলাতে তবেঁ কিসকে যতন ॥ ২ ॥
গাঅ বেঢ়িল তোর দীঘল বসনে।
তীন ভাগ চিরী তাক পেলাহ এখনে ॥
আঅর পেলাহ রাধা দধির পসারা।
কিছু পাতল হউ মোর নাঅ ভরা ॥ ৩ ॥
পাঞ্চ পাটের নাঅ গাতর ভরা।
হৃদের কাঞ্চুলী রাধা যমুনাত পেলা ॥
তবেঁ সুখেঁ পার হৈবেঁ এহি ভাঙ্গা নাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

(পৃঃ ৮২।২-৮৩।১)

ভারখণ্ড।

মালবরাগঃ॥ রূপকং॥ চিত্রকলগনী॥
দণ্ডকঃ॥

চির দিন নাহিঁ রাধিকার দরশনে।
তে কারণে বড়ায়ি থীর নহে মনে ॥ ১ ॥
চিন্তিতেঁ দুগুণ ভৈল হৃদয়ে মদনে।
এবেঁ তাক আণী মোর রাখহ জীবনে ॥ ২ ॥

১। মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে "মো" কথাটি বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

২। মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে "ছাড়ি" ছাপা হইয়াছে। কিন্তু পুথিতে আছে "ছাড়ী"।

৩। মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে "সুচিত্রক" ছাপা হইয়াছে।

যতন করিআঁ তাক রাখে আইহনে।
তার মাঝ রাধিকারে চাহে খনে খনে ॥ ৩ ॥
এতেকেঁ তাহাক আহ্মে আনিতেঁ না পারী।
আপনে উপাঅ মোক বোল তোহ্মে হরী ॥৪॥
উপস্থিত ভৈল বড়ায়ি শরত সমএ।
তড় পথেঁ এবেঁ লোক মথুরাক জাএ ॥ ৫ ॥
এবেঁ তথাঁ কাহ্নাঞিঁর নাহিঁ অধিকার।
হেন বুলী রাধা নেহ যমুনার পার ॥ ৬ ॥
রাধিকারে নিব আহ্মি যমুনার পার।
এথাঁ করিবোঁ কাহ্ন কোণ পরকার ॥ ৭ ॥
সরূপ করিআঁ কাহ্ন কহ মোর থানে।
তবেঁ রাধিকারে আণো হরষিত মনে ॥ ৮ ॥
যমুনার পথে আহ্মে ভার সজাইআঁ।
থাকিব পথের মাঝে মজুরিআ হআঁ ॥ ৯ ॥
রাধিকারে বুলিহ বিবিধ পরকার।
সে যেহ্ন আহ্মাকে বহাএ দধিভার ॥ ১০ ॥
ভাল বুইলেঁ কাহ্নাঞিঁ চল তোহ্মে ঝাঁটে।
আহ্মে রাধা লআঁ যাইউ মথুরার হাটে ॥১১॥
এহি পরকারেঁ তোর পুরিব আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১২ ॥

(পৃঃ ৮৬।১-২)

ভারখণ্ডান্তর্গতছত্রখণ্ড।

শ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

দেবের দেবরাজ আহ্মে বনমালী।
কত না ভাণ্ডসি মোরে আবালী গোআলী ॥
ত্রিদশগণে রাধা মোকে ধরে মাথে।
হেনয়ি দেবকে কেহ্নে পেলাঅসি হাথে ॥১॥
সুরতি মানিআঁ[১] মোক বহায়িলেঁ ভার।
লোকমুখে বড় মোর করায়িলেঁ খাঁথার ॥ধ্রু॥

তীন ভুবনে রাধা আহ্মে অধিকারী।
নানা রূপ ধরী আহ্মে অসুর সংহারী ॥
সে দেব হয়িআঁ মোক বিবুধি লাগিল।
তোহ্মার বচনে রাধা ভার বহিল ॥ ২ ॥
হলী বনমালী আহ্মে এ দুয়ি ভাই।
দৈবকী উদরে আহ্মে লাভিল ঠাই ॥
অবতার কৈল আহ্মে তোর রতি আশে।
তোহ্মে কেহ্নে কর এবেঁ আহ্মাক নিরাসে ॥৩॥
এভোঁ গোআলিনী ধর আহ্মার বচনে।
পাছেঁ কৈলি[১] না পাইবেঁ নান্দের নন্দনে ॥
না পরিহর মোরে দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

(পৃঃ ১০০।১)

বৃন্দাবন খণ্ড।

পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ প্রকীর্ণক ॥

লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

সুণ গোপীগণ আহ্মার বচন
আভয় দিলোঁ মো আপনে।
নিজ মন সুখে ফুল তুলী লআঁ
যাহ যাহার যেন মণে ॥ ১ ॥
চিরজীঅ কাহ্নাঞিঁ কুলের নন্দন
আহ্মারে দিলেঁ আভএ।
যেন জাতী তোহ্মে যেহ্ন লোক তাহার
উচিত হেন ন[২] হএ ॥ল কাহ্নাঞিঁ ॥২॥
এ বোল শুনিআঁ কাহ্নাঞিঁ
খণেক মনে বিমরিষে।

১। ছাপা কৃষ্ণকীর্ত্তনে "মাণিআঁ" ছাপা হইয়াছে। হস্ত পুথিতে ন-কার স্পষ্ট রহিয়াছে।

১। ছাপা কৃষ্ণকীর্ত্তনে "কোল" আছে। শব্দটিকে "কোল, কৈলি" দুই রূপেই পড়া যায়। "কৈলি" শব্দ পূর্ববঙ্গে এখন প্রচলিত; অর্থ—কিন্তু।

২। 'ন' অক্ষরটি মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে ছাপা হয় নাই।

আজি হয়িব মোর কাজের সিধী
পুরী চির আভিলাসে ॥ ৩ ॥
কাহ্নের বদন আতি সুশোভন
দেখিআঁ যুবতীগণে।
দৈব নিয়োজন মদন বাণে
বিকলি ভৈল পরাণে ॥ ৪ ॥
এক তরুণীকে দেখায়িল কাহ্নাঞি
হোর ফুল আতি উচে।
তাক লাগি কর তুলিলেক গোপী
কাহ্নাঞি ধরিল কুচে ॥ ৫ ॥
আয়র গোপী বুঝিল কাহ্নাঞি
ফুল আছে দুর ডালে।
কেমনে পায়িবোঁ এ ফুল কাহ্নাঞি
উপায় বোল সকালে ॥ ৬ ॥
তাহাক তুলিআঁ ধরিল কাহ্নাঞি
সে ফুল তোলএ আপণে।
তুলিতেঁ নাম্বায়িতেঁ পায়িল আলিঙ্গন
কাহ্নাঞি বিনি যতনে ॥ ৭ ॥
আয়র গোপী ফুল তুলিবাক
লাগিল ঝাঁটাল বনে।
গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক
না দেখিল একো জনে ॥ ৮ ॥
সে বনের মাঝেঁ দেব দামোদর
মিলিল দৈব ঘটনে।
পায়িল গোপী আপণ মনে
চুম্বিল তার বদনে ॥ ৯ ॥
পবনে চলিল গাছের পাত
তাত ভয়মনী ছলে।
কোহ্নো গোপীগণ চঞ্চল নয়ন
ধরিল তাহার গলে ॥ ১০ ॥
হের ভাল ফুল হোর ভাল ফল
বুলিআঁ দেব মুরারী।
দুয়ক নিআঁ পুরিআঁ কোলে
কৈল গোপী নারী ॥ ১১ ॥
হেন মনে বণে হরিল কাহ্নাঞি
সকল গোপীর মণে।
অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল
দেবী বাসলী গণে ॥ ১২ ॥

(পৃঃ ১১৮।২-১১৯।১)

কালিয়দমন খণ্ড।

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

জাহাত লাগিআঁ নিজ পতি না চাহীল।
লোক ধরম ভয় কিছু না মানিল ॥
হেন কাহ্নু মৈলা কালীদহে ঝাঁপ দিআঁ।
গোপ যুবতী সব আনাথ করিআঁ ॥ ১ ॥
হৃদয়ত ঘাঅ দিআঁ রাধা গোআলিনী।
করএ করুণা বিনায়িআঁ চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
কভোঁ না লজ্ঝিব আর তোহ্মার বচন।
উঠ উঠ জলে হৈতেঁ নান্দের নন্দন ॥
কি করিব ধন জন জীবন ঘরে।
কাহ্নু তোহ্মা বিনি সব নিফল মোরে ॥ ২ ॥
হা হা নিদয় বিধি কেহ্নে হেন কৈল।
কোঁয়ল কাহ্নাঞি কেহ্নে বিষজালেঁ মায়িল ॥
দেখিতেঁ রাপায়িল সব গোপীর পরাণে।
ত্রিভুবনে সুন্দর নাগরবর কাহ্নে ॥ ৩ ॥
রাধা এক রাখোআল পাঠাআঁ সত্বরে।
বারতা জাণায়িল নন্দ যশোদার ঘরে ॥
সুণিআঁ নন্দ যশোদা ভৈলা আচেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

(পৃঃ ১২৯।১-২)

পাড়াড়ীআ[১] রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা ॥

তোহ্মে জল তোহ্মে থল তোহ্মে বন গিরী।
স্বগ্গ মর্ত্য পাতাল তোহ্মে দেব হরী ॥
তোহ্মে সূর্য্য তোহ্মে চান্দ তোহ্মে দিকপাল।
লীলাতনু ধরি এবেঁ হৈলাহা গোআল ॥ ১ ॥
আপণা না চিহ্ন কেহ্নে এবেঁ বনমালী।
জগত সংহর তোহ্মে কোণ ছার কালী ॥ ধ্রু ॥
মীনরূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলেঁ।
কমঠ শরীরে তোহ্মে ধরণী ধরিলেঁ ॥
মাহাকোলরূপেঁ দাঁন্তে মেদনী বিদারিলেঁ।
নরহরিরূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারিলেঁ ॥ ২ ॥
বামনরূপেঁ তোহ্মে বলিক ছলিলেঁ।
পরশুরামরূপেঁ ক্ষত্রিয় নাশ কৈলেঁ ॥
শ্রীরামরূপেঁ তোহ্মে বধিলেঁ রাবণ।
বুদ্ধরূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন ॥ ৩ ॥
কলকীরূপেঁ তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্ট জন।
এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ ॥
হেন সুনিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাইল চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

(পৃঃ ১৩০।১-২)

পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যাই যমুনায় পাণিকে আইস
সখি মোর সঙ্গে।
যমুনা জলে কুম্ভ ভরিআঁ
আসিব এ বড় রঙ্গে ॥
হেন বুলী রাধা কলসী লআঁ
জাএ গজগড়ি ছান্দে।
আলকেঁ শোভে বদন তাহার
যেহেন কলঙ্ক চান্দে ॥ ১ ॥

আল ॥

পাইল রাধা কালীদহ কূল
লইআঁ সখি সমাজে।
ঘাটত ভেটিল নান্দের পো
কাজ না বুঝিল লাজে ॥ ধ্রু ॥
হাসিতেঁ খেলিতেঁ গোপনারীগণ
লাগিলা যমুনাতীরে।
কাহ্নাঞিঁর মুখ কমল দেখিআঁ
কেহো না ভরিল নীরে ॥
কেহো না পারিল কবেঁ ধরিতেঁ
খসিল দেহ বসনে।
ওহার এহার মুখ চাহে সব
কাহ্নো থির নহে মনে ॥ ২ ॥
তখন নয়ন নিমেষ না কৈল
দেখি প্রিয় বনমালী।
সকল গোআল যুবতী রহিলা
যেহ্ন কনকপুতলী ॥
এখো পাঅ কেহো চলিতেঁ নারে
বুলিতেঁ নারে বচনে।
কাহ্নাঞিঁ নাম পৃথিবীর চান্দ
তাহাত লাগিল মনে ॥ ৩ ॥
আনেক যতন করিআঁ রাধা
গেলি কাহ্নের সংমুখে।
বুইল কাহ্নাঞিঁরে খান এক যুচ
সখি পাণি নেউ সুখে ॥
পরিহাস রসেঁ দেব দামোদর
যেহ্ন নাহিঁ পরিচএ।
তেহ্ন মতেঁ বুঝিল রাধাক উত্তর
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

(পৃঃ ১৩২।২-১৩৩।১)

১। মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে "পাহাড়ীআ" ছাপা হইয়াছে। পুথিতে আছে "পাড়াড়ীআ"।

হারখণ্ড।

বিভাষরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

সুণ মায় যশোদাঅ তোহ্মারে বুঝাওঁ।
ভাগে পুণী জিলাহোঁ এখুনী মরিতাহোঁ ॥
কেহো ধরে ঘোড়া চুলে কেহো ধরে হাথে।
দধির পসার তুলিআঁ দেঁতি মাথে ॥ ১ ॥
আঅর না জাম্বিব মা বাছা রাখিবারে।
ষোল শত যুবতীএঁ আহ্মারে বল করে ॥ল॥ধ্রু।
যমুনার তীরে গোপীজন লআঁ রঙ্গে।
কেলি কৈল রাধা পরপুরুষের সঙ্গে ॥
বুলিতেঁ চাহিলোঁ আসী রাধার দোষে।
আগেঁ আসী দোষে রাধা মোরে সেই রোষে ॥২॥
তোহ্মার তনয় আহ্মে নান্দের নন্দন।
ধর্ম্ম ছাড়ী পাপত নাহিক মোর মন ॥
বেআকুলী হআঁ রাধা মদন বিকারে।
দুই কান্ধ ফুলায়িল বহায়িআঁ দধিভারে ॥ ৩
গরু রাখিবাক বুলোঁ যমুনার কুলে।
মামী মামী বুলিতেঁ আধিকেঁ বল করে ॥
সরূপেঁ কহিলোঁ মা তোহ্মার পাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চাণ্ডদাস গাএ ॥ ৪ ॥

(পৃঃ ১৫২।২-১৫৩।১)

বালখণ্ড।

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

আহ্মার বচন শুন কাহ্নাঞি গোআল।
গোআলিনী রাধা পাতে আশেষ জঞ্জাল ॥
হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া।
গোআলিনী রাধার খণ্ডুক সব মায়া ॥ ১॥
শুণহ কাহ্নাঞঁ তোহ্মে আহ্মার বচনে।
রাধাক হাণ ফুলের পাঁচ বাণে ॥ ধ্রু ॥
পুরুবেঁ রাধাক দিলোঁ মো তোহ্মার তাম্বুলে।
কোণো পরকারেঁ না শুনিল মোর বোলে।
কোন কাম না কৈলে তোহ্মাত লাগিআঁ।
আপণা বোলায়িল সতী আহ্মাক মারিআঁ ॥২
বিলম্ব না কর কাহ্নু মোর বোল শুন।
ঝাঁট করী ফুলের ধনুত দেহ গুন ॥
স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।
উছাটিণ বাণে লঅ রাধার পরাণে ॥৩॥
ত্রিজগতনাথ তোহ্মে দেব বনমালী।
তোহ্মাকে না করে ভয় রাধা চন্দ্রাবলী ॥
উলটিআঁ সে যাচু তোহ্মাকে যতনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥৪॥

বংশীখণ্ড।

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥১॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সেনা কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ধ্রু॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥২॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥৩॥

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥৪॥

রাধাবিরহ।

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী ॥
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥১॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।
সব খন মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ ॥ধ্রু॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে।
কোকিল কুহুলে বসী সহকার ডালে ॥
মোঞঁ তাক মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত।
এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত ॥২॥
বড় পতিআশে আইলোঁ বনের ভিতর।
তভোঁ না মেলিল মোরে নান্দের সুন্দর ॥
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ।
কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ ॥৩॥
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ।
বিকসিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ ॥
এবেঁ কাঁট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥৪॥

পুথির মধ্যে, প্রত্যেক পদের শেষে, ভণিতায় চণ্ডীদাসের নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। কবির আর একটি নাম ছিল অনন্ত ; কয়েকটি পদের ভণিতায় ইহাও অবগত হওয়া যায় ; যথা,—

১। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল
দেবী বাসলী চরণে ॥

২। গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে
দেবী বাসলীগণে ॥

৩। মাথাএ বন্দিআঁ বাসলী পাএ।
আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥

৮৭ পত্রের ২য় পৃষ্ঠায় "শ্রীগুনরাজ খাঁ" এই নাম লেখা আছে। ২২৬ পত্রের পর পুথিখানি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার শেষে কি ছিল,তাহা জানিবার উপায় নাই। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই গ্রন্থখানি সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অন্ধকারাবৃত গুহায় নূতন আলোকপাত করিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালার উচ্চারণতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, বানান-প্রণালী, ছন্দ ও লিপিতত্ত্ববিষয়ক নানাবিধ সমস্যা সেই আলোকের সাহায্যে অতি সহজেই সমাধান করা সম্ভবপর হইবে।

১৮০। প্রাচীন পদাবলী।

রচয়িতা—চণ্ডীদাস ও রসিকচান্দ।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। অঙ্কহীন একটি পাতা। প্রথম পৃষ্ঠায় ১২ এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লিখিত। পরিমাণ, ১২$\frac{1}{8}$ × ৪ ইঞ্চি। প্রথমেই একটি হিন্দী দোঁহা আছে। তৎপরে রসিকচান্দ এবং চণ্ডীদাসের দুইটি পদ। পদ দুইটি এখানে তুলিয়া দিলাম।

বেদবিধি জন্ম নাই না ছিল পৃকিতি।
কোন লিঙ্গে হৈল পঞ্চ আত্মার উৎপতি ॥

কোন বস্তু হৈতে হৈল নাইকা সঞ্চার।
..........নাঞি আগমের পার॥
অজোনিসম্ভবা কহে সার মত।
শুদ্ধ সত্ত স্থির হৈলে পাবে এই পথ॥
............পুরুষের চারি হয়।
চন্দ্র সুর্য্য নামে দুই পুত্র নিকসয়॥
বামা দক্ষিনে দুই ধার বঅ।
দেখা দেবি রাহান (রহেন) তাথে জোর আলঅ॥
ক্রমে ক্রমে কহি চোদ্দ ভুবন প্রকাস।
ব্রহ্মাণ্ডে আসি কৈল জার জে বিলাস॥
চতুর রসিক বাঁকা পার হঞা গেল।
রসিকচান্দের মনে সন্দেহ রহিল ॥১॥ *॥

কামেত জননি ভাবেত সতিনি
ব্রজরতি অতিথারা।
এ সব বুঝিঞা জে জন মজ্যেছে
উপ[া]সনা বুঝেছে তারা॥
উত্তম ব্যঞ্জন অন্ন ঘ্রত দধি
অলপ খাইঞা চাইঞে রবে।
ভোজন করিলে ক্ষুধা সান্তি হবে
রাগ রতি ভাসিআ জাবে॥
রাগ রতি গেলে তারে নাহি মিলে
কতেক করুক খেদ।
প্রিকিতি জানা গলার মালা
স্বভাব ভাবিতে ভেদ॥
প্রিকিতি সাধন সির্দ্ধ পিঠ সম
জদি থির হত্যে পারে।
চঞ্চল হইলে ও কাম রতিতে
উঠু ডুবু করি মরে॥
পরম আত্মার প্রগটন হইলে
রতি থির তার [হয়]।
ভাব সির্দ্ধ কিবা পাইলাম সজোগে
রাখিতে বিসম দায়॥
চণ্ডিদাসে কহে রজকি আবেসে
ডুবিলাম বহুত দুর।
রজকিনির পায় এ তনু সপিনু
ভাঙ্গিল সকল ঘোর॥২॥ *॥

১৮১। পদাবলী।

রচয়িতা—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

পত্র, ১—৩, ১০; অসম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা তুলোট কাগজ। প্রথম পৃষ্ঠায় ৯ এবং অবশিষ্ট সমস্ত পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পত্র কীট-দষ্ট; স্থানে স্থানে লেখা মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ— ১৪" × ৪"½ ইঞ্চি। চারিখানি পাতায় মোট কুড়িটি পদ আছে;— তন্মধ্যে প্রথম দশটি বিদ্যাপতির এবং শেষ দশটিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা দেখা যায়। কয়েকটি পদ তুলিয়া দিলাম।—

ইন্দ্র য়াদি করি সুর নর দানব
ত্রিপুর জিনল দসমাথে।
বীস বাহু পর বিজই ধনুর্দ্ধর
নৃপতি নিসাচরনাথে॥
মনিময় কুণ্ডল রতন অভোরন
সোভা করে দশ মুণ্ডে।
দিগবিজই করি বিক্রম বল ধরি
ছত্র ধরল নব দণ্ডে॥
সোই লংকাপতি দৈবে হরল মতি
বিপদ সময় জব ভেল।
রতন মুকুট পর বনচর বানর
চরনঘাত কত দেল॥

হরি হরি দৈবকি গতি নাহি জান।
কবহু রাজপদ বহু সুখ সম্পদ
কবহু গুরুয়া অপমান॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি সুনহ জগজন
বড় বলবন্ত গোসাঞি।
সুখ সম্পদ জত দৈব নিজোজিত
আপন হাথ কিছু নাঞি॥ ৩॥
(১১-২ পৃঃ)

চণ্ডীদাসের একটি পদ,—

রাই বলে সুন হেদে গো বিনদি
ঘাটের জানহ পথ।
বড়ায়েরে রাধা কহে রস কথা
বড় দেখি অনুরত॥
আর কত দুর আছে মধুপুর
কহ না বেদনি বুড়ি।
সহজ গমনে পথ নাহি চল
চলিয়া জাইতে নারি॥
কানু পরসংগ অলপ ইঙ্গিতে
সুধাইছে জত নারি।
কহিতে কহিতে হইলা মোহিতে
কহ কহ আগ বুড়ি॥
কহিছে বড়াই আপন দড়াই
মাঝারে জমুনা নায়ে।
উ পার হইলে জা চাহ তা দিব
এ পারে নাহিক সোয়ে॥
হাসি কহে রাধা বলে বানি আধা
উ পারে কে য়াছে বল।
বড়াই বলিছে কহিলে কহিব
আগে দেখাইব চল॥
হরস বদনি রাই বিনোদিনি
পুলকে পুনু সুধায়।
সে জন কেমন কিব্যা তার নাম
দিজ চণ্ডিদাসে গায়॥ ১৩॥
(পৃঃ ১০।১)

প্রথম তিন পত্রে শ্রীরাধার আক্ষেপোক্তি এবং দশম পত্রে বড়াই ও সখীগণের সহিত রাধিকার মথুরাগমন সম্বন্ধীয় কয়েকটি পদ আছে।

১৮২। দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থ।

(একান্ন পদ)

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ২—১১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা শাদা কাগজ। ২—৪ পত্রে এবং শেষ পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি, অন্য সমস্ত পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ, ১০¾"×৪¾" ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২১ সাল।

পুথিখানিতে মোট ৫১টি পদ ছিল। তন্মধ্যে ১ম পাতাখানি না থাকায় দুইটি পদের অভাব আছে। এই পদগুলিতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। নিশাবসানে শারি-শুকের আলাপে শ্রীরাধার নিদ্রাভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় গভীর নিশীথে কুঞ্জ-কুটীরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার মিলন পর্য্যন্ত বিবিধ লীলা এই সকল পদে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় পত্রের প্রথম এই,—

সারি সুক পিক ঘন ঘন কুহরই
সুনইতে জাগল রাই।
জটিলাগমন সুনি ধনি তনু কাঁপই
তুরিতে সে স্যাম জাগাই॥

সুন বর নাগর কান।
তুরিতেহি বেস বনাহ জতন করি
জামিনি ভেল অবসান॥ ধ্রুয়া॥
সারি সুক পিক কপোত কুহরত[১]
মউরা মউরি করু নাদ।
নগরক লোক জাগী যব বৈঠব
তবহুঁ পড়ব পরমাদ॥
গুরু জন পরিজন ননদিনি দুর্জ্জন
তুহুঁ কিনা জানসি রিত।
গোবিন্দদাস কহে উঠি চল সুন্দরি
বিক(ঘ)টব কানু পিরিত॥ ৩॥
গুরুজন জাগল ভৈগেল বিহান।
গ্র(গৃ)হ নিজ কায সমাপন জান॥
সখিগন দধি মন্থন করু তাহিঁ।
ঘন ঘন গরজন উপমা নাহি॥
কোই সখি গুরুজন সেবন কেল।
কনককুম্ভ লই কোই চলি গেল॥
কুসুম তোরি কোই গাঁথই হার।
কোই ঘর বাহির করত বেহার॥
নিতি নিতি ঐছন করতহিঁ রীত।
গোবিন্দদাস কহে অনুপ পিরিত॥ ৬॥
২।২ পত্র)

সারঙ্গ।

সখাগন সঙ্গে রঙ্গে যদু[নন্দ]ন
ভোজন করত দুই ভাই।
রোহিনী দেবি করত পরিবেসন
রসবতি দেও বাড়াই॥
রতনথারি ভরিপুর বিবিধ মিঠাই থির
দধি সাকর অম্ন ব্যেঞ্জন সুমধুর॥
ভোজন কেলি কহন নাহি জায়ত
আনন্দে কো করু ওর।
ভোজন সারি সয়ন করু পলঙ্কেক
সুখময় নন্দকিসোর॥
জে কিছু শেষ রহল থারি পর
ভোজন করতহি গোরি।
গোবিন্দদাস ঝারি লই থাড়ি
পরন লুটায়ত থুরি॥১৮॥ (৫ম পত্র)

কল্যনাড্রি।

কানুক দরসন ভেল।
সহচরি তুরিতহি গেল॥
কাহে কথন সুনি ভোরি।
বেস বনায়ত গোরি॥
প্রিয় সহচরি করি সঙ্গ।
বসন ভূষণ করি অঙ্গ॥
নব নব নাগরি বালা।
জৈছন চান্দকি মালা॥
বায়ত কত কত তান।
কত রাগ করতহি গান॥
রসিক রমনি কত ভাস।
সুনতহি গোবিন্দদাস॥২৫॥ (৬ষ্ঠ পত্র)

কল্যন।

নব ঘন কাননে সোভন পুঞ্জ।
বিকসিত কুসুমে সোভিত কুঞ্জ॥
নৌতুন পল্লবে সোভন ডাল।
সারি সুক পিক বোলে রসাল॥
তহি বনে অপরূপ রতন হিডোর।
তাহি বৈঠল কিশোরি কিশোর॥
ব্রজরমনিগন দেত ঝকোর।
গীরত জানি ধনি করতহি কোর॥
কত কত উপজত রসপরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস তহি দেখত রঙ্গ॥ ২৮॥
(৭ম পত্র)

১। পুঁথিতে আছে—'কোপত কুহরব কত।'

বড়ারি।

সখিগন মেলি করত জয়কার।
শ্যামের কণ্ঠে দেয়ত ফুলহার ॥
নিজ মন্দিরে ধনি করল পয়ান।
ঘন বোনে রহল সুনাগর কান ॥
সখিগন সঙ্গে রঙ্গে চল গোরি।
মনিভূসনে অঙ্গ উজোরি ॥
সখাসবদ ঘন জয় জয়কার।
সুন্দর বদন কবচ কুচভার ॥ ৩৬ ॥

(৮ম পত্র)

শেষ,—

ভূপালি।

রতি রসে অবস   আলসে অতি ঘুমিত
সুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে।
মধুমদে ভ্রমর   ভ্রমরি মৃদু ঝঙ্কর
বিকসিত ফল ফুল পুঞ্জে ॥
বিনদিনি রাধা মাধব কোর।
তমালে বেঢ়ল জনু   কণক লতাবলি
দুহু তনু অতি উজোর ॥
ভুজে ভুজে ছন্দ   বন্দ করি সুন্দরি
শ্যামের কোরে ঘুমায়।
রতি রসে অবেশ   দুহুঁ তনু জর জর
প্রিয়সখি চামর ঢুলায় ॥
সুভাসিত নীর   ঝারি ভরি সহচরি
রাখল দুঁহু জন পাসে।
মন্দির নিকটে   পদতলে সুতল
সহচরি গোবিন্দদাসে ॥ ৫১ ॥

ইতি দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থ সমাপ্ত ॥*॥ সন ১২২১॥ শকাব্দাঃ ১৭৩৬ ॥ তারিখ ১৬ জ্যৈষ্ঠ দশহরা তিথি ॥

৪।১ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠী বিভক্তি অর্থে "রু" প্রত্যয় আছে।

১৮৩। পদাবলী।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পত্র, ১—৪৮; সম্পূর্ণ; ২৮ সংখ্যক পাতা দুইখানি। মাঝের পাঁচখানি এবং শেষের ১১খানি পাতা ঈষৎ নীল রংএর। পুথিখানিতে দুই, কি তিন জন লিপিকরের হাতের লেখা আছে। পঙ্‌ক্তি বিন্যাসের কোনও নিয়ম নাই—৮ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত এক এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে। পরিমাণ, ১৪×৪ ইঞ্চি। লিপিকাল, ১১৮৩ সাল।

গোবিন্দদাসের বিরচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক প্রায় ২৯২টি পদ এই পুথিতে আছে। প্রথম পাতার প্রথম পৃষ্ঠায় একটি সূচী দেওয়া আছে। কোন্ কোন্ বিষয়ের পদ ইহার মধ্যে আছে, সূচীটি দেখিয়া সহজেই তাহা জানা যায়। (১) গৌরচন্দ্রের রূপ বর্ণন, (২) শ্রীকৃষ্ণের রূপ, (৩) গোষ্ঠবিহার, (৪) গোপীর রূপ, (৫) রাধার পূর্ব্বরাগ, (৬) কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, (৭) গোপীর স্বয়ংদৌত্য, (৮) কৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্য, (৯) গোপী ও শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী, (১০) রূপোল্লাস, (১১) রাস, (১২) সম্ভোগ, (১৩) রসালস, (১৪) রসোদ্গার, (১৫) অনুরাগ, (১৬) মান, (১৭) বিরহ, (১৮) অভিসারোৎকণ্ঠা, (১৯) অভিসার, (২০) অভিসারানুরাগ, (২১) বাসকসজ্জা, (২২) উৎকণ্ঠিতা, (২৩) বিপ্রলব্ধা, (২৪) খণ্ডিতা, (২৫) কলহান্তরিতা, (২৬) প্রোষিতপ্রেয়সী, (২৭) ভবন্ বিরহ, (২৮) মাথুর, (২৯) বারমাসিয়া, (৩০) স্বাধীনভর্ত্তৃকা, (৩১) ফাগুয়া দোল,

(৩২) দান, (৩৩) নৌকাখণ্ড—এই সমস্ত বিষয়ের পদ পুথিতে সংগৃহীত আছে। বলা বাহুল্য, পদগুলি সবই গোবিন্দদাসের রচিত।

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ,—

কানড় রাগ।

নিরুপম হেমযোতি জিতি বরনা।
সজ্জিত রঞ্জিত রঞ্জিত চরনা॥
নাচত গৌর গুণমনিঞা।
চৌদিগে হরি হরি ধনি ধনি ধনিয়া॥ ধ্রু॥
সরদ ইন্দু নিন্দি সুন্দরবয়না।
অহনিসি প্রেম নিরঝরে ঝরু নয়না॥
বিপুল পুলকপরিপুরিত দেহা।
নিজ রসে ভাসি ন পাবই থেহা॥
জগ ভরি পুরল এহেন আনন্দা।
মহিমা বঞ্চিত দাস গোবিন্দা॥ ৮॥ (পৃঃ ২।২)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ,—

সিন্ধুড়া রাগ।

অঞ্জন গঞ্জন জগজনরঞ্জন
জলদপুঞ্জ জিনি বরনা।
তরুনারুন থল- কমল-দল কল-
মঞ্জিররঞ্জিত চরনা॥১॥
দেখ সখি নাগররাজ বিরাজে।
সুধই সুধারস হাস বিকাসিত
চাঁদ মলিন ভেল লাজে॥ ধ্রু॥
ইন্দিবর বর গর্ব্ব বিমোচন
লোচন মনমথ ফান্দে।
ভাঙু ভুজগপাসে বাঁধল কুলবতি
কুলদেবতি মন কাঁন্দে॥২॥
ভ্রমর করম্বিত অজানু বিলম্বিত
কেলী কদম্বক মাল।
গোবিন্দদাস চিত নিতি বিহারত
ঐছন মুরতি রসাল॥২৩॥ (পৃঃ ৪।২)

শ্রীরাধার রূপ,—

কুঞ্চিত কেসিনি নিরূপম বেসিনি
রস আবেসিনি ভঙ্গিনি রে।
অঙ্গ তরঙ্গিনি অধর সুরঙ্গিনি
নব নব রঙ্গিনি রে॥ ১॥
সুন্দরি রাধে আয়এ বনি।
ব্রজরমনিগনমুকুটমনি॥ ধ্রু॥
কুঞ্জরগামিনি মতিম দামিনি
দামিনি চমকি নিহারিনি।
অভরন ভারিনি নব অভিসারিনি
সামর হৃদয়বেহারিনি॥ ২॥
নব অনুরাগিনি অখিল সোহাগিনি
পঞ্চম রাগিনি মোহিনি।
রাসবেহারিনি হাস বিকাসিনি
গোবিন্দদাসচিতসোহিনি॥৩৫২॥
(পৃঃ ৮।২)

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ,—

বড়ারি।

নিসসি নিহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘনে অবলম্ব॥
খনে তনু মোড়সি করু কত ভঙ্গ।
অভিনব পুলকমুকুরে ভরু অঙ্গ॥
এ সখি মোরে না করু আর ছন্দ।
জানলোঁ ভেটলি শ্যামরচন্দ॥ ধ্রু॥
ভাব কি গোপসি গোপত নাহি রহই।
মরমক বেদন বদন সব কহই॥
জতনে নেবারসি নয়নক লোর।
গদ গদ সবদে কহসি আধ বোল॥

আন ছলে আঁগণ আন ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একন্ত ॥
দুরে রহুঁ গুরুজন গৌরব লাজ।
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ ॥ ৫৮ ॥
(পৃঃ ৯।২)

আগুদূতী,—

নট।

সুনইতে চমকিত গৃহপতিরাব।
তুয়া নুপুররবে উনমতি ধাব ॥
নাহ না হেরই কাল কি গোর।
জলদ নেহারি নয়ন ঝরু লোর ॥ ১ ॥
সামিক সয়নমন্দিরে নাহি উঠই।
একুলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই ॥
পতিকর পরসে মানই জনজাল।
বিজনে আলিঙ্গন তরুন তমাল ॥ ২ ॥
মুরলিনিসান শ্রবন ভরি পিবই।
গুরুজনবচ[ে]ন বহির সম নবহি (?) (রহই)॥
ঐছন জতহু মরম অভিলাস।
কতএ নিবেদীব গোবিন্দদাব ॥ ৮৪ ॥
(পৃঃ ১৪।১)

তথা ॥

খিতিতলে সুতলি বালা।
খণ্ডিত মোতিমমালা ॥
খসল কবরি কেসপাব।
খরতর বিরহ হুতাস ॥ ১ ॥
খঞ্জনীনয়নি ধনি রাই।
ক্ষীয়ত তুআ পথ চাহি ॥ ধ্রু ॥
খনে খনে তুয়া গুন গায়।
খপুর কপুর নাহি খায় ॥
খলয় বলয় দুহু হাথ।
খেদ কহই নাহি জাত ॥ ২ ॥
খল সঙ্গে পিরিতিক সাধে।
খোয়ত কুলমরিজাদে ॥
খিন তনু তনিক নিসাস।
খোজত গোবিন্দদাস ॥ ৩ ॥ ৯২ ॥ (পৃঃ ১৫।.)

সম্ভোগ,—

জতিশ্রী ॥

ধরি সখি আঁচরে ভরি উপচন্দ।
বৈঠে না বৈঠই হরি পরিরম্ভ ॥
চলইতে আলি চলই পুন চাহ।
রস অভিলাসে অগোরল নাহ ॥ ১ ॥
নবধল মাধব মুগধিনি নারি।
ও অতি বিদগধ এ রতি গোঙারি ॥ ধ্রু ॥
পরসিতে তরসি করহী কর ঠেলই।
হেরইতে বদন নয়নজল খলই ॥
হঠ পরিরম্ভনে থরহরি কাপ।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাপ ॥ ২ ॥
সুতলি চীত পুতলি সম গোরি।
চীত নলিনী অলি রহই অগো[া]র ॥
গোবিন্দদাস কহই পরিনাম।
রূপক কুপে মগন ভেল কাম ॥ ৩ ॥ ১১৮ ॥
(পৃঃ ১৯।২)

বারমাসিয়া,—

আঘন মাস রাস রস সায়র
নায়র মধুপুর গেল।
পুরনাগরিগন পুরল মনোরথ
বৃন্দাবন বন ভেল ॥ ১ ॥
যাওত পৌষ তুসার সমীরন
হিমকর হিম অনিবার।
নাগরি কোরে ভোরি রহু নাগর
করব কেমন পরকার ॥ ২ ॥
মাঘে নিদাঘ কোন পাতিআয়ত
আতপ মন্দ বিকাস।
দিনমনি তাপ নিশাপতি চোরল
কানু বিনু জিবন হুতাস ॥

ফাগুন গুনি [গুনি] গ(গু)নমণি গুনগু(গ)ন
ফাগুয়া খেলত রঙ্গ।
বিরহ পওধি অবধি নাহি পাইএ
ভুতর মদনতরঙ্গ ॥ ৪ ॥
আওত চৈত চীত কত নিবারব
ঋতুপতি নব পরবেস।
কানন কুসুম কুসুমসরে হানল
কানু রহল ডুরদেশ ॥ ৫ ॥
মাধবি মাসে সাধ বিধি বাধল
পিকুকুল পঞ্চম গান।
মধুকর বোলে দোলে খিন জীবন
কোন মিলায়ব কান ॥ ৬ ॥
জেঠহ মিঠ কহই সব রঙ্গিনী
চন্দন চন্দনি রাতি।
সীতল পবন সবহুঁ মোহে লাগল
দারুণ মনমথ সাতি ॥ ৭ ॥
আওএ আষাঢ় বাঢ় বিরহানল
হেরি নব নীরদপাতি।
নীরদ মুরুতি নয়নে জনু লাগল
নিঝরে ঝরু দিন রাতি ॥ ৮ ॥
সাঙন সঘন গগন ঘন গরজন
উনমত দাদুরি বোল।
চমকিত দামিনি জাগরি জামিনি
জিবন কণ্ঠহি কোল ॥ ৯ ॥
ভাদর দর দর দারুন দুরদিন
ঝাপই দিনমনিচন্দ।
শীকর নিকরে থীর নহ অন্তর
দহই মনোভব মন্দ ॥ ১০ ॥
আসিন মাসে বিকাসি সিত পদুমিনি
সারস হংস নিসান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর
মোহে কৈছে বিছুরল কান ॥ ১১ ॥
কার্ত্তিক মাসি নিরাসল কো বিহি
লিলাময় রস রাস।
নিকরুন কানু কোন সমুঝায়ব
চল তুহুঁ গোবিন্দদাষ ॥ ১২ ॥
(পৃঃ ৪৪।২—৪৫।১)

প্রত্যেক পদের ভণিতায় গোবিন্দদাসের নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। কেবল মাত্র তিনটি পদে গোবিন্দদাসের নামের সহিত রায় বসন্ত, দ্বিজ রায় বসন্ত ও রূপনারায়ণের নাম দেখা যায়। সেই তিনটি ভণিতা এখানে তুলিয়া দিলাম।—

১। রায় বসন্ত মধুপ অনুসন্ধি
নন্দিত দাস গোবিন্দ ॥—৫ পত্র।

২। গোবিন্দ দাষ ভন রসিক রসায়ন।
রস অতি ভুপতি রূপনারায়ন ॥—৫ পত্র।

৩। গোবিন্দদাষ কহ কিএ মতিমন্ত।
ভুলল জাহে দ্বিজ রায় বসন্ত ॥—৭ পত্র।

পুথির শেষে নৌকাখণ্ডের দুইটি পদ; তাহার শেষ পদটি এই,—

কেদার।

অব লহু লহু হাসি মরমে মরম পসি
নাবে চঢ়াঅই তোই।
তইখনে মঝু মন ভেলহি আনহি ছল
বেকত কয়ল ফল সেই ॥ ১ ॥
সুন্দরি হরি সঞে মানহ কুঞ্জবিনোদ।
ইহ নাবিক অতি চপল চপল মতি
অব জেঙ তেঙ পরবোধ ॥ ধ্রু ॥
গগনহি ঘন বিজুরি ঝলকত
দিনহি ভেল আন্ধিয়ার।
খরতর পবনে তরনি ঘন ঘুরই
পৈঠত জল অনিবার ॥ ২ ॥

দুরজন পানি পড়নে জিউ সংসয়
ইথে জানি করহ বিচার।
তুয়া ইঙ্গিতে আয়ু সব সখি জিবই
গোবিন্দদাস কহ সার ॥ ৩ ॥ ৯২ ॥

রাধাকৃষ্ণায় নম ॥ ই পুস্তক সমাপ্ত ॥ ইতি ॥ সন ১১৮৩ সাল ॥ তারিখ ৭ ফাগুন ॥ * ॥ শ্রীকৃষ্ণনাথ গোস্বামী ॥ * ॥ শ্রীরাম রাম সহায় ॥

সখি হে হিত বচন কুছ সুনু।
পর উপকার বহু করে গুনু ॥
পর উপকার নাহি [ক]রে জেই।
ভুত প্রেত পিচাসিনি সেই ॥
জো নারি নাহি জানে পঞ্চ পুরুসকি সুক।
প্রাতকে না হেরোবো তাহাক মুখ ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
এ রসে বঞ্চিত একভাতারি ॥ ০ ॥

এই পদটি পরবর্ত্তী কালে ভিন্ন কালিতে অপর কোন লেখকের লিখিত বলিয়া মনে হয়।

১৮৪। পদাবলী।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র—৬-৫০, ৫২-৫৪, ৫৭-৬৯ ; অসম্পূর্ণ। ১১ সংখ্যক পাতাখানি মধ্যদেশে লম্বাভাবে ছিন্ন। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের কোনও নিয়ম নাই—৪ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত এক এক পৃষ্ঠায় লিখিত আছে; কয়েকটি পৃষ্ঠা আবার একেবারে শাদা। প্রত্যেক পৃষ্ঠার দক্ষিণ ও বামে দুইটি করিয়া লাল কালির রেখা এবং শেষের কয়েকটি পত্রের কয়েক ছত্র লাল কালিতে লিখিত। পরিমাণ ১০৳" × ৫"।

১৮৩ সংখ্যক পুথির সহিত আলোচ্য পুথিখানি অভিন্ন এবং তাহার ও ইহার পদ ও বিষয় প্রায় এক।

৬ষ্ঠ পত্রে শ্রীকৃষ্ণের রূপ,—

মাউর ধানসি।

কুবলয় নীল রতন দলিতাঞ্জন
মেঘপুঞ্জ জিনি বরন সুছাঁদ।
কুঞ্চিত কেস খচিত শিখিচন্দ্রিক
অলকবলিত ললিতাননচান্দ ॥ ১ ॥
আওএ রে নবনাগর কান্হ।
ভাবিনি ভাব বিভাবিত অন্তর
দিন রজনি নাহি জানত আন ॥ ধ্রু ॥
মধুরাধরহি হাস অতি মনোহর
তহিঁ অতি সুমধুর মুরলি বিরাজ।
ভাঙু বিভঙ্গিম কুটিল নেহারহি
কুলবতি উমতি দুরে রহু লাজ ॥ ২ ॥
গজপতি ভাঁতি গমন অতি মন্থর
মনি মঞ্জির বাজত রনঝনিঞা।
হেরইতে কত মদন মরুছাই
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিঞা ॥ ৩ ॥

৩৮ পত্রে রাস-সম্ভোগ,—

কালিন্দিতির সুধারস সমিরম
কুন্দ কুমুদ অরাবিন্দ বিকাশ।
নাচত মোর মত মধুকর শুক
সারি পিক পঞ্চম ভাষ ॥ ১ ॥
মধুবনে নিধুবনমুগধ মুরারি।
সুবধ গোপবধু অধিক লাখ সঙ্গে
বিহরে বৃখভানুকুমারি ॥ ধ্রু ॥

নাচত নটিনি গাওএ নটশেখর
গাওএ নটিনি নাচে নটরাজ।
শামর গোরি গোরি শঞে শামর
নব জলধরে কত তড়িত বিরাজ ॥ ২ ॥
হেরি হেরি রাস বিলাস মনোহর
মনমথে লাগল মনমথ ধন্দ।
ভুলল গগনে সগন রজনিকর
চৌদিগে ফিরত দিপধরছন্দ ॥ ৩ ॥
তারাগন সঙ্গে তারাপতি হেরি
লাজে লুকায়ল দিনমনিকাঁতি।
গোবিন্দদাসপঁহু জগতমনমোহন
বিহরত ভেল কলপ সম রাতি ॥ ৪ ॥

শেষ পত্রে দুরপ্রবাস,—

শ্রীগান্ধার রাগ ॥

জাহাঁ জাহাঁ অরুন চরনে চলি জাত।
তাঁহা তাঁহা ধরনি হইএ মঝু গাত ॥
জো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হইহো তহিঁ মাহ ॥ ১ ॥
এ সখি বিরহমরন নিরবন্ধ।
ঐছে মিলএ জব গোকুলচন্দ ॥ ধ্রু ॥
যো দরপনে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ যোতি হইএ তহিঁ মাহ ॥
যো বিজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তহিঁ হইএ মৃদু বাত ॥ ২ ॥
জাহা পহু ভরমই জলধরশ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইএ সোই ঠাম ॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি।
সো মরকততনু তোহে কিয়ে ছোরি ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥

সমস্ত পদেই গোবিন্দদাসের ভণিতা। ৮ম পত্রে গোবিন্দদাসের নামের সহিত এই দুইটি নাম সংযুক্ত দেখা যায়,—

১। কমলালালিত চরনকমলমধু
মধুপ সোই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপনারায়ন
গোবিন্দদাস অনুমান ॥ ৩ ॥
২। গোবিন্দদাস ভন রসিকরসায়ন।
রসময়তু ভূপতি রূপনারায়ন ॥ ৩ ॥

পুথির মধ্যে চ ও দএর আকার অপেক্ষাকৃত পুরান। ৮।১ পৃষ্ঠায় একটি জ কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত জএর মত।

১৮৫। প্রাচীন পদাবলী।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র—১-২, ৪-৩৫ ; অসম্পূর্ণ। ৮ পাতা পর্য্যন্ত বাম দিকের উপরে খানিকটা ছেঁড়া। পুরু শাদা বিলাতী কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১৪ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখা। ২৭ পত্র পর্য্যন্ত এক হাতের এবং ২৮—৩৫ পত্র পর্য্যন্ত অপর হাতের লেখা। পরিমাণ ১১" × ৫½"। পদসংখ্যা—১৯০।

পূর্ব্বে ১৮৩ ও ১৮৪ সংখ্যক যে দুইখানি পুথির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, আলোচ্য পুথিখানি তাহার সহিত অভিন্ন। সেই জন্য ইহার বিস্তৃত বিবরণ না দিয়া, কেবল প্রথম পত্র হইতে কিয়দংশ তুলিয়া দিতেছি। ১৮৩ সংখ্যক পুথিতে এই প্রথম অংশটুকু নাই।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

সারঙ্গ রাগ ॥

পহু মোর শ্রীনিবাস গুন গুনধাম।
দিনহিন তারন প্রেমরসায়ন
ঐছন মধুরিম নাম ॥

চম্পক বরন হরন তনু সুবলিত
কৌসিক বসন বিরাজে।
প্রেম নাম করি কহতি ভাগবত
সোই বরন তনু সাজে॥
নিজ নিজ ভজন কহত পারিসাদগন
প্রকটই চরনারবিন্দ।
নিরবধি বদনে মধুর নাম জপতহি
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ॥
ভকতি য়াচরন গোবিন্দদাস য়নাথে॥১॥

ভূপালি।

শ্রীপাদসুধাকমলরসপানে।
শ্রীবিগ্রহগুন করি গানে॥
শ্রীমুখবচন শ্রবনসুখসঙ্গি।
অনুভব ভেল কত প্রেমতরঙ্গি॥
এ মন কাহে করসি য়নুতাপ।
পহুক প্রতাপমন্ত্র কর জাপ॥
জো কিছু বিচারি মনোরথে চড়লি।
প্রভুক চরন সারথি কয়লি॥
রথক বাহন বাহনক প্রাণ তুরঙ্গ।
আসাপাস জুতি লহ শ্রীঙ্গ॥
লিলাজলধীতিরে চলু ধাই।
সো রঙ্গমম তরঙ্গত রঙ্গত (?) য়বগাহি॥
রঙ্গতরঙ্গি সঙ্গি হরিদাস।
রতি মনি দেই পুরব অভিলাস॥
সো রসজলধি মঝে মনু গেহ।
তহি রহ গোরি স্তামর দেহ॥
সারথি লেই মিলায়ব তাই।
গোবিন্দদাস গোরাগুন গাই॥

শ্রীরাগ।

বিত্তাপতি যুগ চরন সরোরুহ
নিস্যান্দিত মকরন্দে।
তথি মঝু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে কর য়নুবন্দে॥
হরি হরি কিয়ে মঙ্গলু হোয়ি।
রমনিসিরোমনি নাগরসেখর
লিলা স্ফুরবই মোই॥
জনু জনু বামন ধরল সুধাকর
পঙ্গু চড়ব জনি সিথরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে দস দিস খোজব
কলপতরুরুহ নিকরে॥
না বুঝে ধন্ধ করব অনুবন্ধ
ভকতচরননখ ইন্দু।
কিরনঘটায় ভুবন পরিপুরল
হাম কী না পাওব এক বিন্দু॥
ঐছন জানি নিচ পরিমানিনি
প(পু)জহ পদহি যে জাগী।
গোবিন্দদাস কহে নিতি নব নৌতুন
সো পদযুগল অনুরাগি॥

ইহার পরেই গৌরাঙ্গের রূপ-বর্ণনা, তাহা পূর্ব্বোক্ত দুইখানি পুথিতে আছে। ৬ষ্ঠ পত্রে গোবিন্দদাসের নামের সহিত রায় বসন্ত, রাজ শিবসিংহ ও রূপনারায়ণের ভণিতা আছে।

১৮৬। পদাবলী।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ১—২৫; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা শাদা কাগজ। ১, ২৪ ও ২৫ সংখ্যক পাতা ছেঁড়া। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। ২২ ও ২৩ পত্রের খানিকটা অন্য লিপিকরের লিখিত। তদ্ভিন্ন আগাগোড়া এক হাতের লেখা। পরিমাণ ১২১/৪" × ৪১/৪"।

১৮৩—১৮৫ সংখ্যক পুথির ন্যায় এই পুথিখানিও গোবিন্দদাসের পদ-সংগ্রহ—একই পুথি। তবে এই পুথির শেষে "ফাগুয়া" ও "বিরহচিত্রগীত"-বিষয়ক কতকগুলি পদ অতিরিক্ত আছে—যাহা পূর্ব্বের তিনখানি পুথিতে নাই। বোধ হয়, খণ্ডিত না হইলে আরও পদ ইহাতে পাওয়া যাইত। ২৪ পত্রে ফাগুয়া,—

বসন্ত ॥

ঋতুপতি বিহরতি নাগর শ্যাম।
রাধা রঙ্গিনি সঙ্গিনি বাম ॥ ধ্রু ॥
চুআ চন্দন পরিমল কুঙ্কুম
ফাগুরঙ্গে সব অঙ্গ ভরি।
মদনমোহন হেরি মাতল মনসিজ
মরুতি যুথ শ...গাওঅত হরি ॥ ১ ॥
কেহো ধরু অম্বর কেহো বহর কেহো
তনু পরশহি রহলী ভোরি।
কেহো লেই মৃদরি কেহো লেই মুরলী
দুরহি দূর কেহো গাওঅত হোলি ॥২॥
ডম্ফ রবাব ....থাউজ
করতলতাল সুমেলি করি।
গোবিন্দদাসপহুঁ নটবরশেখর
নাচত গায়ত তাল ধরি ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বের তিনখানি পুথির ন্যায় এই পুথিতেও কয়েকটি পদে গোবিন্দদাসের নামের সহিত রায় বসন্ত, রায় সন্তোষ, রূপনারায়ণ, রাজা নরসিংহ (৩ পত্র), শ্রীবল্লভ (২ পত্র) ও রায় চম্পতির (১৪ পত্র) নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। পুথিখানির অধিকাংশ জ অক্ষর কৃষ্ণকীর্ত্তনের জএর অনুরূপ।

১৮৭। একান্ন পদ।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ২—১০; অসম্পূর্ণ। ২—৭ পাতা বাঙ্গালা শাদা এবং ৮—১০ পাতা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ, ১১" × ৫১/২"। পদের পূর্ব্বে রাগের নাম ও পদের শেষে পদ-সংখ্যা লাল কালিতে লেখা।

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীগোবিন্দদাশ ঠাকুরের একান্য পদ শমপ্তং ॥ যথা দৃষ্ঞং নিক্ষতে ॥ ইতি

১৮২ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি অভিন্ন। সুতরাং ইহার বিস্তৃত বিবরণ সেইখানে দ্রষ্টব্য। এই পুথির ৯ম পত্রে স্থল-পদ্মের সহিত নয়নের উপমা এবং ৫ ও ৭ পত্রে ষষ্ঠ্যর্থে 'রু' প্রত্যয় আছে।

১৮৮। একান্ন পদ।

(পদনির্ণয়)

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ১—৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১৩ হইতে ১৭ ছত্র পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ—৯১/৪" × ৪১/২"। লিপিকাল, ১১৮৫ সাল।

১৮২ ও ১৮৭ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি এক। উক্ত উভয় পুথিতে প্রথম অংশ না থাকায় এখানে তাহা তুলিয়া দিলাম।

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

নিসি অবসেষ জাগি সব সখিগন
বৃন্দাদেবি মুখ চাই।
রতিরসে অবস সুতি রহু দুহু জন
তুরিতহিঁ দেহি জাগাই ॥
তুরিতহি করহু পয়ান।
রাই জাগাই নেহ নিজ মন্দিরে
নিকটহি হোত বেহান ॥
সারি সুক পীক সকল পখিগন
ও সব দেহি জাগাই।
জটীলাগমন সবহু মেলি ভাখব
সুনইতে জাগবি রাই ॥
বৃন্দা দেবি সব সখিগন জনে জন
মধুর মধুর করু ভাস।
মন্দির নিকটে ঝারি নিয়ে থাড়ে
হেরইতে গোবিন্দদাস ॥ ১ ॥
সময় জানি সখি মিলিল যায়ে।
আনন্দে মগন ভেল দুহু মুখ চায়ে ॥
দুহু জন সেবন সখিগন কেল।
চৌদিস চান্দ হেরি রহি গেল ॥
নিলগিরি বেড়ি কিয়ে কনকেরি মাল।
গোরিমুখ সুন্দর ঝলকে রসাল ॥
বানরি রব দেই কুকুটী করু নাদ।
গোবিন্দদাসপহু সুনি উনমাদ ॥ ২ ॥

ইহার পরের অংশ ১৮২ সংখ্যক পুথির বিবরণে দ্রষ্টব্য। ৩ সংখ্যক পদের প্রথম চারি ছত্র উক্ত পুথিতে যেরূপ আছে, এই পুথিতে সেরূপ নহে; ১৮২ সংখ্যক বিবরণের "সারি সুক পিক" ইত্যাদি অংশ নীচের কয়টি ছত্রের সহিত মিলাইয়া দেখুন।

নিসি অবসেস কোকিল ঘন কুহরবে
জাগল রসবতি রাই।
বানরি নাদে চমকী উঠি বৈঠল
তুরিতহি শ্যাম জাগাই ॥—৩ পদ।

সমাপ্তিবাক্য,—

পদনির্ম্ময় সমাপ্ত। পাঠক শ্রীরাম-কৌসোদ(র) দর্ত্ত। লিখিতং শ্রীপঞ্চানন সেন সন ১১৮৫ সাল।

১৮৯। একান্ন পদ।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ১—১১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত; একাদশ পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় ১১ ও শেষ পৃষ্ঠায় ৩ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪"×৫"। পদসংখ্যা—৫১।

১৮২ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি এক। সুতরাং বিস্তৃত পরিচয় উক্ত ১৮২ সংখ্যক বিবরণে দ্রষ্টব্য। এই পুথির দ এবং চ অক্ষর অনেকটা পুরাণ ধরণের। লদি (নদী, ৩ পঃ), লব (নব, ৫ পঃ) লাগরি (নাগরি, ৬ পঃ), লৌতুন (নৌতুন, ঐ), লপুর (নপুর, ৭পঃ) প্রভৃতি শব্দ দেখিয়া পুথিখানিকে বাঁকুড়া-বীরভুম অঞ্চলের বলিয়া মনে হয়। ৯ এবং ১১ পত্রে 'শ্যামের' অর্থে 'সামরু' শব্দের প্রয়োগ আছে,

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি তা ৮ পৌষ্য শ্রীবাবুরাম দাষ বৈরাগ্য।

১৯০। চিত্রগীত।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস

পত্র, ১—৮; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রথম পৃষ্ঠায় ৭, শেষ পৃষ্ঠায় ৪, তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ, ১০$\frac{1}{2}$" × ৪$\frac{1}{2}$"। পদ-সংখ্যা—২৩। ক-কারাদিক্রমে ২৩টি পদে শ্রীরাধিকার বিরহ-বিধুর অবস্থা পুথিতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অংশ এই,—

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ॥

চিত্রগিত॥

শ্রীগান্ধার॥

কাঁচা কাচন কাঁতী কমলমুখি
কুসমিত কাননে জোই।
কুঞ্জ কুটিরে কলাবতি কাতর
কানূ কাহ্নু করি রোই॥
কি কহব কিতব কতএ কুলকামীনি
কঠিন কুসুমসর সহই।
করহিঁ কপোল কণ্ঠ করি কুঞ্চিত
কালিন্দিকুল মাহা রহই॥
কর কেয়ুর কঙ্কন কটী কীঙ্কিনি
কাঞ্চন কণ্ঠক মালা।
কো কহে কুচতটে কোন কামাওল
কাজরে কাণীম হারা॥
কেবল কান্ত- কথা কহি কান্দই
কামকলঙ্কিনি গোরী।
কিঞ্চিত কাল কলপ করি মানই
গোবিন্দদাসপহুঁ ছোরি॥ *॥ ১॥

তথা রাগ॥

খিতিতলে সুতলি বালা।
খণ্ডিত মোতিম মালা॥
খসল কবরি বেশ কেশ বাশ।
খরতর বিরহ হুতাশ॥
খঞ্জনিনয়নি ধনি রাই!
খীয়ত তুয়া পথ চাই॥
খল সঙ্গে পিরিতীক সাধে।
খোয়ল কুলমরিজাদে॥
খপুর কপুর নাহি ভাওে।
খেনে খেনে তুয়া গুন গাওে॥
খলয় বলয় দুহুঁ হাত।
খেদ কহই নাহি জাত॥
খিন তনু তনিক সোয়াস।
খোজত গোবিন্দদাস॥ ০॥ ২॥
গুরুজন গঞ্জন বোল।
গৃহপতি গরজন গঞ্জণ ঘোর॥
গনইতে গোপকিশোরি।
গহন গেহ পরি ছোরি॥
গোবিন্দ গুনবতি সোই।
গুনি গুনি জামিনি রোই॥ ধ্রু॥
গলত গলিত দিঠিধারা।
গিরত গিম মানহারা॥
গুপত গুপত রস আযে।
গরলহুঁ করত গরাশে॥
গদ গদ সরে অবিরামা।
গাবই গিরিধরনামা॥
গোকুলগোপীবিলাপ।
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ॥ *॥ ৩

মধ্য অংশ,—

থির বিজুরি সম বালা।
থৈরজে রহই না পারা॥
থুল সুখ কোই না জান।
থলে জলে দহই পরান॥

থোরহি বুঝবি মুরারি।
থেহি না রহ বরনারি ॥ ধ্রু ॥
থাড়ি করত জব কোই।
থরহরি কাপই সোই ॥
থাতি থয়লি তুহু লেহ।
থোয়ত থনি তহিঁ দেহ ॥
থাবর সম তুয়া ভাষ।
থকিতহিঁ গোবিন্দদাষ ॥ ১১ ॥ (৪।২ পত্র)

শেষ অংশ,—

হিরকী হার হৃদয়ে নাহি ধরই।
হরি মনি হোরি নয়ন ঘন ঝরই ॥
হিমকরকীরনে সো তনু দহই।
হাহা সুমুখি কতএ দুখ সহই ॥
হলধর শহহধর (?) কিয়ে তুহুঁ ভোরি।
হেলে হারাওলি হিরনমনি গৌরি ॥ ধ্রু ॥
হিয় মাহা লেহ মরম কাহে কহই।
হরি হরি বোলী মুরুছি মন রহই ॥
হসী হসী হরথে তরথে খেনে উঠই।
হেমপুতলি তনু মহিতলে লুটই ॥
হরিনিনয়ানি য়রবধিদিন গনই।
হেরইতে পন্থ নিমিখ জুগ মনই ॥
হরল গিয়ান তোহারি অভিলাষে।
হোত কি না বুঝল গোবিন্দদাষে ॥ ২৩ ॥

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি চিত্রগীত সমাপ্ত ॥ * ॥

এই পুথিখানির জ কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত জএর অনুরূপ।

১৯১। একান্ন পদ।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ৩—৮ ; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৩ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ, ১৩½" × ৫"। খণ্ডিত অংশ বাদে ৪০টি পদ এই পুথিতে আছে।

১৮২ সংখ্যক পুথির সহিত এই পুথি অভিন্ন। সুতরাং বিস্তৃত পরিচয় ১৮২ সংখ্যক পুথির বিবরণে দ্রষ্টব্য।

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি একান্ন পদাবলি শ্রীকবিরাজ ঠাকুরের ॥১॥

আলোচ্য পুথির চ ও ঢ অক্ষর কতকটা পুরাণ ধরণের। ৮ম পত্রে ষষ্ঠ্যর্থে 'ক' প্রত্যয় আছে।

১৯২। পদাবলী।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস,
প্রেমদাস ও প্রতাপরুদ্র।

পত্র, ২—৩ ; অসম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। ১ম ও ২য় পৃষ্ঠায় ১০, ৩য় পৃষ্ঠায় ১১ এবং ৪র্থ পৃষ্ঠায় ৫ পঙ্ক্তি লিখিত। দ্বিতীয় পত্রের বাম ভাগের নীচের খানিকটা ছেঁড়া। পরিমাণ, ১৩½" × ৪½"। পদসংখ্যা—৯। তন্মধ্যে গোবিন্দদাসের ৬টি এবং অপর প্রত্যেকের এক একটি করিয়া পদ আছে। চারি জনের চারিটি পদ নীচে তুলিয়া দিলাম।—

চল বৃন্দাবনে রাই চল বৃন্দাবনে।
নয়ান সফল হব স্যাম দরসনে ॥
অঙ্গুলে অঙ্গরি পর চরনে নপুর।
বৃন্দাবনে জাতে পথে হইব উচুর ॥
গুরুজন জাগিলে তোমার ভাল নাঞি হবে।
মুনিময় অভরন পথে পর্য্যা জাবে ॥

রবাব খমক বিনে বাজে চারু ভিতে।
তার মাঝে চলে রাই ফুলধনু হাতে॥
দু দিকে দু সখির কাঁধে ভুজ আরপিয়া।
প্রবেসিলা বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া॥
গোবিন্দদাস কহে তুহুঁ মন ভোর।
সনাএ সোহাগা জেন মিলল উজোর॥

বৃকভানুনন্দিনি রমনির সিরোমনি
নব নব রঙ্গিনি সঙ্গ।
চলিল শ্রীবৃন্দাবনে শ্যামচাঁদ দরসনে
রসভরে ডগমগি অঙ্গ॥
জিনি কত কোটি সোসি মুখে মন্দ মৃদু হাসি
পিঠে দুলে চাঁচর কেসের বেনি।
বেনি আগে সনার ঝাপা মাঝে মাঝে কনকচাঁপা
গোবিন্দের রিদএ মোহিনি॥
নিলমনি চুড়ি হাথে সনার কঙ্কন তাথে
নিল বসন রাএর গায়।
সনার নপুর পাতামল রাঙ্গা পায় ঝলমল
হংসগমনে চলি জায়॥
ললিতার দক্ষিন হাথে বাম কর দিয়া তাথে
বৃন্দাবনে প্রবেস করিল।
শ্রীঅঙ্গের কান্তিমালা দস দিগ কর‍্যাচে আলা
প্রেমদাস আনন্দে ভাসিল॥ ● ॥

বন্ধু হে কানাঞি মোর বন্ধু হে কানাঞি।
তোমা বিনে তিলেক জুড়াতে নাঞি ঠাঞি॥
য়ে ঘরকরনে বন্ধু আগুনির খুনি।
তোমার পিরিতি লাগি রাখ্যাচি পরানি॥
আগম দর‍্যার মাঝে ত্রিন সম ভাসি।
উচিত কহিতে নাঞি এ পাট পড়সি॥
সিথের উড়নি শ্যাম গিরিসের বায়।
বরিসার ছত্র তুমি দরিয়ার না॥
তুমি জদি কর দয়া এত দুখে সুখ।
জ্ঞানদাসে কহে রাধা তিলেক লাখ যুগ॥●॥

তোমার লাগিয়া রাধে তোমা আরাধিনু।
মনের মানস জত সকল সাধীনু॥
অঙ্গ মাঝে হব তোমার অঙ্গ পরিপুর।
অভরন মাঝে হব দুখানি নপুর॥
নখচন্দ্র চকোর পদকমলে ভ্রমর।
উ রূপে মকুর হব নিরাগে চামর॥
আর এক সাধ আমি করিয়াছি মনে।
অতি খিন রেনু হয়্যা থাকিব চরনে॥
রেনু হতে না পাই জদি মনে অনুমানি।
প্রতাপরুদ্রে কৃপা করহ আপনি॥ ● ॥

পুথিখানিতে বিভিন্ন পদ-রচয়িতাদের পদ সংগৃহীত হইতেছিল। তৃতীয় পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পাঁচ ছত্র পর্য্যন্ত লিখিয়া, যে কোন কারণেই হউক, লেখক আর অগ্রসর হন নাই।

১৯৩। প্রাচীন পদ।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

১০" × ৭½" ইঞ্চি পরিমাণের এক খণ্ড বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। তাহার এক পিঠে বড় বড় অক্ষরে ১১ পঙ্‌ক্তিতে গৌরচন্দ্রের একটি মাত্র পদ। পদটি নীচে তুলিয়া দিলাম।—

৭ শ্রীকৃষ্ণঃ।
গৌরচন্দ্র পদ॥ ১॥

দেখত বেখত গৌরচন্দ্র
বেড়ল ভক[ত] নখতব্রন্দ
অখিল ভুবন উজর কারি
কুন্দ কনক কাতিয়া।

অগতি পতিত কুমদবন্ধু
হেরি উছল রসের সিন্দু
হৃদয়ে কুহরে তিমির কারি
উদয়ে দিনহু রাতিয়া ॥
সহজে সুন্দর মধুর দেহ
আনন্দে আনন্দে না বান্ধে থেহ
ঢুলী ঢুলী ঢুলী চলত খলত
মত্ত করিবর ভাতিয়া।
লোটন ঘটন ভৈ গেলু ভোর
গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ বোল
রোয়ত হসত ধরনী খসত
সোহত পুলকপাতিয়া ॥
মহিক মহিমা কো করু ম্বোর
নিজ পর নাহি দেহত কোর
প্রেম অমিয়া হরখি বরখি
তরখিত মহি মাতিয়া।
এ রসে উত্তম অধম ভাশ
একলি বঞ্চিত গোবিন্দদাশ
না জানি কি থেনে কোন গঠল
কাঠকটিনছাতিয়া ॥

—

১৯৪। দণ্ডাত্মিকা পদাবলী।

রচয়িতা—রায়শেখর।

পত্র—১—৩৮; সম্পূর্ণ; ২৫ সংখ্যক পত্র দুইখানি। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ—কতকগুলি পুরু, অধিকাংশ অপেক্ষাকৃত পাতলা। পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের কোনও নিয়ম নাই; এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ, ১২" × ৫½"। লিপিকাল ১২৫৬ সাল, ১৭৭১ শকাব্দ। পদসংখ্যা—১৪০।

গোবিন্দদাসের দণ্ডাত্মিকা পদাবলী অপেক্ষা এই পুঁথিখানি আকারে অনেক বড় এবং ইহার বিষয়-বিভাগও অনেক বেশী। প্রত্যেক দণ্ডে রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা-বিষয়ক পদ সন্নিবেশিত হইয়া, বইখানি অন্বর্থ-নামা হইয়াছে. পাঠক দৃষ্টিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। দিবা ৩০ এবং রাত্রি ৩০, মোট ষাট দণ্ডে ষাট বা ততোধিক বিষয়ের পদাবলী পুথিতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বিষয়গুলি এই,—

১। দিবা একদণ্ডে কারুণ্যামৃতস্নান মোহন বেস। (৩।১)

২। দ্বিতীয়দণ্ডে সখিবিতর্ক। (৫।১)

(ক) অথ প্রভাতসময়ে নন্দিশ্বর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্য নিজালয়ে অলখিতে গমনং সয়নঞ্চ। (৭।১)

৩। ত্রিতীয় দণ্ডে শ্রীরাধিকা নন্দালয়ে গমনেন পথাবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণস্য চকিতমিলনং রাজগৃহে প্রেবেশ। (৮।১)

৪। চতুর্থদণ্ডে গোদোহনং সংপুর্ণ গৃহাগমনং স্নানবেশাদিকরণং সগনসহিত ভোজনলীলা সম্পুর্ণ। (৯।১)

৫। পঞ্চমদণ্ডে রাধিকাভোজনং। (১০।১)

৬। তত ষষ্ট দণ্ডে ব্রজেশ্বরী উভয় বেস আদি করণং। (১১।২)

৭। দিবা সপ্ত দণ্ডে গোষ্ঠগমনং। (১৩।১)

৮। অষ্টদণ্ডে অনুরাগ। (১৪।২)

৯। নব দণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ উদ্বেষ। (১৫।১)

১০। দশ দণ্ডে দিবা অভিসার। (১৬।২)

১। ততো রাত্রি প্রথমদণ্ডাবধি চতুর্থ দণ্ড পর্য্যন্তং। (২৭।১)

২। রাত্রি পঞ্চমদণ্ডে কৃষ্ণপ্রিয়ানাং ভোজনং। (২৯।১)

৩। ততো রাত্রি ষড়দণ্ডে নিভৃততল্প-রচনা। (৩০।১)

৪। ততো রাত্রি সপ্তদণ্ডাবধি দশদণ্ড পর্য্যন্ত কালানুক্রমে সখিগনের আগমন শ্রীরাধিকার বেশকরণ গমনানুসন্ধান কৃষ্ণ-প্রিয়ানাং অভিশার। (৩০।২)

৫। ততো শ্রীকৃষ্ণস্য অভিসার একাদশ দণ্ড রাত্রিতে। ইত্যাদি। (৩২।২)

প্রথম অংশ এই,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ॥

অথ দণ্ডাত্মিকাপদং লিক্ষতে॥ রসঃ গৃহাগমনং॥ বিচ্ছেদোৎকণ্ঠা সয়নঞ্চ॥ সময়ানুভাবঃ স্বান বিরাট

রাগ বিভাস ঃ॥

কতহুঁ দুলহ সঙ্গে ভৈ গেল বিচ্ছেদ ঃ।
গর গর অন্তর বাঢ়ল খেদ ঃ॥
ঝর ঝর লোচনে সশিমুখি রোই ঃ।
অলখিতে আওল লখই না কই ঃ॥
সহচরিগণ মেলি সেজ বিছাই ঃ।
অলসে অবশ তহি শুতলি জাই ঃ॥
অন্তরে গর গর শ্যামর লেহ ঃ।
সখিগন সত্বরে চললি নিজ গেহ ঃ॥
সব জন পূরল নিজ নিজ সাধ ঃ।
কহ কবিসেখর রসমরিজাদ ঃ॥ ১॥

যথা রাগ॥

নিন্দে মিন্দাওলি বালা ঃ।
নিসি সব জাগি ভৈগেলি দুবলা ঃ॥
তড়িত লতাবলি রামা ঃ।
রতিরণছরমে ঘরমে ভৈলী শ্যামা ঃ॥
অলসিনি অঙ্গ অথির ঃ।
সম্বর না করু পীতম চীর ঃ॥
মন সিখি সাধই রাধা ঃ।
অলখিতে আওলি না পড়ল বাধা ঃ॥
কহ কবিসেখর রায় ঃ।
ধরম ভরম লাগি ও রস নীতায় ঃ॥২॥

অরুনোদয়ে দেব্যা গমনং॥ গৃহসখ্যো-খানং চাটুক্তি বন্দনা রসবিলাসলক্ষণগোপ্যঞ্চ যথারাগ ঃ॥ ॥

ভগবতি দেবতি সময় সে জান ঃ।
রাইক মন্দিরে করল পয়ান ঃ॥
সুতলি দেখলি অতি বিপরিত ঃ।
গুরুজনবচন না মানয়ে ভীত ঃ॥
তপাসনি করলহু কত অনুমান ঃ।
কর পরশন করি রাই জাগান ঃ॥
চমকি উঠলি ধনি থর থর কাঁপী।
পিত বসনে সবহু তনু ঝাপী ঃ॥
রতি বিপরিত চিহ্ন করতহি গোই ঃ।
রাগে বেকত তনু আরকত হোই ঃ॥
কর যোড়ী কামিনি প্রনতি করু দেবি ঃ।
আজু সফল দিন তুয়া পদ সেবি ঃ॥
কামিনি কাহিনি কহ কত বন্ধে ঃ।
দেবতি মঙ্গল দেওল সুছন্দে ঃ॥
কহে কবিশেখর সুন সুকুমারি ঃ।
পিত বসন তুহুঁ রাখহ সামারি ঃ॥৩॥

... ...

অথ বিপ্রলব্ধা

যথা রাগ ঃ॥

নিসি অবসানে ঃ সব দাসিগনে ঃ
সত্বরে করয়ে কাজ ঃ।
বাসর মন্দির ঃ মাজল সুন্দর ঃ
রাখল বেসের সাজ ঃ॥
কিনা সে দাসির রিত।
জানিয়া মরম করয়ে করম ঃ
জাহাতে আপন জীত ঃ॥

দশন মাজনি : রসনা সোধনি :
থুইল থালিয়ে ভরি : ।
কর্পুর সহিত গন্ধ চুরিত
যতন করিয়া ধরি : ॥
সলিল নির্ম্মল সুগন্ধি সিতল :
পুরিয়া গাগরি ভরি : ।
মুখ পাখালিতে : সিনান করিতে :
বেদির উপরে ধরি : ॥
গামছা কাচিয়া : সুকন করিয়া :
রাখল প্রথক করি : ।
এ তৈল আমলা : আনল শ্যামলা :
বেলিয়ে বেলিয়ে ভরি : ॥
উবটন করি : কনকমুঞ্জরি :
আনিল রাইয়ের তরে : ।
মুঞ্জরি রতন করিয়া যতন :
আনিল সিনানচীরে : ॥
গুনবতি তথি : কর্পুর মালতি :
শুগন্ধি শীতল করি : ।
বিধি অগোচর : নানা উপহার :
থালিয়ে থালিয়ে ভরি : ॥
বিচিত্র বশন : তাহাতে ঢাকন :
করল পরম শুখে : ।
রাইয়ের ইঙ্গিতে : রাখল গোপতে :
যেন আন নাহি দেখে : ॥
কর্পুর তাম্বুল : মালতির মাল :
সেখর যতন করে : ।
সে পীত বশন : আনিয়া তখন :
আপন আওয়াসে ধরে : ॥ ৬ ॥

মধ্য অংশ,— (২।২পত্র)

দিবা শোড়ষ দণ্ডে বংশীহরণং ॥
তথা রাগ ॥

সখিগণ মেলি : লইয়া মুরলী :
চলিলা নিভৃত ঘরে ।
নাগর সেখর : পড়ল ফাপর :
মুরুলি নাহিক করে ॥
লাজে লাজায়লি : না দেখি মুরুলি :
রাইয়ের বদন চায় ।
রাধিকা চতুরী করিয়া চাতুরী
সখির নিকটে জায় ॥
মদনমোহন পাইয়া চেতন
সুখির করল চিত ।
মুরলি হরন রাইয়ের কারণ
গমণে বুঝিল রীত ॥
রাই সে সংপ্রতি সখির সঙ্গতি
মুরুলি করল চুরি ।
রঙ্গ বাঢ়াইতে শেখর গোপতে
নাগরে কহল ঠারি ॥ ৬৩ ॥

যথা রাগ ॥

ইঙ্গিত বুঝিয়া : নাগর আসিয়া :
ধরল রাইর করে ।
সে সব আটব : সাটব দেখিতে :
রাধিকা ডরলি ডরে ॥
ভয়ে ভিত বালা : গেল সব কলা :
মুখে নাহি স্বরে রা ।
হিয়া ঢুলু ঢুলু চাহে ঢুলু ঢুলু
এল্যাইল সব গা ॥
হেরিয়া লক্ষণ নাগর তখন
ধনিরে ধরল চোর ।
মাঁগয়ে মুরলি উকটে কাচলি
মদনে হইলা ভোর ॥
ধনি কহে কান কর অবধান
ললিতা লইল বাঁসি ।
তোমারে চঞ্চল দেখিয়া সকল
রমনি করয়ে হাসি ॥
রাইর বচনে চলিলা তখনে
মদনমোহন রায় ।

ললিতা জানিয়া কহয়ে ঠারিয়া
মুরুলি বিশাখা ঠায় ॥
ললিতা বচন বুঝিয়া তখন
বিশাখা সাটোপে বোলে।
মুঞি বিশাখিকা জানহ অধিকা
মুরলি চম্পক কোলে ॥
শুনিয়া বচন তরাসে তখন
কহয়ে চম্পকলতা।
তুঙ্গবিদ্যা পাশে মুরলি রাখিয়া
ইন্দুলেখা গেল কোথা ॥
চিত্রা চমকিতা চলিলা তুরিতা
দেখিয়া এ সব রঙ্গ।
রঙ্গদেবি পাশে বসিলা তরাসে
সুদেবি তাহার সঙ্গ ॥
নাগরসেখর না পাই ঠাহর
সভারে ধরিয়া বুলে।
সকল যুবতি করিয়া যুগতি
বসিলা মাধবিমুলে ॥
হাসিয়া ললিতা রুষি কহে কথা
সুন হে নাগররাজ।
তরল বাঁসের সুখান কাঠীর
তাহাতে কাহার কাজ ॥
ফোরা কাঠীখান কি তার বাখান
কহিতে না বাস লাজ।
মাগিহ আমারে দিব যে তোমারে
যদি বা থাকয়ে কাজ ॥
তাহার বচন সুনিয়া তখন
কহয়ে শেখর রায়।
সুনহ নাগর না হও কাতর
মুরুলি ধনির ঠায় ॥ ৬৪ ॥

ভণিতা,— (১৮।০-১৯।২ পত্র)

১। বিশাখা যতনে করল গোপনে
সেখর দেখিয়া হাসে ॥

২। রাধা মাধব তব করি এক ঠায়।
দুহুঁকে রূপ নিরখয়ে সেখর রায় ॥

৩। আসিবা জাইবা যশোদা কাছে।
সেখর সঙ্গতি কি ভয় আছে ॥

শেষ,—

ততো ত্রিংশতি দণ্ড রাত্রিতে কক্ষটীবিতর্ক যথা।

নিশাচর ঘর গেল অরুণ উদয় কৈল
তারাপতিকাঁতি মলিন।
কুমুদ মুদিত ভেল পদুম প্রকাসল
পরবস পড়ল কঠীন ॥
দেখিয়া দোহার রিতে বৃন্দা বিকল চিতে
আদেসিল কোকিল কোকিলী।
তারা সভে গান করে ভ্রমর ঝঙ্কার পুরে
কেকা কেকা ময়ুর বিকলী ॥
কক্ষটি উঠায় তান কি করহ রাধা কান
তুরিতহি করহ পয়ান।
রাইরে না দেখি ঘরে যটিলা লগুড় করে
বনে আসি করয়ে সন্ধান ॥
কক্ষটি কপট কথা সুনি বৃশভানুসুতা
তরাসে তরল ভেল মন।
রাধা কানু সখি সাথে চলিলা গোপত পথে
তুরিতে তেজল সেই বন ॥
দেখয়ে হরিনি যেন ঐছন রমনিগণ
চকিত নয়ানে ঘন চায়।
নাগর নাগরি পাসে দাড়াইয়া সেখর হাসে
ভয় নাই সভারে বুঝায় ॥ ১৩৯ ॥

বিভাষ ॥

দুহু রূপ লাবনি মনমথ মোহিনি
নিরখি নয়ন ভুলি জায়।
রজনিজনিত রতি বিশেষ আপনে মাতি
অলস রহল দুহুঁ গায় ॥
চাচর কুন্তল তাহে কুসুমদল
লোলত আনহিঁ ভাঁতি।

দুহু দুহা হেরি মুখ হৃদয়ে বাঢ়য়ে সুখ
বোলত ভুলত পাতি ॥
নিজ নিজ মন্দির নাগরি নাগর
চলইতে করু অনুবন্ধ ।
বিচ্ছেদ বিশানলে দুহুঁ তনু জারল
লোচনে লাগল ধন্ধ ॥
ভীতক চিত পুতলি সম দুহু জন
রহলি বিদায়ক বেলা ।
প্রেম পয়োনিধি উছলি উছলি পড়ু
চেতনে অচেতন ভেলা ॥
দুহুঁ জন চিত থির হেরি সহচরি
ঘন ঘন গগনহি চায় ।
রজনি পোহায়ল জন সব জাগল
সে বড়হিঁ অধিক ডরায় ॥
শেখর বুঝি তব করি কত অনুভব
দুহুঁ অঙ্গ ভঙ্গ করায় ।
নিজ নিজ মন্দিরে গমন করল দুহুঁ
গুরু জন ভেদ না পায় ॥ ১৪০ ॥

ইতি শ্রীরায়সেখর ঠাকুরের মুখবিনির্গত পদ দণ্ডাত্মিকা সমাপ্ত ॥ ইতি তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ সন ১২৫৬ সাল সকাব্দা ১৭৭১ সক সাক্ষর দিনহিন শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সিংহ দাষ—

অন্তঃস্থ য-কারের উচ্চারণ বাঙ্গালায় যেখানে জ-কারের ন্যায়, এই পুথির লেখক, সেই সকল শব্দের উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য য-এর উপরে একটি বিন্দু ব্যবহার করিয়াছেন। যথা,—যঁতন্থ, যঁতনে, যঁতি (৪পত্র)। এই প্রণালী, প্রাচীন কালের অন্য কোনও লেখক অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সাধারণতঃ পুরাণ পুথির অধিকাংশ স্থলেই য-কারের স্থলে জ-এর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

পদকল্পতরু গ্রন্থে 'রায়শেখর' অথবা 'কবিশেখর' ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ আছে, বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সেই সকল পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীতে স্থান দিয়াছেন। বস্তুতঃ 'কবিশেখর' বা 'রায়শেখর' উপাধিমাত্র; উহা বিদ্যাপতিরও যেরূপ থাকা সম্ভব, তেমন অপর কবিরও ঐরূপ উপাধি থাকা অসম্ভব নহে। এই পুথিরও অনেক পদ নগেন্দ্রবাবুর বিদ্যাপতিতে স্থান পাইয়াছে ;—সে সকল পদের ভণিতায় 'রায়শেখর' স্থলে 'কবিশেখর' ছাড়া আর কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

১৯৫। দণ্ডাত্মিকা পদাবলী।

রচয়িতা—রায়শেখর।

পত্র—১-৬, ৮-১০, ১২-৫৪ ; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই ; এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ, ৯১/২" × ৪১/২"। পদসংখ্যা—৯৫।

১৯৪ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি অভিন্ন বলিয়া ইহার আর বিস্তৃত পরিচয় দিলাম না। এখানে ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই দুইখানি পুথি এক হইলেও উভয় পুথিতে ঠিক একই প্রণালীতে পদগুলি সজ্জিত হয় নাই —কিছু ইতর-বিশেষ এবং উল্টা-পাল্টা ভাবে সাজান আছে। তাহা হইলেও উভয় পুথিকে অভিন্ন বলার পক্ষে কোনও বাধা নাই।

১৯৬। দণ্ডাত্মিকা পদাবলী।

রচয়িতা—রায়শেখর।

পত্র—৬-৪২; অসম্পূর্ণ। ২৪ সংখ্যক পত্র ছিন্ন এবং প্রথমকার কতকগুলি পত্র কীট-দষ্ট। শাদা ইংরাজী কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা পুথিতে দুই জন লিপিকরের হাতের লেখা দেখা যায়; ২৩ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এক হাতের, অবশিষ্ট অপর হাতের লেখা। প্রথম হাতের লেখা স্পষ্ট, দ্বিতীয় হাতের লেখা জড়ান। ৬—১৭ পত্রের পরিমাণ ১০"×৪২/৪; অবশিষ্ট পত্রগুলির ১১"×৪২/৪"। লিপিকাল ১২৫৬ সাল। পদসংখ্যা—১২৯।

এই পুথিখানি ১৯৪ সংখ্যক পুথির অনুলিপি বলিয়া মনে হয়। সুতরাং বিস্তৃত পরিচয় উক্ত বিবরণে দ্রষ্টব্য।

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীরায়সেখর ঠাকুরের মুখবিনির্গত পদ দণ্ডাত্বিকা সমাপ্ত॥ ইতি তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ সন ১২৫৬ সাল সকাব্দা ১৭৭১ সক সাক্ষর দিন ছিল শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সিংহ দাষ—

১৯৪ সংখ্যক পুথির সমাপ্তি-বাক্যের সহিত এই সমাপ্তি-বাক্য মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, উভয় সমাপ্তি-বাক্যের মধ্যে মাত্র "দিন হিন" স্থলে "দিন ছিল" ছাড়া আর কোনও পার্থক্য নাই। ইহা দেখিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, উভয় পুথি একই লেখক কর্ত্তৃক একই সময়ে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু দুই পুথির হস্তাক্ষর মিলাইয়া দেখিলে, সেরূপ মনে করিবার আর কোন অবসর থাকিবে না। কাজেই বলিতে হয়, ১৯৪ সংখ্যক পুথিখানি দেখিয়া আলোচ্য পুথি লিখিত হইয়াছিল এবং এই পুথির লেখক, আদর্শ পুথির সমাপ্তি-বাক্যটি অবিকল নকল করিয়া লইয়, পুথির শেষে পুনরায় নিজের নাম ও সন তারিখ দিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। ১৯৪ সংখ্যক পুথিতে য-কারের উপরে বিন্দু ব্যবহার করিবার প্রণালী দেখা গিয়াছে; এই পুথির লেখকও কোন কোন স্থলে তাহার অনুসরণ করিয়াছেন।

১৯৭। প্রাচীন পদাবলী।

রচয়িতা—বাসুদেব ঘোষ।

পত্র—৩-১৮; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৫ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ, ১৩"×৪২/৪"। পদ-সংখ্যা—৫৭। পুথির প্রথম এবং শেষ, উভয় অংশই খণ্ডিত। সবগুলি পদই গৌরচন্দ্র-বিষয়ক। দানলীলা, গৌরাঙ্গের রূপ, পূর্ব্ব-রাগ, অভিষেক, পাশাখেলা, মান, কলহান্ত-রিতা, বাসকসজ্জা, অনুরাগ, রসোল্লাস,—নবদ্বীপ-নাগরীর এই সকল ভাবের পদ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ,—

অই দেখ গোরাকো(ক)লেবরে।
কত চান্দ জিনি মুখ সুরঙ্গ অধরে॥
করিবরকর জিনি বাহুর বলনি।
খঞ্জন জিনিয়া গোরার নয়ান চাহনি॥
চন্দনতিলক সাজে সুচারু কপালে।
আজানু লম্বিত চারু নব বনমালে॥
বাসুদেব বলে গোরা কোথা ন[া]য়াছিল।
বু(যু)বতি বরি(ধি)তে গোরা বিধি সিরজিল॥
(৩।২ পত্র)

দানলীলা,—

আযু মনে কি ভাব পড়িল।
নদিয়া নগরে গোরা দান সিরজিল॥
কি রসের দান চাহে গোরা গুনমনি।
বেত্র দিঞা আগুলিঞা রাখএ তরুনি॥
দান দেহ দান দেহ বলি ঘন ডাকে।
নগরে নাগরি সব পড়িল বিপাকে॥
কৃষ্ণ অবতারে য়ামি সাধিয়াছি দান।
সভা (সে ভাব) পড়িল মনে বাসুদেব গান॥

অভিষেক,— (৩১ পত্র)

তৈল হরিদ্রা য়ার কুঙ্কুম কস্তুরি।
গোরা য়ঙ্গে লেপন করয়ে দিজনারি॥
সুবাসিত নির য়ানি কলসে পুরিঞা।
সুগন্ধি চন্দন য়াদি তাহে মিশাইয়া॥
জয় জয় দিয়া জল ঢালে গোরাগায়।
শ্রীয়ঙ্গ মুছিয়া কেহো বসন পরায়॥
সিনানমণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়।
বাশুদেব ঘোস ওই গোরাগুন গায়॥

মান,— (১০।২ পত্র)

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কান্দে ঘনে ঘনে।
কত সুরধনি বহে য়রুন নয়নে॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধুলায় ধুশর তনু ভুমে গড়ি জায়॥
মানে মলিন মুখ কিছুই [না] খায়।
রজনি দিবস গোরা যাগিয়া পোহায়॥
খেনে চমকিত য়ঙ্গ ধরনে না যায়।
মানরস গোরাচান্দের বাসুদেব গায়॥

রসোল্লাস,— (১২।১ পত্র)

এ সখি কি কহব রজনিকে বাত।
সুতিঞা ছিনু হাম গুরুজন কাছ॥
আধ রজনী ভেল পুন্নিমা চন্দ।
সুমলয় পবন বহ য়তি মন্দ॥
গোরক প্রেম ভরল মঝু দেহা।
আকুল [হাম] নাহি পওলু থেহা॥
গোর গোর করি উঠ[লু] রোই।
জাগল মনমথ য়ুঠল সবকোই॥
গোরক নাম সুনল সব কান।
গুরুষন তবহি করল চিরযান॥
চোর চোর করি করলহি ভাস।
বাসুদেব ঘোস কহে ঐছন বিলাস॥

রাস,— (১৪।২-১৫।১ পত্র)

বৃন্দাবোনলিলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধনিয়ে করিল॥
ফুলবোন দেখি বৃন্দাবোনের শমান।
সখা সব গোপীগন করে অনুমান॥
খোল করতাল গোরা সুমেলি করিঞা।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিঞা॥
বাসুদেব ঘোষ কহে করএ বিলাশ।
রাশরশ গোরা পহু করল প্রকাশ॥

(১৭।২ পত্র)

১৯৮। একুশ পদ।

রচয়িতা—বলরামদাস।

পত্র—১-৬; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। অক্ষর বড় বড় ও স্পষ্ট; তথাপি লিপিকরের অনভিজ্ঞতাবশতঃ অনেক স্থল সুখ-পাঠ্য নহে। পরিমাণ ১৩$\frac{3}{4}$"×৪$\frac{1}{4}$"। পদসংখ্যা—২১। নিকুঞ্জ-মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার, নিদ্রা এবং প্রভাতে গৃহগমন পর্য্যন্ত,—পদগুলির বর্ণনীয় বিষয়।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

রসাঅলস ॥

পটমুঞ্জরি রাগ ॥

স্যাময় নাগর বর মদ কুঞ্জর
তরুন রস উনমাদ।
সুনিক পুতলি জনু কোঙরি সুনাঅরি
মুরু[ছ]লি রতি অবসাদে ॥
হরি হরি কৈছে চলবি ধনি গেহা।
নিধুবন সময় পরাভব কাতর
সুতলি দুবরি দেহা ॥
ঘন ঘন চুম্বন দ্রঢ় পরিরম্ভন
জর জর পড়ি রহু সয়নে।
অম্বর কেস সম্বরি নাহি পারই
ছুয়মহি মুদল নয়নে ॥
নিরদয় নাহ তবহু নাহি ছোয়ত
বান্ধল পুন ভুজপাসে ॥
খিন তনু বারি ডারি হিয় ঘুমল
কি করব বলরাম দাসে ॥১॥

যথা রাগ ॥

মেটল চন্দন টুটল অভরন
ছুটল কুন্তলবন্ধ।
অম্বর গলিত খলিত কুসুমাবলি
ধুসর দুহু মুখচন্দ ॥
হরি হরি কব দুহু স্যাময় গোরি।
হুক পরস রভসে দুহু মুরছিত
সতব (সুতল) হিয় হিয় জোরী ॥
রাইক বাম জঘন পর নাগর
ডাহিন চরনহি আপি।
নোওল কিসোরি আগরি কোরে পহু
ঘুমল মুখ মুখ ঝাপী ॥
কিয়ে মদনসর ভিতহি সুন্দরি
পৈঠলি হিয় হিয় মাহ।
কব বলরাম নয়ন ভরি হেরব
করব অমিয়া অবগাহ ॥২॥

মধ্য অংশ,—

সুহই ॥

বিকসিত কুসুমে ঝরয়ে মকরন্দ।
সব বন পরশে পশারল গন্ধ ॥
মধু পিবি ধাবই মধুকরপুঞ্জ।
গাবই ভ্রমি ভ্রমি কেলিনিকুঞ্জে ॥
হরি হরি সখিগণ ঘুমল সয়ণে।
অলসভরে রহু মুকুলিত নয়ণে ॥
কুজই কোকিল মধুর সুনাদ।
সুনি মুনি মনমথ উনমাদ ॥
উজল হিমকর উজরি রাতি।
ঝলকই কিসলয় তরুকুলপাঁতি ॥
দস দিস পুরল খগগনগানে।
বলরাম জাগল নিসি অবসাণে ॥৬॥ (২১২ পত্র)

শেষ,—

লিলা যুনইতে সিলা দরপ(ব)এ
শুন যুনি মুনিমোন ভোর।
ও রসসায়রে জগজন নিমগন
শ্রবনপরস নহ মোর ॥
হরি হরি সেল রহল মোর চিতে।
না যুনল শ্রুতি ভরি নাগর নাগরি
দুহুকেরি মধুর চরিত ॥
সেহু জমুনা কেলি কুতুহলি
হতচিত তাহে নাহি রঙ্গে।
সোই বৃন্দাবন সোই গোবৰ্দ্ধন
সো নব (র)সময় কুঞ্জে ॥
প্রিয় সখিগন কেলি আলাপন
খেলন বিবিধ বিলাস।
হৃদয় নাহি ফুরই কত চিত রোদই
ধিক ধিক বলরামদাস ॥২১॥

ইতি শ্রীবলরামদাসকৃতে একুইস পদ ॥সংপুন্ন ॥*
শ্রীশ্রীহরি

বলরামদাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য এবং নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণবদাস তাঁহার সঙ্কলিত পদকল্পতরুতে ইঁহার বন্দনা করিয়াছেন।

১৯৯। রসমঞ্জরী।

রচয়িতা—পীতাম্বর দাস।

পত্র ১—১৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। অক্ষর স্পষ্ট। পরিমাণ ১৪"×৫"। লিপিকাল ১২১৩ সাল।

অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, স্বাধীন ভর্ত্তৃকা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, এই কয়বিধ নায়িকার লক্ষণ ও প্রকার-ভেদ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। আটটি অধ্যায়ে পুথি সমাপ্ত। এক এক অধ্যায়ে এক এক নায়িকার লক্ষণ ও প্রকার-ভেদ বর্ণিত আছে। অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য এইরূপ,—

ইতি শ্রীরষমঞ্জরিগ্রন্থে অভিসারিকাবর্ন্ন
সমাপ্তং॥ (৩৷১ পত্র)

ইতি শ্রীরসমঞ্জরিগ্রন্থে বাসকসর্জ্জ্যা বর্ন্নং
সমাপ্তং॥ (৪৷২ পত্র)

ইতি রসমঞ্জরিগ্রন্থে উৎকণ্ঠিতা সমাপ্তং (৬৷১ পত্র)

এক এক অধ্যায়ে এক এক নায়িকার অষ্টবিধ প্রকার-ভেদ; মাত্র প্রোষিতভর্ত্তৃকার ভেদ ত্রিবিধ,—এই ত্রিবিধ ভেদের আবার বিভেদ আট রকম। এইরূপে রসের সংখ্যা মোট চৌষট্টি, পুথির প্রথমেই তাহা কথিত হইয়াছে। সংস্কৃত রসগ্রন্থ হইতে নায়িকার লক্ষণ, নায়িকার প্রকার-ভেদ, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুবাদ ও মহাজনকৃত পদ হইতে উদাহরণ, এইরূপ নিয়মে পুথিখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রথম অংশ এই,—

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরনভ্যাং নমঃ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রিয় গদাধর।
বন্দো নিত্যানন্দচন্দ্র অদ্বৈত ইশ্বর॥
বন্দো আর নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
বন্দো গুরু বৈষ্ণব আর মহাজন॥
শ্রীসচিনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
শ্রীখণ্ড মহাস্থানে বসতি জাহাঁর॥
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা গোপি তৃবিধ প্রকার।
প্রাখক্ষ্য(র্য্য) মাধুরং(র্য্য) সাম্যকগুন হয়ত জাহার
বামা দক্ষিনা ধিরাদি হএত ত্রিভেদ।
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ হয় তাহার উচ্ছেদ॥
খণ্ডিতাদি অষ্ট রস তাহাতে জে হয়।
অষ্ট অষ্ট চৌসষ্টী রষ তাহার ভেদ কয়॥
রসকল্পবল্লি গ্রন্থে তাহার অষ্টম কোরকে।
তাহার সুক্ষ্ম করি[তে]পিতা আজ্ঞা দিল মোকে॥
তাহার কড়চায় সব আছয়ে বর্ন্নন।
গ্রন্থবিস্তার হেতু তেহোঁ না কৈল লীখন॥
সেই অষ্ট দলের কথোক মঞ্জরি পাইল।
শ্রীরষমঞ্জরি বলি গ্রন্থ জানাইল॥
অভিসারিকা হৈতে আগে করিব বর্ন্নন।
পশ্চক্রমে কহিব সে রষের কারন॥
অথো অভিসারিকা॥
কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা॥*
এই অভিসারিকা হয় পুন অষ্ট প্রকার।
জ্যোৎস্নি তামসি বর্ষা দিবা অভিসার॥

---

* সংস্কৃত শ্লোকের বানান শোধন করিয়া দেওয়া হইল।

কুঝ্‌ঝটিকা তির্থজাত্রা উনমর্ত্তা সঞ্জরা।
গিত বা(প)স্থ রষসাস্ত্রে সর্ব্বজনোৎকরা॥
তথাহি ॥০॥ সঙ্গিতদামোদরে,—
স্ফারিকুঝ্‌ঝটিহেমন্তরজনীধ্বান্তসঙ্করা।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নবাতাদিকোলাহলবিধুরয়াৎ॥
রাষ্ট্রভঙ্গনৃপাতঙ্কপুরদারমহোৎসবঃ।
প্রদোষশ্চেতি কথিতা দ্বাদশৈবেদৃশাঃ ক্রমাৎ॥

অথ জ্যোৎস্নাভিসারিকা॥

মল্লিকামালভারিণ্যঃ সর্ব্বাঙ্গীণার্দ্রচন্দনাঃ।
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নায়ামভিসারিকাঃ॥
অথ গীতাবল্যাং,—
স্থং কুচবল্লিতমৌক্তিকমালা।
স্মিতসান্দ্রীকৃতশশিকরজালা॥ ইত্যাদি পদ।

সুই রাগ॥০॥

রাকা নিসাকর কিরন-নিবারি।
জতনে পরয়ে ধনি ধবলিম সারি॥
চর্ন্দনে চর্চ্চিত লেপিত সব অঙ্গ।
সিত কুসুমদাম পসাইল রঙ্গ॥
অব নবরঙ্গিনি করত অভিসার।
কুচজুগে সোভয়ে মোতিম হার॥
অভরন বসন সসি মনি সাজ।
পদ অতি মন্থর জিনি হংসরাজ॥
মনোহর কুঞ্জ কুন্দ পরকাষ।
গোপালদাষ কহে মিলল হরিপাষ॥
মধ্য অংশে খণ্ডিতা-লক্ষণ,—

অথ খণ্ডিতা।

উন্নিদ্রতা-জনিতরাগবিলোহিতাক্ষঃ
কান্তানখব্রণবিশেষবিচিত্রিতাঙ্গঃ।
যস্যাঃ প্রভাতসময়ে গৃহমেতি কান্তঃ
সা নায়িকা নিগদিতা খলু খণ্ডিতেতি॥ ইতি॥
সকল রজনি ধনি জাগিয়া পোহায়।
প্রভাতে নাগর আইযে তাহার সভায়॥
অন্য নারির ভোগচিহ্ন দেখি কলেবরে।
খণ্ডিতা সখি কোপ করে দে(সে)হ নায়কেরে॥
সেই খণ্ডিতা হয় অষ্ট প্রকার।
ধিরা অধিরা সমা বৈদগ্দাতা(গ্ধিকা) আর॥
নিন্দয়া ক্রোধয়া ভয়ান্মুকা আর।
প্রগল্ভা মধ্যা মুগ্ধা ত্রিবিধ প্রকার॥
রোদিতা প্রেমমর্ত্তা এই হয় অষ্ট।
নামভেদে অষ্টভেদে হয় ত বৈসিষ্ট॥০॥

অথ নিন্দয়া॥

প্রভাত সময়ে কান্ত আইসে তার ঘরে।
রতিচিহ্ন দেখএ তাহার কলেবরে॥
সাক্ষাতে নিন্দা করে নায়ক দেখিয়া।
ধিকাধিক ভৎসনা করে তর্জ্জন করিয়া॥

কস্যচিৎ॥

প্রভাতে লোকের বাড়ি কোন লাজে আস্য॥

অথ ক্রোধা॥

পদান্তে পতিতে কান্তে কর্ণোৎপলবিতাড়িতে।
ক্রোধাতিরক্তনয়না সা ক্রোধা কথিতা বুধৈঃ॥
ক্রোধ [ক]রি রহে তবে নায়ক সাক্ষ্যাতে।
নায়কের অ[ ]ঙ্গ তবে হয় দি[ ]ষ্টপাতে॥
চরনে পড়য়ে নায়ক ক্রোধ দেখিঞা।
অন্যো দিগে জায় কর্ণোৎপলেতে তাড়িঞা॥
অধিরা নাইকা সেই নাই লর্জ্জা ভয়।
ভচ্ছন করিয়া কটু নায়কেরে কয়॥

কস্যচিৎ॥

চল চল মাধব করহ পয়ান।
জাগিয়া সকল নিসি আইলে বিহান॥
হাম বনচারি তহু (রহু) একেশ্বরিয়া।
চাতুরি না করহ তুহুঁ সতথারিয়া॥
চল চল মাধব না কর জঞ্জাল।
দগধ পরান দগধ কত বার॥ ইত্যাদি।

(৭।২-৮।১ পত্র)

ভণিতা,—

শ্রীসচিনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পিতাম্বর দাষ কহে রসের বিস্তার॥

এই এক প্রকার ভণিতাই পুথির সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে।

শেষ অংশ,—

অথ ভাবোল্লাষ॥

যদুনাথ ভবন্তমাগতং কথয়িষ্যন্তি কদা সদালয়ঃ॥
যুগপৎ পরিতঃ প্রসারিতা বিকশদ্ভির্ব্বদনেন্দু-মণ্ডলৈঃ॥

রাগ ধানসি॥

জব হরি আওব গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজাব জয়তুর॥
আলিপনা দেয়ব মতিমহার।
মঙ্গলকলষ করব কুচভার॥
রসাবেষে আওব রমনিক ঠাট।
চৌদিগে পসারব চান্দকি হাট॥
সাকর পল্লব চঞ্চক(?) ভেল।
মাধব সেবন মনমথ কেল॥
ধুপ দিপ নৈবেদ্য ধরব প্রিয়া আগে।
লোচননিরে করব অভিসেখে॥
আলিঙ্গন দেয়ব প্রিয়াকর আগে।
ভনয়ে বিদ্যাপতি ইহ রষ আগে॥

ভটীয়ালি রাগ॥

চিকুর ফুরিছে বসন খুসিছে
পুলক জৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥
সজনি মাধব আসিব ঘরে।
সব সুলক্ষন দেখিলু এখন
নিশ্চয় কহিলু তোরে॥
দেখিলু সপন চান্দ চর্ব্বন
গিরির উপরে বসি।
মালতির মালা দধির পসরা
মাধব মিলিব আসি॥
হাথের বসন খসিছে এখন
দেবের মাথার ফুল।
কহয়ে লোচন সব সুলক্ষন
বিহি ভেল অনুকুল॥ ৮॥

খণ্ডিতাদি অষ্ট রষ অষ্ট অষ্ট করি।
চৌসষ্টি রষ বর্ণনা কৈল শ্রীরষমঞ্জরি॥
গদ্য পদ্য সজিত ইহার প্রমানে।
অবোধ না বুঝে ইহা রসিক সে জানে॥
শ্রীসচিনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পিতাম্বর দাষ কহে র[সের] বিস্তার॥ ইতি॥
রষকল্পবল্লি(ল্লী) গ্রন্থে জেবা অবসিষ্ট ছিল।
তাহা বিবরিয়া ইহাতে বর্ন্না করিল॥
ইতি॥ রসমঞ্জরিগ্রন্থে প্রোসিতভর্তৃকা-বর্ন্নং॥ *॥ ১॥ * ॥ ইতি শ্রীরষমঞ্জরি গ্রন্থ সমাপ্তং॥ *॥ *॥ *॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোষক॥ *॥ ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিক্রম॥ *॥ অনর্পিতচরীং চিরাৎ [ইত্যাদি শ্লোক]॥ লিখিতং শ্রীগুরু-প্রসা[দ] দাষ মিত্রী সন ১২১৩ সাল তাং ২৯ পৌষ॥ *॥

যে সকল পদকর্ত্তাদের পদ এই পুথিতে উদ্ধৃত হইয়াছে, এখানে তাঁহাদের নামের তালিকা প্রদত্ত হইল;—গোপালদাস, গোবিন্দদাস, কবিরঞ্জন, যশোমন্তরাজ খান, বিদ্যাপতি, জয়দেব, কবিশেখর, লোচনদাস, সনাতন গোস্বামী। ইহা ছাড়া গ্রন্থকার আরও অনেক পদ গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু সেই সকল পদের ভণিতার অংশ না•

থাকায়, সেগুলি কোন্ কোন্ কবির রচিত, তাহা জানিবার উপায় নাই। গ্রন্থকারের নিজকৃত একটি পদও পুথিতে স্থান পাইয়াছে। পদকর্ত্তাদের নামের তালিকার মধ্যে যশোমন্তরাজ খানের নাম দেওয়া হইয়াছে। ইঁহার একটি পদের ভণিতায় হুসেন শাহের নাম পাওয়া যায়; তাহা এই;—

শ্রীজুত হুসন জগতভূষন
সোই ইহ রষ জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভনে জষমন্তরাজ খান॥
—(৩।১ পত্র)।

সঙ্গীতদামোদর, কৃষ্ণমঙ্গল, গীতগোবিন্দ, গীতাবলী, পদ্যাবলী, কৃষ্ণামৃত, সঙ্গীতশেখর, কাব্যসন্তোষ, এই সকল পুস্তক হইতে পীতাম্বরদাস প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা, রসকল্পবল্লী নামে একখানি বই রচনা করেন; তাহার অষ্টম কোরক অবলম্বন করিয়া, তিনি 'রসমঞ্জরী' সঙ্কলন করিয়াছেন। যদিও পীতাম্বর, রসমঞ্জরীতে তাঁহার পিতৃ-পিতামহের পরিচয় কিছুই দেন নাই, কিন্তু তাঁহার পিতার রচিত রসকল্পবল্লীতে এ বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, চৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থানকালে রঘুনন্দনের শিষ্য চক্রপাণি ও মহানন্দ নামে দুই ভাই মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যান। মহাপ্রভু মহানন্দকে সেবাধর্ম্ম সাধন করিতে এবং চক্রপাণিকে গৃহে গমন করিতে আদেশ করেন। চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র নিত্যানন্দ, তাঁহার পুত্র গঙ্গারাম চৌধুরী। গঙ্গারামের পুত্র শ্যামরায়, তৎপুত্র জ্যেষ্ঠ মদনরায় চৌধুরী—ইনি গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদ করেন এবং কনিষ্ঠ রামগোপাল—রসকল্পবল্লীর রচয়িতা এবং পীতাম্বরদাসের পিতা। * শ্রীখণ্ড-নিবাসী শ্রীশচীনন্দন ঠাকুর পীতাম্বরের গুরু ছিলেন, এ কথা গ্রন্থকার প্রতি অধ্যায়ের শেষে বলিয়া গিয়াছেন। রামগোপালদাস ১৫৭৫ শকাব্দের বৈশাখ মাসে রসকল্পবল্লীর রচনা আরম্ভ করিয়া, ঐ সালের কার্ত্তিক মাসে শেষ করেন।

২০০। পদাবলী

বাঙ্গালা তুলোট কাগজের ১১"×৮½" পরিমিত ডিমাই আকারের একখানি খাতা। মোট ১৬টি অঙ্কহীন পাতা আছে। তন্মধ্যে ১২ সংখ্যক পত্র পর্য্যন্ত শেখর, যদুনাথ, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, চন্দ্রশেখর, মনোহরদাস, চণ্ডীদাস, মোহনদাস, বাসুঘোষ, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, ব্রজকিশোর, এই সকল পদ-কর্ত্তাদের কয়েকটি করিয়া পদ সঙ্কলিত আছে। খাতার প্রথম অংশ খণ্ডিত। যে পাতাগুলি আছে, তাহার প্রথম হইতে ৭ম পত্র পর্য্যন্ত খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, মাথুর, নিশাভিসার ও শ্রীনিবাসস্তোত্র, এই কয় বিষয়ক পদাবলী এবং ৮ম হইতে ১২শ পত্র পর্য্যন্ত গোবিন্দদাসের একান্ন পদ (দণ্ডাত্মিকা পদাবলী) লিখিত রহিয়াছে। অবশিষ্ট পত্রগুলিতে চানক্যসার-সংগ্রহ। ১৫ সংখ্যক

* সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "রসমঞ্জরী", ভূমিকা, ৶০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পাতার অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া গিয়াছে। খাতাখানি বোধ হয়, কোনও কীর্ত্তনীয়ার লিখিত হইবে। কেন না, গোবিন্দদাসের একান্ন পদ ব্যতীত অবশিষ্ট অধিকাংশ পদেই 'আখর' সংযুক্ত রহিয়াছে। বানান অতিশয় অশুদ্ধ; তাহার উপর আবার পদমধ্যে 'আখর' সন্নিবিষ্ট থাকায় অনেক পদেরই প্রকৃত পাঠ বাহির করা কঠিন হয়। মধ্যে মধ্যে দুই একটি করিয়া সংস্কৃত শ্লোক আছে। ৩য় পত্রে "সন ১২২৪ সাল ইঃ ১৮১৭" এবং ১২শ পত্রে "১২২৩ সাল" লেখা আছে।

খণ্ডিতা,—

যেখানে বসিলে কৃষ্ণ তুল্যা নেহ মাটী।
সখিগনে ডাকে বলে দে গো ছড়া ঝাটি॥
জালিয়া মোমের বাতি।
আস্য আস্য করি সারা রাতি মরি
কান্দিয়া পোহালাম রাতি॥
কালি পথ পানে চায়্যা আখি গেছে ঠিকরিয়া
বন্ধু কালি গিয়েছিলে তুমি কোথা।
খলের বচনে পাতিয়ে শ্রবনে
খাইলু আপন মাথা॥
জাগ্যাছি রজনি সারা হয়েছি বাউলি পারা
নেত্র নাহি গো দেখিতে।
শ্রবনে না যুনি বানি নয়ানে বহিছে পানি
অই মা মরি সিরজালাতে॥
উহু উহু করি সারা রাতি মরি
গাঁথিলু ফুলেরি হার।
সেখর কহেন ওচীদ বদ(চ)ন
নাহি রব আর॥

কলহান্তরিতা,—

সেই কালে কৃষ্ণচন্দ্র গমন করিল।
মানিনির মানের কপ[া]ট খুলে গেল॥
[illegible]নিলু মানিনির মান সৈলের সমান।
[illegible]তে পড়িয়া গর্ত্ত চুনের সমান॥ (?)
উলটী পালটি কহে সখিগনে ডাকি।
কহো গো পরাণসখি কহো ইন্দুরেখি॥
তোরা নাকি মানে তারে সভাই ভূলিলি।
গোবিন্দদাসের মোনে বিরহ রাখিলি॥

মাথুরোচিত গৌরচন্দ্র,—

নাহি হেরি সখি গৌরমুখ
দগ দগ করে হামারি বুক
তিল আদ নাহি মনমে যুখ
ক্যা কর অব সজনি।

বদন-কমল-অমিঞা-বাত
না যুনি শ্রবনে জব(র)হী বা(ঘা)ত
সিরহি মারত কঙ্কন ঘাত
জৈছে বিদরে মেছনি॥

মুড়ায়ে চাচর চিকুর কেষ
নাগরালী ছাড়ি ভিক্ষারি বেষ
এমন করত দেসহি দেষ
সন্ন্যাসির দিজচুড়ামুনী।

গৌরব গেও গৌর সঙ্গ
অবহি মিটল প্রেমহি রঙ্গ
তাহে মদন করত জঙ্গ
ঘড় পন নাহি সহনি।

সঙ্গে নাহি মেরো গোর চল
মেরি নিয়ে বিরহজাল
মোহনদাষ হৃদয়ে সাল
তাহে পড়, অব দলনী॥

নিশাভিসারের পর নরোত্তমদাসকৃত শ্রীনিবাস আচার্য্যের একটি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা মিশ্রিত স্তোত্র আছে। তাহার এক স্থলে উল্লিখিত আছে যে, আচার্য্য মহাশয় ধা[illegible]

হাম্বিরকে প্রেমদান করিয়া নিজের মহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই শ্লোকাংশটি এই,—

শ্রীধাড়ি হাম্বিরে দিয়া সে প্রেমডোরে
প্রকাসি নিজগুন কিঞ্চিত।
জগত জয় জশ করিয়া প্রেমবশ
সদত গৌরপদ বন্দিত ॥

বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত রাজা বীর হাম্বিরকে শ্রীনিবাস আচার্য্য বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ধাড়িহাম্বির বোধ হয়, তাঁহারই পুত্র হইবেন। এই স্তোত্রটির পর সংস্কৃতভাষায় লিখিত যুগলাষ্টক—বর্ণাশুদ্ধির জন্য একেবারে অপাঠ্য। তৎপরে গোবিন্দ-দাসের একার পদ। একার পদের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে (১৮২ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য); সুতরাং এখানে পুনরায় উহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শেষে লিপিকরের নাম-ধাম কিছুই নাই।

পরিষৎপুথিশালায় সংগৃহীত

বাঙ্গালা
প্রাচীন পুথির বিবরণ

তৃতীয় খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
সঙ্কলিত

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ, এম. এ.
মহাশয়-লিখিত ভূমিকা সমেত

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩৩৯

মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে—৷৷০, শাখা-সভার সদস্য-পক্ষে ৷৷৵০,
সাধারণের পক্ষে ৷৷৶০ ।

১—১৯ ফর্ম্মা, কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
এবং অবশিষ্ট অংশ ৪৭, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা, অপূর্ব্ব প্রেস হইতে
শ্রীপরিমলচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

এই গ্রন্থে পরিষদের পুথিশালার দুই শত বাঙ্গালা পুথির বিবরণ দেওয়া হইল। ইহার পূর্ব্বে দুই খণ্ডে আরও দুই শত পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের বাঙ্গালা পুথির সংখ্যা বর্ত্তমানে ৩১০০র অধিক। সুতরাং এ পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত চারি শত পুথির বা সমগ্র সংগ্রহের অষ্টমাংশ মাত্রের বিবরণ সাধারণের নিকট প্রচারিত হইল। অর্থকৃচ্ছ্র তানিবন্ধন পুথির বিবরণ দ্রুত সঙ্কলন ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারা যাইতেছে না। ফলে এই বিশাল পুথিসংগ্রহের মধ্যে যে সকল রত্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে, অনুসন্ধিৎসু জনসাধারণ তাহাদের কোনও সন্ধান পাইতেছেন না।

লেখক ও মালিক

আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত পুথিগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য বিস্তৃতভাবে যথাস্থানে বর্ণনার মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। বর্ণনায় অনুল্লিখিত কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয় এবং বর্ণনামধ্যে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত কতগুলি তথ্য আলোচনার সুবিধার জন্য এই স্থলে একত্র সন্নিবেশিত হইতেছে। কতকগুলি পুথির লেখক ও মালিকের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল মালিকের নামের মধ্যে আমরা দেশের অনেক প্রসিদ্ধ সম্পন্ন ব্যক্তি ও ভূস্বামীদিগের নামের উল্লেখ পাই। ২৬২ সংখ্যক পুথিখানি বনবিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহদেবের মহিষী ধ্বজামণি পট্টমহাদেবীর হস্তলিখিত। ২৩৮ সংখ্যক পুথির মূল মালিক বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ রাজা চৈতন্যসিংহ। ২২০ ও ২৯১ সংখ্যক পুথির মালিক ছিলেন বোধ হয়, গোবর্দ্ধন যোগী ও টোকানি যোগী; ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যোগিসম্প্রদায়ের লোকও বৈষ্ণব গ্রন্থের আলোচনা করিতেন। লেখকদিগের পদবীর মধ্যে 'নাই' (২২৭), 'পুত্তরি' (২৮৩) ও 'দাস শর্ম্মা' (২৫০) উল্লেখযোগ্য।

পুথির অক্ষর

পুথির অক্ষর অথবা লিপিবৈচিত্র্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কেবল 'য'কারের উচ্চারণ যে স্থলে জকারের ন্যায়, সে স্থলে দুই একখানি পুথিতে (২০২, ২০৫) যকারের উর্দ্ধে একটী বিন্দু দেওয়া হইয়াছে।

পুথির তারিখ

অনেক পুথিতেই নকলের তারিখ পাওয়া যায় এবং দুই একটি বাদে সবগুলি তারিখেই সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার না করিয়া সংখ্যা দ্বারা তারিখ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তারিখগুলির বেশীর ভাগই সন হিসাবে—কতকগুলিতে শকাব্দ এবং মল্লাব্দ বা মল্লশকও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বাঙ্গালা পুথিতে

অনেক স্থলে (৩২৫) শুধু সন এই শব্দের দ্বারা মল্লাব্দ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় প্রকৃত তারিখ নির্ণয় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কোন কোন স্থলে এক সঙ্গে দুইটী অব্দের তারিখও দেওয়া হইয়াছে।[১] কিন্তু তাহাতেও সব জায়গায় তারিখ ঠিক করা যায় না। ২০৫ সংখ্যক পুথিতে শকাব্দ ও সন দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু হিসাব করিলে দেখা যায়, এই দুইটি তারিখের মিল নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে আসল তারিখ সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কিছু বলা শক্ত হইলেও শকাব্দটীকেই শুদ্ধ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আবার এক স্থলে (৩০১) 'শকাব্দা ৮১০৪৬' এইরূপ লিখিত আছে। আর এক স্থলে (২১৮) ১৭৮ শক মাত্র এইটুকু লেখা আছে। এই দুই স্থলে তারিখ নির্ণয়ের কোনও উপায় নাই।

পুথিগুলির তারিখ সম্বন্ধে এইরূপ গোলমাল থাকিলেও ইহা নিশ্চিত যে, বর্ণিত পুথিগুলির মধ্যে খুব প্রাচীন একখানিও নাই। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম পুথি কমবেশ আড়াই শত বৎসরের বেশী পুরাণ নহে। এই পুথির (৩৮৫) তারিখ সন ১০৮৪ সাল। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীর লিখিত অন্যান্য পুথির মধ্যে তিনখানি (৩৮৪, ৩৮১, ৩৮০) যথাক্রমে ১০৮৭, ১০৮৮ ও ১০৮৯ সালে লিখিত। তবে এই তারিখগুলি অথবা ইহাদের মধ্যে কোনটী মল্লাব্দের কি না, তাহা জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই। এতদতিরিক্ত প্রাচীন পুথির মধ্যে চারিখানি (৩২৫, ২৩৪, ৩০৯, ২৭৫) যথাক্রমে ১৬১৯, ১৬২২, ১৬৪৩ ও ১৬৫০ শকাব্দে লিখিত।

পুথির আকর

পুথির আকর অথবা প্রাপ্তিস্থান জানা অনেক সময়ে নানা কারণে বিশেষ প্রয়োজনীয়।[২] বাঙ্গালা পুথি সম্বন্ধে এ প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। লিপিকরের বাসভূমি অনুসারে গ্রন্থের ভাষার পরিবর্ত্তন বহু স্থানে হইয়া থাকে। আলোচ্য পুথিগুলির লিপিকর ও মালিকের বাসস্থান প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ অনেক পুথিতে পাওয়া যায় সত্য; তবে অনেক স্থলে উল্লিখিত স্থানগুলির আধুনিক অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন।[৩] কয়েকখানি পুথি 'ইন্দ্রপ্রস্থ' ও 'বালিয়া' নামক স্থানে নকল করা হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। এই নাম দেখিয়া সংশয় হয়, বাঙ্গালা দেশের বাহিরেও কোন কোন পুথির চলন ছিল।

পুথিদাতাদিগের নাম

পরিষদের পুথিশালার অধিকাংশ পুথিই মহানুভব ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিষদে উপহৃত হইয়াছে। কিন্তু নানা স্থান হইতে পুথি সংগ্রহের সময় সমস্ত দাতাদের নাম লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই। তাই পুথির তালিকা যখন সঙ্কলিত হয়, তখন সকল দাতার নাম জানিতে পারা যায় নাই। এই খণ্ডে বর্ণিত পুথি

১। এইরূপ স্থলের মধ্যে ২১৭ সংখ্যক পুথিতে বাঙ্গালা সনকে 'প্রাকৃত সন' বলা হইয়াছে। ২৯৫ সংখ্যক পুথিতে 'সন'কে 'শাক' বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এ স্থলে 'শাক' শব্দের অর্থ 'বৎসর' মাত্র।

২। ১৬৯৯ শকে বা ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'র পুথিতে (৩৫৭) আমরা কলিকাতার সিমলার বাজারের উল্লেখ দেখিতে পাই।

৩। নির্ঘণ্টমধ্যে এই সকল স্থানের নাম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

যাঁহারা দান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের নাম জানা গিয়াছে, আমরা এ স্থলে তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির ক্রমিক সংখ্যা পাদটীকায় উল্লেখ করিতেছি। [১]

পুথিতে সামাজিক তথ্য

পুথির বহিরঙ্গ আলোচনা দ্বারাও অনেক স্থলে দেশের প্রাচীন সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ কথা জানিতে পারা যায়। পুথির আদর আজকাল অনেক কমিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু এক যুগে পুথি ছিল অমূল্য বস্তু। বহু কষ্টে এক একখানি পুথি সংগ্রহ করিতে হইত। তাই চুরি করিয়াও অনেকে পুথিসংগ্রহের চেষ্টা করিতেন। এই চৌর্য্য বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে পুথির শেষে নানারূপ দিব্য দেওয় হইত। অধিকাংশ পুথির দিব্যটী এইরূপ,—

যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং যশ্চোরয়তি মানবঃ।
মাতা চ শূকরী তস্য পিতা তস্য চ গর্দ্দভঃ॥—(৩৬ পৃষ্ঠা)

২৮৫ সংখ্যক পুথির শেষের দিব্যটী একটু নূতন রকমের। যথা,—'এই পুস্তক যে ব্যক্তি চুরি করিবে সে শ্বাশুরে হইবেক আর পুত্রবধূকে হরণ করিবে।' ৩৩১ পুথিতে বলা হইয়াছে,—'এই গ্রন্থ যে জানিবার স্বরূপ চুরি করিয়া রাখিবেক সেই মহাপাপের পাতকি। সে বিয়াঁস্তা হইবেক।'

পুথির বিভাগ

বর্ণিত পুথিগুলির অধিকাংশই বৈষ্ণব গ্রন্থের। নিম্ননির্দ্দিষ্টভাবে উহাদের শ্রেণী বিভাগ করা চলে। (১) পদাবলী সাহিত্য, (২) বৈষ্ণব জীবনচরিত, (৩) পৌরাণিক গ্রন্থ, (৩ক) কৃষ্ণচরিত, (৪) ধর্ম্মতত্ত্ব, (৫) সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গ্রন্থ।

প্রয়োজনীয় পুথির বিবরণ

বর্ণিত পদাবলীসংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে ২০১ সংখ্যক গ্রন্থখানি সম্বন্ধে পদাবলী-সাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ স্বর্গগত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর পঞ্চম খণ্ডে (পৃঃ ১২) পদসংগ্রহগ্রন্থের পরিচয়প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে উদ্ধৃত দয়াল, নন্দদুলাল ও গৌরাঙ্গদাস নামক তিন জন অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার কয়েকটি

১। পরিষদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও হিতৈষী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এই খণ্ডে বর্ণিত ৪৯ খানি পুথি (২২৯, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৫৬, ২৬০, ২৬৩, ২৭০, ২৭৪, ২৭৬, ২৮০, ২৯৬, ২৯৯, ৩০৯, ৩০৫, ৩১২, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৮, ৩১৯, ৩২৭, ৩২৯—৩৩৪, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৬০, ৩৬৩, ৩৬৮, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯২, ৩৯৮,) দান করিয়াছেন। স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় দশখানি (২০৩, ২০৯, ২১০, ২১১, ২২৫, ২৮৫, ৩২১, ৩৩৯, ৩৪৬, ৩৬৫), স্বর্গীয় নরেশচন্দ্র সিংহ তিনখানি (২৯৪, ৩৬১, ৩৭৪), শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চোধুরী দুইখানি (২৬৫, ৩৭০), রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব একখানি (২৩৭) ও ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ একখানি (২৭৩) পুথি দান করিয়াছেন।

পদ তিনি তাঁহার 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। দ্বিজনাথ নামক এক পদকর্ত্তার একটি পদ ২৭৫ সংখ্যক পুথির শেষে একখানি স্বতন্ত্র কাগজে পাওয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণব জীবন-চরিতের মধ্যে 'সূচক' নামে গ্রন্থখানিতে (৩২৮) রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণের নিকট এ গ্রন্থ তেমন পরিচিত নহে। চৈতন্যতত্ত্বসার (৩২৯—৩০) ও স্বরূপবর্ণন (৩৩৩—৩৫) কবিকর্ণপূররচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র অনুরূপ। কর্ণপূর তাঁহার গ্রন্থে এই দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই; তবে তিনি যে স্বরূপাদিরচিত বিভিন্ন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন; স্বরূপাদিরচিত গ্রন্থের মধ্যে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থও ছিল কি না, তাহা কে বলিবে ?

পৌরাণিক গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশের বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণচরিত্র—কতকগুলিতে পৌরাণিক অন্যান্য উপাখ্যানও বর্ণিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে তিনখান গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তিনখানিই একজাতীয় গ্রন্থ এবং তিনখানিরই আলোচ্য বিষয় ইন্দ্রদ্যুম্নের উপাখ্যান। এই উপাখ্যান অন্যান্য কোন কোন পুরাণের ন্যায় ব্রহ্মপুরাণেও বিবৃত হইয়াছে। ২৯০ সংখ্যক ব্রহ্মপুরাণ নামক পুথির প্রারম্ভে যে সৃষ্টির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা মূল ব্রহ্মপুরাণের বিবরণের সহিত ঠিক মেলে না। 'জগন্নাথমাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থে (২৮৪) বোধ হয়, জগন্নাথকে বৌদ্ধ অবতাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণের ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যানাংশ লইয়া রচিত গ্রন্থকেই ব্রহ্মপুরাণ (২৮৯) এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

কৃষ্ণচরিত্রবিষয়ক গ্রন্থগুলি প্রায় সকলই সংস্কৃতের অনুবাদ বা সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বা বিষয়ের কথা এ স্থলে বলা যাইতে পারে। গোপালবিজয় (৩১২) নামক গ্রন্থে কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুরটী কানে বাজে; দুই একটী পংক্তি এবং অনেক শব্দ দুই গ্রন্থে এক।

'কৃষ্ণলীলামৃত' (৩৫৯) নামক পুস্তকখানি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও ভাগবত অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থকারের নির্দ্দেশ হইতে অনুমান হয়। নরসিংহ দাস অনূদিত 'হংসদূত' (৩০০—৪) রূপগোস্বামীর সুপ্রসিদ্ধ হংসদূতের অনুবাদ নহে। 'শ্লোক ছন্দে' বা সংস্কৃতে দাস গোসাঞি বা রঘুনাথ দাস গোস্বামী যাহা রচনা করিয়াছিলেন, নরসিংহ দাস তাহাই 'ভাসা ছন্দে' বা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় (পৃঃ ৯৮, ৯৯)। এই হংসদূত বোধ হয়, ২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত (৩০২ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য)। ইহার অংশবিশেষ ডকটর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত 'বঙ্গসাহিত্যপরিচয়ে' (৮৫০ পৃষ্ঠায়) উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে রঘুনাথ দাসের মূল সংস্কৃত গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর রচিত সংস্কৃত 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রাধাবল্লভ দাস বাঙ্গালা পদ্যে 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি' (৩৪৭, ৩৭৩) রচনা করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল

মিত্র সংস্কৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলির যে পুথি দেখিয়াছিলেন, তাহাতে কিন্তু রূপগোস্বামীকে ইহার রচয়িতা বলা হইয়াছে।[১] ইণ্ডিয়া অফিস্ লাইব্রেরীতে যে পুথি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই গ্রন্থের টীকাকার রঘুনাথ;[২] রচয়িতা নহে।

নারায়ণ দাস কর্তৃক অনূদিত মুক্তাচরিত্রেরও মূল রচয়িতারূপে রঘুনাথ দাসের নাম পাওয়া যায় (৩৬৭)। তবে কোন কোন পুথির মতে এই গ্রন্থের রচয়িতা জীবগোস্বামী।[৩] বস্তুতঃ বৈষ্ণব গ্রন্থের রচয়িতার নাম লইয়া প্রচুর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। রূপ, সনাতন ও জীবের রচিত গ্রন্থ সম্বন্ধেই এই মতভেদ বেশী।[৪] একই গ্রন্থের রচয়িতার নামরূপে বিভিন্ন পুথিতে অনেক ক্ষেত্রে এই তিন জনেরই নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' (৩৪০) নামক গ্রন্থখানি ঘনশ্যামদাসের স্বকৃত সংস্কৃত গ্রন্থের ব্রজবুলিতে অনুবাদ। এই গ্রন্থের আর একখানি পুথি পরিষৎপুথিশালার সংস্কৃতবিভাগে (৫৫৩) রহিয়াছে। গ্রন্থের বিস্তৃত সংস্কৃত উপক্রমণিকায় গ্রন্থকার সর্ব্বপ্রথম গোবিন্দগতিকে নমস্কার করিয়াছেন[৫]। এই উপক্রমণিকার দশম শ্লোকে গ্রন্থকার নিজেকে দিব্যসিংহাত্মজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; নিজের নাম কোথাও দেন নাই। Catalogus Catalogorum হইতে জানা যায়, কাশী সংস্কৃত কলেজে এই গ্রন্থের এক খণ্ড পুথি আছে; তবে সে পুথিতে অনুবাদ আছে, কি কেবল মূল আছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় রাধাকৃষ্ণ-পূজাবিষয়ক শ্রীপদ্ধতিপ্রদীপ নামক এক গ্রন্থের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন[৬]। তাহাও এই ঘনশ্যাম দাসেরই রচিত বলিয়া মনে হয়।

২০৭ সংখ্যক পুথির শেষে 'ত্রৈলোক্যমঙ্গল' নামে রাধাকৃষ্ণের একটি কবচ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কবচের রচয়িতা বা বক্তারূপে চৈতন্যদেবের নাম রহিয়াছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই কবচের আর একখানি পুথির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।[৭]

১। Notices of Sanskrit Manuscripts—৯।২৯৫৪

২। Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the India Office Library, London.—৭।৩৮৮৬—৭.

৩। Catalogus Catalogorum ১।৪৫৯

৪। Annals of the Bhandarkar Oriental Institute (৯ম খণ্ডে) প্রকাশিত মল্লিখিত Sanskrit Literature of the Vaisnavas of Bengal প্রবন্ধের ১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫। স শ্রেয়ানিহ দিব্যসদ্‌গুণযুজামদ্বৈতনাম প্রভু-
নিত্যানন্দরসপ্রবর্ত্তকঘনশ্যামান্তরুল্লাসকঃ।
গান্ধর্বীয়কলাবিলাসরসিকো গানপ্রবীণঃ স্বয়ং
শ্রীগোবিন্দগতির্ভবন্নবনবপ্রেম্ণাং জয়ত্যাশ্রয়ঃ॥
শ্রীগোবিন্দগতিং নত্বা শ্রীচৈতন্যরসপ্রদম্।
শ্রীকৃষ্ণমনুসেবেঽহং গোবিন্দরতিমঞ্জরীম্।

৬। Notices of Sanskrit Manuscripts—৬।২১৫৯

৭। ঐ, ৯।২৯৬৭

উপাসনামাহাত্ম্য (৩১৩) নামক পুথির পুষ্পিকার পরে আর একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের পুষ্পিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি জীব গোস্বামিরচিত 'স্মরণীয় টীকা'[১]। পরিষদের পুথিশালার সংস্কৃত বিভাগে (৩৩৯) ইহার একখানি পুথি আছে। Catalogus Catalogorumএ এ পুথির উল্লেখ নাই। ইহার বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরায়ণা সখীদের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য বর্ণন। ইহা আধুনিক যুগের Memorandum বা স্মারকলিপির অনুরূপ।

ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যেও অনেকগুলিই সংস্কৃতের অনুবাদ অথবা মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত; কিন্তু কোনও নির্দ্দেশের অভাবে সেই সংস্কৃত মূলগুলির স্বরূপ নির্ণয় করা দুরূহ। ব্রজপটলরসকারিকা (৩৫৫), গুরুভক্তিকল্পচন্দ্রিকা (৩৫২) প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত মূল থাকিলেও তাহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। স্বনিয়মদশক নামে রঘুনাথ গোস্বামীর যে সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদের বিবরণ এই খণ্ডে (৩৬৯) দেওয়া হইল, তাহার কোনও পুথি এ পর্য্যন্ত আলোচিত হইয়াছে কি না, জানিনা। Catalogus Catalogorum নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বিস্তৃত সূচীতে এই গ্রন্থের কোনও উল্লেখ নাই। বৈষ্ণব, সহজিয়া প্রভৃতি ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর গ্রন্থ সুশৃঙ্খলভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বৈজ্ঞানিক নিয়মে আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। নানা স্থানে এ সম্বন্ধে বহু পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেগুলির—বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থের তেমন কোন আলোচনা হয় নাই[২]।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

১। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় তাঁহার Post-Caitanya Sahajiya Cult গ্রন্থে (পৃ: ২৮১) স্মরণীয়টীকাকে উপাসনা-মাহাত্ম্যের অনুরূপ গ্রন্থ চম্পককলিকার নামান্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

২। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় সহজিয়াধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া Post-Caitanya Sahajiya Cult নামক যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার শেষে প্রধানতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত প্রায় আড়াই শত সহজিয়াগ্রন্থের একটী তালিকা দিয়াছেন। এই তালিকার বহির্ভূত কাধিক সহজিয়া-গ্রন্থের পুথি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় এবং অন্যত্র আছে।

পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

২০১। বৈষ্ণব পদাবলী।

পত্র—১—৯০, ৯৪—৯৭, ৯৯—১০৫, ১০৭—১৬৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ, এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩, কোন কোন পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্ক্তি পর্যান্ত লিখিত আছে। পাতার সংখ্যা দুই রকম;—এক ধারাবাহিক, আর বিষয়ানুক্রমিক। বিষয়, রাগ-রাগিণীর নাম ও পূর্ণচ্ছেদ লাল কালিতে লেখা। পরিমাণ ১০॥০ × ৫ ইঞ্চি।

পুথিখানি বৈষ্ণব পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ। সংকলয়িতার নাম নাই।—লেখকের নাম বৃন্দাবনদাস বৈরাগী। বিভিন্ন পদকর্ত্তাদের রচিত ৭৭০টি পদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। পদের বিষয়-বিভাগ আছে; রাধা ও কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, রাধা ও কৃষ্ণের আপ্তদূতী, মান-শিক্ষা, কৃষ্ণের রূপ, অনুরাগ, সম্ভোগ, রসোদ্গার, রূপাভিসার, অভিসার, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, মান, কলহান্তরিতা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া, মাথুর বিরহের পর ভাবোল্লাস পর্য্যন্ত বিষয়ের পদ আছে। যে সকল পদকর্ত্তাদের পদ পুথিতে সংকলিত হইয়াছে, তাঁহাদের নাম ও কোন্ পদকর্ত্তার কত পদ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, এখানে তাহার একটি তালিকা করিয়া দিলাম :—

	পদকর্ত্তা	পদসংখ্যা
১।	গোবিন্দদাস	২৮০
২।	জ্ঞানদাস	৮৪
৩।	বিদ্যাপতি	৬৫
৪।	চণ্ডীদাস	৩৪
৫।	ঘনশ্যাম	৩৩
৬।	হরিবল্লভ	২৬
৭।	বলরামদাস	১৩
৮।	যদুনাথদাস	১১
৯।	অনন্তদাস	৯
১০।	বংশীবদন	৮
১১।	শ্যামদাস	৮
১২।	নরোত্তমদাস	৯
১৩।	কবিশেখর	৭
১৪।	রাধামোহনদাস	৭
১৫।	শ্রীবল্লভ	৩
১৬।	লোচনদাস	১
১৭।	বংশীদাস	২
১৮।	গৌরাঙ্গদাস	৬
১৯।	সুরদাস	১
২০।	নন্দকিশোর	১
২১।	বসু রামানন্দ	২
২২।	রায় বসন্ত	১
২৩।	শ্রীনিবাসদাস	১

পদকর্ত্তা	পদসংখ্যা
২৪। দয়াল	১
২৫। মথুরাদাস	১
২৬। রাজীবলোচন	১
২৭। মুরারি গুপ্ত	৩
২৮। রামচন্দ্রদাস	২
২৯। রাইশেখর	১
৩০। শিবরামদাস	২
৩১। গোপীরাম	১
৩২। নন্দদুলাল	২
৩৩। যাদবেন্দ্র	১
৩৪। বাসুদেব	২
৩৫। মহেশ বসু	১
৩৬। রায়শেখর	২
৩৭। তুলসীদাস	১
৩৮। সিংহভূপতি	১
৩৯। শ্যামানন্দ	১
৪০। গোপালদাস	৪
৪১। নরহরি	১
৪২। যদুনন্দন	১
৪৩। শ্রীভট	১
৪৪। গোপাল ভট্ট	১
৪৫। নৃপ রঘুনাথ	১
৪৬। আগর আলি	১
৪৭। গিরিধর দাস	১
৪৮। বল্লভদাস	২
৪৯। নৃপসিংহ	১
৫০। দেবকীনন্দন	১

ইহা ছাড়া পুথির মধ্যে এমন অনেক পদ আছে, যাহার শেষে কোনও ভণিতা পাওয়া গেল না। এইরূপ পদের সংখ্যা—১২০। কয়েকটি পদের নমুনা এখানে তুলিয়া দিলাম।

পূর্ব্বরাগ।

সনার নাতিনা কেন আসি জাও পুন পুন
না বুঝিয়ে তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কান্দনা দেখি অঝরে ঝরয়ে আঁখি
জাতি কুল সকলি পাছে জায়॥
যমুনার জলে জাও কলস তুলাতে চাও
না জানি দেখিলে কোন জনে।
শ্যামল বরণ হিরণ পিন্ধন
সে জনা পড়িছে বুঝি মনে॥
ঘরে আসি নাহি খাও সদাই তাহারে চাও
বুঝিলাম তোমার মনের কথা।
এখনে শুনিলে ঘরে কি বোল বলিবে তারে
বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোমার মাথা॥
একে তুমি কুলের নারি কুলে আছে তোমার বৈরি
তাহা আর বড়য়ার বহু।
কহে এই চণ্ডিদাসে কুল সিল সব ভাসে
নাগল কালিয়া প্রেমমধু॥—৬ পত্র

তনুরুচি হারি কিরণ মণিকাঁতি।
পহিরণ নীল বসন কত ভাঁতি॥
এহেন নেহারি বিঘুরিকে রেহ।
লাজে লুকাওয়ে সঘন মেহ॥
দেখ দেখ সুবল বিপিনে কোন গোরি।
ক্ষণ কয়ে চিত চোরাওলি মোরি॥
খঞ্জনগঞ্জন লোচন জোর।
জৈছে চিত্রগতি চারু চকোর॥
হেরি হেরি অতয়ে করিয়ে অনুমান।
খঞ্জন খঞ্জ ভেল চলই না জান॥
চলইতে রুনুঝুনু মঞ্জির বোলই।
মনশিজমন্ত্র বেকত জনু ভনই॥
ইথে কৈছে ধৈরজ ধরবহি কান।
গোবিন্দদাস এতহুঁ নাহি জান॥

—১৬ পত্র।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ।

পেখলু অপরূপ নন্দকুমার।
কালিন্দিনীর তীরতরু হেলন
জৈছন জলদ সঞ্চার॥
চূড়হি উড়য়ে মউর শিখণ্ডক
সো এক অপরূপ ঠাম।
জৈছন ইন্দ্র- ধনুক তহি উয়ল
ঐছন মঝু মনে ভান॥
মোতিম হার উর পর লোলত
হেরিয়ে তাকর পাঁতি।
কটি পর পীত বসন বিরাজিত
জিনি সৌদামিনিকাঁতি॥
চরণ অবধি বন- মাল বিরাজিত
উনমত মধুকরজাল।
পদপঙ্কজ তলে মানস সোপলু
কাতরে কহত দয়াল॥—৩৯ পত্র।

একটি পদে আদি চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া গেল। পদটি এই,—

পিরিতি করিয়া ভাঙ্গয়ে জে।
সাধন অঙ্গ না পায় সে॥
প্রেমের পিরিতি মাধুরিময়।
নন্দের নন্দন কহেক কয়॥
রাগ সাধনের এমতি রিত।
সে পতি জনার তেমতি চিত॥
সকল ছাড়িল জাহার তরে।
সে তারে ছাড়িতে সাহস করে॥
আদি চণ্ডীদাস[১] বিচারি বুঝান।
মুড় মুড়ায়ল জায়ল মান॥—৫২ পত্র।

রূপাভিসার।

বিনোদ বন্ধনি ধনি তাহে নব যৌবনি
সাজলি দরশনে শ্যাম।
গুরুয়া নিতম্ব ভরে পদ আধ আধ চলে
হেরইতে মুরছিল কাম॥
ভালে সে অরুণ ইন্দু মলয়জ বিন্দু বিন্দু
কস্তুরিতিলক তার মাঝে।
পিঠে দোলে হেমঝাপা রঞ্জিয়া পাটের থোপা
নাসিকায় মুকুতা বিরাজে॥
পদ অতি মন্থর নবযৌবন ভর
সখীঅঙ্গে হেলি নিজ অঙ্গ।
চৌদিগে রমণি সাজে ডম্ফ রবাব বাজে
চলে রাই মদনতরঙ্গ॥
পদ উতপল রাতা তাহাতে তরল পাতা
কনকনুপুর তার সনে।
দরসনে হইয়া ভোর আনন্দের নাহি ওর
রামচন্দ্রদাস গুণগানে॥—৮৩ পত্র।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্য।

মকুট উতারি জটাজুট বান্ধল
পহিরল ফটীক মাল।
চন্দন উতারি ভসম চড়াওল
বাউলবেস বনাল॥
পিত ধটি চোড়ি কোপিন পহিরল
সম্ভকি কুণ্ডল কানে।
ময়ূরক পুচ্ছ হাথ ধরি মাধব
আওল জাবট গ্রামে॥
গোরথ জাগাই সিঙ্গাধনি করতহি
জটিলা ভীখ লেই দেই।
মৌন যোগেশ্বর মাথ হেলাওত
বুঝলু ভীখ নাহি লেই॥ ১॥
জটিলা কহত কাহা তুহু মাগত
যোগি কহত বুঝাই।—

১। পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'র ৭৮৬ ও ৮১৫ সং পদেও আদি চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে।

তেয়ে বধু হাথ ভীখ হাম লেওবি
তুরিতহি দেও পাঠাই ॥ ২ ॥
পতিবরতা বিনে ভীখ জব লেওবি
যোগীবরত হয় নাস।
তাকর বচনে শ্রবন তনু পুলকিত
ধাই কহত বধু পাষ ॥ ৩ ॥
দ্বারে যোগীবর শরির মনোহর
জানি বুঝলু অনুমানে।
প্রেম ভকতি করি রতন থারি ভরি
ভীখ লেও তছু ঠামে ॥ ৪ ॥
সুনি তহি রাই আই করি উঠল
যোগী নিয়ড়ে হাম জাব।
জটিলা কহত যোগী নহ আন মত
দরশনে হোয়ব লাভ ॥ ৫ ॥
গোধুম চুর্ণ পূর্ণ করি থারহি
কনককটোর ভরি ঘিউ।
কর জোরি রাই লেহ করি ফুকরই
হেরইতে থরহরি জীউ ॥ ৬ ॥
যোগী কহত হাম ভীখ নাহি লেওব
মুখবচন এক চাই।
নন্দনন্দন পর জো এক অভিমান
মাফ করত হাম জাই ॥ ৭ ॥
হাসি হাসি মুখ চীর দেই ঝাপই
ভেখধারি নটরাজ।
গোবিন্দ দাস কহে বিদগধ মাধব
সাধল নিজ মন কাজ ॥—১৪১ পত্র।

শেষে সন তারিখ প্রভৃতি কিছুই নাই। কেবল লেখকের নাম—লিখিতং শ্রীবৃন্দাবন-দাষ বৈরাগী।

——

২০২। মহাজনী পদ।

পত্র—১—২; অসম্পূর্ণ। ১ম পৃষ্ঠায় ৯, ২য় পৃষ্ঠায় ১১ ও ৩য় পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তি লিখিত। সন তারিখ বা লিপিকরের নাম-ধাম কিছুই নাই। ৯৷৹×৪৷৹ ইঞ্চি পরিমিত বাঙ্গালা তুলোট কাগজে মোট ছয়টি পদ লেখা আছে;—তন্মধ্যে গোবিন্দদাসের ২টি, কিশোরীদাসের ১টি, রামানন্দ বসুর ১টি, নরোত্তম দাসের ১টি এবং যদুনন্দনের ১টি। প্রথম পদে গৌরাঙ্গের রূপ, ২য়—৫ম পদে শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং ৬ষ্ঠ পদে রাধিকার অভিসার বর্ণিত হইয়াছে। য-কারের উচ্চারণ যেখানে জ-এর অনুরূপ, সেখানে য-এর উপরে একটি বিন্দু ব্যবহৃত হইয়াছে। এই প্রণালী ১৯৪ সংখ্যক পুথিতেও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পদটি নীচে তুলিয়া দিলাম,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

লাখবান কাঞ্চন জিনী।
প্রেমে অঙ্গ ঢর ঢর মুঞ্চি জাও নিছনী ॥
ছি ছি কি কাজ সরদ কোটি শষি।
ভুবন করিয়াছে আলো রে গোরামুখের হাসি ॥
ভাঙ ভুজঙ্গ গঞ্জে মদন ধানুকী।
কুলবতী উনমত কৈল দুটি আঁখী ॥
মদনবিজই দোলে মালা।
ইথে কি পরাণে বাঁচে রে কামিনী অবলা ॥
গৌর অঙ্গে সশী সোল কলা।
গোবিন্দদাস কহে মজীল অবলা ॥ ১ ॥

দেখিয়া আইলাম তারে সই দেখিয়া আইলাম তারে।
তার এক অঙ্গে কত রূপ নঞানে না ধরে ॥
বান্ধ্যাছে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ুর পুচ্ছ বামে হেলাইয়া ॥

চরণে চরণ দিয়া কদম্ব হেলন।
হেরিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন ॥
বরণ চিকণ কালা চন্দনেতে মাখা।
ওগো আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা ॥
দশ চান্দ নাচে গায় মুরলীর রন্ধ্রে।
আর দশ চান্দ তার চরণারবৃন্দে ॥
অন্তরে পশীল রূপ পাঞ্জর কাটিয়া।
গোবিন্দদাসচিতে রহিল জাগীয়া ॥ ২ ॥

২০৩। চৈতন্যমঙ্গল—প্রকাশ খণ্ড।

রচয়িতা—কবি জয়ানন্দ। পত্র—১—১২; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ; এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। ৬ ও ৭ সংখ্যক পাতার এক পৃষ্ঠে লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৬ সাল। পুথির বাম পার্শ্বে 'জগন্নাথখণ্ড' লেখা।

জয়ানন্দের বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল মোট নয় খণ্ডে বিভক্ত;—প্রকাশখণ্ড তাহারই মধ্যবর্ত্তী ষষ্ঠ খণ্ড। ইহাতে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যান এবং নীলাচলে জগন্নাথের প্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে। উপাখ্যানটি সংক্ষেপে এইরূপ,—সূর্য্যবংশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা নিজের কীর্ত্তি চিরস্থায়ী করিবার জন্য নীলাচলে একটি সোনার 'দেউল' নির্ম্মাণ করিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৌদ্ধরূপ[১] ধারণ করিয়া তন্মধ্যে গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে ইন্দ্রদ্যুম্ন, সোনার দেউলে কাহার মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন, সে বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গেলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া, সন্ধ্যোপাসনার জন্য সমুদ্রতীরে গেলেন। ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্তে মর্ত্তে ষাট হাজার বৎসর চলিয়া গেল এবং রাজার দেউল, এই সময়ের মধ্যে সমুদ্রের বালিতে ঢাকিয়া গেল। ব্রহ্মা আসিয়া রাজাকে বলিলেন,—তুমি আপনার দেশে যাও; গিয়া যদি দেখ যে, দেউল এখনও রহিয়াছে, তবে পুনরায় আসিও; যথাযোগ্য 'মূর্ত্তি' তোমাকে দিব। রাজা আসিয়া নিজের রাজধানী বা দেউল, কিছুই দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং বটবৃক্ষ, উলূক পক্ষী ও কূর্ম্ম, ইহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ রাজধানীর সন্ধান অবগত হইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন পুনরায় রাজপুরী প্রভৃতি নির্ম্মাণপূর্ব্বক মালাবতী নামে কন্যাকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহের সময় দেবগণের সহিত ব্রহ্মা আসিয়াছিলেন। তিনি রাজার প্রার্থনা অনুসারে তাঁহাকে এই বর দিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করিয়া নিম্ববৃক্ষে শরীর ত্যাগ করিবেন। সেই নিম্ববৃক্ষ ও বিষ্ণুপঞ্জর সমুদ্রে ভাসিয়া তোমার নিকট আসিবে এবং তুমি সেই বৃক্ষ হইতে সুভদ্রা, বলরাম ও জগন্নাথ, এই ত্রিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, পূর্ব্বে যেখানে সোনার দেউল ছিল, সেইখানে পাষাণের দেউল নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে জগন্নাথ স্থাপন করিও। কিন্তু দেখিও, যেন সোনার দেউল নির্ম্মাণ করিও না; কেন না, কলিযুগে ম্লেচ্ছ রাজা হইবে; তাহারা সোনার দেউল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। যথাকালে ব্রহ্মার

১। মুদ্রিত পুস্তকে "বুদ্ধরূপ" ছাপা হইয়াছে। কিন্তু এই পুথির পাঠে 'বৌদ্ধরূপ' দেখা যায়।

বর অনুসারে রাজা জগন্নাথের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই পুথির মোটামুটি বর্ণনীয় বিষয়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ স্বরনং ॥

শ্রীজগর্ন্নাথ দেবের চরনের প্রণতিঃ।
শ্রীজগন্নাথমঙ্গল অপূর্ব্ব রচিতঃ ॥
আনন্দে প্রকাসখণ্ড যুন সাবধানেঃ।
ক্ষেত্রের মাহাত্য গোসাঞী কহেন জথাক্রেমেঃ ॥
একদিন নিলাছলে[১] চৈতন্ন গোসাঞীঃ।
দেখিবারে গেলা তারে প্রত্যুম্ন কানাঞিঃ ॥
রায় রামানন্দ পুত্রে রাজা করাইয়াঃ।
চৈতন্যদেবের ঠাঞি মিলিল আসিয়াঃ ॥
অনেক পারিসাদ সঙ্গে নিলাছলে[১] বশী।
রায় রামানন্দ জিজ্ঞাসিল হাসি হাসি ॥
কিরূপে প্রকাশ হইলা শ্রীজগন্নাথ।
কিরূপে প্রকাশ হইল মহাপ্রসাদ ভাত ॥
তোমার শ্রীমুখে যুনি ক্ষেত্রের মহিমা।
তবে ভক্তি জর্ম্মে গোসাঞী না জানিয়ে সিমা ॥
বড় কথা জিজ্ঞাসিলে রায় রামানন্দ।
এ কথা কহিতে বড় বাড়িল আনন্দ ॥
কাসি মিশ্রের বাড়িতে বশিলা টোটাশ্রমে।
ক্ষেত্রের মাহাত্য গোসাঞি কহেন জথাক্রেমে ॥
পূর্ব্বে এই স্থানে ছিল নিল পর্ব্বত।
নিলমাধব মূর্ত্তি তার পাসানসম্মত ॥
সুয্যবংসে তপ করে অনেক বৎসর।
সেবাতে হইলা তুষ্ট নিলকলেবর ॥
সুর্য্যবংসে য়ধিকার দিল উড্রদেশে।
জোগনিদ্রা গেল গোসাঞি মোনের হরিসে ॥
অনেক সন্তোসে নিদ্রা গেলা জনার্দ্দন।
পালানে অর্পিয়া পদ হইলা অদরসন ॥
কনকচর বাজির মধ্যে রহিলা শ্রীহরি।
আপনে আপনা চিন্তে জোগ ধ্যান করি ॥
পরান আর্পিয়া মোন মুক্তির কারণ।
মুক্তিসিলা নাম তির্থ হইল নারায়ণ ॥
হেন মুক্তিসিলাতে জাহার প্রাণ জায়।
সে জন সংসার ছাড়ি মুক্তিপদ পায় ॥
অক্ষয় বটবৃক্ষ পাতালেতে বৈসে।
উঠিলা পৃথিবি ভেদি কৃষ্ণের আদেশে ॥
তিন ডালে তিন তির্থ হইল্ সঞ্চারি।
গয়া পৈরাগ মহাতির্থ নিলগিরি ॥
মহাপ্রলয়েতে বটবিক্ষ্য না টুটীবে।
তার পত্রপুটে কৃষ্ণ প্রলয়ে ভাসিবে ॥ ইত্যাদি।

তবে এক মহারাজা হইল সুয্যবংসে।
ইন্দ্রদ্যুম্ন নাম তার জগত প্রকাসে ॥

... ...

পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা করিয়া জুগতি।
সুবর্ণের দেউল আরম্ভিল নরপতি ॥
কর্ম্মিগণে দেউল গড়ে বিচিত্র নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা সাক্ষ্যাত হইলা অধিষ্টান ॥
নানা চিত্রে ধাতু করে অতি যুসোভন।
সুবর্ণপুত্তলি কোটী নানা পষুগণ ॥
ত্রিভুবন জিনি হইল যুমেরু সোসর।
দেউল দেখিয়া মোহ গেলা গদাধর ॥
তবেত জগতনাথ বোদ্ধরূপ ধরি।
প্রবেস করিলা কৃষ্ণ দেউল ভিতরি ॥
গোপ্ত হইয়া জোগধ্যানে রহিলা শ্রীহরি।
দেউল সাঙ্গ হইল রাজা গেল ব্রহ্মপুরি ॥

... ...

সমুদ্রের বালিতে সেই পুরি য়াচ্ছাদিল।
ব্রহ্মার মুহুর্ত্তেক সাটী সহস্র বৎসর গেল ॥

১। নীলাচলে।

দেশ গিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরি আপনার।
পুরি দেউল থাকে ত আইস পুনর্ব্বার ॥
... ...
বটবৃক্ষ দেখি ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি।
ভূমেতে পরিয়া করে অষ্টাঙ্গে প্রণতি ॥
... ...
কহে বটবৃক্ষ ইন্দ্রদ্যুম্নের বচনে।
সূর্য্যবংসে রাজা হেন বুঝি অনুমানে ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ছিল পূর্ব্বে এই স্থানে।
সুবর্ণের দেউল দিয়া গেল এইখানে ॥
পুনরপি ইন্দ্রদ্যুম্ন না য়াইল দেসে।
অনেক রাজা মৈল তার পুরুসে পুরুসে ॥
সকল বিতান্ত য়ামি না জানি ভাল মতে।
এ কথা সুনিলাঙ আমি উলুকের সাতে ॥
রাজা বলে বটবৃক্ষ কহ উপদেসে।
কোথা সে উলুক পক্ষ কহত বিসেসে ॥
বটবৃক্ষ বলে সুন পুরুসপ্রধান।
কেহ চিরজিবি নহে উলুকসমান ॥
... ...
পক্ষ বলে আদি অন্ত সব আমি জানি।
... ...
এ সব বিতান্ত মোরে কুর্ম্ম সে কহিলে ॥
এ কথা শুনিঞা রাজা করে পুটাঞ্জলি।
কোথা য়াছে কুর্ম্মরাজ তথা য়ামী চলি ॥
পক্ষ বলে চল তুমি মোর উপদেসে।
দক্ষিণে কংস্বব বৈসে সাগরের পাসে ॥
সেতগঙ্গা মহাতির্থ মহাসরোবর।
সেতবর্ণ জল তার দেখিতে সুন্দর ॥
সেতমাধবমুর্ত্তি তাহার সন্নিধানে।
গোপ্তবেসে কৃষ্ণ তথা য়াছেন অদর্সনে ॥
সেই স্বেতগঙ্গাতিরে কুর্ম্ম য়ধিকারি।
সকল বিতান্ত জানে বিষ্ণুয়ংসধারি ॥

... ...
পক্ষ বলে কুর্ম্ম সনে আমার বড় পিরিতি।
তুমি হেথা থাক আমি জানি গিয়া স্তিতি ॥
২—৪ পত্র।

ইন্দ্রদ্যুম্নের দ্বিতীয় বার দেউল নির্ম্মাণ,—
ব্রহ্মা বলে সুন রাজা আমার উত্তর।
পাশানের দেউল দেহ তাহার উপর ॥
কলিজুগে ম্লেচ রাজা হইবে নিশ্চয়।
ভাঙ্গিবে সুবর্ণদেউল সুন মহাসয় ॥
দেউল ভাঙ্গিলে তোমার কির্ত্তি হবে নাস।
সুবর্ণদেউল দিতে রাজা না করিহ য়াস ॥
পাশানের দেউল দিয়া স্তাপ নারায়ন।
জুগে জুগে তোমার কির্ত্তি থাকিবে রাজন ॥
আজ্ঞা পায়্যা ইন্দ্রদ্যুম্ন আইল নিজ পুরি।
কর্ম্মিগণ আনাইলা পুরস্কার করি ॥
নানা দেশের কর্ম্মি য়াইল দেউল গড়িতে।
পাশান চাহিয়া বুলে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ॥
বড় বড় পাশান সব আনিল চাহিয়া।
দেউল আরম্ভে রাজা সুভ দিন পাইয়া ॥ ৬পত্র।

ভণিতা,—
চিন্তিয়া চৈতন্যগদাধরপদদ্বন্দ।
আনন্দে প্রকাসগও গায় জয়ানন্দ ॥—১০ পত্র।

শেষ,—
ক্ষেত্রের মাহাত্য সুনি ইন্দ্রদ্যুম্ন হাসে।
পাসানমুর্ত্তি হইয়া আমি থাকি ক্ষেত্রবাসে ॥
তোমার ভোগধৌত জল স্রবে নিরন্তর।
সে জল পড়িবে আমার মস্তক উপর ॥
সুনিঞা রাজার কথা কমললোচন।
ইন্দ্রদ্যুম্নে সেই বর দিলা ততক্ষণ ॥
জুগে জুগে তোমার কির্ত্তি থাকিল রাজন।
মুক্ত হইলা নাহি তোমার জিবন মরণ ॥

দিব্যদিষ্টে ইন্দ্রদ্যুম্ন হইলা পাসান।
জোড় হাথে রহিলা জগন্নাথ বিদ্যমান॥
জ্যোতিস্বরূপ আত্মা হইলা বাহিরে।
প্রবেসিলা জ্যোতি জগন্নাথের স্বরিরে॥
ভোগধৌত জল পড়ে রাজার মাথায়।
জগন্নাথ আরাধনে হইল দিব্যকায়॥
রাজ্য ভোগ দিয়া রাজা শ্রীজগন্নাথে।
মুক্তিপদ পাইয়া রহিল গরুড় পশ্চাতে॥
চিন্তিয়া চৈতন্যগদাধরপদদ্বন্দ।
আনন্দে প্রকাসখণ্ড গায় জয়ানন্দ॥*॥*॥*॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রকাসখণ্ড। শ্রীজগন্নাথ-দেবের উপাক্ষন॥ সমাপ্তঃ॥ লিখিতং শ্রীকাসিনাথ গুপ্ত সাং সাহাপুর পরগনে সাতসৈকা সন ১২৩৬ বার সও ছত্তিস সাল তারিখ ১৮ আঠারঐ জৈষ্ঠী সনিবার॥ বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে সমাপ্ত হইল॥ শ্রীগুরুচরনপাদপর্দ্য করি য়াস। লিখিলেন প্রকাসখণ্ড॥

চৈতন্যমঙ্গলে কবি যে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে এই মাত্র জানা যায় যে, বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে মাতামহগৃহে জয়ানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র। বাল্যে কবির ডাক-নাম ছিল—গুইয়া। চৈতন্য-দেব এই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া জয়ানন্দ নাম রাখেন। ১৪৩৫, কি ১৪৩৬ শকাব্দে কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। কবির পিতৃনিবাস—বর্দ্ধমানের অন্তর্গত আমাইপুর গ্রামে।

২০৪। **চৈতন্যমঙ্গল—জগন্নাথ-চরিত।**

রচয়িতা—কবি জয়ানন্দ। পত্র—১-১৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ বা ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। বানান অতিশয় অশুদ্ধ। পরিমাণ ১৪।০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫৯ সাল।

এই পুথিখানি কবি জয়ানন্দের রচিত চৈতন্যমঙ্গলের অন্তর্গত প্রকাশ খণ্ড—২০৩ সংখ্যক পুথির সহিত অভিন্ন। সামান্য পাঠভেদ ছাড়া যে যে স্থান এই পুথিতে অতিরিক্ত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পুথির আরম্ভে এই কয়টি পঙ্‌ক্তি অতিরিক্ত আছে,—

শ্রীজগন্নাথমাহার্ত্তি কথা সুন একচিত্তে।
শ্রীজগন্নাথ য়বতার হৈল্য জেন মতে॥
কোলিযুগে মহাপাপি হএ জেই জন।
তার নিস্তার হেতু জম্ম দেব জনাদ্দন॥
দারুব্রহ্ম রূপ হইল্যা দেবতা শ্রীহরি।
দর্সনে পাতক নাস সব্ব লোকে তরি॥

চৈতন্যদেব, রামানন্দ রায়ের প্রশ্নে তাঁহার নিকট নীলাচল, জগন্নাথ ও ইন্দ্রদ্যুম্নের ইতিহাস বলিতেছেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর পদতলে ব্যাধের শর বিদ্ধ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। এই বিষয়ে রায় রামানন্দ এবং মহাপ্রভুর প্রশ্নোত্তর এইরূপ,—

রায় রামানন্দ বলেন চৈতন্যচরনে।
ব্রজ্জাঙ্গ[1] স্বরিরে কাণ্ড[2] বাজিস কেমনে॥

১। বজ্রাঙ্গ। ২। কাণ্ড—শর।

শ্রীচৈতন্য গোসাঞি বলেন যুন রামানন্দ।
যুনিতে কৃষ্ণের কথা বড়ই আনন্দ॥
বেদগর্ভ নামে এক আছিলা ব্রাহ্মনে।
সেই বেদগর্ভ আইল্যা কৃষ্ণ দরসনে॥
বেদগর্ভ দেখিআ উঠিলা নারায়ন।
পাষ্ঠ অঘ্র দিল তারে বসিতে আসন॥
বেদগর্ভ বলে মোর সফল জিবন।
ব্রহ্মার অগোচর নাথ পাইলু দরসন॥
ব্রাহ্মনের পদ পাখালিলা পদ্মহাতে;
সেই পাদোদক কৃষ্ণ তুলি নিল মাথে॥
কৃষ্ণ বলেন আজি বড় ভাগ্য হেন মানি।
লক্ষি সহিত আজি পবিত্র হইলাঙ আমী॥
ব্রাহ্মনে তুসিলা কৃষ্ণ মধুর বচনে।
জত্নেতে রাখিআ তারে করা...রন্দনে॥
ভোজনে বসিল দ্বিজ করিআ রন্ধন।
ব্রাহ্মনের সাক্ষাতে বসিলা নারায়ন॥
পরম সন্তোস...করিল্যা ভোঙ্গন।
তিন ভাগ অর্ন্ন দ্বিজ করিলা ভোক্ষন॥
অবসেস অর্ন্ন দ্বিজ চাপীআ রাখিল।
চাপী...রাখিতে অর্ন্ন কুন্তল দেখিল॥
কুন্তল দেখিএ দ্বিজের কোপ উপজিল।
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে অর্ন্ন পে............॥
আচমন কোরি দিজ কোরিল গমন।
সেই য়র্ন্ন য়ঙ্গেতে মাখিল্যা নারায়ন॥
প্রসাদ বোলিয়্যা অন্ন পাএ না মাখিল।
সেই সে কারনে পদ কোমল হইল॥

১১১ পত্র।

এই অংশ মুদ্রিত চৈতন্যমঙ্গল ও ২০৩ সংখ্যক পুথিতে নাই। অনুমান হয়, পরবর্ত্তী কালে কেহ ইহা সংযোজন করিয়া থাকিবে।

সমাপ্তি-বাক্য,—

সিচৈতন্নচরন বন্দিয়া রোহিল জয়ানন্দ।
পরম সন্তোস কথা পরম য়ানন্দ॥

ইতি শ্রীজগন্নাথচোরিত্র সংপুন্ন জথা দিসৃটং তথা লিগিতং লিখ্য দোসক নাসত্রিকং॥ * * *॥ ইতি সন ১২৫৯ সাল তাঃ ২১ মাঘ লিখিতং শ্রীলোকনাথ দাস বৈরাগ্য॥

২০৫। চৈতন্য-ভাগবত—আদি খণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—৬৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ ১৪।০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৬৮১ শকাব্দ। শকাব্দের পরে একটি বাঙ্গালা সন আছে ১০৮৩। ইহা বঙ্গাব্দ হইলে পুথিখানি ২৪৫ এবং মল্লাব্দ হইলে ১৪৫ বৎসরের পুরাতন হয়। পক্ষান্তরে ১৬৮১ শকাব্দ এখন হইতে ১৭২ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং উভয় তারিখের কোনটিতেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে না।

চৈতন্যদেবের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে নবদ্বীপের অবস্থা পুথিতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

নবদ্বিপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞী।
... ...
নবদ্বিপসম্পত্তি কে বর্নিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বসএ লোক জাতি লক্ষ লক্ষ।
স্বরস্বতিদিষ্টীপাতে সভে মহাদক্ষ॥

সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেহো ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে ॥
নানা দেস হইতে লোক নবদ্বিপে জায়।
নবদ্বিপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটী অধ্যাপক নাহিক নিন্নয় ॥
রমাদৃষ্টীপাতে সর্ব্বলোক সুখে বৈষে।
ব্যর্থ কাল জায় মাত্র ব্যবহাররসে ॥
কৃষ্ণনামভক্তিস্যুন্য সকল সংসার।
প্রথমকলিতে হইল ভবিস্য আচার ॥
ধম্ম কম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডির গিতে করে জাগরনে ॥
দম্ভ করি বিসহরি পুজে কোন জন।
পাতনা (পুত্তলি) করায়ে কেহো দিয়া বহু ধন ॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের বেথ´ কাল জায় ॥
জেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তি মিশ্র সব।
তাহারাও নাহি জানে গ্রন্থ অনুভব ॥
সাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে জমপাষে ডুবি মরে ॥

... ...

সকল সংসার মত্ত ব্যবহাররসে।
কৃষ্ণপুজা কৃষ্ণভক্তি কারে নাঞি বাসে ॥
বাস্থলি পুজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ জক্ষ পুজা করে ॥
নিরবধি নির্ত্যগিত বাদ্য কলাহল।
না যুনে কৃষ্ণের নাম পরমমঙ্গল ॥

প্রজারা সামান্য কারণেই রাজ-ভয়ে ভীত হইত। তাই রাত্রিতে শ্রীবাসের কীর্ত্তন শুনিয়া প্রতিবেশীরা বলিতেছে,—

চারি ভাই শ্রীবাস মেলিয়া নিজ ঘরে।
নিসা হইলে হরিনাম গায় উচ্চস্বরে ॥
সুনিঞা পাসণ্ডি বোলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উচ্ছাদ ॥
মহাতীব্র নরপতি যবন ঞিহার।
জে (এ) আক্ষান যুনিলে প্রমাদ নদিয়ার ॥
কেহো বোলে এ ব্রাহ্মণ এ গ্রাম হইতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই পেলাইমু সোতে ॥
এ ব্রাহ্মন ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা জবনে গ্রামে করিবেক বল ॥

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও হরিসংকীর্ত্তন হইত।

সংকীর্ত্তন সহিতে প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার ॥

... ...

সর্ব্বনবদ্বিপে দেখে হইল গ্রহন।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরিকীর্ত্তন ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্থানে[১] জায়।
হরি বোল হরি বোল বলি সভে ধায় ॥
হেন হরিধ্বনি হইল সর্ব্বনদিয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিল ধ্বনি স্থান নাহি পায় ॥

... ...

গঙ্গাস্থানে[১] চলিলেন জত ভক্তগন।
নিরবধিচতুর্দিগে হরিসংকীর্ত্তন ॥

সেই মুসলমান অধিকারের কালে সাধারণের একটা বিশ্বাস ছিল যে, গৌড়ে পুনরায় ব্রাহ্মণ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাই মহাপ্রভুর জন্মের পর তাঁহার দিব্যকান্তি শরীর দেখিয়া, তিনিই সেই রাজা হইবেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন,—

১। গঙ্গাস্নানে।

বিপ্ররাজ গৌড়ে হইব হেন আছে ।
বিপ্র বলে সেই বা জানিব তাহা পাছে ॥

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর এই সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত,—

জত আপ্তবর্গ আছে সর্ব্বপরিকরে ।
অহর্নিসি সর্ব্বে আসি বালক আবরে ॥
কেহ বিষ্ণুরক্ষা কেহো দেবিরক্ষা পড়ে ।
মন্ত্র পড়ি ঘর কেহো চারি দিগে বেড়ে ॥

... ...

কেনো দেব অলখিতে গৃহেতে সান্ধায় ।
ছায়া দেখি সভে বলে এই চোর জায় ॥
উচ্চস্বরে করে কেহো নরসিংহধ্বনি ।
অপরাজিতার স্তোত্র কার মুখে সুনি ॥
নানা মতে কেহো দস দিগ বন্ধ করে ।
উঠে কলরব সচি দেবির মন্দিরে ॥
প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব জায় ।
সভে বলে এই জাতহারিনি পলায় ॥
সভে বলে ধর ধর এই চোর জায় ।
নৃসিংহ নৃসিংহ কেহো ডাকিলেন সদায় ॥
কোনো অ(ও)ঝা বলে আজি এড়াইলা ভাল ।
না জানিষ নৃসিংহের প্রতাপ বিসাল ॥

... ...

কেহো বলে দানব আসিয়াছিল ঘরে ।
রক্ষা লাগি সিস্থরে নারিল লঙ্ঘিবারে ॥
সিস্থ লঙ্ঘিবারে না পারিয়া ক্রোধমনে ।
অপচয় করি পলাইল নিজ স্থানে ॥

এক মাস পরে শয্যোত্থান-পর্ব্বের অনুষ্ঠান এইরূপ,—

বালক উথানপর্ব্বে জত নারিগন ।
সচি সঙ্গে গঙ্গাস্থানে করিলা গমন ॥
বাদ্য গিত কোলাহলে করি গঙ্গাস্তান ।
আগে গঙ্গা পুজি তবে গেলা ষষ্ঠীস্থান ॥
জথাবিধি পুজিলেন দেবের চরন ।
আইলেন গৃহ পরিপুর্ন্ন নারিগন ॥
খই কলা তৈল সিন্দুর গুয়া পান ।
সভারে দিলেন তাই করিয়া সম্মান ॥
বালকেরে আসংসিয়া সব নারিগন ।
চলিলেন গৃহে বন্দি আইর চরন ॥

কাহাকেও পুরস্কৃত করিতে হইলে, তাহার মাথায় (নূতন) বস্ত্র বান্ধিয়া দেওয়ার রীতি ছিল ।

এথা সর্ব্বগন সেষে করেন বিচার ।
কে আনিল দেখ বস্ত্র বান্ধি সিরে তার ॥

নবদ্বীপের পড়ুয়াগণের চিত্র,—

এই মত প্রতি দিনে পড়িয়া স্থনিয়া ।
গঙ্গাস্নানে চলে নিজ বয়স্থ লইয়া ॥
পড়ুয়ার অন্ত নাই নবদ্বিপপুরে ।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সভে গঙ্গাস্নান করে ॥
এক অধ্যাপকের সহস্র সিস্যগন ।
অন্যোন্যে কলহ প্রভু করেন অনুক্ষন ॥
প্রথম বয়েষ প্রভুর সভাবে চঞ্চল ।
পড়ুয়াগনের সঙ্গে করয়ে কন্দল ॥
কেহো বোলে তোর গুরু কোন বুদ্ধি তার ।
সেহ বোলে এই বোল আমি সিস্য জার ॥
এই মত অল্পে অল্পে হয় গালাগালি ।
তবে জল পেলাপেলি তবে দেন বালি ॥
তবে হয় মারামারি জে জাহারে পারে ।
কর্দ্দম পেলিয়া কারো গায় কেহো মারে ॥
রাজার দোহাই দিয়া কেহো কারে ধরে ।
মারিয়া পলায় কেহো গঙ্গার ও পারে ॥

এত হুড়াহুড়ি করে পঢ়ুয়া সকল।
বালি কাদাময় হইল সব গঙ্গাজল ॥
জল ভরিবারে নাহি পারে নারিগন।
না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মন সজ্জন ॥

মহাপ্রভুর বিবাহের সময়,—

তবে আই পতিব্রতাগন লয়্যা সঙ্গে।
পরম আনন্দ করিলেন বহু রঙ্গে ॥
আগে গঙ্গা পুজি.া হর্ষমনে।
তবে বাদ্য বাজনে গেলেন সষ্টিস্থানে ॥
সষ্টী পুজি তবে বহু মন্দিরে মন্দিরে।
লোকাচার করিয়া আইলা নিজ ঘরে ॥
তবে খৈ কলা তৈল তাম্বুল সিন্দুরে।
দিয়া হরসিত করিলেন স্ত্রীগনেরে ॥

বর-সজ্জা,—

প্রভুর সভেই বেস নাগিলা করিতে ॥
চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রীঅঙ্গ।
সর্ব্ব অঙ্গে বিন্দু বিন্দু তথি দিল গন্ধ ॥
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন।
তথি মধ্যে ফাগু গন্ধবিন্দু সুসোভন ॥
অদ্ভুত মকুট সোভে শ্রীসির উপরে।
সুগন্ধি মালায় পূর্ণ কৈল কলেবরে ॥
দিব্য সুক্ষ্ম পিতবস্ত্র ত্রিকচ্ছবিধানে।
পরাইয়া কজ্জল দিলেন দু নয়ানে ॥
ধান্য দুর্ব্বা সুত্র করে করিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন রম্ভামঞ্জরি দর্পন ॥
সুবর্ন কুণ্ডল দুই শ্রুতিমুলে সাজে।
নবরত্ন হার বান্ধিলেন বাহু মাঝে ॥

ভণিতা,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাষ তছু পদযুগে গান ॥

অধ্যায়-সমাপ্তি,—

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীহরিদাষঠঃকুরগুনকথনে দ্বাদষ অধ্যায় ॥

শেষ,—

জে সুনয়ে আদিখণ্ডে চৈতন্যের কথা।
তাহারে সে গৌরচন্দ্র মিলিব সর্ব্বথা ॥
ইশ্বরপুরির স্থানে করিয়া বিদায়।
গৃহে আইলেন প্রভু গৌরচন্দ্র রায় ॥
সুনি সর্ব্ব নবদ্বিপ হৈলা আনন্দিত।
প্রান আসি দেহে জেন হৈল উপস্থিত ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে গয়াবিহারাদি পুনঃ গৃহাগমনং নাম ত্রয়োদস অধ্যায় ॥০॥*॥১৩॥*॥ সকাব্দে সোড়স সতে সৈকাসীতিসমন্বীতে ॥ শ্রীলচৈতন্যচন্দ্র-লিলাস্থাখ্যমাপ্তিকং ॥*॥০॥*॥ সমাপ্তাশ্চায়ং শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ডঃ ॥ অথ আদি-খণ্ডস্য নির্ঘণ্টাখ্যাত ॥ ইতি সন ১০৮৩ সালে ১৬ অগ্রানে সোম বারে এ পুস্তক লিখ সমাপ্ত হইলেন ॥ মোকাম বর্দ্ধমান ॥ নিজ সহর ॥ লিখিতং শ্রীগুরুপ্রসাদ দাষ মিত্রস্য সাকিম চাবড়া পরগনে বিষ্ণুপুর চৌকি ওন্দা ॥

অনেক পুথিতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে আদি খণ্ড শেষ হইয়াছে দেখা যায়; কিন্তু এই পুথিতে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শেষ দেখা যাইতেছে। প্রথম কএক পাতায় য-এর উপরে বিন্দু ব্যবহৃত হইয়াছে। এই য-এর উচ্চারণ জ-এর অনুরূপ।

২০৬। চৈতন্য-ভাগবত—আদি খণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—৯৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। অক্ষর বড় বড় ও পরিষ্কার। পরিমাণ ১৪৷৹×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল—১১১৬ সাল।

২০৫ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি অভিন্ন; সুতরাং ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল না। নিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থ-ভ্রমণের পরিচয় মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের মোটামুটি একটি তীর্থের তালিকা ইহা হইতে পাওয়া যাইবে।

প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ বনে গেলা একেশ্বর॥
গয়া দিয়া কাশি গেলা শিবরাজধানী।
যহি ধারা বহে গঙ্গা উত্তরবাহিনী॥

... ...

প্রয়াগে করিলা মাঘ মাসে তাহা স্নান।
তবে মথুরায় গেলা বড় গঙ্গাস্নান॥
যমুনা বিশ্রামঘাটে করি জলকেলি।
গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বুলেন কুতুহলি॥
বৃন্দাবন আদি যত দ্বাদশ বন।
একে একে সব প্রভু করেন ভ্রমণ॥
গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া॥
তবে প্রভু মদনগোপাল নমস্করি।
চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী॥

... ...

বলরামকীর্ত্তি দেখি হস্তিনা নগরে।
তঁহি হলধর বলি নমস্কার করে॥
তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ।
সমুদ্রে করিয়া স্নান হইলা আনন্দ॥
সিদ্ধপুর গেলা তবে কপিলের স্থান।
মৎস্যতীর্থে মৎস্যেরে করিল অন্নদান॥
শিবকাঞ্চি বিষ্ণুকাঞ্চি গেলা নিত্যানন্দ।
দেখি হাসে দুই গনে মহামহোদন্দ॥
কুরুক্ষেত্র পৃথূদক সিন্ধু সরোবর।
প্রভাস গেলেন সুদর্শন তীর্থবর॥
ত্রিতকুপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা।
তবে ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থেরে চলিলা॥
প্রতিস্রোতা গেলা প্রভু প্রাচী সরস্বতী।
নৈমিষারণ্য তবে গেলা মহামতি॥
তবে গেলা নিত্যানন্দ অজোধ্যা নগরে।
রামজন্মভূমি দেখি কান্দিলা বিস্তরে॥
তবে গেলা গুহক চণ্ডালরাজ যথা।
মহামূর্চ্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা॥

... ...

যে যে বনে আছিল ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে গড়ি জায় নিত্যানন্দ॥
তবে গেলা সরজু কৌষিকি করি স্নান।
তবে গেলা পৌলস্ত্য আশ্রম পুণ্যস্থান॥
গোমতি গণ্ডকী শোন তীর্থে স্নান করি।
তবে গেলা মহেন্দ্রপর্ব্বতচূড়াপরি॥
পরশুরামেরে তহি করি নমস্কার।
তবে গেলা গঙ্গাজন্মভূমি হরিদ্বার॥
পম্পা ভীমরথী গেলা সপ্ত গোদাবরী।
বেশ্বতীর্থ (?) পিপাসায় মজ্জন আচরি॥
কাত্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্ব্বত গেলা যথা মহেশ পার্ব্বতী॥

... ...

তবে নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড় গেলেন॥
দেখিয়া বেঙ্কটনাথ কানকোষ্ঠী (?) পুরী।

কাঞ্চি নবিধার গিয়া গেলেন কাবেরী ॥
তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্যস্থান।
তবে করিলেন হরিক্ষেত্রেতে পয়ান ॥
ঋষভ পর্ব্বত গেলা দক্ষিণমথুরা।
কৃতমালা তাম্রক(প)র্ণী যমুনা উত্তরা ॥
মলয় পর্ব্বতে গেলা অগস্ত্য আলয়।

... ...

তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের ভুবন।
দেখিলেন প্রভু বসিয়াছে বৌদ্ধগণ ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে ॥
পালাইলা বৌদ্ধগণ হাঁসিঞা হাঁসিঞা।
বন ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইঞা ॥
তবে প্রভু আইলেন কন্যকানগর।
দুর্গাদেবী দেখি গেলা দক্ষিণসাগর ॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে।
তবে গেলা পঞ্চপ্সরার সরোবরে ॥
গোকর্ণাক্ষ গেলা প্রভু শিবের মন্দীরে।
কুলাচলে ত্রিগর্ত্ত কেরুলে ঘরে ঘরে ॥
দ্বৈপায়নী আর্য্যা দেখি নিত্যানন্দ রায়।
নিবেশ্বাপয়োষ্ণি (?) তাপি ভ্রমেন লীলায় ॥
রেমা মাহেশ্বতী পুরী মল্লতীর্থে গেলা।
সুর্পাবক দেখি প্রভু প্রতিচী চলিলা ॥

... ...

সেতুবন্ধে আইলেন কথোক দিবসে ॥
ধনুতীর্থে স্নান করি গেলা রামেশ্বর।
তবে আইলেন প্রভু বিজয়া নগর ॥
মায়াপুরী অবন্তি দেখিয়া গোদাবরী।
আইলা বিজয় নরসিংহদেবপুরী ॥
ত্রিমল্ল দেখিয়া কুর্ম্মনাথ পুণ্যস্থান।
শেষে নীলাচলচন্দ্র দেখি[তে] করিলা
প্রয়ান ॥

আইলেন নীলাচলচন্দ্রের নগরে।
ধ্বজা দেখি মাত্র মূর্চ্ছা হইলা শরীরে ॥

... ...

এই মত নিত্যানন্দ থাকি নীলাচলে।
দেখি গঙ্গাসাগর আইলা কুতুহলে ॥

মহাপ্রভুর ভক্তিবিকার-সকল দেখিয়া সাধারণ লোকে তাহাকে বায়ুরোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে এবং তাহার উপশমের জন্য এই সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিতেছে,—

বুদ্ধিমন্ত খান আর মুকুন্দ সঞ্জয়।
গোষ্ঠী সহে আইলেন প্রভুর আলয় ॥
বিষ্ণুতৈল নারায়ণ তৈল দেই শিরে।
সভে করে প্রতিকার যার জেন স্ফুরে ॥

... ...

কেহ বলে হইল দানব অধিষ্ঠান।
কেহ বলে হেন বুঝি ডাকিনীর কাম ॥
কেহ বলে সদায় করেন বাক্যবায়।
অতএব হৈল বায়ু জানিহ নিশ্চয় ॥

... ...

বহুবিধ পাকতৈল সভে দিল শিরে।
তৈলদ্রোণে থুইলেন তাঁর কলেবরে ॥
তৈলদ্রোণে ভাসে প্রভু হাঁসে খল খল।

চৈতন্যদেব অবতার বলিয়া পূজিত হইবার পর, আরও কয়েক ব্যক্তি নিজেকে অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু নকল জিনিষ কখনও স্থায়ী হয় না। আজ তাঁহাদের নাম পর্য্যন্তও কেহ অবগত নহে।

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপীগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওআইয়া ॥

উদর ভরণ লাগি পাপীষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করিয়া আপনারে কেহো বলে ॥
কোন পাপী সব ছাড়ি কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওআয়ে কত ভূতগণ ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা জাহার।
কোন লাজে আপনারে গাওআয় সে ছার ॥
রাঢ়ে আর এক মহাব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্রকাছ মাত্র কাছে ॥
সে পাপীষ্ঠ আপনারে বলায় গোপাল।
অতএব তারে সবে বলেন পি(শি)আল ॥

চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বে এ দেশে বাঙ্গালা নাটক রচিত ও অভিনীত হইত,—

সকল বৃত্তান্ত কহিলেন শিশুগণে।
কেহো বলে বুঝিলাঙ ভাবের কারণে ॥
পূর্ব্বে দশরথ ভাবে এক নটবর।
রামবনবাসে এড়িলেন কলেবর ॥—৪২পত্র

ভণিতা,—

১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র নিত্যানন্দ জান।
শ্রীবৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥
২। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র জান।
শ্রীবৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

এই পুথিতে অধ্যায়-সমাপ্তির সূচক কোনও বাক্য লিখিত হয় নাই। এমন কি, আদি-খণ্ডের শেষেও কোন সমাপ্তি-বাক্য বা লিপি-করের নাম-ধাম প্রভৃতি কিছুই নাই। পুথির শেষে মাত্র এই অংশটুকু লিখিত আছে,—

আদিখণ্ডকথা দিব্যাং যে শৃণ্বন্তি পরাত্মনঃ।
সর্ব্বাপরাধনির্ম্মুক্তন্তে তরন্তি শুনিশ্চিতং ॥ ১ ॥
যে পঠন্তি মহাত্মনো বিলিখন্তি পরাশরে।
প্রলয়েপিচ তেষাং তিষ্টত্যেন হরেঃ স্মৃতিঃ ॥
জন্মাবধিগয়াভূমিগমনে যৎ কথোদয়ং। তৎ কথ্যন্তে বিজ্ঞজনেনাদিখণ্ডস্ত লক্ষনং ॥ ৩ ॥
কারন্যং ভক্তিদাতর্থে চৈতন্যগুনবর্নিনঃ।
অনয়া কথনে নাস্তি নিত্যানন্দ সঃ প্রভুঃ ॥
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥ সন ১১১৬ শাল বিতেরিখ ॥ ২৩ ॥ তেইসজ্রি জ্যৈষ্ঠঃ ॥*॥•॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণাদরায় নমঃ ॥

২০৭। চৈতন্যভাগবত—মধ্য খণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—১৬৮; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। লেখা পরিষ্কার ও অক্ষর বড়। মাঝে মাঝে কয়েকটি পত্র কীটদষ্ট। অধ্যায়ের শেষে সমাপ্তি-বাক্য এবং পুথির শেষে লিপি-করের নাম নাই। পরিমাণ ১৪ × ৪৷৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১২২ সাল। চৈতন্যমঙ্গলের মধ্য খণ্ডে মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা অর্থাৎ গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বন্দনা-শ্লোকের পর প্রথম অংশ এই,—

গয়া করি আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
পরিপূর্ণ হৈল ধ্বনি নদীয়া নগর ॥
ধাইলেন জত জত আপ্তবর্গ আছে।
কেহ আগে কেহ মাঝে কেহ অতি পাছে ॥
যথাজোগ্য করি প্রভু সভারে সম্ভাষ।
বিশ্বম্ভর দেখি সবে হইলা উল্লাস ॥
আগু বাড়াইয়া সবে আনি নিজ ঘরে।
তির্থকথা সভারে কহিল বিশ্বম্ভরে ॥

প্রভু বলে তোমা সভাকার আসির্ব্বাদে।
গয়াভুমি দেখিলাঙ অতি নির্ব্বিরোধে॥
পরম লম্ব্র[১] হইয়া প্রভু কথা কয়।
সভে তুষ্ট হইলেন দেখিআ বিনয়॥
সীরে হাথ দিআ কেহো চিরজিবি করে।
সর্ব্ব অঙ্গে হাথ দিয়া কেহ মন্ত্র পঢ়ে॥
কেহ বক্ষে হাথ দিয়া করে আসির্ব্বাদ।
গোবিন্দ সিতলানন্দ করুন প্রসাদ॥
হইল আনন্দময় শচি ভাগ্যবতি।
পুত্র দেখি হরিসে ন চে[ত]েন আছে কতি॥
লক্ষির জনক[পুরে] আনন্দ উঠিল।
পতিমুখ দেখিআ লক্ষির দুঃখ গেল॥
সকল বৈষ্ণবগন হরিস হইলা।
দেখিতেও সেই ক্ষনে কেহো কেহো গেলা॥
সভারে করিল প্রভু বিনয় শম্ভাস।
বিদায় দিলেন সবে গেলা নিজ বাস॥
বিষ্ণুভক্ত গুটি দুই চারি সঙ্গে লৈয়া।
রহঃকথা কহিবারে বসিলেন গিআ॥
প্রভু বলে বন্ধু সব যুন কহি কথা।
কৃষ্ণের অপুর্ব্ব যে দেখিল যথা যথা॥
গয়ার ভিতর মাত্র হৈলাঙ প্রবেস।
প্রথমে সে যুনিলাঙ মঙ্গল বিশেষ॥
সহস্র সহস্র বিপ্র করে বেদধ্বনি।
দেখ দেখ বিষ্ণুপাদোদক তীর্থখানি॥
পুর্ব্বে কৃষ্ণ জবে কৈলা গয়াগমন।
সেই স্থানে বসি প্রভু ধুইলা চরণ॥
জার পাদোদক লাগি গঙ্গার মহত্ত্ব।
শীরে ধরি শিব জানে পাদোদক মহত্ব॥
সে চরণ উদক প্রভাবে সেই স্থান।
জগতে হইল পাদোদক তির্থ নাম॥

পাদপদ্ম তির্থের লইতে প্রভু নাম।
আঝরে ঝরএ দুই কমল নয়ান॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
ভরিল পুষ্পের বন মহাপ্রেমজলে।
মোহস্বাষ ছাড়ে প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥
পুলকে পুর্ণিত হইল সব কলেবর।
স্থির নহে প্রভু কম্প ভাবে থর থর॥
—ইত্যাদি।

সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চ নিনাদে নিদ্রাসুখ-বঞ্চিত সাধারণের পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি কবি বড়ই স্বাভাবিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; পাঠকগণকে উহা উপহার দিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

কেহ বলে এগুলার কি হইল বাই।
কেহ বলে রাত্রে নিদ্রা জাইতে না পাই॥
কেহ বলে গোশাঞি রুসিব ঘন ডাকে।
এগুলার সর্ব্বনাশ হব এই পাকে॥
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
পরম ঔদ্ধত্ত হেন সভার ব্যবহার॥
কেহ বলে কিশের কির্ত্তন কেবা জানে।
এত পাক করাএন শ্রীবাস বামনে॥
মাগিয়া খাইতে লাগে মেলি চারি ভাই।
হরি বলি ডাক ছাড়ে জেন মহা বাই॥
মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হএ।
রাত্রি করি ডাকিলে সে পুণ্য জনমএ॥
কেহ বলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের বাদে হৈল দেশের উৎসাদ॥
আজি মুঞি দেয়ানে যুনিলুঁ সর্ব্বথা।
রাজ আজ্ঞায় দুই নৌকা আইশে এথা॥
যুনিলেন নদিয়ার কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরিআ লৈবার হৈল রাজার আদেশ॥

১। নম্র।

যেই দিগে পলাইব শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমা সবা লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত॥
তখনে বলিল মুঞি হইয়া মুখর।
শ্রীবাসের ঘর পেলি গঙ্গার উপর॥
তখনে না কৈল ইহা পরিহাশ জ্ঞানে।
সর্ব্বনাশ হয় ইবে দেখ বিদ্যমানে॥
কেহ বলে আমরাসভার কোন দায়।
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব জে আসিয়া চায়॥
এই মত কথা হইল নগরে নগরে।
রাজনৌকা আইশে বৈষ্ণব ধরিবারে॥
বৈষ্ণবসমাজ সব এ কথা স্থনিলা।
গোবিন্দ স্ময়রি সব ভয় নিবারিলা॥
... ...
নিশিতে এগুলা খায় মদিরা আনিঞা॥
এগুলা সকল মধুবতিসিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে॥
চারি প্রহর নিশি নিদ্রা জাইতে না পাই।
বল বল হুস্কার জে স্থনিএ সদায়॥

সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বের বিলাস-সামগ্রীর একটি তালিকা,—

দিব্য খট্টা হিঙ্গুল পিত্তলে সোভা করে।
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥
তাহে দিব্য সয্যা সোভে অতি সুক্ষ্মবেশে।
পট্ট নেত বালীস সোভয় চারি পাশে॥
বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি চারি পাঁচ।
দিব্য পিত্তলের বাটা পাকা পান তাথ॥
দিব্য আলবাটি দুই সোভে দুই পাশে।
পান খাইয়া অধরসোভা দেখি হাসে॥
দিব্য ময়ূরের পাখা লইয়া দুই জনে।
বাতাস করিতে আছে দোঁহে সর্ব্বক্ষণে॥
চন্দনের উর্দ্ধতিলক সোভে কপালে।
গন্ধের সহিত তাহে ফাগুবিন্দু মিলে॥
কি কহিব সে কেশভারের সংস্কার।
দিব্য গন্ধ আমলকী বই নাহি আর॥
... ...
সমুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবান।
বিসইর প্রায় জেন ব্যবহার সংস্থান॥

রাজপুত্রের ন্যায় বিলাসী এই ব্যক্তি আর কেহই নহেন—ভক্তসমাজের শিরোমণি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

প্রাতঃকালে কীর্ত্তনান্তে গৌরাঙ্গদেবকে দেখিয়া জগাই মাধাই বলিতেছে,—

প্রভুকে দেখিয়া বলে নিমাঞি পণ্ডিত।
করাইলে সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডির গীত॥
গায়ন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাও।
সকল আনিঞা দিব যেবা যথা পাও॥

নবাবী আমলে রাজসরকারে বা অন্যত্র লেখাপড়া ও কেরাণীর কাজ প্রায়শঃ কায়স্থে-রাই করিতেন। এই সময়কার চিত্রগুপ্তের দপ্তরেও আমরা কায়স্থ কেরাণীর প্রভাব লক্ষ্য করিতেছি। চিত্রগুপ্ত জগাই মাধাইএর পাপের পরিমাণ করিতেছেন,—

চিত্রগুপ্ত বলে স্থন ধর্ম্মরাজ।
এ বিফল পরিশ্রমে আর কিবা কাজ॥
লক্ষেক কায়স্থে যদি এক মাস পড়ি।
তথাপি পাইতে অন্ত শীঘ্র হয় বড়ি॥
... ...
এই দুইর পাপ নিরন্তর দূতে কহে।
লেখিতে কায়স্থ সবে উ... জন্মএ॥

বামাচারী সন্ন্যাসী তাঁহার তীর্থ-ভ্রমণের পরিচয় দিতেছেন,—

আমি করিলাঙ যে পৃথিবি পর্য্যটন।
অজোধ্যা মথুরা মায়া বদরিকাশ্রম॥

গুজুরাট কাসি গয়া বিজয়নগরী।
সিংহল গেলাঙ আমি জত আছে পুরী॥

শ্রীচৈতন্যদেব নগর-কীর্ত্তন করিবেন শুনিয়া, নগরবাসীরা নিজ নিজ দ্বারদেশে মাঙ্গল্য দ্রব্য স্থাপন করিতেছে,—

কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পুর্ণঘট সোভে নারিকেল আম্রসারে॥
ঘৃতের প্রদিপ জলে পরম সুন্দর।
দধি দূর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর॥

যে সকল স্থান দিয়া মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজির বাড়ী গিয়াছিলেন, তাহার নাম,—

গঙ্গাতিরে তিরে পথ আছে নদিয়ায়।
আগে সেই পথে চলি জায় গৌররায়॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি॥
বারকোনা ঘাট নগরিয়াঘাট গিয়া।
গঙ্গার ঘাট দিয়া গেলা সিমুলিয়া॥

মধ্য,—

করিব করিব কেহ বলএ সন্তোষে।
কেহ বলে দুই জন ক্ষিপ্ত মন্ত্রদোষে॥
তোমরাও পাগল হইয়া মন্ত্রদোশে।
আমা সভা পাগল করিতে আস্য কিশে॥
জেগুলা চৈতন্যনৃত্যে না পাইয়া দ্বার।
তার বাড়ি গেলে সত্য বলে মার মার॥
ভব্য ভব্য লোক সব হইল পাগল।
নিমাঞি পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল॥
কেহ বলে দুই জন কিবা চোরচোর।
ছলা করি চর্চ্চিয়া বুলে প্রতি ঘরে ঘর॥
এমত প্রকট কেন করিব সুজনে।
আর আইলে ধরিআ লইব দেয়ানে॥
সুনি সুনি নিত্যানন্দ হরিদাস হাসে।
চৈতন্যের আজ্ঞাবলে না পায় তরাসে॥
এই মত ঘরে ঘরে বলিয়া বলিয়া।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভরস্থানে কহে গিয়া॥
এক দিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহাদস্যুপ্রায় দুই মদ্যপ বিশাল॥
সেই দুইজনকথা কহিতে আপার।
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য মাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ॥
দেয়ানে নাহিক দেখা বলএ কোটাল।
মদ্যপান বিনে তার নাহি জায় কাল॥
দুই জনে পথে পড়ি গড়াগড়ি জায়।
জাহারে জে পায় শেই তাহারে কিলায়॥
দূরে থাকি পথে লোক সব দেখে রঙ্গ।
সেইখানে নিত্যানন্দ হরিদাস সঙ্গ॥
ক্ষণে দুই জনে প্রীতি ক্ষণে ধরে ছলে।
চকার বকার সব্দ উচ্চস্বরে বলে॥
নদিয়ার বিপ্রের করিব জাতি নাশ।
মদ্যের বিক্ষেপে কারে করয়ে আশ্বাষ॥
সর্ব্বপাপ সে দুইর শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দাপাপ সবে না হইল॥
অহর্নিস মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে।
নহিল বৈষ্ণব নিন্দা এই সব পাকে॥
—ইত্যাদি

ভণিতা,—

১। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু ভাল ভক্তবৃন্দ
বৃন্দাবনদাস রস গান॥

২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

শেষ,—

মধ্যখণ্ডে ঈশ্বরের সন্ন্যাশ গ্রহণ।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ মহাপ্রভু।
এই বাঞ্ছা ইহা জেন না পাশরি কভু॥
হেন দিন হইব চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত ভক্তবৃন্দ॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর॥
মুখেহ যে জন বলে নিত্যানন্দদাস।
সে অবস্য দেখিবেক চৈতন্যপ্রকাশ॥
চৈতন্যের প্রিয়তম নিত্যানন্দ রায়।
প্রভু ভৃত্য সঙ্গে জেন না ছাড়ে আমায়॥
জগতের প্রেমদাতা হেন নিত্যানন্দ।
তাঁর হইয়া ভজোঁ জেন প্রভু গৌরচন্দ্র॥
সংশারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবেক সে ভজুক নিতাই ঠাকুরে॥
কাঠের পুত্তলি জেন কুহকে নাচায়।
এই মত গৌরচন্দ্র সভারে বোলায়॥
পক্ষ জেন আকাসের অন্ত নাহি পায়।
জত শক্তি থাকে তত দুর উড়ি জায়॥
এই মত চৈতন্যকথার অন্ত নাঞি পাই।
জারে জত দেন শক্তি তত সভে গাই॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তস্থু পদযুগে গান॥০॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবনদাসকৃতৌ মধ্যখণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥ ইত্যাদি॥০॥ সন ১১২২ সাল মাহ ২৫ আসাড়॥০॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণং॥

ইহার পর ১৬৭ পত্রের অবশিষ্টাংশে এবং ১৬৮ পত্রে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও অগ্নিপুরাণ হইতে হরিনামের মহিমাসূচক কয়েকটি শ্লোক ও চৈতন্যদেবের কথিত ত্রৈলোক্যমঙ্গল নামক রাধাকৃষ্ণের কবচ লিখিত আছে।

২০৮। চৈতন্যভাগবত—অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১-১০৫, সম্পূর্ণ। শাদা রঙের বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯—১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত আছে। পুথিতে দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর রহিয়াছে,—৯২ পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার তিন পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত এক হাতের এবং অবশিষ্ট দ্বিতীয় হাতের লেখা। প্রথম লেখক দশম অধ্যায়ে পুথি শেষ করিয়াছেন; তাহার পর হইতে দ্বিতীয় লেখক আর তিন অধ্যায় লিখিয়া দিয়াছেন। অধ্যায়ের শেষে সমাপ্তি-বাক্য নাই। কয়েকটি পাতার লেখা কিছু কিছু মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৪॥০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১২৭ সাল। বন্দনার পর প্রথম অংশ এই,—

শেষখণ্ডকথা ভাই শুন একমনে।
নীলাচলে গৌরচন্দ্র আইলা যেমনে॥
করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টক নগর॥
করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ।
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন॥
বোল বোল বুলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য॥
স্বাস হাস স্বেদ কম্প পুলক হুঙ্কার।
না জানী কতেক হইল আনন্দবিকার॥

কোটি সিংহ প্রায় জেন বিশাল গর্জ্জন।
আছাড় দেখিতে ভয় পায় সর্ব্বজন ॥
কোন দিগে দণ্ড কমুণ্ডলু বা পড়িলা।
নিজ প্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হৈলা ॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুকে ধরিলা।
করিলেন আলিঙ্গন বড় তুষ্ট হইলা ॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গন।
ভারতির বিষ্ণুভক্তি হইল তখন ॥
পাক দিঞা দণ্ড কমুণ্ডলু দূরে পেলি।
স্বকৃতি ভারতি নাচে হরি হরি বলি ॥
বাহ্য দূর গেল ভারতির প্রেমরসে।
গড়াগড়ি জায় বাস না সম্বরে শেষে ॥
ভারতিরে কৃপা হৈল প্রভুরে দেখিঞা।
সর্ব্বথা সর্ব্বথা হরি বলে ডাক দিয়া ॥
সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য।
দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভৃত্য ॥
—ইত্যাদি।

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যখন নীলাচলে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন পাঠানদের সহিত উড়িষ্যাধিপতির যুদ্ধ চলিতেছে। এই অবস্থায় এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে যাওয়া নিরাপদ্ নহে মনে করিয়া ভক্তগণ বলিতেছেন,—

তথাপিহ হইঞাছে দুর্ঘট সময়ে।
সে রাজ্যে এখনে কেহ পথ নাহি বহে ॥
দুই রাজা হইঞাছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহাদশ্য স্থানে পথে পরম প্রমাদ ॥
যাবৎ উৎপাত কিছু উপসম নয়।
তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয় ॥

পাঠান-রাজ্যের সীমান্তে সেই সময়ে রামচন্দ্র খান নামে একজন সেনাধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারই সহায়তা লাভে মহাপ্রভু নির্ব্বিঘ্নে উড়িষ্যা দেশে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তবে শেষে সর্ব্বলোক লাগিলা কহিতে।
এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ রাজ্যেতে ॥
প্রভু বলে তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচলে আমি জাই কেমতে সকাল ॥

... ...

রামচন্দ্র খান বলে শুন মহাসয়।
যে তোমার [ইচ্ছা] সে কর্ত্তব্য নিশ্চয় ॥
সবে হইঞাছে প্রভু বিষম বিষয়।
এ দেশে সে দেশে কেহো পথ নাহি বয় ॥
রাজারা ত্রিশূল পুতিআছে স্থানে স্থানে।
পথিতেরে দাস সব নিল ত পরাণে ॥
কোন দিগ দিঞা যদি পাঠাও লুকাইঞা।
তাহাতে ডরাঙ প্রভু শুন মন দিয়া ॥
মুঞি সে লস্কর এথা সব মোর ভার।
লাগালি পাইলে আগে সংসয় আমার ॥

... ...

যাতি প্রাণ ধন কেন আমার না জায়।
রাত্র্যে আজি তোমারে পাঠাব সর্ব্বথায় ॥

যে পথে তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা,—

কূলে উঠিলে সে বাঘে লঞা পালায়।
জলে পড়িলে সে কুম্ভিরে লঞা খায় ॥
নিরবধি এ পানিতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলে সে ধন প্রাণ দুই নাশ করে ॥

যাজপুরের বর্ণনা,—

যাজপুরে যতেক আছয়ে দেবস্থান।
লক্ষ বৎসরেও তার লইতে নারি নাম ॥
দেবালয় নাহি তথা হেন নাহি স্থান।
কেবল দেবের বাস যাজপুর গ্রাম ॥

চৈতন্যদেব প্রথম যখন নীলাচলে আসেন, রাজা প্রতাপরুদ্র সেই সময়ে যুদ্ধোপলক্ষ্যে বিজয় নগরে ছিলেন।

যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র না ছিলা উৎকলে॥
যুদ্ধরসে গিঞাছিলা বিজয় নগরে।
অতএব প্রভু না দেখিলা সে বারে॥

হুশেন সাহা উৎকল দেশে দেবমূর্ত্তি নষ্ট করিয়াছিলেন,—

এ হোসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥
হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।
তথাপিও এবে না মানএ কত অন্ধ॥

... ...

ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করেন প্রমাদ॥

মাধবেন্দ্র পুরীর সময়ে দেশের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অবস্থা,—

কৃষ্ণযাত্রা অহোরাত্রি কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
র উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন॥
কর্ম্ম ধর্ম্ম এই লো সব মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দেবতা জানএ মাত্র ষষ্ঠী বিষহরি।
তাহারে পূজয়ে সভে মহাদম্ভ করি॥
ধন বংশ বাঢ়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য মাংশে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
জগীপাল ভগীপাল মহিপালের গীত।
ইহাই শুনিতে লোক বড় আনন্দিত॥

মাধবেন্দ্র পুরীর তিরোধান-তিথি উপলক্ষ্যে করিয়া, অদ্বৈতাচার্য্য প্রতি বৎসর এক একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। এতদুপলক্ষ্যে কি পরিমাণ দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইত, তাহা আজকালকার দিনে আমাদের জানিয়া রাখা দরকার।—

আপনে সে মহাপ্রভু পরম সন্তোষে।
সম্ভারের সজ্জ দেখি বুলেন হরিষে॥
তণ্ডুল দেখেন প্রভু ঘর দুই চারি।
পর্ব্বত প্রমান দেখে কাষ্ঠ সারি সারি॥
ঘর পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থলি।
ঘর দুই চারি দেখে মুগের বিশলি॥
নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর পাঁচ সাত।
ঘর দশ বার প্রভু দেখে খোলা পাত॥
ঘর দুই চারি প্রভু দেখে চিপিটক।
সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক॥
না জানি কতেক নারিকেল গুআ পান।
কোথা হৈতে আসিঞা হইল বিদ্যমান॥
পটোল বাস্তুক থোড় আলু শাক মান।
কত ঘর ভরিঞাছে নাহিক প্রমান॥
সহস্র সহস্র ঘড়া দেখি দধি দুগ্ধ।
ক্ষীর ইক্ষুদণ্ড অঙ্কুর সনে সব মুদ্গ॥
তৈল ঘৃত লবন কলস দেখি যত।
সকল অনন্ত লিখিবারে পারি কত॥
অতি অমানুষী দেখি সকল সম্ভার।
চিত্তে জেন প্রভু হইলেন চমৎকার॥

নিম্নলিখিত ডাকাতির বিবরণটি একটু দীর্ঘ হইলেও এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

সেই দুষ্ট ব্রাহ্মন পরম সে দুর্ম্মতি।
লইয়া সকল দস্যু করেন যুগতি॥
অরে ভাই সব আর কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডী মাতা নিধি মিলাইলা এক ঠাঞি॥

এই অবধূতের অঙ্গেতে অলঙ্কার।
সোনা রূপা হিরা কশা বহি নাহি আর॥
কত লক্ষ তঙ্কার পদার্থ নাহি জানি।
চণ্ডী মাতা এক ঠাঞি মিলায়ল আনি॥
শুন্ন বাড়িপানে থাকে হিরন্যের ঘরে।
কাটিয়া আনিব এক দণ্ডের ভিতরে॥
ঢাল খাঁড়া লই সবে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কথোক নিশায়॥
এই মত যুক্তি করি সব দশ্যুগণ।
সভে নিশাভাগ রাত্রে করিলা গমন॥
খাণ্ডা ছুরি ত্রিশূল লইঞা জনে জনে।
আসিয়া বেঢ়ল নিত্যানন্দ যেই স্থানে॥

... ...

চরে আসি কহিলেক দৈশ্যুগণ স্থানে।
ভাত খায়ে নিত্যানন্দ জাগে সর্ব্বজনে॥
দশ্যুগণ বলে সভে সুউক খাইঞা।
আমরাও বসি সভে হানা দিব গিঞা॥
বসিলা সকল দশ্যু এক বৃক্ষতলে।
পরধন পাইবেন এই কুতুহলে॥
কেহ বলে আমার সোনার টাড়বালা।
কেহ বলে আমি লব মুকুতার মালা॥
কেহ বলে আমী নিব কর্ণ আভরণ।
ছুরি সব নিব মুঞি বলে কোন জন॥
কেহ বলে আমি নিব রূপার নূপুর।
সভে এই মনকলা খাএন প্রচুর॥

... ...

হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছাএ।
নিদ্রা ভগবতি আসি চাপিলা সভায়ে॥

... ...

কাকরবে জাগিলেন সব দস্যুগণ।
রাত্রি নাঞি দেখি হৈলা ব্যস্ত দুঃখমন॥

অস্ত্রে ব,চেস্ত ঢাল খাঁড়া পেলাইয়া বনে।
সত্বরে চলিলা দস্যুগণ গঙ্গাস্নানে॥

... ...

যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।
এক দিন গেলে কি সকল দিন জায়॥
বুঝিলাঙ চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে।
বিনি চণ্ডী পূজিয়া গেলাঙ যে কারণে॥
ভাল করি আজি সভে মদ্য মাংস দিয়া।
চল সভে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া॥
এতেকে করিয়া যুক্তি সব দশ্যুগণ।
মদ্য মাংস দিয়া সভে করিল পূজন॥
এক দিন দশ্যুগণ কাছি নানা অস্ত্র।
আইলেন দেবীস্থানে পরি নীল বস্ত্র॥
মহানিশা সর্ব্বলোক আছেন শয়নে।
হেনই সময়ে বেঢ়িলেন দশ্যুগনে॥
বাড়ির নিকটে থাকি সব দশ্যু দেখে।
চত্তুর্দ্দিগে অনেক পাইকে বাড়ি রাখে॥

... ...

দশ্যুগনে দেখি ব হইলা বিস্মিত।
বাড়ি ছাড়ি ই বসিলা এক ভিত॥
সর্ব্বদশ্যুগণ যুক্তি লাগিলা করিতে।
কোথাকার পদাতিক আইলা এথাতে॥
কেহ বলে অবধূত কেমনে জানিঞা।
কার পদাতিক এবা আনিঞাছে মাগিঞা॥

... ...

সকল দশ্যের সেনাপতি যে ব্রাহ্মন।
সে বলএ জানিলাঙ যে সব কারণ॥
যত বড় বড় লোক চতুর্দ্দিগ হৈতে।
সভেই আইসেন অবধূতেরে দেখিতে॥
কোন দিগে হৈতে কোন বিশ্বাস লস্কর।
তার পদাতিক আসিয়াছে বহুতর॥

অতএব পদাতিক সকল ভাবুক।
এই সে কারণে হরি হরি করে জপ॥
এবা নহে তোলা পদাতিক আনি থাকে।
তবে কথো দিন এড়াইব এই পাকে॥
অতএব আজি চল সভে ঘর জাই।
চাপে চুপে দিন দশ বসি থাক ভাই॥

মধ্য,—

শুনিঞা প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাকুর্ব্বাদ।
তুষ্ট হই প্রভু তারে করিলা প্রসাদ॥
প্রভু বলে কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণকর্ম্ম বিনে কভুঁ না করিহ আর॥
নিরন্তর গিঞা কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
তোমার রক্ষিতা কৃষ্ণচন্দ্র সুদর্শন॥
তুমি আর সর্ব্বভৌম রামানন্দ রায়।
তিনের নিমিত্তে মুঞি আইলুঁ এথায়॥
এবে এক বাক্য পালন করিবা আমার।
মোরে না করিবা তুমি কথাহ প্রচার॥
এ সে নহে আমার প্রচার কর তুমি।
তবে এথা ছাড়ি সত্য চলিবাও আমি॥
এত বলি আপনার গলার মালা দিঞা।
বিদায় দিলেন তাঁরে সন্তোষ হইঞা॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
শ্রীবৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥
২। প্রণত হইয়া বলে বৃন্দাবনদাস।
এতেক জানিয়া রাজা করহ বিশ্বাস॥

এই ভণিতার পর হইতেই দ্বিতীয় হাতের লেখা আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে মোট তিনটি অধ্যায়। তাহার বর্ণনীয় বিষয় এই,—মহাপ্রভু এক দিন শেষ রাত্রে সেতুবন্ধ রামেশ্বর দেখিতে গেলেন। ভক্তগণ তাঁহার বিরহে ক্রন্দন আরম্ভ করিলে, দৈববাণী হইল, তোমরা কাঁদিও না। দিন দুইএর মধ্যে তিনি ফিরিয়া আসিবেন। এ দিকে মহাপ্রভু সেতু-বন্ধে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া, লঙ্কা হইতে বিভীষণ আসিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। বিভীষণকে ভক্তি দান করিয়া এবং মাসের মধ্যে একবার করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে যাইবার আদেশ দিয়া, তথা হইতে মহাপ্রভু ত্রিকূট (চিত্রকূট ?) পর্ব্বতে গেলেন। এইখানে ত্রেতা যুগে রাম অবতারে তিনি এক বাণে সাতটি তালগাছ বিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহারা তদবধি বাণবিদ্ধ অবস্থায়ই এখানে আছে। এখন মহাপ্রভুকে দেখিয়া, সেই সাতটি তাল-গাছ আসিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন দান করিলে, তাহারা মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল। ইহার পর নিত্যানন্দের কথা মনে হওয়ায় মহাপ্রভু সিংহবেগে নীলাচলে চলিয়া আসিলেন এবং ভক্তগণ তাঁহাকে পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলেন।

অতঃপর মহাপ্রভু নীলাচল হইতে নবদ্বীপ এবং তথা হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে কুলীনগ্রামে অনন্ত মিশ্রকে তাঁহার ব্যবহৃত একখানি কাঁথা দেন। খড়দহে আসিয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করিবার অনুমতি দেন। এখান হইতে তিনি মাত্র গদাধরকে সঙ্গে লইয়া কাটোয়ায় আসেন এবং রূপ সনাতন দুই ভাই এইখানে ইহাঁদের সহিত মিলিত হন। বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি পাঁচ বৎসর অবস্থানপূর্ব্বক গদাধরের সহিত অনেক লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার সাধন করেন। সে কাহিনী এইরূপ,—

হোরো দেখ অই নন্দ জসোদার ঘর।
তোমারে দেখিতে জে জাইতাঙ নিরন্তর॥
অইখানে আছিল গাছ জমল অর্জ্জুন।
তুনি লাগি রানি তোমা করিল বন্ধন॥
ভাঙ্গিলে ইন্দ্রের পূজা সেহ এই স্থল।
গোবর্দ্ধন ধরি পূর্ব্বে রাখিলে সকল॥
উভ হাথ করি গদাধর মহাসয়।
প্রভুরে দেখাএ প্রভু বলে হয় হয়॥
প্রভু বলে গদাধর সব পড়ে মনে।
তোমার বাপের বাড়ি বল কোনখানে॥
গদাধর বলে অই দেখ ভানুপুরি।
প্রভু কহে বল আআনের কোন বাড়ি॥
সুনি গদাধরদাস করে জোড় হাথ।
ইহা কহিতে আমি নারিল প্রাণনাথ॥
প্রভু বলে চিনিলে জানিলে সর্ব্বস্থান।
আপন স্বামির বাড়ি তাহা নাহি চিন॥
গদাধর বলে সত্য কহিলে বচন।
ঘর প্রতি আমার না ছিল দ্রঢ় মন॥
নিরবধি করিতাম তোমার ধেয়ান।
তে কারণে চিনিতে না পারি সেই স্থান॥
প্রভু বলে আআনের বাড়ি দেখ দুরে।
তোমার ননদী জথা চিনিল আমারে॥
পলাইআ আসিতে জথা নুপুর পড়িল।
সেই স্থান দেখ জথা বংসী হারাইল॥
—ইত্যাদি।

এইরূপে লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার করিয়া, মহাপ্রভু নীলাচলে আসেন এবং এক দিন জগন্নাথদেবকে স্পর্শ করিয়া এই মর জগৎ হইতে অন্তর্হ্নত হন। এই তিনটি অধ্যায়ের বিবরণ এত বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, অনেক মুদ্রিত এবং হস্তলিখিত পুথিতে ইহা পাওয়া যায় না।

শেষ,—

নারায়নিসুত শ্রীবৃন্দাবনদাস।
তিন খণ্ডে পুথি কৈল পাষণ্ডি বিশ্বাষ॥
... ...
নারায়নি নামে শ্রীনিবাসের নন্দিনি।
পু(পা)ত্র অবশেষ জারে দিলা গৌরমনি॥
তার সুত বৃন্দাবনদাস দাস দাস।
জে করিল চৈতন্যলিলার প্রকাস॥
সুনহ ভকত ভাই চৈতন্যের লিলা।
ভবসিন্ধু হবে পার জদি বা বান্ধ ভেলা॥
সর্ব্বজীবগণে আমি করি পরিহার।
হরি বিনে পরিনামে গতি নাহি আর॥
সংসারসমুদ্র ভাই বড়ই পাথার।
চেতন করহ ভাই চৈতন্য অবতার॥
জখন মরিবে কেহ না ছুইব অঙ্গ।
বন্ধু দারা পুত্র কেহ না জাইব সঙ্গ॥
... ...
জীবনে মরণে সঙ্গ কর নারায়ণ।
সেই দেহ ধন্য সেহ............॥
... ...
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগ গান॥•॥

পুস্তক তৃতিঅ খণ্ড চতকাব্যাতিভাঁতি শ্রীলশ্রীচৈতন্যচন্দ্রকির্তিমঙ্গল্যনামা রচয়তি [ইত্যাদি অশুদ্ধ শ্লোক]। অর্থ তিন খণ্ড পুস্তক কৈল বৃন্দাবনদাস ॥*॥১৪॥*॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রচরন......জামৃতপুস্তকং॥ মহাসুয্য মহাদ্ভুতং পঠেৎ যস্যামৃত ভোক্ষনং লিখিতং শ্রীবৃন্দাবন দাস সর্ব্বাপরাধক্ষে......নন মধুসুদন॥.........জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। স্বাক্ষর শ্রীরামেশ্বর দাসস্য॥ইতি শেষ খণ্ড পুস্তক

সমাপ্ত ॥*॥ পুস্তকমিদং শ্রীযুত বৃন্দাবন দাস ॥ পুস্তক লিখিলাম শ্রীবৃন্দাবনদাস। ......ইতি সন ১১২৭ সাল.........বৃহস্পতিবার ॥

২০৯। চৈতন্যভাগবত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র ১—৮৮; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ; প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। প্রথম তিন পাতা ছিন্ন এবং কতকটা গলিত। কোন্ পাতায় কত অধ্যায়ের আরম্ভ বা শেষ, তাহা প্রত্যেক পাতার বাম দিকের উপরে লাল কালিতে লেখা আছে। পনেরটি অধ্যায়ে আদি-খণ্ড শেষ হইয়াছে। কারণ, লিপিকর ভ্রম-বশতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়টিকেই চারি অধ্যায়ে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছেন। নতুবা ১২শ অধ্যায় ঠিক আছে। অধ্যায়ের শেষে সমাপ্তি-বাক্য নাই। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপি-কাল ১১৯০ সাল।

শেষ,—

ইশ্বর পুরীর স্থানে করিয়া বিদায়।
গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥
স্তুনি সর্ব্ব নবদ্বিপ হৈল আনন্দিত।
প্রাণ আসি দেহে জেন হৈল উপনিত ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
শ্রীবৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৫॥*

আদ্যখণ্ডকথা দিব্যা [ইত্যাদি শ্লোক] ঠাকুর-বৃন্দাবনদাসপাদপদ্মে মস্তক্তিরস্তু ॥ লিখিতং শ্রীনিত্যানন্দ দেবসর্ম্মা ॥ সন ১১৯০ সাল তারিখ ২৬ জ্যৈষ্ঠ ॥*॥

২১০। চৈতন্যভাগবত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১-১৩৯; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা শাদা রঙ্গের তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত; কচিৎ কোন পৃষ্ঠায় ৯ বা ১১ পঙ্‌ক্তিও আছে। প্রত্যেক পাতার প্রথম পৃষ্ঠায়, বাম দিকের উপরে লাল কালিতে অধ্যায়-সংখ্যা লিখিত। অধ্যায়ের শেষে সমাপ্তি-বাক্য বা পুথির শেষে লেখকের নাম নাই; কিন্তু হাতের লেখা ২০৯ সংখ্যক পুথির লেখকের অনুরূপ দেখিয়া এই উভয় পুথির লেখককে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯০ সাল। অধ্যায়-বিভাগের তারতম্যে পুথিখানিতে ২৬ অধ্যায় স্থলে ২৯টি অধ্যায় আছে।

শেষ,—

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দচাঁদ প্রভু জান।
শ্রীবৃন্দাবনদাস তস্থ পদযুগে গান ॥

ইতি মধ্যখণ্ড সমাপ্ত ॥*॥২৯॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোষক ॥ ইতি সন ১১৯০ সাল তারিখ ১৮ ভাদ্র রোজ সোম বার ॥

২১১। চৈতন্যভাগবত — অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—৯৯; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ; প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। ৫৮ পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কিছুই লেখা নাই। শেষের কয়েকটি পাতা ছিন্ন এবং গলিত। প্রত্যেক পাতার বাম দিকে অধ্যায়-সংখ্যা লেখা আছে। অধ্যায়ের শেষে সমাপ্তি-বাক্য এবং পুথির শেষে লিপিকরের নাম নাই। ১৩ অধ্যায়ে এই খণ্ড শেষ হইয়াছে। ২০৮ সংখ্যক পুথির বিবরণে যে শেষ তিনটি অধ্যায়ের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, সেই অধ্যায়োক্ত বিষয়গুলি এই পুথিতে নাই। জগন্নাথদেব কর্ত্তৃক পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে স্বপ্নযোগে শাস্তি প্রদান পর্য্যন্ত এই পুথিতে বর্ণিত আছে। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চ। শেষ খণ্ডের বিস্তৃত পরিচয় ২০৮ সংখ্যক বিবরণে দেওয়া হইয়াছে। শেষ,—

হেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রভাব।
ইহারে যে গৌরচন্দ্র প্রভু বোলে বাপ॥
পাদপদ্ম [স্পর্শ] ভএ না করে গঙ্গাস্নান।
সবে গঙ্গা দেখেন করেন জলপান॥
এ ভক্তের নাম লই শ্রীগৌরসুন্দর।
পুণ্ডরীক নাম ধরি কান্দেন বিস্তর॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিচরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাহারে কৃষ্ণপাদপদ্ম মিলে॥
এইরূপ নিলাচলে করেন বিহার।
পশ্চাৎ সকল নিলা করিব প্রচার॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
শ্রীবৃন্দাবনদাস তসু পদযুগে গান॥*॥১৩॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যানিলা সমাপ্ত। শ্রীবাসবাসকৃতভক্তিরসপ্রকাশ [ইত্যাদি দুইটি সংস্কৃত শ্লোক]।

২১২। চৈতন্যভাগবত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—৮৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত; দুই একটি পত্রে ১৪ বা ১৩ পঙ্‌ক্তিও আছে। পুথির শেষে এবং অধ্যায়ান্তে সমাপ্তি-বাক্য ও লিপিকরের নাম-ধাম নাই। দুইজন লিপিকরের হস্তাক্ষর আছে,—৫ম পত্র পর্য্যন্ত প্রথম হাতের এবং অবশিষ্ট সমস্ত দ্বিতীয় হাতের লেখা। পরিমাণ ১৫।০ × ৫।০ ইঞ্চ। শেষ,—

ঈশ্বর পুরীর স্থানে হইয়া বিদায়।
গৃহে আইলেন প্রভু গৌরাঙ্গ রায়॥
শুনি সর্ব্বনবদ্বীপ হৈলা আনন্দিত।
প্রাণ আসি দেহে যেন হৈল উপনীত॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র জান।
শ্রীবৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥০॥১২॥

শেষে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। সমাপ্তি-বাক্য, লেখকের নাম-ধাম বা সন-তারিখ প্রভৃতি কিছুই নাই।

২১৩। চৈতন্যভাগবত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—১২৮; সম্পূর্ণ। ১০৩ পাতার পর একটি

ক্রোড়পত্র আছে। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি করিয়া লিখিত। তিন জন লেখকের হস্তাক্ষর দেখা যায়;—২৪শ পত্র পর্য্যন্ত প্রথম হাতের, ৬৩ পত্র পর্য্যন্ত দ্বিতীয় হাতের এবং অবশিষ্ট সমস্ত তৃতীয় হাতের লেখা। প্রথম হাতের লেখা, ২১২ সংখ্যক পুথির লেখার অনুরূপ। অধ্যায়ের শেষে সমাপ্তি-বাক্য এবং লিপিকরের নাম নাই। পরিমাণ ১৫।০×৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৪ সাল।

ভণিতা,—

১। জয় গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তসু পদযুগে গান॥

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবনদাসকৃতৌ মধ্যখণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥ ইত্যাদি ॥০॥ সন ১২৩৪ সাল তারিখ ২৬ পৌষ বুধবার॥ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শরণং॥

২১৪। চৈতন্যভাগবত—অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—৮৯; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি করিয়া লিখিত। লেখকের নাম ও অধ্যায়-শেষে সমাপ্তি-বাক্য নাই। পুথির লেখা ২১২ এবং ২১৩ সংখ্যক পুথির তৃতীয় হাতের লেখার অনুরূপ। পরিমাণ ১৫×৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৫ সাল।

২০৮ সংখ্যক পুথির বিবরণে যে অন্ত্যখণ্ড-খানির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এই পুথিখানি অবিকল তাহার অনুরূপ। এই দুইখানি অন্ত্যখণ্ডের শেষের তিনটি অধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেন না, অধিকাংশ পুথিতেই ইহা দেখা যায় না। অনুমান হয়, ২০৮ সংখ্যক পুথি দেখিয়াই আলোচ্য পুথিখানি নকল করা হইয়াছিল। যেহেতু নিম্নলিখিত অংশটুকু এই উভয় পুথিতেই একরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

প্রণত হইয়া বলে বৃন্দাবনদাস।
এতেক জানিয়া রাজা করহ বিশ্বাস ॥১০॥
সম্পূর্ণমিতি ॥০॥০॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান॥
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

অন্ত খণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায়॥—৮১।১ পত্র।

ভণিতা,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

শেষ,—

জখন মরিবে কেহ না ছুইবে অঙ্গ।
বন্ধু দারা পুত্র কেহ না জাইব সঙ্গ॥
মহাক্লেষ করি অর্থ উপার্জ্জন করি।
পুসিবে কুটুম্ব বন্ধু পুত্র মিত্র নারি॥
মরিবার কালে কেহ নাহি চলে সঙ্গে।
ধন জন গ্রহ যায় বসি দেখে রঙ্গে॥
নিজ দেহে লইয়া জাইতে নাহি পারে।
যাহারে পুসিলে ঘৃত মধু উপহারে॥
চন্দন লেপিলে জাহে পূর্ণ অলঙ্কারে।
গোঁপ দাড়ি বড় বড় দির্ঘ কেশভারে॥

পৃয় কথা ছাড়ি কটু কহিয়া কহিয়া।
বিরক্ত হইয়া মরে মদে মত্ত হয়্যা॥
সে সব রহিবে কোথা মরিবার কালে।
যমের যাতনা আর কে কহিতে পারে॥
কতো ভাগ্যে মনুস্য দুল্লভ দেহ ধরি।
মোর দেহ মোর ধন মোর নারি গারি॥
মরিবার কালে কেহ সংহতি না জায়।
নিজ দেহ পচিলে কুকুরে নাহি খায়॥
জিবনে মরণে সঙ্গ কর নারায়ণ।
সেই দেহ ধন্য সেই বৈকুণ্ঠের জন॥
তারে সে বলিবে ভাই চতুর সুজনা।
সচৈতন্যে করে সে কৃষ্ণের প্রার্থনা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

......অর্থ তিন খণ্ড পুস্তক কৈল বৃন্দাবন দাস ॥*॥১৪॥*॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রচরণজামৃত-পুস্তকং ইতি শেষ খণ্ড সমাপ্ত॥ সন ১২৩৫ সাল তারিখ ৩১...শকাব্দা ১৭৪৯ তিথী চতুর্থি দিবস।

২১৫। চৈতন্যভাগবত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—৮৯; সম্পূর্ণ। শাদা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙক্তি করিয়া লিখিত। ৮১ পত্রের পর একটি অতিরিক্ত পাতা আছে। প্রথম অংশের কতকগুলি পাতা ছেঁড়া। অধ্যায়ান্তে, পুথির শেষে সমাপ্তি-বাক্য এবং লিপিকরের নাম নাই। প্রত্যেক ভণিতা লাল কালিতে লেখা। ১৪ অধ্যায়ে পুথি শেষ। পরিমাণ ১১॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি।

শেষ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ পহু জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥১৪॥*॥

আদিখণ্ডকথা দিব্যাং [ইত্যাদি তিনটি সংস্কৃত শ্লোক]। আদিখণ্ড এবঞ্চ বেদ-সহস্রং প্রকীর্ত্তিতং সম্পূর্ণং ॥*॥ সমাপ্তায়াং শ্রীমতশ্চৈতন্যভাগবতং আদিখণ্ডঃ ॥১৪॥ মোং। স ইন্দ্রপ্রস্থে॥

২১৬। চৈতন্যভাগবত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—১৩৯; সম্পূর্ণ। ৫০ হইতে ৫৯ পত্রাঙ্ক ভুলে দুই বার দেওয়া আছে; লিপিকর সেখানে এই কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন,—"ইহার পত্র অঙ্ক ভুল পড়িয়াছে।" বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখা আছে। হাতের লেখা আগাগোড়া এক রকম বলিয়া মনে হয় না। অধ্যায়ের শেষে সমাপ্তিবাক্য এবং পুথির শেষে লিপিকারের নাম নাই। অধ্যায়-সংখ্যা—২৮। পরিমাণ ১২৸০ × ৪॥০ ইঞ্চি।

শেষ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদজুগে গান॥*॥

ইতি মধ্যখণ্ড শ্রীচৈতন্যভাগবত পুস্তক সমাপ্ত॥

২১৭। চৈতন্যভাগবত—অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—১০৭; সম্পূর্ণ। শাদা রঙের বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। অধ্যায়—১২। অধিকাংশ অধ্যায়ের শেষে সমাপ্ত-বাক্য নাই। পরিমাণ ১২৸০ × ৪৷৹ ইঞ্চ। লিপিকাল ১১৪৩ সাল। ২০৮ ও ২১৪ সংখ্যক বিবরণে যে দুইখানি অন্ত্যখণ্ডের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত এই পুথিখানি অভিন্ন। বিশেষতঃ সেই পুথি দুইখানির অন্তিম তিনটি অধ্যায়ও এই পুথিতে দেখা যাইতেছে। তাহা হইতে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের বিবরণটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পণ্ডিতেরে মহাপ্রভু কহিলা আপনে।
আমার মানস পূর্ণ হৈল এত দিনে॥
গৃহস্ত সন্যাসী দৈশ্য হিংসক জত জন।
কুলের বৌহার সুখ দুখ অকিঞ্চন॥
সর্ব্বজন হরিনাম বলে শুনে গায়।
হরিনামে পরিণাম তরিব হেলায়॥
ইহা যদি বুঝিলেক সর্ব্বজীবগণ।
তবে আর মোর এথা নাহি প্রয়োজন॥
এইরূপে মহ সুখে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
জগন্নাথ মহাসুখে দরশন করি॥
সে প্রেম সে হুঙ্কার সে আছাড় যে খায়।
দেখিয়া সকল লোক করে হায় হায়॥
তবে বাহ্য পাই প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
গদাধরে বোলে প্রভু শুন গদাধর॥
আমি আগে জাই তুমি আসিহ পশ্চাতে।
এত বলি শ্রীদেউলে প্রবেশ কৈল নাথে॥
পড়িছা বলে কোথা জাহ রহ সন্ন্যাসী।
প্রভু কহে জগন্নাথ পরশিয়া আসি॥
রহ রহ বোলে সভে বেত্র লয় করে।
নিশেধ না শুনি প্রভু চলিলা ভিতরে॥
জগন্নাথ পরশীয়া হৈলা অন্তর্দ্ধ্যান।
দেখিতে না পায় প্রভু গেলা নিজস্থান॥
সর্ব্বলোক বোলে ভাই ন্যাসী নহে এই।
অনুমানে জানিলাঙ চৈতন্য গোশাঞী॥
কেহো বলে সন্যাসী হইল অন্তর্দ্ধ্যান।
নিশ্চয়ে জানিল সভে প্রভু ভগবান॥
এইরূপে গৌরচন্দ্র হৈলা অন্তর্দ্ধ্যান।
পণ্ডিত লৈয়া কিছু শুনহ আখ্যান॥

শেষ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥*॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২ ॥*॥ ইতি তিন খণ্ড সমাপ্তা ইতি॥···লিখিতং বাবুরাম দাসশর্ম্মণঃ॥ ইন্দ্রপ্রস্থে স্থিতেঃ॥ সকাব্দা * ১৬৫৮ প্রাকৃত সন ১১৪৩ সাল তাং ১৮ শ্রাবণ।

ইহার অপর পৃষ্ঠায় "জায় পুস্তকপাত ষুমার আদিখণ্ড ৮৯ মধ্যখণ্ড ১৩৯ অন্ত্যখণ্ড ১০৭—৩৩৫ তিন সও পঞ্চিতিষ পাত ইতি" এই লেখা দেখিয়া বোধ হয়, ২১৫ ও ২১৬ সংখ্যক পুথি দুইখানিও এই লিপিকারেরই লিখিত। কেন না, এই পত্রসংখ্যা উক্ত পুথি দুইখানির পত্রসংখ্যার সহিত মিলিয়া যাইতেছে। আলোচ্য পুথির ন্যায় ২১৫ সংখ্যক পুথির সমাপ্তিবাক্যেও "ইন্দ্রপ্রস্থে" এই কথা এবং হাতের লেখা দেখিয়া উক্ত ধারণা ঠিক বলিয়া

মনে হয়। সুতরাং বলিতে হয়, ঐ দুইখানি পুথিও ১১৪৩ সালে বা উহার নিকটবর্ত্তী সময়ে লিখিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভির্ব্বোমুভির্ব্বোঃ তদাসদাসদাসং কুরু ॥*॥

২১৮। চৈতন্যভাগবত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—২০৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা আছে। প্রত্যেক পাতার বাম দিকে "চৈতন্য-ভাগবত" এবং ডান দিকে "মধ্যখণ্ড" লেখা আছে। পয়ারের ছেদচিহ্ন লাল কালিতে লেখা। অধ্যায়-সংখ্যা—৩১। অধ্যায়ের শেষে সমাপ্তিবাক্য নাই। লিপিকাল হয় ১৭০৮ শকাব্দ, না হয় ত ১৭৮০ হইতে ১৭৮৯ শকের যে কোনও অব্দ হইবে। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, লেখক লিখিয়াছেন—১৭৮ শক। এরূপ ক্ষেত্রে ১৭ অঙ্কের পৃষ্ঠে একটি বিন্দু, নতুবা ৮এর পৃষ্ঠে ১ হইতে ৯এর মধ্যে যে কোনও একটি অঙ্ক অনুমান করা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। পরিমাণ ১৩৷০ × ৪॥০ ইঞ্চি।

শেষ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
শ্রীবৃন্দাবনদাস তছু পদজুগে গান ॥*॥৩১॥

একত্রিংস অধ্যায় ॥ * ॥ সমাপ্তশ্চায় [শ্চায়ং] মধ্যখণ্ড ॥০॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। সুভমস্তু সকাব্দা ১৭৮ সক ভাদ্রস্য ২৭ সপ্ত-বিংসতি দিবসে শনিবাসরে গোধুলিসমএ মিতি ॥ লিপিরিঅং শ্রীহরিহর দাস ঘোষ

২১৯। চৈতন্যমঙ্গল—সন্ন্যাসখণ্ড।

রচয়িতা—লোচনদাস। পত্র—১—২১, ২৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা আছে। ৪র্থ এবং শেষের পত্র ছিন্ন। পরিমাণ ১৪ × ৪৷৵০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৫ সাল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের ইতিবৃত্ত এই খণ্ডের বর্ণনীয় বিষয়। প্রথম অংশ এই,—

শ্রীশ্রীগুরুদেবচরণ ভরসা ॥
অথ সন্যাসখণ্ড লিখ্যতে।

আচম্বীতা কতো দিনে কেসব ভারথি।
আইলা সন্যাসিবর অতি সুর্দ্ধমতি ॥
মহাতেজ সন্যাসিবর মহা ভাগবত।
পুর্ব্বজর্ম্মাজিত কত পুন্যের পর্ব্বত ॥
আচম্বিতা আসিয়া দেখিল বিস্বম্ভরে।
বিস্বাম্ভরে দেখি তুষ্ট হইলা ন্যাসিবরে ॥
উঠিয়া ঠাকুর কৈলা চরণ বন্দন।
সন্যাসি দেখিয়া প্রেমে ঝরে দুনয়ন ॥ ইত্যাদি।

ভণিতা,—

এ বোল বলিয়া প্রভু নিজ ঘরে জায়।
কাতর অন্তরে কথা এ লোচনে গায় ॥

শেষ,—

হরিগুন গায় গাওয়ায় জেবা জন।
অবস্য জাইবে সে বৈকণ্ট ভুবন ॥

ভজ রে ভজ রে ভাই গোরাচান্দের
শ্রীচরণ।
বদন ভরিয়া হরি বল সর্ব্বজন ॥
অবশ্য জাইবে দিন দুঃখ বা সুখে।
কলিযুগে হরিনাম জে বিস্মিত হবে মুখে।
জমের তাড়না দুঃখ প্রস্থে এই লিখে ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মধ্যের খণ্ডের সন্যাষনিলা গ্রন্থ সমাপ্ত ॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। ইতি সন ১১৮৫ সাল তারিখ ৩১ শ্রাবন রোজ বৃহস্পতি বার॥ বেলা ছয় দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল ॥*॥

২২০। চৈতন্যমঙ্গল—সূত্র, আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড।

রচয়িতা—লোচনদাস বা ত্রিলোচনদাস। পত্র—১—১৪৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ; অধিকাংশ পাতা দোভাঁজ-করা। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ ১৪ × ৪৮৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৩ সাল।

রুক্মিণী-শ্রীকৃষ্ণ-সংবাদ, জগৎসংসার ভক্তিহীন দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের নিকট নারদ মুনির আগমন, নারদের নিকট কৃষ্ণের গৌর অবতার গ্রহণে অঙ্গীকার, শিব ও ব্রহ্মলোকে নারদ কর্ত্তৃক উক্ত সংবাদ প্রচার, শিব, ব্রহ্মা ও পার্ব্বতীর আনন্দ এবং অবতারতত্ত্বের বিশ্লেষণ, ভগবৎপার্ষদ-গণের বিভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি সূত্র-খণ্ডের বর্ণনীয় বিষয়। আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ডে যথাক্রমে মহাপ্রভুর জন্ম, বাল্যলীলা, নবদ্বীপ-লীলা ও সন্ন্যাস-জীবনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অংশ এই,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥
বন্দে গুরূনীশভক্তান্ [ইত্যাদি শ্লোক]
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
সুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥

জয় রে জয় রে জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
অবনি অবতার।
ইহ লোকের ভাগ্যে প্রিথিবি সো জুগ রে
শ্রীপাদ জার অলঙ্কার ॥
জগত প্রীদিপ নবদ্বিপে উদয় কৈল
করুনাকিরন পরকাসে।
অনেক দিনের জত ভকত তিসায় ছিল
তারা ধায়ল প্রেমপ্রিয়াসে ॥
মধুময় কমলে জেন সট্‌পদ ভ্রমরা ভুলে
জেন চাঁদ চকোরার মেলি।
বারিসার মেঘ দেখি চাতক ফুকারিল
পীউ পীউ ডাকে মাতোআলি ॥
নাচয়ে ভাবক ভোরা প্রেম বরিসয়ে গোরা
হুঙ্কার গর্জ্জন সিংহনাদে।
আপনের জেন ধন হারাঞা পাঞাছিল
অনুগত আরতিয়া কান্দে ॥
বনের হাতিয়া জেন বনদাবানলে পুড়ি
অমিঞা সাগরে দিল ঝাপ।
ঐছন প্রেমের রঙ্গ অঙ্গ গড়াইঞা
পাসরিল পুরুবের তাপ ॥
... ...

কেদার রাগ ॥
করুনা ভরল সব হেম গোরা গা।
বন্দীয়া গাইব সে সিতল রাঙ্গা পা ॥
সকল ভকত লঞা বৈসহ আসরে।
ও পদ সিতল বা নাগুক কলেবরে ॥

সচির তুলাল প্রভু করো পরণাম।
বারেক করুণা দিঠে কর অবধান ॥
অভিন্নচৈতন্য বন্দ ঠাকুর অবধুত।
শ্রীনিত্যানন্দ নাম রোহিনির সুত ॥
গোরাগুনগরবে গর্গর মাতে আর।
আনন্দে বন্দিয়া গাব চরন তাঁহার ॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি দেবসিরোমণি।
জার পদপরসাদে ধন্য এ ধরনি ॥
অদ্বৈত মহাপ্রভুর অপ্রমিত নিলা।
সুনিলে মুগুরে কাষ্ট দরপয়ে সিলা ॥
বন্দীয়া গাইব সে সিতার প্রানন থ।
করুনা করহ প্রভু করোঁ জোড় হাথ ॥
ইত্যাদি।

সূত্রখণ্ডের শেষ,—

সুত্রখণ্ড সায় কথা কহিল কথন।
অবতার আদিখণ্ড কহিব এখন ॥
ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে সুত্রখণ্ড সংপুর্ণং ॥*॥

ভণিতা,—

কৃষ্ণের নিঠুরপনা সুনিতে তরাস।
কহিতে মরিয়ে কহে এ লোচনদাস ॥

শেষ,—

সুন সুন সর্ব্বজন গৌরচন্দ্রনিলা।
এইরূপে মহাপ্রভু নিলাচলে রহিলা ॥
কত সত পাতকি অধম উদ্ধারিল।
প্রেমায় আনন্দভাবে প্রথিবি পুরিল ॥
সুন সব জন গোরাচাঁদের প্রকাস।
আনন্দহৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥*॥
সুত্র আদি মধ্যখণ্ড অন্ত খণ্ড সায়।
আনন্দে চৈতন্যলিলা এ লোচন গায় ॥
আমি অতি মূঢ়মতি কি জানি মরম।
চৈতন্যচরিত্রানলা সমুদ্রের সম ॥
শ্রীগুরুর কৃপায় মোর এই বাক্য স্ফুরে।
কিঞ্চিত করিয়া কিছু করিল প্রচারে ॥
শ্রীবৈষ্ণবচরন বিনু আর নাহি জানি।
জার কৃপাবসে গৌরগুননিলা বণি ॥
আমার কি বুদ্ধি আমি বড়ই মুরুখে।
শ্রীনরহরি গুরু এই আজ্ঞা কৈল মোকে ॥
সকল ভকত জনের বন্দিয়া চরণে।
চৈতন্যমঙ্গল সায় এ লোচনে গানে ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ সংপুর্ণ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নম ॥ ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ [ইত্যাদি]। সাক্ষর শ্রীমুকুন্দদাষ দাষ এই গ্রন্থ শ্রীগোবর্দ্ধন জুগী সাং শ্রীরামপুর। ইতি সন ১২০৩ সাল তারিখ ২১ ভাদ্র।

২২৯। চৈতন্যমঙ্গল—সুত্রখণ্ড।

রচয়িতা—লোচন বা ত্রিলোচনদাস। পত্র—১—২১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গলা তুলোট কাগজ। প্রথম পৃষ্ঠায় ৮, অবশিষ্ট প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি করিয়া লিখিত। শেষ পত্রে সুত্রখণ্ড সমাপ্ত হইয়া, আদিখণ্ডের কয়েক পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা আছে। প্রথম পাতার মধ্যদেশ লম্বাভাবে ছেঁড়া। পরিমাণ ১৫।০ × ৫।০ ইঞ্চি। প্রথম অংশ এই,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥
সুত্রখণ্ড ॥ মল্লার রাগ ॥

যে চরণার বন্দ অজ: কমলা করয়ে খোজ :
তুলাসি থাকয়ে নিরবধি।
যে চরন পর সঞা : শিবের সিরাসি হঞা :
তিন লোক তারে সুরনদি ॥১॥

ধনি ধনি তুমি বসুন্ধরে।
বেদে করে অন্বেসন : হেনক চরন ধন :
সে বিহার তোমার উপরে॥
যে চরনারবিন্দমধু : নখ ছলে পিয়ে বিধু :
আসিঞা ত দস ভাগ হয়।
ভক্ত অলিকুল জত : মধুলোভে অভিরত :
আর্ত্ত হঞা জে চরনে রয় ॥২॥
বাল মুকুন্দ হই : বটপত্রপুটে সুই :
পাদাম্বুজ ধরি করাম্বুজে।
দিঞা বদনারবিন্দ : পিয়ে সুধা মকরন্দ :
শিল তারয়ে চরনরজে ॥৩॥
যে চরন পঙ্কজ : শিব সনকাদি অজ :
ভাবিয়ে না পায় মন মাঝে।
সে সকট করি ধ্বংস : কালি নাগে অবতংস :
বলি রাজার মস্তকে বিরাজে ॥৪॥
সকল সম্পদ পদ : য়ে শ্রীচরনা[র]বিন্দ :
দস সত সিরে গুণ গায়।
লোচন কহয়ে শুন : হেনক চরন ধন :
লোক ভাগ্যে তোমাতে বেড়ায় ॥৫॥

ইত্যাদি বন্দনা পূর্ব্বোক্ত ২২০ সংখ্যক চৈতন্যমঙ্গলে নাই।

ভণিতা,—

কাকুতি করয়ে দেবি ছাড়িঞা নিশ্বাষ।
আনন্দ হৃদয় কহে এ লোচনদাস॥

শেষ,—

শ্রীনরহরিদাস দয়াময় দেহে।
পাতকী দেখিঞা দয়া করিল স্নেহে॥
দুরন্ত পাতকি অন্ধ অতি দুরাচার।
অনাথ দেখিঞা দয়া করিল আমার॥
তার দয়াবলে আর বৈষ্ণবপ্রসাদে।
এই ভরসায়ে পুথি হইবে অবাধে॥
কর জোড় করি বলোঁ কাতর বয়ানে।
আত্মো নিবেদিয়ে আমি বৈষ্ণবচরনে॥
মোরধিক অধম নাহিক ত্রিজগতে।
বৈষ্ণব কৃপাবল সিদ্ধ এই তর্ক্তে॥
দসনে ধরিয়া তৃন এ লোচনদাস।
প্রনতি মিনতি করোঁ পুর মোর আস ॥১৭॥

ইহার পর আদিখণ্ডের কয়েক পঙ্‌ক্তি আছে। শেষে লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ প্রভৃতি কিছুই নাই।

২২২। চৈতন্যমঙ্গল— আদিখণ্ড।

রচয়িতা—লোচনদাস বা ত্রিলোচনদাস। পত্র—১—৬৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৪ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত আছে। পুথিখানিতে চারি জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। পরিমাণ ১৩×৪৷৷০ ইঞ্চি। প্রথম অংশ এই,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ময়ি মূঢ়ে প্রসীদ ॥০॥
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥

ধানশ্রীরাগঃ॥

দ্বিজচান্দনা রে গোরাচান্দনা রে হয় ॥মূর্চ্ছা॥
সর্ব্ব নিজজন সবে জনম লভিলা।
সাজ সাজ বলি সব্দ ঘোশনা পড়িলা॥
পৃথিবি জাইব আর নাহিক বিলম্ব।
আপনে ঠাকুর সচিগর্ভে অবলম্ব॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাষে।
সচির উদরে মহানন্দ পরকাষে॥
ছয় মাষ পুর্ণ হৈল সচির উদর।
অঙ্গের ছটায়ে ঝলমল করে ঘর॥

হেনই সময়ে এক অদ্ভুত কথা।
আচম্বীতে অদ্বৈত আচার্য্য আইলা তথা॥
ঘরে বশীয়াছে জগন্নাথ দ্বিজবর্য্য।
সম্ভ্রমে উঠিলা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোশাঞী সর্ব্বগুণধাম।
ত্রিজগতে ধন্য সেহি নাহি উপাম॥
দেখি মিশ্র পুরন্দর বড়ই সম্ভ্রমে।
বসিতে আশন আনি দিলেন আপনে॥
চরণের ধুলি লৈল মস্তক উপরে।
সম্ভ্রমে আচার্য্য গোসাঞি বিনয় বিস্তরে॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—
স্থন স্থন দাস লোচন বোল।
চৈতন্যমঙ্গলকথা অমৃতহিল্লোল॥

শেষ,—
সব য়বতারসার গৌর য়বতার।
তাহাতে নদিয়া পুরি প্রেমের প্রচার॥
মিনতি করিয়া বোলে বৈষ্ণবচরনে।
কৃপা কর গোরাগুন বোলো মো বদনে॥
অধম দেখিয়া ঘ্রনা না করিবে মোরে।
পতিতের বন্ধু বলি তোমরা ঠাকুরে॥
নিজ গুনে দয়া করি করহ প্রসাদ।
গোরাগুন গাঙো মুখে [এই] বড় সাধ॥
গৌরপদকমলে মোর বহুত মিনতি।
তিলেক করুনাদিঠে কর য়বগতি॥
শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর য়ামার।
এই ত ভরসাএ গুন কহিব তোমার॥
নহে বা য়ধমাধম মুঞি য়তির্চ্ছার।
তোমার গুন কহিবারে কিবা য়ধিকার॥
য়ধিকারি নহোঁ মুঞি করোঁ পরমাদ।
তোমার গুনগন্ধে হিয়া বড় লাগে সাধ॥
জে হৌক [সে হৌক] গুন কহিব য়বস্য।
সাবধানে স্থন ভাই নদিয়ারহস্য॥
জানি বা না জানি কহোঁ বড় প্রতিয়াসে।
আদিখণ্ড সাএ কহে এ লোচনদাসে॥
ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল আদিখণ্ড সমাপ্ত॥

পুথির শেষে তারিখ বা লিপিকরের নাম-ধাম প্রভৃতি কিছুই নাই।

২২৩। চৈতন্যমঙ্গল—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—লোচন দাস বা ত্রিলোচনদাস। পত্র—১—৫০; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ ১৫৷৹×৫৷৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৮ সাল।

আরম্ভ,—
শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড লিখ্যতে॥
কৃষ্ণ সত্য কৃষ্ণ সত্য আর সব মিছা।
জন্মিয়া না ভজে কৃষ্ণ জার জেবা ইচ্ছা॥
শুনহ অপূর্ব্ব কথা গৌর অবতার।
মধ্যখণ্ডকথা ভাই অমৃতের সার॥
নদিয়া আসিয়া প্রভু আনন্দিত চিত্তে।
স্থখে নিবস[এ] নিজ বান্ধব সহিতে॥
নবদ্বিপবাসী জত ব্রাহ্মণকুমার।
সৎকুলসম্ভব তারা অতি স্থদ্ধাচার॥
বড়ই স্থকৃতি তারা ধন্য তিন লোকে।
আপনি ঠাকুর বিদ্যা দান দিলেন জাঁকে॥
এইমনে সিস্যগনে পড়ান ঠাকুর।
প্রকাসয় নিজপ্রেমা আনন্দ প্রচুর॥

ভণিতা,—
এ বোল স্থনিয়া সর্ব্বজনের উল্লাস।
গোরাগুন গায় স্থখে এ লোচনদাস॥

শেষ,—

চৈতন্যচরিত্রকথা কে কহিতে জানে।
সম্বরিতে নারি কিছু কহিয়ে বদনে॥
মুরারি সে গুপ্ত ওজা ধন্য তিন লোকে।
পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল তাঁহাকে॥
কহিল মুরারি সে শ্লোক অনুবন্ধে।
জে কিছু স্থনিল দোহাঁর পরসাদে॥
স্থনিয়া মাধুরি লোভে চির্ত্ত উতোরোল।
নিজ দোস না দেখিয়া মনে ভেল ভোর॥
জে কিছু কহিলাম নিজ বুদ্ধি অনুরূপ।
পাচালি প্রবন্ধে কহে মো ছার মুরুখ॥
স্থত্রখণ্ড আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড সায়।
সেস খণ্ড আছে আর কহিব কথায়॥
চৈতন্যচরিত্রকথা চৈতন্যপ্রকাস।
মধ্যখণ্ড সায় কহে য়ে লোচনদাস॥

ইতি মধ্যখণ্ড সমাপ্ত॥ সন ১২৪৮ সাল তারিখ ৩ ফালগুন রোজ রবিবার বৈকালে তিথি ত্রিতিয়া॥

২২৪। চৈতন্যমঙ্গল—শেষখণ্ড।

রচয়িতা—লোচন বা ত্রিলোচনদাস। পত্র—১—২২; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। প্রথম পাতার প্রথম পৃষ্ঠায় পুথির নাম এবং মোট পত্র-সংখ্যা লিখিত আছে; উহাতে তিনটি ক্রোড়-পত্রের উল্লেখ আছে; কিন্তু পুথির মধ্যে তাহা নাই। পরিমাণ ১৫।০×৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৫ সাল।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ॥
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল॥

সেষ খণ্ড কহিব কথা অমৃতের সার।
শুনিলে শ্রবনস্থখ তরয়ে সংসার॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জবে কৈল স্তুতি।
কতো দিন বঞ্চিল কির্ত্তন দিবারাতি॥
সেতুবন্ধ দেখিবারে চলিলা ঠাকুর।
কুম্ভ নামে বিপ্র দেখি কুম্ভ নামে পুর॥
বাস্থদেব নামে বিপ্র আছে সেই গ্রামে।
ভুই জনে দেখা স্থনা হৈল সেই ঠামে॥
প্রভু দরশনে তারা হইল নিম্মল।
নিরখয়ে গৌরদেহ প্রেমেতে বিহ্বোল॥

ভণিতা,—

কৃষ্ণের নিঠুর কথা স্থনিতে তরাস।
কহিতে মরএ লোক কহে এ লোচনদাস॥

শেষ,—

বুঝিঞা ঔস্থধ দেহ তুমি ধন্বন্তরি।
কর্ম্মদোসে ভবোব্যাধে আমি ছার মরি॥
এ বোল স্থনিয়া প্রভু হাসিতে লাগিল।
জগন্নাথদেব তোমার সব ভালো কৈল॥
এ বোল স্থনিঞা সব জনের উর্ল্লাষ।
প্রেমেতে ভাসিল সব এ ভুমি আকাশ॥
সব জন নাচে সভে বলে হরিবোল।
আনন্দে ভাসয় সভে দেয় প্রেমে কোল॥
স্থন সব জন গোরাচান্দের প্রকাশ।
আনন্দহৃদয় কহে এ লোচনদাস॥*॥১৬॥

শ্রীগৌরাঙ্গলিলা এই বর্ন্নন সংপুর্ন্ন॥ চারি খণ্ড সায় কথা হইল সমাধান। কহিল শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রধান॥ ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল চারি খণ্ড সমাপ্ত॥ শ্রীহরএ নম শ্রীকৃষ্ণাএ নম॥ সন ১২৩৫ সাল তারিখ ১৬ ফাগুন বৃহস্পতি বার।

২২৫। চৈতন্যমঙ্গল—সূত্র, আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড।

রচয়িতা—ত্রিলোচন বা লোচনদাস। পত্র —১—১১৫ ; ১৪ সংখ্যক পাতা দুইখানি, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের কোনও নিয়ম নাই ; এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত আছে। প্রথম পাতাখানি ছেঁড়া ও পোকায় কাটা ; অবশিষ্ট সমস্ত পাতা ভাল। পূর্ব্বে ২২০ সংখ্যক বিবরণে যে সম্পূর্ণ একখানি চৈতন্য-মঙ্গলের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার পার্থক্য অতি সামান্য ; দুই একটি ঘটনা এই পুথিতে বেশী আছে মাত্র। পরিমাণ ১৫।০×৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৭০১ শকাব্দ ; এই তারিখ একটি ত্রিপদীতে গ্রথিত ; তাহা শেষে উদ্ধৃত হইল।

ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে সুত্রখণ্ড সংপুর্ন্নঃ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে আদিখণ্ড সংপূর্ন্নঃ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে মধ্যখণ্ড সংপূর্ন্ন ॥

সমাপ্তি-বাক্য,—

দেখিয়ে সকল লোক আনন্দ উল্লাসে
শেষ খণ্ড সায় কহে এ লোচনদাসে ॥*॥

ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শেষখণ্ড সংপূর্ন্নঃ ॥*॥ ইতি সুত্রাদিমধ্যশেষখণ্ডঃ ॥*॥ হরিঃ ॥ চন্দ্রা-কাশ হয় খিতিঃ শকের নির্ন্নয় ইতিঃ তীর্থ (তিথি) পৌর্ন্নমাশী সুরগুরুঃ অর্দ্ধ মেষে শশী নারিঃ ভুবনে বিখ্যাত হরিঃ বনি যোগেন্দ্র অতি চারুঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনীলাঃ শিখরীনি কর লিলাঃ অধিক অমৃত পদে পদেঃ চৈতন্যমঙ্গল নামঃ ভক্তিরস প্রেমধামঃ শ্রীলোচনানন্দমুখো-দিতেঃ বিলিখিত বৃন্দাবনঃ গ্রন্থ রত্নাধিক ধনঃ দর্শন স্পর্শন শ্রুতি আসঃ জয়তি শ্রীগৌরচন্দ্রঃ শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ গদাধর আদি শ্রীনিবাস ॥*॥ শ্রীহরি ॥*॥ শ্রীজিতনারায়নরায়স্য গ্রন্থোঽয়ং ॥*॥ কৃষ্ণচৈতন্য ॥ যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং যশ্চোরয়তি মানবঃ। মাতা চ সুকরী তস্য পিতা গর্দ্দভঃ ॥*॥ শ্রীহরয়ে নমঃ ॥*॥ হরিঃ ॥

২২৬। চৈতন্যমঙ্গল—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—ত্রিলোচনদাস বা লোচনদাস। পত্র—১-৩৬, ৪৩-৪৪, ৪৬-৪৮ ; অসম্পূর্ণ। ২৬—২৭ দুইখানি পাতার বাম দিকের খানিকটা নাই। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত আছে। পাতার উভয় দিকে লাল কালির রেখা। পূর্ণচ্ছেদ অধিকাংশ লাল কালির। পরিমাণ ১১×৪ ইঞ্চি। শেষের অংশ খণ্ডিত বলিয়া, লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ প্রভৃতি কিছুই নাই।

ভণিতা,—

আনন্দে আইলা প্রভু আপনা আবাস।
গোরাগুণ গাএ সুখে এ লোচনদাশ ॥

—৪৮।২ পত্র।

২২৭। চৈতন্যমঙ্গল—আদিখণ্ড।

নিমাইর দুগ্ধপান পালা।

রচয়িতা—ত্রিলোচনদাস বা লোচনদাস। পত্র—১—৩ ; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ।

প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ ১৪ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১২ সাল।

গৌরাঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করিয়া, মাতৃস্তন্য পান করিতেছেন না। নানা জনে নানা রকম উপায় বলিতেছে। ইতিমধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য আসিলে প্রভু তাঁহাকে গোপনে বলিলেন,—আমি মাতৃস্তন্য পান করিব কি, আমার মায়ের যে দীক্ষা হয় নাই। তুমি তাঁহাকে দীক্ষা দাও; তবে আমি দুধ খাইব। অদ্বৈত শচী-দেবীকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলে, তবে গৌরাঙ্গ দুধ খাইলেন। ইহাই পুথির বর্ণনীয় বিষয়।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ॥

অথ দুর্গ্ধ পান নিক্ষতে।
বালক দেখিঞা সর্ব্ব জোনের উল্লাস।
জন্মিঞাঁ সে মহাঁপ্রভু করিল প্রকাস ॥
দেখিঞাঁ ত সচি মাতা আনন্দিত হিআও।
জন্মিঞাঁ সে মহাঁপ্রভু দুর্গ্ধ নাহি খাও ॥
কান্দিতে নাগিল্যা মাতা সিসু ভুমে থুঞাঁ।
বিরহে পড়িঞাঁ কান্দে অঙ্গ আছাড়িঞাঁ ॥

মঙ্গল ধানসি রাগ ॥ * ॥

কান্দে হেন সচি মায় সিসু নাহি দুর্গ্ধ খায়
কিনা বিধি নিখিল কপালে।
কোলে কোরি গৌরমনি সোকাকুলি সচিরানি
তিতিল নঞাঁনের অশ্রুজলে ॥
সাত কন্যা হৈঞা মৈল সেসে এক পুত্র হৈল
মোনে মোর ওধিক উল্লাস।
কত কোটি চন্দ্র জিনি সুন্দর বদনখানি
ভুরু অঙ্গ কামের কামিনি ॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

প্রভু বোলে সুনহ অদ্বৈত দ্বিজবরে।
কেমনে খাইব দুর্গ্ধ অপবিত্র স্বরিরে ॥
গুরু নাহি হয় তার কোহিল তোমারে ॥
প্রভু বোলেন অদ্বৈত চলহ আপনে।
হরিনাম দেহো গিঞা সচিদেবির কানে ॥
সে নাম বত্তিশ অক্ষরে নাম কৈল।
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি আপনে চোলিল ॥

শেষ,—

আসিঞা বসিল সচি আচার্য্য সন্নিধানে।
হরেকৃষ্ণ মহাঁমন্ত্র জানাইল কানে ॥
বোলেন আচার্য্য গোসাঞি আনন্দ হিয়ায়।
এখন আনহ তুমি আপন তনয় ॥
এ বোল সুনিঞা সচি হরসিতে চলে।
বৃক্ষে হৈতে নামাইঞাঁ পুত্র কৈল কোলে ॥
আসিঞাঁ বসিল সচি আনন্দীত মুখে।
করে ধরি জত্ন কোরি স্তন দিল সুখে ॥
হাসিঞা হাসিঞা প্রভু দুগ্ধ করেন পান।
জয়ধ্বনি হরিধ্বনি হয় ঘনে ঘন ॥
হাসিঞাঁ ২ বোলেন অদ্বৈত গোসাঞি।
বালকের নাম আমি রাখিল নিমাঞি ॥
সচি জগন্নাথ বড় আনন্দ উল্লাস।
গোরাগুন গায় সুখে এ লোচনদাস ॥*॥

ইতি দুর্গ্ধপান সংপুর্ন্ন ॥ সাক্ষর শ্রীরাম-কাহ্নাই দাসস্য পঢ়তে শ্রীকাত্তিক নাই সন ১২১২ বার সও বার সাল তা ১৫ পৌষ।

২২৮। চৈতন্যমঙ্গল—মধ্যখণ্ড।

নিমাই-সন্ন্যাস।

রচয়িতা—ত্রিলোচনদাস বা লোচনদাস। পত্র—১—৪২; সম্পূর্ণ। মধ্যে কয়েকটি পাতা ছেঁড়া। শাদা ইংরেজী কাগজ। প্রতি

পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত ; কোন কোন পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তিও আছে। পরিমাণ ১১।০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৪ সাল।

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গদেবের নিকট কেশব ভারতীর আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া, নীলাচলে বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দর্শন পর্য্যন্ত পুথির বর্ণনীয় বিষয়।

২১৯ সংখ্যক বিবরণে মধ্যখণ্ডের অন্তর্গত সন্ন্যাসখণ্ডের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। উক্ত পুথিতে গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসের পর শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে নবদ্বীপবাসিগণের সহিত মহাপ্রভুর মিলন পর্য্যন্তই সন্ন্যাসখণ্ড শেষ হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য পুথিতে তাহার পরেও অনেকখানি বিষয় সন্ন্যাস-খণ্ডের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। বস্তুতঃ মধ্যখণ্ডের প্রথম অংশের খানিকটা ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ই ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই জন্য আলোচ্য পুথিখানিকে নিমাই-সন্ন্যাস বা সন্ন্যাস খণ্ড না বলিয়া মধ্যখণ্ড বলিলেই ঠিক হয়।

শেষ,—

এখানে কহিল কথা সিস্যগন স্তানে।
এ কথা সকল ন্যাসি জানিল কেমনে॥
মনে অনুমান করে লর্জ্জায় পিড়িত।
কিছু না কহিল আর মরমে বিস্মিত॥
তার পর দিনে প্রভু সার্ব্বভৌম ঘরে।
নিজ জন সঙ্গে গেলা তাকে দেখিবারে॥
বেদান্ত পড়ায় সার্ব্বভৌম ঘরে বসি।
বেদান্ত সিদ্ধান্ত প্রভু কহে হাসি হাসি॥
বেদান্ত নিগুড় কথা পুছিলা ঠাকুর।
কৃষ্ণপদাম্বুজ আর অমৃত অঙ্কুর॥
সুনি সার্ব্বভৌম ভেল হৃদয়ে তরাস।
এত কাল নাহি সুনি এতেক বিস্বাস।
পড়িল সুনিল জত এত কাল ধরি।
পড়াইল জত সিস্য অহঙ্কার করি॥
এত কাল না সুনিনু বেদান্ত সিদ্ধান্ত।
এই মহাশয় হন সর্ব্বশ্রুতিকান্ত॥
এই অনুমানি সার্ব্বভৌম দ্বিজরাজ।
করজোড়ে স্তব করে বুঝিয়া সে কাজ॥
হেনই সময়ে প্রভু ষড়্‌ভুজ শরির।
দেখিআ ত সার্ব্বভৌম আনন্দে অস্থির॥
বিভ্‌ভল হইয়া পড়ে পদাম্বুজ পাষ।
কহয়ে লোচন সার্ব্বভৌমকে প্রকাস ॥০॥

ইতি মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসখণ্ড সমাপ্ত॥ সন ১২০৪। তারিখ ১৫ জৌষ্টী।

২২৯। চৈতন্যমঙ্গল—মধ্যখণ্ড।

নিমাই-সন্ন্যাস।

রচয়িতা—ত্রিলোচনদাস বা লোচনদাস। পত্র—১—১৭ ; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। দুই জন লিপিকরের হাতের লেখা দেখা যায়। দুই একটি পাতা সামান্য পোকায় কাটা। পরিমাণ ১৩॥০ × ৪৸০ ইঞ্চি।

২২৮ সংখ্যক বিবরণে যে নিমাইসন্ন্যাসের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, সেই পুথিতে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দর্শন পর্য্যন্ত সন্ন্যাস-খণ্ডের অন্তর্গত করা হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য পুথিতে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর শান্তিপুরে নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের সহিত মিলনেই সন্ন্যাসখণ্ড শেষ হইয়াছে।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ত্বমেব সত্যং তব নাম সত্যং
সংসারসারং তব পাদপদ্মং॥
যোগেন্দ্র মন্দার ভজ পাদপদ্মং
নমামি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং॥
বাসুদেবস্য যো ভর্ত্তা সান্তাশ্রুগদমানসা।
তেষাং দাসস্য দাসং ভবেয়ং জন্মজন্মনি॥

হরি ভজন বিনু পথ না দেখিয়া
জাইতে নারিনু দেশে।
পতিতপাবন ঠাকুর থাকিতে
ঠেকিনু আপন দোসে॥

আর কথ দিন বই কেশব ভারতি।
আইলা সন্যা[সি]বর অতি সুর্দ্ধমতি॥
মহাতেজ সন্ন্যাসি মহাভাগবত।
পুর্ব্বজর্ম্মাজ্জিত সেই পুন্যের পর্ব্বত॥
আচম্বিতে আসিয়া দেখিলা বিশ্বম্ভর।
বিশ্বম্ভর দেখিয়া তুষ্ট হইলা সন্ন্যাসিবর॥
উঠি ঠাকুর কৈলা চরন বন্ধন।
সন্যাসি দেখিয়া প্রেমে ঝরএ নয়ন॥

শেষ,—

এ বোল সুনিয়া প্রভু হাসিয়া কৈল কোলে।
কহিব তোমার তত্ত সুমধুর বোলে॥
তোমার প্রেমেতে আমি ছাড়ি জাইতে নারি।
তেকারনে তোমাকে আমি প্রেম যাচি দয়া করি॥
ইহা বলি য়েল্যেইল বসনের গৃহন্তি।
প্রেমায়ে বিভোল পড়ে আচায্যের মনে চিন্তী॥
নয়নে সাগরে বহে সাত পাচ ধারা।
নির্ভর প্রেমানন্দে সম্বীত নাহী তারা॥
অস্তে বেস্তে সম্বরন করয়ে ঠাকুর।
সম্বরন কৈল সেই আচায্য চতুর॥
এই ত কারনে তোমার প্রেম উঠে নাই।
তোমার প্রেমেতে আমি চলিতে না পাই॥
তোমার প্রেমের বস আমী সুনহ আচার্য্য।
পুর্ব্ব সোঙরিয়া বিথারহ নিজ কার্য্য॥
এ বোল বলীআ প্রভু চলীলা সর্ত্তর।
সকল ভকত গেল য়াপনার ঘর॥
কহয়ে লোচন সুন গোরাচান্দ গান।
সন্যাস হইল ইহার রহিল নিসান॥

এই পুস্তক লিখীতং শ্রীহরিনারায়ন দেবসম্মনং সাং বামুনপাড়া॥ জথাদিষ্ট তথা লিখিতং কহেন দ্বিজবর। দোষ গুন না লইবেন ঘাইট বা জীত অক্ষর॥*॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বলরাম।

২৩০। চৈতন্যমঙ্গল—মধ্যখণ্ড।

সন্ন্যাসলীলা।

রচয়িতা—ত্রিলোচন দাস বা লোচন দাস। পত্র—১—১০; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ; এক এক পৃষ্ঠায় ৫ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। প্রত্যেক পাতার ডান দিকের এবং মধ্য অংশের খানিকটা ছেঁড়া। পরিমাণ ১৫ × ৫ ইঞ্চি।

পূর্ব্বে যে দুইখানি সন্ন্যাসখণ্ডের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার পার্থক্য আছে। ইহার ১ হইতে ৩ সংখ্যক পত্র পর্য্যন্ত সুত্রখণ্ডের বিষয়, ৪র্থ পত্রে সন্ন্যাসখণ্ড আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

অথো সন্যাষঃ

শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।

—ইত্যাদি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য য়য়[১] নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
করুনায় ভরল সবে হেম গোরা রায়।
বন্দীয়া গাইব সিতল রাঙ্গা পায়॥
সকল ভকত লয়া বসিছে আসরে।
উ পদ সিতল বা লাগু কলেবরে॥
সচির দুলাল গোরা কও পরোনাম।
তিলেক করুনা দিঠে কর অবধান॥
অদ্বৈত আচায্য গোসাঞী দেবসিরমুনি।
জাহার পদপরসাদে ধন্য ধরনী॥
বন্দীয়া গাইব জে সিতার প্রাননাথ।
করুনা করহ প্রভু করও জোড় হাত॥

—ইত্যাদি।

চতুর্থ পত্র হইতে সন্ন্যাসলীলা আরম্ভ হইয়াছে। তাহাও অন্যান্য পুথি অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র রকমের বলিয়া এখানে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।—

হেনরূপ আছেন প্রভু নবদ্বিপ নগরে।
কেশোব ভারথি আইলা গোরা দেখিবারে॥
পরম সন্যাষী বেস লাবন্য মহোন।
সিগ্র অব্যথান করি বন্দিলা চরন॥
দুই জনে প্রেমাবেসে কৈলা আলীঙ্গন।
হাতাহাতি দুই জনে বসিলা আসন॥
দুই জনে কৃষ্ণকথা অবলম্ব করি।
সেসে নিবেদন কৈলা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
কৃপাময় তুমি পতিতপাবন।
তুমি কৃপা কৈলে জিবের সংসার মচন॥
সেহি সে সাধু হিনেক ত্রান করে।
কেহ বা করিতে পারে নৈকা ডুবি মরে॥
এ ভবসমুদ্র দেখি মোর মহাভয়।
সেহি কর জাহাতে আমার ভাল হয়॥
তোমার আশ্রয় লৈলে মনে আসা ধরি।
কৃপা জদি কর তবে উপসনা করি॥
ভারথী বলেন সাক্ষাতে কৃষ্ণ তুমি।
জে করহ সে করিব সতন্ত্র নহি আমী॥
ভারথীর ইঙ্গিত বুঝিয়া গৌরচন্দ্র।
কায্যসিদ্ধি হৈল বলি হৈলা আনন্দ॥
সচি জগতমাতা কৈলা কৃষ্ণের রন্দন।
প্রস্তুত করিলা তবে অন্ন ব্যঞ্জন॥
গৌরচন্দ্র করিলেন কৃষ্ণ সমর্পন।
তবে ত ভারথী গেলা করিতে ভোজন॥
কেসব ভারথী সহে প্রভু গৌরচন্দ্র।
ভোজন করিলা গৌর হৈয়া আনন্দ॥
ভোজন করিয়া দোহে আচমন করি।
বিষ্ণুমুন্দীরে আশীয়া বসীলা গৌরহরী॥
কেসব ভারতী কহে স্থন গৌররায়।
আজ্ঞা দেহ জাব আমী আপন বাসায়॥
কাটওা গ্রামেত আমী থাকী নিরান্তর।
তোমাক দেখিয়া কৈলুঙ জনম সাফল॥
গৌরচন্দ্র কহে তুমি পতিতের বন্ধু।
হেন কৃপা কর মোরে তরো ভবসিন্ধু॥
ভারথী কহেন তুমি জগতের সার।
জে করহ সে করিব সব...তোমার॥
এত বলি কেসব ভারথী ন্যাসীবর।
আলিঙ্গন করি গেলা কণ্টক নগর॥
তবে অনুব্রজি গৌর আইলা ঘরে।
সন্যাস করিব বলি হরিস অন্তরে॥

১। 'য়য়' শব্দের প্রথম য-কারের শীর্ষে একটি বিন্দু দেওয়া আছে।

গৃহে আসি গৌরচন্দ্র অনুমান করে।
আজি রাত্রসেসে জাব কণ্টক নগরে॥

ইহার পরের অংশ অপরাপর পুথির সহিত এক; তবে মধ্যে মধ্যে সামান্য পাঠভেদ আছে। ১০ম পাতার পর পুথি খণ্ডিত; সুতরাং তারিখ বা লিপিকরের নাম-ধাম প্রভৃতি কিছুই নাই।

২৩১। চৈতন্যমঙ্গল—শেষ খণ্ড।

রচয়িতা—ত্রিলোচনদাস বা লোচন দাস। পত্র—৪—১২; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। আদি ও অন্ত খণ্ডিত; সুতরাং লিপিকরের নামধাম বা সন তারিখ প্রভৃতি কিছুই নাই। ১১শ পত্রের শেষে "পাঠক শ্রীখুদিরাম দাষ" এই কথা লেখা আছে। পরিমাণ ১৪॥০ × ৫ ইঞ্চি।

শেষ খণ্ডের এই নয়টি পাতা একখানি সম্পূর্ণ চৈতন্যমঙ্গলের অন্তর্গত ছিল, পাতার বাম দিকের ধারাবাহিক সংখ্যা ৫৩—৬১ দেখিয়া তাহা বুঝা যায়। এই পাতা কয়টিতে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের শেষ অংশ হইতে মথুরা ভ্রমণের কতক অংশ পর্য্যন্ত আছে।

তৎপরে একখানি নামহীন পুথির পাঁচটি পাতা। পত্রাঙ্ক ১৩—১৭। পরিমাণ ১৪৸০ × ৪৸০ ইঞ্চি। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬—৭ পঙ্‌ক্তি। ১৪শ পত্রের ১ম পৃষ্ঠার শেষে "শ্রীশ্রীরামানন্দ সরকার সাং কনকপুর" লেখা। এই পাতা কয়টিতে রূপ গোস্বামীর নিকট সনাতন গোস্বামী শ্রীরাধার সখীগণের অবস্থিতি-স্থান, রূপ, বেশ, বয়স, কুঞ্জনির্ণয় ও সেবার বিবরণ বিবৃত করিতেছেন। ইহারও আদি অন্ত কিছুই নাই। এক স্থান হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

সোনাতনমুখে স্থনি যেতেক বচন।
আনন্দে করয়ে নিত্য হরসিত মোন॥
হরি হরি সব্দ করে গগন পরসে।
ধরনি লোটাঞা রাখে ভাবের আবেশে॥
ক্ষনে সোনাতনপদ ধরি লয় বুকে।
পদধুলি নৈঞা মাখেন চান্দমুখে॥
এমন উন্মাদ দেখিঞা শোনাতন।
পুনরূপী ধরি রূপে কৈল আলিঙ্গন॥
বুকের উপরে রাখি কান্দে সোনাতন।
নিসব্দে বচনে রূপ কৈল নমস্কার।
কুঞ্জের বর্ণভেদ পুছেন পুনর্ব্বার॥
কোন কুঞ্জ কোন দিগ কোন বর্ণ তার।
কৃপা করি কহ স্থনি এ সব বিচার॥

—১৪।২ পত্র।

ইহার পর আর তিনটি পাতা—১৮—২০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪॥০ × ৫ ইঞ্চি। ইহাতে জড় ভরতের উপাখ্যান এবং গজেন্দ্রমোক্ষণের খানিকটা আছে। ভণিতায় লোচনের নাম পাওয়া যায়। ইহা কি চৈতন্য-মঙ্গলের অংশবিশেষ?

চিন্তিঞা চৈতন্যচান্দের চরনকমল।
লোচনদাস কহে প্রভুর মঙ্গল॥

—১৯।২ পত্র।

ইহার পরেই নিম্নে দেহতত্ত্ববিষয়ক অংশ প্রণিধানযোগ্য,—

পঞ্চভৌতি দেহে স্থক দুখ সহে।
জত দেখ ইন্দ্রিয় কাহুরু আত্মা নহে॥

ইন্দ্র আত্মা করিতে পারএ সংসারে।
অনিত্য মহান্ত হয় সে··· ··· ॥
আউট হাত ঘর তাহে যা দস দ্বার।
তার মধ্যে আছে ছয় রসের ভাণ্ডার ॥
একাদশ চোর সয়াছে দস্থ চলাচল।
গঙ্গা জানা নদী তাহে বহে সর্ব্বক্ষন ॥
হংস ক্রীড়া করে তাতে জলচর দস মুলে।
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা তাহে সুসম্নার মুলে ॥
সহস্রদল পদ্মমধ্যে শতদল পদ্ম।
তার মধ্যে রত্নসিংহাসনে দেবসদ্ম ॥
পরম পুরুষ তাহে মুকুতির পর।
তার মধ্যে পরম আত্মা পুরুষ ঈশ্বর ॥
··· ··· ···
জত দিন তাহার সনে নাহি দরশন।
তত দিন জরা ব্যাধি অকালমরণ ॥

—১৯।২ পত্র।

শেষ পত্র,—

হেন কালে গজেন্দ্র পুর্ব্বস্মৃতি হইল।
শুণ্ডে পুষ্প তুলি নারায়নে স্তুতি কৈল ॥
ভকতবৎছল প্রভু গজেন্দ্রস্তুতি শুনি।
গজেন্দ্র রাখিতে কৃষ্ণ আইলা আপুনি ॥
কুম্ভির মারিল কৃষ্ণ অস্ত্র সুদর্শনে।
কৃষ্ণদেহে গজেন্দ্র সান্তাইল ততক্ষনে ॥
হুহু নামে গন্ধর্ব্বরাজা সাঁপে মুক্ত হইঞা।

শ্রীকৃষ্ণচরন

২৩২। চৈতন্যমঙ্গল—অন্ত্য-লীলার ক্রোড়পত্র।

রচয়িতা—ত্রিলোচন দাস বা লোচন দাস। পত্র—১—৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তি; শেষ পৃষ্ঠায় ৪ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩×৪॥০ ইঞ্চি। এই তিনটি পাতায় মহাপ্রভুর অন্তর্ধান এবং কবির বংশ-পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়,—

হেন কালে মহাপ্রভু কাসি মিশ্র ঘরে।
বৃন্দাবনকথা [কন] ব্যথিত অন্তরে ॥
নিস্বাষ ছাড়িয়া জে চলিলা মহাপ্রভু।
এমত ভকতসঙ্গ নাহি দেখি কভু ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া জায় জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা গিয়া সিংহদ্বারে ॥
সঙ্গের নিজ জন তেমতি চলিল।
সত্তরে চলিয়া গেলা মন্দির ভিতর ॥
নিরিখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায় ॥
তখন দুয়ারে নিজ লাগীল কপাট।
সত্যরে চলিয়া গেলা অন্তরে উচাট ॥
আসাড় মাস তিথি সপ্তমি দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিস্বাসে ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগ য়ার।
বিসেষে জে কলিযুগ সংকীর্ত্তনসার ॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহত স্বরণ ॥
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগতরায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায় ॥
ত্রিতিয় প্রহর বেলা বরিসার দিনে।
শ্রীজগন্নাথে নিল(লীন) প্রভু হইলা আপনে ॥
গুঞ্জাবাড়িতে ছিল পুণ্ডা জে ব্রাহ্মন।
কি কি বলি সত্তরে বিপ্র আইল তখন ॥*॥

কবির পরিচয়,—

চারি খণ্ড কথা সায় করিল প্রকাস।
বৈদ্যকুলে জর্ম্ম মোর কোগ্রাম নিবাস ॥

মাতা সতি সুর্দ্ধমতি সদানন্দি নাম।
তাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণনাম ॥
কমলাকর দাস নাম পীতা জর্ম্মদাতা।
জাহার প্রসাদে কহি গৌরগুনকথা ॥
সংসারে জনম দিল সেই মাতা পীতা।
মাতামহোর কুলের কিছু শুন তার কথা ॥
মাত্রিকুল পীত্রিকুল বৈসে এক গ্রাম।
ধন্য মাতামহি সেই যভয়া দাসী নাম ॥
মাতামহ নাম শ্রীপুরুসত্তম গুপ্ত।
নানা তির্থপূত তেহোঁ তপস্যায় ত্রিপ্ত ॥
মাত্রিকুলে পীত্রিকুলে আমি মাত্র পুত্র।
সহোদর নাহি নাহি মাতামহের সু(পু)ত্র ॥
জথা তথা জাই তুল্লিল করে মোরে।
তুন্দাল লাগীয়া কেহো নারে পড়াবারে ॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে পড়াইল অক্ষর।
ধন্য পুরুসোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাহার ॥
তাহার চরনে মুঞি করোঁ নমস্কার।
চৈতন্যচরিত্র লিখি প্রসাদে জাহার ॥
মাত্রিকুলের পিত্রিকুলের কহিলাম কথা।
শ্রীনরহরি ঠাকুর মোর প্রেমদাতা ॥
জাহার প্রসাদে জেই স্থনিল প্রকাস।
পুস্তক সায় কহে এ লোচন দাস ॥*॥
ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল অন্তখণ্ড সমাপ্ত ইতি ॥
জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]।

২৩৩। চৈতন্যমঙ্গল—মধ্যখণ্ড।

সন্ন্যাসলীলা।

রচয়িতা—ত্রিলোচন দাস বা লোচন দাস। পত্র ১—২; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০-১২ পঙ্‌ক্তি। পাতা ছেঁড়া ও পোকায় কাটা। পরিমাণ ১৪×৪৸৹ ইঞ্চি। সন্ন্যাসখণ্ডের মাত্র দুইটি পাতা। পূর্ব্বে যে সব সন্ন্যাসখণ্ডের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত অভিন্ন।

ইহার পর ৮ পত্রাঙ্কযুক্ত উপরোক্ত পরিমাণের কীটদষ্ট আর একটি পাতা, স্থানে স্থানে লেখা মুছিয়া গিয়াছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ১০, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি। কোন্ পুথির পাতা, বুঝিবার উপায় নাই। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন, শ্রীমতী রাধিকাকে এই কথা বলিয়া, তাঁহার নিকট চারি যুগে নিজের চারি অবতারের কথা বর্ণনা করিতেছেন এবং নিজের সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিতেছেন।

এই কথা স্থন তুমি কহিলাম রাই।
বিলম্ব না কর চল নবদ্বিপে জাই ॥
এই কথা স্থনি রাই আনন্দিত মনে।
অতঃপর চল তুমি গৌড় ভুবনে ॥
জয় জয় কৈল প্রভু গোল[ক]ইস্বর।
প্রিয় রাধা সংগে য়াইলা নদিয়া নগর ॥

—ইত্যাদি।

২৩৪। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য খণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র—১১৪—১৪৪, ১৬৬—১৮০, ১৯৫—২১১, তৎপরে অঙ্কহীন একটি পত্র, ২১৬—২৩০; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। ১৪২—১৪৩ দুইটি পাতা অন্য লিপিকরের লিখিত এবং পরবর্ত্তী যোজনা। শেষ অংশের কয়েকটি পাতা পোকায় কাটা।

পরিমাণ ১০॥০ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৬২২ শকাব্দ। মধ্যখণ্ডের চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের কতক অংশ হইতে শেষ পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত আছে; মধ্যে আবার কিছু কিছু খণ্ডিত। প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ এই,—

অতেব কৃষ্ণের প্রকট কিছু নাহি দোষ।
তবে কেনে লক্ষ্মী দেবী করে এত রোষ॥
স্বরূপ কহে প্রেমবতীর এই ত স্বভাব।
কান্তের দাস্যলেশে হয় ক্রোধভাব॥

—ইত্যাদি।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বে মাতৃ-দর্শনের জন্য গৌড়ে আসিয়াছিলেন। প্রতাপ-রুদ্রের রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত রাজপাত্রগণ তাঁহাকে পৌছাইয়া দিলেন। তাহার পর মুসলমান রাজত্ব এ সম্বন্ধে চরিতামৃতে এইরূপ লিখিত আছে,—

তবে প্রভু ওড্রদেশ সীমা চলি আইলা।
তথা রাজ অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥
দিন দুই চারি তারা করিল সেবন।
আগে চলিবারে তেহোঁ করে বিচারণ॥
মদ্যপ যবন একে আরে অধিকার।
তাঁর ভয়ে কেহো পথে নারে জাইবার॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহো হৈতে নারে পার॥
দিন কথো রহি সন্ধি করি তার সনে।
তবে সুখে নৌকায় তোমায় করাব গমনে॥
... ...
এত বলি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন বিশ্বাস প্রভু স্থানে পাঠাইল॥
বিশ্বাষ আসিঞা প্রভুর চরণ বন্দিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি প্রেমবিহ্বলে রহিল॥
ধৈর্য্য করি উড়িয়াকে কহে নমস্করি।
তোমা স্থানে পাঠাইল ম্লেচ্ছ অধিকারী॥
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এথারে আসিয়া।
যবন অধিকারী জায় প্রভুরে দেখিঞা॥
বহুত উৎকণ্ঠা তার করিছে বিনয়।
তোমার সনে এই সত্য নাহি যুদ্ধভয়॥
... ...
প্রতীত করেন যবে নিশস্ত্র হইঞা।
আসিবেক পাঁচ সাত জন সঙ্গে লঞা॥
বিশ্বাস পাইঞা তারে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল॥
... ...
সেই কহে মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ করোঁ মো সেবা তোমার॥
... ...
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিঞা।
তুষ্ট হঞা চলে সভার চরণ বন্দিঞা॥
মহাপাত্র তার সনে করে কোলাকোলি।
অনেক সামগ্রী দিঞা করিল মিতালি॥
প্রাতঃকালে সে বহু নৌকা সাজাইঞা।
প্রভুরে আনিল নিজ বিশ্বাষ পাঠাইঞা॥
মহাপাত্র চলি আইল মহাপ্রভু সনে।
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে॥
এক নবীন নৌকা মধ্যে তার ঘর।
সগণ প্রভুরে চঢ়াইল তা উপর॥
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায়।
কান্দিতে কান্দিতে সেহো তীরে তীরে জায়॥
জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল॥
মন্ত্রেশ্বর দুর নদে পার করাইল।
পিছলদা গ্রাম পর্য্যন্ত সে লোক আইল॥

শেষ,—

তবে যদি মহাপ্রভু বারানশী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা॥
প্রভু কহে ইহা হৈতে জাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥
এক নামাভাষে তোমার পাপ দূর জাবে।
আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥

ভণিতা,—

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

সমাপ্তি-বাক্য,—

শ্রীমন্মদনগোপালতুষ্টয়েঃ শুভমস্তু শকাব্দাঃ ॥১৬০২২॥ মাহ জ্যৈষ্ঠ॥...ইতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসীবৈষ্ণবকরণং পুনর্লীলাদ্রিগমনং নাম পঞ্চবিংশতিপরিচ্ছেদঃ॥

২৩৫। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র—১৫৫—১৬৬, ১৬৯—১৮৯ ; অসম্পূর্ণ। ১৭৬ সংখ্যক পাতা দুইখানি। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। অনেকগুলি পাতার এক পার্শ্ব গলিত। শেষ পৃষ্ঠার অধিকাংশ অক্ষর মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১২ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপি-কাল ১১২৬ সাল। একবিংশ অধ্যায়ের কতক অংশ হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত আছে।

ভণিতা ও অধ্যায়-সমাপ্তিবাক্য,—

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মা-রামশ্চ শ্লোক ব্যাক্ষা সনাতনানুগ্রহো নাম চতুবিংশতি পরিছেদ॥

শেষ,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুন নিলাচলগমনং নাম পঞ্চবিংসতি পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ইতি॥ ২৫॥ সম্পূর্ণমিদং মধ্যখণ্ড-চরিতং॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি শ্লোক]॥ সন ১১২৬ সাল তারিখ ১৬ কার্ত্তিক॥

২৩৬। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্য খণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র—১-১২৬ ; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। মধ্যে মধ্যে কয়েক পৃষ্ঠার লেখা মুছিয়া গিয়াছে। শেষ পৃষ্ঠা একেবারেই পড়া যায় না। পুথির তারিখ ১১৪ লেখা ; সুতরাং ১১০৪ অথবা ১১৪০ হইতে ১১৪৯এর মধ্যে যে কোন সাল হইবে। পরিমাণ ১৩৷৹ × ৪৸০ ইঞ্চি। সংস্কৃত শ্লোক এবং বন্দনার পর প্রথম অংশ এই,—

বৃন্দাবন হইতে প্রভু নীলাচলে য়াইলা।
শুনি সব ভক্তগণ আনন্দীত হইলা॥
স্থনী শচী আনন্দিত সর্ব্বভক্তগণ।
সভে মিলী নীলাচলে করিলা গমন॥
কুলীনগ্রামী আদি জত আর খণ্ডবাসী।
সিবানন্দাচার্য্য সঙ্গে সভে মিলীলা আসি॥

শিবানন্দ করে সব ঘাটী সমাধান।
সভার পালন করি দেই বাসা স্থান॥

পুথির শেষ পৃষ্ঠার লেখা একেবারে মুছিয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহা হইতে লিপিকরের নাম ধাম প্রভৃতি উদ্ধার করিবার আশা নাই।

২৩৭। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র—১—৫৪; সম্পূর্ণ। পাতলা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। দুই একটি পাতা মধ্যে মধ্যে ছেঁড়া। পরিমাণ ১৪×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৬৮০ শকাব্দ। আদিখণ্ডে মোট ১৭টি অধ্যায়। অধ্যায়গুলির মধ্যে কি কি বিষয় আছে, পুথির শেষে তাহার একটি সূচি রহিয়াছে।

ভণিতা,—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাশ।
এই সভার শ্রীচরণ শিরে বন্দি নিজ ধন
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাশ॥

শেষ,—

চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য।
শ্রীনিবাস গদাধর আর ভক্ত আর্য্য॥
যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হয়া শিরে ধরোঁ সভার চরণে॥
শ্রীরূপ শ্রীসরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাশ শ্রীজীবচরণ॥
শিরে বন্দোঁ......করোঁ তার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাশ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবন-লিলাসূত্রকথন...সপ্তদশ পরিছেদঃ॥ ১৭ ॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সূত্ররূপ আদিলিলা সমাপ্ত॥ * ॥ শুবমস্তু শকাব্দা ১৬৮০ ভাদ্রস্য শুক্লপক্ষে, ১২ দোয়াদসি তিথৌ রোজ ৩১ বিস্বদবার॥ শ্রীরাধাচরন দাশ অস্য গ্রন্থ আদিলিলা। নামচিন্তামনি কৃষ্ণ চৈতন্যরষ-বিগ্রহঃ পুর্ণ শুদ্ধ নিত্য মোক্ত ভিনা মনা... ইতি॥

২৩৮। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র—২—৯৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। অধিকাংশ পত্র ছিন্ন ও কীটদষ্ট। যে সব গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার নাম ও ছেদচিহ্ন লাল কালিতে লিখিত। অক্ষর পরিষ্কার এবং বহু পরিমাণে বিশুদ্ধ। পরিমাণ ১১×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৭০৮ শকাব্দ, ১০৯২ মল্ল শকাব্দ।

এই পুথিখানির মালিক—বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ রাজা চৈতন্যসিংহ, পুথির সমাপ্তি-বাক্যে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। চৈতন্যসিংহ, বিষ্ণু-পুরের স্বনামখ্যাত রাজা বীর হাম্বীরের ৮ পুরুষ অধস্তন। ইনি ২৭ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং ইহাঁর জীবিতকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুর-রাজ-বংশের শক্তি ও গৌরব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ইনি বাঁকুড়া জেলার জরিপ মহল্লা বন্দোবস্ত

করিয়া লইয়াছিলেন। রাজ-কার্য্য পরিচালনায় ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহাঁর রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ প্রসার হইয়াছিল। ১০৬৪ মল্ল শকে ইনি বিষ্ণুপুরে রাধাশ্যামের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় আমাদিগকে উপরোক্ত সংবাদ প্রদান করিয়াছেন।

শেষ,—

পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ রসের চরিত।
সংক্ষেপে কহিল অতি না কৈল বিস্তৃত॥
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিলা নিত্যানন্দকৃপাবলে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব শেষ জার নাহি পায় অন্ত॥
জেই জেই অংশ কহে শুনে সেই ধন্য।
অচিরে মিলিব তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাচার্য্য।
শ্রীনিবাস গদাধর আদি ভক্তবর্য্য॥
জত জত ভক্তবৃন্দ বৈশে বৃন্দাবনে।
নম্র হঞা শিরে ধরোঁ সবার চরণে॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীদুই রঘুনাথ শ্রীজীবচরণ॥
শ্রীগোপালভট্টপাদপদ্ম করি আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥*॥*॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবন-লীলাসূত্রকথনং নাম সপ্তদশ পরিচ্ছেদঃ॥ *॥ *॥১৭॥*॥*॥ শকাব্দা ১৭০৮ সতের শও আট ॥০॥ মল্লশক সন ১০৯২ সাল স্বস্তি মল্লমহীমহেন্দ্রমল্লাবনীনাথ মহারাজাধিরাজ শ্রীল-শ্রীচৈতন্য সিংহ দেবষ্য পুস্তকমিদং ॥*॥*॥ জ্যৈষ্ঠস্য দসত্রি দিবসে রবিবার নবম্যাং তিথৌ দিবা তিন প্রহরাভ্যান্তরে লিখিতং বিফলী জন্ম ভূতলে দীনহীন শ্রীচৈতন্যচরণ দাসেন আদ্য-লীলা গ্রন্থ সাঙ্গং করতু ॥*॥*॥*॥

২৩৯। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র—৩৯—১২২, ১৪৫—১৬৯, ১৮১—১৯৪, ২১৪—২১৫, ২১৭—২৩১; ১৯৪ সংখ্যক পত্র দুইখানি ও অঙ্কহীন পত্র একখানি; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। সমগ্র পুথিখানিতে চারি পাঁচ জন লিপিকরের হস্তাক্ষর আছে। আদি ও অন্ত খণ্ডিত; সুতরাং লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ প্রভৃতি কিছুই জানিবার উপায় নাই। পরিমাণ ১০॥০ × ৪।০ ইঞ্চি। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের কতক অংশ হইতে পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের প্রায় শেষ অংশ পর্য্যন্ত আছে।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

অধ্যায়সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৃন্দাবন-দর্শনবিলাসো নামাষ্টাদসপরিচ্ছেদঃ ॥১৮॥০॥

২৪০। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র—১—১০৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট

কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি, কোন কোন পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তিও আছে। ৬৬ হইতে ৭৩ পত্র অন্য লিপিকরের লিখিত এবং পরবর্ত্তী যোজনা বলিয়া মনে হয়; অবশিষ্ট সমস্ত এক হাতের লেখা। পরিমাণ ১১ × ৪৷৹ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া তারিখ জানা গেল না। তবে অক্ষর ও পুথির অবস্থা দেখিয়া, ১৫০ দেড় শত বৎসরের অধিক পুরাতন মনে হয়। অন্ত্য খণ্ডের প্রথম হইতে ষোড়শ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ এবং সপ্তদশ পরিচ্ছেদের কতক অংশ পর্য্যন্ত আছে।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালীদাসপ্রসাদবিরহোন্মাদবর্ণনং নাম ষোড়শ পরিচ্ছেদঃ॥

২৪১। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র—১—৬০; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি। পাতার বাম দিকে অধ্যায়ের অঙ্ক এবং দক্ষিণ দিকে পত্রাঙ্ক। মোট ১৭ পরিচ্ছেদে এই খণ্ড শেষ হইয়াছে। শেষ পৃষ্ঠায় একটি নির্ঘণ্ট আছে; তাহাতে কোন্ পাতায় কত অধ্যায় আরম্ভ ও শেষ হইয়াছে এবং সেই অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় কি কি, তাহা লিখিত রহিয়াছে। পরিমাণ ১৩৸০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯৯ সাল।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ সনাতনপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

শেষ,—

এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আদিলীলা অনুবন্ধ।
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ তাতে গ্রন্থ মুখবন্ধ॥
বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিলেন নিত্যানন্দ আজ্ঞাবলে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত॥
যেই যেই অংশ কহে শুনে সেই ধন্য।
অচিরে মিলয়ে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্যচন্দ্র
শ্রীবাস গদাধর আদি ভক্তবৃন্দ।
যত ভক্তগণ বৈসে শ্রীবৃন্দাবনে।
নম্র হঞা শিরে বন্দো সভার চরণে॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীজীবচবণ॥
শিরে ধরি বন্দো নিত্য করো যার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলাবর্ণনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ॥*॥*॥১৭॥৫॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিখণ্ড সমাপ্ত॥*॥ যথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। পুস্তক স্বাক্ষর দিন গোপীনাথ দাস॥ সন ১১৯৯ সাল তাং ২০ বৈসাখ॥ঃ॥

২৪২। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-২০০; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি; দুই এক পৃষ্ঠায় ৯ বা ১২ পঙ্‌ক্তিও দেখা যায়। কাগজের রং লাল ও শাদা;—লালের পর শাদা ও শাদার পর লাল, এইরূপ ক্রমান্বয়ে পাতা সাজান। বাম দিকে অধ্যায়ের অঙ্ক এবং দক্ষিণ দিকে পত্রাঙ্ক। এক হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে এই খণ্ড সমাপ্ত। ১৭৭—১৭৮ দুইটি পাতা অন্য হাতের লেখা বলিয়া মনে হয়। পুথির শেষে তারিখ বা লিপিকরের নাম-ধাম নাই। পরিমাণ ১৪ x ৪৸০ ইঞ্চি।

প্রথম অংশ,—

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥
পূর্ব্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ।
আদিলীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অতএব আমি তার সূত্রমাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্রমধ্যেই কহিল॥
এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অসংখ্য লীলা না জায় বর্ণন॥

মধ্য অংশ,—

ইহা জগন্নাথের রথ চলন সময়।
গৌড় সব রথ টানে আগে নাহি যায়॥
টানিতে না পারি গৌড় রথ ছাড়ি দিল।
পাত্র মিত্র লঞা রাজা মহাব্যস্ত হৈল॥
মহামল্ল লৈয়া আইলা রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা রথ না পারে টানাইতে॥
ব্যস্ত হৈয়া রাজা আনে মত্ত হস্তীগণ।
রথ চালাইতে রথে করিলা যোটন॥
মত্ত হস্তি রথ টানে যত তার বল।
এক পাদ নাহি চলে হইল অচল॥
শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লৈয়া।
মত্ত হস্তি রথ টানে দেখে দাড়াইয়া॥
অঙ্কুশের ঘাতে হস্তি করএ চিৎকার।
রথ নাহি চলে লোক করে হাহাকার॥
তবে মহাপ্রভু সব হস্তি ঘুচাইল।
সগণে রথের কাছি টানিবারে দিল॥
আপনে রথের পাছে ঠেলি মাথা দিয়া।
হড় হড় করি রথ চলিলা ধাইয়া॥
ভক্তগণ কাছিতে হাত দিয়া মাত্র ধায়।
আপনে চলএ রথ টানিতে না হয়॥

—১০১ পত্র।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ সনাতনপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

শেষ,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনর্নীলাচলগমনং নাম পঞ্চবিংশতিপরিচ্ছেদঃ ॥*॥ ২৫॥ * ॥ সংপূর্ণমিদং মধ্যখণ্ডচরিতং ॥

২৪৩। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৯৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি।

পাতার বাম দিকে অধ্যায়ের অঙ্ক এবং দক্ষিণ দিকে পত্রাঙ্ক। ২০ অধ্যায়ে ৯৩ সংখ্যক পত্রে পুথি শেষ হইয়াছে। তার পর ৯৪ পাতায় একটি নির্ঘণ্ট—কোন্ পাতায় কোন্ অধ্যায় সমাপ্ত এবং আরম্ভ হইয়াছে ও সেই সেই অধ্যায়ে কি কি বিষয় আছে, নির্ঘণ্টে তাহা লেখা রহিয়াছে। ২৪১ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি একই লিপিকরের লিখিত। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯৯ সাল। পুথির আরম্ভে নমস্কার-শ্লোকের পর নিম্নলিখিত অংশটুকু ২৩৬ সংখ্যাক পুথি হইতে এই পুথিতে অধিক দেখা যায়।—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
মধ্যলীলা সংক্ষেপে করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলা বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ॥
মধ্যলীলামধ্যে অন্ত্যলীলা সুত্রগণ।
পুর্ব্বগ্রন্থে সংক্ষেপে করিয়াছি গণন॥
আমি জরাগ্রস্থ নিকট জানিঞা মরণ।
অন্ত্যলীলার কোন লীলা করিয়াছি বর্ণন॥
পুর্ব্বলিখিত সুত্রগণ অনুসারে।
যেই নাহি লিখি তাহা লিখিয়ে বিস্তারে॥

শেষ,—

সভার চরণকৃপা গুরু উপাধ্যায়ী।
মোর বাণী শিষ্যা তাঁরে বহুত নাচায়ী॥
শিষ্যের শ্রম দেখি গুরু নাচাই রাখিল।
কৃপা না নাচাএ বাণী বসিঞা রহিল॥
অনিপুনা বাণী আপনে নাচিতে না জাণে।
যত নাচাইল নাচি করিল বিশ্রামে॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যাহা সভার চরণকৃপা শুভের কারণ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সেই জন শুণে।
তাহাঁর চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে॥
শ্রোতার পদরেণু করি মস্তকভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হয় শ্রম॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥*॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষা-শ্লোকার্থ আস্বাদনং নাম বিংশতি পরিচ্ছেদঃ॥*॥ ॥২০॥ চরিতমমৃতমেতৎ [ইত্যাদি শ্লোক]। ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড সংপূর্ণ॥... এ পুস্তক স্বাক্ষর দীন গোপীদাস॥*॥ ইতি সন ১১৯৯ সাল॥ তারিখ ৯ আসাড়॥ রোজ বুধবার॥ গ্রন্থ সমাপ্ত॥

২৪৮। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি, মধ্য ও অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-২০৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। উভয় পৃষ্ঠে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৮ পঙ্‌ক্তি। শেষ অংশের কতকগুলি পাতা ছিন্ন ও কীটদষ্ট। পরিমাণ ১৪৷৷০ × ৮ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৭৩৩ শকাব্দ।

চৈতন্যচরিতামৃতের আদি, মধ্য ও অন্ত্যখণ্ড এক সঙ্গে লিখিত। ৪১ পত্রে আদি, ১৪৪ পত্রে মধ্য এবং ২০৩ সংখ্যাক পত্রে অন্ত্য খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শেষে আরও ২০টি পাতা আছে;—তাহাতে চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকাবলী লিখিত রহিয়াছে। প্রথম অংশের দুইটি পাতা না থাকায় এইগুলি অসম্পূর্ণ এবং ইহার কতকগুলি পত্র ছিন্ন।

আদিখণ্ডের ভণিতা ও সমাপ্তি-বাক্য,—

১। শিরে ধরি চরণ করিঞা তাঁর আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
শ্রীচৈতন্যচরণপঙ্কজে স্তোত্রং কৃতিরিতি॥...

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সূত্ররূপে আদিলীলা সমাপ্তঃ॥

মধ্য খণ্ডের ভণিতা ও সমাপ্তি-বাক্য,—

২। শ্রীরূপ শ্রীসনাতন রঘুনাথ জীবচরণ
শিরে ধরি করো যার আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত চৈতন্যচরিতামৃত
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস॥

... ...

জলনিধেরিব রত্নং তচ্চরিতামৃতাব্ধেলিখিত-মখিলপদ্যং মধ্যলীলাপ্রযুক্তং। রসিকরসপদার্থং শুদ্ধসিদ্ধান্তসারং সুজনহৃদয়হারং কৃষ্ণদাসেন নাম্না॥ শ্রীহরিঃ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য-খণ্ডে কাশীবাসীবৈষ্ণবকরণং নাম পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদঃ॥ ২৫ ॥

অন্ত্যখণ্ডের সমাপ্তি-বাক্য,—

৩। শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যে হ্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥
সম্পূর্ণমিদং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতং॥ * ॥

......কে নেত্রাগ্নিসিন্ধুচন্দ্রে সৌরজৈষ্ঠস্য সপ্তম-দিবসে আদিত্য বা......ত্রয়োদশ্যাং নারায়ণগঞ্জ ......গ্রামস্থ শ্রীধ......স্য পাঠার্থং পূর্ণলোক-শ্রীচৈতন্য চ......তং বজ্রযোগিনী গ্র...... শ্রীবৈদ্যনাথ শ......হং লিখ্যতে॥ *॥ শ্রীগুরবে নমঃ॥ * ॥

শ্লোকাবলীর শেষে সমাপ্তি-বাক্য,—

৪। শাকে নেত্রাগ্নিসিন্ধুচন্দ্রে সৌরাষাঢ়স্য চতুর্থ-দিবসে চন্দ্রবাসরে সিতপক্ষে দ্বাদশ্যান্তিথৌ নারায়ণগঞ্জান্তরে চট্টগ্রামস্থ শ্রীধরণীধর দাসস্য পাঠার্থং শ্লোকাবলীগ্রন্থং বজ্রযোগিনীগ্রামবাসী শ্রীবৈদ্যনাথ শর্ম্মণা গ্রন্থমিদং লিখ্যতে॥ শ্রীগুরবে নমঃ॥ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ॥

২৪৫। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি খণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৭৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫ হইতে ১৮ পঙ্‌ক্তি। পাতার ডান দিকে পত্রাঙ্ক, বাম দিকে অধ্যায়ের অঙ্ক। সংস্কৃত শ্লোকগুলি লাল কালিতে লেখা। সপ্তদশ অধ্যায়ে পুথি শেষ হইয়াছে। পরিমাণ ৯৷৹ × ৭ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। কাগজের অবস্থা দেখিয়া শতাধিক বর্ষের প্রাচীন মনে হয়। মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের পর প্রথম অংশ,—

এই তিনঠাকুর গৌড়িয়াকে করিয়াছে আত্মসাত।
এ তিনের চরণ বন্দ তিন মোর নাথ॥
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্বরণ॥
তীনের স্বরনে হয় বীঘ্ন বিনাসন।
অনাআসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরন॥
সে মঙ্গলাচরন হয় ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তু নিদেষ আসির্ব্বাদ আর নমস্কার॥
প্রথমে দুই শ্লোকে ইষ্টদেবে নমস্কার।
সামান্য বিষেসরূপে দুই ত প্রকার॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

এই সব মহাসাখা চৈতন্যকৃপাধাম।
প্রেম ফল ফুল করে জাহা তাহা দান॥
কুলিন গ্রামবাসি সত্যরাজ রামানন্দ।
জড়ুনাথ পুরুষোত্তম সঙ্কর বিদ্যানন্দ॥

বানিনাথ বসু আদি জউগ্রামি জন।
সভেই চৈতন্যভৃত্য চৈতন্য প্রাণধন ॥
প্রভু কহে কুলিনগ্রামির যে হয় কুঃকুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন রহু দুর ॥
কুলিনগ্রামির ভাগ্য কহন না জায়।
সুকর চরায় ডোম সেহো চৈতন্য গায় ॥

শেষ,—

যেই যেই অংসে কহে শুনে সেই ধন্য।
অচিরে মিলয় তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য।
শ্রীবাস গদাধর আদি ভক্তবর্য্য ॥
যত যত ভক্তবৃন্দ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হঞা সিরে ধরো সভার চরণে ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাষ আর শ্রীজিবচরণ ॥
সিরে বন্দো নিত্য করোঁ তার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাষ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবন-নিলাসুত্রকথনং নাম সপ্তদষ পরিচ্ছেদ ॥ ১ ॥ * ॥ ১৭॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সুত্ররূপে আদি সম্পূর্ণং ॥ শ্রীকৃষ্ণদাষ কবিরাজ গোস্বামিনাং তব পাদপদ্যং মম শ্রিতং জানি দুল্বভং। অতিদিন-মতিক্ষিন মম দোষো ন নিয়তে সর্ব্বেসাং দুল্বভং প্রভু তব ক্রপা যাতঃ ॥ * ॥

২৪৬। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য খণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-২১১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১৭ পঙ্‌ক্তি। পাতার ডান দিকে পত্রাঙ্ক, বাম দিকে অধ্যায়ের অঙ্ক। সংস্কৃত শ্লোকগুলি লাল কালিতে লেখা। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর আছে; ১ হইতে ১২ পত্র পর্য্যন্ত প্রথম হাতের, অবশিষ্ট সমস্ত দ্বিতীয় হাতের লেখা। পরিমাণ ৯॥০ × ৭ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই; অনুমান—এক শত বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে।

শেষ,—

… … … …
পূর্ব্ব দক্ষিন সব লোক করিলে নিস্তার ॥
এক বারানসি ছিল তোমাতে বৈমুখ।
তাহা নিস্তারিঞা কৈলা আমা সভার সুখ ॥
বারানসি গ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
সুনি দেসি গ্রামি লোক হাসিতে লাগিল ॥
লক্ষ কোটি লোক আইসে নাহিক গনন।
সংকির্ত্তন স্তানে প্রভুর না পায় দর্শন ॥
প্রভু জদি জায়েন বিশ্বেশ্বর দরশনে।
দুই দিগে লোক করে প্রভু বিলোকনে ॥
বাহু তুলি প্রভু কহে বোল কৃষ্ণ হরি।
দণ্ডবত করি পড়ে হরিধ্বনি করি ॥
এই মত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিঞা।
আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হইঞা ॥
—২০৬।১ পত্র।

ভণিতা,—

শ্রীরূপরঘুনাথপদে জার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাষ ॥

সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুন নীলাচলগমনং নাম পঞ্চবিংসতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥২৫ ॥ …ইতি মধ্যলিলা সমাপ্তঃ ॥ * ॥

২৪৭। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্য খণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-১০৫; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১৩-১৬ পঙ্‌ক্তি। পাতার দক্ষিণ দিকে পত্রাঙ্ক, বাম দিকে অধ্যায়ের অঙ্ক। সংস্কৃত শ্লোকগুলি লাল কালিতে লেখা। পরিমাণ ৯৷৷০ × ৭ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৭ সাল। ২৪৫—২৪৬ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি একই লিপিকরের হস্ত-লিখিত। সুতরাং উক্ত দুইখানি পুথির লিপিকালও ১২৩৭ সাল হওয়া সম্ভব।

প্রথম অংশ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥
শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

... ...

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজিব গোপাল ভট্ট দাষ রঘুনাথ ॥
এই ছএ গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন নাষ অভিষ্ট পুরান ॥

... ...

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবিন্দ ॥
মধ্যলিলা সংক্ষেপে করিল বর্ণন।
অন্তলিলা বর্ণন কিছু স্বন ভক্তগণ ॥

মধ্য,—

রামচন্দ্র পুরি ঐছে রহে নিলাচলে।
বিরক্তসভাব কভু রহে কোন স্থলে ॥
অনিমন্ত্রন ভিক্ষা করে নাহিক নির্নয়।
অন্যের ভিক্ষার স্তিতি জানয় নিশ্চয় ॥
প্রভুর নিমন্ত্রনে লাগে কৌড়ি চারি পোন।
প্রভু কাসিস্বর গোবিন্দ খায় তিন জন ॥
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি উতি হয়।
কেহো জদি মূল্য লয় চারি পোন নির্ন্নয় ॥
প্রভুর স্তিতি রিতি ভিক্ষা সয়ন প্রয়ান।
রামচন্দ্র পুরি করে সর্ব্বানুসন্ধান ॥
প্রভুর জতেক গুন স্পর্সীতে নারিল।
ছিদ্র চাহি বুলে কাঁহা ছিদ্র না পাইল ॥

ভণিতা,—

এই লিলা নিজ গ্রন্থে রঘুনাথ দাষ।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাষ ॥
শ্রীরূপরঘুনাথপদে যার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

শেষ,—

সিষ্যের শ্রম দেখি গুরু নাচাই রাখিল।
কৃপায় না নাচায় বাণী বসিয়া রহিল ॥
অনিপুনা বানি আপনে নাচিতে না জানে।
জত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রমে ॥
শ্রোতার পদরেনু করো মস্তকে ভূসন।
তোমোরা অমৃত পিলে সফল হয় শ্রম ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জেই জন স্বনে।
তার চরন ধোয়াইয়া মুঞি করো পানে ॥
শ্রীরূপরঘুনাথপদে যার আষ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাষ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সিক্ষাষ্টকার্থব্বাদষনাম বিংসতি পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ২০ ॥ যথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। সকাব্দা ১৭৫২ ॥ সন ১২৩৭ ॥ ইতি ॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সমাপ্ত অন্ত লিলায় পাত ১০৫ পাত ইতি ॥ ৬ জৈষ্ঠী রোজ বুধ বার ॥ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ * ॥

২৪৮। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৬৫ ; সম্পূর্ণ। শাদা রঙের মোটা ইংরেজী কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। তিন জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। ১-২ পত্র প্রথম হাতের, ৩-৩২ পত্র দ্বিতীয় হাতের এবং অবশিষ্ট সমস্ত তৃতীয় হাতের লেখা। ইহা ছাড়া চতুর্থ হাতের লেখা তোলা পাঠ বা টিপ্পনী মাঝে মাঝে আছে। পরিমাণ ১২৸০ × ৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ রঘুনাথ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথদাস শ্রীজীবচরণ॥
শিরে ধরি বন্দো নিত্য করোঁ তার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলাসুত্রকথনং নামঃ সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ ০ ১৭ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সুত্ররূপাদিলীলা সমাপ্তঃ

২৪৯। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-১৯০ ; সম্পূর্ণ। শাদা রঙের মোটা ইংরেজী কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লিপিকরের হাতের লেখা দেখা যায়। পরিমাণ ১২॥০ × ৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ মধ্যখণ্ড শেষ হইয়াছে।

শেষ,—

এই অমৃত কর পান যাহা সম নাহি আন
চিত্তে কর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড়িহ কুতর্কগর্ত্তে অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে
যাতে পড়ি হয় সর্ব্বনাশ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত ভক্তবৃন্দ
আর যত শ্রোতা ভক্ত জন।
তোমা সভার শ্রীচরণ করি শীরে ভূষণ
যাহা হৈতে অভীষ্ট লভন॥
শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ জীবচরণ
শিরে ধরি করি যার আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত চৈতন্যচরিতামৃত
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস॥ * ॥

শ্রীমন্মদনগোপাল [ইত্যাদি শ্লোক]। ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসীবৈষ্ণবকরণং পুনর্নীলাদ্রিগমনঞ্চ নাম পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদঃ॥ সমাপ্তশ্চায়ং মধ্যখণ্ড॥ * ॥

২৫০। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৮০ ; সম্পূর্ণ। ১ হইতে ২১ পত্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালা তুলোট কাগজ, অবশিষ্ট মোটা ইংরেজী কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। ছেদচিহ্ন, অধ্যায়-সমাপ্তিবাক্য ও আকর-গ্রন্থের নামগুলি লাল কালিতে লেখা। পরিমাণ ১২॥০ × ৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

শেষ অংশ,—

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যাহা সভার চরণকৃপা শুভের কারণ॥

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাহাঁর চরণ ধুঞা করোঁ জল পানে ॥
শ্রোতার পাদরেণু করোঁ মস্তকভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে মোর সফল শ্রম ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষা-শ্লোকার্থাস্বাদনো নাম বিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥*॥২০॥*॥ সাকেন্দ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যাহ্নসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥ ১ ॥ চরিতমমৃতমেতৎ [ইত্যাদি শ্লোক]। সম্পূর্ণমিদং চৈতন্যচরিতামৃতং ॥ * ॥ লিখিতং শ্রীরাধাচরণদাস শর্ম্মণস্য ॥ * ॥

২৫৯। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি, মধ্য ও অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৭৩, ১-১৯২, ১-১০৫ ; সম্পূর্ণ। বাঙ্গলা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি। পত্রের বাম দিকে ধারাবাহিক সংখ্যা, খণ্ডের নাম ও অধ্যায়সংখ্যা এবং দক্ষিণ দিকে এক এক খণ্ডের পত্রসংখ্যা ও সেই সেই পত্রে বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ আছে। এক এক খণ্ডের শেষে একটি করিয়া সূচীপত্র আছে। পরিমাণ ১৪॥০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপি-কাল ১৭৪২ শকাব্দ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবরণে চরিতামৃতের যে সব পরিচয় দিয়াছি, তাহার সহিত বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকায় এখানে আর কিছু উদ্ধৃত করিলাম না।

ভণিতা,—

শিরে ধরি বন্দ নিত্য করি তার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

আদিলীলার সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবন-সূত্রকথনং নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৭ ॥ * ॥ আদিলীলাসূত্র সংপূর্ণঃ ॥ * ॥ কার্ত্তিকের ছাব্বিশ দিন ভৃগুর বাসরে। গ্রন্থ সমাপন হৈল দ্বিতীয় প্রহরে ॥ ১৭ সতের শত বেয়াল্লিশ পরিমানে শক। শ্রীরামচন্দ্র দাস ইহার লিখক ॥ লিখিলাম এই গ্রন্থ করিয়ে জতন। শ্রীচৈতন্য-পদে জেন সদা থাকে মন ॥০॥ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ শ্রীহরয়ে নমঃ ॥

মধ্যলীলার সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাসী-বাসীবৈষ্ণবকরণং পুনর্নীলাদ্রিগমনং নাম পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদঃ ॥০॥ ২৫॥*॥ সমাপ্তশ্চায়ং মধ্যখণ্ডঃ ॥০॥ পক্ষৌ বেদঘটে চন্দ্রে মানে শাকস্য সংখ্যকে। পৌষে মাস্যসিতে পক্ষে দশম্যাং ভৃগুবাসরে ॥ নত্বা বৃন্দাবনং শ্যামং কৃষ্ণং গোপীজনপ্রিয়ং। লিখ্যতে চ শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতসংগ্রহঃ। নানাধত্ত্বকৃতেনৈব নানাক্লেশ-সহিষ্ণুনা। শ্রীরামচন্দ্রদাসেন লিখ্যতে গ্রন্থ-সংহিতঃ ॥ শ্রীরাধায়ৈ নমঃ ॥০॥ যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং [ইত্যাদি]।

অন্ত্যলীলার সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষা-শ্লোকাষ্টকার্থাস্বাদনং নাম বিংশতি পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ২০ ॥ * ॥ চরিতমমৃতমেতৎ [ইত্যাদি ৭টি সংস্কৃত শ্লোক, তৎপরে] শাকে সিন্ধ্বগ্নি-বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যে হ্নসিত-পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাঃ গতঃ ॥৮॥…সমাপ্ত-

শ্চায়ং গ্রন্থমন্ত্যখণ্ডং ॥০॥ শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ॥ ভিষজাং কুলজাতেন হরেঃ পূরনিবাসিনা। শ্রীরামচন্দ্রদাসেন লিখিতো গ্রন্থসংগ্রহঃ ॥

২৫২। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৬০,৬৪-৮৪ ; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। প্রত্যেক পত্রাঙ্কের উপরে "শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ" বা "শ্রীগৌর, শ্রীবৈষ্ণব" লেখা —"শ্রীগুরু"ও মাঝে মাঝে আছে। আকর-গ্রন্থের নাম মধ্যে মধ্যে লাল কালিতে লেখা। অধ্যায়ের সংখ্যা ১৭। পরিমাণ ১৩।০ × ৬ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। পূর্ব্বে যে সকল আদিখণ্ডের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত অভিন্ন।

শেষ,—

শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাশ শ্রীজীবচরণ॥
করে ধরি বন্দো নিত্য করি তাঁর আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাশ ॥ * ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবন-লীলাসূত্রকথনং নাম সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥১৭॥ ইতি শ্রীআদীলীলা গ্রন্থ লিপি সংপুন্নং ॥ * ॥ যথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]।

২৫৩। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-১৮, ২০-২১, ২৩-৭৩, অসম্পূর্ণ। ১৮ ও ২২ সংখ্যক দুইখানি অতিরিক্ত পত্র আছে। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। অধিকাংশ আকর-গ্রন্থের নাম ও ছেদচিহ্ন লাল কালিতে লেখা। পরিমাণ ১০৸০ × ৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। ১৮, ২১ ও ৫২ পত্রে লিপিকরের ভ্রমে অনেক অংশ ছাড় পড়িয়াছে।

শেষ,—

জত জত ভক্তগণ বৈশে বৃন্দাবনে।
নম্র হৈঞা শিরে ধরি সভার চরণে॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীজীবচরণ॥
শিরে ধরি বন্দো নিত্য করো যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি খণ্ডে যৌবন-লীলাশূত্রকথনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥*॥১৭॥ যথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]।

২৫৪। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-১১৩, ১১৫-১২০, ১২২-১৭১, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১ × ৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

শেষ,—

শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ জীবন
সীরে ধরি করোঁ জার আশ।
কৃষ্ণলীলা অমৃতান্বিত চৈতন্যচরিতামৃত
কহে কিছু দিন কৃষ্ণদাস।০।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য খণ্ডে কাশী-বাসীবৈষ্ণবকরণং পুন নীলাদ্রিগমন নামঃ পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদঃ ॥*॥...শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং সমাপ্তঃ ॥ স্বাক্ষর শ্রীজগন্নাথ দাশ শাং কাটাল শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাটিতে ॥ * ॥

২৫৫। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-২৩৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। তুইজন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়;—১১৯ পত্র পর্য্যন্ত প্রথম হাতের, অবশিষ্ট দ্বিতীয় হাতের লেখা। পরিমাণ ১৪৬০×৫।০ ইঞ্চি। লিপি-কাল নাই।

ভণিতা,—

> শ্রীরূপ সনাতনঃ রঘুনাথ জীবচরণঃ
> শীরে ধরি যার করো আস।
> কৃষ্ণলীলামৃতান্বিতঃ চৈতন্যচরিতামৃতঃ
> কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥ ১০ ॥ * ॥

সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাসী-বাসীবৈষ্ণবকরনং পুন নীলাচলগমনং নাম পঞ্চ-বিংশতিতম পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ২৫ ॥ শ্রীমন্মদন-গোপাল [ইত্যাদি তুইটি সংস্কৃত শ্লোক]।

২৫৬। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ২-২৪১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ ১৩৬০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

ভণিতা,—

> শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আশ।
> চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাশ ॥

সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশী-বাসিবৈষ্ণবকরনং পুন নীলাচলগমনঞ্চ নাম পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদঃ ॥*॥২৫॥ মধ্যলীলা সমাপ্ত।

২৫৭। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৮৮; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। অক্ষর সুগঠিত ও সুন্দর। পরিমাণ ১৪।০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

প্রথম,—

> ৬৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥
>
> পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিং।
> যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমীশ্বরং ॥
>
> ...
>
> শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
> শ্রীগোপাল ভট্ট জীব দাস রঘুনাথ ॥
> এই ছয় গুরুর করি চরণ বন্দন।
> জাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥

—ইত্যাদি

চৈতন্যচরিতামৃতের প্রায় যাবতীয় পুথিতেই—"পরমানন্দমীশ্বরং" স্থলে "কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরং" পাঠ দেখা যায়। আলোচ্য পুথিতে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাশ্লোকাষ্টকার্থাস্বাদনং নাম বিংশতিঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ২০ ॥ * ॥ চরিতমমৃতমেতৎ [ইত্যাদি ৭টি সংস্কৃত শ্লোক, তৎপরে] শাকে সিন্ধুরবানেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যে হ্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥৮॥*॥ সম্পূর্ণমিদং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং শ্রীচৈতন্যাৰ্পিতমস্তু ॥১॥

২৫৮। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-১০৫, ১০৭-১১৩,১১৬-১৩৬,১৪০,১৫০-১৫৯, ১৮১, ১৮৩-২১৫ ; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় ১৩ এবং কোন পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১০॥০×৫।০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া, সন তারিখ ও লেখকের নাম-ধাম প্রভৃতি নাই।

মধ্যখণ্ডের অধ্যায়-সংখ্যা—২৫। ২৪শ অধ্যায় শেষ হইয়া ২৫শ অধ্যায়ের অধিকাংশই পুথিতে আছে—মাত্র ১২টি পয়ার এবং ১১টি ত্রিপদীর অভাববশতঃ পুথির শেষের দিক্ খণ্ডিত রহিয়াছে। হস্তাক্ষর ও পুথির পত্রের আকার ২৫৩ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

অধ্যায়সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি শ্লোকব্যাখ্যানসনাতনানুগ্রহো নাম চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদঃ ॥ ২৪ ॥ * ॥

২৫৯। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ৯৩-১১৮, ১২০-১২২, ১৬৫ এবং পত্রাঙ্কহীন একটি পত্র, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৫॥০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পুথিখানি আদি, মধ্য ও অন্ত—সর্ব্বত্রই খণ্ডিত। ১৬ হইতে ১৮, এই তিনটি অধ্যায় সম্পূর্ণ এবং ১৫ ও ১৯, এই দুইটি অধ্যায়ের কতক কতক আছে।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

অধ্যায়-সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৃন্দাবনদর্শনং নাম অষ্টাদশ পরিচ্ছেদঃ॥

২৬০। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র

৬২-৬৪, ৮৭-৮৯, ১১০-১৩০ ; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। দুই জন লিপিকরের হাতের লেখা আছে। প্রথম তিন পাতা এবং শেষের এক পাতার কতক অংশ ছেঁড়া। পরিমাণ ১১×৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৮৭ মল্লাব্দ। পুথিখানির অধিকাংশই নাই—মাত্র শেষের তিনটি অধ্যায় সম্পূর্ণ আছে।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাশ্লোকার্থাস্বাদনং নাম বিংশতি পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ২০ ॥···সাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যাসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥ ৯ ॥ সংপূর্ণমিদং চৈতন্যচরিতামৃতং শ্রীচৈতন্যার্পিতমস্ত ॥ * ॥ ..শ্রীশ্রীচৈতন্যঃ। শুভমস্ত শ্রীশ্রীভগবৎশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য শুভ জন্মকোষ্ঠীয়ং ॥ শকাব্দাঃ ১৪০৭ চোদ্দ শত সাত শকে জন্ম পৃথীব্যাং ॥ প্রকট ৪৮ অষ্ট চল্লিষ বৎসর। তত নবদ্বীপলীলা ২৪ চব্বিস বৎসর। তত্র শন্যাস ২৪ চব্বিষ বৎসর। তত্র গতায়াতে লীলাচলে ৬ ছয় বৎসর। কেবল লীলাচলে বাস ১৮ অষ্টাদশ বৎসর। তত্র পূর্ব্বে ৬ ছয় বৎসর শংকীর্ত্তনলীলা। কেবল দ্বাদশ বৎসর ১২ রস আস্বাদনলীলা ॥ জন্মদিন ॥ অন্ত্যলীলা শংপূর্ণঃ ॥ লিখিতং শ্রীসদানন্দ···॥ মল্লশক সন ১০৮৭ হাজার সাতাইশী সাল ॥

২৬১। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ৬১-৬৩ ; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

আদিখণ্ডের আদ্যন্ত খণ্ডিত, মাত্র তিনটি পাতা এই পুথিতে আছে। তাহাতে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের খানিকটা করিয়া অংশ দেখা যায়।

ভণিতা,—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ঃ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র ঃ
শ্বরুপ রুপ রঘুনাথ দাশ।
ঞিহাঁ সভার শ্রীচরণ ঃ সিরে ধরি নিজ ধন ঃ
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি খণ্ডে জন্মলীলাবর্ণনং নাম ত্রিয়দশ পরিচ্ছেদ ॥*॥ ১৩ ॥

২৬২। প্রেমবিলাস।

রচয়িতা—নিত্যানন্দদাস। পত্র—১-১০৩, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি, মধ্যে মধ্যে কোথাও ১১ পঙ্‌ক্তি আছে। পরিমাণ ১৩×৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

নিত্যানন্দদাসের অপর নাম—বলরামদাস। ইনি জাতিতে বৈদ্য ; নিবাস—শ্রীখণ্ড গ্রাম। পিতার নাম—আত্মারাম দাস, মাতা—সৌদামিনী। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র প্রভু গ্রন্থকারের নাম নিত্যানন্দদাস রাখিয়াছিলেন

[illegible]

এবং ইনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন।[১] আরও জানা যায়, নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবীর পুনঃ পুনঃ আদেশে ইনি এই গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। যথা,—

কি গুনে করিলা কৃপা আপনে ঠাকুরানি।
দুই বার প্রত্যাদেসে কহিলা আপনি॥
... ...
জত জত আজ্ঞা হৈল মুঞি অধমেরে।
সেই মত লিখি জাহা আজ্ঞা হৈল মোরে॥
—৭৪।৭৫ পত্র।

শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ,বৈষ্ণব-সমাজের এই তিন জন প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার জীবনের নানাবিধ ঘটনাবলীর বর্ণনাই আলোচ্য পুথির প্রধান উদ্দেশ্য। পুথিখানি ষোলটি বিলাস বা অধ্যায়ে সমাপ্ত। নকলের তারিখ লিখিত না থাকিলেও অার এক দিক্ দিয়া পুথির মোটামুট কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে এবং এই দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে পুথিখানির মূল্যও অনেক বাড়িয়া যায়। বিষ্ণুপুরের রাণী শ্রীশ্রীধ্বজামণি পট্টমহাদেবী নিজ হস্তে এই পুথিখানি লিখিয়াছেন, পুথির শেষে এইরূপ লেখা আছে। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, ধ্বজামণি পট্টমহাদেবী বনবিষ্ণুপুররাজ গোপালসিংহদেবের মহিষী ছিলেন এবং গোপালসিংহদেব ১২৭৩ সালে পরলোক গমন করেন। সুতরাং এই পুথিখানি বাঙ্গালা দেশের এক প্রাচীন রাজবংশের বিদুষী রাণীর হস্তলিখিত বলিয়া আমাদের পরম আদরের সামগ্রী। হাতের লেখা অতিশয় সুন্দর। অক্ষর জড়ান বা পরস্পর সংযুক্ত নহে। ত্য, দ, চ, ৎ, এই কয়টি অক্ষরের আকার পুরাণ ধরণের।

আরম্ভ,—

৺৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীজাহ্নবা শ্রীবিরচন্দ্র।
জয় জয় কলিযুগে হরিনামমন্ত্র॥
শ্রীনিবাস জয় জয় আচার্য্য ঠাকুর।
জার সিস্য রামচন্দ্র প্রেমের অঙ্কুর॥
জয় জয় কবিরাজ ঠাকুর গোবিন্দ।
জার গুনে সপ্তদ্বিপা জীবের আনন্দ॥
জয় জয় শ্রোতাগন কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণলিলা জার হইবেক প্রাণ॥
আচার্য্য ঠাকুরের জন্ম হইল জেন মতে।
ভক্তি করি শুন ভাই দৃঢ় করি চিত্তে॥

মধ্য,—

সেই আজ্ঞাবলে লিখি চরন প্রভাব।
সুনিঞা লিখিয়া মোর জত হৈল লাভ॥
এই বাক্য শুনি প্রভুর মুখে তাহা লিখি।
কি হইল লিখিয়া তাহা পরতেকে দেখি॥
নিকটে বসাই মোরে ক্রম করি কহে।
সুনিঞা আনন্দ চিত্ত কহিব বা কাহে॥
জথন সুনিএ জাহা লিখিএ কাগজে।
সাক্ষাতে সুন ইল তাহা দণ্ড চারি কাজে॥
... ...
সিন্ধুক সজ্জ করি পুস্তক ভরিল বিরলে॥
শ্রীরূপের গ্রন্থ জত নিজ গ্রন্থ আর।
থরে থরে বসাইলা ভিতরে জাহার॥
বহু লোক লঞা সিন্ধুক আনিল ধরিয়া।
গাড়ির উপরে সব চড়াইল লঞা॥

১। প্রেমবিলাস, রাম নারায়ণ বিদ্যারত্নের সংস্করণ, ৩৬৪পৃঃ।

সর্ব্বলোকের সাক্ষাতে কুলুপ দিল তায়।
মোমজামা ঘোড়াইল সর্ব্বাঙ্গে লপটায়॥
পথের খরচ দিল তিন জন জানে।
জেখানে জেখানে জাবে হবে সাবধানে॥
বলদ যুড়িল তায় আনন্দিত চিত্তে।
রূপ সনাতনের পদ ভাবিতে ভাবিতে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তগন।
সর্ব্বত্র মঙ্গল লাগি করিয়া স্মরন॥
আসি উত্তরিলা গাড়ি গোবিন্দের দ্বারে।
শ্রীজীবের সঙ্গে জান দর্শন করিবারে॥

... ...

দশ জন অস্ত্রধারি হিন্দু সঙ্গে জায়।
দুই গাড়িআল তবে দুঃখ নাহি পায়॥
পথে চলি জাবে সর্ব্ব করিয়া বারণ।
কোন মতে কার জেন নহে অন্যমন॥
সেই মতে চলে তিনে কান্দিয়া কান্দিয়া।
শ্রীরূপ সনাতন জীব স্মরন করিয়া॥

... ...

রাজপত্র দেখাইয়া জায় স্থানে স্থানে।
আগরাতে এক রাত্রি করিল ক্ষেপনে॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্রপদে যার আশ।
প্রেমবিলাশ কহে নিত্যানন্দদাষ॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ শান্তিপুর দর্শন নাম তৃতীয় বিলাস॥

শেষ,—

গুনিগনে সভারে করিয়া নমস্কার।
রাধিকার পদযুগ ভজন জা সভার॥
শ্রীরূপের মত জেই জার কণ্ঠহার।
গৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট ভজন জাহার॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্রপদে জার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥*॥১৬॥

ইতি শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থ সম্পূর্ণঃ॥*॥ লিক্ষিতং শ্রীশ্রীধজামনি পট্টমহাদেবি॥ ইতি॥ প্রেমবিলাস গ্রন্থ সমাপ্ত নিত্যানন্দো জন্মজাত্রাদিবসে সুক্লপক্ষে রবিবারে তিয়দসি অস্তি দিবসে প্রেমবিলাস সংপূর্ন্ন হৈলা দুই প্রহর বেলা ইতি॥

২৬৩। প্রেমবিলাস।

রচয়িতা—নিত্যানন্দদাস। পত্র ৴০-৷৵০, ৴০-৸৴০, ১-৯; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১২॥০×৫॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। এই পুথিখানিতে প্রেমবিলাসের চতুর্থ, চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ, এই তিনটি মাত্র বিলাস বা অধ্যায় আছে;—অধ্যায় তিনটির মধ্যে আবার চতুর্থ ও চতুর্দ্দশ বিলাস সম্পূর্ণ নহে। ষোড়শ বিলাসটি সম্পূর্ণ। অধ্যায়ের অন্তে সমাপ্তিবাক্য নাই। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লেখকের নাম-ধাম প্রভৃতিও নাই। রচনার নমুনা নিম্নে একটু উদ্ধৃত করিলাম।—

এই ঠাকুরানির পদ করিয়া আশ্রয়।
সেই আজ্ঞায় লিখি আমি হইয়া নির্ভয়॥
আজ্ঞাবলে লিখি মোর নহে অনুভব।
পুনঃ পুন কহিলেন লিখিতে এ সব॥

... ...

ইথে অবিশ্বাস না করিবে কোন জন।
জাহা সুনী তাহা লিখি এই মোর মন॥
তবে জে কহিবে কেহো সাস্ত্র এই নহে।
সর্ব্বত্র বলবান হয় গুরু আজ্ঞা জাহে॥

জদি কেহো নাহি লয় হেন বাক্য সার।
আমার যোগ্যতা নাহি ইহা লিখিবার॥
শ্রীজাহ্নবা বিরচন্দ্রপদে জার আশ।
প্রেমবিলাশ কহে নিত্যানন্দদাশ ॥*॥১৬॥*॥

—

২৬৪। ভক্তমাল।

রচয়িতা—লালদাস বাবাজী। পত্র ১-৪৫; খণ্ডিত। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। প্রত্যেক পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বাম দিকে গ্রন্থের নাম লেখা। মধ্যে কয়েকটি পাতা পোকায় কাটা। পরিমাণ ১১×৫॥০ ইঞ্চি। পুথির শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া তারিখ বা লিপিকরের নাম-ধাম প্রভৃতি কিছুই নাই।

ভক্তমাল গ্রন্থখানি কৃষ্ণদাস বাবাজীর বিরচিত বলিয়া সাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। বোধ হয়, লালদাস বাবাজীর অপর একটি নাম কৃষ্ণদাস বাবাজী হইবে। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। গ্রন্থের আরম্ভে গৌরভক্তবৃন্দের বন্দনাপ্রসঙ্গে "বিশেষে শ্রীশ্রীনিবাস আশ্রয় আমার" (২য় পত্র) এইরূপ উক্তি দেখিয়া তাহা অনুমান করা যায়।

মূল ভক্তমাল গ্রন্থখানি ১৪৮২ শকাব্দায় বা ১৫৬০ খ্রীঃ অগ্রদাস বা আগরদাসের শিষ্য নাভাজী কর্ত্তৃক হিন্দী ভাষায় বিরচিত হয়। নাভাজীর শিষ্য প্রিয়দাস তৎপরে নিজকৃত টীকা দ্বারা ইহার আকার অনেক পরিবর্দ্ধিত করেন। লালদাস বা কৃষ্ণদাস বাবাজী তাহার সহিত আরও অনেক ভক্ত বৈষ্ণবের চরিতাবলী সংযুক্ত করিয়া, বাঙ্গালা পয়ার অনুবাদে ইহাকে বর্ত্তমান আকারেপ রিণত করিয়াছেন। সর্ব্ব-সমেত ২৭টি মালা বা অধ্যায়ে ভক্তমাল্ল পরিসমাপ্ত। কিন্তু আলোচ্য পুথিতে তিনটি মালা সম্পূর্ণ এবং চতুর্থ মালার কতক অংশ পর্য্যন্ত আছে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্তগণের জীবনচরিত বর্ণনা করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
শ্রীবৈষ্ণবেভ্যো নমঃ॥

... ...

শ্রীগুরুচরণ বন্দ: অভয় পরমানন্দ:
ভুক্তিমুক্তিভক্তিসিদ্ধিদাতা।
আলম্বন উদ্দিপন: ত্রিজগত রসায়ন:
স্বয়ংকৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেমদাতা॥
সাধ্যগণের আরাধ্য: সিদ্ধমধ্যে সতসিদ্ধ:
উপাস্যের মধ্যে শ্রেষ্টতম।
দাতা মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধন: প্রেমভক্তি বিতরণ:
করিয়া করয়ে আত্মা সম॥

... ...

গৌরাঙ্গভকত বন্দ অনন্ত অপার।
বিশেষে শ্রীশ্রীনিবাস আশ্রয় আমার॥

... ...

বন্দো শ্রীঅগরদাস জার সিষ্য নাভা।
তেহোঁ কৈল ভক্তমাল সজ্জনের লোভা॥
চারি যুগের ভাগবতগণের চরিত্র।
ভক্তমাল গ্রন্থ কৈল পরম পবিত্র॥

... ...

চারি যুগে ভক্তগণে[র] অপূর্ব্ব চরিতে।
প্রিয়দাসে আজ্ঞা দিলা টীকা বিস্তারিতে॥
বৃন্দাবনবাসি প্রিয়দাস মহামতি।
বিচক্ষণ বুদ্ধি শুদ্ধ ভক্তিমত রতি॥

অল্পাক্ষরে বহু অর্থ অনুপ্রাস জথক।
ভক্তগণের রিত বর্ন্নে সন্ধানপুর্ব্বক ॥
তাহার চরণ বন্দো অভিষ্ট লাগিয়া।
গ্রন্থ প্রকাসিলা জেই টীকা প্রকাসিয়া ॥
গ্রন্থ হয় বজ্র(ব্রজ)ভাখা সভে বুঝে নাহি।
জেহেতু গৌড়িয়াবাক্য শ্রু(শ্রে)নিমত কহি ॥
রচনাপুর্ব্বক কহিবারে নাহি জানি।
জথাশক্তি জোড়ে নাড়ে মিলাইয়া ভনি ॥
উপহাস কেহ নাহি কহিয় ইহাতে।
বৈষ্ণবের গুণগান করি কোন মতে ॥
অতেব টীকার অর্থ বুদ্ধি সাধ্যমতে।
রচিয়া কহিব মাত্র মন বুঝাইতে ॥
জথা জথা প্রিয়দাস সংক্ষেপেতে অতি।
বর্ন্নিলে জে প্রেবেশয় সাধারণ মতি ॥
সেই সেই কোন স্থানে কহিব কিছু কিছু।
বিস্তার করিয়া কহি তার পাছু পাছু ॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে কর অঙ্গিকার।
সমর্পণ করি এই বাসনা আমার ॥
সকল বৈষ্ণবপদে করিয়া প্রণতি।
নালদাস কহে পরিহার নতি স্তুতি ॥
—ইত্যাদি।

চতুর্থ পত্রে গ্রন্থ রচনার সূচনা,—

শ্রীগুরু অগ্রদাস : গাইতে ভক্তের জস :
কৃপা করি আজ্ঞা মোরে দিল।
অপার সংসারপার : উপায় নাহি আর :
নাভা ইহা নিশ্চয় করিল ॥

অগ্রদাস অন্তর্ম্মনা ধ্যানাবিষ্ট আছেন।
মন্দ মন্দ বায়ু নাভা পশ্চাৎ করিতেছেন ॥
জাহাজে চড়িয়ে অগ্রদাসের শিষ্য এক।
কোথায় বানিয্যে জাই লাগি গেল ঠেক ॥
আপদে পড়িল গুরু স্মরণ করিল।
অমনি ধ্যানস্ত গুরু অনুকুল হৈল ॥
জাহাজ চলিল গোসাঞি দয়াবান হৈয়া।
তথাপিহ মনোযোগ সেবক লাগিয়া ॥
পাছু হৈতে নাভা জিউ কহে মৃদুস্বরে।
জাহাজ ছুটিল এবে আইস নিজ পুরে ॥
ইহা সুনি আখি মেলি কহে কেটা তুমি।
নাভা বলে ঝুটাখোর সেই হও আমি ॥
তেহোঁ কহে বৈষ্ণবের সেবার সকতি।
কৃতার্থ হইল ইহা হইল পিরিতি ॥
অতএব বৈষ্ণবের চরিত্র বর্ন্নন।
জতনপূর্ব্বকে তুমি করহ গ্রন্থন ॥
নাভা বলে ভক্তরিত জানিব কেমতে।
সাধেরে নায়ের কথা জানিবে(লে)জেমতে ॥

নাভাজীর জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে পুথিতে এইরূপ লেখা আছে,—

হনুমানবংসে জন্ম অন্ধ দুটী নেত্র।
কোটি আখি তারে দেহ জেই হরিভক্ত ॥
পঞ্চ বর্ষ বয়স নাভা অকাল সময়।
উদরের দাহে মাতা বনে ছোড়ি জায় ॥
কিল অগর দুই ভাই দয়ার নিদান।
অনাথ দেখিয়া তারে পুছেন কারণ ॥
কৃমণ্ডের[১] জল ছিটি চক্ষেতে মারিলা।
তৎক্ষণাতে দুটী চক্ষ প্রকাস হইলা ॥
ভবিষ্যত কৃষ্ণভক্ত বুদ্ধিমান ধির।
দুহার চরণে পড়ে চক্ষে বহে নীর ॥
কিলজি আজ্ঞায় অগর শিষ্য করিলা।
নিযুক্ত করিয়া বৈষ্ণব সেবায় দিলা ॥
বৈষ্ণবের পদসেবা উচিষ্ট ভোজন।
করিতে করিতে হৈল কৃপার ভাজন ॥
বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টিভাগ্য জার ফলে।
ত্রিভুবনে অলভ্য কি আছে তার বলে ॥

১। কমণ্ডলুর।

সাধুকৃপা হৈতে হৃদে কি রঙ্গ ছাইল।
ভক্তি সক্তি অপার সাগর উথলিল ॥
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত দুহার চরিত।
অমৃতনিন্দিত কোটি সুধাংস নিন্দিত ॥
বর্ন্নিয়া শ্রীনাভাজিউ জগত শ্রবিল।
বৈষ্ণবমঙ্গল ভক্তিমাল প্রকাসিল ॥

—৫ম পত্র।

ভণিতা,—

গৌরাঙ্গের কৃপা : অমৃত স্বরূপা :
ব্যাপিত দেখি ভুবনে।
অধম চণ্ডাল : অতি মন্দ ভাল :
একা নালদাষ বিনে ॥—৭.২ পত্র।

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদস্বরূপ-বর্ন্ননং তৃতীয় মালা ॥৩॥

২৬৫। অদ্বৈতবিলাস।

রচয়িতা—নরহরিদাস। পত্র ১-১৫ ; অসম্পূর্ণ। ইংরেজী কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। মধ্যে দুই একটি পাতার কতক অংশ ছেঁড়া। ৭ম হইতে ১৫শ পত্র পর্য্যন্ত লিখিত অংশের চতুর্দ্দিকে পেন্সিলের লাইন কাটা। পরিমাণ ১১৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া তারিখ বা লিপিকরের নাম-ধাম প্রভৃতি কিছুই নাই। কাগজ ও পুথির অবস্থা দেখিয়া পুথিখানিকে তেমন প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না।

পুথিখানিতে অদ্বৈতাচার্য্যের লীলাকাহিনী লিখিত হইয়াছে। কত বিলাস বা অধ্যায়ে পুথি সমাপ্ত, তাহা জানা যায় না। তবে এই পুথিতে প্রথম বিলাস সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয় বিলাসের কতক অংশ পর্য্যন্ত আছে। প্রাপ্ত অংশে অদ্বৈতাচার্য্যের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় ণমঃ ॥

... ...

জয় জয় শ্রীচৈতন্য শ্রীশচিকুমার।
ভক্তপূয় ভুবনমোহন অবতার ॥
জয় জয় হলধর নিত্যানন্দরায়।
অবনি ভাসাইল জেহোঁ প্রেমের বন্যায় ॥
জয় জয় অদ্বৈত ইশ্বর দয়াময়।
জাহার হুঙ্কারে গৌরচন্দ্রের উদয় ॥
জয় জয় মাধবনন্দন গদাধর।
জার রসে উল্লসিত শ্রীগৌরসুন্দর ॥
জয় জয় পণ্ডিত শ্রীবাস অত্যুদার।
জার গৃহে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার ॥

পুথির প্রাপ্ত অংশের মধ্যে কবির পরিচয়াদি কিছুই নাই। তথাপি তাঁহার দীনতা ও বৈষ্ণবতাসূচক ভণিতাটুকু এখানে উদ্ধৃত করিলাম।—

জদ্যপি পাপিষ্ঠ মুই অতি দুরাচার।
তথাপিহ লজ্জা নাহি কহি বারে বার ॥
জগতের মাঝে নরহরি অকিঞ্চন।
নিজগুনে ধনি কর দিয়া প্রেমধন ॥
সুন সুন শ্রোতাগন হইয়া সন্তোস।
মুই মোহামুর্খ মোর না লইবে দোস ॥
অদ্বৈতচন্দ্রের লিলা অমৃতের সিন্ধু।
মোর অভিলাস আস্বাদতে এক বিন্দু ॥
পঙ্গু হৈয়া পর্ব্বত লঙ্ঘীতে জৈছে চায়।
বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে জায় ॥
ক্ষুদ্র পক্ষ জৈছে সিন্ধু সুসিতে উদ্যত।
তৈছে মোর চিত্তবিত্তি নাহি সাধ্য মাত্র ॥
কিন্তু সাধুআজ্ঞা হয় মহাবলবান।
সেই আজ্ঞা বহোঁ সিরে নাহি জান যান ॥

অদ্বৈতাচার্য্যের পিতৃমাতৃপরিচয়,—

ছিলট্টনিকট নবগ্রাম পূর্ব্বদেসে।
মহাভাগ্যবান লোক সুখে তথা বৈসে॥
সেই গ্রামে কুবের আচার্য্য মহাশয়।
কি কহিব তাঁহার চরিত্র সুখময়॥
সর্ব্বগুনে পরিপুর্ন্ন পরম পণ্ডিত।
অত্যন্ত উদার জেঁহো জগতে বিদিত॥
পরম অনন্য ভক্তিপথে নাহি ভঙ্গ।
কৃষ্ণভক্ত বিনা না করএ অন্য সঙ্গ॥
সতত একান্তে বসি করে আরাধন।
প্রেমাবেসে করে সদা অপুর্ব্ব গায়ণ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সদা করয়ে ফুৎকার।
কণ্ঠ রুর্দ্ধ হয় নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
... ...
হেন আচার্য্যের পায় কোটী নমস্কার।
সাক্ষাত ইশ্বর অদ্বৈত পুত্র জার॥
আচার্য্যঘরনি তৈছে জগতপূজিতা।
কী কব অধিক জেঁহোঁ অদ্বৈতের মাতা॥
জৈছে আচার্য্যের হয় সদ্‌গুণপ্রচার।
তৈছে নাভা দেবির চরিত্র নাহি পার॥

ভণিতা,—

শ্রীগুরু বৈষ্ণবপাদপদ্ম আসা করি।
অদ্বৈতবিলাস কহে দাস নরহরি॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীঅদ্বৈতবিলাসে প্রথমো বিলাসঃ॥ ১ ॥*॥

২৬৬। অদ্বৈতমঙ্গল।

রচয়িতা—হরিচরণ দাস। পত্র ১—১০১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। শেষের কয়েক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। মাঝে মাঝে দুই এক পৃষ্ঠার লেখা সামান্য মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ৯॥০ × ৭ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৭১৩ শকাব্দ।

গ্রন্থকার, পুথিখানিতে কমলাকান্ত মিশ্র বা অদ্বৈত আচার্য্যের জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা পাঁচ অবস্থা বা অংশে বিভক্ত—বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য। পাঁচ ভাগে তেইশটি অধ্যায় আছে—অধ্যায়গুলিকে গ্রন্থকার "সংখ্যা" নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে।—বাল্য "অবস্থায়" অদ্বৈত আচার্য্যের জন্ম, পৌগণ্ডে শান্তিপুরে আগমন, কৈশোরে তীর্থ পর্য্যটন, যৌবনে তপস্যা এবং শান্তিপুরে বাস, বার্দ্ধক্যে বিবাহ, নিত্যানন্দ ও চৈতন্যের অবতার, শান্তিপুরে বিবিধ লীলা এবং অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি পুত্রগণের জন্ম।

অদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্যমণ্ডলী এবং পুত্র অচ্যুতানন্দের আদেশে হরিচরণ দাস এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। হরিচরণ, অচ্যুতের শিষ্য। তিনি বিজয় পুরীর নিকট আচার্য্যের পূর্ব্বজীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবগত হইয়া, তাহা এই পুথিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিজয় পুরী অদ্বৈতাচার্য্যকে বাল্যকাল হইতেই দেখিয়াছেন। তিনি গ্রাম সম্পর্কে আচার্য্যের মাতুল এবং অদ্বৈতের গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর সতীর্থ। আলোচ্য পুথিতে গ্রন্থকারের পরিচয় বা গ্রন্থ রচনার কাল নির্ণয়ের কোন নিশ্চিত উপাদান পাওয়া যায় না। পুথির শেষে একটি সূচি আছে, কোন্ কোন্ সংখ্যা বা অধ্যায়ে কি কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে,

তাহা ইহাতে লিখিত রহিয়াছে। পুথির কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

[সংস্কৃত বন্দনাশ্লোকের পর]

আরম্ভ,—

ত্রিপদি ॥

শ্রীগুরুচরণ পদ্ম মনেত করিয়া শদ্ম
জে লেখাএ পরমমুনি মোকে।
কৃষ্ণের জিবণ প্রাণ প্রেমমুর্ত্তিত পরনাম
আজ্ঞা মাগী তাহার শ্রীমুখে ॥১॥
তাহার জে কৃপাবরে পূর্ব্বাপর দেখাএ মোরে
আজ্ঞা অনুসারে মাত্র লেথি।
অদ্বৈতমঙ্গলেতে প্রভু লিলা প্রকটিতে
আজ্ঞা দিলা পূর্ব্ব প্রবন্ধ আগে লেথি ॥২॥

... ...

আমি ক্ষুদ্র জিব হইয়া কি বর্নিতে পারি ইহা
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আজ্ঞা মানি।
প্রভুর পুত্র জব শিষ্য আদি জত শব
তাহে আমি ক্ষুদ্র অভিমানি ॥৪॥

চতুর্থ পত্রে,—

এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন।
অদ্বৈতচরিত্র কিছু করিএ বর্ন্নন ॥
শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ন্নিলা কবি কর্ণপুর।
তাহে নিত্যানন্দলিলা রসের প্রচুর ॥
অদ্বৈত প্রভুর আদি অন্তলিলা কিছু।
বর্ন্নন করিব সর্ব্বে করি আগু পিছু ॥
অদ্বৈত প্রভুর লিলা পঞ্চ অবস্তা।
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর জৌবন বির্দ্ধতা ॥

... ...

প্রভুর নন্দন আর শাথা যে শকলে।
আমারে আজ্ঞা দিলা হৃদয় পুরণে ॥
আমি প্রভুর ভৃত্য তার আজ্ঞাবলে।
সাহশ করিয়া লিখি শ্রীচরণবলে ॥

হরিচরণ দাস অদ্বৈতাচার্য্যকে বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু জানিতেন না। গ্রাম-সম্পর্কে অদ্বৈতাচার্য্যের মাতুল এবং তাঁহার গুরুর সতীর্থ বিজয় পুরী ঘটনাক্রমে এক দিন অদ্বৈতসভায় আসিয়া উপস্থিত হন। হরিচরণ তাঁহার নিকট আচার্য্যের বাল্যজীবনী সম্বন্ধে অবগত হইয়াছিলেন।

জন্মলীলা দেখিবে কেবা শুনিব কার স্থানে।
মনেতে ভাবনা করি প্রভুপদ ধ্যানে ॥
পুত্র ভৃত্য লইয়া প্রভু আছেন সভা করি।
ইতিমধ্যে আইলা তথা বিজয় নাম পুরি ॥
বৃর্দ্ধ সন্যাসী সেহি মুখে কৃষ্ণনাম।
কাঞ্চন শরীর হয় দিব্য তেজধাম ॥
গোসাঞি দেখিয়া প্রভু শম্ভ্রমে উঠিয়া।
সম্ভাষা করিলা তথা চরণে পড়িয়া ॥৬।১পত্র।

... ...

সভার অগ্রেতে পুরি কহিতে লাগিলা।
প্রভুর ইঙ্গিত জানি বস্তুত কহিলা ॥
ছিলট্ট দেশেতে হয় নবগ্রাম নাম।
বিমল নির্ম্মল হয় আত্মারাম ধাম ॥
ভরদ্বাজ মুনির বংশ জানি সর্ব্বকাল।
আচার্য্য পদ বিহরএ সদ্‌গুণ রসাল ॥
সেহি বংশে জন্মিলা আসি বসুদেব আচার্য্য।
কুবের আচার্য্য নাম রাখিল আচার্য্য ॥
অগ্নিহোত্র জাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বেদ পড়ে।
শে কালে হুঙ্কার হৈল পৃথিবী ভিতরে ॥

... ...

সেহি গ্রামে মহানন্দ বিপ্র প্রবিন ॥

তার কন্যা হয় শ্রেক ... ... ।
ঘটক সম্বাদ তাহার আনিল বিচারি ॥
দৈবকীপ্রাও সেহি ... লক্ষণা ।
নাভা নাম ধরে তার পীতা বিচক্ষণা ॥
বিবাহ হইল কুবের আচার্য্যের স্থাণে ।
গ্রাম সহিতে সব ধন্য ধন্য মাণে ॥
সেহি গ্রামবাসি আমি ছিলাম পুর্ব্বাশ্রমে ।
মহানন্দের পুরোহিত পীতা গুরুতুল্য মানে ॥
নাভা দেবি ভাঁগ্নি মোরে বোলে সর্ব্বকাল ।
আমিহ ভগীনিপ্রাও করিএ তাহার ॥
সেহি সম্বন্ধে মামা কহে প্রভু জে আচার্য্য ।
আমি পুর্ব্বাপর জানি সব ইহার কার্য্য ॥
একান্ত করিয়া যুন সবে মন দিয়া ।
অদ্বৈতজন্ম এবে কহি বিবরিয়া ॥

—১৩।১৪ পত্র ।

অদ্বৈতাচার্য্যের ভ্রাতা ও ভগিনী,—

ক্রমে ক্রমে নাভার ছয় পুত্র হইল ।
একখানি কন্যা তার পাছেতে জন্মিল ॥
লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকান্ত হরিহরানন্দ ।
সদাএ শিব কুশল আর কির্ত্তিচন্দ্র ॥
চারি পুত্র শন্যাশ করি গেলা তীর্থ পর্য্যটনে ।
পুন না আইলা তারা কুবের ভুবণে ॥

ভণিতা,—

শ্রীশান্তিপুরনাথপাদপদ্ম করি আস ।
অদ্বৈতমঙ্গল কহে হরিচরণ দাষ ॥

শেষ অংশ,—

চতুর্ভুজ প্রকাশ দেখাইল সভে ।
চমৎকার পাইল শবে দেন শবে ॥
ষোড়শ সংখ্যাএ শিতাদেবীর দিক্ষা ।
সর্ব্ব তত্ত্ব কহিলা প্রভু করাইলা সিক্ষা ॥
আপনার স্বরূপ জানাইলা সিতার স্বরুপ ।
শিতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শিতার অনুরূপ ॥
... ...
তৃতীয়বিংশতি সংখ্যাএ দানলিলা শান্তিপুর ।
তিন প্রভু এক হইলা রসের প্রচুর ॥
পুর্ব্বমত উথাড়িয়া দেখাইল তাকে ।
শান্তিপুরলিলা এহি বন্দিলা লোকে ॥
পঞ্চম অবস্তা প্রভুর নবম সংখ্যাএ বর্ন্নিল ।
সর্ব্বতত্ত বিংশতি সংক্ষ্যা লিখিল ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সিতা ।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥
শ্রীশান্তিপুরনাথপাদপদ্ম করি আস ।
অদ্বৈতমঙ্গল কহে হরিচরণ দাষ ॥ * ॥ * ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে বৃদ্ধলিলানুসারে পঞ্চম অবস্তা বর্ন্নং নাম তৃতীয়বিংশতি সংখ্যা সমাপ্তং ॥ * ॥ * ॥ সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থং ॥ * ॥ শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৭১৩ শ্রীল শ্রীসরশ্বত্যৈ ॥ * ॥ শ্রীশ্রীহরিঃ পাতু ॥ সাক্ষরং শ্রীনরসিংহ দেবশর্ম্মণঃ ॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি ॥ শ্রীজগন্নাথ অধিকারী অস্য পুস্তকঞ্চেতি ॥*॥*॥ শ্রীলশ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ ॥*॥

২৬৭। নিমাইসন্ন্যাস।

রচয়িতা—বাসুদেব ঘোষ। পত্র ১—২০; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬ পঙ্‌ক্তি। প্রথম পাতার মধ্য অংশের কতকটা অস্পষ্ট। পরিমাণ ১৪৷৷০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পুথিখানিকে আমরা বাসুদেব ঘোষের বিরচিত বলিয়া স্থির করিলাম। কিন্তু ইহার মধ্যে অপর তিন ব্যক্তি—ত্রিলোচন দাস, নরোত্তম ও রূপের ভণিতাও দৃষ্ট হইতেছে।

ত্রিলোচন দাসের তিনটি, রূপের দুইটি ও নরোত্তমের একটি ভণিতা ইহার মধ্যে আছে। বাসুদেব ঘোষের ভণিতা আছে আটটি। মোটের উপর পুথিখানি যে বাসু ঘোষের রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, বাসু ঘোষের অন্য যে সব পুথিতে অপর কাহারও ভণিতা নাই, তাহার সহিত এই পুথির মিল আছে। অন্যান্য ভণিতাগুলি লিপিকর কর্ত্তৃক সেই সেই কবির গ্রন্থ বা পদ হইতে উদ্ধৃত হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে।

আরম্ভ,—

শ্রীরাধাকৃষ্ণাঅ নম

অথ নিমাইসন্যাস ॥

সোনহ ভকতগন করহ…… ।
জেরূপে করিল গৌর সন্যাস গ্রিহন ॥
গৌরাঙ্গ ছারিআ জাবে নদিআ হইতে।
নিসাভাগে লক্ষি দেবি লাগিল কান্দিতে ॥ধু॥
গৌরাঙ্গ ছারি জাবে অলক্ষি প্রবেস হবে
লক্ষি অলক্ষির কথা সুনিআ মাল্যানি।
কান্দিতে কান্দিতে গেল জথা… ॥
সোন সোন সচিমাতা নিবেদন করি ।
নদিআ ছারিআ গৌর হবে দংডধারি ॥ধু॥
গৌরাঙ্গ ছারিআ জাবে অলক্ষি প্রবেস হবে
সন্যাস করিব পুত্রে সোনে সচিমাতা।
স্তব্দ হৈআ বৈসে রানি মুখে নাহি কথা ॥

মধ্য অংশ,—

জে কালেতে বিষ্ণুপ্রিআ এ কথা সুনিল।
কাতর হইআ দেবি কান্দিতে লাগিল ॥
গলাতে বসন দিআ
কহে দেবি বিষ্ণুপ্রিআ
সোন নিদ্রা আমার বচন ।
এহি নিবেদন করি
জাও মোর আঙ্গিনা ছারি
অন্য স্থানে করহ গমন ॥
নিদ্রা তোর পাএ ধরি ছারি জাবে গৌর হরি
তুমি মোর অঙ্গে প্রবেসিলে।
আমার বচন ধর প্রাননাথ রক্ষ্যা কর
এহি কথা বিষ্ণুপ্রিআ বোলে ॥
মোর চৌক্ষে প্রবেশিবে গৌরাঙ্গ ছারিআ জাবে
বিস খাইআ মরি জাব আমি।
আগেত মরিব আমি মরি জাব সচি রানি
নারিবধের ভাগি হবা তুমি ॥ ধু ॥

ভণিতা,—

১। বাসুদেব ঘোসে ভনে সচি কান্দে অকারনে
জিব লাগি গৌরাঙ্গ সন্যাসি ॥
২। এ বোল সুনিআ সচি সম্বরে রোদন।
বেতিত হিআএ কহে দাস ত্রিলোচন ॥
৩। কহে নরর্ত্তম দাস গৌরাঙ্গের সন্যাস
জগ ভরি রহিল ঘোসনা ॥
৪। এ রূপ কান্দিআ বোলে গৌর জাবে নিলাছলে
শান্তিপুরে ক্রন্দন বারিল ॥

শেষ,—

অদ্বৈতঘরনি কান্দে কেস বেস নাহি বান্দে
প্রভু বলি ডাকে উর্চ্চস্বরে।
করি নির্ত্তানন্দ সঙ্গে আপনা কির্ত্তন রঙ্গে
আর কে নাচিব মোর ঘরে ॥
অবধৌত বিশ্বাম্ভর নরহরি গদাধর
কতরূপে করে হাহাকার।
এবে কেনে দুইটি ভাই কি দোসে ছারিআ জাই
সান্তিপুর করিআ আন্দার ॥
নদিআ নিবাসি জত তারা কান্দে অভিরত
লোটাআ লোটাআ খিতিতলে।

বাসুদেব ঘোসের বানি গকুল হইল জানি
তেমতি হইল সান্তিপুরে ॥
ইতি নিমাইসর্ন্ন্যাস গ্রিহস্ত সমাপ্ত ॥

২৬৮। নিমাইসন্ন্যাস।

রচয়িতা—রঘুনাথ দাস। পত্র ১—৩১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। পরিমাণ ১৪৬০ × ৪৬০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫৪ সাল।

পূর্ব্বে বাসুদেব ঘোষের রচিত যে নিমাই-সন্ন্যাসের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় আলোচ্য পুথি সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও মধ্যে মধ্যে দুই এক পঙ্‌ক্তি উভয় পুথিতেই একরূপ। এই পুথিতেও বাসুদেব ঘোষের তিনটি, নরোত্তমের একটি এবং রসিকানন্দের একটি ভণিতা রহিয়াছে। রঘুনাথ দাসের ভণিতাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—দশটি। তাই পুথিখানি তাঁহার রচিত বলিয়া স্থির করা হইল। বোধ হয়, বাসুদেব, নরোত্তম ও রসিকানন্দ, এই তিন ব্যক্তির রচিত বিভিন্ন নিমাইসন্ন্যাস বা নিমাইসন্ন্যাস-বিষয়ক পদাবলী হইতে এই পুথিতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাই সেই সকল অংশের সহিত তাঁহাদের নামও আলোচ্য পুথিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের এইরূপ অনুমান পূর্ব্বোল্লিখিত নিমাইসন্ন্যাস সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। নতুবা এক ব্যক্তির রচিত পুথিতে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন লোকের ভণিতা কিরূপে আসিতে পারে, তাহার আর কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পুথির আকার—এই সম্বন্ধীয় অন্যান্য পুথি অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ। গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে যখন জননীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তাঁহার জননী, তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া লইবার জন্য তাঁহার নিকট রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। রাম বন-বাসী হইয়াও সীতাকে পরিত্যাগ করেন নাই, মাতার আদেশ পালনের জন্য দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাঁচ ভাই বিবাহ করিয়াছিলেন। অতএব তুমি আমাকে এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ এবং আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে চলিয়া যাইবে, এই কথা বলাই ইহার তাৎপর্য্য। এই জন্য পুথিখানি একটু বড় হইয়া গিয়াছে। পুথির মধ্যে "সবাই, সবার" স্থলে "সমাই, সমার" শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। প্রথম অংশ এইরূপ,—

৭ শ্রীদুর্গা স্বহায়
নম গনেশায় ॥১॥ অথ নিমাইশৈন্যাশ পুস্তক লিক্ষতে। ১ ॥

গৌরাঙ্গশৈন্যাশলিলা স্থন সর্ব্বজন।
জাহাকে স্থনিলে হয় বৈথণ্টে গমন ॥
কলিভব কলুশেত জিব নিস্তারিতে।
অবতির্ন্ন হইলা প্রভু আসিয়া জগতে ॥
নবদ্বিপে পুরন্দর মিশ্রের মন্দিরে।
জন্মীলা গোলকনাথ শচির উদরে ॥
দয়াভাবে তিন নাম থুইলা শচি আই।
গৌরাঙ্গ চৈতন্য আর দ্রিতিয়ে নিমাই ॥
বলরাম নিত্যানন্দ অদ্বৈত মহেশ।
ভারথি হইলা গুরু ব্রহ্মা হরিদাশ ॥

চৈতন্যের প্রতি শচীদেবী,—

হেদে রে নদিয়ার চান্দ বাছা রে নিমাই।
অভাগিনি সচি মাএর আর লক্ষ নাই ॥
এত বলি ধরি সচি গৌরাঙ্গের গলে।
স্নেহভাবে চোম্ব দিল বদনকমলে ॥
আমি তব বৃর্দ্ধ মাতা আমাকে ছাড়িয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধু দিলা গলাএ গাথিয়া ॥
তোমা লাগি কান্দে জত নদিয়ার লোক।
ফিরিয়া চলহ বাছা দুরে জাওক শু(=শো)ক ॥
মোরারি চৈতন্ব আদি জত ভক্ত দাশ।
ই সব ছাড়িয়া কেনে করিলে সৈন্যাস ॥
শ্রীনিবাস হরিদাস আদি ভক্তগন।
ই সব করিয়া সাথে করিবে কির্ত্তন ॥
জে করিছ আরে বাছা চলহ ফিরিয়া।
পুন জজ্ঞশো(সু)ত দিব ব্রাহ্মন আনিয়া ॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

১। রঘুনাথ দাশে ভনে শ্রীগুরুচরন।
কদাপি ছাড়িতে নারে কর্ম্মনিবন্ধন ॥
২। বাশোদেব ঘোশে ভোনে কান্দ শচি কি কারনে
জিব লাগি হইয়াছে শৈন্যাসী ॥
৩। রশিক[া]নন্ধের বানি শুকানলে দহে প্রাণি
এত দুক্ষ শহন না জায় ॥
৪। কহেন নরুত্তম দাস গোড়াচান্দের সৈন্যাস
জগত ভরি রহিল ঘোসনা ॥

শেষ,—

জগাই মাধাই পাপি জগতে আছিল ব্যাপি
হরিনামে হইল নিস্তার ॥
প্রভু জারে কৃপা করে পাপে কি করিতে পারে
কর্ম্মপাশ মোক্ত হয় তার।
সূর্য্যের উদয় জেন বিনাসে তিমিরগণ
হরিনাম তেমতি প্রকার ॥
জে করে সন্ন্যাস ধর্ম্ম পুন তার নহে জর্ম্ম
কুটী কুল মোক্ত তার হয়।
বেদে অন্ত নারে জার নরে কি জানীবে তার
দিনহিন তারে দয়াময় ॥
রঘুনাথ দাসে ভুনে ভজ মন শ্রীচরণে
গুরুমন্ত্র করহ সাদন।
জখনে ছারিব দেহ সঙ্গে নাহি জাবে কেহ
সংসার বাসনা অকারণ ॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস পুস্তক সমাপ্তঃ। ইতি সন ১২৫৪ সাল তারিখ ২১মাঘ রোজ বুধবার বেলা ১ প্রহর উদন নিজ বাড়িতে বসিয়া পুস্তক সমাপ্ত হইলঃ ॥ ইতিঃ ভিম-স্যাপি রণে ভঙ্গ [ইত্যাদি]। সকিয় পুস্তক শ্রীযুত যুগলকিসোর রাএ চৌধুরি মালীক সাকীন রৌহা পরগনে তাজাল (?) হিশ্যে ॥৵৹ আনীর মোতালক জমীদরি।

৯ম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষে একজন লেখকের নাম আছে,—শ্রীকালীপ্রশাদ দাশ ॥

২৬৯। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ১০ম স্কন্ধ।

রচয়িতা—রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য। পত্র ৪-২৫৪ ; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। চতুর্থ ও শেষ পত্র ছিন্ন এবং অক্ষর অস্পষ্ট ; মধ্যেও কতকগুলি পত্রের ধার কাটা। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি ; কোন কোন পৃষ্ঠায় ৬, ৭ বা ১১ পঙ্‌ক্তিও আছে। দুই জন লিপিকরের লেখা সুস্পষ্ট। পরিমাণ

১৪×৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৭৩ সাল, ১৬৮৮ শকাব্দ। পুথির প্রথমে স্বতন্ত্র এক খণ্ড কাগজে ১১৯৩ সালে লিখিত একটি সূচিপত্র রহিয়াছে।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালিক ব্যক্তি। চৈতন্যদেব রঘুনাথের বরাহনগরস্থিত আশ্রমে আসিয়া, ইঁহার ভাগবত পাঠ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তিনিই ইঁহাকে "ভাগবতাচার্য্য" উপাধিতে বিভূষিত করেন। রঘুনাথ, গদাধর পণ্ডিতের মন্ত্রশিষ্য। ইনি সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত পয়ারে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন—সেই অনুবাদের নামই কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী। আলোচ্য পুথিখানি শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের অনুবাদ।

পুথিতে "বুঝিবাক পারে"—(বুঝিতে পারে, ৬ পত্র০), 'কমন' (কোন, কি, ঐ), 'মক' (আমাকে, ৭ পত্র), জানেন্ত, দিলেন্ত (ঐ), 'গোবিন্দেক' (গোবিন্দকে, ৯ পত্র) প্রভৃতি বঙ্গভাষার কয়েকটি প্রাচীন রূপ দেখা যায়। ২৬ পত্রের পর দ্বিতীয় হাতের লেখা আরম্ভ হইলে ও-কারের অতিশয় প্রাচুর্য্য। এমন কি, এই লিপিকর 'শ্রীভাগবত আচার্য্য' কথাটিকে পর্য্যন্ত 'শ্রীভাগবতো আচার্য্য'রূপে লিখিয়াছেন। প্রথম হাতের লেখায় জ অক্ষরের আকার পুরাণ।

চতুর্থ পত্রের প্রথম,—

তবে মুনি প্রেমরসে পুলকিত অঙ্গ।
পুর্ব্বক্রমে কৃষ্ণকথা করিল প্রসঙ্গ ॥
কংস জরাসন্ধ আদি নৃপরূপ ধরি।
দৈত্যগনে বেয়াপিল বসুধা নগরী ॥
তা সমার ভার বহে করিয়া ক্রন্দন।
পৃথিবি লইল গিয়া ব্রহ্মার স্মরন ॥
জাবত পাতালে মোর নাহি হয় গতি।
তাবত রাখিতে মোরে করহ সকতি ॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

১। মহাভাগবত জেন সর্ব্বলোকে বুঝে।
কথাছলে কহি আমি বুঝিবার কাজে ॥
বুধ জন স্থানে মোর এহি পরিহার।
দোষ ক্ষমা করি গুন করিহ বিস্তার ॥
জেন তেন মতে কৃষ্ণকথা অবসরে।
দিবস গোঞাঁঞি মাত্র এহি মোন ধরে ॥
মনো দিয়া স্তুন ভাই কৃষ্ণগুনবানি।
রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিনী ॥

২। ধিরসিরমুনি শ্রীগদাধর জান।
শ্রীভাগবতো আচার্য্যের মধুরসগান ॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীমহাভাগবতোক্তরে দসমস্কন্ধে বেদপঞ্চতমোধ্যায় ॥ * ॥ ৪৫ ॥

শেষ,—

এহি সুধা মধুপান করয়ে নিরান্তর।
এ ভব তরিয়া জাবে বুধজন সকল ॥
শ্রীযুত গদাধর মধুরশ ভাশা।
শ্রীভাগবতো আচার্য্যে রচিলা পুন্যকথা ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতোক্তরে দসম স্কন্ধে। নব্বইকতমোধ্যায় ॥৯১॥*॥ ইতি পুরান দশম স্কন্ধ পুস্তক সমাপ্ত ॥ জথা দৃষ্ট [ইত্যাদি] স্বাক্ষরং শ্রীওলারাম দাস দাস দাসষ্য ॥ বসত পরগনে কাটারম......রঙ্গা ॥ তালুক শ্রীযুত রানিভবানি দেব্যা ॥ বি তেরিখ ২৫ পচিসা পৌষ সন ১১৭৩ এগার সও তিয়াত্তরি সকাব্দা ১৬৮৮ সোল সও অষ্টাসি সক ॥ স্তক্লা ১১ একাদসি তিথৌ রোজ ৪ বুধবার ॥ তুই দণ্ড বেল...ত ॥*॥

২৭০। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
১০ম স্কন্ধ।

রচয়িতা—রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য। পত্র ১-১০০; ১০৩-১৬৮, ১৭০; অসম্পূর্ণ। অপর একখানি পুথির ৩৫ এবং ১৩৫ সংখ্যক দুইটি পাতা অতিরিক্ত আছে। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। কোন পৃষ্ঠায় ১৪ বা ৭ পঙ্‌ক্তিও আছে। শেষের পাতার কতক অংশ ছিন্ন। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। পরিমাণ ১৪৸৹ X ৪।৹ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকরের নাম-ধাম প্রভৃতি নাই। প্রথম পত্রের মধ্যদেশে ১১২১ সন লেখা আছে।

ত্রিপদী ছন্দে রচিত এক পৃষ্ঠাব্যাপী নিম্নোক্ত নারায়ণস্তুতি ২৬৯ সংখ্যক বিবরণোক্ত পুথি এবং অন্যান্য অনেক পুথিতে দেখা যায় না। এখানে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিলাম,—

স্তুতি করে চতুরানন সঙ্গে সব দেবগণ
স্থন স্থন প্রভূ নারায়ন।
দৈত্যে ভরিল প্রথ্যি রহিবার নাহি স্থিতি
কাথে মুঞি করিব নিবেদন॥
দৈত্যে হরিল অমরা পুরি দেবগন দেসান্তরি
শ্বজ্ঞ (স্বর্গ) মর্ত্ত একী অধিকার।
দৈত্যের ·পদভরে প্রর্থি টলমল করে
মোর ঠাই কৈল সমাচার॥ ইত্যাদি।

ভণিতা,—

ধিরসিন্নমুনি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরসগান॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীভাগবতওত্বরে দশমস্কন্ধে প্রেমতরঙ্গিনি নাম॥*৩৭॥ সপ্তত্রিংসতিথম অধ্যায়॥

২৭১। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
১ম—৫ম স্কন্ধ।

রচয়িতা—রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য। পত্র ১-৬৪; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পুথিখানিতে দুই বা তিন জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। পরিমাণ ১৩ X ৪॥৹ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ প্রভৃতি কিছুই নাই।

আলোচ্য পুথিখানিতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম হইতে পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের কতক অংশের পয়ারানুবাদ আছে। বলা বাহুল্য যে, এই অনুবাদ মর্ম্মানুবাদ মাত্র।

ভণিতা,—

কৃষ্ণগুণধর্ম্ম ভাই স্থন সাবধানে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী রঘুনাথ গানে॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

শ্রীভাগবতে মহাপুরানে ত্রিতিঅ স্কন্ধে কপিলজোগ সপ্টম অধ্যায়॥ *॥ ৬॥

২৭২। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
১১শ স্কন্ধ।

রচয়িতা—রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য। পত্র ১-৬, ১৬-৩১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লিপিকরের হাতের লেখা দেখা যায়। পরিমাণ ১৩॥৹ X ৪ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত থাকায় তারিখ ও লিপিকরের নাম-ধাম প্রভৃতি জানা যায় না।

ভণিতা,—

জ্ঞানগুরু গদাধর ধিরসিরোমনি।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরশবাণী ॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীভাগবতোত্তরে একাদসস্কন্ধে প্রেম-তরঙ্গিনি নাম ॥ ষষ্ঠমোধ্যায়ঃ ॥

২৭৩। শ্রীকৃষ্ণবিজয়— মণিহরণ।

রচয়িতা—মালাধর বসু গুণরাজ খাঁ। পত্র ১-৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। অক্ষর বড়। কয়েকটি পাতার ধার গলিত এবং অক্ষর কিছু কিছু মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৫ × ৪৮০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪০ সাল।

বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীন গ্রাম অতি প্রসিদ্ধ স্থান। কুলীন গ্রামের বসু-বংশ অর্থ-সামর্থ্য এবং মান-মর্য্যাদায় বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। মালাধর বসু এই কুলীন গ্রামের বসু-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ভগীরথ বসু, মাতা ইন্দুমতী দাসী। গৌড়ের বাদশাহ সামসুদ্দিন ইউসুফের অনুরোধে মালাধর বসু ১৩৯৫ শকাব্দায় শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের অনুবাদ আরম্ভ করিয়া ১৪০২ শকে উহা সমাপ্ত করেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থের নাম "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" বা "গোবিন্দবিজয়।" গৌড়েশ্বর ইহাঁর রচনানৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া, ইহাঁকে "গুণ-রাজ খাঁ" উপাধিতে বিভুষিত করেন। আলোচ্য পুথিখানি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অন্তর্গত একটি পালা—ইহাতে মণিহরণ এবং জাম্ববতী ও সত্য-ভামার বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

/৭ নম গনেসায় নম

নারায়ণং নমস্কৃত্য [ইত্যাদি শ্লোক]
অত মোনিহরন পুস্তক লিক্ষিতে ॥ * ॥
প্রনমহু নারায়ন পুরুসপ্রধান।
গোনের সাগর হরি কৃপার নিধান ॥
হেন হরি নারায়ন পতিতের বন্ধু।
জার নামে পাপি সবে তরে ভবসিন্ধু ॥
কৃষ্ণ অবতার লুক স্থন মন দিয়া।
সত্যবামারে বিহা কৃষ্ণে কৈল জে লাগিয়া ॥
গোবিন্দের সখা সত্রাজিত নৃপবর।
কৃষ্ণসমশ্বর হইল রাজ্যের ইশ্বর ॥
সমুদ্রের কুলে রাজা গিয়া একাশ্বর।
নিরাহারে তপ কৈল দ্বাদস বৎসর ॥

মধ্য,—

অব্যাস্তরে গিয়া কৃষ্ণ ভাবে মনে মনে।
সিশো কুলে এক দাসি দেখিল তথনে ॥
কান্দীতে ছাওালে এক বোলে প্রিয়বাণী।
না কান্দীয় হের নেয় সেমন্তক মুণী ॥
মণীর নাম স্থনি কৃষ্ণ ধাইল সর্ত্তর।
কাড়িয়া লইল মনি পুরির ভিতর ॥
মণী লইয়া হরসিতে চলিলা নারায়ণ।
দাসিয়ে জানাইল গিয়া রাজার সদন ॥
স্থন স্থন মহারাজা আমার বচন।
এক গোটা পুরুস দেখ অতি বিচক্ষণ ॥
আমারে মারিয়া মণী লইয়া গেল কাড়িয়া।
হরসিতে জায় সেহি পুরি ছাড়াইয়া ॥

ভণিতা,—

হেন অদ্ভুত কথা স্থনিলে ভব তরী।
গুন রাজা খানে বোলে বন্দিয়া শ্রীহরি ॥

শেষ,—

এহি মতে রহিলা প্রভু পরম কৌতুকে।
গোনরাজা স্তা(খা)নে বোলে কৃপা কর মকে॥
ভাদ্র মাসের নষ্ট চন্দ্র দেখে জেহি জনে।
এহি পুস্তক স্থনিলে পাপ খণ্ডএ তখন॥
এহি পুস্তক তবে স্থন শর্ব্বজন।
কৃষ্ণপদে জেন মজিয়া রহুক মন॥
এহি মতে স্থন তবে হইয়া একমন।
এত ত্বরে সাঙ্গ হইল পুস্তক মুনিহরন॥

ইতি সাক্ষর শ্রীকৃষ্ণকান্ত সাধ্য: সাকিম রাজেন্দ্র······নে হুসেনসাহি॥···এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম বেলা এক দণ্ড থাকিতে শ্রীজুত রামধন ব্রস্থ (?) সাক্ষ্যাৎ মাতুল মহাসয়ের বাহির বাটিতে মণ্ডপ······উপরেতে দক্ষিনমুখি হইয়া। ঘাড়ের মধ্যে সাল হইয়া বড় বেতা পাইয়া এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম—এহি পুস্তক আর কেহর এলাকা নাহি ইতি সন ১২৪০ সনের মাহে আস্বীন তাং ৩ বোদ বার কালে সমাপ্ত করিলাম ইতি।

——

২৭৪। শ্রীকৃষ্ণবিজয়—মণিহরণ।

রচয়িতা—মালাধর বসু গুণরাজ খান। পত্র ১-৯; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা—কয়েক পৃষ্ঠায় ৮-৯ পঙ্‌ক্তিও আছে। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। পরিমাণ ১৪।০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৩ সাল।

২৭৩ সংখ্যক বিবরণে যে "মণিহরণ" নামক পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, একই গ্রন্থকারের রচিত হইলেও তাহার সহিত আলোচ্য পুথির অনেক পার্থক্য আছে। পূর্ব্বের পুথি, সত্যভামার বিবাহের পরেই শেষ হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য পুথিতে তাহার পরে শতধন্বা কর্ত্তৃক সত্রাজিত বধ, স্যমন্তক মণি অক্রূরের নিকট লুকাইয়া রাখিয়া শতধন্বার পলায়ন, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শতধন্বা-বধ, মণি লইয়া অক্রূরের কাশীধাম গমন, দ্বারকায় অনাবৃষ্টি, অক্রূরের দ্বারকায় আগমন ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট মণি প্রত্যর্পণ ইত্যাদি বিষয় অধিক আছে। ইহা ছাড়া ভাষাগত পার্থক্যও একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। নিম্নে কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত হইল।

আরম্ভ,—

৴৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥
অথো মনিহরন॥

কৃষ্ণ অবতার নর স্থন একচিত্তে।
সত্যভামা বিভা কৃষ্ণ কৈল জেন মতে॥
গোবিন্দের সখা সত্রাজিত নৃপবর।
কৃষ্ণ মৈত্র করি বৈসে দ্বারকা নগর॥
সমুদ্রের কুলে রাজা গিঞা একেশ্বর।
নিরাহারে সুর্য্যর শেবা দ্বাদস বৎসর॥
কঠোর তপে তুষ্ট জদি হইলো দিবাকর।
অধিষ্টান হঞা বৈল মাগ রাজা বর॥
সুর্য্যর বচনে রাজা ভুমিতে লোটাঞা।
জোড় হাথে বর মাগে প্রণাম করিঞা॥
স্বরূপে প্রসর্ন্ন জদি হইলে দিবাকর।
দেহত গলার মনি ত্রিদস ইস্বর॥ ইত্যাদি

মধ্য,—

হেন মতে মনি তার আনিলা গদাধরে।
ডাক দিঞা আনিল সত্রাজিত নৃপবরে॥

বন্ধু সঙ্গে করি তবে বসিলা নারায়ন।
মনি দিঞা মন-স্বর্দ্ধ করিলা তখন ॥
জেমতে আনিল মনি কহিল শ্রীহরি।
স্বুনিঞা সকল লোক সত্রাজিতে ত্রেস্কারি ॥
নাজে হেঁট মাথা রাজা করিল গমন।
মনি নঞা গেল কিছু না বৈল বচন ॥
ঘরে গীঞা বন্ধুজনে অনুমান করি।
কিসে তুষ্ট হব মোরে দেব শ্রীহরি ॥
সংসারের সার গোশাঞী আছে একজন।
কোন ধনে তুষ্ট হব কমললোচন ॥ ইত্যাদি

ভণিতা,—

হেন অদভুত কথা স্বুন একমনে।
গুনরাজ খান বলে গোবিন্দচরনে ॥

শেষ,—

জদি বা দৈবাত হয় চন্দ দরসনে।
এই পুস্তক তবে করিবে স্বরনে ॥
তবে মনি রত্ন দিল অক্রুরের হাথে।
ঘরে নঞা পূজি রাখ বৈল জগন্নাথে ॥
হেন অদভুত কথা স্বুন সর্ব্বজন।
স্বুনিতে স্বুনিতে পাপ হয় বিমোচন ॥
ইহলোকে স্বুখ পায় পরলোকে মুক্তি।
হেন কথা স্বুন নর করিঞা ভকতি ॥
মনি নঞা অক্রুর তবে করিলা গমন।
পূজা করি মনি রাথে করিয়া জতন ॥
জাম্বুবতি সত্যভামা বিভা একবারে।
গুণরাজ খান বলে বন্দিঞা গদাধরে ॥

ইতি সন ১২৪৩ সাল তাঃ ৬ আশ্বিন সমাপ্ত হইল ইতি শ্রীতারাচাঁন্দ গরাঞি।

২৭৫। শ্রীকৃষ্ণবিজয়—স্যমন্তকোপাখ্যান।

রচয়িতা—মালাধর বসু গুণরাজ খান। পত্র ১-৮; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। মধ্যদেশে ছিদ্র। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। কাগজের অবস্থা জীর্ণ। অধিকাংশ পাতার অক্ষর কিছু কিছু মুছিয়া গিয়াছে। কয়েকটি পাতা ছিন্ন। পরিমাণ ১৪৸০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৬৫০ শকাব্দ।

পূর্ব্বে ২৭৪ সংখ্যক বিবরণে যে পুথির পরিচয় দিয়াছি, তাহার সহিত আলোচ্য পুথিখানি প্রায় অভিন্ন—অবশ্য একটু আধটু পাঠভেদ যে থাকিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। 'মণিহরণ' ও 'স্যমন্তকোপাখ্যান' একই পুথির বিভিন্ন নাম মাত্র। নিম্নে কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিলাম।

আরম্ভ,—

৴৭ নমো নারায়ণায় ॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য [ইত্যাদি শ্লোক]
সর্ব্বঘটে সমরুপ দেব নারায়ন।
শুন সর্ব্ব জনে·········কথন ॥
নানা কর্ম্ম নানা লিলা সংসার ভিতরে।
কেমতে জানিব মর্ম্ম সকামি সকলে ॥
অতএব কহি কিছু সর্ব্বলোক হিত।
কেবল সধর্ম্মকথা বেদের বিহিত ॥
গোবিন্দভকত সত্রাজিত মহাসয়।
কৃষ্ণ অনুগ্রহ বৈসে দ্বারিকা নগর ॥
নানা মতে জজ্ঞ দান কৈল মহারাজা।
একমনে নিরবধি কৈল হরিপূজা ॥
... ... রাজা বিচক্ষন।
দ্বাদশ বৎসর কৈলা সূর্য্য আরাধন ॥
তার তপে তুষ্ট হৈলা দেব দিবাকর।
নিকটে ডাকিয়া বোলে নও রাজা বর ॥
—ইত্যাদি।

মধ্য,—

অনেক প্রকারে জাম্বুবানে জুদ্ধ কৈল।
সম্বিত পায়া কৃষ্ণ তার বুকেত বসিল ॥
তাহার বুকেত কৃষ্ণ রামমুর্ত্তি হইল।
রাম অবতারে ভালুকে সেবা কৈল ॥
জানিল মনুস্য নহে দেব নারায়ন।
জোড় হস্তে বহুবিধি করয়ে স্তবন ॥
সাগর বান্ধিয়া বধ করিলা রাবন।
তোমার সেবক আমি বধ কি কারন ॥
তোমার প্রসাদে আছি রসাতল পুরী।
নিজ সুখে তোমার আমি সেবা করি ॥
হেন বর দিয়া কেনে ছল গদাধর।
আপনে করিলু পাপ তোমাতে গোচর ॥
শুনিঞা ভালুকের স্তুতি দয়া উপজিল।
বুকে হৈতে উঠিয়া কৃষ্ণরুপ হইল ॥
সত্বরে ভালুক উঠে করজোড় হয়া।
করিল অনেক স্তুতি গোবিন্দ দেখিয়া ॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

হেন অদ্ভুত কথা শুন সভাসয়।
গুনরাজ খায়ে ভুনে কৃষ্ণের বীজয় ॥

শেষ অংশ,—

মুনি গলে দিয়া মুনি গেলা নিজ ঘরে।
হরসিতে রৈলা কৃষ্ণ দ্বারিকা নগরে ॥
মুনিহরন কথা শুন সর্ব্বজন।
আনন্দে শুনিলে হয় স্বর্গেত গমন ॥
হেন অদ্ভুত শুনিলে সর্ব্বজনে।
গুনরাজ খাঁয় ভুনে গোবিন্দচরনে ॥ * ॥

ইতি শ্যামন্তকমুনিহরনকথা সমাপ্তঃ ॥*॥ যথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। শ্রাবন মাশের ছও মঙ্গল বার অমাবাস্যা সকাব্দা ১৬৫০ শক ॥ শ্রীরামকানু দেবশর্ম্মণঃ স্বহস্করং ॥

অষ্টম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় পুথি শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত বিষয়টুকু লেখা আছে। ইহা অবশ্য অন্য লিপিকরের হাতের লেখা।

"আশ্রয় কথা শ্রীজুতের চরণ আলম্বন কি বৈষ্ণব গোসাঞি উদ্দিপন কি কৃষ্ণকথা বিশয় কি কৃষ্ণভজন স্থান কে মহদ্বৃন্দাবন: কোন ভজন যুগলকিশোর সভাব কি স্বজাতিয়। কোন পরিবার সিতা অদ্বৈত প্রভুর পরিবার:।... শ্রীহরিঃ শরণং ॥ আদৌ যমুনা স্মরন করিয়া স্নান করিবেক তিলক করিয়া মনন করিবেক শ্যামকুণ্ড গোবর্দ্ধন বংশীবট যাবট নন্দীশ্বর প্রভৃতি নানা কুঞ্জ নানা......নানা পশু পক্ষী মৃগাদিতে যুক্ত ভাবিয়া আপনাকে ভাবিবেক।......পরে শ্রীরাধিকা ভাবিবেক।... পরে শ্রীকৃষ্ণজীকে ভাবিবেক।......এবম্ভূত ভাবিয়া......পরে অষ্টোত্তর শতবার ইষ্টমন্ত্র জপিবেক।......পরে দণ্ডবৎ করিবেক।"

এই পুথির সহিত ৯৸০ × ৩৷৷০ ইঞ্চি পরিমিত অপর একখানি সাদা তুলোট কাগজে একটি পদ লিখিত আছে। পদটি অপর কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

ধনি আমারো কেবল তুমি।
ও মুখচাঁদের কিরণ পাইয়া
শীতল হইয়ে আমি ॥
তোমার ও রূপ প্রেমরস কূপ
কৈতব নাহিক তায়।
জখন নয়নে দেখিবারে পাই
তখনি প্রাণ জুড়ায় ॥
শিরের ভূষণ পায়ের নূপুর
তুমি ত গলার হারা।

তুমি সে আমার পরাণ পুথলী
তুমি সে নয়নতারা ॥
তোমাতে প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি
তোমাতে আমার রতি ।
তুমি গৃহকর্ম্ম সকলের মর্ম্ম
তুমি সে আমার গতি ॥
তোমা বিনা মোর সকলি আঁধার
দেখি স্থির হয় আঁখি ।
না দেখি জখন ও চাঁদ বদন
মরমে মরিয়া থাকি ॥
কাতর হইয়া দ্বিজনাথ কহে
স্থন হে রাজমহিলে ।
নানা পথ চিন্তি ভ্রান্তি সখি নিলে
সে বিজ কাহারে দিলে ॥

২৭৬। গোবিন্দবিজয়—মণিহরণ।

রচয়িতা—মালাধর বসু গুণরাজ খান। পত্র ১-১১; অসম্পূর্ণ; শেষের একটি পত্র নাই। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি—মাত্র এক পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪।০ × ৪৸০ ইঞ্চি। শেষের অংশ খণ্ডিত বলিয়া তারিখ ও লিপিকরের নাম-ধাম নাই।

পূর্ব্বে যে কয়খানি "মণিহরণ" পুথির পরিচয় দিয়াছি, কিছু কিছু পাঠভেদ ছাড়া তাহাদের সহিত আলোচ্য পুথির বিষয়গত আর কোনও পার্থক্য নাই। তবে এই পুথির ষষ্ঠ পত্রে ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের একটি ভণিতা আছে। অনুসন্ধানে দেখা গেল, পুথির ৫।২ পত্রের শেষ দুই পঙ্‌ক্তি হইতে ৬।২ পত্রের প্রথম চারি পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত অংশ—মোট ৪২ পঙ্‌ক্তি, ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।* সুতরাং সেই অংশের সহিত ভণিতাটিও ইহাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

ভণিতা,—

১। জাম্বুবতী সত্যভামা বিহা একেবারে।
গুনরাজ খানে বলে কৃষ্ণ অবতারে ॥
২। ধিরোসিরমনি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥

২৭৭। ভাগবতসার (কৃষ্ণমঙ্গল)।

রচয়িতা—দ্বিজ মাধব। পত্র ১-১৮০; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। কাগজের অবস্থা ভাল। আগাগোড়া এক হাতের লেখা। পরিমাণ ১৫।০ × ৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৭ সাল।

প্রাচীন সাহিত্যে দুই জন মাধবের পরিচয় পাওয়া যায়,—প্রথম, চৈতন্যদেবের শ্যালক মাধব মিশ্র, ইহাঁর পিতার নাম কালিদাস মিশ্র এবং মাতা বিধুমুখী। ইনি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল নামে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের এক উৎকৃষ্ট অনুবাদ করিয়া, চৈতন্যদেবের নামে উৎসর্গ করেন। দ্বিতীয়, চণ্ডীকাব্যের রচয়িতা মাধবাচার্য্য বা মাধবানন্দ। ইনি পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইহাঁর পিতার নাম পরাশর। আমাদের আলোচ্য

* কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, সা-প সংস্করণ, ২৪৯ পৃঃ।

পুথির রচয়িতা হইতেছেন—দ্বিজ মাধব; মধ্যে মধ্যে দুই একটা ভণিতায় আচার্য্য উপাধিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি কে? তাহার উত্তর কবি নিজেই দিয়াছেন,—

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার।
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ মাত্র ভরসা আমার।
রচিব ভাষায় গ্রন্থ ভাগবতসার॥ ২।২ পত্র।

উপরের ভণিতায় আমরা জানিতে পারি যে, এই পুথিখানির রচয়িতা পরাশরপুত্র মাধব। সুতরাং ইনিই যে চণ্ডীকাব্যের প্রণেতা মাধব আচার্য্য, আলোচ্য পুথির মধ্যে তাহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও একমাত্র পিতৃনামের সাদৃশ্য দেখিয়া তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। চণ্ডীকাব্যের মধ্যেও ইনি পিতার নাম ও তাঁহার গুণাবলীর উল্লেখ ব্যতীত আর কোনও পরিচয় প্রদান করেন নাই।

পুথিখানি কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহার কোনও উল্লেখ ইহার মধ্যে নাই। কিন্তু কবির জীবনকাল এবং তাঁহার চণ্ডীকাব্য রচনার সময় যখন আমাদের জানা আছে, তখন এ সম্বন্ধে আমরা একটা স্থূল ধারণায় উপস্থিত হইতে পারি। ইনি ১৫০১ শকাব্দে চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। সুতরাং ইহারই কয়েক বৎসর আগে বা পরে এই পুথি রচিত হয়, এরূপ অনুমান করিলে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

পুথির মধ্যে তিন স্থলে উল্লিখিত আছে যে, শম্ভুচন্দ্র বসুর অনুরোধে মূলানুসারে এই গ্রন্থ রচিত হইল।

দ্বিজ শ্রীমাধব কয় হরিলিলা সুধাময়
পান কর সদা ভক্তগন।
শম্ভুচন্দ্র বসু মতে এই গ্রন্থ প্রকাশিতে
মূল মতে করিল রচন॥ ৭।২ পত্র।

কিন্তু বটতলার ছাপা পুথিতে এই ভণিতা না থাকায় সন্দেহ হইতেছে যে, হয় ত বা লিপিকরের অনুগ্রহেও এরূপ ভণিতা পুথির মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে।

ইহাও বলা আবশ্যক যে, কবির প্রকৃত ভাষা বা প্রকৃত রচনা-প্রণালী এই পুথিতে কতটুকু আছে, তাহা নির্ণয় করা অতীব কঠিন। স্পষ্টই দেখা যায়, ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী ও চৈতন্যদেবের শ্যালক মাধবাচার্য্য-রচিত কৃষ্ণমঙ্গলের অনেক অংশ এই পুথিতে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাঁহাদের অনেক ভণিতাও ইহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পুথিখানি শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের ভাবানুবাদ, মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ প্রথম অংশে অনেক শ্লোকের যথাযথ অনুবাদ আছে, আবার ভাগবতবহির্ভূত বিষয়েরও অবতারণা আছে।

গণেশ বন্দনার পর আরম্ভ,—

সর্ব্ব অবতার শেষে কলির প্রেবেশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র গুপ্ত জ্যোতিবেশ॥
প্রেমভক্তিরসামৃত করেন প্রকাশ।
দ্বিজ মাধব কহে তাঁর দাসের দাস॥*॥
অবনিতে লোটাই শিরসি জোড় হাতে।
প্রথমে বন্দহ সুখময় জগন্নাথে॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে।
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দ পারিসদ সঙ্গে॥ ইত্যাদি

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য,—

সকল অসার মাত্র কৃষ্ণকথা সার।
পাচালি প্রবন্ধে বলি কৃষ্ণ অবতার॥

ভাগবত সংস্কৃত না বুঝে সর্ব্বজন।
লোকভাষারূপে কহি এই সে কারণ॥
রচিতে স্বপনে পাইয়াছি উপদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ॥
—২।১ পত্র।

কবির পিতার নাম,—

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার।
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ মাত্র ভরসা আমার।
রচিব ভাষায় গ্রন্থ ভাগবতসার॥—২ পত্র।

গ্রন্থারম্ভ,—

অথ গ্রন্থারম্ভ : দীর্ঘত্রিপদী॥

প্রবল রাজা কংসাসুর নিবসে মথুরাপুর
যার ভয়ে কাঁপে ত্রিভুবণ।
সুর নর পরিবারে অতি দুরাচার করে
বাধক নাহিক একজন॥
মনে যা আইসে করে ত্রিভূবণে নাহি ডরে
অহঙ্কারে মত্ত দুরাচার।
প্রতাপে গগন ফাটে ক্ষিতি কাঁপে মালসাটে
ভার সওয়া হৈল তার ভার॥
যাতনা পাইয়া অতি সহিতে না পারি ক্ষিতি
ধেনুরূপ হইল তখন।
কান্দিতে কান্দিতে গাই যাইয়া ব্রহ্মার ঠাই
করিল দুঃখের নিবেদন॥ ইত্যাদি।

ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহার কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল।—

পুন পুন উঠি ব্রহ্মা পড়য়ে চরণে।
মহিমা দেখিয়া পুন উঠে ক্ষনে ক্ষনে॥
উঠিয়া উঠিয়া মোচে নয়নের জল।
দেখিতে দেখিতে হইল আনন্দে বিহ্বল॥
প্রণত কন্দর শিরে জুড়ি দুই কর।
সভয় নয়নে চমকিত কলেবর॥
ভয়ে কম্পবান গদ গদ স্তুতিবানি।
নানামত স্তুতি করে সুরসিরমনি॥
শ্রীগদাধর ধীর খ্যাত সিরমনি।
ভাগবত আচার্য্য রচে কৃষ্ণতরঙ্গিণী॥

মধ্য,—

ধাইল পবনবেগে আপনা পাশরি।
দেখিয়া অন্তরে তাহা রুষিয়া মুরারি॥
করে ধরি করিবরে ফেলিল ভূতলে।
যেন সিংহ বিপক্ষ লঙ্ঘিল অবহেলে॥
বুকে পদ দিয়া উপাড়িল দুই দন্ত।
সেই দন্তাঘাতে মাহুতের কৈল অন্ত॥
মৃত কুবলয় তথা এড়িয়া তখন।
দুই দন্ত স্কন্ধে করি যান দুই জন॥
হস্তির রুধিরবিন্দু দেহের ভূষণ।
স্বেত নিল পদ্ম যেন সুরক্ত চন্দন॥ ইত্যাদি

শেষ,—

এইরূপে ধনঞ্জয় হৈয়া পরাজিত।
অতি কৃচ্ছে ইন্দ্রপ্রেস্থে হৈল উপনিত॥
রাজার নিকটে গিয়া নমস্কার করে।
যুধিষ্ঠীর দেখি তারে চিনিতে না পারে॥
কান্দিয়া অর্জুন তবে পড়ে ভুমিতলে।
দ্বারকাবৃত্যান্ত সব যুধিষ্ঠীরে বলে॥
যদুকুল ধ্বংশ আর কৃষ্ণের প্রস্থান।
শুনিয়া অর্জুনমুখে হৈল হতজ্ঞান॥
যুধিষ্ঠীর কৈল মহাপ্রস্থান বাসনা।
বজ্রকে মথুরারাজ্যে করিল স্থাপনা॥
হস্তিনায় রাজা করি অভিমন্যুসুতে।
ভ্রাতৃগন সহ যাত্রা কৈল স্বর্গপথে॥
এইরূপে জন্ম কর্ম্ম হরির অগন্য।
শ্রবণ কীর্ত্তন করে সেই জন ধন্য॥

সর্ব্বমুক্ত হৈয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে।
পায় সে উত্তমা ভক্তি বেদের লিখনে॥
শম্ভুচন্দ্র বসুমতে মুল অনুশার।
রচিল ভাষায় গ্রন্থ ভাগবতসার॥
দ্বিজ শ্রীমাধব কহে শুন ভক্তগন।
হরিলিলামৃতাসুধা হৈতে আস্বাদন॥ * ॥
এত দুরে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সমাপ্ত॥
লিখিতং শ্রীভগবানচন্দ্র কর সাং সান্তিপুর রামনগর ইতি সন ১২৩৭ সাল তারিখ ১২ জৈষ্ট সকাব্দা ১৭৫২।

২৭৮। কৃষ্ণমঙ্গল।

রচয়িতা—দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য্য। পত্র ১-৮, ১১-১৬, ১৮-৪১, ৪৩-৪৪, ৪৬-৫২, ৫৪-৫৫, ৫৭, ৫৯-৬১, ৬৪-৬৫, ৬৭-৭৫, ৭৭-৭৯, ৮৩-৯৭, ৯৯-১০৫; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। তিন জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। অনেক পত্র ছিন্ন ও কীটদষ্ট। পরিমাণ ১৫।০×৫ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ নাই।

পূর্ব্বে দ্বিজ মাধবের রচিত ভাগবতসারের পরিচয় দিয়াছি। তাহার সহিত আলোচ্য পুথিখানির অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে এবং স্থলবিশেষে সেই সাদৃশ্য এত অধিক যে, উভয় পুথিকে এক জনের রচিত বলিতে কোনও সঙ্কোচ বোধ হইতেছে না। তথাপি এই পুথিখানি যে ভাগবতসারের কবির রচিত নহে, তাহা বলিতে হইবে। কেন না, ইহাতে ভাগবতসার ভণিতা মোটেই পাওয়া যাইতেছে না। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এই সকল মঙ্গল গ্রন্থ বাঙ্গালার বহু স্থানে গান করা হইত। গায়কেরা শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন মঙ্গল গ্রন্থের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অংশগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া, তাহাই পুথির আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গান করিত। এই জন্যই একখানি পুথিতে বিভিন্ন কবির ভণিতা এবং বিভিন্ন পুথির সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচ্য পুথিতেও এইরূপে ভাগবতসারের অনেক অংশ স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত ভাগবতসারের মধ্যেও মাধবাচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গলের অনেক অংশ প্রবেশ করিয়াছে। বিশেষতঃ উভয় কবির নাম-সাদৃশ্য, এই বিনিময় ব্যাপারকে আরও সহজ-সাধ্য করিয়া দিয়াছে। এই সকল কারণে কোনও পুথিতে কবির প্রকৃত রচনা আমরা এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি কি না, সন্দেহ। পুথির ৯২ পত্রে হরিদাস নামক অপর এক ব্যক্তির ভণিতা পাওয়া যায়।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীহরিজী।

অথ কৃষ্ণমঙ্গল পুস্তক লিক্ষতে॥

সুন প্রভু জগদিষ তুয়া পদে অহন্নিষ
রহুক মোর বহুত পরনাম।
নির্ম্মল তোমার জস ঘুসিব অহন্নিষ
ইহা বিনু আর নাহি কাম॥
উর উর অএ প্রভু জয়ে জদুনন্দন
আসরে করহ অধিষ্টান॥
জে হয় তোমার দাষ পুরহ প্রভু তাহার আষ
সুনহ আপন গুনগান॥

তুমি দেবদেব ভুপ আদি কারণরূপ
শ্রজন পালন ক্ষ্যায়কারি।
ত্রিভুবনে মহাসয় রসিক করুণাময়
গোপযুবতির মোনহারি॥
মধু মুর আদি করি বধিলা জতেক ঐরি
ধরনি তারিলা বারে বার।
কলিযুগে চৈতন্য প্রথিবি করিলা ধন্য
দ্বিজ মাধবে কহে সার॥

মধ্য অংশ,—

চন্দনকাষ্ঠের না স্নুন্দর পাতন।
সোনার জলই তাহে দিলা বিগঠন॥
আগে পাছে চরাট মাঝে ছইঘর।
মুনিমুকুতার হার লম্বিত চামর॥
শ্রীজত্নুনন্দন ত্রিভুবনবন্দন
কৌতুকে জমুনায় খেয়ারি।
যুবতি পার করে গোপনারি॥
আপনি কাণ্ডারি গলইতে রাই।
পানিফুটি মাজে বড়াই॥
আর জত গোপি সব হইয়া একজুটি।
সোনার কেরুয়াল বাহে হইয়া দড়মুটি॥
আকাশে থাকিয়া হরসিত দেবগন।
সঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে ঘনে ঘন॥
জয় জয় দুন্দুভিনাদে পুষ্প বরিষণ।
গোপিকা সকল হরসিত সর্ব্বজন॥
কহে দ্বিজ মাধব বেলি য়সকাল। ইত্যাদি।

ভণিতা,—

১। স্থন স্থন আরে ভাই হইয়া একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধবরচিত॥
২। আনন্দে মাতল কানে।
দ্বিজ মাধব রস গানে॥
৩। স্থন স্থন আরে ভাই হইয়া একচিত।
শ্রীচৈতন্যচরণে দ্বিজ মাধবরচিত॥
৪। কুবলয় মারিব কংস নিপাতিব
ইহ রস হরিদাসে গায়ে॥

প্রাপ্ত অংশের শেষ,—

কান্দিয়া কান্দিয়া কহে পতির মরণকথা।
তাহা স্থনি জরাসিন্ধু পাইলো বড় ব্যথা॥
জন্মিলো বড়ই ক্রোধ পাসরে আপনা।
তেইস অক্ষহিনি করিয়া নিজ সেনা॥
অকণ্টক মহিতল করিবার আসে।
আসিয়া মথুরাপুর বেড়িয়া চারি পাসে॥
তাহা দেখি কৃষ্ণ ভাবেন মনে মন।
এই রিপুচক্র ভুরি ভারের কারণ॥
এ বার না মারিব এই জরাসন্দ।
পুনর্ব্বার আসি জেনো করে অনুবন্ধ॥

ইহার পর পুথি খণ্ডিত।

২৭৯। কৃষ্ণমঙ্গল।

রচয়িতা—দ্বিজ মাধব আচার্য্য। পত্র ১-৭৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর আছে। পরিমাণ ১৪।০×৫ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকরের নাম-ধাম ও তারিখ নাই। মধ্যে মধ্যে মূল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। শঙ্খচূড় বধের পর পুথি আর লিখিত হয় নাই।

আরম্ভ,—

৺৭শ্রীশ্রীরামঃ॥

কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্য্যয়োঃ।
রাজ্ঞাঞ্চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্॥
... ...

প্রবল রাজা কংশাস্থর নিবশএ মধুপুর
জার ভয়ে কাঁপে ত্রিভুবন।
স্থরাস্থর জক্ষ নরে করে নানা দুরাচারে
বাধক নাহিক একজন॥
ভার না সহিতে পারি মহি অনেক জাতনা পাহি
গাভিরূপ ধরেন তখন।
কান্দিতে কান্দিতে গাই আসিয়া ব্রহ্মার ঠাই
করিল আপন নিবেদন॥
গৌর্ভুত্বাশ্রুমুখী [ইত্যাদি ৩টি সংস্কৃত শ্লোক]
ক্ষীরোদসায়ি প্রভু ভগবান।
স্থনিয়া ধরনিদুখ তুষ্ট হয়্যা চতুর্মুখ
দেবগণ সহিত পয়ান॥

মধ্য,—

পাটে রাজা কংশাস্থর আছে বিদ্যমান।
বুঝিব দানের বোদ উঠ না দেওান॥
সত্য জদি হয় দানি দিব সব দান।
তবে আর সভামধ্যে পাব অপমান॥
স্থন স্থন ওহে কাহ্নু এ তোর চাতুরি।
পরনারি পেয়া বাটে করহ কেসারি॥ধ্রু॥
তরুতলে নদিকুলে থাকি একচর।
মিছা দান চায় হটে কি দিব উত্তর॥
পরিহর দুরাচার জাই মোথুরারে।
দিব কিছু দধি দুগ্ধ পিরিতি বেভারে॥
আপনার অবজস করাহ আপনি।
তুমি ত জশোদার পো আমি অনুমানি॥
দ্বিজ মাধব কহে রসবতি কয়।
প্রবোধ না মানে কাহ্নু পথ জুড়ি রয়॥

ভণিতা,—

১। গর্ভের লক্ষণ তবে দেখিল বিদিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধবরচিত॥
২। কলিযুগে সেই প্রভু চৈতন্য প্রকাষ।
দ্বিজ মাধব কহে তার দাসের দাষ॥

প্রাপ্ত অংশের শেষ,—

স্নেহের কারণে প্রভু সেই মহারত্ন।
রামের গলায় দিল করিয়া প্রজত্ন॥
দেখিয়া রমণিগন পাইল হরিষ।
হাসিয়া লোচনপদ্ম করি বিশেষ॥
এই সবরূপে কৃষ্ণ সঙ্খচুড় ধরি।
তবে নানা কুতুহলে আইলা গুননিধি॥
জে জে দিন জায় প্রভু বব্বরি এড়িয়া।
বৃন্দাবনে ধেনু সব সহচর নঞা॥
না দেখি।
ইহার পর পুথি আর লিখিত হয় নাই।

২৮০। কৃষ্ণমঙ্গল—উদ্ধবসংবাদ।

রচয়িতা—দ্বিজ মাধব। পত্র ১-১১, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪।০×৫ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া সন তারিখ বা লিপিকরের নাম-ধাম নাই। উদ্ধবসংবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া কালযবন বধ এবং মুচুকুন্দের বরলাভ পর্য্যন্ত আলোচ্য পুথিতে আছে। প্রথম অংশ এই,—

শ্রীশ্রীরামজীচরণ শ্বহায়॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য [ইত্যাদি শ্লোক]।

উর্দ্ধবসংবাদ॥ ৪৪॥

গুরু সন্নিধানে রথে করিয়া বিজয়।
সঙ্ক[ঙ্গে] রাম করিয়া আইলা মথুরায়॥
পুনরূপি পাইল জেন হারাইল ধন।
বেদবিধি আসির্ব্বাদ করিলা ব্রাহ্মন॥

উদ্বাসিত মা বাপের চক্ষে পড়ে লো।
কোল চুম্ব দিয়া ঘরে আনি তুই পো॥
এবে গোপিকার প্রেম শুঙরিয়া জাদব।
দুত করি ব্রজপুরি পাঠাব উদ্ধব॥

ভণিতা,—

১। স্থন স্থন আরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধবরচিত॥
২। চৈতন্যচরন ধন সিরে করি অভরন
দ্বিজ মাধব রস গানে॥

আনন্দ অবধি নাই মথুরামণ্ডলে।
হরিস অন্তরে লোক জয় জয় বোলে॥
উগ্রসেনে রাজ্য দিল জসদানন্দন।
হাটে বাটে স্থনি এই কথার ঘোসন॥

ভণিতা,—

১। স্থন স্থন ভক্ত লোক হঞা একচিত্ত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধবরচিত॥
২। স্থন স্থন ভক্ত জন হঞা একচিত।
চৈতন্যচরণে দ্বিজ মাধবরচিত॥

শেষ,—

প্রথম জৌবন নারি স্বামি পরবাসে।
অত্যন্ত চিন্তিত সেই দেখিবার আসে॥
প্রাণনাথ কবে পাব করয়ে ভাবন।
সেইরূপ ভাব রাজা পাবে নারায়ন॥
এমন জানিঞা রাজা কৃষ্ণ স্বামি কর।
হরিপদাম্বুজ নঞা হৃদএত ভর॥
ইহাতে পাইবে কৃষ্ণ জসদানন্দন।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচেন॥ * ॥
ইতি নন্দবিদই পালা সমাপ্ত॥ *॥ লিখিতং শ্রীবাবুরাম দাস বৈরাগ্য সাং বালিয়া সন ১২২৬ সাল তাং ২৯ ভাদ্র রোজ সোমবার মঙ্গলবার।

২৮১। কৃষ্ণমঙ্গল—নন্দবিদায়।

রচয়িতা—দ্বিজ মাধব। পত্র ১-১১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। অক্ষর সুন্দর ও পরিষ্কার। পরিমাণ ১৭॥০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৬ সাল। প্রথম অংশ এই,—

৭শ্রীশ্রীহরি॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবিন্দ॥
ভক্তগোষ্টী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
স্থনিলে চৈতন্যলিলা ভক্তি লভ্য হয়॥
কৃষ্ণ সত্য কৃষ্ণ সত্য আর সব মিথা।
সর্ব্ব ধর্ম্মকর্ম্ম কৃষ্ণনাম বিনা বিথা॥
... ...
কংস বধি প্রভু খণ্ডাইলা ক্ষিতিভার।
বস্থদেব দেবকির করিল উর্দ্ধার॥
উগ্রসেনে রাজ্য দিঞা কৈল হরসিত।
নন্দকে বিদায় দিতে হইলা মোচ্ছিত॥

২৮২। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

রচয়িতা—দ্বিজ মাধব। পত্র০ ১-৫; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্ক্তি। পরিমাণ ১৪॥০×৫ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল নাই।

পুথিখানিতে দ্বিজ মাধবের রচিত কৃষ্ণমঙ্গলের প্রথম অংশের মাত্র পাঁচটি পাতা আছে। পূর্ব্বে

এই কবির রচিত এই নামীয় পুথির যে সব পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; তাহা অপেক্ষা কোনও কিছু বিশেষ এই কয়টি পাতার মধ্যে নাই। প্রথমে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক অতিরিক্ত আছে মাত্র। ইহা ছাড়া বন্দনা অংশের পরে ও গ্রন্থারম্ভের প্রথমে তৃতীয় পত্রে জ্ঞানদাসের ভণিতাযুক্ত একটি এবং ভণিতাহীন ছুইটি পদ আছে। তাহার একটি এখানে তুলিয়া দিলাম।—

দাড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বাহিয়া পড়ে জলধারা।
না রব তোমার ঘরে অপজস দেয় মোরে
মা হইয়া বলে মুনিচোরা॥
বলয়া অঙ্গরি তাড় আর জত অলঙ্কার
গলে শোভে মণিময় হার।
সকলি খশাইয়া লও আমারে বিদায় দেও
এ ছুখে জমুনা হব পার॥
জ্ঞানদাশের বানি স্থন আগো নন্দরানি
গোপাল তুলিয়া লও কোলে।
আপনা নিন্দিয়া রানি কোলে লইলা চক্রপানি
অভিসেক নয়ানের জলে॥

——

২৮৩। জগন্নাথবিজয়।

রচয়িতা—মুকুন্দ ভারতী। পত্র ২-১২, ১৪-২৮; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। পরিমাণ ১৫৷৹×৩৬৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১°৩ সাল। পুথির উপাখ্যান এইরূপ,—

সূর্য্যবংশীয় কোনও নৃপতির তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া 'নীলকলেবর' নারায়ণ, তাঁহাকে উড়িষ্যা রাজ্য দান করেন। সেই বংশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়া, তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণপূর্ব্বক তিনি একটি স্বুবর্ণমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এবং ভগবান্ নারায়ণ বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়া, সেই মন্দিরে গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, তাঁহার নবনির্ম্মিত মন্দিরে কোন্ দেববিগ্রহ স্থাপন করিবেন, তৎসম্বন্ধে পরামর্শের জন্য ব্রহ্মার নিকট গেলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিতে বলিয়া, সন্ধ্যা উপাসনা করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত সময়ের মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে ষাট হাজার বৎসর চলিয়া গেল, ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পৌত্র প্রভৃতিরা রাজ্য শাসন করিয়া পরলোকগত হইলেন, প্রলয়ে উড়িষ্যা দেশ বিধ্বস্ত হইল এবং সমুদ্রের বালুকারাশি রাজার স্বর্ণমন্দির ঢাকিয়া ফেলিল। মুহূর্ত্ত পরে ব্রহ্মা ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে বলিলেন যে, তুমি তোমার রাজ্য এবং স্বর্ণমন্দির একবার গিয়া দেখিয়া আইস; পরে আমি তোমাকে পরামর্শ দিব। রাজা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার স্বর্ণমন্দির ও রাজ্য কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। অনেক কষ্টে কল্পান্তস্থায়ী একটি বটবৃক্ষ, উলূক পক্ষী এবং কূর্ম্মরাজের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার রাজ্য ও মন্দিরের স্থান নির্ণয় করিলেন এবং কূর্ম্মরাজের পরামর্শ অনুসারে কৌমার্য্য-রাজের কন্যা মালাবতীকে বিবাহ করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বিবাহের সময় ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মশাপ উপলক্ষ্য করিয়া যে নিম্ববৃক্ষে দেহত্যাগ

করিবেন, সেই বৃক্ষ সমুদ্রে ভাসিয়া তোমার নিকট আসিবে এবং তাহারই নাম বিষ্ণুপঞ্জর। তুমি সেই বিষ্ণুপঞ্জর লইয়া জগন্নাথমূর্ত্তি গঠন-পূর্ব্বক, তোমার পূর্ব্বকৃত মন্দিরের উপর নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, স্থাপিত করিবে। যথাকালে রাজা ব্রহ্মার আদেশ যথাযথ পালন করিয়া জগন্নাথের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন। পুথির রচয়িতা বলেন,—ব্রহ্মপুরাণের উপাখ্যান শুনিয়া তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ,—

তাহান প্রসাদে হৈল কায় নিরমান ॥
মহাকবিগণের আগে মাঙ্গো পরিহার।
রচিব কৃষ্ণের কথা দারু অবতার ॥
ব্রহ্মপুরাণের কথা স্থনিঞা স্রবনে।
পাঁচালি প্রবন্ধে তাহা রচিব বিধানে ॥

—ইত্যাদি।

অক্ষয় বট, উলূক পক্ষী এবং কূর্ম্মরাজের কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

এক বাক্য কহি আমি শুন মোহাশয়।
অক্ষয় বট দেখ হের গহন বোনয় ॥
চারি যুগে তরুবর বুঝি অনুমানে।
পূর্ব্ববির্ত্তান্ত জত অক্ষয় বট জানে ॥

—৫।২ পত্র।

শকল বির্ত্তান্ত আমি না জানি ভাল মতে।
শুনিল ই সব কথা উলুক শাক্ষাতে ॥
রাজা বোলে বিক্ষরাজ কহত উপদেশ।
কথাতে উলুক বৈশে কহত বিশেশ ॥
বিক্ষ বোলে শুন তুমি পুরুশ পুরান।
চিরজিবি নহে কেহো তাহার শমান ॥
উতপতি প্রলয় জানে শেই পক্ষিরাজ।
শুর্য্যবংশ জানিবে কত বড় কাজ ॥
মার্ক্কণ্ডয় শরবর তাহার শম্পাশে।
চিরৎকাল পক্ষরাজ তথাইতে বৈশে ॥

—৬।১ পত্র।

নরপতি শুরপতি শকল শৃজিল।
এ শব বৃর্ত্তান্ত মোকে কুর্ম্মরাজ কহিল ॥
এতেক চিন্তিঞা রাজা করে পুটাঞ্জলি।
কথা বৈশে কুর্ম্মরাজ তথা বোল চলি ॥
পক্ষি বোলে শুন রাজা মোর উপদেশে।
দক্ষিন দিগে বৈশে শেই শমুদ্র সম্পাশে ॥
শেতগঙ্গা নাম ধরে মোহাশরোবর।
শেতবর্ন্নে জল তার দেখিতে স্থন্দর ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ তাহার চারি তির।
অলঙ্গা তাহার জল গহিন গম্ভির ॥
শেতমাধব মূর্ত্তি তাহার শনিধান।
গুপ্তবেশে আছে হরি হঞা অদ্রশন ॥

... ...

হেন শেতগঙ্গাজলে কুর্ম্ম অধিকারি।
শকল বৃর্ত্তান্ত জানে বিষ্ণু অং[শ] ধরি ॥

—৬।২ পত্র।

আদেশিল কুর্ম্মরাজ তোমা দেখিবারে।
জথা আছে কুর্ম্মরাজ শেতশরোবরে ॥
অষ্টাঙ্গ প্রণাম কৈল কুর্ম্ম দরশনে।
করপুটে স্তুতি করে মধুর বচনে ॥
রাজাকে দেখিঞা বোলে কুর্ম্ম অধিকারি।
ক্ষেমা কর নরপতি কত স্তুতি করি ॥

—৭।২ পত্র।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার স্থবর্ণদেউল,—

বিশ্বকর্ম্মা দেউল গড়ে বিচিত্র নির্ম্মান।
বিশ্বকর্ম্মা শাক্ষাতে প্রভু হইল অধিষ্ঠান ॥
নানাবিধি বিচিত্র ধাতু করিল শোভন।
শুবর্নপুতলি কৈল নানা পশুগন ॥

ত্রিভুবন জিনি হৈল শুমেরু শোশর।
দেউল দেখি মহিত গেলা গদাধর॥
তবে তুজগতনাথ বোধরূপ ধরি।
প্রবেস করিল হরি দেউল ভিতরি॥
লুকাঞা জোগধ্যানে রহিলা শ্রীহরি।
দেউল গঢ়িঞা রাজা গেলা ব্রহ্মপুরি॥
—৩।২, ৪।১ পত্র।

ভণিতা,—

ইহা শুনি ইন্দ্রদ্যুম্ন থাকিলা ব্রহ্মপুরি।
ভারথি মুকুন্দে ভনে বন্দিঞা শ্রীহরি॥

শেষ,—

ব্রহ্মপুরাণ হৈতে শুনি শাবধানে।
পাচালি প্রবন্ধে কিছু বলিল বিধানে॥
জগন্নাথবিজয় কথা শুন শাবধানে।
পাচালি প্রবন্ধে কিছু বলিল বিধানে॥
জগন্নাথবিজয়কথা নর শুন একমনে।
ভারথি মুকুন্দে ভনে শ্রীকৃষ্ণচরনে॥

ইতি ব্রহ্মপুরানোক্ত জগন্নাথবিজয় পুস্তক সমাপ্ত॥ ০ ॥ ই পুস্তক শ্রীচন্দ্রনারায়ন পুণ্ডরি শাং দরিআর পর সন ১১৭৩ সন তারিখ ১৫ ভাদ্র॥ ০ ॥ কোকিলানাং স্বরো রূপং [ইত্যাদি ৭টি শ্লোক]।

—

২৮৪। জগন্নাথমাহাত্ম্য।

রচয়িতা—দ্বিজ মুকুন্দ। পত্র ১-৬১; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় ৬ পঙ্‌ক্তি, দুই এক পৃষ্ঠায় ৫ বা ৭ পঙ্‌ক্তিও আছে। অক্ষর বড় বড় ও পরিষ্কার। পরিমাণ ১৫ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই; পুথির অবস্থা দেখিয়া পুরাতন বলিয়া মনে হয়। অধিকাংশ পাতা পোকায় কাটা।

২৮৩ সংখ্যক বিবরণে মুকুন্দ ভারতীর বিরচিত জগন্নাথবিজয় নামক যে পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত আলোচ্য পুথির উপাখ্যানগত কোনও পার্থক্য নাই। অধিকাংশ স্থলে উভয় পুথির ভাষায়ও এমন সাদৃশ্য দেখা যায়, যাহাতে এই দুই পুথিকে এক না বলিয়া পারা যায় না। রচয়িতার নামও উভয় পুথিতে মুকুন্দ; পার্থক্য কেবল ভারতী ও দ্বিজ উপাধিতে। ইহা ছাড়া আর এক পার্থক্য এই যে, আলোচ্য পুথিখানি ১৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত; পূর্ব্বোক্ত জগন্নাথবিজয় কোনরূপ অধ্যায়ে বিভক্ত নহে। ২৮৩ সংখ্যক পুথি অপেক্ষা এই পুথির শ্লোক-সংখ্যাও কিছু বেশী। এই সকল পার্থক্য সত্ত্বেও প্রাচীন পুথির পাঠভেদ, রূপভেদ এবং লিপিকরগণের নূতন নূতন স্বজনশক্তির সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা এই উভয় পুথিকে এক বলিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না।

প্রথম অংশ,—

৭ শ্রীশ্রীহরি স্বরন
নম গনেসায়।

নারায়ণং নমস্কৃত্য [ইত্যাদি শ্লোক]।

প্রনমোহ নারায়ন পরম কারন।
জাহা হৈতে শৃষ্টী স্থিতি প্রলয় পালন॥
জল স্থল না ছিল কিছু এ মন পবন।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল না ছিল ত্রিভুবন॥
দিগ বিদিগ না ছিল অষ্ট লোকপাল।
দেবাসুর না ছিল কেহ বিক্রমে বিসাল॥
হেন কালে নারায়ন মোনেত কল্পিল।
প্রকৃতি পুরুস হয়া শৃষ্টি শৃজিল॥

প্রথমে শৃজিল ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন।
শৃষ্টী হৈতে তিন দেব করিল শৃজন॥
ব্রহ্মায়ে শৃজয়ে বিষ্ণু পালয়ে সংসার।
প্রলয়ের হেতু হর করেন্ত সংহার॥
প্রনমোহ ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব উমাপতি।
সর্ব্বপ্রানি নিজরূপে জারে করে স্তুতি॥

নিম্নলিখিত কয়েক স্থলে জগন্নাথ বৌদ্ধ অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন,—

১। তবে ত্রিজগতনাথ বৈদ্ধ (বৌদ্ধ) রূপ ধরে।
প্রবেস করিলা সেহি দেউলের ভিতরে॥
—৭।১ পত্র।

২। নানা উতপাত হৈল দ্বারিকা নগরে।
দ্বিজ মুকুন্দে ভুনে বৈদ্য (বৌদ্ধ) অবতার॥
—২৯।১ পত্র।

৩। অহি কাষ্টেক ভক্তি করিব জে জনে।
তমু অন্তে মুক্তিপদ কৃষ্ণ দরসনে॥
মুক্তিপদ পাইব লোক কির্ত্তিয়ে তোমার।
লোক পরিত্রান হেতু বৈদ্য (বৌদ্ধ)অবতার॥
—৩৮।১ পত্র।

৪। ক্ষেত্রের মাহিত্য রাজা কহিব তোমারে।
আমি জাথে বিরাজিত বৈদ্ধ অবতারে॥
—৫৬।২ পত্র।

মধ্য অংশ,—

ব্যাধেক কৃষ্ণ পঠাইয়া জোগে দিল মন।
বিষ্ণুমায়া ছাড়ি প্রভু তেজিল জিবন॥
আচম্বিতে জোগ অগ্নি হৈল ঘোরতর।
সেহি অগ্নি পোড়া গেল কৃষ্ণকলেবর॥
নিমতরু পোড়া গেল সেহি ত হুতাসে।
বিষ্ণুপাঞ্জর কিছ রহিলেক সেসে॥
বিষ্ণুপাঞ্জর আর নিমতরুবর।
পোড়া কাষ্ট ভাঙ্গি পড়ে সমুদ্র উপর॥
সেহি দারু ভাসী গেলা উড়ন্থ্যা নিকটে।
ভাসিয়া ভাসিয়া গেলা স্বর্গদ্বার ঘাটে॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

ব্রহ্মার বচন রাজা প্রতিপালন করি।
দ্বিজ মুকুন্দে ভুনে বন্দিয়া শ্রীহরি॥

শেষ,—

জগর্ন্নাথমাহিত্য স্থনিতে ইৎসা জার।
তাহার চরনে মোর কুটী নমস্কার॥
জেবা পড়ে জেবা সুনে হেন উপাক্ষান।
অন্তকালে গতি তার বৈকণ্ঠে হয়ে স্থান॥
জার গ্রহে থাকে হেন পোথা রসময়।
কোন কালে তার গ্রেহে লক্ষি না ছাড়য়॥
অন্তকালে গতি তারে দেয় নারায়নে।
সপ্তদস অদ্যা সাঙ্গ দ্বিজ মুকুন্দে ভুনে॥ *॥
সপ্তদসধ্যায়ঃ॥ ইতি শ্রীজগর্ন্নাথমাহিত্য পুস্তক সোমাপ্ত॥ *॥ সহ অক্ষর শ্রীরঘুনাথ-দাস দেব॥ মোকাম হাড়ঙ্গপাড়া ও গোপাল-বাড়ী॥ রাত্রী এক প্রহরকালে পুস্তক সোমাপ্ত শ্রীমুকুন্দ দেবসম্মন।

২৮৫। উৎকলখণ্ড—জগন্নাথচরিত্র।

রচয়িতা—মুকুন্দ ভারতী। পত্র ১-২০; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। অক্ষর পরিষ্কার ও বড় বড়। প্রথম পত্রের কতক অংশ নাই। পরিমাণ ১৪ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৫ সাল।

২৮৩ ও ২৮৪ সংখ্যক বিবরণে যে দুইখানি পুথির পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার সহিত আলোচ্য পুথির কোনও পার্থক্য নাই। তবে এই পুথিখানির রচনা অনেকটা সংক্ষিপ্ত।

ভণিতা,—

ভারথি মুকুন্দে ভনে স্থন সর্ব্বজন।
সর্ব্বভাবে কৃষ্ণপদে সদা রাখ মন॥

শেষ,—

জে সদা করিবে মাত্র শ্রবন কীর্ত্তন।
স্বরিরের পাপ সব করয়ে গমন॥
এই কালে তার হবে সর্ব্বাপদ নাস।
পরে মুক্ত হইয়া হবে বৈকুণ্ঠে নিবাস॥

ইতি শ্রীমৎ জগন্নাথচরিত্র লির্থতে॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। ভিম য়াদি জুর্দ্ধ নানা রোনে হয় ভঙ্গ। মুনিগণের ভ্রম হয় আমি কি পতঙ্গ॥ লিখিতং শ্রীদিননাথ ব্রহ্মচারি। পরগনে সাতসৌকা মৌজে দেমুড়॥ সন ১২৪৫ সাল তারিখ ১৩ চৌত্রী রোজ সোমবার তিথি একাদসি বেলা আন্দাজি ৫ পাচ দণ্ড সময়ে। এই পুস্তক সোমাপ্ত হইল॥ শ্রীদিননাথ রায়ের বাহিরবাটির পুর্ব্বদ্বায়ারি ঘরের পিরায় বসিয়া লিখি। ইহার সাইদ শ্রীদিননাথ রায়॥ এই পুস্তক জে বেক্তি চুরি করিবে। সে সাস্বরে হইবেক য়ার পুত্রবধুকে হরণ করিবে॥ ইতি।

২৮৬। জগন্নাথমাহাত্ম্য।

রচয়িতা—দ্বিজ মুকুন্দ। পত্র—১২, ১৪-১৯, ২৩; অসম্পূর্ণ। ১৬-১৯ এবং ২৩ পত্রের অর্দ্ধাংশ নাই। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১২॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ প্রভৃতি নাই।

একখানি পুথির মধ্যবর্ত্তী কয়েকটি পাতা মাত্র আছে—আদ্যন্ত কিছুই নাই। এই অংশে কূর্ম্মরাজের সহিত পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া, ইন্দ্রদ্যুম্নের বিবাহ পর্য্যন্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবরণে এই পুথির বিস্তৃত পরিচয় দ্রষ্টব্য।

২৮৭। জগন্নাথমাহাত্ম্য।

রচয়িতা—দ্বিজ মুকুন্দ। পত্র ৩-২২; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পাতার মধ্যদেশে পত্রাঙ্ক। পরিমাণ ১৪॥০ × ৪ ইঞ্চি। আদ্যন্ত খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল পাওয়া গেল না। ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পত্রের শেষ পঙ্‌ক্তিতে "শ্রীশ্যামরায় দেবস্য" বলিয়া একটি নাম লেখা আছে—বোধ হয়, ইনিই লিপিকর হইবেন।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই নামীয় পুথির যে সব পরিচয় দিয়াছি, কেবলমাত্র আরম্ভ-ভাগের বিস্তৃতি ছাড়া তাহার সহিত ইহার আর কিছু বিশেষ পার্থক্য নাই। এই ভাগে মহাদেবের মুখ দিয়া পার্ব্বতীর নিকট, মহাপ্রসাদ ও জগন্নাথ-ক্ষেত্রের গুণবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য অংশ প্রায়ই এক ধরণের। উক্ত গুণবাদের একটু নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

মোহাপ্রসাদফল স্থন মন দিয়া।
প্রসাদ খাইল সেই বৈকুণ্ঠেতে গিআ॥

একাদসি করি আছে ভবানি সঙ্কর।
প্রসাদ লইয়া মুনি আইলা গোচর॥
তবে উমা মহেশ্বর সম্ভ্রমে উঠিলা।
সপ্ত প্রদক্ষিন হইআ প্রসাদ মাগিলা॥
সিবে বোলে ধন্য ধন্য জনম আহ্মার।
প্রসাদ খাইয়া তুই পাইমু নিস্তার॥
সাফল ধরিলুম জটা সিরের উপর।
সাফল করিল আহ্মি হইআ দিগাম্বর॥
সাফল ধরিল আহ্মি আর ব্যাঘ্রচর্ম্ম।
প্রসাদ গ্রহনে সাফল আহ্মি মানি জর্ম্ম॥
—ইত্যাদি।

২৮৮। রাসপঞ্চাধ্যায়।

রচয়িতা—গদাধর দাস। পত্র—১-৮।১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর আছে। তৃতীয় পত্রের পর লেখকের অনবধানতায় কতক অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। পরিমাণ ১৩॥০ X ৫ ইঞ্চি। ৮ সংখ্যক পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার পর লেখা আর অগ্রসর হয় নাই। লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখও নাই।

প্রথম অংশ,—

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ

সুকদেব কহে রাজা করি নিবেদ[ন]।
রাসপঞ্চ অধ্যা কথা করহ শ্রবণ॥
গোকুলের নাথ প্রভু নন্দের নীলঅ।
বিহরি শ্রীবিন্দ্যাবনে নিত্য সুখমঅ॥
সরদ সমঅ হই[ল] কাত্তিক মাসে।
পুন্ন্যমার চন্দ্র হইলা উদিত আকাসে॥

বিকসিত নানা পুষ্প চম্পক জুতিকা।
জাই জুই মালতি আর কুমুদ মল্লিকা॥
বিকসে বকুল আর সুবর্ণকেতুকী।
নব পল্লব আর বিবিধ অলঙ্কি॥

... ...

আনন্দে অবস কৃষ্ণ আসিআ সঙ্কেতে।
হরেন সভার মন মোহন মুরুলিতে॥
জোগমাআ প্রকাসিলা মুরুলির ধনি।
ভুলাল্য সভার মন দেবসিরমুনি॥ ইত্যাদি।

ভণিতা,—

গোপালচরনে আস কহে গদাধর দাষ
দসমের ভাসা অনুমানে।
শ্রীকৃষ্ণ জিবদাসে দআ কর হৃসিকেসে
কৃষ্ণপ্রান আর বৃন্দ্যাবনে॥ ৭।১ পত্র।

শেষ,—

কৃষ্ণচন্দ্র মুখাসুত (?) সুনিআ ভারতি।
ইসত হাসিআ কথা কহেন শ্রীমতি॥
পুনু কহেন কৃষ্ণচন্দ্র হাস কী লাগিআ।
আমি হই সট নঞাছ বুঝিআ॥
আমার মনের কথা সুন প্রাণপ্রীএ।
অনুরাগ বৃদ্ধ হেতু তারে কষ্ট দিএ॥
—ইত্যাদি।

২৮৯। ব্রহ্মপুরাণ।

রচয়িতা—মুকুন্দ ভারতী। পত্র ১-২১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৮ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৫॥০ X ৩৸০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ প্রভৃতি নাই।

পূর্ব্বে জগন্নাথমাহাত্ম্য ও জগন্নাথচরিত্র নামে দ্বিজ বা ভারতী মুকুন্দের রচিত যে সকল পুথির বিবরণ লিখিত হইয়াছে, ব্রহ্মপুরাণ নামে এই পুথিখানিও তাহাই—কেবল নামের পার্থক্য মাত্র। এই পুথির মধ্যে মুকুন্দের 'দ্বিজ' ও 'ভারতী' উপাধিই ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভণিতা,—

১। চিরৎকাল রাষ্য ভুঞ্জে তথা মনোরথে।
ভারথি মুকুন্দে ভুনে বন্দিঞা জগন্নাথে॥

২। দ্বিজ মুকুন্দে ভনে জগন্থাথ পরশনে
কৃষ্ণকথা শুনহ সংসার।

২৯০। ব্রহ্মপুরাণ।

রচয়িতা—অজ্ঞাত। পত্র ১-১১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পাতার দুই ধার জীর্ণ। স্থানে স্থানে অক্ষর পড়া যায় না। পরিমাণ ১২×৪ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল বা লেখকের নাম-ধাম নাই।

পূর্ব্বে ব্রহ্মপুরাণনামীয় যে পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এই পুথিখানি তাহা হইতে একটু স্বতন্ত্র রকমের। যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, বন্দনা অংশের পর অর্জ্জুনের প্রার্থনা মত শ্রীকৃষ্ণ, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছেন। তাহার মোট কথা এই যে, প্রথমে কিছুই ছিল না—একমাত্র নির্গুণ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে, প্রথমে তাঁহা হইতে মন, মন হইতে জীব, তৎপরে মায়া, সত্ত্ব রজ গুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব উৎপন্ন হইলেন। পরে শিবকে মায়ারূপিণী ভগবতী দান করিয়া, সেই অনাদি পুরুষ দেহত্যাগ করিলে, সেই দেহ হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। এই-খানেই পুথি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

কোন কোন ব্রহ্মপুরাণ বা জগন্নাথ-মাহাত্ম্যের পুথিতেও সৃষ্টির বর্ণনা আছে। কিন্তু তাহা হইতে ইহা যেন একটু স্বতন্ত্র রকমের।

প্রথম অংশ,—

নম গনেসায় নোম॥
অথ বর্ম্মপুরাণ পুস্থক॥

শ্রীকৃষ্ণচরণজুগে করি নমস্কার।
জার নাম শ্রবনে হয় পাতকি নিস্থার॥
বিষম অঘুর পাপ করে জেহ নরে।
লইলে প্রভুর নাম সেই জন তরে॥
কলিজুগে নর সব উদ্ধার কারন।
রামনাম সম নাহি এ তিন ভুবন॥
মুখের আলস্য পাপি কর কি কারন।
রামনাম সম দেখ নাহি অন্য ধন॥
ব্যাদির ঔসাদ আছে যদি চিনে।
পাতকির গতি নাহি রামনাম বিনে॥

ইত্যাদি তিন পত্রব্যাপী বন্দনা।

মধ্য,—

জেই ক্ষনে উর্ত্তপত্তি হইল তখন।
রাত্রি হনে দিবস হইল তখন॥
চন্দ্র সূর্য্য দিবস রাত্র জখনে জনমিল।
দিবা রাত্রি ভেদ পর্থি তখনি হইল॥
একে দিতিয় হইল দিতিএ ত্রিগোন।
ত্রিতিঅ স্যমু[দ্র] হৈল প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন॥

তুমাতে কহিল আমি প্রকির্ত্তি লক্ষন।
মহামায়ারূপে হৈল স্রীষ্টির উত্তপর্ন্য॥
—ইত্যাদি।

শেষ,—

আথে বেথে সেই তনু আনিবারে গেলা॥
সেই কায়া জলমৈদ্ধে তুলন না জায়।
মূলহিন পদ্ম জেন ভাসিআ বেড়ায়॥
সেই সয়া জল হনে করিআ উদ্ধার।
তেজ শুন্য জত ছিল হইল বাহার॥
অন্তরক্ষ হইআ তবে বিমানে রহিল।
ধ্যানমুলে সদাসীব সকলি কহিল॥
—ইত্যাদি।

২৯১। ভ্রমরগীতা।

রচয়িতা—যদুনাথ দাস। পত্র ১-১১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। ৪।১ পৃষ্ঠায় ৯ ও শেষের পৃষ্ঠায় ৫ পঙ্‌ক্তি আছে। পরিমাণ ১৪॥০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯৮ সাল।

বৃন্দাবনে গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে, এক দিন একটি ভ্রমর গোপীগণের নিকট উড়িয়া আইসে। ভ্রমরের বর্ণ এবং তাহার নব নব পুষ্পানুরাগ দর্শন করিয়া, গোপীগণের কৃষ্ণ-স্মৃতি তীব্রভাবে অনুভূত হওয়ায় বিরহ-কাতরা গোপীগণ তাহার নিকট নানাবিধ বিলাপ করেন। ইহাই পুথির বর্ণনীয় বিষয়।

প্রথম অংশ,—

/৭ নম গনেসায় নমঃ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥

বন্দেঽহং করুণাসিন্ধুং [ইত্যাদি শ্লোক]।
সুন সুন ভক্ত জন করহ শ্রবন।
ভ্রমর দেখিয়া জে কহিল গোপিগন॥
কৃষ্ণ মধুপুরে গেল এথাএ গোপিগন।
দিবানিসি নিরবধি করএ রোদন॥
কৃষ্ণের বিরহ বিনে নাহি জানে য়ান।
কৃষ্ণে সমপ্পীল গোপী সকলের প্রান॥
দস পাচ গোপীগন একত্র বসিয়া।
কৃষ্ণকথা কহে গোপী চীত্য নিবারিয়া॥
একদিন গোপীগন কহে কৃষ্ণকথা।
দৈবজোগে ভ্রমর উড়িয়া আইল এথা॥

শেষ,—

তবে ত ভ্রমর চলিয়া গেল বন।
বিরস হইয়া গেল ঘরে গোপীগন॥
শ্রের্দ্ধা করি জেই জনে সুনএ শ্রবন।
য়নুরাগী পাবে রাধা কৃষ্ণের চরন॥
শ্রীরাধাগোবিন্দপদে করি য়াস।
মধুর বনিতা গাহে যদুনাথদাস॥

ইতি ভ্রমরগিতা সমর্পন॥ ৪॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। স্বয়াক্ষরমেতৎ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ন দেয় সাকীম দেসগাওঁ॥ পুস্তক শ্রীটোকানি যুগী সাং বড়কুল ইতি সন ১১৯৮ মাহে ২৪ আসাড় রোজ বুদবার বেলা ছএ দণ্ড থাকীতে সমর্পন শ্রীরাধাকৃষ্ণচরনে গতি মরনে আহ্মার।

২৯২। ভ্রমরগীতা।

রচয়িতা—যদুনাথ দাস। পত্র ১-১৭;

সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। পাতার ধার কীটদষ্ট। পরিমাণ ১২ × ৪৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পূর্ব্বে এই নামীয় একখানি পুথির বিবরণ লিখিত হইয়াছে; কিছু পার্থক্য থাকিলেও আলোচ্য পুথিখানি তাহার সহিত অভিন্ন। পূর্ব্বের পুথিতে কোনওরূপ অধ্যায়-বিভাগ নাই। কিন্তু আলোচ্য পুথিখানি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত আছে। ইহা ছাড়া, লিপিকর-কৃত সামান্য সামান্য পাঠ-বিভিন্নতা ব্যতীত আর কোনও পার্থক্য দেখা যায় না।

ভণিতা,—

আমা সভার জত দুখ বৈল পিয়া পাসে।
গোপির বিরহে ভনে যদুনাথ দাসে॥

অধ্যায়-সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীভ্রমরগীতায়াং দিতিয় অধ্যায়ঃ॥

শেষ,—

এহি রুপে ভ্রমর চলিয়া গেল বনে।
বিরহ সম্বরী ঘরে গেলা গোপীগনে॥
শ্রদ্ধা করি জেবা ইহা করয়ে শ্রবন।
অনুরাগে পায় রাধা কৃষ্ণেরী চরন॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদ মনে করি আষ।
মথুরা বর্ন্নন কহে জদুনাথ দাষ॥

ইতি শ্রীভ্রমরগীতায়াং গোপী উক্তৌ মথুরা-বর্ন্ননং নাম পঞ্চম অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ পুস্তক শ্রীহরিপ্রসাদ গোস্বামীনঃ। প্রথম সংগ্রহঃ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরনায় নমঃ। শ্রীগুরবে নমঃ॥*॥ পুস্তক শ্রীনন্দকী[শো]র সেন মন জনস্য।

২৯৩। ভ্রমরগীতা।

রচয়িতা—যদুনাথ দাস। পত্র ১-১৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। ৬ সংখ্যক পাতাখানি ছেঁড়া। পরিমাণ ৯ × ৩৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

২৯২ সংখ্যক বিবরণে যে পুথিখানির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এই পুথিখানি তাহার সহিত অভিন্ন। লিপিকরের ভ্রমে গ্রন্থকারের নাম এক স্থলে জগন্নাথ দাস এবং আর এক স্থলে 'জদুমুনি' দাস লিখিত হইয়াছে।

ভণিতা,—

বিধি কৈল অবলা তেহি সে য়েতেক জালা
দাশ জদুনাথ গুণগানে॥

শেষ,—

এহিরূপে ভ্রমর চলিয়া গেল বনে।
বিরহ সম্বরী ঘরে গেল গোপীগনে॥
শ্রদ্ধা করি জেবা ইহা করএ শ্রবন।
অনুরাগে পায় রাধাকৃষ্ণের চরন॥
শ্রীরাধাগোবিন্দপদ মনে করি আশ।
মথুরাবর্ন্নন কহে জগন্নাথ (যদুনাথ) দাশ॥

ইতি শ্রীভ্রমরগীতায়াং গোপী উক্তৌ মথুরা-বর্ন্নণং নাম পঞ্চম অধ্যায়॥ ৫॥ সমাপ্ত॥ ০॥ পুস্তক শ্রীনন্দকিশোর শেন মালাজনস্য॥

২৯৪। ভ্রমরগীতা।

রচয়িতা—যদুনাথ দাস। পত্র ২-১২; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। হস্তাক্ষর

সুন্দর ও বানান অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। পরিমাণ ৯॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১৮ সাল।

এই নামীয় যে সকল পুথির বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিত আলোচ্য পুথি অভিন্ন।

শেষ,—

এইরূপে ভ্রমর চলিয়া গেলা বনে।
বিরহ সম্বরি গোপী গেলা নিজ স্থানে॥
শ্রদ্ধা করি যেবা ইহা করয়ে শ্রবণ।
অনুরাগে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দপদ মনে করি আশ।
মাথুর বর্ম্ননা কহে জদুনাথ দাস॥

ইতি শ্রীভ্রমরগীতায়াং গোপী উক্তি মাথুর-বর্ম্ননঃ নাম পঞ্চমোধ্যায়॥ ০ ॥ ৫ ॥ যথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। ইতি সন ১২১৮ আঠার সাল তারিখ ২৪ অগ্রহায়ণ।

২৯৩। গোবিন্দলীলামৃত।

রচয়িতা—যদুনন্দন বা যদুনাথ দাস। পত্র ১-১৭৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯১ সাল।

গোবিন্দলীলামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত একখানি উপাদেয় সংস্কৃত কাব্য। মালিহাটি-নিবাসী বৈদ্যবংশীয় যদুনন্দন দাস তাহার একটি সুন্দর পয়ারানুবাদ প্রণয়ন করেন।—আমাদের আলোচ্য পুথিখানিই তাঁহার সেই বিখ্যাত অনুবাদ। মূল গ্রন্থের অনুসরণে অনুবাদও ত্রয়োবিংশতি সর্গে বা অধ্যায়ে বিভক্ত। পুথির মধ্যে কবির নাম যদুনন্দন ও যদুনাথ, দুইরূপই লিখিত আছে। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা দেবীর মন্ত্রশিষ্য। পদকল্পতরুতে ইহাঁর বন্দনায় আছে—"প্রভুসুতাচরণ-সরোরুহ-মধুকর জয় যদুনন্দন দাস।" প্রভুসুতা অর্থে এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা দেবী। গোবিন্দ-লীলামৃত ছাড়া ইনি "কর্ণানন্দ" এবং রূপ গোস্বামীর "বিদগ্ধ মাধব" নামক নাটকেরও অনুবাদ করেন। এতদ্ভিন্ন পদাবলী রচনায়ও ইনি প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥

শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দসন্দোহানন্দমন্দিরম্।
বন্দে বৃন্দাবনাধীশং শ্রীরাধাসঙ্গনন্দিতম্॥

ইত্যাদি সংস্কৃত শ্লোক এবং তাহার অনুবাদের পর,—

আমি যে অপটু অতি তটস্থ বুদ্ধের গতি
অতি অপাত্র আণ্ডা হাড়ি যেন।
কৃষ্ণলীলা রসসার তাতে চাহি লিখিবার
বৈষ্ণবের হাস্যের বর্জ্জন॥

... ...

বন্দ গুরুপদতল চিন্তামনিময় স্থল
সর্ব্বগুণখনি দয়ানিধি।
আচার্য্য প্রভুর সুতা নাম তাঁর হেমলতা
তাঁহার স্বরনে সর্ব্বসিদ্ধি॥
অগেয়ান অন্ধকারে পতন দেখিয়া মোরে
জ্ঞানাঞ্জন দিল দয়া করি।
তাঁহার করুণা হইতে নেত্র হৈল প্রকাসিতে
দূরে গেল অন্ধকারাবলী॥

বন্দো আচার্য্য প্রভু আমার প্রভুর প্রভু
তার পদে কোটী পরনাম।
বন্দোঁ গোপাল ভট্ট নাম রাধাকৃষ্ণপ্রেমধাম
পরাপরগুরু কৃপাধাম ॥
বন্দ প্রভু গৌরচন্দ্র সকল আনন্দকন্দ
পরমেষ্টি গুরু তেহোঁ হয়।
জেহোঁ কৃষ্ণপ্রেমবন্যা দিঞা কৈল্য খিতি ধন্যা
অনন্ত প্রনতি তাঁর পায় ॥ ইত্যাদি।

গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষাকে "প্রাকৃত ভাষা" এবং এই পুথিকে "পাঁচালী" বলিয়াছেন।—

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের কৃষ্ণ সঙ্গে স্থিতি।
সাক্ষাতে দেখিয়া লিলা বিস্তারিলা অতি ॥
তাহাঁর চরণে মোর কোটী পরনাম।
জেহোঁ প্রকাসিলা কৃষ্ণলীলা অনুপাম ॥
প্রাকৃতে লিখিয়া বুঝো এই মোর সাধে।
এ সব সম্পূর্ণ হয়ে বৈষ্ণবপ্রসাদে ॥

—৪।১ পত্র।

দন্তে তৃণ করিয়া কহোঁ বারে বার।
জত্ন করি এই গ্রন্থ করিবে বিচার ॥
পাঁচালি বলিয়া মাত্র মনে না করিহ হেলা।
শ্লোকপ্রবন্ধে কহে এই মতি খেলা ॥

—৫।১ পত্র।

ভণিতা,—

১। স্থনি কৃষ্ণগুণততি বিভোল হইল মতি
গায় জত্নন্দন হরিষে ॥
২। রাধাকৃষ্ণপাদপদ্মেঁ সেবা অভিলাসে।
গোবিন্দচরিত কহে যত্নাথ দাসে ॥

শেষ,—

শ্রীগুরুর পাদপদ্ম বন্দনা করিঞা।
লিখিল গোবিন্দলীলা আনন্দীত হৈঞা ॥
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের পদে পরনাম।
করিঞা গাইল কিছু কৃষ্ণগুণগ্রাম ॥
গোবিন্দচরিতামৃত রসসরোবরে।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমভক্ত চকোর বেহারে ॥
রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে।
গোবিন্দচরিত কহে যত্নাথ দাসে ॥ * ॥
ইতি ত্রয়োবিংসতি স্বগ্‌র্গঃ ॥ * ॥ ২৩ ॥

লিপিরীয়ং শ্রীহরিহর দাস ঘোষ ॥...শ্রীগোবিন্দ-চরিতং সংক্ষেপ সংপূর্ন্ন ॥ * ॥ ইতি সন ১১৯১ সাল তারিখ ২৮ পৌষ ॥ জথা দ্রিষ্টং [ইত্যাদি] ॥

পুথির প্রথম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় এই কথা কয়টি লেখা আছে,—

সন ১১৮৪ সাকে শ্রীজয়হরি ঘোষ দ্বিতিয় পুত্র হয় রূপসনাতন ঘোষ ১৩ ফাগুন রবিবার বেলা ২৷৷০ আড়াই প্রহর ভিতরে।

২৯৬। গোবিন্দলীলামৃত।

রচয়িতা—যত্নন্দন দাস। পত্র ১-১৫৫ ; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। কতকগুলি পাতার ধার কীটদষ্ট। পরিমাণ ১৪×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৯ সাল।

ভণিতা,—

১। রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত।
এ জত্নন্দন কহে গোবিন্দচরিত।
২। শ্রীচৈতন্যদাশের দাষ ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাশ
আচার্য্য আর শ্রীল হেমলতা।
তার পাদপদ্ম আশ এ জত্নন্দন দাশ
অম্বষ্ট প্রাকৃতে কহে কথা ॥

শেষ,—

স্ুন স্থন ওহে গোসাঞী কবিরাজ ঠাকুর।
কেবল তোমার মুঞি উচ্ছিষ্টের কুকুর॥
দোষ না লইহ মোর য়াপনার গুনে।
আমার লিখন জেন স্থকের পঠনে॥
জয় জয় কৃষ্ণদাশ কবিরাজ গোসাঞি।
তোমার কৃপাতে এবে কৃষ্ণলিলা গাই॥
রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম শেবা অভিলাশে।
এ জত্নন্দন গাঅ গোবিন্দবিলাশে॥*॥২৩
ইতি শন ১২৩৯ শাল তারিখ ৩১ আসাড়॥
লিখিতং শ্রীনফরচন্দ্র ঘোশ সাক্ষরম্মদং সাং মুক্তাতোড়ী পরগনে সাহারজোড়া।

২৯৭। গোবিন্দলীলামৃত।

রচয়িতা—যত্নন্দন দাস। পত্র ১-৪৬; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। কতকগুলি পাতার ধার গলিত। পরিমাণ ১০×৫।০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত; স্নতরাং লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ প্রভৃতি নাই।

পূর্ব্বে এই নামীয় যে তুইখানি পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত এই পুথির প্রাপ্ত অংশের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। যতটুকু অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রথম হইতে ষষ্ঠ সর্গ সম্পূর্ণ এবং সপ্তম সর্গের কতক অংশ পর্য্যন্ত আছে।

ভণিতা,—

রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাশে।
গোবিন্দলীলামৃত কহে যত্নন্দন দাসে॥

২৯৮। গোবিন্দলীলামৃত।

রচয়িতা—যত্নন্দন দাস। পত্র ১-৩৬; অসম্পূর্ণ। ৩৭-৩৮ সংখ্যক অপর তুইখানি পাতা পুথির শেষে আছে। কিন্তু তাহা এই পুথির সহিত মেলে না। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। তুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর আছে। ১৯ পত্র পর্য্যন্ত প্রথম হাতের, অবশিষ্ট দ্বিতীয় হাতের লেখা। পরিমাণ ১১×৫।০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকরের নাম-ধাম ও তারিখ নাই।

পুথিখানির যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ৪র্থ সর্গ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ এবং পঞ্চম সর্গের কতকটা পর্য্যন্ত আছে।

ভণিতা,—

নিকুঞ্জে নিশান্ত কেলি মধুর বিলাস।
এ যত্নন্দন কহে রসময় ভাষ॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে প্রথমঃ সর্গঃ॥ ১॥

২৯৯। রসকদম্ব (বিদগ্ধ মাধব)।

রচয়িতা—যত্নন্দন দাস। পত্র ১-৪৬, ১০৫-১৩৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮২ সাল।

“বিদগ্ধ মাধব”—রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাবিষয়ক একখানি

সপ্তাঙ্ক সংস্কৃত নাটক। আলোচ্য পুথিখানি তাহারই পয়ার অনুবাদ। এই অনুবাদখানির নাম—রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব, সংক্ষেপে অনেকে "রসকদম্ব"ও বলেন। মূল নাটক যেরূপ সাত অঙ্কে সমাপ্ত, অনুবাদেও সেইরূপ সাতটি অঙ্ক আছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য পুথি খণ্ডিত বলিয়া, ইহাতে মাত্র ১ম, ২য় ও ৭ম অঙ্ক সম্পূর্ণ এবং ৩য় ও ষষ্ঠ অঙ্কের কতক অংশ আছে। গোবিন্দলীলামৃতের রচয়িতা যদুনন্দন এবং এই পুথির রচয়িতা যদুনন্দন একই ব্যক্তি এবং ইনি যে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য, এই পুথির মধ্যেও তাহার উল্লেখ আছে।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়॥

সুধানাং চান্দ্রীনাং [ইত্যাদি শ্লোকের পর]।
কৃষ্ণলীলাসিখরিনী চন্দ্র শুধা উন্মাদিনী
তাহাকে দমন করে যেবা।
রাসাদি প্রনয় যাতে ঘন সার সুবাসিতে
সে মাধুরি অন্ত করে কেবা॥ ১॥
বিশম সংসার পথে তাপোদ্‌গম সদা তাতে
তৃষ্ণায় পীড়িত জনগণে।
তাতে তৃষ্ণা যত যত এই কৃষ্ণলীলামৃত
শিখরিনি করুক হরণে॥ ২॥
হেম বর্ণ ধরি হরি জগতে করুনা করি
অবতীর্ন হৈলা কলিকালে।
উন্নত উজ্জল রস যেই প্রেমভক্তিরস
সে ভক্তি বিলায়ল খিতিতলে॥ ৩॥

অষ্টাদশ পত্রে,—

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদপদ্মরেনুকনা।
শর্ব্বাঙ্গ প্রনতি করি করঙ বন্দনা॥
কিবা গ্রন্থ প্রকাশিলা বিদগ্ধ মাধব।
নিছুনি জাইয়ে তাঁর সব অনুভব॥
আমার শরির কাষ্ট পাশান শমান।
আমাকে দ্রবায় হেন নাহি কেহো আন॥
তাঁহার চরনে মোর কোটি পরনাম।
বিদগ্ধ মাধব কথা যার অনুপাম॥
প্রাকৃতে লিখিতে শাধ হৈঞা গেল মোর।
শে সব শ্লোকের অর্থ কি জানিমো ওর॥
শেই গ্রন্থরাজমাত্র দেখিঞা দেখিঞা।
লিখোঁ রাধাকৃষ্ণলীলা মন বুঝাইঞা॥

ভণিতা,—

রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব আখ্যান।
কহে দিনহিন যদুনন্দনাভিধান॥

শেষ,—

শ্রীযুত শ্রীপ্রভু মোর আচার্য্য ঠাকুর।
গৌড়ে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের প্রথম অঙ্কুর॥
রাধাকৃষ্ণপ্রেমময়ী তাঁহার নন্দিনী।
শ্রীল শ্রীহেমলতা নাম ঠাকুরানি॥
তিহোঁ পাদধুলি দিল মস্তকে আমার।
সেই সে ভরসা অধিক আছয়ে আপার॥
... ...
রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব আখ্যান।
গায় দীনহীন যদুনন্দনাভিধান॥ *॥

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্বে স্বাধীন-ভর্তৃকাবর্ণনে গৌরিতীর্থবেহারো নাম সপ্তমো-ঽঙ্কঃ॥ ৭॥ সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ॥···সন ১১৮২ সাল॥ সকাব্দা তারিখ ২৮ মাঘ॥ রোজ বৃহস্পতি বার॥ তিথৌ পঞ্চমী॥ লিপিরীয়ং গৌরহরি দাস ঘোষ সাং উদয়গঞ্জ॥ পঠনার্থে॥ নিজের গৃন্থ॥ জথা দিটং [ইত্যাদি।] বেলা চারি দণ্ড থাকিতে গৃন্থ সমাপ্তং হইল॥ ইতি॥০॥

৩০০। হংসদূত।

রচয়িতা—নরসিংহ দাস। পত্র ৩-২৬; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর আছে। পরিমাণ ১২ × ৫।০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

পুথির যতটুকু আছে, তাহাতে ষোল অধ্যায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার পর আর কত অধ্যায়ে পুথি শেষ হইয়াছে, বলা যায় না। কৃষ্ণের বিরহে রাধাপ্রমুখ গোপীগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণের বিহার-স্থল বৃন্দাবনে চলিয়া যান। তথায় গিয়া কৃষ্ণের স্মৃতি আরও বর্দ্ধিত হওয়ায় রাধা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তখন সখীগণ তাঁহার সেবা-নিরত হইলেন এবং ললিতা জল আনিবার জন্য যমুনায় গেলেন। সেইখানে তাঁহার সহিত একটি হংসের সাক্ষাৎ হয় এবং তাহাকে নিজেদের দুঃখের কথা কহিয়া দূতরূপে মথুরায় কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করেন। ইহাই পুথির বর্ণনীয় বিষয়।

আরম্ভ,—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে রাই ডাকে উচ্চৈস্বরে।
ক্ষেনে ক্ষেনে উঠে ক্ষেনে রহিতে নারে ঘরে॥
সেই সব লিলারস সঙরি সঙরি।
বিরহ আনলে পোড়ে রাধিকা স্নন্দরি॥
এইরুপে সখিগনে আর নাঞি ভায়।
কৃষ্ণের লাবন্যরস অহন্নিসি গায়॥
কেহ লাজ পরিহরি বলে হরি হরি।
কৃষ্ণের আবেসে থাকে স্থিরচক্ষু করি॥
সেই সব লিলারস জবে মনে পড়ে।
অচেতন হয় কেহ আপনা পাসরে॥
এইরূপে গোপিগন করয়ে ভাবন।
হংসদুত ইতিহাস স্থন সর্ব্বজন॥

গোপীগণের বারমাসিয়া,—

কহিয় স্যামেরে হংস কহিয় স্যামেরে।
অভাগিনি গোপী তার মনে নাহি পড়ে॥
স্থন স্থন হংসবর করি নিবেদন।
বারো মাষের স্থখ দুখ করহ শ্রবন॥
প্রথম অগ্রহায়ন মাসে নবিন পিরিতি।
কাত্যায়নিব্রত করি পাইনু কৃষ্ণপতি॥
বস্ত্র হরি গোপিগনে বিবস্ত্র করিল।
সবে বলি কৃষ্ণপতি হৃদয়ে রহিল॥
পুনুরূপি বাস দিয়া কৈল আলিঙ্গন।
একে একে গোপিগন বন্দিলা চরন॥
সেই মাসেতে হয় প্রেমের অঙ্কুর।
ইথে কী জানিব দুখ দিবেন অক্রুর॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

হংষদুত ইতিহাস গোপির বচন।
নরসিংহ দাস কহে স্থন জগজন॥

শেষ,—

হংস কহেন স্থন প্রভু কমললোচনে॥
দুত করি পাঠাইল মোরে গোপিগন।
ইহার কারন প্রভু স্থন নারায়নে॥
কহিতে না পারি কথা না কহিলে নয়।
জে কথা কহিলে দারুন পাসান গলয়॥
সেই গৃহবাস ছাড়ি ফিরে বনে বনে।
পাসরিল রাম কানাই অভাগি গোপিগনে॥
তোমারে স্থপিল দেহ প্রান ধন।
কোন দোসে গোপিগনে হইলে নিদারুন॥
কী দোষ কী সভাকার কহনা শ্রীহরি।
তোমার কারন আকুল হইল ব্রজনারি॥

বেহারের স্থান দেখি ফিরে গোপিগন।
দেখিয়া সেই স্থান হয় অচেতন॥
সেই কালে ললিতা জান জল আনিবারে।
তার সঙ্গে দেখা মোর কালিন্দির তিরে॥
ইহার পর পুথি খণ্ডিত।

৩০১। হংসদূত।

রচয়িতা—নরসিংহ দাস। পত্র ১-২৫; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১২×৪।॰ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩০ সাল।

৩০০ সংখ্যক বিবরণে যে পুথিখানির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত আলোচ্য পুথি অভিন্ন। তবে উক্ত পুথির ন্যায় এই পুথিতে অধ্যায়-বিভাগ নাই। আরও জানা যায়, দাস গোস্বামী (রঘুনাথদাস গোস্বামী?) কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হংসদূত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, নরসিংহ দাস এই পুথি প্রণয়ন করিয়াছেন।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ স্বাহায় নমঃ॥
অথো হংসদুত গ্রহস্থ লিক্ষতে॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য [ইত্যাদি শ্লোক]।
গোপির বিরহকথা না জায় কথন।
শ্লোকছন্দে দাস গোসাঞি করিল বর্ন্নন॥
সংখেপে কহিলা পুথি বুঝয়ে সুজনে।
মুক্ষেতে ইহার কথা না জানে মরমে॥
অতি সে নিগুড় কথা ভক্তির লৈক্ষন।
গোপীর জেমত ভাব করহ শ্রবন॥
কৃষ্ণ রহে মধুপুরে গোপী ব্রজপুরে।
এক সত দুত পাঠাইল বারে বারে॥
কৃষ্ণের সংবাদ কেহ আন্তে দিতে পারে।
সংবাদ না পাঞা গোপির আখি নাহি স্বরে॥
হংসকে করিঞা দুত পাঠাই অবসেসে।
হংসদুতকথা কহে নরসিংহ দাসে॥ ইত্যাদি।

ভণিতা,—

১। এইরূপে পথের দিসা ললিতা বুঝাল।
হংসদুত সম ভাসা নরসীংহ গাইল॥
২। হংসদুত প্রেমরসে সুনিঞা আনন্দে ভাসে
দাস গোসাঞি ইহা ভালে জানে।
শ্লোকে ইহা না বুঝিঞা ভাসা ছন্দে বিরচিঞা
নাহি ইহা অন্য পুরানে॥

শেষ,—

হংসদুত সংপুন্ন হইল এই হৈতে।
পাতকি তরিবে সব ইহা জে সুনিতে॥
শ্রেদ্ধা ভাবে সুনে নর হৈঞা একমন।
জাইতে না পারে সেই জমের ভবন॥
এই কথা কহি শুন করিঞা সুরস।
জন্মে জন্মে হয় তার বৈকুণ্ঠে বাস॥
শ্রীকৃষ্ণপদারবৃন্দ মনে করি আস।
ভাসাছন্দে কৈল পুথি নরসিংহ দাস॥ *॥

ইতি হংসদুতসংবাদ সপুন্ন সন ১২৩০ সাল তারিখ ২৯ কার্ত্তিক সকাব্দা ৮১০৪৬ বারে বৃহস্পতি বার ভার্ত দসমী...প্রহর বেলা গতে॥ জৎ দৃষ্টং তর্দ্লিখিতং [ইত্যাদি]।

৩০২। হংসদূত।

রচয়িতা—নরসিংহ দাস। পত্র ১-৩২; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক

পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। অক্ষর বড় বড়, কাগজ ও কালির অবস্থা ভাল। পরিমাণ ১২৷৷০ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পূর্ব্বে এই নামীয় যে দুইখানি পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত এই পুথির বিষয়গত পার্থক্য মোটেই নাই। তবে মাঝে মাঝে ভাষার কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুথিখানি ২০টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥

প্রথমে বন্দিব মুঞি গুরুর চরন।
ব্রহ্মা মহেস্বর বন্দো জত দেবগন॥
ব্যাস আদি ঋসিগনের বন্দিব চরন।
একে একে বন্দি কৃষ্ণভক্ত জত জন॥
বৈষ্টব পরম সির্দ্ধ গতি সবাকার।
তাহা বিনে গতি নাথ কেহ নাহি আর॥
গোপির বিরহকথা না জাঅ কথন।
শ্লোকছন্দে দাস গোসাঞি করিলা রচন॥
সংক্ষেপে কহিলা গ্রন্থ বুঝএ সুজনে।
মুর্খে ইহার কথা না জানে মরমে॥
অতি সে নিগুড় কথা ভক্তের লক্ষন।
গোপির জেমত ভাব করহ শ্রবন॥

ভণিতা,—

১। এত সুনি কৃষ্ণচন্দ্র কহেন বচন।
হংসদুত ইতিহাস দাস বিরোচন॥
২। রাধা কহে হংস সুনহ কেবল।
দাস নরসিংহে কহে প্রেম দাবানল॥

শেষ,—

এই মত সব সখি চিত্তে সমাধিআ।
ব্রজপুরে আছেন সবে কৃষ্ণ ধেআইআ॥
হংসদুতকথা ভাই ভাবের কারন।
ইহাতে জানিবে জত ভাবের নিঅম॥
প্রথমে গোপিকাভাব সভাতে উজ্জল।
সান্ত দাস্য সখ্য আর ভাব বাৎসল্য॥
ইহাতে সকল হঅ ভাবের গনন।
হংসদুত ইতিহাস দাস বিরোচন॥

বিংসতি অর্দ্ধাঅ॥

ইতি শ্রীহংসদুত গোপিকাসংবাদ সমাপ্ত ॥*॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি শ্লোক]॥ এ পুস্তক লিখিতং শ্রীনিমাঞিচরণ দাস। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরণে আস॥ * ॥ এ বাড়ি বিষ্ণুপুর বিশ্বাস-পাড়াঅ ঘর॥

৩০৩। হংসদূত।

রচয়িতা—নরসিংহ দাস। পত্র ১-১১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। অক্ষর পরিষ্কার ও অনেকটা বিশুদ্ধ। পরিমাণ ১১৷৷০ × ৪৸০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

পুথিখানির প্রাপ্ত অংশে ৭টি অধ্যায় এবং ৮ম অধ্যায়ের কয়েক পঙ্‌ক্তি আছে। সামান্য সামান্য পাঠ-বিভিন্নতা ছাড়া অন্যান্য পুথির সহিত কোন পার্থক্য নাই; সেই জন্য ইহা হইতে আর কোন অংশ তুলিয়া দেখাইলাম না। তবে সপ্তম অধ্যায়ের ভণিতায় বৃন্দাবন-দাস নামক এক ব্যক্তির নাম রহিয়াছে;—ইহা কোনও লিপিকরের অজ্ঞতাজনিত বলিয়া মনে হয়। ভণিতাটি এখানে তুলিয়া দিলাম,—

হংশদুত ইতিহাস বলে বৃন্দাবণ দাস
বাশ ব্রজে প্রেমেতে ডুবিয়া ॥
ইতি সপ্তমোঽধ্যায় ॥ * ॥ ৭ ॥

ইহার সহিত ৩০২ সংখ্যক পুথির ভণিতা মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, কোনও বিজ্ঞ লেখকের লিপি-চাতুর্য্যেই উক্তরূপ ভণিতার উদ্ভব হইয়াছে। ৩০২ সংখ্যক পুথির ভণিতা এই,—

হংসদুত ইতিহাস শ্রবনে বিন্দাবনে বাস
দাস ব্রজে তাহাতে মজিলা ॥

৩০৪। হংসদূত।

রচয়িতা—নরসিংহ দাস। পত্র ৪-১৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। পরিমাণ ১৩×৪॥০ ইঞ্চি। আদ্যন্ত খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

মোট দশটি পাতা। চতুর্থ হইতে দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ আছে। পূর্ব্বের পুথির সহিত বিষয় অভিন্ন।

ভণিতা,—

১। হংসদুত ইতিহাস বৃন্দাবনে জার বাস
দাস গোসাঞি প্রেমেতে ডুবিলা ॥

২। এই পথ দিসা ললিতা বুঝাল্য।
হংসদুত ইতিহাস নরসিংহ কহিল ॥

৩০৫। হংসদুত।

রচয়িতা—নরসিংহ দাস। পত্র ১-১০; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লেখকের হস্তাক্ষর আছে। পরিমাণ ১৩×৪৸০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

পুথিখানিতে সপ্তম অধ্যায় পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ এবং অষ্টম অধ্যায়ের কয়েক পঙ্‌ক্তি আছে। বিভিন্ন পুথিতে যেরূপ পাঠান্তর হওয়া সম্ভব, ইহাতেও সেইরূপ আছে। তদ্ভিন্ন বর্ণনীয় বিষয় একই।

ভণিতা,—

১। হংসদুত ইতিহাস শ্রবনে বৃন্দাবনে বাস
দাস ব্রজে প্রেমেতে ডুবিলা ॥

২। হংসদুত ইতিহাস গোপির বচন।
নরসিংহ কহে ভাবি গোপির চরণ ॥

৩০৬। উদ্ধবসংবাদ (কৃষ্ণমঙ্গল)।

রচয়িতা—দ্বিজ নরসিংহ। পত্র ১-৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর আছে। পরিমাণ ১৩।০×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৭ সাল।

যদিও পুথিখানি সম্পূর্ণ বলিয়া লেখা আছে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণ নহে। নন্দ, যশোদা এবং গোপীগণকে সান্ত্বনা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। কিন্তু

আলোচ্য পুথিতে আরম্ভ ভাগ ব্যতীত-গোপীগণের প্রসঙ্গ একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে; মাত্র নন্দ ও যশোদার প্রতি সান্ত্বনা-বাক্যেই পুথি শেষ হইয়াছে। সুতরাং ইহা অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীহরিঃ ॥

অথ উর্দ্ধবসংবাদ লিখতে ॥

বিন্দাবন পাসরিতে নারেন মাধবে।
বনাল্যা নিকুঞ্জবন বিন্দাবনভাবে ॥
তাহাতে বসিলা কৃষ্ণ উর্দ্ধব সহিতে।
ভাবিতে লাগিলা কৃষ্ণ গোপিরস চিতে ॥
গোকুলে গোপির সঙ্গে জত কৈলে লিলা।
সে সব সঙরি কৃষ্ণ অবস হইলা ॥
সজল নআন দুটি বিন্দাবন ভাবে।
নিজ যুক্তি কথা কৃষ্ণ কহেন উর্দ্ধবে ॥
স্থন স্থন মম্মসখা প্রাণের উর্দ্ধব।
আমার লাগিআ প্রান ধরে গোপি সব ॥
জখন আইলাম আমি মথুরা নগরে।
প্রবধবচন দিয়া আইল সভারে ॥
বিলম্ব না হবে মোর স্থনহ উত্তর।
তরাএ আসিব আমি গোকুল নগর ॥
আমার বিলম্ব দেখি গোকুলনিবাসি।
সভে তেজিবে প্রাণ হেন মনে বাসি ॥
তেকারণে বলি উদ্ধব স্থনহ উত্তর।
মোর পত্র নআ জাঅ গোকুল নগরে ॥

ভণিতা,—

উদ্ধবের বোলে রানি প্রবোধ না মানে।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ নরসিংহ ভনে ॥

শেষ,—

এতেক বচন জবে উর্দ্ধব কহিলা।
তাহা স্থনিআ সবে প্রেম বাড়িতে নাগীল্যা ॥
কৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ নরসিংহ ভনে।
দসম স্কন্দের কথা উর্দ্ধব গমনে ॥

ইতি উর্দ্ধবসংবাদ সমাপ্ত হইল ইতি সন ১২৩৭ সাল তাং ১২ চোইত্রি।

৫০৭। উদ্ধবসংবাদ।

রচয়িতা—দ্বিজ নরসিংহদাস। পত্র ১-১০; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। তিন জন লেখকের হস্তাক্ষর আছে। পাতার ধার পোকায় কাটা। পরিমাণ ১৪ × ৪৮০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

এই পুথিখানি সম্পূর্ণ। উদ্ধবের গোকুলে আগমন হইতে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সকল ঘটনাই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

৺৭শ্রীশ্রীরামঃ ॥

অথ উদ্ধবসম্বাদ লিক্ষতে ॥

এক দিন বসি কৃষ্ণ উদ্ধব সহিত।
ভাবিতে লাগিলা কৃষ্ণ গোপির চোরিত ॥
গোকুলে গোপির সঙ্গে যত কৈলা লিলা।
সে সব সঙরিয়া কৃষ্ণ বিবস হইলা ॥
সযল নয়ন দুটি বিন্দাবনভাবে।
নিজ মর্ম্মকথা কৃষ্ণ কহেন উদ্ধবে ॥
স্থন স্থন মর্ম্মসখা প্রাণের উদ্ধব।
আমার লাগীয়া প্রান ধরে গোপি সব ॥
জখন আইলাঙ আমি গোকুল নগরে।
প্রবধবচন দিয়া আইলাঙ সভাকারে ॥

বিলম্ব না হব মোর স্থনহ উত্তর।
তরায় আসিব আমী গোকুল নগর॥

ভণিতা,—

১। শোকানল দ্বিগুন হইল গোপীগনে।
কহয়ে নৃসিংহ দ্বিজ গোপীর চরনে॥
২। নরসিংহ দ্বিজে কয় রাণীর চেতন হয়
জদি কৃষ্ণ আইসে গোকুলে॥

শেষ,—

কত তত্ত্ব বুঝাইলাম বোধ নাহি মানে।
বৎসক হারায়্যা জেন ধায় ধেনুগনে॥
গোপীগন দেখি প্রান ধরিতে না পারি।
তুয়া বিনু নাহি জানে জত ব্রজনারি॥
দেখিয়া তোমার পত্র জত গোপীগন।
বাঢ়য়ে বিরহ অগ্নি নহে সন্তর্পন॥
… … …
এতেক কহিল কথা ব্রজের কথন।
তোমা না দেখিয়া কার না রহে জীবন॥
…চরনে বহু করি মন আস।
উদ্ধব গমন কহে নরসিংহ দাস॥ * ॥

ইতি উদ্ধবগমন সমাপ্ত॥ ইতি সন… ২৫ চৈত্র। লিখিতং শ্রীসাধুচরন সরকার আমার দোষ নাই নীবে।

৩০৮। উদ্ধবসংবাদ।

রচয়িতা—দ্বিজ নরসিংহদাস। পত্র ১-৭; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। তিন জন লিপিকরের হস্তাক্ষর আছে। পরিমাণ ১৩।॰ X ৪৸॰ ইঞ্চি। শেষ দিক্ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

পুথিখানি অসম্পূর্ণ এবং যেটুকু আছে, তাহার সহিত এই নামীয় অপরাপর পুথির বিশেষ পার্থক্য নাই। উদ্ধবের সহিত গোপীগণের সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত ইহাতে আছে।

৩০৯। অম্বরীষচরিত্র।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-১১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রথম পত্র মধ্যদেশে ছিন্ন। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১২৸॰ X ৩৸॰ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৬৪৩ শকাব্দ।

নাভাগের পুত্র পরমভাগবত অম্বরীষ। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে ইঁহার উপাখ্যান আছে। আলোচ্য পুথিখানি তাহারই অনুবাদ। এক দিন দ্বাদশী তিথিতে দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষের গৃহে আগমন করেন। রাজা, দুর্ব্বাসাকে পারণা করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি স্বীকৃতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক স্নান করিতে যান। দ্বাদশী চলিয়া যায়; তখনও ঋষি আসেন না দেখিয়া, রাজা কুশাগ্রে জলপান করিয়া পারণা রক্ষা করেন। ঋষি ইহাতে নিজকে অপমানিত মনে করিয়া, রাজার বিনাশের জন্য এক কৃত্যা প্রেরণ করেন। তখন সুদর্শন চক্র সেই কৃত্যা বিনাশ করিয়া, ঋষির পশ্চাৎ ধাবিত হইল; দুর্ব্বাসা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব কাহারও নিকট আশ্রয় না পাইয়া শেষে অম্বরীষের শরণাগত

হইলেন এবং তখন সুদর্শন প্রশমিত হইল। ইহাই পুথির উপাখ্যান।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

প্রধানং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং [ইত্যাদি শ্লোক]।
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রধান শ্রীভাগবত।
জার শ্লোক পাঠ কৈলে কুসল সর্ব্বত্র ॥
নবম স্কন্ধের কথা লোক সুন সাবধানে।
জাহারে সুনিলে হএ সর্ব্বত্র কল্যানে ॥
পরিক্ষিত মহারাজা বৈষ্ণবপ্রধান।
একমনে সুনে কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যান ॥
সমোদিত ভাগবত ব্যাসমুখোদিত।
কহে সুক মহামুনি সুনে পরিক্ষিত ॥

... ...

কি কহিব অম্বুরিসমহিমা অপার।
জার গুণগণনে কৃষ্ণ নাহি পাএ পার ॥
বৈষ্ণবহৃদয়ে কৃষ্ণ থাকে সর্ব্বক্ষণ।
তাহারে হিংসিতে প্রভু আপনে রক্ষণ ॥
অম্বুরিস বৈষ্ণবতা জানিতে কারন।
এহি হেতু দুর্ব্বাসা মুনি কৈলা প্রতারন ॥
সুকদেবে বোলে রাজা সুন সাবহিতে।
অম্বুরিস ব্রহ্মসাপ এড়াইলা জেন মতে ॥

মধ্য,—

এক কথা কহি আমি সুন দিয়া মন।
সিগ্র চলি জাও তুমি জথা নারায়ন ॥
গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে আইসে চক্র সুদর্শন।
সিবে বোলে সিগ্র মুনি করহ গমন ॥
ই কথা কহিতে চক্র আসিলা নিকট।
উদ্দেসে বৈকুণ্ঠে জায় দেখিয়া সঙ্কট ॥
উপাএ না দেখি মুনি উভালড়ে ধায়।
যুগান্তের আনল হেন চক্র পাছে জায় ॥
বসি আছেন লক্ষ্মী সঙ্গে দেব ভগবান।
হেন কালে দুর্ব্বাসা মুনি গেলা সেই স্থান ॥
উপবাসে লড় পাড়ে চক্রভয় মনে।
কাপিতে কাপিতে পড়ে প্রভুর চরনে ॥
অত্যন্ত ব্যাকুল মনি মনে বড় ত্রাস।
কহিতে না পারে কিছু ঘন বহে শ্বাস ॥

শেষ,—

এই মতে দুই জনে কথা পরস্পর।
সুনিআ দুর্ব্বাসা মুনি হরিস অন্তর ॥
তার সেষে দুই জনে জল পান কৈল।
এই মতে দুর্ব্বাসা মুনি বৈষ্ণব হইল ॥
সেই রাত্রি রাজা স্থানে করিল বঞ্চন।
পরিহার মাগি প্রাতে করিল গমন ॥

... ...

নবম স্কন্ধে অম্বুরিসচরিত্র বাখান।
একমনে সুনিলে হএ সর্ব্বত্র কল্যান ॥
পঠে সুনে জেই জনে এ সব চরিত্র।
অন্তে কৃষ্ণচন্দ্র পায় সরির পবিত্র ॥
এ সব অন্যথা নহে ব্যাসের রচিত।
সেই কথা সুখে কহে সুনে পরিক্ষিত ॥
সুনি অম্বুরিসের কথা রাজা পরিক্ষিত।
এমন একান্ত বৈষ্ণব পৃথিবীভুষিত ॥
এ কথা সুনিয়া জার না হএ ভক্তি আসা।
সেই পাএ মহাভয় তুলনা দুর্ব্বাসা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরানে নবম স্কন্ধে অম্বুরিসদুর্ব্বাসাসম্বাদে চতুর্থ অধ্যায়॥ ইতি সকাব্দা ১৬৪৩। ভাদ্রমস্য ২৬ শর্বিস দিবসে বৃহস্পতি বারে দিবাসেষে গ্রন্থনলিখনং সম্পুর্ন্নং ॥০॥ শ্রীরামঃ শরণঃ ॥

—

৩৯০। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

রচয়িতা—প্রেমদাস। পত্র ১-১৯৬; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। কতকগুলি পাতার মধ্যে এবং ধারে পোকায় কাটা। পরিমাণ ১১॥০ × ৪৮০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত। লিপিকাল নাই।

শিবানন্দ সেন চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। চৈতন্য প্রভুর তিরোধানের পর শিবানন্দের পুত্র পরমানন্দ দাস বা কবি কর্ণপূর, রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুরোধে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামে একখানি সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করেন। আলোচ্য পুথিখানি তাহারই বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ। পুথিতে প্রথম হইতে ষষ্ঠ অঙ্ক সম্পূর্ণ এবং সপ্তম অঙ্কের অনেকখানি আছে। আর খানিকটা থাকিলেই পুথিখানি সম্পূর্ণ হইত।

আরম্ভ,—

৺৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদপদ্মযুগং সমাশ্রয়ে।
স্মরণাদ্‌যস্য সদ্যঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমা প্রজায়তে॥

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান সর্ব্বসাস্ত্রে জারে গান
দেবদেবীবন্দিতচরণ।
যোগি যতি সদা ধ্যায় তভু জারে নাহি পায়
বন্দো সেই শচীর নন্দন॥১॥
নিজ ভক্তি আস্বাদন সর্ব্বধর্ম্ম সংস্থাপন
সাধু রক্ষা পাসণ্ড দলন।
ইত্যাদি কার্য্যের তরে শচী জগন্নাথ ঘরে
নবদ্বিপে লভিলা জনম॥২॥
প্রতপ্ত নির্ম্মল সর্ন পুঞ্জ গঞ্জি গৌরবর্ণ
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপধাম।
জিনি রক্ত পদ্মদল শ্রীপদযুগল তল
দশাঙ্গুলি শোভে অনুপাম॥৩॥ ইত্যাদি

শিবানন্দ সেনসুত কবি কর্ন্নপুর।
গৌরলীলায়ে বর্ণিল নাটক মধুর॥
তার পদ সুশম্পদ আনন্দে বন্দিঞা।
রচিব নাটক ভাসা সাধু আজ্ঞা পাঞা॥
—২পত্র।

শিবানন্দ সেনপুত্র খ্যাতি জগ মাঝ।
শ্রীপরমানন্দ দাস নাম কবিরাজ॥
তাহার নির্ম্মিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়।
তাহার প্রয়োগমত করিব অনুলয়॥৬পত্র।

চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানে রাজা প্রতাপরুদ্রের ব্যাকুলতা,—

হেন কালে প্রতাপরুদ্র রাজা গজপতি।
ইন্দ্রের সম জার বিভব প্রকৃতি॥
শ্রীচৈতন্য ভগবান্ কৈলা অন্তর্দ্ধ্যান।
বিরহবেদনে রাজা ব্যাকুল পরান॥
... ...
সুবর্ন্ন মার্জ্জনী নঞা করেন মার্জ্জন।
রাজার চক্ষুর জল নহে নিবারন॥
... ...
কেবল প্রতাপরুদ্র আর জন কথ।
তাহারা গৌরাঙ্গ লাগি কান্দে অবিরত॥
... ...
অতএব নটাচার্য্য কর উপকার।
গৌরাঙ্গলীলাএ প্রান রাখহ আমার॥
এমতি প্রতাপরুদ্র করিল আদেশ।
সজত্ন হইঞা তার করিব উদ্দেস॥
—৪-৫ পত্র।

নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে তাৎকালিক সমাজ এবং ধর্ম্মের কতকটা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

প্রতিগ্রহ কর্ম্মরত জগতে ব্রাহ্মন জত
সূত্র মাত্র আছে দ্বিজচিহ্ন ।
ক্ষেত্রিয়ের নাম আছে ধর্ম্ম তার উড়ি গেছে
বৌদ্ধপ্রায় বৈস্য ধর্ম্মভিন্ন ॥
সূদ্র সে পণ্ডিতমানি গুরু হঞা লোকে আনি
ধর্ম্ম উপদেসে দম্ভ করি ।
চারি বর্ণে এই গতি মোর বন্ধুস্থান কতি
সর্ব্বনাস কৈলে মোর কলি ॥
যদিবা আশ্রম বল তাহা কিছু জে দেখিল
জগতে সকল দুরাচারি ।
যত্নে বিভা নইল জার ব্রহ্মচর্য্যা হৈল তার
রক্তবস্ত্রে হৈল ব্রহ্মচারি ॥
গৃহস্থ দেখিল জত স্ত্রী পুত্র উদররত
তাই পোসে অশেষ বিধর্ম্মে ।
সাস্ত্রে ধর্ম্ম জে নিখিল তাহে সব তোর দিল
ভ্রমি বুলে চর্য্য আজি কর্ম্মে ॥
বানপ্রস্থাশ্রম জেই কর্ণে মাত্র শুনি সেই
নেত্রে তাহা দেখিতে দুর্ল্লব ।
সন্ন্যাসী বা আছে কেহো বেশ মাত্র ধরে সেহো
রতিলীলা সংগ্রহে উৎসব ॥

... ...

তা সভে দেখিলে তর্ক করিছে বিচার ।
অহঙ্কার বিনু কারো বাক্য নাহি আর ॥
ব্যাপ্তি অনুমিতি জাতি উপাধ্যাদি সব্দ ।
অভ্যাস করিছে তাই করিবারে জব্দ ॥
জর্ম্ম হৈতে দুরে কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ ।
জাতিকুলাচারমদে নহে সাধুসঙ্গ ॥

... ...

তথা হৈতে পলাইঞা কথো দুর গেলা ।
সন্ন্যাসীর গন তথা জাইঞা দেখিলা ॥
বিরাগ বলেন দেখি নিস্পাপের প্রায় ।
হেথা নিজ বন্ধু দেখা পাব সর্ব্বথায় ॥

নিরুপিঞা বলে হায় এই মায়াবাদী ।
কি করিব হেথা এই বহির্মুখাবধি ॥
ব্রহ্মনিষ্ঠা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে অকৈতব ।
চেষ্টাহীন নির্ব্বিকল্প জ্ঞানি এই সব ॥
আপনাকে ব্রহ্ম বলে ঈশ্বর বিগ্রহে ।
দ্বেশ করে অচিন্ত্য শক্ত্যাদি না মানয়ে ॥
হায় হায় সাকার বিগ্রহে নাহি রতি ।
এ সকলে নমস্কার পলাইব কতি ॥
অন্যত্র জাইয়া পুন চৌদিগে চাহিল ।
স্মার্ত্তবাদি অন্যে অন্যে বিবাদ নাগিল ॥
কপিল কনাদ পাতঞ্জল মুনিগন ।
জৈমুনি প্রভৃতি স্মৃতিমত নিরুপন ॥
তার কর্ম্মমার্গ ব্যাখ্যা করে নিরন্তর ।
ভগবান তত্ত্বের প্রসঙ্গ অগোচর ॥

... ...

তথা জাঞা দেখিল আইসে বৌদ্ধগন ।
কেহো বা কপালী কেহো জটাবিভূষণ ॥

... ...

তথা হৈতে পালাইঞা গেলা কথো দুরে ।
দেখে এক জন বসি আছে নদিতীরে ॥
শিলাতে বসিঞা আছে মুদ্রিত নয়ানে ।
গুনাতীত জেন কিছু দেখিছে ধ্যায়ানে ॥

... ...

অকস্মাৎ তাহার সমাধি হৈল ভঙ্গ ।
বিরাগ বলেন উপস্থিত কোন রঙ্গ ॥
বিস্মিত হইঞা চারি দিগ পানে চায় ।
দেখিল যুবতি এক জল নিতে জায় ॥
তার শঙ্খ কঙ্কনের শুনি ঝনঝনী ।
ধ্যান ভাঙ্গি তাকাইলা এ কপটমুনি ॥

... ...

তথা হৈতে অন্যত্রাই করিলা গমন ।
দেখে পরিগ্রহহীন আস্তে এক জন ॥

তৈর্থিক হবেন ইনি মোর বন্ধুগন।
ইহাতেই আছে মেনে করি নিরূপন॥

... ...

তৈর্থিকের বেশধারি সে আপনারে কয়।
যত তীর্থ ভ্রমিলাম নির্ণয় না হয়॥
প্রয়াগ মথুরা বারানসি গঙ্গাদ্বার।
পুস্কর শ্রীরঙ্গক্ষেত্র বদরিকা আর॥
উত্তর কেদার সেতুবন্ধ প্রভাসাদি।
কত তী্র্থ কৈলু তার নাহিক অবধি॥
বর্ষমধ্যে পরিক্রমা তিন চারি বার।
তীর্থ দেখা বই মোর কার্য্য নাহি আর॥
এইরূপে কত সত বৎসর কুলাহু।
মোর সম পৃথিবিতে কাহো না দেখিমু॥
বহু ভাগ্যে দুই এক তীর্থ কেহো দেখে।
মোর সম তৈর্থিক নাহিক তীন লোকে॥
হাসিঞা বিরাগ বলে বুঝিলাম মুঞি।
ভাল ভাল মহাশয় সত্যবাদি তুমি॥
কলিউপদ্রুত সত্য স্থান না পাইঞা।
তোমাতেই আছে মেনে বুঝিলাম ইহা॥
তথা হৈতে পলাই গেলেন অন্য দেশ।
দেখে এক জন আইসে তপস্বীর বেশ॥

... ...

ললাটে বাহুতে গ্রীবা পেট উরু গলে।
সম্পূর্ণ করিঞা মাটি মেখ্যাছে সকলে॥
কুশ এক গুচ্ছ আনি ধরিঞাছে হাতে।
বড় বড় ডেক করি চলি জায় পথে॥
কোন লোক সনে যদি পথে দেখা হয়।
ছুহু বলি তারে এই কটুবাক্য কয়॥
এমন চাহেন দৃষ্টি পাকাল করিঞা।
তা দেখিঞা লোক ভয়ে জায় পলাইঞা॥

ভণিতা,—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদি উজ্জলা।
প্রেমদাস চকোর পাইঞা সিক্ত হৈলা॥
সুনিতে উথলে প্রেম সংশারের নাস।
নাটক দ্বিতিয় অঙ্ক কহে প্রেমদাস॥

শেষ,—

গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য বসিঞা নিভৃতে।
রাজার প্রবেশ দেখে আনন্দিত চিত্তে॥
অতএব গোপীনাথ বসিলা নির্জ্জনে।
আইলা প্রতাপরুদ্র প্রভুর দর্শনে॥
রাজপরিচ্ছদ জত বস্ত্র অলঙ্কার।
সব ছাড়ি একাকি করিলা আগুসার॥
শুক্ল বস্ত্র ধুতি ফোতা পরিঞা মাত্র।
চৈতন্য দেখিব বলি উলসিত গাত্র॥
মনে মনে কহে কথা রাজা মতিমান।
ভয় তর্ক দুই মোর হইল বলবান॥
বলবতি উৎকণ্ঠা জে হইল অন্তরে।
ভয় তর্ক দুই তারে আচ্ছাদন করে॥
প্রভুর দর্শনোৎকণ্ঠা টানে নঞা জায়।
দুই পাএ ধিক থকু স্তম্ভ হৈল ... ... ॥

ইহার পর পুথি খণ্ডিত।

৩১১। চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী।

রচয়িতা—প্রেমদাস। পত্র ১-১২৩, ১৩৪ ১৮৮; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পরিমাণ ১৩৸০ X ৬ ইঞ্চি। শেষ ও মধ্য অং খণ্ডিত। লিপিকাল নাই।

৩১০ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি অভিন্ন। আলোচ্য পুথির শেষের দিক্ সবই আছে। কেবল পুথিরচয়িতার পরিচয়ের অংশ কতকটা খণ্ডিত। যতটুকু আছে, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

দসমাঙ্ক নাটকের এই হৈল সায়।
লিখিলেন প্রেমদাষ লৌকীক ভাসায়॥*॥১০

অজ্ঞান তীমীর দুর মহাকবি কর্ণপুর
অতি সিষু জখন আছিলা।
প্রভুস্থানে নীলাচলে গেলা চাপী পীতৃকোলে
নেত্র ভরি চৈতন্য দেখিলা॥১॥

গতি হস্ত জানুযুগে প্রভুপাদপদ্ম আগে
আনন্দে করিলা পরনাম।
দেখি প্রভু হৈলা তুষ্ঠ দক্ষীণ চরণাঙ্গুষ্ঠ
তার মুখে দিলা ভগবান॥২॥

হস্তে ধরি শ্রীচরণ অঙ্গুলি চুসেন ঘন
প্রভুর পার্ষদগন হাশে।
নিজ পুত্রে কৃপা দেখি সিবানন্দ হঞা সুখি
উর্দ্ধবাহু নাচেন হরিসে॥৩॥

উচীষ্ঠ চরণামৃত শ্রীচৈতন্য কদাচিত
নীজেচ্ছায় না দেন কাহারে।
সর্ব্ব সক্তী সঞ্চারিঞা নিজোচীষ্ঠ আনাইঞা
আপনে দিলেন কর্ণপুরে॥ ৪ ॥

কৃপামৃতে সিক্ত কৈলা না পড়ি পণ্ডিত হৈলা
জানিল সকল সাস্ত্রনীত।
সপ্ত বৎসরের জবে কাব্য বর্ন্নীলেন তবে
তার নাম চৈতন্যচরিত॥৫॥

পুর্ব্ব অলঙ্কার জত অসৎ কথা সুঘটিত
দেখি স্থনি ঘৃণা উপজিল।
দিঞা কৃষ্ণলীলা সার কৈল গ্রন্থ অলঙ্কার
কৌস্তুভ তাহার নাম থুইল॥৬॥

দৈনন্দিন কৃষ্ণলীলা কর্ণপুর গ্রন্থ কৈলা
আপ্যাসতক তার নাম।
শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন- চম্পু নাম গ্রন্থ আন
ব্রজলীলা বর্ন্নন প্রধান॥৭॥

প্রভুগুন কৃপা দেখি গজপতী হঞা সুখি
গৌরলীলা বর্ন্নিতে কহিল।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক অমৃতময়
রাজার বচনে বিরচীল॥৮॥

... ...

চৌদ্দ সত সাত সকে নবদ্বীপে নরলোকে
গৌরহরি আবীর্ভাব কৈল।
চোদ্দ সত চোরালই সক জবে গ্রন্থ এই
মোর মুখে প্রকট হইল॥১৯॥

কর্ন্নপুর ইহা বলি শ্রীচৈতন্য নমস্করি
নাটক করিল সমাপন।
সোল সত চৌতিশ সকে লৌকিক ভাসাতে মুখে
প্রেমদাস করিল লিখন॥২০॥

ভক্তবৃন্দে নমস্করি কীছু বিজ্ঞাপন করি
প্রভু যবে প্রকট আছিলা।
বীর্দ্ধপ্রপিতামহ কুলনগর গ্রামে সেহো
গ্রিহাশ্রমে বর্ত্তমান হৈলা॥২১॥

কস্যপ মুনির বংশ বিপ্রকুলে অবতংশ
জগন্নাথ মিশ্র তার নাম।
তাঁর পুত্র কুলচন্দ্র নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ
তার পুত্র শ্রীল গঙ্গারাম॥২২॥

তার ছয় পুত্র ছিলা তিন পুর্ব্বে কৃষ্ণ পাইলা
তিন ভ্রাতা থাকি অবসীষ্ঠ।
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দ রাম রাধাচরন মধ্যম
রাধাকৃষ্ণপাদপদ্মে নীষ্ঠ॥২৩॥

কনিষ্ঠ আমার নাম মীশ্র পুরুষোত্তম
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাষ।

সিদ্ধান্তবাগীস বলি   নাম দিলা বিজ্ঞাবলি
ভক্তদাস্তে মোর অভীলাস ॥২৪॥
জবে সোল বর্ষ বয়   তবে হৈল ভাগ্যোদয়
গিঞাছিলু মথুরামণ্ডলে।
তীর্থ ভ্রমি হর্ষমনে   গেলাঙ আমি কাম্যবনে
শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দীরে ॥২৫॥
গোসাঞী কৃষ্ণচরন   সেবার অধ্যক্ষ হন
সদাই গোবিন্দ সেবা করে।
তিহোঁ মোরে দেখি অতি   প্রিত করি মোর প্রতি
পাকসেবা সমপ্পীল মোরে ॥২৬॥
গোবিন্দের পাকক্রিয়া   করি আনন্দীত হঞা
ব্রজে ছিলু কথোক বৎসর।
জেষ্ট ভ্রাতা ব্রজে গেলা   মোরে সঙ্গে নঞা আল্যা
মোরে স্নেহ তাহার বিস্তর ॥২৭॥

ইহার পর আর এক পৃষ্ঠা আছে। তাহাতে —প্রেমদাস স্বপ্নে এক দিন অদ্বৈত প্রভুকে আর একদিন চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন ও তাঁহার সেবা করেন, এই পর্য্যন্ত লিখিত আছে। তাহার পর পুথি খণ্ডিত। পূর্ব্বপুথির সহিত একতা নিবন্ধন ইহার আর কোনও অংশ উদ্ধৃত করিলাম না।

৩১২। গোপালবিজয়।

রচয়িতা—কবিশেখর। পত্র ৪৭-৫৯, ৬১-৭০; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১৬ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পত্র জীর্ণপ্রায়। কয়েক পৃষ্ঠার লেখা একরূপ মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৪×৪৸৹ ইঞ্চি। আদি, মধ্য ও অন্ত খণ্ডিত। লিপিকাল নাই।

পুথিখানি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, সম্ভোগ ইত্যাদি বিষয় প্রাপ্ত অংশে বর্ণিত আছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ভাগবতের দশম এবং অন্যান্য লৌকিক উপাখ্যানের সমবায়ে একখানি সম্পূর্ণ কৃষ্ণ-চরিত্র কবিশেখর রচনা করিয়াছিলেন। সেই পুথিরই খানিকটা অংশ আলোচ্য পুথি। কাগজের অবস্থা ও অক্ষর দেখিয়া পুথিখানিকে ২০০।২৫০ বর্ষের প্রাচীন মনে হয়। সব স্থল পড়া যায় না। মধ্যে মধ্যে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

এ তোর বোলের মুল্য কেহ নাহি জানে।
আখরে আখরে হএ অমুল্য রতনে ॥
তোর মুখ কামরাজ পরস দাপুনি।
দরসে পরসে নিধি কহিতে না জানি ॥
কণ্ঠ তোর কামের দক্ষিনাবর্ত্ত সঙ্খে।
উচিত ইহার দান হএত অসংক্ষে ॥
বাহু তোর কামের কনকজয়মালে।
কত তোর পদ্মরাগনখে মনি জলে ॥
তোমাকে সুধাই হের আআনের রানি।
কহত ইহার দান ছাড়ে কোন দানি ॥
পাএ পাএ রাধিকা সহিব কত চুরি।
বুকে করি লৈঞা জাহ সোনার কটোরি ॥
তাহার উপরে আর সতেশ্বরি হারে।
লোভকে অধিক নাহি জানিল সংসারে ॥
জানিল রাধিকা তোর ভাল নহে কাজ।
উচিত কহিতে কেনে কর তুমি লাজ ॥
... ... দেহ বা না দেহ।
হের নিবিবন্ধে বান্ধি কোন ধন লেহ ॥
নিতম্ব এ কামের বিজয়রথচাকা।
বসনে ঢাকিয়া লেহ নাহি লাগে টাকা ॥
এ তোমার জঘন মদনসিংহাসনে।

ইথে বিনি পরবোধে জাইবে কেমনে ॥
পাএ রুনুঝুনু বাজে মনির নূপুরে।
ইথে দান দিবারে কি মন নাহি পুরে ॥
এ তোমার বচন মদন আতংসে।
ইথে জত দান হয় সুধাইহ কংসে ॥
চরনের তলে তোর সুধন্ন মানিকে।
এ সভার দান দিয়া সুখে জাহ বিকে ॥
নাহি জদি আমা সঙ্গে করিবে ঢামালি।
ভালে ভালে নাহি জাবে কহিল সকলি ॥
কি মোরে দেখাসি রাই নহলী জৌবন।
দান না পাইলে তোমা ছাড়ে কোন জন ॥
বড়ার ঝিয়ারি তুমি বড়ার বহুআরি।
ধিকাধিক বচন বলিতে ভয় করি ॥ ৪৭পং।

বড়াই ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি,—

এত বলি সব গোপি গেলা কৃষ্ণ পাসে।
তা দেখি কানাঞি মুখে হাথ দিআ হাসে ॥
কি মিছা জুগতি কর গোআলার নারি।
বোধ নাহি পাল্যে আমি ছাড়িতে না পারি ॥
জবে দান দিতে নার এক বোল ধর।
রাধা এড়ি বিকে জাহ মথুরা নগর ॥
প্রতিত নিমিত্ত রাধা থাকুক মোর কাছে।
বোধ দিয়া রাধা লৈআ ঘর জাবে পাছে ॥
এ বোল সুনিঞা......হাসিল বড়াই।
ছুতা হাগুমুখে জেন চুন বাহিরাএ ॥
ভালই জুগতি বৈলে উদার কানাঞি।
ভালে তোর বাপের মুখেতে লাজ নাঞি ॥
রাহুর নিকটে চান্দ রহে কতক্ষনে।
সিংহের সমুখে কেবা সমর্পে হরিনে ॥
মত্ত হাথিহাথে কেবা থাপে ফুলমালে।
ঘৃত কি আবুধ রাখে জলন্ত আনলে ॥
ত্রিভুবনে নির্ব্বুদ্ধি হেন কেবা আছে।
রাধিকা এড়িয়া জাব কানাঞির কাছে ॥
চোর চাহে আন্ধার ধাঁউড় চাহে গোল।
মুকুতার গ্রীহি সুত চাহে বেদ বোল ॥
অপ্রতিত লাগি জবে বল বনমালি।
আমি তোর ঠাঞি থাকি জাউক গোআলি ॥
এ বোল সুনিঞা তবে হাসে দামোদর।
রুসিআ রাধিকা কিছু কহিল উত্তর ॥৪৮পং।

ভণিতা,—

কহে কবিসেখর রাধার চাতুরালি।
জা সুনিলে সুখি হএ দেব বনমালি ॥

শেষ,—

বেনুরবে গোপিসব উঠিলা সংভ্রমে।
আপনা সম্বরি বেশ করে জনে জনে ॥
সব অঙ্গ সাজিয়া চলিলা গোপিজনে।
পুনরুপি রতি নব করিবার মনে ॥
জথাস্থানে সভাই রহিলা সারি সারি।
সভারে দেখিএ নাঞি রাধিকা সুন্দরি ॥
রাধা বিনে সব গোপী দেখিএ আসার।
তুলসি বিহনে জেন পুজা উপহার ॥
রাধিকা বিহনে নাহি সোভে ব্রজবালা।
মানিক বিহনে জেন মুকুতার মালা ॥
রাধামুখ বিনে গোপীমুখ নাহি সাজে।
চান্দ বিনে নাঞি সোভে সুন্দর সমাজে ॥
রাধা না দেখিয়া কৃষ্ণ বিকল পরানে।
শাস্তি না থাকিলে জেন বিবেকি বিথানে ॥
রাধা রাধা কৃষ্ণ পুছে......সব সখি।
কেহই না জানে কোথা গেল চন্দ্রমুখি ॥
সেহেন মধুর কৃষ্ণ দেখি আন ছান্দে।
নিশা বিনে রহে যেন পুন্নিমার চান্দে ॥
সব সখি হাথ সানে রহে সেই ঠাঞি।
নিশ্বাস ছাড়িয়া একা চলিলা কানাঞি ॥

আর দুই পঙ্‌ক্তির পর পুথি খণ্ডিত।

৩১৩। উপাসনামাহাত্ম্য।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-১২; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১৩৸০ X ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৩ সাল।

পুথিখানি কিশোরীভজা সম্প্রদায়ের বলিয়া অনুমান হয়। কেন না, ইহাতে কিশোর কিশোরীর উৎপত্তি, অবস্থান, সখীগণের বয়স, আচার,বেশ ইত্যাদি বিষয়ই মুখ্যতঃ আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনাটি রূপ এবং সনাতন গোস্বামীর মুখ দিয়া বাহির করাইয়া, উক্ত মহাত্মদ্বয় যে, এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, তাহাই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিশোরী-ভজা সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন।

আরম্ভ,—

৭শ্রীকৃষ্ণস্বরনঃ মন ॥

এথা হৈতে সনাতন গেলা বৃন্দাবনে।
রূপ সঙ্গে দেখা হইল ভাণ্ডিরবনে ॥
দেখিয়া শ্রীরূপ গোসাঞী হরসীত মন।
দারিদ্রে পাইল জেন পোতাবান্ধা ধন ॥
রূপে কান্দে সনাতনের ধরিআ চরন।
এত কাল পরে মোরে করিলা স্বরন ॥
ইহা স্থনী রূপে কোলে কৈলা সনাতন।
না কান্দ না কান্দ ভাই স্থির কর মন ॥
রূপে বোলে তোমার সঙ্গ পাইলু চিরদিনে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা কহো স্থনীঞে শ্রবনে ॥
তবে সনাতনে বোলে প্রভু কাসীপুরে।
তোমাপ্রতিজতক্রেপা তাহা কে কহিতেপারে ॥

শেষ,—

এহি অষ্ট কুঞ্জের বর্ন্ন রাখিয় অন্তরে।
অষ্ট সখি অষ্ট বর্ণ অষ্ট সেবা করে ॥
অষ্ট বর্ণ অষ্ট বস্ত্র অষ্ট জনে পরে।
অষ্ট বয়েষ অষ্ট সখির জার জত দিন।
বর্ণভেদ রাখিয় মনে হইয়া প্রবিন ॥
সখির প্রান মুঞ্জরি কহিলাম তোমারে।
এতেক স্থনীঞা রাখ হৃদয় মাঝারে ॥
নিত্য স্থান মুঞ্জরির স্থিতি সখিবৃন্দ আর।
সাধকে স্থনীঞা কান্দে দেখি স্থনির্ম্মল ॥
নিরমল গুরু উপদেস না জানে কোন জনে ॥
সাধ্য বস্তু সাধন বিনে অন্যে নাহি পায়।
সাধ্য সাধনের অবদি এহিত নির্ণয় ॥
সাধ্য বস্তু সাধন এহি কহিলাম তোমারে।
ইহার অধিক নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥
তম্ভাবের ভাবি মঞ্জরি আছয়।
উপাসনানির্ন্নয় কহিলাম নিশ্চয় ॥

উপাসনা নামমাহিত্য সোমাপ্ত ॥ তথা শ্রীজীবগোস্বামীবিরচিতং স্বরণী টীকা নাম গ্রন্থ শ্লোলকানুবন্ধে ॥ তদহং ইতি গ্রন্থ সোমাপ্ত ॥ সন ১২০৩ সন ॥ * ॥

৩১৪। চম্পককলিকা।

রচয়িতা—জীব গোস্বামী। পত্র ১-৮; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪ X ৫৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

৩১৩ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি মূলতঃ এক হইলেও পূর্ব্বোক্ত পুথির সহিত ইহার পার্থক্য আছে। আলোচ্য পুথির শেষে রচয়িতার নাম জীব গোস্বামী বলিয়া উল্লিখিত; মধ্যে আবার সনাতনেরও একটি ভণিতা পাওয়া যায়। বস্তুত এই পুথির রচয়িতা যে কে, তাহা

নির্ণয় করা কঠিন।. পুথির বিষয়—অনেকটা পূর্ব্বোক্ত পুথিরই অনুরূপ।

আরম্ভ,—

শ্রীগুরবে নম ॥

আদদান তৃনং দন্তৈ র্হৃদং জাতি পুনঃ পুন।
শ্রীমদ্রুপপদাম্ভুজৌ ধূলিভি আভবে ভবে ॥ ১ ॥
অষ্ট বৎসর আগে রূপ গেলা বৃন্দাবন।
সনাতন থুইআ এথা শুখ নহে মন ॥
রাত্রি দিনে ভাবে রূপ গৌরাঙ্গচরন।
সনাতন সঙ্গে পুন করিতে মিলন ॥

তথাহি ॥

মো কর্ম্মা ভাগেল ইত্যাদি ॥ : ॥

পাৎসার উজির হআ ছিলা শনাতন।
রূপের লাগিআ সদা স্থির নহে মন ॥
যুগলকিসরপদ করে আরাধন।
বিশইবন্ধন মোর করএ মোচন ॥
বিশই বিসের জালা সহন না জায়।
হৃদয়ে জলিয়া উঠে কি করো উপায় ॥
এহিরূপে রাত্রি দিনে কান্দে সতাতন।
সকরুন আখি সদা বিরস বদন ॥
দেখিআ সঙ্গের জত নিজ পরিবার।
মনে মনে ভয় পাআ লাগে চমৎকার ॥
যুক্তি পরাম্র্স করি জায় আনে আনে।
সর্ত্তরে জানাইলা গিআ পাৎসার বিগুমানে॥

মধ্য,—

স্থনিঞা এ সব কথা সনাতনমুখে।
শ্রীরূপে পুছেন তত্ত পরম কৌতুকে ॥
এমত অপুর্ব্ব কথা নহে স্থনি আর।
রজবিন্দু বিনা জন্ম কেমত প্রকার ॥
কর্ন্নে স্থনি চৈক্ষে দেখি হৃদয়ে প্রবোধে।
তিনে রুজু হৈলে বুঝে মনুস্য মগদে[১] ॥
বিনা গর্ব্ভবাসে জন্ম নাহি কোন লোকে।
অযুনিসম্ভবা জন্ম হইল কিরূপে ॥
নাহি স্থনি জেহি কথা কোন জে পুরাণে।
বহু ভাগ্যে হেন কথা স্থনিলোঁ শ্রবনে ॥
জন্ম জন্মান্ত পাপ জে ছিল লিখন।
খণ্ডিল সকল পাপ তোমার কারন ॥
এ বল বলিআ যশ্রু নআন যুগলে।
পড়িল কাতর হআ শনাতনের কোলে ॥
ক্ষেনে উঠে ক্ষেনে বৈসে স্বাস্ত নহে পায়।
সনাতনপদ ধরি অবনি লোটায় ॥

ভণিতা,—

যুগলকিসরপদ করি আরাধন।
উদ্ভবনির্ণয়কথা কহে সনাতন ॥

শেষ,—

সনাতন কহে রূপ স্থন মন দিআ।
কুঞ্জের নির্ণয় কহি স্থন মন দিআ ॥
অষ্ট সখি অষ্ট বর্ণ অষ্ট সেবা করে।
সখির প্রান মঞ্জরি কহিল তোমারে ॥
নিত্যস্থানে মঞ্জরি স্থিতি সখি বৃন্দাবন।
সোল মুর্ত্তি অষ্ট আত্মা এক আস্বাদন ॥
সাধকে স্থনিঞা কানে রাখিব জতনে।
বিনা গুরু উপদেশে না জানে কোন জনে ॥
সাধ্য বস্ত সাধন বিনে আপনে না পায়।
সাধ্য সাধন এহি কহিল নির্ণয়॥
সাধ্য বস্ত সাধন এহি কহিল তোমারে।
ইহার অধিক নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥
তদ্ভাবের ভাবিক মঞ্জরি পরিচয়।
উপাসনা উদ্দেশের কহিল নির্ণয় ॥

ইতি শ্রীজিবগোস্বামিবিরচিতং শ্রীচম্পক-

১। মগদ—বুদ্ধিহীন। মুগ্ধ—মুগধ—মগধ, মগদ। সঞ্জয়ী মহাভারতেও এরূপ প্রয়োগ আছে। সা-প প, ২৭শ ভাগ, ২য় সংখ্যা, মহাকবি সঞ্জয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কলিকা ॥ গ্রহন্ত সংপুন্ন ॥ * ॥ সত্তক্কর শ্রীরাম্মো-হন গৃহ দ্বিজদাস সাকিম লালাই ॥ * ॥

৩১৫। ভক্তিচিন্তামণি।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১-২৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। দুই এক পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তিও আছে। পরিমাণ ১৩×৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৯৬ সাল।

পুথিখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে চৈতন্য মহাপ্রভুর মুখ দিয়া গ্রন্থকার—বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য, নাম-মাহাত্ম্য, ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আরম্ভ,—

৺৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি ॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য [ইত্যাদি শ্লোক]।
প্রণমহো গৌরচন্দ্র পরম কারণ।
জাহার প্রশাদে লোক পাইল তারণ ॥
নবদ্বিপে গৌরচন্দ্র কৈল অবতার।
স্থাবর জঙ্গম আদি সভার নিস্তার ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত করিয়া এক সঙ্গ।
পারিশদগণ সঙ্গে আনন্দতরঙ্গ ॥
কলি ঘোর তিমিরের বড়ই গরাশ।
গৌরচন্দ্র অবতার করিল প্রকাশ ॥
একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
প্রশ্ন কৈল নিত্যানন্দ সজত্ন করিয়া ॥
নিত্যানন্দ বলেন গোশাঞি শুন কৃপানিধি।
সংশার তারিতে কহ বিষ্ণুধর্ম্মবুদ্ধি ॥
সর্ব্বধর্ম্ম স্থাপিতে তুমার অবতার।
তুমার প্রশাদে হৈল সভার নিস্তার ॥

মধ্য,—

পত্র পুষ্প ফল জল উচ্চারন করি।
পরম সুখেতে পূজা করহ শ্রীহরি ॥
না পুজিলে নাঞি পাবে সুন সাবধানে।
পুজিলে পাইবে পদ ভক্তের সমানে ॥
প্রভুর অর্চ্চনা পদ না জানে অন্ধ জন।
পৃথু রাজা কৃষ্ণপদ পুজিল জেমন ॥
সুন সুন নিত্যানন্দ সুন সাবধানে।
পুজার মহিমা জেন কেহ নাহি জানে ॥

ভণিতা,—

১। সর্ব্বভাবে ভজ কৃষ্ণ ভজ নিজ কর্ম্ম।
শ্রীবৃন্দাবন দাস কহে ভক্তিচিন্তামণিধর্ম্ম ॥
২। শ্রীবৃন্দাবন দাস কহে প্রভুর চরণে।
ভক্তিচিন্তামণি ভাই শুন সাবধানে ॥

শেষ,—

আত্মনিবেদিয়্যা দেখ বলি হৈল পার।
আত্মনিবেদন ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মসার ॥
জে জন করিতে পারে আত্মনিবেদন।
তাহার মহিমা কহিবেক কোন জন ॥
সকল ছাড়িয়া কর আত্মনিবেদন।
পাইবে পরম পদ হবে সাধু জন ॥
নবধা লক্ষণ প্রভু করিল প্রকাশ।
ভক্তিচিন্তামণি কহে বৃন্দাবন দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন দাসবিরচিতং শ্রীশ্রীভক্তি-চিন্তামণি গ্রন্থ সংপূর্ন্নং ॥ লিপিরিয়ং শ্রীমদন-গোপাল দাষেণ ॥ সাং মল্লভৌমঃ জয়বালিয়া সেনাপতি মহল ভাদুলি নামে গ্রাম ॥ সন ১০৯৬ শাল তাং ১৫ অগ্রায়ণ ॥ * ॥ ভজহ গোবিন্দে মনের আনন্দে [ইত্যাদি লোচনের একটি পদ] ॥১॥ পুস্তক শ্রীমোহন দাস ॥০॥১॥

৩১৬। ভক্তিচিন্তামণি।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ২-২৯; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩॥০×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল স্থির করিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বোক্ত পুথিখানির সহিত আলোচ্য পুথির বিষয়গত পার্থক্য খুব কম হইলেও ভাষাগত পার্থক্য নিতান্ত কম নহে। তদ্ভিন্ন অধ্যায়-বিভাগ এই পুথিতে নূতন; ষোলটি অধ্যায়ে পুথি শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ,—

তাঁহারে জানিবে সকতি কাহার ॥
নবদ্বিপে সার্ব্বভৌম পণ্ডিৎচূড়ামনি।
বেদ বেদান্ত সাস্ত্র বাখানে আপনি ॥
জাবত প্রভুর পদ নহিল দরসন।
তাবত করিল অনেক সাস্ত্রের চিন্তন ॥

... ...

কেহো বলে চৈতন্যঅবতার বেদেনাহি ধরে।
তাতে বড় অজ্ঞানি লোক নাহিক সংসারে ॥
ইশ্বরদ্রোহি হৈল সেই যুগযুগান্তরে।
ব্রহ্মা কোটি কল্পে তার নাহিক নিস্থারে ॥

মধ্য,—

নিত্যানন্দ বলেন প্রভু স্থন গোরানিধি।
নাম কির্ত্তনের কিছু কঅ ধর্ম্মনিধি ॥
জে নাম গাইআ বাল্মিক হৈলা মুনি।
হেন নামমহিমা তোমার মুখে স্থনি ॥
স্থন স্থন নিত্যানন্দ কর অবধান।
নামের মহিমা কহি তোমা বিদ্যমান ॥
প্রভুর যতেক কর্ম্ম নিলা অবতার।
খেতিতলে যেবা স্থনে সৈংশব বিচার ॥
তাহার অর্জ্জিত পাপ সব যায় ক্ষঅ।
প্রভুর পদারবিন্দে শ্রীভাবে রয় ॥

ভণিতা,—

শ্রীবৃন্দাবন দাসে কএ স্থন শাবধানে।
ভক্তিচিন্তামনিকথা ওপুর্ব্ব শ্রবনে ॥

শেষ,—

মুক্তির ঐশ্বর্য্য স্থখ প্রভু দেন তাকে।
জে প্রভুর পদে দেহ সমর্পিয়া থাকে ॥
সকল সংসারস্থখ ছাড়িয়া বাসনা।
প্রভুপদে আত্মদেহ কৈল সমর্পনা ॥
কৃষ্ণের পদারবিন্দে স্মরনপঞ্জর।
জে পদ সেবিলে হৈতে ঘুচে সব ডর ॥
ভব ভিতর জত কিছু সব ছাড়িল।
জখন কৃষ্ণের পদে সরন নইল ॥
নবধা লক্ষন প্রভু কৈল পরকাষ।
ভক্তিচিন্তামনি রচিল শ্রীবৃন্দাবন দাস ॥*॥
শোড়ষ অধ্যায়াঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীভক্তিচিন্তামনি গ্রন্থ সমাপ্ত ॥ * ॥ যথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। সন ৮৮ আসি বিরাসি ষালঃ ॥ তারিখ ১৫ বৈশাখঃ। বৃশপত্যবার: ১০স দণ্ড সমএ সংপুর্ন্নঃ ॥ সাং শোমুদ্রগোড়ি: লিখিতং শ্রীহরিচরন দাস বৈরাগি ॥ * ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ নারায়নপরা বেদাঃ [ইত্যাদি]। সাক্ষী গঙ্গারাম দাস বৈরাগি ॥ * ॥

৩১৭। ভক্তিচিন্তামণি।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১-৩, ৫-২০; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩॥০×৪৸০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

এই পুথিখানিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুথির ন্যায়।

তবে ভাষায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। প্রাপ্ত অংশ পনেরটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীরাধামাধবঃ ॥ শ্রীশ্রীগনেসদেবং ॥
চৈতন্যচন্দ্রায় নম ॥ শ্রীগুরূবে নম ॥

নারাধিতং কলিযুগে তব পাদপদ্মং [ইত্যাদি]।

স্ুন স্ুন আরে লোক স্ুন সাবধানে।
গোরচন্দ অবতার অপুর্ব্ব বিহনে ॥
স্ুনিলে ভক্তি হয় নরকে উদ্ধারে।
পুনরূপি গতাগতি নাহিক সংসারে ॥
নবদ্বিপে গৌরচন্দ কৈল অবতার।
স্থাবর জঙ্গম আদি জিবের নিস্তার ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত করিঞা নিজ [স]ঙ্গ।
পারিসদগন সঙ্গে আনন্দতরঙ্গ ॥
গোউরচন্দ অবতার কেহু নাহি বুঝে।
ভব বিরিঞ্চি আদি জার পদযুগ ভজে ॥
ভাবের আবেসে গোরাঙ্গ প্রভু দ্বিজমুনি।
জাহা[র] গুন গাই বুলে সনকাদি মুনি ॥
নারদ তম্বুরা জার গুন গাএ নিরন্তর।
না পাইএ ওর তারা ভাবিঞা ফাফর ॥
স্ুকমুনি যোগেস্বর ব্যাসের নন্দন।
সর্ব্বভাবে নইল তেহোঁ চরণে স্মরন ॥
কৃপা করি প্রভু তারে হইলা সদয়।
মাতৃগর্ভ তেয়াগিয়া চলেন মহাশয় ॥
হেন প্রভু কলিযুগে গৌর অবতার।
তাহারে চিনিব হেন সকতি কাহার ॥
নবদ্বিপে সার্ব্বভোম পণ্ডিতচুড়ামনি।
বেদে বেদান্ত সাস্ত বাখানে আপনি ॥

ইহার পরবর্ত্তী অংশ পূর্ব্বপুথির সহিত অভিন্ন।

ভণিতা,—

শ্রীবৃন্দাবনদাস বোলে স্ুন সাবধানে।
ভক্তিচিন্তামনিকথা অপূর্ব্ব শ্রবনে ॥

অধ্যায়সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি ভক্তিচিন্তামনিএ সপ্তোমো অধ্যায় ॥*॥

শেষ,—

সকল সংসারস্ুখ ছাড়িয়া বাসনা।
প্রভুর পদে দেহ করিঞা সমর্পনা ॥
কৃষ্ণপদারবৃন্দ স্মরনপঞ্জর।
জে পদ্দ স্মরন ঘুচে ...... ভব ডর ॥
ভবভিত জত কিছু সকল ছাড়িল।
জখন কৃষ্ণের পদে স্মরন লইল ॥
নবধা লক্ষন প্রভু করিল প্রকাস।
ভক্তিচিন্তামনি রচিল বিন্দাবনদাস ॥
পঞ্চদসো অধ্যায় ॥ * ॥

৩১৮। তত্ত্ববিলাস।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১-৫১ ; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। কতকগুলি পাতার অবস্থা জীর্ণ, অক্ষর স্থানে স্থানে মুছিয়া গিয়াছে। দুই তিন জন লেখকের হাতের লেখা দেখা যায়। পরিমাণ ১৪৸০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১২৫ সাল।

পুথিখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের। কর্ম্ম, জ্ঞান ও মুক্তি অপেক্ষা হরিনাম-মাহাত্ম্য ও হরিভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব পুথিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবে কৃষ্ণের উপাসনাও অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। শেষ অংশে চৈতন্যদেবের নামকীর্ত্তন বিষয়ে কিছু উল্লেখ আছে।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীহরি ॥ স্বরনং ॥

বন্দো শ্রীগোউররূপং [ইত্যাদি শ্লোক]।

বন্দিব শ্রীগুরুপদ চিন্তামুনি সার।
জিব নিস্তারের হেতু জার য়বতার॥
প্রথমে বন্দিব গুরু বৈষ্ণবচরন।
জাহার প্রসাদে হএ প্রেম ভক্তিধন॥
দ্বিতিয়ে বন্দিব মাধব ·····লিলা।
গোপ গোপি লৈয়া জে করিল রসখেলা॥
ত্রিতিয়ে বন্দিব কৃষ্ণ ত্রিভুবনতত্ত।
জার পদ হইতে হৈল গঙ্গার মহত্ত॥
চতুর্থে বন্দিব চারি জুগে ভক্তগন।
সভেঞি সদয় হঞা দেহ ভক্তিধন॥
পঞ্চমে বন্দিব শ্রীপণ্ডিত ঠাকুর।
জন্মে জন্মে হঙ তার নাছের কুকুর॥
প্রভুর প্রিয়পাত্র শ্রীপণ্ডিত গদাধর।
জার সনে খেলা লিলা বেদে য়গোচর॥
প্রভুর পারিসদ জত সঙ্গের সংহতি।
তা সভার বন্দনাতে করিএ বিনতি॥

ত্রয়োদশ পত্রে,—

এ বোল স্থনিঞা ব্যাস গদ গদ স্বরে।
কি গুনে পাইব তত্ত কহ না য়ামারে॥
নারদ বলেন স্থন প্রভুর বচন।
রাধাকৃষ্ণনামমন্ত্র করহ গ্রহন॥
রাধাকৃষ্ণমন্ত্র স্থনি গদ গদ হঞা।
পড়িলা চর[ণে] তার ধরনি লোটাঞা॥
তবেত নারদ মুনি প্রভুর চরনে।
য়ষ্টাদস য়ক্ষর মন্ত্র স্থনাল্য শ্রবনে॥
রাধাকৃষ্ণমন্ত্র স্থনি ব্যাস উলাসিত।
উদয় হইল ভক্তি পুলকিত চিত॥
য়ঠার য়ক্ষর ব্যাস মনেতে ভাবিল।
য়ঠার পুরান তবে তাহাতে রচিল॥
ভক্তিপথ পাইল মুক্তি ছাড়ি দিল য়াস।
সেই দিন হৈতে হৈল ভক্তির প্রকাস॥

ক্রিয়াকাণ্ড করি কেহো ভক্তি নাহি পায়।
বেদবিধি বলি সেই বেদাধিক ধায়॥

ভণিতা,—

তত্তবিলাস ভাই স্থন সাবধানে।
জে বলান প্রভু তাই বলিএ বদনে॥
কহেন বৃন্দাবনদাস মনে বড় য়াসা।
পতিতপাবন নাম মনের ভরসা॥

শেষ,—

শ্রীযুৎ শ্রীকৃষ্ণচরন ঠাকুর মহাসয়।
য়াপনার গুনে মোরে হইলা সদয়॥
মোর গুণ নাহি তেহোঁ দয়ার সাগর।
... ...
বৈষ্ণব গোসাঞিপায় বিনুতি জানাহি।
দোসের সাগর মোর গুনের লেস নাহি॥
য়ামিহ্ মরিমু সব বালাই লইয়া।
সংসারসাগর প্রভু...হেন তারিয়া॥
কাতর হৃদয়ে মুঞি পুনঃ পুন কোই।
য়াপনে করহ পার তবে পার হোই॥
তোমা বিনু প্রভু মোর কেহো নহে বন্ধু।
নিজ চরন দিয়া পার কর ভবসিন্ধু॥
ইতি শ্রীতত্তবিলাস সংপুন্ন্য সমাপ্ত॥ *॥
জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীগদাধর য়াকুলি সাং ভুস্তড়া সন ১১২৫ এগার সত্য পুচিস সাল॥ তাং ৩১ জোষ্টি পঞ্চমাস্তিখৌ॥

৩১৭। ভক্তিচিন্তামণি।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ৩-৩৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙক্তি। অক্ষর সুন্দর। পরিমাণ ১১।০ × ৪৷।০ ইঞ্চ। লিপিকাল নাই।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই নামীয় যে সকল পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, আলোচ্য পুথিও তদ্রূপ। মাঝে মাঝে পাঠান্তর ও সামান্য কিছু ইতরবিশেষ আছে মাত্র। পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুথি সমাপ্ত। তৃতীয় পত্রের আরম্ভ,—

ধর্ম্মরাজা অধিকারি প্রভুর আজ্ঞা ধরে।
তাহার বিসয় দুর কে করিতে পারে॥
সভাই হইবে জদি কৃষ্ণপরায়ন।
তবে কেমনে চলিবে জমের করন॥
এ বোল বুঝিয়া জার চিত্তে জেবা ধরে।
নিশ্চয় উত্তম পথ জানিহ সংসারে॥
বৃন্দাবনদাস কহে ভক্তিচিন্তামনি।
সাবধানে স্বন লোক ভজন আলাপনি॥*॥

উনবিংশ পত্রে,—

নিত্যানন্দ বলেন প্রভু কর অবধান।
কেমতে স্বক মনি হইলা জ্ঞানবান॥
এত বড় মহাশক্তি জেবা জন ধরে।
তাহার মহিমা কিছু কহিবা আমারে॥
চৈতন্য বলেন ভাই শুন একমনে।
জেমতে পাইল পদ কহিব তোমার স্থানে॥
পুর্ব্বজন্মে স্বকদেব ছিলা ব্যাধকুলে।
মার্কণ্ডেয় মহামুনি নাম দিল তাঁরে॥
সেই নাম গানে তেহোঁ পাইল দিব্যগতি।
মায়ের গর্ব্ভেতে থাকি কৈল জোগসিদ্ধি॥
জননীর গভে রহি দ্বাদষ বৎসর।
সেই নাম জপি সিদ্ধি হৈলা মনিবর॥
বিষ্ণুমায়া দুর করি জন্মিলা সংসারে।
আনন্দে বিহ্বল হঞা সতত বিহরে॥

ভণিতা,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভজি অদ্ভুত লক্ষণ।
ভক্তিচিন্তামনি নাম বৈষ্ণব কারন॥
বৃন্দাবন দাস বলে এই কথা সার।
ইহা বহি তরিতে উপায় নাহি আর॥

শেষ,—

কৃষ্ণের পদারবিন্দ স্বরণপঞ্জর।
জে পদ স্মরিলে ঘুচিল বন্ধন সভার॥
ভবভিত জত কিছু সকল ছাড়িল।
জখন কৃষ্ণের পদে সরণ লইল॥
নবধা লক্ষণ প্রভু করিল প্রকাশ।
ভক্তিচিন্তামনি রচিল বৃন্দাবন দাস॥
পৃথিবিতে জত রাজা কৈল মহাদান।
তাথে নিবেদীতে নারেন বলির সমান॥

ইতি ভক্তিচিন্তামনি সমাপ্তং॥ ১৫॥ পঞ্চদসোধ্যায়॥ *॥ বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত্তপদকমলং [ইত্যাদি শ্লোক]। এ পুস্তক লিখিতং হরিচরণ দাস বৈরাগি বাস ও পাড় অম্বিকা ইতি॥ *॥

৩২০। ভক্তিচিন্তামণি।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ২-৪,৬-২৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১৪॥০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৯ সাল।

এই নামীয় অন্যান্য পুথি অপেক্ষা আলোচ্য পুথিখানি কিছু সংক্ষিপ্ত আকারের। পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুথি শেষ হইয়াছে। এই পুথির 'গঙ্গামাহাত্ম্য' কোন পুথিতে সংক্ষিপ্ত বা কোন পুথিতে মোটেই দেখা যায় না

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ,—

গৌরচন্দ্র অবতার কহিবারে জানে॥
জনমে জনমে জারে কৃপা হয়্যা থাকে।

সেই সে প্রভুর গুন গায় এহ লোকে ॥
কেহ বলে চৈতন্য অবতার বেদে নাই ধরে।
তাহারে অজ্ঞান লোক নাহিক সংসারে ॥

শেষ,—

লিখিল পুস্তকখানি মনের আনন্দে।
ভাগবতকথাসার ভক্তির স্থছন্দে ॥
গুরু বৈষ্টবের পদ ভরসা করিয়া।
নিত্যানন্দের বোল নিজ মস্তকে ধরিয়া ॥
ভক্তিচিন্তামনি কহে বিন্দাবন দাস।
নবধা লক্ষন প্রভু করিলা প্রকাষ ॥ * ।

ইতি ভক্তিচিন্তামনি গ্রন্থ সংপুর্ন্ন॥ সন ১২২৯ সাল॥ তারিখ ২৬ পৌষ॥ পাঠক শ্রীসিতলচন্দ্র দর্ত্ত ॥

৩২১। ভক্তিচিন্তামণি।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১-১৫; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। প্রথম পত্র ছিন্ন। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৸০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল নাই।

প্রাপ্ত অংশে দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কয়েক পঙ্‌ক্তি আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুথির সহিত বিশেষ পার্থক্য নাই।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত গৌরভক্তবৃন্দ ॥
নারাধিতং কলিযুগে [ইত্যাদি শ্লোক]।
শুন শুন আরে লোক স্থন সাবধানে।
গৌরচন্দ্র অবতার অপুর্ব্ব শ্বরনে ॥
স্থনিলে ভকতি হয় নরকে উদ্ধারে।
পুনরপি গতাগতি নাহিক সংসারে ॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র কৈল অবতার।
স্থাবর জঙ্গম আদি জীবের নিস্তার ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত করিঞা নিজ সঙ্গ।
পারিষদগন সঙ্গে আনন্দিত রঙ্গ ॥
গৌরচন্দ্র অবতার কেহো নাহি বুঝে।
ভব বিরিঞ্চি জার পদজুগ ভজে ॥

ভণিতা,—

শ্রীবৃন্দাবন দাষ কহে ভক্তিচিন্তামনি।
সাবধানে ষুন লোক ভজন আলাপনি ॥

৩২২। ভক্তিচিন্তামণি।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ৪-৫, ৮-১৭, ১৯; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১২৷৷০ × ৪৷০ ইঞ্চি। আদি, মধ্য ও অন্ত খণ্ডিত। লিপিকাল নাই। প্রাপ্ত অংশ অন্যান্য পুথির সহিত প্রায় অভিন্ন।

ঊনবিংশ পত্রের শেষ,—

সকল সংসারস্থখ ছাড়িয়া বাসনা।
প্রভুপদে নিজ দেহ করি সমর্পনা ॥
কৃষ্ণের পদারবিন্দে সরনপঞ্জর।
জে পদ স্মোরনে ঘুচে ভবভিত ডর ॥
সেই ভবভিত জত সকল ছাড়িল।
জখন কৃষ্ণের পদে সরন লইল ॥
নবধা লক্ষন প্রভু করিল প্রকাস।
ভক্তিচিন্তামনি কহে বৃন্দাবন দাস ॥

৩২৩। ভাবাবেশ গ্রন্থ।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস। পত্র ১-৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায়

৯ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। লেখা মধ্যে মধ্যে মুছিয়া গিয়াছে। পাতায় জল পড়ার দাগ আছে। পরিমাণ ১৩×৪।০ ইঞ্চি। শেষ পাতার নিম্নাংশ ছিন্ন বলিয়া লিপিকাল পাওয়া গেল না।

পুথিখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের। প্রথমে বৈষ্ণবগণের করণীয় কয়েকটি উপদেশ এবং অবশিষ্টাংশে বৃন্দাবনে রূপের সহিত চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের কথোপকথন বর্ণিত আছে।

আরম্ভ,—

৺৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং [ইত্যাদি শ্লোক]।
শ্রীগুরুচরনে প্রনাম কোটি কোটি।
সদাই স্তবন করি তাঁর চরণ দুটি ॥
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম হৃদয় রহুক।
তিহোঁ জাতি প্রাণ ধন তিহোঁ সর্ব্বস্থক ॥
জার কৃপা হইতে হইল এই সব মতি।
তাহার চরনে কি কহিতে জানি স্তুতি ॥
পুন দণ্ডবত করি তাহাঁর চরণে।
কৃপা করি মূর্দ্ধা কর আপনার গুণে ॥
আমি ত অধম হিন তুমি কৃপাময়।
কেবোল ভরসা মোর তোমার আশ্রয় ॥
আর এক নিবেদন তোমার চরনে।
শ্লোকার্থ পআর করিতে হয় মনে ॥
তব কৃপা হয় যদি কহাবেন প্রভু হরি।
তবে ত সকল কথা বিস্তারিতে পারি ॥

দ্বিতীয় পত্রে,—

তির্থজাত্রা করিবে সভক্তি আচরণে।
ভজনতত্য জিজ্ঞাসিবে দেখিআ সাধুজনে ॥
একাদসি ব্রত করিবে না করিবে আন।
অশ্বর্থ তুলসি ধান্য করিবে সম্মান ॥
বিপ্র দেখিয়া তোথা দণ্ডবৎ করিবে।
বৈষ্ণব দেখিয়া বহুত প্রার্থনা করিবে ॥

মধ্য,—

ইহা বলি হাথ ঠারি প্রভু চলি গেলা।
শ্রীরূপ গোসাঞি বসি গ্রহন্থ লিখিছিলা ॥
দক্ষ করি গেলা প্রভু তাহা অচম্বিতে।
প্রভুরে দেখিয়া রূপ উঠিলা আস্তেবেস্তে ॥
প্রনাম করিয়া রূপ বসিতে আসন দিলা।
তাহা না বসিলা প্রভু বাহ্য প্রকাসিলা ॥
নিতাই কহেন কোপে লিখ কি দেখি আমি।
মোরে প্রায় অল্প জ্ঞান করিআছ তুমি ॥
ইহা বলি সেই গ্রন্থ হেঁচড়িয়া নিলা।
তার এক শ্লোক প্রভু তখনি পড়িলা ॥
আমা জে মহাপ্রভু সর্ব্ব সমর্পিলা।
তুমি গ্রহন্থ লেখ ইহা আমি না জানিলা ॥
মোর আজ্ঞা নাঞি গ্রহন্থ করহ লিখন।
মোরে নাহি চিন তুমি জানিবে এখন ॥

—৪।২ পত্র।

ভণিতা,—

দাস বৃন্দাবনে প্রভু কৃপা কর সর্ব্বে।
তোমা বিনে আর নাহি ঠাকুর বৈষ্ণবে ॥

শেষ,—

সনাতন কহেন প্রভু আমি কিবা জানি।
নিতাই কহেন পড় আজ্ঞা দিল আমী ॥
এক সত পঞ্চ শ্লোক উর্জ্জল নিলামৃতে।
সনাতন পড়েন তাহা প্রভুর সাক্ষাতে ॥
এই মতে কথো দিন শ্রীবৃন্দাবনে ছিলা।
তথা হইতে জে গ্রহন্থ আনিলা ॥
পথে জাইতে কত দিনহিনগনে।
নিস্তারিলা নিতাইচান্দ প্রেম আলিঙ্গনে ॥
কারে হরিনাম দেন কারে প্রেমভক্তি।
কোন জিবে লটাইঞা দিলা প্রেমভক্তি ॥

আমি অকিঞ্চন জন কি বলিতে পারি।
জে লিখায় তাই লিখি কি বলিতে পারি॥
শ্রীচৈতন্যনিতাইচরনে মোর আস।
ভাবাবেস গ্রহস্থ কহেন শ্রীবৃন্দাবন দাস॥
ইতি শ্রীভাবাবেস গ্রহস্থ সমাপ্তং॥ * ॥

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং [ইত্যাদি এবং চরিতামৃতের কয়েকটি পয়ার।] পুস্তকমিদং শ্রীস্বুরত মালের ইতি নিবাস মাদপপুর গ্রাম লিখিতং শ্রীকন্দর্প সর্ম্ম……।

৩২৪। লীলামৃতসার।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১-৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল বা লেখকের নাম-ধাম নাই। তৃতীয় পত্রের পরে কতক অংশ লেখা হয় নাই।

মাত্র চারিটি সূত্র আছে; তাহাতেই পুথি সমাপ্ত বলিয়া উল্লিখিত। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ পুথির বর্ণনীয় বিষয়।

আরম্ভ,—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য [ইত্যাদি শ্লোক]।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
নিত্যানন্দ প্রভুর পদ করিয়া সাধন।
লিলামৃতকথা কহে দাস বৃন্দাবন॥
লেখিবার সক্তি মোর কত বড় হএ।
ঠাকুর গৌরাঙ্গ মোরে জে বোল বোলাএ॥
সর্ব্বভক্তগনে মোরে কৃপা করিয়া।
অন্তর স্ফুরায় মোরে চৈতন্যের লিলা॥
ত্রেন দসনে লৈইয়া করোম নিবেদন।
একবার করুনা কর ব্রেজবাসিগন॥
চৈতন্যের গুন কিছু করিএ বর্ন্নন।
তবে জদি স্বুদ্ধ হএ মোর তুষ্ট মন॥
ছোট জন বড় হএ সাধনের বলে।
বড় জন ছোট হয় ভক্তি না থাকিলে॥
সর্ব্বলোক নিস্তারিলা চৈতন্য গোঁসাঞি।
অভক্ত পাসণ্ডের গতি কোন কালে নাই॥

মধ্য,—

সার্দ্ধ সাধন কিছু করিল প্রকাস।
আপনে দয়ালু হইয়া তম বিনাস॥
জিবের বড় ভাগ্য ভক্তিধর্ম্ম প্রকাসীলা।
জাচিয়া জাচিয়া প্রেমভক্তি জিবেরে [বিলাইলা]॥

… … …

চার বেদ চৌদ্দ সাস্ত্র শ্রীভাগবতে নাম।
ভাগবতে কহিলেন তাথে সাবধান॥
ভাবমত বিধিমত দিবিধা করিয়া।
ভাবমত প্রকাসিলা জিবের লাগিয়া॥
জিব উদ্ধারিতে প্রভু অসেষ সারে। (?)
তথাপি কর্ম্মি লোক কর্ম্মজাল সারে॥
কর্ম্মসুত্রে বন্দি লোক কর্ম্ম করয়ে কালে।
অঘাত জলের মিন বন্দি হএ জালে॥
সুপথ ছাড়িয়া জিবের রঙ্গমতি মন।
ছাড়িয়া সাধুর সেবা অন্যেরে লঙ্গন॥

ভণিতা,—

একবার করুনা কর ব্রেজবাসিগন।
লিলামৃতসার কহে দাস বৃন্দাবন॥

শেষ,—

শ্রীগুরু করুনা করি মন্ত্র কৃপা কৈল।
সর্ব্ব বন্ন ত্যাগ করি কাঞ্চনে মিসাইল॥
পরসমুনির আমি কি দিব তুলনা।
... ...
... না জানোম আচার।
ক্রেপা করি খণ্ডাও মোরে সংসারের ভার॥
শ্রীচৈতন্ন নিত্যানন্দ প্রভু ক্রেপা করিয়া।
ভবসিন্ধু পার কর পদরেনু দিয়া॥
শ্রীচৈতন্ন নিত্যানন্দ প্রভুর পদে রহুক মন।
লিলামৃতসার কহে দাস বৃন্দাবন॥

ইতি লিলামৃতসার চতুর্থ সুত্রে সমাপ্ত॥ মিতি॥

৩২৫। তত্ত্ববিলাস।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১-৪৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পুথির অবস্থা ভাল। পরিমাণ ১৩॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপি-কাল ১৬১৯ শকাব্দ, সন ১০০৭। শেষের সনটি মল্লাব্দ; কেন না, উহা বঙ্গাব্দ হইলে পুথিখানি ৩৩২ বৎসরের পুরাতন হইত। তাহা হইলে প্রথমোক্ত শকাব্দের সহিত সামঞ্জস্য থাকে না।

৩১৮ সংখ্যক বিবরণে এই নামীয় আর একখানি পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কিছু কিছু পাঠভেদ ছাড়া এই উভয় পুথির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা গেল না।

ভণিতা,—

কহে বৃন্দাবন তত্ত্ববিলাসকথা সার।
সাধুসঙ্গ সাধুসেবা সেবামধ্যে পার॥

শেষ,—

শ্রীকৃষ্ণচরণ ঠাকুর মোর প্রভু।
ইহজন্মে সাধন নাহি সাধ্যাছিলুঁ কভু॥
কাতর হইয়া কহি শ্রীগুরুচরনে।
নাহি মোর ভজনধন তাপিত পরানে॥
সেবাধর্ম্ম নাহি মোর সদা কদাচার।
সেবাধনে বঞ্চিত মুঞি নাহি পারাবার॥
কাতর হইয়া ধরোঁ শ্রীগুরুচরনে।
সভারে করিলে কোল মোরে এড় কেনে॥
... ...
বৈষ্ণবচরণামৃতে সদা মন রহুঁ।
মোর বংশে বৈষ্ণব না নিন্দিহ কেহো॥
বৈষ্ণব গোসাঞিপায় বিনতি জানাই।
দোসের সাগর মোর গুণের লেস নাহি॥
কাতর হৃদয়ে মুঞি পুনঃ পুন কই।
আপনে করহ পার তবে পার হই॥
তোমা বিনু প্রভু মোর কেহ নাহি বন্ধু।
নিজগুন দিয়া পার কর ভবসিন্ধু॥

ইতি শ্রীতত্ত্ববিলাস পুস্তক সম্পুর্ন্নং॥ *॥ পুস্তক শ্রীকার্ত্তিক দাস॥ স্বয়াক্ষরমিদং শ্রীশিতল-চরণ দাস॥ কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা [ইত্যাদি শ্লোক]। সকাব্দা ১৬১৯ সন ১০০৭ সাতকে পুস্তক হইল তেরিখ ৭ পৌষ রোজ বুধবার।

৩২৬। তত্ত্বনিরূপণ।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১-২১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪।০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৭১৭ শকাব্দ।

পুথিখানি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের। কৃষ্ণতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, আপ্ততত্ত্ব, বৈধী, রাগানুগা ও শান্ত দাস্য আদি ভক্তি, বৃন্দাবনতত্ত্ব, সাধনক্রম, সখীতত্ত্ব, ভাব, অনুভাব, বিভাব প্রভৃতি রসতত্ত্ব, ইত্যাদি অনেক বিষয় পুথিতে আলোচিত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ ০ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য [ইত্যাদি শ্লোক]।
জয় জয় শ্রীগুরু পতিতপাবন।
জয় জয় বৈষ্ণব মোর জাতিপ্রানধন ॥
জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ অবধোতরায়।
জয় জয় স্বরূপ দামুদর রাম রায় ॥

… … …

এক দিন সান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘরে।
ভাবাবেষে বসি আছে প্রভু বিস্বাম্বরে ॥
নিত্যানন্দে বোলে প্রভু সুন গৌররায়।
তোমার অপার লিলা কহন না জায় ॥
লীলাএ কলির জীব করিলা উদ্ধার।
তোমার মহিমা জত অনন্ত অপার ॥
নিত্যানন্দে বোলে প্রভু মোর নিবেদন।
কৃষ্ণকথা কহি মোর পূর্ণ কর মন ॥

মধ্য,—

দাস্য ভক্ত হনুমান জানিয় নিশ্চয়।
কায়া মন বাক্যে রামের চরন আশ্রয় ॥
সৈখ্যভক্ত ভিমার্জ্জুন ঐশ্বর্য্যেতে কহে।
বাৎসল্যে দেবকি বসুদেব মহাসয় ॥
মধুর রসেতে লিখি মহিসির গণ।
ঐশ্বর্য্যের ভক্তভেদ কহিল বর্ন্নন ॥
সান্ত ভক্ত সনকাদি কপিচরাদি গোপ।
রক্তপত্রক আদি দাস্যেতে স্বরূপ ॥
ব্রজে সৈখ্য ভক্ত লিখি জতেক গোপাল।
শ্রীদাম সুদাম আদি জতেক রাখাল ॥
বাৎসল্য ভাবেতে লিখি নন্দ জসদা।
মধুর রসেতে লিখি প্রেমভাবে রাধা ॥
শান্তে নিষ্ঠা দাস্যের সেবা সৈখ্যের প্রণয়।
বাৎসল্যের স্নেহ কান্তা ভাবেতে উদয় ॥
সান্তের নিষ্ঠা দাস্যের নিষ্ঠা সেবা হয়।
সৈখ্যভাবে নিষ্ঠা সেবা প্রিত অতিসয় ॥

শেষ,—

প্রবাস দ্বিবিধা মত করিএ বাখান।
অতুর দুর দুই দুই করি সংস্থান ॥
পুলিন দর্শনে কিবা আর গোচারনে।
বলর্য্য মনোরোধে (?) কিবা নন্দের ভবনে ॥
রাসে অন্তধ্যানে প্রেমবৈচির্ত্তেরে কয়।
সম্পন্ন সম্ভোগ এই কহিল নিশ্চয় ॥
এক সম্ভোগ দুরে দুরেতে দর্শন।
দোল হুলি প্রহেলি পাসাতে খেলন ॥
রসদ্বারি কহি প্রেমবৈচিত্ত গমন।
নর্তিকারক হেন কহে ধিরগণ ॥
রত্নরসে ধুত নিদ্রা আর রসালস।
সম্পন্ন সম্ভোগ বলি কৃষ্ণ যাতে বস ॥
সম্পুন্ন সম্ভোগ এই কহিলাম সার।
রসজ্ঞে জানএ য়েই রসের বিচার ॥
শ্রীগুরুপাদপদ্ম মনে করি আস।
তর্ত্তনিরুপন কহে বৃন্দাবন দাস ॥

ইতি শ্রীতত্ত্বনিরূপন গ্রন্থ সম্পুর্ন্নং ॥ ০ ॥ সুভমস্ত সকাব্দা ১৭০১৭ সক মাহে ২৬ কার্ত্তিক চন্দ্রবাসরে বেলা অষ্ট দণ্ড য়োর্দ্ধে গ্রন্থলিখন সমাপ্ত ইতি ॥ ꞉꞉ ॥

—

৩২৭। দেহনিরূপণ।

রচয়িতা—লোচন দাস। পত্র ২-৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। ২ সংখ্যক পাতার ধার ছেঁড়া। পরিমাণ ১৪ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৮ সাল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়, মোট দুইটি পাতা। প্রথম পাতা নাই। প্রাপ্ত অংশে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা আছে। পুথিখানি সহজিয়াদের বলিয়া মনে হয়।

২য় পত্রের আরম্ভ,—

কাম ক্রোধ বলি তার নাম জে আছয়॥
ক্রোধ নামে রিপু তার দিজ আতরাপ (?)।
লোভ মোহ দুই রিপু গমস্তা তাহা··· ॥
কাম রিপু বলি তার কটাল কহিয়ে।
মদ মাশ্রজ দুই রিপু হুকুমকারি যে॥
কর পা···চাঞ্চ আদি উপাঙ্গ জে হয়।
বিলাতির তৌসিল কাগজ লেখয়॥
লোচন উপরে দুই মাতা হাতি ভাঙ্‌।
তাহার উপর বাজয়ে কুন্তল বহু॥
সব্বাঙ্গের লোম জত অলক মুলুক।
পাত্র মন্ত্রি প্রজা লঞা রাজার বহু সুখ॥
মুলুক থাকিব কিসে অস্ত্র দেখি নাঞি।
বত্তিস দসন যন্ত্র অসি দেখ ভাই॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

রাজা কহে নিজ পাত্র এক বুদ্ধি ধর।
নঞা জাহো জথাচীত স্ববিচার কর॥
রাজা আজ্ঞা স্থনি সিরোধায্য করি।
আর জত উপমন্ত্রি নঞা স্ববিচারি॥
ভূসন আনিয়াঁ জত বিচার করিল।
একে য়েকে উক্তি তার সমাধান কৈল॥
তবে উঠি পাত্র গিয়া রাজার গোচরে।
সিদ্ধান্ত পক্ষের কথা কহে ধিরে ধিরে॥
আপত্য বিচার কহে সিদ্ধান্ত হইল।
কহেন লোচন সব স্তনেতে রহিল॥
বিচার রাজসাজ কিরূপে জানিল।
অনুভবে জানে লোচন দুই কর ভরিল॥

ইতি দেহনিরূপন গ্রন্থ সমাপ্ত॥ ভিমস্থাপি রনে ভঙ্গ [ইত্যাদি]। পুস্তকং লিখিতং শ্রীহারাধন সো সাঃ বেল্যাতোড়ি······পাঠক শ্রীহরিদাস বৈষ্টব সাঃ বেল্যাতোড়ি ইতি সন ১২৩৮ সাল তাঃ ২৬ অগ্রাহন॥ সনিবার॥ পঃ মালিথাড়া সাঃ চৈতন্যপুরের পাটসালে বসি লিখনং॥ আন্দাজী বেলা দুই পহরের সমএ॥ সমাপ্ত হইল ইতি॥

৩২৮। সূচক।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪॥০ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

মোট চারিটি পাতা। মধ্যে মধ্যে অশুদ্ধিপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক আছে। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গুণাবলী-বর্ণনা পুথির প্রতিপাদ্য বিষয়।

আরম্ভ,—

৭শ্রীগুরুবে নমো নমঃ॥

শ্রীচৈতন্যহরেঃ কৃপা সমদয়া [ইত্যাদি শ্লোক]।

শ্রীহরিচৈতন্য প্রভুর সর্ম্মক জারে দয়া।
কৃপা করি তাসভার ছাড়াইলা মায়া॥
অপসরা সমান স্ত্রি পরস না করে।
ইন্দ্রের সমান আধিপত্য বহু ধরে॥

জৈবন বিষ্টার সমান তারে ত্যাগ কৈল।
লিলাচলে চৈতন্যের চরন পাইল॥
চিরদিন সেবা করে দাস রঘুনাথ।
আর নি গোচর হইব নয়ানের সাথ॥

... ...

শ্রীরাধাকৃষ্ণ পঞ্চ নাম জারে গৌর দিলা।
গোবর্দ্ধনের সিলা গুঞ্জামালা তারে সমপিলা॥
ক্রেমে ক্রেমে বন জত গিরি গোবর্দ্ধন।
জত জত লিলা আর জত গুনগন॥
স্বয়ং রাধাকৃষ্ণ দিলা কল্পনা করিয়া।
চৈতন্য গোসাইর অগন্য হইল দয়া॥
এমতি রঘুনাথ দাস গোসাঞি আমার।
আর কি হইব মোর নয়নগোচর॥

শেষ,—

শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সি শ্রেষ্ট কৃষ্ণের দইতা।
বৃন্দাবনশ্বরি বট কৃষ্ণের মুহিতা॥
অত্যন্ত দিনহিন আমার কোন গতি।
চরণ নিকটে তোমার না পাইলাম স্থিতী॥
কেনে দয়া নাহি কর পতিত দেখিঞা।
রজনি দিবস কান্দে এতেক ভাবিয়া॥
এমত প্রার্থনা করে রঘুনাথ দাস।
নয়ানগোচর কবে হইবে প্রকাস॥

... ...

ইতি॥ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিনো শ্রীগুনলেষসুচকং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি বিরচিতং সুচকং সম্পুর্ন্নং॥ ইতি॥ * ॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণ॥

৩২৭। চৈতন্যতত্ত্বসার।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙক্তি। পরিমাণ ১০৷৵০ × ৫৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৭৭ সাল।

চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর এবং ভক্তগণ, দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতারের সময় কে কি নামে পরিচিত এবং কৃষ্ণলীলার সহিত কি ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাহাই পুথির বর্ণনীয় বিষয়।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদজিউ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
সর্ব্ব অবতারসার শ্রীচৈতন্য গোসাঞি।
অংস কলা আদি করি তাহাতে মিসাই॥
শ্রীচৈতন্যতত্ত্বসার স্তন সাবধানে।
গুরুবর্গ বন্ধুবর্গ পরিকর জনে॥
দাসগন ভক্তগন অবতার জত।
সভে আসি হইলা চৈতন্য অনুগত॥
প্রথমে জম্মিলা শ্রীমাধবেন্দ্র পুরি।
বৃন্দাবনে তিহোঁ কল্পবৃক্ষ অবতরি॥
তাঁর সিষ্য ইশ্বর পুরি উজ্জল তাহার।
আপনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবক জাহার॥

... ...

কেসব ভারতি পুর্ব্বে সান্তিপনি মুনি।
মথুরাতে জজ্ঞ পবিত্র কৃষ্ণকে দিল আনি॥
গিরায়ো বস্ত্র দণ্ড হাথে দিলা সেই কালে।
নবদ্বিপনিলায় হেথা সন্যায করাইলে॥
রঘুনাথে পড়াইলা বসিষ্ট তপধন।
সেইরূপে গুরু গঙ্গাদাস সুদর্শন॥

শেষ,—

অনন্ত বৈষ্ণব জম্মিলা পৃথিবিতে।
কত রূপে বৈষ্ণব ফিরে কে পারে জানিতে॥

বৈষ্ণব স্মঙরন জার জাতি প্রানধনে।
তাহা সভার সুখ হয় ইহার শ্রবনে॥
কুতর্কি কুবুদ্ধি সব বড় দুঃখ পায়।
আলাকনি (?) দিয়া সব উঠিয়া পালায়॥
নিন্দুক পাসণ্ডি স্থানে প্রকাস না করিবে।
এই নিবেদন মোর অবস্য রাখিবে॥
দেখিতে আপন চিত্তে মহাসুখ পাইবে।
সজাতিয় লোক সঙ্গে সদত দেখিবে॥
বৈষ্ণবচরনে মোর এই নিবেদন।
নিন্দুক পাসণ্ডসঙ্গ না করিহ কথন॥
বৈষ্ণব গোসাঞি হন পতিতপাবন।
রাধাকৃষ্ণলিলা জার স্মরন মনন॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিবিরচিতং শ্রীচৈতন্যতত্ত্বসার সমাপ্ত॥ ইতি সঙ্খেপনং ॥*॥ ইদং পুস্তকং শ্রীকালীদাস বষু দাস॥ স্বহস্তে লিখিতং॥ সন ১২৭৭ সাল॥ হরয়ে নমঃ॥ সমাপ্ত গ্রন্থ॥ শ্রীচৈতন্যতর্ত্তসার॥ সন ১২৭৭ সাল॥

৩৩০। চৈতন্যতত্ত্বসার।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৫; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৯×৬ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮১ সাল। বর্ণনীয় বিষয়—পূর্ব্ব পুথির অনুরূপ।

শেষ,—

কুতর্কি কুবুদ্ধি সব বড় দুখ পায়।
আনাকানি দিয়া সব উঠিয়া পালায়॥
নিন্দুক পাসণ্ড স্তানে প্রকাস না করিবে।
এই নিবেদন মোর অবষ্য রাখিবে॥
বৈষ্ণবচরনে মোর এই নিবেদন।
নিন্দুক পাসণ্ডসঙ্গ না কর কথন॥
বৈষ্ণব গোসাঞি হন পতিতপাবন।
রাধাকৃষ্ণলিলা জার স্মরন মনন॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিবিরচিতং শ্রীচৈতন্যতত্ত্বসার সমাপ্তঃ। ইতি জথাদিষ্টং তথা লিখিতং [ইত্যাদি]॥ ইতি সন ১১৮১ সাল ঃ। তারিক ঃ। ২২ ফাল্গুন রোজ ব্রহস্পতি বার ঃ॥

৩৩১। আশ্রয় নির্ণয়।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস। পত্র ১-৫; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১৩৸০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১৯ সাল। পুথিখানিতে ভজনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

৵৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ॥
আশ্চয় নির্ন্নয় নিক্ষতে॥

অথ আশ্চয় পঞ্চ প্রকারঃ কি কি পঞ্চ প্রকার॥ নামাশ্চয়ঃ মন্ত্র আশ্চয়ঃ ভাব আশ্চয়ঃ প্রেম আশ্চয়ঃ রস আশ্চয়ঃ এই পঞ্চ প্রকার॥ তথাহি॥ রসভক্তিচন্দ্রিকায়॥

আশ্চয়ের কথা কিছু করি নিবেদন।
জেমতে আশ্চয় হয় সুন সুতাগন॥
এই ত আশ্চয় হয় পঞ্চ প্রকার।
ক্রমে ক্রমে কহি তবে করিয়া বিস্তার॥

নাম আশ্চয় ১ মন্ত্র আশ্চয় ২ ভাব আশ্চয় ৩ প্রেম আশ্চয় ৪ রস আশ্চয় ৫॥

এই পঞ্চ মত হয় আশ্চয় নিম্নয়।
প্রবর্ত্ত সাধক সির্দ্ধ তথি মধ্যে হয়॥
প্রবর্ত্তের নাম আশ্চয় মন্ত্র আশ্চয় হয়।
সাধকের ভাব আশ্চয় জানিহ নিশ্চয়॥
সির্দ্ধের প্রেমাশ্চয় রস আশ্চয় আর।
আর আশ্চয় নির্ন্নয় এই পঞ্চ প্রকার॥

মধ্য,—

অথ প্রেম : প্রেম বলি কারে : শ্রীরাধিকা : প্রেমের অন্ত কি : আসক্তি : বলি কারে : পরকিয়া ভাব পৃত॥ পাত্র কে : শ্রীরাধাকৃষ্ণ : কোন রতি : বিলাস রতি : অথ রসে : রস বলি কারে : শ্রীরাধাকৃষ্ণনিলা : কৃয়া কি সম্ভোগ : কয় মত : প্রকার দুই মত : প্রকার কি : সকিয়া : পরকিয়্যা : সকিআর পাত্র কে : রুক্মিনি : পরকিয়ার পাত্র শ্রীরাধিকা : শ্রীরাধিকার কোন রতি : সামর্থা রতি : সামথা বলি কারে :

সামথা রতি হয় ঐছে বেবহার।
কৃষ্ণসুখ বলি তিহোঁ না জানয়ে আর॥

শেষ,—

শ্রীমতির হার : ৩ তিন : রত্নমালা ১ এক : মুক্তামালা ১ : কাঞ্চনমালা ১ এক এই তিন হার। কৃষ্ণের মালা তিন : কি ২ : বনমালা ১ এক বৈজন্তি ১ এক মুক্তা ১ এক এই তিন মালা :॥ কহিলাম :॥

ইহাতে অবিশ্যাস হইব জাহার।
কোন কালে কৃষ্ণপ্রাপ্তি নহিব তাহার॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আস।
আশ্চয়নির্ন্নয় এই কহে কৃষ্ণদাস॥ * ॥

ইতি : শ্রীআশ্চয়নির্ন্নয় গ্রন্থ সমাপ্ত॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং॥ শ্রীরামমোহন মিত্রী নিবাস : সাং গামির্জ্জা বাবুর বাড়ি॥ ইতি সন ১২১৯ সাল তারিখ ৪ আসাড় : এই পুস্তক সমাপ্ত হইল : শ্রীযুত মোহনলাল হরকরার : বৈইটকখানায় পশ্চীম দ্যারি : বসিএ বেলা চারি দণ্ডের ওক্তে সেস হইল॥ এই গ্রন্থ জে জানিবার স্বরূপ চুরি করিআ রাখিবেক সেই মহাপাপের পাতকি :॥ সেই বিয়াঁন্যা হইবেক॥

৩৩২। আত্মনিরূপণ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস। পত্র ১-৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৭ সাল। সহজিয়া পুথি।

আরম্ভ,—

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ॥
অথ আত্মনিরূপন॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য চেতন হৃদয়।
জয় জয় নিত্যানন্দ গুরু মহাসয়॥
জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র বৈষ্টবের রূপ।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্টব এই তিনে একরূপ॥
নিতাই চৈতন্য দুহে হইত সদয়।
চন্দ্র স্থয্যরূপে কৈল হৃদয় উদয়॥
অতএব হৃদয়ানন্দ নিতাই চৈতন্য।
দোঁহে হৃদে ধরে জেই সেই মহাধন্য॥
এই দেহে সেই প্রভু সদা বিরাজমান।
ইহা না জানিয়া জিব ভজে অন্য স্থান॥
জগতজিবন প্রভু ভকতহৃদয়।
কেমনে আছএ প্রভু স্থনহ নিশ্চয়॥
… … …

এক দেসে স্থিতি চন্দ্র জগতে উদয়।
এরূপে আছেন প্রভু ভকতহৃদয় ॥
অতএব জেই জানে দেহ আত্মা সার।
সিঘ্রগতি প্রভু পায় কহিনু জে সার ॥

মধ্য,—

নাএকের সঙ্গ হইলে রসপ্রেম জন্মিলে। তাহাতে পরম বস্তুর উৎপতি। তার এক বিন্দু নিকসিলে কাম ভুবে। কামের দেস হয় কে। চেতন চিন্তিত অঙ্গিকৃত ॥ নিতাই চৈতন্য অদ্দৈত তিন দেসে তিন স্থিতি। মুখে চেতন চৈতন্য বক্ষে চিন্তিত নিত্যানন্দ॥ অক্ষিকৃত অদ্বৈত অধেতে ॥ তিন দেসে তিন রতি। কামের স্থিতি মস্তকে। তাহাকে সত্তা বলি। প্রেমের স্থিতি চন্দ্রমুণ্ডলে তাহাকে মহাসর্ত্তা বলি। সত্যা জিব আত্মা॥ মহায়াত্মা পরময়াত্মা। জিব আত্মা নারায়ন ॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

সকাম সে প্রেম এই নিজ প্রেমানন্দ।
নিস্কাম প্রেম হয় কৃষ্ণসেবানন্দ ॥
তাপ অন্ধ এই দুই কামের আক্ষান।
কিরোজ্যোতেসাসেতলগুনে প্রেমধরেনাম ॥
জদি তাপগুনে হয় কিরন স্বহায়।
সুয্য দিষ্টীপাত করে নাগে অন্ধকার প্রায় ॥
অতএব তাপে হয় অন্ধকার জোগ।
অমবর্স্যা তিথি রাহু সুয্য করে ভোগ ॥
কাম সম্বন্ধে প্রেম সেহ সর্ত্ত হয়।
তার পর হিতকাম প্রেমের উদয় ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আস।
আত্মানিল্যয় এই কহে কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

ইতি আত্মানিরূপন সমাপ্ত ॥ ইতি সন ১২৪৭ সাল তাং ২৫ চইত্রী ধাদগুায় বসিয়া লেখা জায়।

৩৩৩। স্বরূপবর্ণন।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস। পত্র ১-৯; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৯৸৹ X ৪৸৹ ইঞ্চি। লিপি-কাল নাই।

চৈতন্য মহাপ্রভুর যে সকল পার্শ্বচর ও ভক্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বরূপ অর্থাৎ দ্বাপরে কৃষ্ণলীলার সময় তাঁহারা কে কি নামে পরিচিত ছিলেন, পুথিতে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আরম্ভ,—

৺৭শ্রীশ্রীহরি ॥

কনকরুচিরগৌরং [ইত্যাদি শ্লোক]।
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় শ্রোতাগন স্থন হএ একমন।
গৌরচন্দ্র অবতার হৈলা যে কারন ॥
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ আর ভক্তগন।
সভাই আইলা জিব করিতে তারন ॥
কলিযুগে জিব সব পাপে হৈল নাস।
এই নাগি সঙ্গে সব করিলা প্রকাশ ॥
আপনে আইলা গৌর স্থন তার কথা।
স্থনিতে লাগয়ে স্থখ লীলামৃতগাথা ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে হৈলা অবতার।
পরম স্থন্দরি সখিগন সব আর ॥
তাঁহা সভা নঞা কৈল বহু স্থখোল্লাষ।
অবসেস কিছু আছে করিবেন প্রকাশ ॥
তিন বাঞ্চা অভিলাস করিতে পুরন।
এই হেতু অবতির্ণ হৈলা নারায়ন ॥

মধ্য,—

জয় শ্রোতাগন স্থন হএ একমন।
সব ভক্ত গোরা সঙ্গে হৈলা অবতীর্ণ ॥

তা সভার স্বরূপ কহি সুন সাবধান।
সখা সখি মাতা পীতা আর বন্ধুগন ॥
জগন্নাথ মিশ্র আর সচি ঠাকুরানি।
আপনে শ্রীনন্দঘোস তাহার ঘরনি ॥
তবে কহি বিষ্ণুপ্রিয়া ... ...।
রুক্মিনিস্বরূপ পুর্ব্ব অবতার গনি ॥
বসুধা জাহ্নবি খ্যাতি জানিহ জাহার।
কৈলাষসিখরে বাস এই সক্তি তার ॥
কৃষ্ণপ্রিআ বলি জার বৃন্দাবনে বাষ।
গৌরাঙ্গের সঙ্গে তিহ গদাধর দাস ॥

ভণিতা,—

শ্রীরুপ রঘুনাথপদে জার আস।
স্বরুপ বর্ণ্ন কিছু কহে কৃষ্ণদাস ॥

শেষ,—

রূপগোসাঞি ব্রজলীলার করিল বিস্তার।
পরকিয়ার মত তথা করিল প্রচার ॥
পুর্ব্বে সেই মত তিঁহ গ্রন্থ বিবরিলা।
নিজ গ্রন্থে স্বকিআ করি তাহা আচরিলা ॥
এক দিন নিবেদন করিল তাঁহারে।
শ্রীরুপ কৃপা কৈল বহু তাঁহার উপরে ॥
কৃপায় করিল ব্রজলীলার প্রচার।
গৌড়দেশ নঞা তিঁহ করিল বিস্তার ॥
তিঁহ কৃপা কৈল গ্রন্থ হৈল তিন জনে।
নমস্করি গৌড়দেশ করিল গমনে ॥
শ্রীরুপের আজ্ঞা তাথে রাধাকৃষ্ণলীলা।
গৌরবাসি লোক সব তাহা আচরিলা ॥
শ্রীরুপ রঘুনাথপদে জার আস।
স্বরুপ বর্ণ্ন কিছু কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি স্বরুপবর্ণ্ন সমাপ্ত ॥০॥ জথা দিষ্টং তথ লিখিতং লিখক দোষ নাস্তিকং ॥ লিখিতং শ্রীবলরাম দাস সাঃ যাগরাকাটা ॥

৩৩৪। স্বরূপবর্ণন।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ। পত্র ৯; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১১৸০ × ৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৭২ সাল। বিষয়—পূর্ব্বের পুথির অনুরূপ।

শেষ,—

একদিন নিবেদন করিল তাহারে।
শ্রীরূপের কৃপা হৈল তোমার উপরে ॥
তিন জন কৃপা কর কিছু গ্রন্থ সার।
গৌড়দেসে লইয়া তাহা করিল বিস্তার ॥
তেহোঁ কৃপা কৈল শ্রীদাস নরোত্তমে।
নমস্করি গৌড়দেষে করিল গমনে ॥
শ্রীরূপের আজ্ঞা তাহে রাধাকৃষ্ণলিলা।
সুখে গৌড়বাসি লোক আচরিলা ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আস।
স্বরূপ বর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণদাষ ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজবিরচিতং স্বরূপবর্ণনং সমাপ্ত ॥*॥ এ গ্রন্থ শ্রীরামানন্দ বসুর স্বাক্ষরলিখিতং মোকাম কাইগাঁ সন ১১৭২ এগার সও বাহত্তরি সাল তারিখ ২৯ বৈসাখ বেলা তিন প্রহর ॥

৩৩৫। স্বরূপবর্ণন।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ। পত্র ১, ৩-৫; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রথম পৃষ্ঠায় ১১, অবশিষ্ট পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩৸০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পূর্ব্বে এই নামীয় দুইখানি পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সামান্য পাঠভেদ ছাড়া তাহার সহিত আলোচ্য পুথির আর কোনও পার্থক্য দেখা গেল না।

শেষ,—

একদিন নিবেদন করিল তাহারে।
শ্রীরূপের ক্রপা হইল তোমার উপরে॥
তিন জনে ক্রপা কর কীছু গ্রন্থ…।
গৌড় দেসে নয়া তাহা করিব বিস্তার॥
তেহু গ্রন্ত ক্রপা কৈল জেই তিন জনে।
নমস্করি গৌড়দেশে করিব পয়ানে॥
শ্রীরূপের আজ্ঞায় রাধাকৃষ্ণলিলা।
সুখে গৌড়বাসি লোকে তাহা আচরিলা॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আস।
স্বরূপবন্নন কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীস্বরূপ বন্নন গ্রন্ত সম্পন্ন॥ * ॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং গ্রন্ত মাধুরিদাস তথাহ শ্রীকুঞ্জবেহারি দাসস্য তার ভাই শ্রীমাধুরিদাস গ্রন্ত লিখিতং ইতি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তাং ॥ঃ॥ অনর্পিতচরীং চিরাৎ [ইত্যাদি শ্লোক]।

৩৩৬। লবঙ্গচরিত্র।

রচয়িতা—মুকুন্দদেব গোস্বামী। পত্র ১-১৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। ১ম হইতে ৫ম পত্রের দক্ষিণাংশ ছিন্ন। পরিমাণ ৭॥০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১৩ সাল।

পুথিখানি সহজিয়া মতের। নাড়ীতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, কামতত্ত্ব, অষ্ট ধাতু, বস্তুতত্ত্ব ইত্যাদি পুথির আলোচ্য বিষয়।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নম।

জীবনাড়িগতোক্তঞ্চ ভুতনাড়িপ্রদীপক।
নাড়িনবমপ্লেষানাং অবেদশ্চ মম্মুর্ত্তমাঃ॥

অথ ·দেহতর্ত্ত· ধড়তর্ত্ত বস্ত নিরূপন॥ আদৌ নাড়িতর্ত্ত লিখ্যতে॥ নবম নাড়ি॥

ইঙ্গলা প্রথমা নাড়ি … অধিকারি।
দ্বিতিয় পিঙ্গলা নাড়ি নিবেদন করি॥
ব্রহ্মার দ্বিতিয় পিঙ্গলা নামে নাড়ি।
সেই সে পিঙ্গলা নাড়ি পিত্ত অধিকারি॥
শিবের কৌশলা নাড়ি রস অধিকারি।
তিন জনা তিন নাড়ি কহিয়ে বিবরি॥
আত্মারাম রামেশ্বর আর দেহ আত্মা।
তিন জনের তিন নাম তিন তিনের কর্ত্তা॥
তার পর জীবআত্মা দেহের বিলাস।
বৈধির আশ্চিত হঞা পুরে শব আস॥
অর্দ্ধদেহ অধিকারি জীবআত্মা হয়।
বৈধিরূপে জীব ভোগ নানা সে করয়॥
পরমাত্মার অর্দ্ধ অঙ্গ হয় রাগরূপে।
রাগের শম্মন্দে আত্মা বিলাস শ্বরূপে॥
ইঙ্গলা নামেতে নাড়ি হয় জীবরতি।
গন্ধকালা নামে জিব আত্মার প্রকৃতি॥

মধ্য,—

এইরূপে দেহতর্ত্ত হইল নিরূপন।
দেহের বিত্তান্ত কিছু করি নিবেদন॥
দেহেতে শকল আছে তাহা কহি শুন।
শপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল চৌর্দ্ধ ভুবন॥
সপ্ত সায়র বত্তিষ কোটা আর নব নাড়ি।
সুমেরুশৃঙ্গে তায় বাঁকা নদি বেড়ি॥
হিত চিত পরহিত পরতন্ত্র তাহে।
শহজ ধর্ম্মের কথা সহজেতে কহে॥

নাড়িতর্ত্ত ধড়তর্ত্ত শুক্রতর্ত্ত আর।
কহিব তাহার তর্ত্ত করিয়া বিচার ॥
তথাহি ॥
নাড়িশুক্রবিন্দুঘর্ম্মধড়তর্ত্তনিরূপনঃ।
কায়া সহজরূপে ধর্ম্মাতায় জলং বপুঃ ॥ইতি॥
প্রথম ধড়ের তর্ত্ত গুহ্য গুপ্ত দেশ।
কহিব তাহার তর্ত্ত সুনহ বিশেষ ॥
গুহ্য গুপ্ত চন্দ্রদেশ শহজপুর নাম।
সির্দ্ধ রতি শহজ বস্তু ধড় অবিধান ॥
প্রথমে কহিয়ে ধড় ককার উচ্চার।
কামশরবরে হয় ধড় সংস্কার ॥
ককার বর্ণেতে হয় কংকালীর মুর্ত্তি।
তাহারে ছাটিয়া পাই সেই কামগায়ত্রী ॥

শেষ,—

সেই শ্বেত শুক্রবিন্দু অম্বল পুরিত।
তায় আসি জিবশক্তি ঈশ্বরঘটিত ॥
প্রলয় করিবে তায় সাবধান হইয়া।
সহযের এই ধর্ম্ম গ্রন্থে দিল কহিয়া ॥
এইত সহজধর্ম্ম হইল নিরূপন।
ইহা বলি গুঢ় মর্ম্ম সুন ভক্তগন ॥
এক ধর্ম্ম এক সঙ্গ একের সংযোগ।
সাহাজিক রতি হয় প্রনয় সম্ভোগ ॥
একের সঙ্গেতে রতি প্রনয় করিবে।
তবে আত্মারামেশ্বর বুঝিতে পারিবে ॥
দ্বিতিএর সঙ্গ হইলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়।
লবঙ্গচরিত্র গ্রন্থ মুকুন্দেব কয় ॥

ইতি শ্রীমকুন্দেব গোস্বামিবিরচিতায়াং শ্রীলবঙ্গচরিত্র গ্রন্থঃ শংপূর্ন্নং ইতি লিখিতং শ্রীগোলকনাথ ঘোষ জথাদিষ্টং [ইত্যাদি]। শাঃ ভোতা পরগনে বর্দ্ধমান সন ১২১৩ সাল তারিখ ১ জৈষ্টি রোজ মঙ্গল বার ॥

৩৩৭। সাধ্যনদীপিকা।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। শেষ পৃষ্ঠায় ৯ এবং অন্যান্য পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ৮॥০×৫ ইঞ্চি। লিপিকরের নাম-ধাম বা লিপিকাল নাই। পরকীয়া-ভাবের সাধনবিষয়ক কয়েকটি কথা এই ক্ষুদ্র পুথিখানিতে বিবৃত হইয়াছে। আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥
দাসভাবে দাস্য বৈশে সাধকগরিমা।
সদা গতাগত করি সিদ্ধির লয় সিমা ॥
গুরুচরণ আশ্রয় করি দাস নাম ধরে।
বৈষ্ণব সেবা করে যে ভক্ত বলি তারে ॥
সক্ষ্য সান্ত দাস্য বাৎসল্য এহি চারি হয়।
ইহার অন্তরে আছে ভাবের নিলয় ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব জেহি ভজিবার পারে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ হয় তার নেত্রগোচরে ॥
অল্প ভাগ্যে নাহি মিলে বৈষ্ণবচরণ।
প্রেমভক্তিদাতা প্রভু ভক্তপরায়ণ ॥

তৃতীয় পত্রে,—

গোস্বামী ঠাকুর সব প্রকট হইয়া।
পরকিয়া ধর্ম্ম দিলা প্রকাশ করিয়া ॥
জে ধর্ম্ম দৈব বেদবিধির অগোচর।
সে ধর্ম্ম পাইল মূর্খ পণ্ডিত সকল ॥
গুরুমুখে মন্ত্র সুনি জন্মে তত্ত্বজ্ঞান।
গাড়ক চাতক জলে করয়ে সন্ধান ॥
লোবোধ দাবিড় চোর জেন পর দ্রর্বে।
এমত জাহার তৃষ্ণা সেহি পাবে সর্বে ॥

শেষ,—

এহি চর্ম্মচক্ষে কৃষ্ণ দেখিতে না পাও।
বৈষ্ণবের অঙ্গে কৃষ্ণ সুখি বলি জাও ॥

জত কিছু সেবা দেখ আপনার মতে।
সোমাধা করিব গুরু বৈষ্ণব দ্বারাতে ॥
তবে কৃষ্ণসেবা হয় না কর বিস্ময়।
গোস্বামির আজ্ঞা এহি সব গ্রন্থে কয় ॥
শ্রীরূপ সনাতন বলিহারি জাও।
সাধনদ্বিপীকা মনে সদায় জাগাও ॥
ইতি সাধনদ্বিপীকা গ্রহন্থ শংপূর্ন্ন ॥

৩৩৮। জীবমঞ্জরীতত্ত্বনিরূপণ

রচয়িতার নাম নাই। পত্র—১, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রথম পৃষ্ঠায় ১০ ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৭৫ সাল।

মোট একটি পাতায় পুথি সমাপ্ত। ভাষা গদ্য ও পদ্যময়। প্রথম ও শেষ অংশ হইতে খানিকটা তুলিয়া দিলাম।

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥

খেতি জল বাউ অগ্নি আকাষ আকার।
এই পঞ্চরূপে হৈল দেহের সঞ্চার ॥
ইহার বিজ সনি[তি] ষুক্রে ইহাতেই
আধার হয়।
ইহাকে ভুতআত্মা বলি অধেয় বস্তু কী হয় ॥
জিব আত্মা পরম আত্মা আত্মারাম।
আত্মারামেস্বর এই চারে্য হয় ॥

দষ ইন্দৃ হয় রিপু ইহার নিলার স্বহায়কর্ত্তা হয়। জিবআত্মা সংজোগ হয় ক্রূয়া সারিলে জে বস্তু বলি ইহাতেই ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার হয় ॥ ক্রূয়া অনুসারে ভোগাদি প্রাপ্তি হয়। ইহারা স্থিতি কিষে। তিন গুনে তার নাম কি: সর্ত্ত রজ তম। ইহারা কে বটেন। সর্ত্তে বিষ্ণু রজে ব্রহ্মা তমে হর। এই তিন বর্ত্তমান কিষে। বাই পিত্য শ্লেলেস্বা। এই তিন ধাউত পরমাত্মাতে গত হইলে। জোগসাধন বলি ইহাকে মূর্দ্ধ সত্ত বলি ॥

শেষ,—

প্রকটলিলাতে কি, মদনগোপাল গোপিনাথ গোবিন্দ এ তিন, গৌরলিলাতে কে, নিত্যানন্দ চৈতন্য অদ্যৈত। প্রমান কি। স্বয়ংরূপ তদেকাত্মা রূপাবেষ নম, প্রথমে এই তিন রূপে রহে ভগবান। বর্ত্তমান কিষে, দেহে, তার লক্ষ্যণ কি, কাইক, বাচিক মানষিক। এই তিন বর্ত্তমান। প্রমান কি। কাইক অদ্বৈত, বাচিক নিত্যানন্দ, আনন্দরূপ মানসি চৈতন্য চেতনরূপ, এই তিন লিলা করিতেছেন।

অদ্যাবধি সেই লিলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥
হৃদয়ে ধরয়ে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এই সব সির্দ্ধান্তে যে পাইবে আনন্দ ॥
অতএব জার বস্তু তাথে নিজজিয়া।
সদা ব্রজে বাষ কর মন শুর্দ্ধ হইয়া ॥০॥

ইতি জবামুঞ্জরিতর্ত্তনিরুপন সমাপ্ত ইতি সন ১১৭৫ মাঘ ॥

৩৩৯। রসতত্ত্বকল্প।

রচয়িতা—রাধামোহন দাস। পত্র ১-১৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১০৸০ × ৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৪ সাল।

গ্রন্থকার, পুথিখানি 'নরোত্তমের' মুখ দিয়া

প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পুথির প্রতিপাদ্য বিষয়—পরকীয়া সাধনমূলক সহজ ধর্ম্ম।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নম॥

নামচিন্তামনি কৃষ্ণ [ইত্যাদি শ্লোক।]
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণাহৃদয়॥

ইত্যাদি বন্দনার পর গ্রন্থারম্ভ,—

স্তন স্তন রামচন্দ্র কবিরাজবর।
মাধুর্য্য কথা এ তিন লোকের পর॥
রসিক ভকত জেই মাধুর্য্যেতে রত।
ঐশ্বর্য্যেতে রত হয় সকল জগত॥
কল্প উর্দ্ধে জখনেতে কিছু নাঞি ছিল।
গন্ধগিরি বলি এক পর্ব্বত আজেসিল॥
তাহার নিচেতে কিছু মেদনি রহিল।
পৃথিবি বলিয়া নাম তাহার জে হৈল॥
গন্ধগিরির ধারা প্রকৃতি মেদনি গর্ত্তবতি।
তাহাতে জন্মিলা দুই পুরুস প্রকৃতি॥
তনয় তাহার নাম গন্ধগিরি হৈলা।
তনয়া তাহার নাম মেদনি রহিলা॥
গন্ধগিরি হৈতে অনেক পুরুস জন্মিলা।
মেদনি হইতে অনেক প্রকৃতি হইলা॥
পুরুস প্রকৃতি দুই অনেক জন্মিলা।
দুই দুই করি সভার স্থান বাটী দিলা॥
এক জাতি হৈলা সভে একুই আচরন।
আপন আপন কার্য্য সভে প্রায়তজন॥
ভক্ষনসামিগ্রী এই অনেক শ্রীজিল।
জনে জনে এক এক কুঞ্জ বনাইল॥
প্রকৃতি পুরুস সব শ্রীষ্টী করিঞা।
জনে জনে রহে সভে গৃহস্ত হইঞা॥

... ...

গন্ধগিরির এক পুত্র নন্দ নামে হৈলা।
জসোদা নামেতে এক গৃহিনী রাখিলা॥
প্রাকৃত পুরুস হৈলা নন্দ মহাসয়।
গুন নিগুর্ন তাহা কিছু না জানয়॥
তাহার হইলা তবে দুইত নন্দন।
এক পুত্র গুনি হৈলা আর ত নিগুর্ন॥

—ইত্যাদি ২।৩ পত্র।

সপ্তম পত্রে,—

ত্রেতা যুগেতে জখন রঘুনাথ হৈলা।
বাপের সত্য পালিতে তিহোঁ বনে প্রবেসিলা॥
সিতা লয়্যা কুটীর করিলা এক স্থানে।
সেইখানে সিতা হরি লইল রাবনে॥
রাবনে মারিয়া সিতা লইয়া আসিলা।
অগ্নীতে আহুতি দিঞা পরিক্ষা করাইলা॥
সেই স্থানেতে রহে জত মুনিগন।
সভার নহিলা সিতা পরিক্ষা করেন॥
শ্রীরামের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুনিগন।
আক্ষেপ করিঞা করে বিধাতা নিন্দন॥
জদি বিধি আমা সভায় নারি নিরমাথ্য।
শ্রীরামেরে দেহ দিলে সার্থক হইত॥
এই এক বাঞ্চা সভার করিতে পুরন।

... ...

বাঞ্চা পুরিত আমি করিব সভাকার॥

... ...

ভরথমুখে স্তনিলেন মাধুর্য্যের কথা।
চিত্তে লোভ হৈল আমি করিব সর্ব্বথা॥

ভণিতা,—

শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ মনে করি আস।
রসতত্তকল্প কহে রাধামোহন দাস॥

শেষ,—

এইত কহিলাম আমি সকল আচার।
চৈতন্য গোসাঞী মোরে কর অঙ্গিকার॥

সাধন ভজন নাহি জানি ভকতি আচার।
আপনার গুনে প্রভু মোরে কর পার ॥
বৈষ্ণব গোসাঞী মোরে হয় কৃপাময়।
তোমরা করিলে কৃপা সর্ব্বসিদ্ধী হয় ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ মনে করি আস।
রসতত্ত্বকল্প কহে রাধামোহন দাস ॥

ইতি রসতত্ত্বকল্প সমাপ্ত ॥০॥ লিখিতং শ্রীচৈতন্যচরন দাস সাকীম রামজীবনপুর পরগনে ঘরকোনা সন ১১৮৪ সাল তারিখ ১৩ চৈত্র রোজ সোমবার ॥*॥

৩৪০। গোবিন্দরতিমঞ্জরী।

রচয়িতা—ঘনশ্যাম দাস। পত্র ১৪-১৯; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। সমস্তগুলি পত্রের দক্ষিণাংশ গলিত। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১১×৪৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পুথিখানির ১ হইতে ১৩ পাতা পর্য্যন্ত নাই; মাত্র শেষের ছয়টি পাতা আছে। তাহাও আবার ডান দিকে এমন গলিয়া গিয়াছে যে, কোনও একটি শ্লোক বা পদ সম্পূর্ণ তুলিবার উপায় নাই। প্রাপ্ত অংশে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ৪৫টি সংস্কৃত শ্লোক এবং তদুচিত বাঙ্গালা পদ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার একটিও সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতে পারা গেল না। সংস্কৃত শ্লোকগুলর রচয়িতা কে, জানা যায় না। পদগুলিতে ঘনশ্যাম দাসের ভণিতা আছে। নমুনাস্বরূপ নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

ত্যক্তত্বা কুলগৌরবং নিজবপুস্ত্বয্যর্পিতং মাধব
ত্বং তুথাপ্য বি... ... ... ।
সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য বামনপদে মূর্দ্ধানমপ্যর্পয়
ন্যস্তং ভূপমধো নয়ন্তি···শ্যামাত্মনে তন্নমঃ ॥
তুহুঁ গগন পরসায়ি।
তৈখনে তেজলি তায়ি ॥
শুন শুন নাগররাজ।
তোহে বুঝি ঐছন কাজ ॥ ধ্রু ॥
... ...
সো পুন কৈছে নিদান।
কব কিয়ে হোত না জান ॥
অতয়ে নিবেদিয়ে তোয়।
তোহেঁ জানি অপজস হোয় ॥

পঞ্চদশ পত্রে,—

ব্যামুগ্ধোঽপি ন লক্ষ্যতে পুরসুহৃদ্‌বৃন্দৈর্গভীরাশয়-
স্তীব্রাস্ত······························ তে।
ত্বদ্বার্ত্তালবমাকলয্য মুরজিদ্ধৈর্য্যাবলম্বেঽক্ষমঃ
শ্বাসোল্লাসমুদগ্র···পদং যত্নেঽলিখৎ তৎ শৃণু ॥

হিয়ে বিরহানল জলত নিরন্তর
লখয়ি না পারয়ি কোয়ি।
জনু বড়বানল জলনিধি অন্তরে
... ... ॥
তুয়া গুন নাম গুপত অবলম্বন
সোই সতত জপমন্ত্র ॥ ধ্রু ॥
তুহারি সংবাদ সুনল যব মো সঞে
ধৈরজ......... ।
গদ গদ বোধন ভাষ ॥
নখরশিখরে মহি লেখি বুঝাওল
কহইতে নাহি যছু ঠাম।
মরমক বেদন মরমে সমাপই
... ... ॥

শেষ,—

······কৌন কি করি কাহাঁ আছিয়ে
অনুভবি ওর না পাই।

কহ ঘনশ্যাম দাস জগ মানস
মোহন মোহিনি তাই ॥
... ...
ইতি শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জর্য্যাং...মস্তবকঃ ॥৫॥ সমাপ্তশ্চায়ং গোবিন্দরতিমঞ্জরী ॥০॥ শ্রীশ্রীগুরু জয়তী ॥ ইতিত্যাদী ॥

৩৪১। নিগম।

রচয়িতা—গোবিন্দ দাস। পত্র ১-৮; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৭॥০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৬ সাল।

ভক্তের মাহাত্ম্য, বৃন্দাবন, পুরী এবং নবদ্বীপ, এই তিন স্থানের অভিন্নতা ও গৌরাঙ্গ অবতারের প্রয়োজনীয়তা এবং পূর্ব্বাভাস, এই বিষয়গুলি পুথিতে আলোচিত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

৺৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নম ॥
নারাধিতং কলিযুগে [ইত্যাদি শ্লোক]।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে।
আপনার গুনে সব জিবে করেন পারে ॥
বন্দিব সে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচুড়ামুনি।
পদ্মাবত্তি সখি বন্দো জোড় করি পানি ॥
বন্দিব শ্রদ্ধাতে গুরু বৈষ্ণবচরন।
জাহা হৈতে পাইল ভাই জ্ঞান অঞ্জন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ।
আপনার গুনে জিবে দিলা প্রেমানন্দ ॥

তৃতীয় পত্রে,—

শ্রীবৃন্দাবনভুমি কভু নাহি ছাড় হরি।
তবে কেনে জাব বোল নবদ্বিপ পুরি ॥
ইহার বিশেষ কথা কহিবে আমারে।
মায়া না বুঝিতে পারি স্থন গদাধরে ॥
স্থনহ নারদ মুনি কহিল তোমারে।
এক বৃক্ষের মুল সপ্ত পাতাল ভিতরে ॥
দুই ডাল আছে তার প্রবল গঠন।
তার এক ডাল নাম ধরে বৃন্দাবন ॥
আর এক ডাল নাম ধরে নিলাচল ॥
দুই ডাল সমভোগ সম দুই পুরি।
শ্রীবৃন্দাবন পুরি মোর জগতের ধন্য।
আর ধন্য নবদ্বিপ প্রকাস চৈতন্য ॥
সাঙ্গপাঙ্গ নঞা সব নবদ্বিপে জাব।
শ্রীচৈতন্যরূপ তবে প্রকাস করিব ॥

শেষ,—

কহএ গোবিন্দদাস ভজ ওরে ভাই।
এমন দয়াল নিধি বৈষ্ণব গোসাঞি ॥
বড় আশ্রয় দেখিঞা থাকএ জেই জন।
যুগ যুগান্তরে সেই না পায় চরন ॥
ইহা জানি ভজ ভাই জার জেই ইচ্ছা।
কেবল কৃষ্ণের নাম আর সব মিছা ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে।
কলিযুগে প্রেমদান করিল সভাকারে ॥

ইতি ॥ নিগম গৃন্থ সংপুর্ন্ন হইল। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীবাবুরাম দাস বৈরাগ্য সাং বালিয়া। সন ১২২৬ সাল তাং ১২ অগ্রায়ন ॥

৩৪২। নিগম গ্রন্থ।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস। পত্র ১-২, ৫; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পাতা পোকায়

কাটা। শেষের পাতার অক্ষর কতকটা মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৪ × ৪৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

এই নামীয় পুথির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য পুথিখানি খণ্ডিত—মাত্র তিনটি পাতা। প্রাপ্ত অংশে পূর্ব্বপুথির সহিত কোনও পার্থক্য দেখা গেল না। সুতরাং পৃথক্ পরিচয় অনাবশ্যক।

৩৪৩। সাবধানবর্ত্ম (সাধনবর্ত্ম ?)।

রচয়িতা—শ্যামানন্দ দাস। পত্র ১-১৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি; দুই এক পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। শেষ পৃষ্ঠার অক্ষর কিছু মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৪৷৷৹ × ৪৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৭১৫ শকাব্দ।

পুথিখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের। গুরু, বৈষ্ণব, কৃষ্ণ, এই তিনের একত্ব, ভক্ত-মাহাত্ম্য ও কীর্ত্তন-মহিমা, মোটামুটি এইগুলিই পুথির প্রতিপাদ্য বিষয়।

আরম্ভ,—

শ্রীগুরুবে নমঃ॥

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং প্রণম্য পরমং গুরুং।
পরাপরগুরুং নত্বা শ্রীচৈতন্যগদাধরং॥
নমো নমো নম নিজ গুরুর চরণ।
জাহার কৃপাএ লভে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
চৈতন্যচরন বন্দো প্রিয় গদাধর।
দিনহিনজনবন্ধু কৃপার সাগর॥
শ্রীরূপ সনাতন বন্দো নিজ পারশাদ।
তেহো সে করিল প্রেম ভক্তির আশ্বাদ॥
শ্রীনন্দনন্দনপদ বন্দিব সতত।
কৃষ্ণপ্রিয়াচরণে সতত দণ্ডবত॥
প্রণমোহ তাহার জতেক পরিবার।
ললীতাদি বন্দোম সুরিদপক্ষ তার॥
সংক্ষেপে কহিল কিছু সাবধানবর্ত্ত।
কহিতে সুনিতে ঘুচে মনের অন্নর্ত্ত॥
জীজ্ঞাসার গতি আছে প্রত্যুত্তর পথ।
সুনিতে আনন্দ বড় যার যেই মত॥
কহিব সকল কথা সাবধানবৃত্যান্ত।
যে কিছু কহিব নানা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত॥
ভাগবত গীতা আদি প্রধান প্রমান।
মধ্যে মধ্যে আছে শ্লোক নারদি পুরাণ॥
আর জত সাস্ত্র শ্লোক আছে কত কত।
উজ্জলপ্রশঙ্গ সনাতনমুথাশ্রত॥

ভণিতা,—

গুরুদেবচরনে সুদৃঢ় করি মতি।
শ্যামদাস বোলে মোর আর নাহি গতি॥

শেষ,—

মৎশ্য কুর্ম আদি করি যত অবতার।
কেহ অংশ কেহ কলা সকলী তাহার॥
অনন্ত ঐশ্যার্য লীলা কে কহিতে পারে।
শংক্ষেপে কহিল কিছু গ্রন্থ অনুশারে॥
গুরুদেবচরনে সুদৃঢ় করি মতি।
শ্যামদাসে বোলে আমী কী কহিতে পারি॥

শ্রীশ্যামানন্দ দাস বিরচিত শ্রীশাবধানবর্ত্ত গ্রহন্থ সমাপ্ত:॥ ইতি শকাব্দা ১৭১৫ শক মাহে ২৮ আশ্বিন দিবস বৃহস্পতি বার ॥*॥ বেলা দুই পহর কালে গ্রহন্থ লেখন সমাপ্ত ॥*॥

৩৪৪। ভক্তিরসকারিকা।

রচয়িতা—অকিঞ্চন দাস। পত্র ১-৫; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৪ সাল।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

অথ ভক্তিরসকারিকা ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় মহাসয়।
পতিতপাবন গৌরচন্দ্রের উদয় ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ করুনাসাগর।
কৃপা কর নিতাই ঠাকুর রসের নাগর ॥
কলিজুগে অবতির্ন্ন হইল দুই ভাই।
চৈতন্য ঠাকুর মোর দয়ার নিতাই ॥
ভক্তগণ সঙ্গে করি জেমত বিচার।
জারে তারে কৈল দয়া না কৈল বিচার ॥
চৈতন্য নিতাই মোর দুই মহাসয়।
জিবের নিস্তার হেতু করিল উদয় ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ একোত্রে বসিলা।
দুই প্রভুর বাক্যভাসে অমিয়া খসিলা ॥

ভণিতা,—

এই মত বাক্য কহে নিত্য আবেসে।
দয়ার ঠাকুর কহে অকিঞ্চন দাসে ॥

শেষ,—

ইহা স্থনি মহাপ্রভু হাসিয়া কহিলা।
মাত্রিগর্ভে পুত্র জন্মে পিতা কেন হইলা ॥
স্ত্রী হইতে পুত্র যদি হয় উপদান।
তবে কেন স্বামিভক্তি করয়ে সঙ্গম ॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু ইহ সত্য হয়।
সংসারি জড়িত জী[বে]র বিশ্বাস না হয় ॥
প্রভু কহেন নিত্যানন্দ বুঝহ কারন।
বিশ্বাস হইলে পায় ব্রজন্দ্রনন্দন ॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু করি নিবেদন।
গুরুতে বিশ্বাস জিবের নহিব পালন ॥
প্রভু কহেন নিত্যানন্দ স্থনহ বচন।
অবিশ্বাসী হইলে জিবের নরকে গমন ॥

ইতি গ্রন্থ সংপুন্য হইল সন ১২৩৪ সাল তারিখ ২৯ ভাদ্র।

৩৪৫। লীলামৃতরসপুর।

রচয়িতা—রসিকানন্দ দাস। পত্র ১-১৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১০৷৵০×৫৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পুথিখানি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের—রাধাকৃষ্ণ-লীলা প্রতিপাদ্য বিষয়। বিভিন্ন সখীর নাম, তাঁহাদের গুণাবলীর পরিচয়, কোন্ কোন্ কুঞ্জে তাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের পিতা মাতা প্রভৃতির পরিচয়, কোন্ সখী কোন্ সময়ে কি ভাবে রাধাকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করেন, ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় পুথিতে লিখিত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥

শ্রীমদ্‌গুরোশ্চরণতামরসং [ইত্যাদি শ্লোক।]
প্রথমে বন্দিব মুঞি শ্রীগুরুর চরন।
জাহার প্রসাদে ভববন্ধ বিমোচন ॥
তাহার মহিমা আমি কি বুলিতে জানি।
যাহার চরনপদ্ম প্রেমসর স্থনি ॥
মহান্ত বন্দিব আর তার নিজগন।
তাহার স্বরনে হয় অভিষ্ট পুরন ॥
... ...

সভাকে বন্দিয়া মুঞি এই মাঙ্গো বর।
রসিক ভকত সঙ্গ হউক নিরন্তর॥
লীলামৃতরসপুর করিতে বর্ন্নন।
এই বাঞ্ছা চিত্তে মোর উঠে অনুক্ষন॥
শ্রীপ্রিয়মঞ্জরী গোপালীকা অভিধান।
করিলা অপূর্ব্ব গ্রন্থ অমৃত সমান॥
তার ভাসা করিতে হয় মোর চিত্ত।
আপনা অযোগ্য দেখি হই সঙ্কোচিত॥

ত্রয়োদশ পত্রে গ্রন্থের পরিচয়,—

নরহরি প্রভুর চরনকৃপাবলে।
প্রকাসিল প্রেমরস ঠাকুর গোপালে॥
ঠাকুর গোপাল মোর পরাপরগুরু।
তাহারি পাদপদ্ম ভক্তিকল্পতরু॥
সেই পাদপদ্মমধু করিয়া চিন্তন।
লীলামৃতরসপুর করিল বর্ন্নন॥
সুত্র আরম্ভিয়া প্রভু বির্ত্তি করিবারে।
প্রেমপাত্র হবি তার দিলেন তাহারে॥
শ্রীহরিচরণ প্রভুর গুরু আজ্ঞা পাঞা।
প্রকাসিল লিলামৃত রষপুর দিয়া॥
সেই বির্ত্তি আস্বাদয়ে প্রভু রামচন্দ্র।
শ্রীহরিচরন চিন্তি হৃদয় আনন্দ॥
আস্বাদিতে আস্বাদিতে কৌতুক উঠিল।
ভাসা করিবারে প্রভু মোরে আজ্ঞা দিল॥
আজ্ঞা পাঞা নিবেদিলু মো অতি অধম।
কাতর দেখিয়া প্রভু কহয়ে বচন॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা জানিব ইহাতে।
এ বিত্তির ভাসা জদি হয় দিন হৈতে॥
এই আজ্ঞা পাঞা হৈল হৃদয় আনন্দ।
লীলামৃতরসপুর করিল আরম্ভ॥
মুঞি ছার মূঢ়মতি কি বলিব আন।
তাঞি লিখি প্রভু রামচন্দ্র জে বোলান॥

শেষ,—

রাধাকৃষ্ণলীলামৃতরসপুর নাম।
মনে ছিল মোর মনমথ কাম॥
প্রানসখির গন যত তার মুঞি দাস।
মুখে বলি মনে মোর নাহিক বিশ্বাষ॥
মধুমতি যত সতিমধ্যে প্রধানিকা।
তারে না ভজিলে কেহো না পায় রাধিকা॥
নরহরি বিনে নাহি পাই গোরচন্দ্র।
এ কথা কহিল মোরে প্রভু রামচন্দ্র॥
এই আজ্ঞা প্রভু ঠাঞি পাইলু বারে বার।
সেই বাক্য মোরে সর্ব্ববেদসার॥
তাহার চরনপদ্ম করিয়া চিন্তন।
লীলামৃতরসপুর করিল বর্ন্নন॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ মনেত ভরোসা।
রসিকানন্দ দাস কহে রষপুরভাসা॥
ইতি শ্রীলীলামৃতরসপুর সমাপ্ত॥*॥

৩৪৬। রসকলিকা।

রচয়িতা—নন্দকিশোর দাস। পত্র ১-৭৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫ পঙ্‌ক্তি। মধ্যে মধ্যে লাল কালির লেখা আছে। পরিমাণ ১১৷৹ × ৬ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৯ সাল।

পুথিখানি বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের সংগ্রহগ্রন্থ; ষোলটি দল বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এক এক অধ্যায়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন রসশাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, তাহার অনুবাদ ও তদুচিত নায়ক-নায়িকার লক্ষণ এবং অনেক স্থলে গৌরাঙ্গদেবের জীবনী হইতে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সংস্কৃত

ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন; তাঁহার নিজকৃত শ্লোকও অনেক স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। অধ্যায়গুলির বিষয়-বিভাগ এইরূপ,—১ম দলে নায়কগুণ-কথন, ২য় দলে নায়িকানিরূপণ, ৩য় দলে নায়িকাস্বভাবভেদ, ৪র্থ দলে দৌত্য-প্রকরণ, ৫ম দলে উদ্দীপন-বিভাববর্ণন, ৬ষ্ঠ দলে অনুভাব-বিবরণ, ৭ম দলে সাত্ত্বিক বিবরণ, ৮ম দলে ব্যভিচারী ভাব-বর্ণন, ৯ম দলে অষ্টবিধ রতি-বিবরণ, ১০ম দলে মোহন দশা, ১১শ দলে স্থায়ী ভাব-বিবরণ, ১২শ দলে বিপ্রলম্ভ, ১৩শ দলে সম্ভোগচতুষ্টয়, ১৪শ দলে পুষ্পত্রোটন ও বংশীচৌর্য্য-বিবরণ, ১৫শ দলে দানলীলা, ১৬শ দলে সম্ভোগলীলা।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
[ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকের পর,—]
যথা রাগ॥

প্রথমে বন্দিব গুরু বাঞ্ছাকলপতরু
অতিশয় দীনজনবন্ধু।
অজ্ঞান তিমীর নাসে দীব্য নেত্র পরকাশে
সেই প্রভু করুণার সিন্ধু॥১॥
মো অতি অধম ছার মোরে কৈলে অঙ্গিকার
সেহো তাঁর করুণা প্রবল।
কৃপা করি সব মত জানাইলা রসতত্ত্ব
রাধাকৃষ্ণলীলাদি সকল॥
মুঞি অতিশয় দিন সারাসার জ্ঞানহীন
হৃদয় মলিন অতিশয়।
গুরুকৃপা প্রচণ্ড সব মলা করি খণ্ড
স্নিগ্ধাকার করিল হৃদয়॥
ব্রজেন্দ্রতনয় হরি রাধাভাব অঙ্গিকরি
নবদ্বীপে হৈলা অবতীর্ন্ন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রেমধন করি দান
আস্বাদিল নিজ ভাব পূর্ন্ন॥
নিত্যানন্দচাঁন্দ বন্দি গৌরপ্রেমরসানন্দী
বলদেব রোহিণীতনয়।
অবতীর্ন্ন মহিতলে প্রেম প্রচারিয়া বুলে
কীর্ত্তন আনন্দ রসময়॥ ইত্যাদি।
... ...
উজ্জল গ্রন্থ অনুসার বিদগ্ধ মাধব আর
সাধু পদ্য উক্ত যে প্রকার।
এ রসকলিকা নাম এই গ্রন্থের আখ্যান
অনুরূপ করিব প্রচার॥—২।১ পত্র।

ভণিতা,—

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে করি আস।
বংশীচৌর্য্যলীলা কহে নন্দকিশোর দাস॥

অধ্যায়সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীরসকলিকাগ্রন্থে সম্ভোগানুকরণ-বর্ন্ননে পুষ্পত্রোটনবংশীচৌর্য্যবিবরণকথনং নাম চতুর্দ্দশদলং॥

শেষ,—

রসশিরোমণী রাধা কৃষ্ণ দুই জন।
দোঁহার বিলাষ কিছু করিল বর্ন্নন॥
আমি অজ্ঞ দুরাচার বড়ই অধম।
অসত ধারণে সদা মনের গমন॥
বৈষ্ণব গোসাঞিমুখে অনেক শুনিল।
সকল স্মরণ নাহি কিছু মনে ছিল॥
অভিলাষ ক্রমে হৈল এ গ্রন্থ রচন।
দোষ না লইবে কেহো মুঞি অজ্ঞ জন॥
যদি কোন রসক্রমবিপর্য্যয় হয়।
সে রস বৈষ্ণব সব করিবে নির্ন্নয়॥
আমি মূঢ় দুরাচার অতি বড় হীন।
রস কিছু নাহি বুঝি অতি অপ্রবীণ॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে করি আস।
এ রসকলিকা নন্দকিশোর প্রকাশ ॥*॥

ইতি শ্রীরসকলিকাগ্রন্থে সম্ভোগলীলা-বর্ন্ননং নাম শোড়ষদলং ॥১৬॥*॥ সমাপ্তেয়ং রসকলিকাগ্রন্থঃ ॥*॥ স্বাক্ষরমিদং শ্রীকৃষ্ণদাসস্য মোকাম শ্রীশ্রী৺ধাম॥ পঠনার্থ শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ বসু মুনসী সাকিম কাইগ্রাম॥ ইতি সন ১২৩৯ সাল তারিখ ২০ ভাদ্র সম্বত ১৮৮৯। মাহ ভাদ্র সুদী নবমী রোজ সোমবার ব্রহ্মকুণ্ডে কুটিতে বসিয়া পুর্ন্ন করিলাম মাত্র॥

৩৪৭। বিলাপকুসুমাঞ্জলি।

রচয়িতা—রাধাবল্লভ দাস। পত্র ১-১৭; সম্পূর্ণ। ইংরাজী কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১২॥০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৬৯৯ শকাব্দ।

'বিলাপকুসুমাঞ্জলি' নামে এক শত একটি সংস্কৃত শ্লোকাত্মক স্তব, চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিরচিত। রাধাবল্লভ দাস এই পুথিতে তাঁহার পয়ার অনুবাদ করিয়াছেন। এক একটি সংস্কৃত শ্লোক, তাহার পরেই তার অনুবাদ, এইরূপ ক্রমে পুথি সজ্জিত। পুথির প্রথমে "ত্বং রূপমঞ্জরি সখি" ইত্যাদি তিনটি সংস্কৃত শ্লোক এবং তাহার পয়ার অনুবাদ, তার পর অনুবাদকর্ত্তার গুরু-বন্দনা, তৎপরে মূল স্তব। অনুবাদকর্ত্তার গুরুবন্দনা হইতে জানা যায় যে, তিনি যদুনন্দন দাসের শিষ্য। সেই শ্লোক এবং তাহার অনুবাদ এই,—

প্রভুরপি যদুনন্দনো জয়েশঃ
প্রিয়যদুনন্দন উন্নতপ্রভাবঃ।
স্বয়মতুলকৃপামৃতাভিষেকং
মম কৃতবাংস্তমহং গুরুং প্রদত্তে॥

প্রভু মোর আচার্য্য শ্রীযদুনন্দন।
শ্রীযদুনন্দন কৃষ্ণ জার প্রানধন॥
উন্নত প্রভাব জার নিজ কৃপামৃতে।
অভিসেক অতুল করিল মোর চিত্তে॥
সেই গুরুপাদপদ্ম নইলু স্মরন।
জার কৃপা হৈতে মোর ছুটিল বন্ধন॥২।২পত্র।

স্তবকর্ত্তার বন্দনা,—

যো মাং দুস্তরগেহনির্জ্জলমহাকূপা-
দপারক্রমাৎ [ইত্যাদি শ্লোক।]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মোরে কৃপা করি।
দুস্তর গৃহনির্জ্জলমহাকুপেতে উদ্ধারি॥
অপার দুঃখের মাঝে আছিলাম পড়িঞা।
কৃপারজ্জু দিঞা মোরে আনিল তুলিঞা॥
নিবিড় দয়ার সিন্ধুস্বভাব ধরিঞা।
নিজ পাদপদ্মনিকট আনিল টানিঞা॥
শ্রীদামোদরস্বরূপের সঙ্গ মোরে দিঞা।
সেই চৈতন্য প্রভু ভজি জার এত দয়া॥

শেষ,—

অয়ি প্রনয়সালিনী প্রনয় পুষ্টি দাস্যে।
প্রাপ্তের উপায় করি কাম অভিলাষে॥
প্রচুর দুঃখে দগ্ধ আমি অতি রোদনেতে।
বিলাপকুষুমাঞ্জলি এই ধরিল হৃদয়েতে॥
তুয়া পাদপদ্মে ইহা কৈল সমর্পন।
কৃপা কর হও তোমার তুষ্টির কারন॥
শ্রীরঘুনাথ দাষ গোসাঞির মন অভিলাষ।
সংস্কৃতে কহিল এই বিলাপ প্রকাষ॥
তাঁর পায় অপরাধ না হউক আমার।
সাষ্টাঙ্গ হইঞা করি কোটি নমস্কার॥
শ্রীমদীশ্বরি রাধিকার পাদসেবা য়াসে।
বিলাপকুশুমাঞ্জলি কহে শ্রীরাধাবল্লভ দাসে॥

ইতি শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিং চতুর্থোত্তরসত-
শ্লোকং স্বপারং সমাপ্তং ॥ ১০১॥৩॥১০৪॥

শ্রীরাধবিহারী ঘোষ গ্রন্থ করিলা লিখন।
জন্তেতে লিখিলা নিজের পাঠের কারণ ॥
কলিকত্তার সিমল্যার বাজারেতে বাষা।
রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম জাহার ভরোসা ॥
শ্রীঅকিঞ্চন দাষ ঠাকুর কৃপার সাগর।
তাঁর স্থানে ছিল্যা এই গ্রন্থ মনোহর ॥
দিননাথ দাষ মুড় পাপি দুরাচার।
কেশে ধরি শভে মোরে ভবে কর পার ॥
সকাব্দা শোলশ নিনালর্বের বিংশতি ফাল্গুণে।
দ্বিতিয় প্রহরে শমাপ্ত হইল্যা লিখনে ॥

৩৪৮। সারগীতা।

রচয়িতা—রতিরাম দাস। পত্র ১-১৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১৪ হইতে ১৭ পঙ্ক্তি। পরিমাণ ৯॥০ × ৪৸০ ইঞ্চি। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর। শেষ দুই পত্রের দক্ষিণ অংশের কতকটা নাই। লিপিকাল ১২০৩ সাল। পুথির বিষয়—রাধা-কৃষ্ণভজনোপদেশ। পুরাণাদি হইতে সংস্কৃত শ্লোক মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। পুথিতে পাঁচটি ভণিতা আছে। তন্মধ্যে চারিটিতে রতিরাম দাস এবং একটিতে শ্যামদাস নামের উল্লেখ দেখা যায়। শেষোক্ত নাম রতিরাম দাসেরই নামান্তর বা বিশেষণ হইবে কি ?

আরম্ভ,—

নমো গণেশায় ॥

নারাধিতং কলিযুগে [ইত্যাদি শ্লোক।]
সুন সুন অএ লোক হইআ একমন।
পুরান প্রমান কিছু করহ শ্রবন ॥
কলিসর্পপাপে বিসে নাসিল ভুবন।
তাহার প্রকার কিছু সুন সর্ব্বজন ॥
চারি বেদ চৌদ্দ সাস্ত্র আছএ বিদিত
তথাপি পাপিষ্ঠ লোকে করয়ে ইঙ্গিত ॥
শ্রুতি দিষ্টি দুই আছে বিপ্রের লোচন।
এক না থাকিলেক না বলিএ ব্রাহ্মন ॥
দুই না থাকিলে অন্ধ বলিএ তাহারে।
হেন সাস্ত্র পড়ি সুনি নানা ক্রিয়া করে।
—ইত্যাদি ॥

ভণিতা,—

১। অতি দিন অতি হিন নিচো নিচাচার।
রতিরামদাসে এহি করিল প্রচার ॥১৪ পত্র।

২। শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদে হুউক মনে আস।
সারগীতা কিছু কহে শ্যামদাষ ॥ ১৬ পত্র।

শেষ অংশে একটি সৃষ্টিবিবরণ আছে, তাহা এইরূপ,—

ষুন ষুন আরে লোক হৈয়া একমন।
সৃষ্টির সৃজন জোগ কহি এইক্ষন ॥
জথনে সৃজিলা প্রকাষ করিলা।
সৃষ্টি করিতে প্রভু আরম্ভ করিলা ॥
পূর্ব্বে জে সকল সৃষ্টি সব গেল বৈয়া।
বিন্ধাকুলি হইল সরিরে দেহা ॥
সৃষ্টি করিতে প্রভুর কতুক হইলা।
এক সূর্য্যের দ্বা[দ]শ সূর্য্যের তেজ হইলা ॥
পুড়িতে পুড়িতে গিয়া এক দেহ রৈল।
তাহাতে দ্বাদশ সূর্য্যের তেজ হইল ॥
সকল হইল ভস্ম সৃষ্টি হইল নাশ।
বাউরূপে সব ভস্ম করিলা নৌরাষ ॥
চৌসষ্ট দিগ যন্ধকার ছাতি কালা।
স্বর্গ মৈত্ত পাতালাদি নৈরাকার কৈলা ॥
এহি মতে সর্ব্ব সৃষ্টি করিল বিনাশ ॥
চন্দ্র নাই সূর্য্য নাই বাউ নাইক প্রকাশ ॥

অখণ্ড মণ্ডল স্থান বেদপরাৎপর।
তথা বসি আছে প্রভু যুগলকিসোর ॥
সোল কোষ স্থান তথা আছএ প্রমান।
ব্রহ্মাদি সিবগনে না জানে কারন ॥
... ...
মেঘপ্রায় অন্দ বিজুরি সঞ্চার।
ব্রহ্মা সিব মহেস্বরি নাহি পারাপার ॥
একে তুই তুই এক অপরূপ নিলা।
সৃষ্টি সৃজিবার প্রভু অবধান কৈলা ॥
মহাভাবে চক্ষুর জল নিস্বরে আপনার।
সেই জলে পদনখে হৈল বিক্ষকার ॥
পদনখে পড়ি জল বিক্ষকার হৈলা।
আর জল সত্তবতি নৈরাকার কৈলা ॥
তবে হরি মহাপ্রভু এমতে ভাবিলা।
অক্ষএ বটপত্রে ডিম্বু ভাসাইলা ॥
ডিম্বুক্ষঅ ভগবান হৈলা অন্তধ্যান।
সেই ডিম্বু ভাঙ্গি আইল ব্রহ্মর্জ্ঞান ॥
হস্ত নাই পদ নাই শরীর আকার।
লক্ষিতে লখন না জাএ নির্ম্মল আকার ॥
চতুদিগে চাহিআ অনাদিকুমার।
আপনার আপনে নাহি দেখে আর ॥
মুঞি মুঞি করিআ তুমি করিলা দাপ।
এই ক্ষনে সৃজিলাম না চিনিলা বাপ ॥
মুঞি মুঞি করিআ তুমি করিলা অহঙ্কার।
যুনিআ মহাপ্রভু আসিলা গোচর ॥
সদএ হইয়া প্রভু দিলেক উত্তর।
কি কারনে অঙ্গ ধর য়নাদিকুমার ॥
তবে মহাপ্রভু দিল অঙ্গিকার।
সিদ্ধা হৈআ পিণ্ডা পড়িবে তোমার ॥
জন্মিআ না চিনিলা বাপ আর মাতা।
আপনার অঙ্গ তুমি আপনে কৈলা ক্ষ্যাতা ॥
সত গুন রজ গুন জন্মিলা।
আপনে থাকিব তুহ্মি সরির ছাড়িলা ॥
এতেক বলিয়া প্রভু হইল অন্তধ্যান।
অন্ধকার ভাঙ্গিয়া হইল দিপ্তিমান ॥
দিপ্তিমান হইআ হইল...প...র।
হেন কালে অঙ্গছায়া দেখিল গোচর ॥
তবে অনাদি ছায়া ধরিবারে চাএ।
বাউর সমান ছায়া ধরিতে না পাএ ॥
ছায়া পাছে ধাইআ তবে করিল চুম্বন।
চারি কোনে চারি নাম হৈলে কারন ॥
সংসার সৃজন হেতু করিলেক মাঞা।
উত্তর দিগেত গিআ ধরিলেক ছায়া ॥
তবে তার মস্তক উপর হাত দিল
নাক মুক চক্ষু কর্ণ সকল জন্মিল ॥
তবে হাত দিল তার বুকের উপর।
কুচিমুচি হইআ দেবি হইল কাতর ॥
সেইত কারনে দেবির কুচ জন্মিল।
দেখি অনাদি দেব কাম উপজিল ॥
সর্ব্ব অঙ্গ বিচারিআ মনে কৈল সার।
দেবির উরুর মৈদ্ধে করিল বিদার ॥
সেই হতে সরিরের হইলেক ছ্রীতি।
... ভ মেদনি হৈল প্রিথিবিতে স্থিতি ॥
সেই রক্তে সুজাদেব হইল আকাসে।
তবে তুই জ... ...ন হরিসে ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিআ তবে লিঙ্গ নিকলিল।
তবে কেতকা দেবি মুহশ্চিত হৈল ॥
... ধরি তবে স্তাপিআ ধরিল।
তবে দেবির মুখে দিআ চন্দ্র নিকলিল ॥

এইরূপে পরে দেবী হইতে নক্ষত্র জন্মিয়া আকাশে চলিয়া গেল। তার পর দেবী হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। অনাদি, দেবীকে মহেশ্বরের হাতে সমর্পণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে, মহেশ্বর সেই দেহ মাটিতে

পুতিয়া রাখিলেন, বিষ্ণু তাহা তুলিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন, পরে জল হইতে তুলিয়া, বিষ্ণু ও শিব উভয়ে মিলিয়া সেই দেহ দাহ করিলেন। এইরূপে সৃষ্টির পত্তন হইল। গ্রন্থকার বলেন,—কৃষ্ণের অংশ হইতে অনাদি দেব এবং শ্রীরাধার কলা হইতে কেতকা দেবীর উৎপত্তি হয়।

শেষ,—

শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদে হউক মনে আস।
সারগীতা কিছু কহে স্যামদাস॥ ইতি॥
জত্র দিষ্টং তত্র লিখিতং লিখক নাস্তি দোষ॥

ইতি॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদে আষ। ইতি… পুস্তক লিখিতং। শ্রীরামানন্দ দাষ। ইতি সাকিম সাকলিপাড়া ইতি॥ পুস্তক সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৩ ১৩ ভাদ্র সনিবার।

৩৪৯। সাধনতত্ত্বসার।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-১৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩×৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৭০ সাল।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপাসনা সম্বন্ধীয় পুথি। গ্রন্থকার, নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রশ্নকর্ত্তা ও চৈতন্যদেবকে বক্তা সাজাইয়াছেন। মাঝে মাঝে লিপিকরের ভ্রমে দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নম নম॥
বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ [ইত্যাদি শ্লোক।]
জয় জয় শ্রীগুরু পতিতপাবন।
জয় জয় বৈষ্ণব মোর জাতি প্রান ধন॥
… … …
একদিন সান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘর।
ভাবাবেসে বসী আছে প্রভু বিশ্বাম্বর॥
ভক্তগন সঙ্গে প্রভু কৃষ্ণকথারঙ্গে।
শ্বেতদ্বিপপতি জেন সনকাদি সঙ্গে॥
নিত্যানন্দে বোলে প্রভু সুন গৌররায়।
তোমার অপার গুণ কহন না জায়॥
লীলায় কলির জীব করিলা উদ্ধার।
তোমার অনন্ত লীলা অনন্ত আপার॥
নিত্যানন্দে বোলে প্রভু করম নিবেদন।
কৃষ্ণকথা কহি মোর পুর্ন কর মন॥

শেষ,—

যোগমায়ালিলাতত্ত্ব কহন না জায়।
অন্যে জানিব কি কৃষ্ণে নাহি পায়॥
ব্রজবাসি সবে পুজা করে অহর্ন্নিসি।
সর্ব্বের পূজিত ভগবতি পৌর্ন্নমাসি॥
বৃন্দাবনপ্রাপ্তির মূল কহিল যোগমায়া।
জদি কৃপাদিষ্টি করি দেন পদছায়া॥
যোগমায়া অনুযোগে বৃন্দাবন পায়।
কহিল মনের কথা অবধোতরায়॥

ইতি শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দমুখাব্দাক্যং সাধনতর্ত্তসার গ্রহন্ত সমাপ্ত ॥০॥ ইতি সন ১১৭০ তেরিখ ৩ চৈত্র রোজ মোঙ্গল বার ॥ * ॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]॥

৩৫০। আত্মজিজ্ঞাসা।

রচয়িতা—দ্বিজ শ্যামদাস। পত্র ১-১১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১×৫ ইঞ্চি। তারিখ ১৬৯৭ শকাব্দ।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নম ॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ [ইত্যাদি শ্লোক ।]
কৃপাসিন্ধু অবতার বন্দোহুঁ শ্রীগুরু ।
ভবার্ন্নবে কর্ণ্ণধার বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
তাহার ছায়াতে দাণ্ডাইলে দুঃখ হরে ।
তাহা বিনে জ্ঞানদাতা কে আছে সংসারে ॥
অজ্ঞান তিমির ঘোর জীব অন্ধ দেখি ।
জ্ঞানাঞ্জনশলাকে নির্ম্মল কৈলা আঁখি ॥
তার পর বন্দোহুঁ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
প্রেমদাতা কলি যুগে কেবা আর অন্য ॥
কৃষ্ণভক্তগণ সব বন্দো একেকালে ।
কৃষ্ণপ্রেমধন মেলে জার কৃপা হইলে ॥
স্থন স্থন ভক্তগণ কহি অতঃপর ।
নিবেদন করি আত্মা জিজ্ঞাসা উত্তর ॥
আপনা আপনি আত্মা করয়ে জিজ্ঞাসা ।
আপনি সে প্রত্যুত্তর কহে মর্ম্মভাষা ॥
সেই সব কথা ভাই কর অবধান ।
মন দিয়া স্থন তাহা কহি সভা স্থান ॥
কহ দেখি অরে ভাই তুমি বট কে ।
আমি সে হইয়ে জীব কহিলাঙ এ ॥

ভণিতা,—

দ্বিজ শ্যামদাস বলে মুঞি অতি মূঢ় ।
বুঝিতে নারিল আমী এ রস নিগুঢ় ॥

শেষ,—

মুঞি অতি ক্ষুদ্র জীব নাহি সাস্ত্রজ্ঞান ।
কেবল মনের খেদ তেহো যে কহান ॥
সূর্য্যের নিকটে জেন খদ্যোৎ উজোর ।
সাধুর বর্ন্নন কাছে তৈছে সব মোর ॥

... ...

এত দুরে আত্মা জিজ্ঞাসা গ্রন্থ সায় ।
নিবেদন কৈল সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায় ॥
শকাব্দা শোড়ষ সত সতাশর্ব্বি নামে ।
বর্ন্ননা সমাপ্ত কৈল বসি বীরভূমে ॥
সিবপুর খর্ব্বা ইন্দ্রাগাছার নৈরিতে ।
সেই গ্রামে সাঙ্গ কৈল বসিয়া বাঁসাতে ॥
আসাড় দ্বিতীয়া শুক্রবার সুভক্ষণ ।
অষ্টাদশ বাসরে হইল সমাপন ॥
গোপভূমি নামে গ্রাম করট্যায় স্থিতি ।
বৈষ্ণবের পাদপদ্মে সদা রহু মতি ॥
পুন পুন কহি নাথ পড়িয়া চরনে ।
দ্বিজ শ্যাম দোঁহে জেন পাই বৃন্দাবনে ॥
ইতি শ্রীআত্মাজিজ্ঞাসা গ্রন্থ সংপুর্ন্নঃ ॥

---

১৫১ । উজ্জ্বলরসবিবরণ ।

রচয়িতার নাম নাই । পত্র ১-১৭ ; সম্পূর্ণ । শাদা ইংরাজী কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ৭ পঙ্‌ক্তি । পরিমাণ ১২ × ৩॥০ ইঞ্চি । লিপিকাল ১১৯৭ সাল ।

উজ্জ্বলরস-বিবরণ প্রসঙ্গে বিষয়ালম্বন, আশ্রয়ালম্বন, স্বকীয়া পরকীয়া নায়িকার গণ-ভেদ, দৌত্য, উদ্দীপন, বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির লক্ষণ, ইত্যাদি বিষয় পুথিতে আলোচিত হইয়াছে । আরম্ভ,—

৺শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম প্রণাম করিয়া ।
উর্জ্জল রস কহি কিছু সংক্ষেপ করিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণ হএ উর্জ্জল রসের বিসয় ।
গোকুল মথুরা দ্বারকা তিন স্থান হয় ॥
পূর্ণতর পূর্ণতম পূর্ণক্রমেতে ।
এই তিন স্থান কৃষ্ণের রস আস্বাদিতে ॥
ধিরোদাত্ত ধিরললিত ধিরোদর্ত্ত আর ।
ধীরসান্ত গুন কৃষ্ণের চারি প্রকার ॥

শেষ,—

সংক্ষেপে কহিল উর্জ্জল রসবিবরণ।
শ্রীরূপচরণপদ্ম করিয়া শরণ॥
শ্রীবৈষ্ণবপাদপদ্ম করি নমস্কার।
ইহাতেই অপরাধ না লবে আমার॥
উর্জ্জল রস সিন্ধুপ্রায় তার অন্ত না পাইয়া।
আত্মবোধে লিখি কিছু সংক্ষেপ করিয়া॥
জিহোঁ করি দিল সচিনন্দনে আনন্দ।
সনাতন আদি করি আর জত মন্দ॥
সন ১১৯৭ সালে ॥*॥

৩৫২। গুরুভক্তিকল্পচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—বলরাম দাস। পত্র ১-৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১৷৷০ × ৪ ইঞ্চি। তারিখ ও লিপিকরের নামধাম নাই।

দীক্ষার আবশ্যকতা ও গুরুমাহাত্ম্যসূচক কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক এবং তাহার পয়ার অনুবাদ ইহাতে আছে। সংস্কৃত শ্লোকগুলি এমন অশুদ্ধিপূর্ণ যে, তাহার অধিকাংশ উদ্ধার করা একরূপ অসম্ভব। আরম্ভ,—

শ্রীগুরুতত্ত্বসার লিখ্যতে॥
প্রণম্যাদৌ কৃপাদৃষ্টিকৃতাগীকৃতভূতলং।
সর্ব্ববাঞ্ছাকল্পতরুং শ্রীগুরুং পুরুষোত্তমং॥
লভিয়া মানিস্য দেহ বিফলে গোঞাইল সেহ
জে না লইল কৃষ্ণ উপাসনা।
রহে গ্রামে পস্থ জেন আহার আদি করে তেন
না ঘোচএ জমের জাতনা॥
তথাহি॥
অদীক্ষিতস্য যৎ কর্ম্ম কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকং।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাহীনো হি যো নরঃ॥
তিথজাত্রা ধর্ম্ম কর্ম্ম দেবলোক বেদধর্ম্ম
নিরর্থক অন্য সব ক্রিয়া।
মরিলে চৌরাসি কুণ্ডে সমনে করিব দণ্ডে
সে জনারে সক্রোধ হইয়া॥
তাহার পাছে নানা জুনি জন্মিয়া ভ্রমএ পুনি
সাস্ত্রে কহে কত কত কল্প।
তবে জদি হএ পুন মনিস্যজনম সুন
রোগ সোক জরা অধিকল্প॥

শেষ,—

এহার অসেষ কথা আছএ অনেক পোতা
কে আছ এমন সব কহে।
সংক্ষেপে কহিল এই বলরাম দাষ জেই
সাবধান জেন মনে রএ॥
গুরুর মহিমা কথা পটে সুনে সর্ব্বথা
তাহার হএ কৃষ্ণেতে ভকতি।
সাস্ত্রে কহে সেই জন সংসারে অমূল্য ধন
অনাহাসে হএ হরিগতি॥
শ্রীগুরুচরণে ভক্তিকল্পধর্ম্ম নাম।
মোড়ের মন নাসে কহে দাস বলরাম॥
ইতি গুরুভক্তিকল্পধর্ম্মগ্রহান্ত সমপুন্নং॥০॥

৩৫৩। বৈষ্ণববিধান।

রচয়িতা—বলরাম দাস। পত্র ১-৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৮ সাল। চারি পাতার এই পুথিখানিতে বৈষ্ণবের মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নম নম॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য [ইত্যাদি শ্লোক]।

আনন্দে বোল হরি ভজ ভগবান ।
ঠাকুর বৈষ্ণবপায় মজাইয়া মন ॥
বৈষ্ণব গোস্বাঞি মোর করুনার সিন্দু ।
ইহ লোক পরলোক দুই লোকের বন্দু ॥
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের সকতি ।
কেমতে জানিব আহ্মি সিসু অল্পমতি ॥

শেষ,—

বৈষ্ণব তোষনে তুষ্ট হয় কৃষ্ণচন্দ্র ।
হেন প্রভু না চিনিলুম মুই অতি মন্দ ॥
বৈষ্ণব গোসাই বিনে জদি জানম আর ।
মুঞি পাপী নহো জেন সংসারেত পার ॥
বৈষ্ণবের ঘরে জদি ভৃত্যকর্ম্ম করি ।
তথাপি বিসইর দুঃখ সহিতে না পারি ॥
শ্রীবলরাম দাসে কহে এতেক বিচার ।
বিসহির ঘরে জর্ম্ম নহে জে আহ্মার ॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণববিধান গৃহস্ত সমাপ্ত ॥ ইতি সন ১২০৮ মাহে ১৬ শ্রেয়াবন রোজ বিসুদবার বিলা দুই দণ্ড উদল ॥ * ॥

৩৫৪। বৈষ্ণববিধান।

রচয়িতা—বলরাম দাস। পত্র ১-৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৮।০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পূর্ব্বে এই নামীয় পুথির যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, আলোচ্য পুথির সহিত তাহার কোনও পার্থক্য নাই। সেই জন্য ইহার আর পৃথক্ পরিচয় উদ্ধৃত করা হইল না।

৩৫৫। ব্রজপটলরস-কারিকা।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১৪ হইতে ১৬ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৮॥০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ নাই।

পুথিখানি কোনও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বলিয়া বোধ হয়; কেন না, পুথির শেষে "ভাষা সংপূর্ণ" এইরূপ লিখিত আছে। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরায়ণা সখীগণের বেশ-ভূষা, আচার ব্যবহার, সেবা-প্রণালী, নাম ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ পুথিতে আছে। প্রথম অংশে গোবিন্দদাসের দুইটি পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। পুথির ভাষা গদ্য।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীচিত্রাজি রস অভিসারিকা ॥ বয়েশ ১৪। ১।৯ দিন ॥ কাংশির বর্ন্ন চাটপক্ষ বশণ ॥ পূর্ব্বদিগে কুঞ্জ ॥ নকুলাক্ষ নাম ॥ নানা চিত্র বর্ন্ন ॥ পিতা চতুর ॥ মাতা চর্চ্চিকা ॥ পতি বিঠুর ॥ বেশবিন্যাশ সেবা ॥ তস্যা সঙ্গিনী সখি ॥ কুরুঙ্গাক্ষি ॥১॥ সুচরিতা ॥২॥ মণ্ডলি ॥৩॥ মনিকুণ্ডলা ॥৭॥—ইত্যাদি।

শেষ,—

সাধকের তিন দশা ॥ অন্তর্দ্দশা ॥ অদ্ধ বাহ্য দশা ॥ বাহ্য দশা ॥ অন্তর্দ্দশাতে গমনাগমন ॥ অর্দ্ধ বাহ্য দশায় দর্শণ ॥ বাহ্য দশায়ে সেবা ॥ উজ্জল রস ॥ মধুর শৃঙ্গার ॥ গোপী ভাব ॥ সেবা দাশ্য ॥ শ্রীকৃষ্ণে স্থিতি ॥ শ্রীজীব গোস্বামিনে নমঃ ॥ ব্রজপটলরসকারিকায়াং ভাষা সম্পূর্ণঃ ॥ ইতি ॥ * ॥

৩৫৬। ভক্তিমাধ্বী কণা।

রচয়িতা—নয়নানন্দ শর্ম্মা। পত্র ৬-১০, ১২-১৪; অসম্পূর্ণ। অপর একখানি পুথির ছিন্ন ও জীর্ণ তিনটি পাতা প্রথমে আছে। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। ৬ ও ১০ সংখ্যক পাতা ছিন্ন ও কালি পড়িয়া অনেকখানি লেখা মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ৯৬০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপি-কাল নাই। পুথির বিষয়—বৈষ্ণব সাধন-তত্ত্ব।

ষষ্ঠ পত্রের আরম্ভ,—

সিদ্ধা সখি আর মুঞ্জরির গণ।
পুরুসরূপ ধরি সঙ্গে করেন ভ্রমণ॥
পুরুস রূপে··· ···গৌরাঙ্গ সেবিলে।
গৌরলীলা ব্রজলীলা দুই তারে মিলে॥
প্রকৃতি পুরুষ দুই শং··· ··· ···।
··· ···তিত্ত করে মধুর রসের আশ্চয়॥
কিরূপে সেবিবে সেই গৌরাঙ্গচরণ।
চৈতন্যের কৃপা··· ··· ···বৃন্দাবন॥
অতএব কহি কিছু সিদ্ধান্ত প্রচার।
প্রকৃতি ওপায় যৈছে সেবা অধিকার॥

শেষ,—

প্রেমনিষ্ঠা হৈলে হয় ভাবের উদয়।
ভাবনিষ্ঠা পর্য্যন্ত জীবের সমাশ্রয়॥
উপাসনাতত্ত্বের এই করিল বিচার।
রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্ত্যপায় কিছু নাহি আর॥
ভাসাগ্রন্থ বলি চিত্তে না করিবে আন।
রাধাকৃষ্ণলীলা যাতে আছয়ে সন্ধান॥
গুরুচরণপদ্ম করিয়া ভাবনা।
নওনানন্দ কহে এই ভক্তিমাধ্বী কনা॥ ইতি।
ইতি শ্রীনওনানন্দ শর্ম্মনা বিরচিতেয়ং ভক্তিমাধ্বী কনা সমাপ্ত॥ ইতি॥ সজ্ঞকর হরিদাস দাস গ্রন্থ শ্রীদেবিপ্রসাদ......।

৩৫৭। [গুরুতত্ত্বসার।]

রচয়িতা—বলরাম দাস। পত্র ১-৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্ক্তি। পরিমাণ ১৪৷৷০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৫ সাল। ৩৫২ সংখ্যক গুরুভক্তিকল্পচন্দ্রিকা ও আলোচ্য গ্রন্থ অভিন্ন।

শেষ,—

এক চিত্তে সুন ভাই গুরুর সেবন কই
মনে আর না করিয় সন্ধে।
বিদ্যমানে বুঝ মনে ছলে গুরু বন্ধনে
কন্দর্প হইলা দোহোঁ অন্ধ॥
এহার বিসেষ কথা আছএ অনেক পোতা
কে আছে এমত সব কহে।
সংখেপে কহিল এই বলরাম দাষ তেই
সাবধানে সুন মনরঙ্গে॥
গুরু মহিমা কথা জে সুনে সর্ব্বথা
তাহার কৃষ্ণভক্তি হএ।
সাস্ত্রে কহে সেই জন সংসারে অপূর্ব্ব ধন
অনাহাসে হরি গতি···॥

এহি গুরুসারতত্ত্বকথা সমাপ্ত॥ ইতি সন ১২০৫ বিতেথ ২১ শ্রাবন॥ লিখিতং শ্রীরামমোহন সিল দাষস্য॥ পোস্তক শ্রীরাধা-চরন রাহল ঠাকুর॥ প্রগনে কাঞ্চনপুর : সাকিম বিঘ্যা। রোজ কুজ বাসরে বেলা ৪ চাইর দণ্ড থাকিতে পোস্তক॥ সমপুন্ন॥

৩৫৮। সাধ্যকসিদ্ধরূপ বিচার।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-৭; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১×৪ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

পুথির ভাষা অধিকাংশই গদ্য। মধ্যে মধ্যে অশুদ্ধিপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক এবং দুই একটি পদ্যও আছে। বিষয়—বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

অথ সাধকসিদ্ধরূপ বিচার॥

অমুকস্য পুত্রমেকজর্ম্ম ইতি প্রারুত স্থূর্দ্ধত্ব গুন। য়ার অমুকইস্য সাধক ইতি স্থূর্দ্ধ সত্বগুন॥ সেই জনে সাত্র সাধুমুকে স্থনিঞা সিদ্ধা রচিল (?)। সেই বস্ত পবিত্র সংঙ্গ নিবিষ্টি তবে সেই সাধু বৈষ্ণব গোসাঞিঃ গুরু হৈয়া দিক্ষামন্ত্র উপদেস করায়ন। পুনশ্চ সেই জনে জর্ম্ম লডাইলেন॥ তবে য়মুকস্য সাধকের সোমাধি হইল॥ ইতি য়প্রাকৃর্ত্ত স্থূর্দ্ধ সত্বগুন।—ইত্যাদি।

মধ্য,—

এই জে কৃষ্ণলীলা নামগান হইছে ইহার আসাদম কিরূপে হয়॥ আপনাতে সপুংস্তব-ভাব। কৃষ্ণেকে পরমেশ্বর ভাবনা॥ অযোগ বলি কৃষ্ণেকে মাহুস ভাবমা। আপনে পুরুষ এই তিন॥ এহাকে অযোগ বলি॥ এই ছয় তটস্থা॥ কৃষ্ণেকে পরমেশ্বর ভাবনা আপনাকে আছে তিন। উভয় ভাবনা তিন। এহাকে অয়োগ বলি॥

শেষ,—

প্রবক্তো [লো]কের কায়কি সেবা ১ সাধকের মানসি সেবা ২ সিদ্ধের তাম্বুল সেবা ৩ দিনি সাত্র্ স্বনঃ সিদ্ধি সাধক প্রবর্ত্তক তিনের লক্ষণ ৫ প্রবর্ত্তকের উপাসনা হরির স্থাম ॥০॥

৩৫৯। কৃষ্ণলীলামৃত।

রচয়িতা—বলরাম দাস। পত্র ১-৪৮; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৫ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩৷৷০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৭ সাল।

বৈষ্ণব সাহিত্যে বহু বলরাম দাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তন্মধ্যে অনেকেরই পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই। আলোচ্য পুথির রচয়িতা সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। গ্রন্থকারের সামান্য একটু পরিচয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে, এমন কোনও কথা পুথির মধ্যে নাই। পুথির শেষে "শ্রীযুত গদাধরচরণভরসে" এইরূপ একটি ভণিতা দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, হয় ত ইনি চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর বিখ্যাত গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য হইবেন। কিন্তু তাহাতেও আবার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে এই জন্য যে, পুথির মধ্যে কোথাও চৈতন্যদেব বা তাঁহার কোন পার্শ্বচরের বন্দনা নাই। বস্তুতঃ ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ১৬৪৪ শকাব্দে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা নিজ গ্রন্থে চৈতন্যদেবের নামোল্লেখ করেন নাই! অন্য দিকে প্রচলিত রীতির পরিবর্ত্তে গ্রন্থের উপক্রমণিকায় একটি নূতন

আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া, তিনি কিছু নূতনত্বের পরিচয় দিয়াছেন, ইহাও উল্লেখযোগ্য।

পুথিখানি বারোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। কৃষ্ণের ব্রজলীলা, মথুরাগমন এবং তজ্জনিত গোপীগণের দুঃখ, এই পর্য্যন্ত পুথির আলোচ্য বিষয়। ৩৭ পত্রে চন্দ্রবংশীয় খট্টাঙ্গ নামক নরপতির উল্লেখ আছে। পুথির উপক্রমণিকা-সূচক আখ্যায়িকা একটু দীর্ঘ হইলেও তাহা যথাস্থলে উদ্ধৃত করিব।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ॥

বন্দে বৃন্দাবনাধীশমিন্দিরানন্দমন্দিরং।
তমালশ্যামলং দেবং রাধাসিন্ধুচকোরকম্॥
জয় জয় কৃষ্ণ পুর্ন ব্রহ্ম সনাতন।
অনাদির আদি সর্ব্বকারনকারন॥
... ...
মিনতি করিয়া বোলি স্তন সভাসদ।
মূঢ়মতি হঞা মুই আরম্ভিল পদ॥
অজজ্ঞ হইঞা কৈলাম জজ্ঞের আরম্ভ।
এমত জানিয়া না করিবে উপলম্ভ॥ ইত্যাদি।

গ্রন্থারম্ভ,—

মন দিয়া স্তন কোই গৃন্থবিবরন।
জেমত প্রকারে হৈল গৃন্থের শ্রীজন॥
অজমুখ ভুজ অঙ্গ অশ্বিনী সকায়।
এই পরমানে সকাদিত্য সক জায়[১]॥
মগদ্য দেসেতে এক রাজার কুমার।
শুদ্রেতে কুলিন ছিল মহা অধিকার॥
ভুঞ্জিয়া বিসয় বাস তিক্ত হৈঞা মনে।
সকল ছাড়িয়া তেহোঁ গেলা বৃন্দাবনে॥
ব্রজেতে করিল বাস বরিস দসেক।
সর্ব্বসাস্ত্র পড়ি গৃন্থ দেখিল অনেক॥

ইষ্টদেব স্থানে তেহোঁ বিদায় হইয়া।
প্রতি দেসে দেসে তেহোঁ বেড়ান ভ্রমিয়া॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা মৎস রাজার দেসে।
পঞ্চাল নগরে রাজা করিলা প্রবেসে॥
জমুনা বহেন তথা দুকুলে নগর।
তটের উপরে দির্ব্ব স্থান মনোহর॥
ব্রাহ্মন কাএস্ত গোপ তিলি মালাকার।
নানা জাতি বৈসে তথা কে করে বিচার॥
নদির তিরেতে এক বটবৃক্ষ আছে।
পথশ্রম পাঞা তেহো গেলা তার কাছে॥
পরম সিতল ছায়া স্থান মনহর।
দেখিয়া হরিস বড় হইলা অন্তর॥
বসিলা বিবেকী গৃন্থ রাখিয়া ভুমিতে।
বেলা অবসান দেখি লাগিলা ভাবিতে॥
একে ভাদ্র মাস তাহে মেঘে আৎসাদিত।
মেঘের গর্জ্জন স্তনি স্থির নহে চিত॥
মনে মনে বিবেকী করেন আলোচন।
এথাতে বসিয়া কিছু নাই প্রয়োজন॥
বাসার নিয়ম নাই নাহি পরিচয়।
আজিকার রাত্রি কোথা করিব আশ্রয়॥
এই মতে বসিয়া করেন আলোচন।
দির্ব্ব এক নিতম্বিনি তথা আগোমন॥
কুঞ্জরগমনি কঞ্জলোচন বয়ান।
চৌস্থতি সোবর্ন হার হৃদয়ে উজ্জ্বল॥
নাসিকায় কনক দির্ব্ব মুকুতা ভুসিত।
স্তবর্ন জিনিয়া কণ্ঠমালা বিরাজিত॥
উচ কুচগিরি করিকুম্ভের সমান।
পঙ্কের মৃনাল ভুজ জঙ্ঘ স্তরনাল॥
স্তবর্ণ কঙ্কন সংখ তার বিভুসন।
রামরম্ভা উরু কোটী নিতম্ব সোভন॥
দির্ব্ব রক্ত পট্টবস্ত্র করি পরিধান।
রূপে গুনে দেখি জেন উর্ব্বসী সমান॥

১। অজমুখ—৪, ভুজ—২, অঙ্গ—৬, অশ্বিনী—১। ১৬২৪ শকাব্দ।

ধিরে ধিরে গেলা সেই বিবেকি সাক্ষাত।
ভূমিতে পরিয়া কন্তা কৈল প্রনিপাত॥
বিবেকি বোলেন তুমি আইলা কোথা হৈতে।
কেনে দাড়াইলে তুমি আমার সাক্ষাতে॥
গৃহির বনিতা তুমি তাহে রূপবতি।
আমার নিকটে আইস নহে ত যুগতি॥
কি নাম তোমার কোন কুলে উপাদান।
কিবা হেতু তোমার হইল দির্ব্বজ্ঞান॥
বৈরাজ্ঞ বিবেক ধর্ম্ম করি আচোরন।
আমাকে দেখিয়া কেন ভূর হৈল মন॥
তবে সেই রূপবতি ইসত হাঁসিয়া।
কহে আপনার কথা আগেত বসিঞা॥
গোকুলেতে জন্ম মোর নাম সত্যবতি।
সিসুকাল হৈতে করি গোবিন্দভকতি॥
তোমাকে দেখিলাম রাজকুমারলক্ষন।
বিসেষে বৈরাজ্ঞ ধর্ম্মে তুমি বিচক্ষন॥
তাহাতে দেখিএ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
সাধ্য সাধনের জজ্ঞ তোমাতে বিদিত॥
কৃষ্ণ অনুরাগবিজ সদাই অন্তরে।
তোমা অগোচর কেহো নাহিক সংসারে॥
ভ্রমজ্ঞান কর কেন বাসার চিন্তন।
এই ত নগরে বৈসে সাধু কত জন॥
বৈষ্ণবের শ্রেনি এই পঞ্চাল নগরে।
বৈষ্ণব সেবায়ে দৃঢ় সভার অন্তরে॥
আমার বাসাতে চল বৈষ্ণব গোসাই।
করিবে তোমার সেবা মোর জেষ্ট ভাই॥
আর এক আছে মোর কনিষ্টা ভগিনী।
অলপ বএসে রাড়ি সেই অভাগিনি॥
বালক অবধি হৈতে বৈষ্ণবেতে রতি।
পরম বৈষ্ণবী তেহো কৃষ্ণেতে ভকতি॥
তোমার সমসর্গ হৈলে হবে কৃষ্ণলাভ।
আমার বিপদ হরি গৃহাদিক তাপ॥

কিন্তু আর এক আমি করি নিবেদন।
সতত করিহ কৃষ্ণকথা উদ্দিপন॥
দেখাইল বাড়ি কন্তা অঙ্গুলি তুলিয়া।
উফাইল সেই স্থানে মায়াবাদি হৈয়া॥
তবে বিবেকির মনে হৈল দির্ব্ব জ্ঞান।
কোন দেবকন্যা আইল মোর বিদ্যমান॥
কি জানি কিরূপে কোথা করিল গমন।
অনেক সন্তাপ করি চলিলা তথন॥
অঙ্গুলি তুলিয়া জে বাড়ি দেখাইল।
সন্ধ্যা সমএ তথা জায়া উত্তরিল॥
রাধাকৃষ্ণ স্মৃতি করি প্রবেসিলা পুরে।
গোপগন দেখি তবে প্রনমিলা দুরে॥
প্রধান গোপের তবে বিধবা ভগিনী।
প্রনমিলা তেহো আসি বোলি স্তুতিবানি॥
বসিতে আসন দিয়া ধোয়াইল চরন।
অনুনয় বাক্য বোলি তুসিলেন মন॥
বিবেকী বোলেন সুন আমার উত্তর।
কহিব সকল কথা তোমার গোচর॥
ব্রজেন্দ্রনন্দনপাদপদ্ম অভিলাস।
কৃষ্ণলীলামৃত কহে বলরাম দাষ॥

অতঃপর বিবেকী কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিতেছেন এবং গোপনিতম্বিনী তাহা শুনিতেছেন,—

বিবেকী বোলেন প্রিয়া শুন তুমি মন দিঞা
কহিব সকল বিবরণ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে জে কহিল ভাগবতে
তাহা আমি করি বিবেচন॥
—১৩।২ পত্র।

ভণিতা,—

১। তারা বড় ভাগ্যবতি পুণ্যশিলা মহামতি
গোপকুলে জার উপাদান।
নিবাস পঞ্চাল দেসে জাহার কৃপার লেশে
বলরাম দাস রস গান॥ ৪৬।১ পত্র।

২। কৃষ্ণের কিঙ্কর দিন বলরাম দাস।
কৃষ্ণলিলামৃত পদ করিল প্রকাস॥

শেষ,—

শিবের আজ্ঞাএ দুত সামাইল বোনে।
বান্ধিঞা লইঞা গেলা রাজা চারি জনে॥
শিবের সাক্ষাতে নঞা দিলেন বান্ধিঞা।
বোলিলেন শিব তারে অনেক গোর্জ্জিঞা॥
প্রাণভয়ে কৃষ্ণ ত্যাগ কলি কি কারনে।
আমার সেবক কহি বলিলি বচনে॥
কৃষ্ণ ভজ জেই সেই আমার আরাধ্য।
কেনে রে এমন কথা কহিলি দুসাধ্য॥
সুকর হইঞা জন্ম অবনিমণ্ডলে।
আর জেন কথা নাহি বোলে কোন জনে॥
ধনজনলোভে জেবা ভজে আমার পায়।
সুখ ভোগ ভোগী আশে অধঃপাতে জায়॥
এতেক জানিঞা ভাই ভজ কৃষ্ণপায়।
জননীজঠরদুঃখ এড়াইবে দায়॥
শ্রীযুত গদাধরচরণ ভরসে।
কৃষ্ণলিলামৃত কহে বলরাম দাসে॥

ইতি কৃষ্ণলিলামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত ॥*॥ ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ [ইত্যাদি]। সাক্ষরঃ শ্রীবিজয়-গোবিন্দ দেবসর্ম্মণঃ॥ সাং ভবানীপুর॥ পাঠার্থং শ্রীব্রজমোহন মণ্ডল সাঃ জালালপুর॥ সন ১২৪৭ সাল তারিখ ২২ বৈসাখ রোজ রবিবার ত্রিতিয় প্রহর বেলা সমএ গ্রন্থ সম্পুর্ন্নমিতি।

৩৬০। ভজনক্রম গ্রন্থ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস। পত্র ১-৬, ৮-১০; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৮৷৹ × ৫৷৹ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। বিষয়—বৈষ্ণবীয় সাধন-পদ্ধতি।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
ভক্তিভাবে বন্দিব শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞি।
জাহার কৃপাতে নিজ প্রাণধন পাই॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
ভজনের ক্রম কহি কিছু সংক্ষেপ করিয়া॥

শেষ,—

নানা গ্রন্থ আনি অনুমান লৈঞা।
লিখিল ভজনক্রম সংক্ষেপ করিয়া॥
জদি কোন মহাসয় কহে গ্রন্থ নাহি হয়।
সে কথা শ্রবনে মোর অধিক প্রিত হয়॥
জদি কেহ কহে গ্রন্থ সর্ব্বত্তম হয়।
সে কথা শ্রবনে মোর চিত্তবাদ হয়॥
মুঞি শে অজ্ঞান শিশু ভকতির দুর।
অপরাধ ক্ষেম মোরে বৈষ্ণব ঠাকুর॥
শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মরেণু করি আশ।
সংক্ষেপে ভজনক্রম কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীভজনক্রম গ্রন্থ সম্পূর্ণঃ॥*॥

৩৬১। লীলামনোহর।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস। পত্র ২-১১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা শাদা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৯॥৹ × ৪॥৹ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

লীলামনোহর, দণ্ডাত্মিকা ও একান্ন পদ, এই তিনখানি গ্রন্থ অভিন্ন অথবা একই গ্রন্থ এই তিন প্রকার নামে প্রচলিত। পুথিতে

রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক মোট ৫১টি পদ ছিল। তন্মধ্যে প্রথম পাতাখানি না থাকায় তুইটি পদ পাওয়া যায় নাই।

শেষ,—

কেদার ॥

রতি রস আলষে নয়ন অতি ঘূম্বিত
সুতলী নিভৃত নিকুঞ্জে।
মধু মদে ভ্রমরা ভ্রমরী মৃদু ঝঙ্করু
বিকষিত ফল ফুল পুঞ্জে ॥
বিনোদিনী রাধা মাধবকোর।
তমালে বেঢ়ল জনু কনকলতাবলী
দোঁহ তনু অধিক উজোর ॥
ভুজে ভুজে বন্দ ছন্দ করি সুন্দরী
শ্যামকোরে ঘুমায়।
রতি রস আলষে তুহুঁ তনু জর জর
প্রিয়সখি চামর ঢুলায় ॥
সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখল
সহচরি তুহুঁজন পাশ।
মন্দীর নিকটে সুতলী সহচরী
পদতলে গোবিন্দদাস ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ কবিরাজবিরচিতং লীলামনোহর সম্পুর্ন্নং ॥ দণ্ডাত্তিকা পদ লিখ্যতে ॥

৩৩২। কর্ণানন্দ রস।

রচয়িতা—যতুনন্দন দাস। পত্র ১-৫২; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি, তুই এক পৃষ্ঠায় ৬-৭ পঙ্‌ক্তিও আছে। পরিমাণ ১৫।০ × ৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

এখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। সাতটি নির্য্যাস বা অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে,—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ও প্রশিষ্যমণ্ডলীর বর্ণনা, রামচন্দ্র কবিরাজের মহিমা বর্ণনা, মহারাজ বীর হাম্বীরের প্রতি রামচন্দ্র কবিরাজের উপদেশ, জীব গোস্বামীর পত্র ও গোপাল ভট্টের সহিত মিলন, আচার্য্য প্রভুর প্রতিজ্ঞা এবং সন্দেহচ্ছেদন। গ্রন্থকার যতুনন্দন দাস, শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য। তিনি হেমলতার আদেশে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজী শরণং
অনর্পিতচরীং চিরাৎ [ইত্যাদি শ্লোক।]
জয় জয় মহাপ্রভু জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দিনবন্ধু ॥
জয় জয়াদ্বৈত জয় দয়ার সাগর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুপ্রিয়কর ॥

... ...

শুন শুন ভক্তগণ করি একমন।
তুই শক্তি মহাপ্রভু কৈল প্রকটন ॥
নিজ মনাভিষ্ট তাঁহা করিতে প্রকাশ।
পৃথিবীতে ব্যক্ত লাগি মনের উল্লাস ॥
গ্রন্থ প্রকটিলা তাতে শ্রীরূপে শক্তি দিয়া।
আনন্দ হইল চিত্তে এক শক্তি প্রকাশিয়া ॥
হেন মহামহাধন করিলে প্রকটন।
লক্ষ গ্রন্থ প্রকাশিলা জাহার কারণ ॥ ইত্যাদি

মধ্য—

বর্ণনের ভাল মন্দ না জানি বিশেষ।
তবে জে লিখিয়ে নিজ প্রভুর আদেষ ॥
দোষ ত্যাগ করি প্রভু করিহ শ্রবণ।
দন্তে তৃণ করি করো এই নিবেদন ॥

বুধাইপাড়াতে রহি শ্রীমতিনিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবির তটে॥
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে করিয়া।
সংপূর্ণ করিলাম গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের দাস।
তার দাসের দাস এই যতুনন্দন দাস॥
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরানির মনের আনন্দ।
শ্রীমুখে রাখিলা নাম গ্রন্থ কর্ণানন্দ॥
শ্রীমতি সগণে গ্রন্থ করি আস্বাদন।
পুলকে পূর্ণিত দেহ সাশ্রু নয়ন॥
পুনঃ শ্রীমতি কহেন মোর মস্তকে পদ দিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥
মো কর্ণ তৃপ্তি কৈলে গ্রন্থ সুনাইয়া।
শ্রবণ পরসে মোর জুড়াইল হিয়া॥

—৪৯।১ পত্র।

ভণিতা,—

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দরস কহে যতুনন্দন দাস॥

অধ্যায়সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীআচার্য্যপ্রভুশাখাবর্ণনং নাম প্রথম নির্য্যাস॥ * ॥

শেষ,—

শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন।
সন্দেহ ঘুচিল মোর করি আস্বাদন॥
মদীশ্বরীমুখচন্দ্র আজ্ঞামৃত পাঞা।
প্রাণরক্ষা হৈল মোর প্রসন্ন হিয়া॥
এই ত কহিলাম মোর সন্দেহ ছেদন।
কুতর্ক ছাড়িয়া সদা কর আস্বাদন॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর গণে কোটি পরণাম।
কৃপা করি পূর্ণ কর মোর মনস্কাম॥
তোমা সভা কৃপা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
অনায়াসে প্রেমভক্তি তাহারে মিলয়॥
শ্রীরূপ সপার্ষদে প্রাপ্তি অভিলাসে।
সেই জন শুনুক ইহা পরম লালসে॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সগণ সহিতে।
বাঞ্ছা পূর্ণ কর সভে প্রসন্ন চিত্তে॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর প্রাপ্তির লালসে।
কৃপা করি পূর্ণ কর এই অভিলাসে॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সেই দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দকথা কহে যতুনন্দন দাস॥

ইতি শ্রীকর্ণানন্দে সন্দেহচ্ছেদনং নাম সপ্তম নির্য্যাসঃ॥ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥

৩৬৩। গোলোকসংহিতা।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১-৪ ; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৮॥০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২১ সাল। পুথির বিষয়—গোলোক প্রভৃতি ঊর্দ্ধলোকের অবস্থান-নির্ণয়। ভাষা গদ্য ও পদ্যময়। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক আছে।

আরম্ভ,—

৴৭ শ্রীশ্রীরাধিকা॥

অখণ্ডমণ্ডলাকারং [ইত্যাদি শ্লোক।]

শ্রিষ্টীস্থিতি ব্রহ্মাণ্ড নীরূপণং॥ আদৌ পাতাল নিরূপণং বর্ন্নংং॥ সর্ব্বাদৌ মহাসুন্য॥ তদোপরি অন্ধকার॥ তদোপরি ধুর্ম্মাকার॥ তদোপরি স্থিরনাঙ্ক॥ তদোপরি কুর্ম্মরাজ॥ তদোপরি ঐরাবত হস্তি॥ তদোপরি বাসুকি॥ বাসুকির সহস্র ফনা॥ আর মহাফনা॥ তদোপরি সপ্ত পাতাল॥—ইত্যাদি।

মধ্য,—

তদোপরি কারণসমুদ্রে মহাবিষ্ণু ॥ তদোপরি মহাস্থন্য ॥ তদোপরি পরোব্যোম মহাবৈকুণ্ঠ ॥ প্রশিদ্ধ স্থান তন্মধ্যে সর্ব্ববেদিপরি সর্ব্বমন্দির ॥ বেষ্টীত কল্পতরু তন্মধ্যে চতুর্ভূজ নারায়ণ ॥ পীতবাস তন্মধ্যে চতুদ্বার ॥ চতুদ্বার চতুর্ব্যুহ বাসুদেব ॥ সঙ্করর্সন ॥ প্রদ্যুম্ন ॥ অনিরুদ্ধ ॥ তন্মধ্যে নারায়ণ ॥ সর্ব্বমন্দির বামে লক্ষ্মী দক্ষিণে সরস্বতি ॥ তদোপরি গোলক ॥ —ইত্যাদি ২ পত্র।

শেষ,—

শ্রীভাগবত ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান।
ব্যাসরূপে আপনে করিলা ভগবান ॥
আর জত বহু সাস্ত্র সিদ্ধান্ত অপার।
জার যেই অনুভব করয়ে বিচার ॥
... ...
আগম অনুসারে এই নিগমের ভাষ।
গোলকসংগীতা কহে শ্রীবৃন্দাবন দাস ॥
ইতি শ্রীগোলকসংগীতা গ্রেহন্থ সম্পূর্ন্ন ॥
সন ১২২১ সন ॥

৩৬৪। দুর্লভসার।

রচয়িতা—শ্রীলোচন দাস ঠাকুর। পত্র ১-৩৪, ৩৬-৪০ অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পুথির পাতা মাঝে মাঝে জীর্ণ; কতকগুলি পাতার অক্ষর কিছু কিছু মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৩৬০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৬২ সাল। পুথির বিষয়—বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব। পরকীয়া এবং মধুরভাবে উপাসনার প্রসঙ্গও আছে।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

জয়তি জয়তি দেবঃ [ইত্যাদি শ্লোক।]
এক নিবেদন করো সুন সর্ব্বজন।
বাচাল করএ গোরাগুণে মুর্খ জন ॥
কহিতে কহিতে নাহি জানি নিজ পর।
যে উঠএ তাহা কহি নাহি তাহে ডর ॥
সব অবতারসার চৈতন্য গোসাঞি।
এমন করুণানিধি আর কেহো নাঞি ॥
—ইত্যাদি।

চৈতন্যমঙ্গলের ন্যায় আলোচ্য পুথিতেও কবি নিজ পরিচয় দিয়াছেন। সেই অংশটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।—

বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম বাস ॥
মাতা সতি সুদ্ধমতি সদানন্দী নাম।
যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম ॥
কমলাকর দাস নাম পিতা জন্মদাতা।
যাহার প্রসাদে দেখি সুনি গৌরকথা ॥
সংসারে জন্ম দিল এই মাতা পিতা।
মাতামহোকুলে মোর কহোঁ কিছু কথা ॥
মাতৃকুল পিতৃকুল মোর বৈসে এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহি সে অভয়া দাসী নামে ॥
মাতামহো হএন মোর শ্রীপুরুষোত্তম গোপ্ত।
বলে তীর্থ পুত্র তেহো তপস্যায় তৃপ্ত ॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র।
সহোদর নাহি নাহি মাতামহের পুত্র ॥
যথা তথা জাই পাল......মোরে।
দুর্ন্নিত লাগিয়া কেহো পঢ়াইতে নারে ॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে সিখান আখর।
ধন্য পুরুষোত্তম গুপ্ত......তাহার ॥
—৮-৯ পত্র

ভণিতা,—

১। এই ত কারণে মোর চিত্তে অনুমান।
কহএ লোচন কথা এই সমাধান॥
২। কহএ লোচন আমি কহিলে কে মানে।
হয় নহে কহ তুমি সব বুদ্ধিমানে॥

শেষ,—

এই যে কহিল কৃপাকুড়া এই অনুগ্রহ।
ইহা ছাড়ি কেনে সে মায়াতে বাঢ়ায় লেহ॥
সর্ব্বজনে কৃপা বিশেষে ভক্ত জনে।
মায়াতে মুগধ তেঞি সন্দেহ তাহা সনে॥
আমার বচনে তুমি করহ বিশ্বাস।
আনন্দহৃদয় কহে এ লোচনদাস॥

ইতি শ্রীদুল্লভসার সমাপ্তং॥ সমাপ্তায়ামিদং গ্রন্থকারায় নমঃ॥ সন ১১৬২ সাল॥

—

৩৬৫। আনন্দলহরী।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১-১৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। অনেকগুলি পাতার লেখা অস্পষ্ট। প্রথম চারি পাতার দক্ষিণ দিকের কতকটা নষ্ট হইয়াছে। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পুথিখানি বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। মোট বারোটি অধ্যায় আছে। ১ম অধ্যায়ে বন্দনা, ২য় ৩য় অধ্যায়ে অষ্ট সখী ও গোলোক ধাম বর্ণন, ৪র্থ অধ্যায়ে সাধ্য সাধনতত্ত্ব, ৫ম অধ্যায়ে গজমুক্তার আবাস বর্ণনা, ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ অধ্যায়ে রাধাকৃষ্ণের সেবা ও দ্বাদশ অধ্যায়ে গ্রন্থকারের উপদেশ।

আরম্ভ,—

৺৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জয়ঃ॥
শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গ জয়তি॥
গৌরিরাগেন গীয়তে॥

প্রথমে বন্দিব শ্রীসচির নন্দন।
জাহার স্মরণে প্রেম ভক্তি উদ্দিপন॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম ভক্তির সাগর।
আচণ্ডালে দিলা প্রভু না কৈলা বিচার॥
দিনহিন ম্লেচ্ছ মূঢ় পতিত না বাছে।
সভাকারে নিজ রসভক্তি প্রেম জাচে॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র সর্ব্ব অবতারসার।
এমন করুণাময় দেখি নাহি আর॥
জত জত অবতার করিলা অবনি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতারসিরোমনি॥
সিব সনকাদি জার অন্ত নাহি পায়।
ব্রহ্মা জারে বেদবলে চাহিয়া বেঢ়ায়॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

সংক্ষেপে কহিল এই তন্ত্র অনুসারে।
বুঝিবেক বুধ জন করিবে বিচারে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দপদে জার আস।
আনন্দলহরি গায় বৃন্দাবন দাস॥১৫।২ পত্র।

যে যে গ্রন্থের সাহায্যে গ্রন্থকার এই পুথি সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহার তালিকা,—

ভরোসা করিয়া বেদব্যাসের চরনে।
কহিআছেন বেদব্যাস পদ্মপুরানে॥
গরুড় গৌতম আর কাসিখণ্ড দেখি।
আগম নিগম ব্রহ্ম রুদ্র জার সাক্ষি॥
বৃহদ্বামন মৎস্য কূর্ম্ম পুরানে দেখি একে একে।
সেই সব দৃষ্টি হইল অধ্যায়ন পাকে॥

কৃপা করি জানাইল নিত্যানন্দ গুনমনি।
কৃপা করি জানাইল প্রভু পটল চুড়ামনি॥
সেই পটল চুড়ামুনি আরাধনি করি।
তাহার দৃষ্টিতে কৈল আনন্দলহরি॥১৬ পত্র।

শেষ,—

মোর সিক্ষাদাতা মাত্র শ্রীরসমঞ্জরি।
তার সঙ্গে গতাআত মনিকুঠিরে॥
ইহা সবার অনুগা হইতে জেবা পারে।
অবস্ত পাইবে সেই মধুবন পুরে॥
আপন স্বভাবি নির্ম্মল ভক্তি হয়।
সুদ্ধ সত্ত জানি গ্রন্থ দেখাইব তায়॥
সুদ্ধ সত্ত না জানিঞা গ্রন্থ জদি দেয়।
আপন সাধন জায় গুরুদ্রোহি হয়॥
শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দপাদপদ্ম করি ধ্যান।
আনন্দলহরি গায় দাস বৃন্দাবন॥

ইতি শ্রীআনন্দলহরি পুস্তক সমাপ্ত॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লেখকে দোষ নাস্তিকং॥

৩৬৬। পাষণ্ডদলন।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ২-১৯, ২১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১×৪৷৷॰ ইঞ্চি লিপিকাল ১১৮৩ সাল।

পুথির মোটামুটি প্রতিপাদ্য বিষয়—বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন এবং বৈষ্ণবদিগকে যাহারা নিন্দা করে বা গ্রাহ্য করে না, তাহাদের নিন্দা। এই প্রসঙ্গে আরও নানা কথা আছে। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সংস্কৃত শ্লোক অনেক তোলা হইয়াছে—এমন কি, বাঙ্গালা অপেক্ষা সংস্কৃত শ্লোকসংখ্যাই বেশী; কিন্তু লিপিকরের ভ্রমে তাহা এত অশুদ্ধিপূর্ণ যে, একরূপ অপাঠ্য বলা চলে। পুথির মধ্যে ভণিতা মোটেই নাই। শেষে "বৃন্দাবনদাসমুখোদ্‌গীর্ণ" কথা দেখিয়া, স্বপক্ষে বা বিপক্ষে অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আপাততঃ গ্রন্থখানিকে বৃন্দাবন দাসের রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা ছাড়া উপায় নাই।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ,—

............কিছু সুনহ সংসারে॥
অভক্ত ব্রাহ্মণ নহে প্রভুর প্রিয় পাত্র।
শাস্ত্রে কহে জেই ভজে সেই প্রিয় মাত্র॥
ভক্ত যেই দেন কৃষ্ণ করেন ভক্ষন।
বিপ্র অভক্তের দ্রব্য না করেন স্পর্শন॥
ইতিহাস॥ সমুর্চ্চয়ে॥
ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচপ্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ প্রীতস্তথাহ্যহং॥
সুদ্র নহে কৃষ্ণের ভজন জেই করে।
সেই মাত্র পুজ্য হয় সুনহ সংসারে॥

তথাহি॥

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ তে তু ভাগবতা নরাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥
—ইত্যাদি।

শেষ,—

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা জেবানামুচ্যতে যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনদাসমুখোদ্‌গীর্ন পাষণ্ডদলনং পুস্তকং সংপূর্ণং॥ সারা॥ * ॥ স্বাক্ষরমিদং শ্রীনিলাচরণ সর্ম্মন এ পুস্তক শ্রীঅদ্বৈত হালদার সন ১১৮৩॥

৩৬৭। মুক্তাচরিত্র।

রচয়িতা—নারায়ণ দাস। পত্র ২-৩৮; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১৬ হইতে ২০ পঙ্‌ক্তি। শেষের কয়েকটি পাতার ধার ছেঁড়া। পরিমাণ ১০ × ৬।৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১০৩ সাল।

চৈতন্যদেবের প্রিয় পার্শ্বচর রঘুনাথ দাস গোস্বামী "মুক্তাচরিত্র" নামে সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণলীলাত্মক একখানি সুন্দর গ্রন্থ লেখেন আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহারই পয়ার অনুবাদ। ছয়টি স্তবক বা অধ্যায়ে গ্রন্থ সমাপ্ত। প্রতি স্তবকের শেষে অনুবাদকর্ত্তার ভণিতা আছে এবং সেই সব ভণিতায় নারায়ণ দাস নিজেকে জগদানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ১৬৪৬ শকাব্দে তাঁহার এই অনুবাদ সমাপ্ত হয়,—"ঋতু বেদ রস চন্দ্র গগন বিদিতে। মুক্তাচরিত্র ভাষা হইল উদিতে॥" কেহ কেহ "রস" স্থলে "অস্ত্র" পাঠ স্থির করিয়া, ইহাকে ১৫৪৬ শকাব্দও বলেন। গ্রন্থের উপাখ্যানভাগ এইরূপ,—শরৎকালে দীপমালা মহোৎসবের সময় শ্রীরাধিকা সখীগণের সহিত মাধবীকুঞ্জে নানাপ্রকার মুক্তা দ্বারা বেশ রচনা করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ তথায় গিয়া কয়েকটি মুক্তা প্রার্থনা করেন। সখীগণ উত্তরে তাঁহাকে জানাইলেন,—"এ সব মুক্তা রাজমহিষীরই উপযুক্ত; তোমার ন্যায় রাখালের পক্ষে ইহার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই।" শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে ব্যথিত হইয়া, যশোমতীর নিকট কয়েকটি মুক্তা চাহিয়া লইয়া, ক্ষেত্র কর্ষণপূর্ব্বক তাহা রোপণ করিলেন। যথাকালে মুক্তার গাছ হইল এবং তাহাতে অজস্র মুক্তা ফলিতে লাগিল। এই সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া শ্রীরাধা প্রভৃতি তাঁহাদের যত কিছু মুক্তা ছিল, সমস্তই রোপণ করিলেন; মুক্তার গাছ হইল, কিন্তু তাহাতে মুক্তা ফলিল না। তখন গুরুজনের ভয়ে ভীত হইয়া, অগত্যা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট মুক্তা প্রার্থনা করিতে গেলেন। এই উপলক্ষ্যে কবি, শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবিধ লীলার বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ,—

......গ্রন্থ করিব প্রকাশ॥
গদ্য পদ্য ছন্দ অর্থ বুঝিতে না পারি।
অতএব বুঝিবারে ভাষারূপ করি॥
মোর মনে কৃষ্ণলীলা না হয় স্ফুরন।
তথাপি বাসনা জেন পঙ্গুর লঙ্ঘন॥
অন্ধ জেন চাহে সর্গপথ বাহিবারে।
তৈছে আমি এই লীলা চাহি বর্ণিবারে॥
সর্ব্ববৈষ্ণবের পদে করি নিবেদন।
দয়া কর গ্রন্থ জেন হউ সমাপন॥
রাধাকৃষ্ণলীলা এই অতি রসময়।
প্রেমি ভক্ত এই লীলা সদা আস্বাদয়॥
রাধাকুণ্ডবাসি জয় রঘুনাথ দাষ।
মুক্তার চরিত্র জিহঁ করিলা প্রকাস॥
রাধিকার সহচরি সঙ্গে সদা স্থিতি।
সাক্ষাতেতে দেখি লীলা বিস্তারিলা অতি॥
সেই দাস গোসাঞীর চরণারবৃন্দ।
প্রণাম করিয়া কিছু লেখি ভাষাছন্দ॥

ভণিতা,—

প্রভু শ্রীজগদানন্দপাদপদ্ম আসে।
মুক্তাচরিত্র কহে নারায়ণ দাসে॥

অধ্যায়-সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীমুক্তাচরিত্রে শ্রীকৃষ্ণস্য নিষ্কৃতিকরনং নাম চতুর্থ স্তবক॥

শেষ,—

শ্রীরূপচরণপদ্ম করিএ স্মরন।
মুক্তাচরিত্র গ্রন্থ কৈল সমাপন॥
জয় জয় জয় শ্রীরঘুনাথ দাষ।
মুক্তাচরিত্র জিহঁ করিলা প্রকাস॥
পৃয় নর্ম্মসখি জিহঁ রাধিকার দাসি।
রাত্রি দিন সঙ্গে রহে নাম তুলসী॥
চৈতন্যলীলাতে নাম রঘুনাথ দাষ।
বৈরাগ সম্পত্তি নয়া সদাই বিলাষ॥
রাধাকৃষ্ণনিত্যলীলা দেখিয়া নয়ানে।
মনের সাধেতে গ্রন্থ করিলা বর্ণনে॥
পুন দন্তে তৃনে এই নিবেদন করি।
শ্রীরূপের পাদপদ্ম অমৃতলহরি॥
আমার মানস সদা লুব্ধ মধুব্রত।
জন্মে জন্মে হঙ জেন তাহে অনুগত॥
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রেমের সাগর।
রাধাকৃষ্ণলীলামৃতে মত্ত নিরন্তর॥
তাঁর সঙ্গবলে মুক্তাচরিত্রের কথা।
সম্পূর্ণ হইল এই রসময় গাথা॥
... ...
জয় জয় প্রভু মোর বৈষ্ণব ঠাকুর।
যে পদ স্মরনে পাপ তাপ হয় দুর॥
অক্ষর জোটন কৈল নির্ল্লজ্জ হইয়া।
কি বর্ণিতে পারি আমি তটস্থ হইয়া॥
জয় জয় প্রভু মোর আচার্য্য শ্রীনিবাষ।
গৌড়দেসে প্রেমবলে জে কৈল প্রকাষ॥
শ্রীরূপের গ্রন্থ সব রত্ন চিন্তামণি।
বৃন্দাবন হৈতে জত্নে আনিলা আপনি॥
গৌড়দেসে এই রত্ন সভাকারে দিল।
প্রেমধনে মহাধনি জগতে করিল॥
সাধ্য সাধনতত্ত না জানি জিজ্ঞাসা।
রস সম্পদ চিত্তে এই সে ভরসা॥
প্রভু শ্রীজগদানন্দপাদপদ্ম আষ।
মুক্তাচরিত্র কহে নারায়ণ দাষ॥
ঋতু বেদ রস চন্দ্র গগন বিদিতে।
মুক্তাচরিত্র ভাসা হইল উদিতে॥

ইতি শ্রীমুক্তাচরিত্র ব্রজবাসিভাবনিরূপম ষষ্টক স্তবক॥......সন ১১০৩ সাল ৬ কার্ত্তিক॥

৩৬৮। সখী মঞ্জরীর কুঞ্জবাস।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৮৷৷০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। পুথির প্রতিপাদ্য বিষয়—অষ্ট সখীর বাসস্থান, বেশভূষা ইত্যাদির বর্ণনা।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ॥

ললিতার বাশ বাশী অনঙ্গমঞ্জরী আসি
বিশাখাতে লবঙ্গমঞ্জরী।
কহিতে বাসিয়ে ডর অঙ্গ হালে থর থর
কি কহিব অপ্রকাস্য বানী॥
রঙ্গদেবীর আশ্রয় শ্রীরূপমঞ্জরী রয়
সুদেবীকাতে কৌস্তুরীকা গণি।
বর্ণাদিক বেশ বাশ অভিপ্রায় একভাষ
বয়েসের ভেদে মাত্র জানি॥
চর্ম্মচক্ষুর অগোচর বেদবিধি পরাৎপর
অন্য নহে সাধুসাস্ত্রবাণী।
ইন্দুরেখায় মঞ্জুলালী তুঙ্গবিদ্যায় জাহা গণি
ভয় মানি লিখন না জায়।
রঘুনাথ দাস পদ মনে ভাবি অভিরত
কৃষ্ণদাস সেই পদাশ্রয়॥১॥

শেষ,—

সখি নর্ম্ম সখি স্থিতি তে কারণে এক স্থিতি
এবে স্থন মঞ্জরীর আভা।
গৌরবর্ন্ন কলেবরে জবাবর্ন্ন বস্ত্র পরে
ত্রিদসার্দ্ধ বয়েসাদি সোভা ॥
সেবা করেন চামরে স্বর সঙ্গে গান করে
গানে দ্রবে কিশোর কিশোরী।
অরুণাম্বুজ কুঞ্জ নাম তাথে করেন বিশ্রাম
কুঞ্জবর্ন্ন অরুণ নানা সারি ॥
দক্ষিণ পূর্ব্ব দলে অগ্নি কোণ বলি তারে
ললিতার সঙ্গে কুঞ্জে বাস।
রঘুনাথ দাস মনে ভাবি তার শ্রীচরণে
জে লেখায় লেখে কৃষ্ণদাস ॥*॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিবিরচিতাং সখিমঞ্জরীর কুঞ্জবাস নির্ন্নয় সমাপ্ত ॥*॥

ইহার পরের পৃষ্ঠায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ঈশ্বর পুরি পর্য্যন্ত আচার্য্যশ্রেণীর নাম লেখা আছে।

৩৬৯। সুনিয়মদশক।

রচয়িতা—রঘুনাথ দাস গোস্বামী। পত্র ১-৫; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার অক্ষর অস্পষ্ট। পরিমাণ ১০॥০ × ৩৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর রচিত প্রার্থনামূলক ১১টি সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার পয়ার অনুবাদ। শ্লোকগুলি লিপিকরভ্রমে পরিপূর্ণ; অনুবাদকের নাম নাই। প্রথম শ্লোক ও তাহার অনুবাদ এই,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দঃ ॥
অথ সুনিয়মদশকং ॥

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবরশচীগর্ভজপদে
স্বরূপ শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়ে প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বাসরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ॥১॥

অর্থ

শ্রীরূপ শ্রীগুরু শ্রীগোপাল মন্ত্রবর।
হরি নাম প্রভুবর শ্রীশচীকোঙর ॥
দামোদরস্বরূপ শ্রীরূপ সনাতন।
এ সব সঙ্গী জতেক শ্রীভাগবতগণ ॥
গিরিরাজ গোবর্দ্ধন রাধাকুণ্ডবর।
মধুপুরি বৃন্দাবন বরজমণ্ডল ॥
প্রেমভক্তি সকল শ্রীব্রজবাসীচয়।
ইহার মহিমা জত কহিল না হয় ॥
এ দুল্লভ সকলে পরম আস্তা করি।
মোর রতি হএ জেন এই বাঞ্ছা করি ॥

সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিবিরচিতং সুনিয়মদসকং সম্পূর্ন্ন ॥*॥

৩৭০। প্রার্থনা।

রচয়িতার নাম নাই। পুস্তকের আকারের পাঁচটি পাতা। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১৬ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৮৸০ × ৬৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। পুথিতে প্রার্থনামূলক ১২টি সংস্কৃত শ্লোক এবং তাহার পয়ার অনুবাদ আছে।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

শ্রীরূপমঞ্জরি নিজেশ্বরয়োঃ পদাব্জ-
সেবামৃতৈরবিরতং পরিপূরিতাসি।
ত্বৎপাদপঙ্কজগতৌ ময়ি দীনজন্তৌ
দৃষ্টিং কদা বিকিরসি স্বকৃপাভরেণ ॥১॥
হে শ্রীরূপমঞ্জরি তোমার ঈশ্বরা ঈশ্বরী।
বৃষভানুসুতা আর প্রিয় গিরিধারি ॥
এ দুহার পাদপদ্মসেবামৃতরসে।
পরিপুর্ন হয় তুমি রজনি দিবসে ॥
কেবল তুমার পাদপদ্ম মোর গতি।
আমি হেন দিন জন্তু নাহি আর থিতি ॥
নিজ কৃপাভরে কবে সুপ্রসন্ন মনে।
কৃপাদৃষ্টি বিক্ষেপন করিবে আমা পানে ॥

শেষ,—

নিজ গোষ্টি বিচারিতে চঞ্চল হইয়া।
বনমালা গাথা ছাড়ি কোথা জায় ধাইয়া ॥
গৃহ গুরু মিথা বিবাদ সুনিতে সুনিতে।
বড় আর্ত্তি দেখি তোমার সামান্য কথাতে ॥

তথাহি ॥

শ্রীরূপমঞ্জরিপদাম্বুজসেবনৈকা
সংপ্রার্থনাভিদধতি প্রকটং গিরৈব।
শ্রীগোকুলেন্দুদয়িতাকুলমুর্দ্ধরত্না
রাধা কৃপেক্ষণকণং ময়ি সংতনোতু ॥১২॥
ইতি সংপ্রার্থনা সম্পূর্ণ ॥*॥

৩৭১। সাবধানবৃত্তান্ত (সাধনবর্ত্ম?)।

রচয়িতা—শ্যামদাস। পত্র ২-২১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্ক্তি। পরিমাণ ১১৸০ × ৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৬৯৬ শকাব্দ।

৩৪৩ সংখ্যক পুথি ও আলোচ্য পুথি অভিন্ন। সুতরাং উক্ত পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শেষ,—

মৎস্য কুর্ম আদি করি জত অবতার।
কেহ অংশ কেহ কলা সকলি তাহার ॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্যলিলা কে কহিতে পারে।
সংক্ষেপে কহিল কিছু গ্রহন্ত অনুসারে ॥
গুরুর চরণে সুদৃঢ় মতি করি।
শ্যামদাসে বোলে আমি কি কহিতে পারি ॥

ইতি শ্যামদাসবিরচিত সাবোধানবৃত্তান্ত সমাপ্ত ॥ সুভমস্তু শকাব্দা ১৬৯৬ শ্রীরামনারান দাসস্য ॥ শ্রীহরয়ে নমঃ ॥

৩৭২। প্রেমভক্তিটীকা।

রচয়িতা—মোহনমাধুরী দাস। পত্র ১-৬২; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। প্রথম দুই পাতা ছিন্ন। পরিমাণ ১৪ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

প্রেমভক্তিটীকা— নরোত্তমদাস-বিরচিত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা পুথির বিস্তৃত ব্যাখ্যা। মধ্যে মধ্যে গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে অনেক প্রমাণশ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। একটু আধটু সহজিয়া ভাবের ইঙ্গিতও দুই এক জায়গায় পাওয়া যায়।

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

অথ শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকাকিরণ......
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য [ইত্যাদি শ্লোক
বন্দিব সে গুরুদেব জোড়হাত হঞা।
......ল জেই অন্দক দেখিঞা ॥

কৃপা করি নাম মন্ত্র কর্ণে মোর দিল।
গুরু বলি ভক্তি মোর ততোক্ষনে হৈল॥
নাম মন্ত্রের আকার প্রকার......।
সকল কহিল মোরে সাধনাঙ্গ সার॥ ইত্যাদি।

গ্রন্থারম্ভ,—

অথ মুলকথনঃ॥

শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম
বন্দো মুঞী সাবধান মনে।
জাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া জাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় জাহা হনে॥

অস্যার্থ॥

শ্রীগুরুচরণ আর বন্দিয়ে কমল।
এই দুই হৈতে হয় ভক্তি নিরোমল॥
চরণে ভকতি করি পদ্মেতে প্রণয়।
পিরিতি প্রণয়তত্ত্ব জাহাতে জন্ময়॥
পদ্মে মধু চন্দ্রে সুধা একর্ত্তে মিলন।
চর্মামিত হয়্যা জন্মে ভক্তের কারণ॥
পদ্ম সন্ধে প্রণয় পিরিতি রসময়।
দৃঢ় ভক্তি করি মন করহ আশ্রয়॥ ইত্যাদি।

ভণিতা,—

পুরাহ মনের আস করি নিবেদনে।
মোহনমাধুরি কহে শ্রীরূপচরণে॥

শেষ,—

প্রেমভক্তি গ্রন্থ এই প্রেমের চন্দ্রিকা।
রাগ বৈধি নিশেধ গ্রন্থের এই টীকা॥
ভক্তগণপদে মোর কোটী নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার॥
না জানি রসের তর্ত্ত মুঞি মূঢ়মতি।
জে সে কৃপা করু মোরে রহুক ভকতি॥
জয় জয় শ্রীজুৎ ঠাকুর মহাসয়।
অসঙ্খ প্রণতি মোর তার পদদ্বয়॥
প্রলাপ ছন্দে প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা বর্নিল।
সকল গ্রন্থের টীকা সিদ্ধান্তসার কৈল॥ ৬১ পত্র।

... ...

জয় জয় শ্রীজুত ঠাকুর হরিদাস।
জার কৃপা হইতে অনুরাগের প্রকাশ॥
কৃপা করি তিহোঁ মোরে গ্রন্থ পঠাইল।
কামগাত্রি কামবিজ পঞ্চনাম দিল॥
আর করাইল তিহোঁ প্রণালি গ্রহন।
মনের আরোপে তাহা করিতে সাধন॥
সেই সুত্রে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ কৃপা কৈল।
কৃপাগাত্রে সিদ্ধতত্ত্ব রিদয়ে পসিল॥
এই তর্ত্ত বস্তু জে দিল আমায়।
জন্মে জন্মে বিক্রতা হইলাম তার পায়॥
এই ত কহিল সব কৃপার মহিমা।
কৃপার পরসে মোরে দেখাইল সিমা॥
শ্রীরূপমঞ্জরিপদে লইলাম স্বরণ।
মোহনমাধুরি দাস রচিল কিরণ॥

ইতি প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়াং মুল প্রলাপ ছন্দ তস্য কিরণং নাম অষ্টম অধ্যায়ঃ॥ ইতি ··· · জথা দিষ্টং [ইত্যাদি॥] প্রেমভক্তি টীকা গৃন্থ সমাপ্তং॥ লিখিতং শ্রীগোউরমোহন দাস॥

৩৭৩। বিলাপকুসুমাঞ্জলি।

রচয়িতা—রাধাবল্লভ দাস। পত্র ১-৯; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১×৫।০ ইঞ্চি। লিপি-কাল নাই।

বিলাপকুসুমাঞ্জলি, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিরচিত প্রার্থনামূলক স্তব;—ইহাতে ১০১টি সংস্কৃত শ্লোক আছে। আলোচ্য পুথিখানি

তাহারই পয়ার অনুবাদ—রাধাবল্লভ দাস কর্ত্তৃক রচিত। এই জাতীয় অন্যান্য পুথিতে প্রায়ই মূল শ্লোক উদ্ধৃত থাকে, কিন্তু এই পুথিতে মূল শ্লোক নাই।

শেষ,—

শ্রীরঘুনাথ গোস্বামির এই মন অভিলাস।
সংস্কৃতে কৈল এই বিলাপ প্রকাশ ॥
তাঁর পায় অপরাধ না হউক আমার।
সষ্টাঙ্গ হইয়া করি কোটী নমস্কার ॥
মদিস্বরি শ্রীরাধিকা পদসেবা আসে।
বিলাপপুষ্পাঞ্জলি কহে রাধাবল্লভ দাসে ॥
ইতি বিলাপকুসুমাঞ্জলি পয়ার সংপূর্ণঃ ॥*॥

৩৭৪। চাটুপুষ্পাঞ্জলি।

রচয়িতা—রূপ গোস্বামী। ১৫৮০ × ৮ ইঞ্চি আকারের একখানি বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। ২৫ পঙ্‌ক্তি লেখা। সম্পূর্ণ। লিপিকাল ১২৪৩ সাল।

চাটুপুষ্পাঞ্জলি, রূপ গোস্বামীর বিরচিত একটি সংস্কৃত স্তব। এই কাগজখানিতে তাহার পদ্যানুবাদ আছে। কিন্তু অনুবাদকের নাম নাই।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীহরিঃ ॥
চাটুপুষ্পাঞ্জলি শ্লোকের পয়ার ॥
যত উপমার গণ তুলনা নাহিক সন
জিনি শোভা শ্রীমুখমণ্ডল।
চৌরশ কপাল ঠাম জিনিয়া নবীন চান্দ
কস্তুরী তিলক ঝলমল ॥২॥
কন্দর্প কোদণ্ড জিনি ভুরুযুগ শোভনি
অলকা ললিত তছু পরি।
নেত্রশোভা চকোরিণী উজ্জ্বল কজ্জল জিনি
কটাক্ষ সন্ধান মনোহারি ॥৩॥

শেষ,—

চাটু পুষ্পাঞ্জলি এই স্তবাবলি
যে জন করয়ে গান।
বৃন্দাবনেশ্বরি তারে কৃপা করি
দাসীপদে দেয়ি দান ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতং শ্রীমচ্চাটুপুষ্পাঞ্জলিস্তোত্রং সম্পূর্ণং ॥*॥ অধিকারি শ্রীযুত দাস বাবাজী মোঃ ভগলপুর চাম্পানগর কি ···চৌকী সন ১২৪৩ সাল তা ১২ চৈত্র।

৩৭৫। চাটুপুষ্পাঞ্জলি।

রচয়িতা—রূপ গোস্বামী। পত্র ১-৩; সম্পূর্ণ। শাদা ইংরাজী কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ ও শেষ পৃষ্ঠায় ৬ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৮০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

৩৭৪ সংখ্যক বিবরণে এই নামীয় পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাহার সহিত এই পুথির পার্থক্য এই যে, উক্ত পুথিতে মূল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই, আলোচ্য পুথিতে মূল সংস্কৃত স্তব উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অপর কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। এ পুথিতেও অনুবাদকর্ত্তার নাম পাওয়া গেল না।

শেষ,—

চাটু পুষ্পাঞ্জলি এই স্তবাবলি
জে জন করয়ে গান।

বৃন্দাবনেশ্বরি তারে কৃপা করি
দাসীপদ দেন দান ॥

ইতি শ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতং ॥ ইতি চাটুপুষ্পাঞ্জলিস্তবরাজ সম্পূর্ণ ॥•॥

৩৭৬। প্রলাপ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী; পত্র ১-৩৭; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১০।০ × ৪৸০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হইয়া চৈতন্যদেব যে সকল প্রলাপোক্তি করিতেন, চৈতন্যচরিতামৃতের বিভিন্ন অংশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আলোচ্য পুথিতে সেই সকল উক্তি একত্র সংগ্রহ করিয়া, সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রথমে চরিতামৃতের আদিলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ হইতে চৈতন্য প্রভুর জন্মবিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। পরে বিভিন্ন পরিচ্ছেদ হইতে তাঁহার প্রলাপোক্তিগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীহরিঃ ॥

আদিলীলায়াং ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের প্রলাপ ॥
যথেচ্ছ রাগ ॥

নদিয়া উদয়গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি করিল উদয়।

পাপ তম হৈল নাশ ত্রিজগত উল্লাষ
জগ ভরি হরিধ্বনি হয় ॥১॥
সেই কালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাস লঞা সঙ্গে হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে
কেন নাচে কেহো নাহি জানে ॥২॥
—ইত্যাদি।

৩৭৭। স্মরণদর্পণ।

রচয়িতা—রামচন্দ্র দাস। পত্র ১-৭; সম্পূর্ণ। শাদা বাঙ্গালা কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১৸০ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। বিষয়—বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নম।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য [ইত্যাদি শ্লোক।]

প্রথমে বন্দিব গুরু বাঞ্চাকলপতরু
কৃষ্ণপ্রাপ্তির জেহোঁ মূল।
অজ্ঞানতিমির নাস দিপ্ত করে পরকাস
বন্দো সেই চরণ রাতুল ॥
জাহে গুরুকৃপা হয় কৃষ্ণপদ সেই পায়
সেই হয় পরম সুধির।
গুরুপদে জত ভক্তি রাধা কৃষ্ণ তত রতি
এই তত্ত্ব সর্ব্ববেদসার ॥

শেষ,—

দেখ দেখ আরে ভাই গৌরপরকাস।
পুন্নিমাকো চান্দ জৈছে উদয় আকাস ॥
কুম্ভরাসি পুর্ণমাসি গৌর অবতার।
ছাড়ল জোগের ভাব ধরণি নিস্তার ॥

রবিকরে আইল জতেক জিবে তাপ।
হরল সকল পহুঁ নিজ হিমদাপ ॥
কলিযুগে তপ জজ্ঞ নাই কোন তন্ত্র।
প্রকাসিল প্রভু তাহে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র ॥
প্রেমের বাদর করি ভরিল সংসার।
তারকি নারকি জত পাইল নিস্তার ॥
অন্ধ অবধি জত সকল পরকাসে।
বিন্দু না পড়ল গায় রামচন্দ্র দাসে ॥

* * *

সুনহ রসিক ভাই স্বরণ দর্পন এই
জে কহিল রামন্দ্র দাস ॥
স্বরণদর্পন সমাপ্ত ॥

৩৭৮। গৌরাঙ্গরূপবর্ণন।

রচয়িতা—যুগলকিশোর। পত্র ১ ; সম্পূর্ণ। শাদা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। ১ম পৃষ্ঠায় ১১ ও ২য় পৃষ্ঠায় ১৫ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৯॥০ × ৪৷৵০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। বিষয়—নদীয়ানাগরী কর্ত্তৃক গৌরাঙ্গদেবের রূপবর্ণনা।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদজী নিস্তারকর্ত্তা।
নদিয়ানাগরি জায় সুরধনিঘাটে।
আচম্বিতে গোরা সনে দেখা হল বাটে ॥
দেখ সখি গৌরাঙ্গের রাঙ্গা পদতল।
নবনি জিনিয়া জেন অতি সুকোমল ॥
দস চাঁন্দ চরণেতে লয় মোর মনে।
কলিঘোর তিমির নাসিল জার কোনে ॥
চরণে নপুর কিবা বাঁকা মনোহর।
তা দেখিয়া নাগরি হইল বিভোর ॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

উচ্চ করি বান্দিয়াছে মনহর চুল।
তার চারি পাসে শোভে নানাবর্ণ ফুল ॥
গৌরাঙ্গ নাগর বেড়ায় হাসিয়া হাসিয়া।
রূপের ছটায় শোস করিল নদিয়া ॥
সেই কালে জে রূপ দেখিলেক সদা।
ত্রিজগত মধ্যে সেই ভুরিদা ভুরিদা ॥
যুগল কহে সেই কালে জর্ম্ম কেন না হইল।
জনম অবধি সেল হৃদএ রহিল ॥
ইতি সমাপ্ত ॥

৩৭৯। হরিশ্চন্দ্রের পালা।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পত্র ২-২৪ ; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তি। কয়েকটি পাতার অক্ষর কিছু কিছু মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ৯॥০ × ৩॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৬ সাল।

শেষ —

রাজা কয় মহাশয় তব আজ্ঞা ব্রহ্ম।
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥
বর দিয়া জত কথা কহিলেন তারে।
হরিচন্দ্র বর পায়্যা দিলেন পুত্রেরে ॥
স্নান দান করে রাজা সরযুর তিরে।
অধিকার সহিত রাজা জায় স্বর্গপুরে ॥
গোলকেতে রাজরানি করেন বিশ্রাম।
স্বর্গবিদ্যাধরি নাচে কিন্নরেতে গান ॥
একচির্ত্তে জেই সুনে এই উপাক্ষান।
অন্তেতে পরম গতি হয় মুক্ত স্থান ॥

সেবিয়া ব্যাসের পদ কবিচন্দ্রে গায়।
হরি হরি বল সর্ব্বে পালা হৈল সায়॥

ইতি হরিশ্চন্দ্রের পালা সমাপ্ত ॥*॥ লিখিতং শ্রীমহাভারত সামন্ত সাকিম জোৎ রামচন্দ্র পরগনে হাবিলি সরকার শেলেমাবাদ সন ১১৮৬ সাল তারিখ ২১ অগ্রহায়ন শ্রীশ্রীরাম।

৩৮০। কপোতকপোতীর পালা।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র পত্র ১৮; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। দ্বিতীয় পত্রের দক্ষিণ দিকের কতকটা নাই। পরিমাণ ৯৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৮৯ সাল।

কোনও বনে এক কপোত-দম্পতি বাস করিত। এক দিন কপোতী এক ব্যাধের জালে বদ্ধ হয়। ব্যাধ সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া, রাত্রে শীত ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া সেই কপোতদম্পতির আবাস-বৃক্ষের নিম্নে শয়ন করে। তখন জালবদ্ধ কপোতীর উপদেশে, কপোত অগ্নি জ্বালিয়া ব্যাধের শীত নিবারণপূর্ব্বক, সেই অগ্নিতে উভয়ে দেহত্যাগ করিয়া, নিজ নিজ দেহের মাংস দ্বারা ব্যাধের খাদ্য সংস্থানান্তে স্বর্গে গমন করে, ইহাই পুথির উপাখ্যান।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥

শুক কহে মহারাজা কর অবধান।
একচিত্ত হইআ সুন কপোত উপাক্ষান॥
সমুদ্রের তিরে দুই পক্ষের বসতি।
পরম সুন্দর পক্ষ অতি সুকুমতি॥
সমুদ্রের তিরে অতি সুশোভন বন।
সেই বনে দুই পক্ষ থাকে অনুক্ষণ॥
নানা বনে জাঅ দুহে করিতে আহার।
আহার করিআ আইসে আস্রমে আপনার॥
এইরূপে থাকে পক্ষ গহন কাননে।
নানা দেসের বার্ত্তা কহে পক্ষ দুই জনে॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

ব্যাসের আদেসে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
অভিমত বর পাঅ জে যন গাওায়॥

শেষ,—

কপোতকপোতিমাংস ব্যাধবর খাইল।
সুবর্ন্নের রথে চড়ি স্বর্গ্গভুবন গেল॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিসন।
বিমানে চড়িআ গেল স্বর্গভুবন॥
কপোতিকপোতকথা যে জন গাওাঅ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ পাঅ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গাঅ ব্যাসের ক্রপাঅ।
অভিমত বর পাঅ জে জন গাওাঅ॥
ইত্তি কপোত কপোতির পালা সমাপ্ত॥...

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]॥ লিখিতং শ্রীগোলকনাথ সেন॥ সাকিম লালবাজার॥ ইতি সন ১০৮৯ সাল: তারিখ ২৭ ভাদ্র বার সমবার॥ ৬ দণ্ড বেলা॥*॥ হরি॥

৩৮১। অঙ্গদরায়বার।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ২-৫, ৭-১৪; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। শেষ পাতার কতক অংশ নাই। পরিমাণ ১৩।৹ × ৪।৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৮৮ সাল। বিষয়—রাবণের নিকট রামচন্দ্রের দূতরূপে অঙ্গদের গমন এবং উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি।

শেষ,—

শ্রীরাম বলেন বাছা বাল্লের কুমার।
ভুবনে এ শব কিত্তি রোহিল তোমার॥
শ্রদ্ধা করি ইহা শুনে জেই জনে।
শেই মোর প্রিয় বটে লক্ষন শমানে॥
আদর করিয়া জেবা শুনে রায়বার।
শত্রুক্ষ্যয় পরাজয় হইব তাহার॥
রশিক জনার হয় পরম আনন্দ।
রায়বার রোচিলা ইহা আপুনি কবিচন্দ্র॥

জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। লেখিতং শ্রীলুইধর আবকাশু॥ শাঃ বাল্যাতোড়ী শন ১০৮৮ শাল তাঃ ৬ জৈষ্টী বার মঙ্গল জায় নিজ বাটীতে: চারি দণ্ডে॥

৩৮২। লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৫; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। শেষের পাতা ছেঁড়া এবং অক্ষর অস্পষ্ট। পরিমাণ ১৪ × ৪।।৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৩৮ সাল।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীরাম॥
সক্তিসেল লিক্ষতে॥

মরিল জতেক সেনা সুন্য হইল পুরি।
অবিরত মোহে কান্দে তা সভার নারি॥
দিবানিসি মন্দোদরি সুনিঞা রোদন।
কোপ করি রণমাঝে সাজে দসানন॥
হেন কালে দসাননে কহে মন্দোদরি।
আপনার দোসে মজাইলে লঙ্কাপুরি॥
কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিত আদি জত বির।
জার বলে দেবাসুর কেহ নহে স্থির॥
ঘরে বস্যা থাক নাথ আমি করি মানা।
শ্রীরাম মানুস নহে তারে গেছে জানা॥

ভণিতা,—

বুঝালে না মানে বোধ করে হায় হায়।
সেবিয়া বাল্মিক ব্যাস কবিচন্দ্র গায়॥

শেষ,—

চরণে ধরিয়া বলি আমি অনুগত।
বিকাইনু রাঙ্গা পায় জনমের মত॥
রাবনে মারিয়া কর সিতার উদ্ধার।
অজোধ্যায় চল সুধ্যা বিভিসনের ধার॥
লক্ষন পাইল প্রান ডাকে রাম জয়।
রাবন সাজিল রনে কবিচন্দ্রে কয়॥
জেবা পড়ে জেবা সুনে জে জন গাওায়।
ধন পুত্র হয় তার অন্তে স্বর্গ জায়॥

ইতি লক্ষনের সক্তিসেল সমাপ্ত॥ স্বাক্ষর শ্রীজগন্নাথ দাস দেব। পঠনার্থ শ্রীধনীরাম... ......সন ১১৩৮ সাল॥ তাং ১৪ ভাদ্র রোজ সোমবার॥

৩৮৩। প্রহ্লাদচরিত্র।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ৫, ৭-১০; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি। প্রত্যেক পত্রের ধার কাটা। পরিমাণ ১৪×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৬৪ সাল।

শেষ,—

প্রসাদচরিত্র জেবা একচির্ত্তে স্থনে।
কৃষ্ণভক্তি সব সিদ্ধি হয় দিনে দিনে॥
সপ্তম স্কন্দের কথা কবিচন্দ্র গায়।
এত দুরে প্রসাদচরিত্র হইল সায়॥

ইতি প্রসাদচরিত্র পালা সমাপ্তমিদং। জথা দিষ্টং [ইত্যাদি।] এ পুস্তক শ্রীরাধাচরণ দাষের সাং মধ্যম য়া......পং বালিয়া বসন্দার সরকার সেলমাবাদ সন ১১৬৪ সাল সোন এগার সও চৌসষ্টী সাল তারিখ ২৬ শ্রাবন রোজ রবিবার বেলা দুই প্রহরের সময় পুস্তক সমাপ্ত হইল॥

এই পুথির সহিত ২-৪ ও ৬ সংখ্যক আর চারিটি পাতা আছে। তাহা কৃষ্ণদাস-বিরচিত কণ্ব মুনির পারণা নামক পুথির। আকার ও পরিমাণ উপরোক্ত পুথির অনুরূপ। ২ সংখ্যক পাতার ভাঁজের মধ্যে ১১৬৪ সাল লেখা আছে। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। একটু নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

এমন নির্ভয় ছেল্যা কোনখানে নাঞি।
অপরাধি হইলে তুমি ব্রাহ্মণের ঠাঞি॥
আর তোর বাড়ি নাঞি করিব পারনা।
হেদে গো জসদা তোর আস্তা গেল জানা॥

ভণিতা,—

ভোজনে বসিলা গিয়া কর্ন্নমুনির থালে।
কৃষ্ণদাষ বলে নন্দের অধিক কপাল॥

৩৮৪। অজামিলের উপাখ্যান।

রচয়িতা—দ্বিজ শঙ্কর কবিচন্দ্র। পত্র ২-৮; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার অক্ষর অনেকটা মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৩।০×৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৮৭ সাল। ৭ম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় কবিচন্দ্রের শঙ্কর নামের উল্লেখ আছে।

ভণিতা,—

বিষ্ণু[দুত] বলে তোরা বট কোন জন।
কবিচন্দ্র দ্বিজ বলে ব্যাসের বচন॥

শেষ,—

স্থন দুত জেবা জন কৃষ্ণভক্ত হয়।
সেই জন আমার কখন দণ্ডি নয়॥
জম রাজা দুতেরে কহিল জত বিধি।
দুতগন তেমতি করয়ে অস্তাবদি॥
নামের মহর্ত্ত স্থনি রাজা পরিক্ষিত।
বড়ই আনন্দধারা পুলকে পুনিত॥
মুনিকে প্রণাম করে ভুমেতে লোটায়্যা।
কৃতার্থ করিলে নামের মহর্ত্ত স্থনায়্যা॥
তোমার কৃপায় প্রজা হইব উদ্ধার।
ইহা বলি প্রণাম করয়ে বারে বার॥
এই উপার্ক্ষন জেবা স্থনয়ে শ্রবনে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়্যা জায় স্বর্গস্থানে॥
এত দুরে অজামিলে[র] উপাক্ষন সায়।
সপ্তম স্কন্দের কথা কবিচন্দ্র গায়॥

লিখিতং শ্রীনিমাঞি দাস॥ সন ১০৮৭ সাল। ভজ গিরিধারির পদ ভজিলে দুঃখ পাইবেক [না] রে॥

৩৮৫। গোবিন্দমঙ্গল—দাতাকর্ণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৬, সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। কয়েকটি পাতার ধার গলিত। পরিমাণ ১৩×৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৮৪ সাল।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ॥

বৈসম্পায়ন মুনি পুর্ব্বকথা কয়।
মহাভারথের কথা শুন জন্মেজয় ॥
মহাভারথের কথা স্তন একমনে।
পাপ তাপ দুরে জায় গোবিন্দগুনানে ॥
সুমেরু সমান সর্ন্ন দ্বিজে দেই দান।
সভে বলে দাতা নাই কর্ন্নের সোমান ॥
একবার জাব আমি কর্ন্নের নিকটে।
বুঝিব সে কর্ন্ন বির কেমন দাতা বটে ॥
এই কথা মনে মনে ভাবি নারায়ন।
মায়া করি হইলা এক বৃর্দ্ধ যে ব্রাহ্মণ ॥

ভণিতা,—

অনুমতি পায়্যা কর্ণ হাসে খল খল।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গান গোবিন্দমঙ্গল ॥

শেষ,—

তরুতলে বস্যাছেন নন্দের নন্দন।
অচেতন হয়্যা কর্ন্ন পড়িল তখন ॥
চেতন করাল্য প্রভু মুখে জল দিয়া।
এ জস রহিল তব ভুবন ভরিয়া ॥
কর্ন্নের স্তবেতে তুষ্ট হৈলা ভগবান।
নিজ স্থানে গেলা প্রভু হৈয়া অন্তধ্যান ॥
কর্ণের সমান দাতা কেহ নাই হয়।
এত দুরে পালা সায় কবিচন্দ্রে কয় ॥

ইতী দাতাকর্ণের পালা সোমাপ্ত হইল ॥ লিখিতং শ্রীগৌরচরন দাস দর্স্ত সাং জামশনা পঠনাথ শ্রীকিসোর দাস ইতী সন ১০৮৪ সাল তাং ২৮ আসাড় ॥

৩৮৬। অক্রূরাগমন।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১০; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্ক্তি। পাতাগুলির বাম দিকের অংশ কতকটা করিয়া গলিত। পরিমাণ ১৩×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১০০ সাল। বিষয়—কংসপ্রেরিত অক্রূরের সহিত কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরায় গমন।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

তবে রাজা য়ক্রুরে য়ানিল ডাক দিয়া।
রাম কৃষ্ণ দুটি ভাই ঝাট য়ান গিয়া ॥
করিব ধনুর যজ্ঞ করহ গমন।
স্থনিঞা য়ক্রুর হইল য়ানন্দিত মন ॥
রথ চড়িয়া অক্রুর চলিল তোরায়।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গোবিন্দের পায় ॥
ঘনে ঘনে য়ক্রুর করেন য়ভিলাস।
জনম সফল হবে দেখি শ্রীনিবাস ॥

শেষ,—

...তে গোপী সব কন্ননা করেন।
হেথা রাম কৃষ্ণ দুহে মথুরা গেলেন ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গাএ পুরানের সার।
একমনে জেই স্থনে জন্ম নাহি তার ॥

ভাগবতামৃতরস কবিচন্দ্রে গায়।
এত দুরে অক্রুর আগমন হইল সায় ॥*॥

ইতি অক্রুর আগমন সমাপ্ত॥ ইতি সন ১১০০ সাল তাঃ ৫ ভাদ্র যথা দিষ্টং [ইত্যাদি।] লিখিতং শ্রীনীরঞ্জন দেবসর্ম্মা॥ [সা]কি[ন] সোনামুখি লালবাজার॥ সাঃ পলাসডাঙ্গা॥

৩৮৭। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ২-৭, ১০; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। কয়েক পৃষ্ঠার লেখা মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১১।০×৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৩০ সাল।

শেষ,—

দ্রোপদিকে রক্ষা [করি] প্রভু ভগবান।
দ্বারকা চলিল কৃষ্ণ জথা নিজ স্থান॥
বৈসম্পায়ন বলে স্তন জর্ম্মেজয়।
পরের করিলে মন্দ আপনাকে হয়॥
পরক্ষাতি পরনিন্দা করে জেই জন।
মরিলে না মুক্তি হয় নরকে গমন॥
এত যুনি জর্ম্মেজয় কান্দিয়া বিকল।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দমঙ্গল॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি।] পুস্তক শ্রীপাচু তাতি সাং পাত্রসায়ের লিখিতং শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার সাঃ নিজ গ্রারাম ইতি সন ১১৩০ সাল তাং ১৬ পোষ রোজ রবিবার॥

৩৮৮। অঙ্গদরায়বার।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১২; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১৷৷৹×৪৷৷৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১০০ সাল। ৪র্থ এবং ১১শ পত্রে ১২০১ সাল লেখা, কিন্তু তাহা অন্য হাতের।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ।

বন্দো গেলা সিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র হইলা পার।
বানরে বেড়িল গিয়া লঙ্কার দুআর॥
শ্রীশ্রীসুগ্রিব বলেন মিতা আর কেনে বিলম্ব।
করে কেন্না রাবণ রাজা জুদ্ধের আরম্ভ॥
সাগরপার বলে তার বড় ছিল ঘাটনি।
সে বল ফুরাল এখন কি বলে তা স্তনি॥
শ্রীরাম বলেন মিতা জাবেক কোন জনে।
সুগ্রীব বলেন মিতা তাই ভাবিছি মনে॥

মধ্য,—

অঙ্গদ বলে সত্য কথা কসি ইন্দ্রজিতা।
এতেক রাবন বসাছে সব তোর কি পিতা॥
এতেক বাপের তেজ নইলে লঘু গুরু না মানিস।
এতেক বাপের তেজ নইলে ইন্দ্র বেন্দা আনিস॥
ধন্য রানি মুন্দদরি সাভাস তোর মাকে।
এক জুবতি সতেক পতি ভাব কেমনে রাখে॥
—৬ পত্র।

শেষ,—

স্তনিয়া আনন্দ বড় ঠাকুর রঘুনাথ।
অঙ্গদের পিষ্টে বুলান পদ্মহাত॥
রঘুনাথ বলে বাছা বেলার কুমার।
ভুবনে জস কিত্তি রহিল তোমার॥
শ্রদ্ধা করিআ জেবা স্তনে রায়বার।
পাপমুক্তি স্তরা পান না থাকে তাহার॥

রসিক জনার মুখে স্তুনিতে য়ানন্দ।
রায়বার রচনা করিল কবিচন্দ্র ॥

ইতি মঙ্গদ রায়বার সম্মাপ্তি সন ১১০০ সাল পাটক শ্রীকমলাকান্ত দেবশর্ম্মা সাঃ পলাশডাঙ্গা তা ২ দুই দিন স্রাবনের ২ দিনে।

৩৮৯। রাধিকামঙ্গল।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ৩-১১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। কয়েকটি পাতার ধার ছেঁড়া। পরিমাণ ১৪ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৯ সাল।

পুথিখানির নাম রাধিকামঙ্গল; কিন্তু রাধিকার কথা ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় ইহাতে অধিক আছে। ৩ হইতে ৬ পত্রের মধ্যে এই বিষয়গুলি দেখা যায়,—১। সোনার গেঁডুর জন্য কৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপীগণের বস্ত্র আকর্ষণ, ২। পূজারত নন্দের সম্মুখে চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে কৃষ্ণের আত্মপ্রকাশ, ৩। নন্দালয়ে এবং গোপীগণের গৃহে—উভয় স্থানে একই সময়ে কৃষ্ণের অবস্থান, ৪। রাধিকা ও কৃষ্ণের মার্জ্জার ও মূষিকমূর্ত্তি ধারণ। ইহার পর ৬ষ্ঠ পত্রের শেষ অংশ হইতে রাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন আরম্ভ হইয়া ১১শ পত্রে সমাপ্ত হইয়াছে।

শেষ,—

কলঙ্কিনি বল্যা মোরে দিল গালাগালি।
সভার মাথায় দিলাম কলঙ্কের ঢালি ॥
আমি বৈদ্য মুক্তি হৈনু নারিলে চিনিতে।
সহস্র ধারায় ছিৎ কৈল কলসিতে ॥
এখন নিশ্চিন্দি হয়্যা থাক গিয়া ঘরে।
নিভয়েতে জাব আমি তোমার মন্দিরে ॥
এত বলি জান কৃষ্ণ হাসিয়া নাচিয়া।
জসদার কোলে কৃষ্ণ চাপিলেন গিয়া ॥
জসোদা বলেন বাপু কোথা ছিলে তুমি।
তোমাপুত্র হারাইয়া মর্যাছিলাম আমি ॥
যুন যুন ওরে পুত্র সোনার গুনমুনি।
তোমার নাগিয়া বাছা মর্যাছিনু আমি ॥
কৃষ্ণ পেয়া জসমতি আনন্দ হইল।
কোলে কর্যা নন্দঘোস নাচিতে লাগিল ॥
রাধিকামঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দে গায়।
এতদুরে রাধিকামঙ্গল হইল সায় ॥

ইতি রাধিকামঙ্গল কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত ॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি।] লিখিতং শ্রীমোহুষুদন ঠাকুর পঠক শ্রীগদাইচন্দ ময়া।॥ সাকিম রাধানগর : সন ১২৪৯ সাল তারিখ ১৪ ভাদ্য ॥ রোজ সমবার তিথি কৃষ্ণা অষ্টমি : অথাত শ্রীশ্রীজিউয়ের জন্মজাতা ॥

৩৯০। কংসবধ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৮; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৯ সাল।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীরামঃ ॥
অথো কংসবধ লিক্ষতে ॥
নন্দ আদি গোপ জত করি স্নান দান।
সভে মেলি আসিয়া করিল জলপান ॥
চাঁছি ছেনা লাড়ু দুহে করিয়া ভক্ষন।
অবসেসে গিয়া অক্রুর করিল ভোজন ॥

সকটে বৃসবে দেখাইয়া পানি।
সকটে সকটে সব যুড়িলেন আনি ॥
রামকৃষ্ণ চলিলেন রথ সন্নধানে।
রথে চড়ি সিঙ্গা বেনু করিলা নিসানে ॥

শেষ,—

জে কিছু কহিলাম ভাই সাধুক্রপালেসে।
মোর শক্তি নাই ইথে করিতে প্রবেসে ॥
এই সব কথা বহু বিস্তারিত।
কিঞ্চিৎ কহিলাম বিস্তারিয়া মাত্র ॥
ব্যাসের আদেসে মাত্র কবিচন্দ্র গায়।
এত দুরে কংস রাজার বধ হৈল সায় ॥

কংসবধ পালা সমাপ্তং ইতি পাঠক শ্রীবিশ্বনাথ কর্ম্মকার সাং গড়বেতা পং বগড়ি সরকার গোওালপাড়া সন ১২২৯ সাল ২৮ অগ্রাহায়ন ॥

৩৯১। প্রসাদচরিত্র।

রচয়িতা—দ্বিজ শঙ্কর কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১৪ সাল।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীরাম।
প্রসাদচরিত্র লিক্ষতে ॥

সুকদেব কহে রাজা কর অবধান।
একচিত্ত হয়্যা সুন প্রসাদ উপাক্ষান ॥
মুনি কহে এক মুখে কি কহিব আমি।
মন দিয়া তত্ত্বকথা সুন রাজা তুমি ॥
গঙ্গায় বান্ধিয়া মঞ্চ রাজা পরিক্ষিত।
একচিত্ত হয়্যা সুনে প্রসাদচরিত ॥

প্রসাদচরিত্র মন দিয়া সুন সর্ব্বে।
ব্রহ্মার বরে দেবতা গন্ধর্ব্ব জিনে পুর্ব্বে ॥

ভণিতা,—

পিতার বদন হেরি প্রসাদ কহেন।
সঙ্খেপে সে সব কথা সঙ্কর রচেন ॥

শেষ,—

প্রসাদে কহেন হরি মোর বাক্য ধর।
এই রায্য মন্বন্তর তুমি ভোগ কর ॥
আমারে পাইবে তুমি জায়্যা অন্তঃকালে।
জন্মে জন্মে রহু ভক্তি মোর পদতলে ॥
তোমার আমার কির্ত্তি জেই জন শুনে।
ভবসিন্ধু মুক্ত হয়্যা জায় স্বর্গস্থানে ॥
অষ্টম স্কন্ধের কথা অমৃতসমান।
ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ॥

ইতি প্রসাদচরিত্র সমাপ্ত পাঠক শ্রীমাধবচন্দ্র মহাপাত্র ইতি সন ১২১৪ সাল তারিখ ২৮ আসাড় রোজ রবীবার বেলা ছয় দণ্ড ওক্তে পুস্তক সমাপ্ত হইল রঘুনাথ মিত্রীর পুত্র শ্রীজগন্নাথ মিত্র নামে। এ পুস্তক লিখিলাম আমি খুনডাঙ্গা গ্রামে ॥

৩৯২। লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৯ সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪৷৷০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৮ সাল।

আরম্ভ,—

৮৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ শ্রীশ্রীরামঃ ॥
লক্ষনের শক্তিশেল লিক্ষতে ॥

তারিখ ২১ বৈশাঘ সন ১২২৮ বার শও আটাইশ সাল লিখিতং শ্রীরাইচরণ নিওগী—

মরিল রাক্ষশ জত শন্য হইল পুরি।
অবিরত মোহে কান্দে শভাকার নারি॥
দিবানিশী মন্দোদরি যুনিয়া রোদন।
কোপ করি রনমাঝে শাজে দসানন॥
হেন দশাননে বলে মন্দোদরি।
আপনার দোশেতে মজালে লঙ্কাপুরি॥

শেষ,—

হনু বলে আমি নাঞি জানি তুমা বিনু।
এত বলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিল পদরেনু॥
চরনে ধরিয়া বলি আমী অনুগত।
বিকাইলাম রাঙ্গা পায় জনমের মত॥
রাবনে মারিয়া কর শীতার উর্দ্ধার।
অজোধ্যায় চল যুধে বিভিসনের ধার॥
লক্ষন পাইল প্রান ডাকে রামজয়।
রাবন শাজিল রনে কবিচন্দ্রে গায়॥

এত দুরে শক্তিশেল হইল সমাপ্ত॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং। লিখিতং শ্রীরাইচরন নিওগী সাং বেল্যাতোড় সন ১২২৮ সাল তারিখ ২৪ বৈশাঘ শনিবার যুক্লপক্ষে চোথুর্থি বেল্যা আন্দাজী ছয় দণ্ডর ওক্তে সাং গোপীনাথপুরে গোকুল গরাঞীর গুয়াল ঘরে উর্ত্তর মোখে মাচেতে বসিয়া গুয়ালিঘরখানি উর্ত্তরদুয়ারি ও পুর্ব্বদুয়ারি নিক্ষক দেখিয়া কেহ দোশ নাঞী নবে। অযুর্দ্ধ হইলে শভে যুর্দ্ধ করি দীবে॥

৩৯৩। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৯; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পাতা গলিত ও জীর্ণ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পাতার ধার গলিয়া যাওয়ায় প্রায় দুই পঙ্‌ক্তি করিয়া প্রতি পত্রে নষ্ট হইয়াছে। তিন জন লেখকের হস্তাক্ষর আছে। পরিমাণ ১৪॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫৯ সাল।

ভণিতা,—

পঞ্চ ভাই ভাবে মনে আমার্দ্দের কৃষ্ণ বিনে
ত্রিজগতে কেবা আছে আর।
দ্বিজ কবিচন্দে কয় সুন প্রভু দআম[য়]
নর্জার সাগরে কর পার॥

শেষ,—

দ্রোপদিকে রক্ষা করি দেব নারায়ন।
গোরূড়ে চাপিয়া গেলা বৈকণ্ঠভুবন॥
বৈশম্পায়ন বলে সুন জন্মেজয়।
পরের করিলে মন্দ আপনার হয়॥
পরনারি পরনিন্দা করে জেই জন।
মরিলে অবস্য তার নরকে গমন॥
জন্মেজয় সুনিঞা এ সব বিবরন।
পুলকে পুন্নিত যঙ্গ প্রসন্ন নয়ন॥
ব্যাসের আদেসে দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয়।
হরি বল সব্বে পালা হইল সায়॥

ইতি বস্তহরন সমাপ্ত। ভিমস্তাপী রনে ভঙ্গ [ইত্যাদি।] লিখিতং শ্রীলোকনাথ দাস বৈরাগ্য॥ ইতি সন ১২৫৯ সাল॥......

৩৯৪। দাতাকর্ণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৭; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১২॥০ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৪ সাল।

শেষ,—

কর্ণেরে কহেন প্রভু সুনহ বচনে।
পাইবে আমারে গিয়া বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
এতেক বলিয়া হরি হইলা অন্তধ্যান।
সপ্তম স্কন্ধের কথা কবিচন্দে গান॥
গোবিন্দ চলিলা সিঘ্র বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
পুত্রে রায্য দিয়া কর্ণ করিলা গমনে॥
কর্ণ পদ্মা দুই জনে হইলা বিদায়।
এত দুরে দাতা কর্ণের পালা হইল সায়॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি।] পাঠক শ্রীগুরুচরণ দর্ত্ত গন্ধবণিক সাকিম পাত্রসাহের সাহেবগঞ্জ চাকলে বিষ্ণুপুর।...ইতি সন ১২০৪ বার সও চারি সাল তারিখ ২৬ কার্ত্তিক॥

৩৯৫। দুর্ব্বাসার পারণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৬; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। কয়েকটি পাতার অক্ষর কিছু অস্পষ্ট হইয়াছে। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

ভণিতা,—

তবে কেনে নাগ্রি আল্যে   কান্দ্যা মরি বাম হলে
দুর কর দুর্ব্বাসার ভয়।
চক্রবর্ত্তি মনিরাম   অসেস গুনের ধাম
তস্য সুত কবিচন্দ্র কয়॥—২ পত্র।

শেষ,—

দ্রোপদিরে একে একে কহিল সকল।
দুর্ব্বাসা পালায়্যা গেল পাঞ্যা প্রতিফল॥
তোমার দুরন্ত মায়া কে বুঝিতে পারে।
এ ঘোর সমএ নাথ বাঁচাইলে মোরে॥
দ্রৌপদিরে রমানাথ করিয়া সান্ত্বনা।
দ্বারকায় গেলা কৃষ্ণ ঘুচায়্যা জন্ত্রনা॥
এই কথা জেই জন করএ শ্রবন।
রোগ সোক ঘুচে তার বিপদ জন্ত্রনা॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ব্যাসের কৃপায়।
হরি হরি বল সভে পালা হল্য সায়॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি।] লিখিতং শ্রীগকুলদাস চন্দ......পঠনার্থ শ্রীধরনি দাস॥

৩৯৬। উদ্ধবসংবাদ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-২৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৪ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫৬ সাল। পুথির শেষে "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ইতি" বলিয়া লেখা থাকিলেও অনেকখানি অংশ যে লিপিকর ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। পুথির বিষয়—ব্রজবাসীদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উদ্ধবকে দুতরূপে প্রেরণ এবং উদ্ধবের নিকট ব্রজবাসিগণের দুঃখ বর্ণনা।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীহরি।
উদ্ধবসংবাদ আরম্ভ।

বৃন্দাবন পাসরিতে নারেন মাধবে।
বনাল্যা নবিন কুঞ্জ বৃন্দাবন ভাবে॥
তাহাতে বসিল্যা কৃষ্ণ উদ্ধব সহিতে।
ভাবিতে নাগিল্যা কিছু গোপিকার হিতে॥
গোকুলে গোপিনি সঙ্গে জত কৈলা লিলা।
সে সব স্বঙরি কৃষ্ণ অবস হইল্যা॥

সজল নয়ন দুটী বৃন্দাবন ভাবে।
নিজ মর্ম্মকথা কৃষ্ণ কহেন উদ্ধবে ॥

শেষ,—

জদবধি মধুপুরে গিয়াছে কানাই।
তদবধি ধেনু নয়া বনে নাই জাই ॥
এই দেখ ধেনুগন চক্ষে জলধারা।
হাম্বা রব করি ডাকে চাহিয়া মথুরা ॥
গোপ গোপিগন আসি দাণ্ডাইল তথা।
কহিবে কৃষ্ণের আগে আমাদ্ধের কথা ॥
জদবধি মধুপুরে গিয়াছে কানাই।
তদবধি পিকুরব সুনিতে না পাই ॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ইতি সন ১২৫৬ সাল তারিখ ১লা জোটী ॥

৩৯৭। প্রসাদচরিত্র।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৬; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পুথির অবস্থা জীর্ণ। লেখা অনেকাংশ মুছিয়া গিয়াছে। যতটা পড়া গেল, তাহাতে উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া গেল না। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

ভণিতা,—

এত সুনি প্রসাদ রাজারে কিছু কয়।
ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ কয় ॥

৩৯৮। গুরুদক্ষিণা।

রচয়িতা—শঙ্কর কবি। পত্র ২-১৪; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। দুই সংখ্যক পত্র মধ্যদেশে ছিন্ন। দুই তিন জন লেখকের হস্তাক্ষর আছে। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৫ সাল।

আলোচ্য পুথিখানি আকারে একটু বড় এবং শেষ অংশে বিদ্যাশিক্ষান্তে শ্রীমতী রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনের কথা আছে। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ,—

৺৭ শ্রীশ্রীহরি।

পণ্ডিতসভাতে কৃষ্ণ নাহি কহে কথা।
হ্রিদগুনে বসুদেব বড় পাইল বেথা ॥
সপ্ত ঘোটী বেলা হৈল দুতিয় প্রহর।
সভা ভাঙ্গি গেলা হরি নিজ বাসঘর ॥
ঘরে গিয়া বাপ মাকে একলি কহিল।
সভাতে বসিয়া আজি বড় লজ্জা পাইল ॥
এ সব জানিলাম আমি মোথুরায় আসিয়া।
বড় লজ্জা পাইলাম সভাতে বসিয়া ॥
পাঠ নাহি পড়ি মাতা গোকুল নগরে।
গোধন রাখিতে গেলা এ বার বৎসরে ॥
ইবে সে জানিলাম আমি মোথুরা আসিয়া।
বড় লজ্জা পাইল মাতা সভাতে বসিয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যাশিক্ষা,—

গুরুকে বন্দিয়া হরি পড়েন হরিসে।
ছয় মাসের পাঠ পড়েন একুই দিবসে ॥
অক্ষর পড়িয়া রিসি পড়িল বিধান।
সর্ব্ব সাস্ত পড়ি দুহে হইল বুদ্ধিমান ॥
কতক গিহস্ত পড়ি হরি সকলি জানিল।
চারি বেদ পড়ি দুহে জ্ঞানি উপজিল ॥
চোসষ্টী দিবসে বিদ্যা চোসষ্টী সিখিল।
বিদ্যা সিক্ষ্যা দেখি গুরু ত্রাস উপজিল ॥

কাব্য অলঙ্কার সিখি নাটক নাটিকা।
পুরান ভাগবত সিখি আউড়িয়া টিকা ॥
নানা রসকলা হরি নিখিল নৃত্য গিত।
বহুত বিদ্যা সিখিল হরি সিগালচরিত ॥
সিগালচরিত্র আর কাগচোরিত্র পড়ি।
নাগরি আদি বিদ্যা সিখিল গারড়ি ॥
খেত্রিবিদ্যা সিখিলেন ছত্রিস অক্ষরে।
পৃথিবির জত বিদ্যা নহে অগোচরে ॥
বিদ্যা সিখিল্যা কৃষ্ট বড় রিষ্ট হইলা।
দক্ষিনা মাগহ বলি গুরুকে কহিলা ॥ ৮ পত্র

ভণিতা,—

কৃষ্ণের চরিত্র এই গাইল সঙ্কর।
এ ঘোর সাগরে পার কর দামোদর ॥

শেষ,—

কতক রাত্রি গেল হৈল দিতিয় পহর।
......ন্দে গেলেন প্রভু রাধিকার ঘর ॥
কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধা আনন্দ হইল।
জতেক মনের......পাসুরিল ॥
পালঙ্কে সয়ন করিল রাধিকা কানাই।
সুখের সাগরে ভাসে সিমা দিতে নাই ॥
অভিমন বর দেহ দেব গদাধর।
গুরুদক্ষিণা সাঙ্গ হইল গাইল সঙ্কর ॥

ইতি গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত। ইতি সন ১২৩৫ সাল তারিখ ৯ কাত্রিকা বারে সনিবার ॥ সাং রাধানগর বেলা দণ্ড দুই থাকিতে সমাপ্ত হইল —জথা দিষ্টং [ইত্যাদি।]

৩৯৯। উদ্ধবসংবাদ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৫×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫৮ সাল।

ভণিতা,—

সুনিয়া এ সব কথা অন্তরে বাড়এ বেথা
বিরহ য়ানল উথলয়।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে ভনে তরঙ্গ নদির বানে
তাহা কি বালির বান্ধে রয় ॥—৬পত্র

শেষ,—

ব্রেজবাসি আছে জত গোপ গোপিগন।
পষু পক্ষ্য আদী সভে করএ রোদন ॥
জমুনাতে পড়ে আসি সেই অশ্রুজল।
তাহাতে জমুনা নদি হইয়্যাছে প্রবল ॥
এতেক বচন জদি উদ্ধব কহিল।
সুনিয়া সভার প্রেম বাড়িতে লাগিল ॥
শ্রীকৃষ্টমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দে ভোনে।
দসম স্কন্দের কথা উদ্ধব গমনে ॥

ইতি উদ্ধবসংবাদ সংপুন্ন ॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি।] লিখিতং শ্রীলোকনাথ পাল সাং বাদগাছা মোং মাছখাণ্ডা পরগনে খণ্ডঘোষ সন ১২৫৮ সাল বার সত আটান্ন সাল তাং ১৯ কার্ত্তিক বার মোঙ্গল দিবস ১ পোহরের সময় সোমাপ্ত হইল।

৪০০। কৃষ্ণলাবণ্যলীলা।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৫; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৸০×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। বিষয়—গোপীগণ কর্ত্তৃক যশোদার নিকট কৃষ্ণের দৌরাত্ম্য কথন।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীহরিঃ॥

বাল্যলীলা লিক্ষতে॥

জমুনার জলে খেলে বহু ঝি সিনানে গেলে
অপমানের সিমা আর নাঞি।
কার গাঅ দেয় মাটি কার নেয় তেলের বাটি
ঘাটে রাখে তিন প্রহর তাঞি॥

নিরবধি বুলে সাথে না জানি তাহার হাথে
কোন দিন কোন ঠাঞি ঠেকি।
অসেষ প্রকারে তারে নিবারিতে কেহ নারে
উপায় কি হবে বল দেখি॥

কেহ বলে কিবা হবে জড় হআ জাই সভে
এক বার ব্রজ ছাড়্যা জাই।
রাজাকে আদ্দাস কর‍্যা নিআ জাই উহাকে ধর‍্যা
ইহা বৈই যুক্তী নাই মাই॥

কেহ বলে কার তরে দ্রব্যজাত থুআ ঘরে
ছাড়্যা জাব উদাসিন হআ।
স্থির হআ সভে থাক এদিন আইলে বাধ্যা রাখ
দেখি কার সঙ্গে জাই নৈআ॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

এ বোল বলিআ রানি ধরিলেন চক্রপানি
আনি পাছে পালাইআ জায়।
মোহাপ্রভু মোহাসয় মাএরে করিআ ভঅ
সাধন করেন গোপিকায়॥

এ বার তোমার ঘরও আর জত্মাপি দেখা পাও
সভাই রাখিহ আমাঅ বান্ধ্যা।
বান্ধিবার নাম শুনি জসমতি ঠাকুরানি
আকুল হইল তখন কান্দ্যা॥

ও মোর পরান হরি আইস্য বেন কোলে করি
বলে বা না বলে কুছাবানি।
আমার হয়ে হঔক পরিবাদ এ বড় মোনেতে সাদ
লোকে বলে কৃষ্ণের জননি॥

আমার পরান তুমি তোমা না দেখিলে আমি
তিলে কত হারা হই হেন মানি।
দারুন কংসের চর ফিরে তারা নিরন্তর
হাপুতি করাঅ পাছে জানি॥

কবিচন্দ্র বলে বানি হেদে গো নন্দের রানি
এত ভঅ কর তুমি কারে।
গোবিন্দ গোলকপতি অখিল জিবের গতি
কেবা তার কি করিতে পারে॥

শ্রীশ্রীহরিঃ। ইতি শ্রীকৃষ্ণলাবন্যলিলা সমাপ্তঃ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ॥

নির্ঘণ্ট।

২৩-২-৬